আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

দরসে তিরমিযী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস (দা.বা.)

মুহতামিম ও শাইখুল হাদীসঃ ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপিঠ জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা;

খলীফাঃ ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ আল্লামা আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এবং জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম, মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.);

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ ☐ এপ্রিল ২০১১

দরসে তিরমিযী (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল ☐ আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি
অনুবাদ ☐ মুহসিন আল জাবির
(মুহাদ্দিস- বাঘারপাড়া মুহিউসসুন্নাহ্ কওমী মাদরাসা যশোর;
লেখক ও গবেষক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

প্রকাশক ☐ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-33-3160-1

মূল্য ☐ ৬০০.০০ টাকা

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.
ইসলামের প্রথম খলিফা।
হে প্রিয় সাহাবি! তোমার উদারতা আর
মহত্ত্বের এখন খুবই প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্যাবলি

* দরসে তিরমিযীর সংগে পূর্ণ মিল রেখে ছাত্রবোধ অনুবাদ করা হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* দরসে তিরমিযী ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জটিল স্থানগুলোতে আপত্তি জবাব কিংবা প্রশ্নোত্তরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।
* হাদিসের নম্বর দেয়া হয়েছে।
* শিরোনামের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
* অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদের সংগে সংগে মতনের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

باسمه تعالى

সম্পাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد! فقد قال الله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وقال عليه الصلوة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ أما بعد-

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের জন্য দ্বীনের শিক্ষাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখন উলামায়ে কিরামের দ্বারা বাংলা ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনের অনেক খেদমত নিচ্ছেন।

'তিরমিযী শরীফ' গ্রন্থখানা রচনা-কাল থেকেই অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহের সংগে সংগে তার অনন্যতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোর মতো তারও রয়েছে আলাদা গুণ- আলাদা বৈশিষ্ট। আল্লাহর রহমতে সেই গুণ আর বৈশিষ্টগুলোর জোরেই হয়তো কিতাবখানা আমাদের দরসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থগুলোর একটিও এই 'তিরমিযী শরীফ'।

কিতাবখানার গুণ আর বৈশিষ্টে মুগ্ধ হয়েই হয়তো পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. কিতাবখানার উপর লিখেছেন 'দরসে তিরমিযী'র মতো একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসার ছাত্রদের অনেকেই উর্দু ভাষায় দূর্বল হওয়ার কারণে এই অমূল্য গ্রন্থখানা থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পারছেন না বলেই জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইন এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে 'আনোয়ার লাইব্রেরী' নামে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেখান থেকেই দরসে তিরমিযীর বাংলা বের করছেন। অনুবাদের কপিখানা আমি নিজে দেখেছি। আমি আশা করি দরসে তিরমিযীর এই বাংলা অনুবাদখানা সবার জন্য উপকারী হবে।

সবার উপকারার্থে আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানাকে কবুল করুন। আমীন।

১০/০৪/২০১১ইং

আবদুল কুদ্দুস

১০/০৪/২০১১ইং
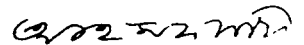
আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা,
বাংলাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়-এর মহা পরিচালক,
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান,
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম, হযরতুল আল্লাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)-এর

দোয়া ও বাণী

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمةً للناس وآتاه الحكمة وجوامع الكلم وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد–

অস্থায়ী এ পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন টিকে থাকার জন্য আসেনি। কারণ তাকে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে প্রেরণ করা হয়েছে অস্থায়ী বসবাসে শুধুই আল্লাহর উপাসনা করার জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা একেক যুগে একেকজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানব জাতিকে তার উপাসনা রীতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সিলসিলায় সর্বশেষ যিনি এসেছেন, তিনি হলেন- আখেরী নবী, সরদারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছেন শান্তির বার্তা আল কোরআন এবং তাঁর সুন্নাত আল হাদীস। তাই কোরআনের সংগে সংগে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআনের সংগে সংগে মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ তাই যুগ যুগ ধরে হাদীসের সেবাও করে আসছেন। কেউ মাদরাসা-মকতবে বসে দরস্ ও তাদরীসের মাধ্যমে আর কেউ বা লেখালেখির মাধ্যমে। হাদীসের প্রধান তাসনীফাতগুলোর মধ্যে 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি جامع। এতে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে যা হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোতে সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থখানার গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশী। আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ حل করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অপরিসীম। সে দিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র, আলেম সমাজ ও জনসাধারণসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যেন রহমত করেন আর বেশী বেশী দিনের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আহ্মদ শফী
০১/০৪/২০১১ইং

পীরে কামেল, হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা, কুমিল্লা বরুড়ার বিখ্যাত মাদরাসা 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম' এর শাইখুল হাদীস ও মোহ্তামীম হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মো. নোমান (দা. বা.) এর

বাণী ও দোয়া

ان الحمد لله والصلوة لاهلها اما بعد فقد قال الله تعالى لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأواالحدود ما استطعتم.اما بعد-

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া- তিনি আমাদের প্রতি করুণা করে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর মতো একটি দ্বীনী বিদ্যাপীঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন দরস ও তাদরীসের নতুন একটি পথ- 'দরসে নেযামী'। যে পথ ধরে ভারত উপমহাদেশে প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে অগণিত আলেম-ওলামা এবং অসংখ্য রাহবারে দ্বীন। এখানে দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করা যায়।

এই দরসে নেযামীতে হাদীসের অনেক মূল্যবান কিতাবাদি দরস্ দেওয়া হয়। তার মধ্যে جامع الترمذي বা 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি 'جامع'। এতে জমা করা হয়েছে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক আহাদীস ও আছারসমুহ। হাদীসে নববীর পাঠকদের জন্য হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোর মতো এই কিতাবখানাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও মুফতী আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা মূল্যবাণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ 'حل' করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অনেক। তাই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা তৈরি করে আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি- আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র ও আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আরো দোয়া করি- তিনি যেন এর সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক, সংকলক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অন্যান্য সকলের প্রতি রহমত করেন এবং অধিক পরিমাণে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমীন।

প্রভুর নামে...

শুরুর কথা

الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم واله اصحابه اجمعين.

হে আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! হে রাব্বুল আলামিন! সমস্ত প্রশংসা শুধুই তোমার। তোমার জন্য আমার সকল উপাসনা। আমার দিবস-রজনীর স্তুতি বন্দনা। তুমি অনন্ত, তুমিই অনাদি। তোমার গুণগান গায় সমস্ত মাখলুক। তুমি তো মহান। পাখিদের কণ্ঠে শুনা যায় তোমারই গান।

হে রাসূলে আরাবি! শ্রেষ্ঠ মানব, আখেরি নবী! তোমার কদম মোবারকে আমার লাখোকোটি সালাম। আমি এক অধম। আমি পাপী। আমি বড় অবুঝ। ব্যর্থ চেষ্টা করেছি তোমার পবিত্র হাদিসের সেবায় নিজেকে জড়াতে। শুধু প্রভুর কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ সুপারিশের আশায়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি! বলতে পারো তুলনাহীন এক অনন্য ভালোবাসা।

হে রাসূলের প্রিয় সাহাবি আর তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনগণ! তোমাদের জন্য তো এ-ই যথেষ্ট যে, তোমাদের বন্ধু রাসূলে আরাবি বলে গিয়েছেন, 'খায়রুল কুরুনি ক্বারনী, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ুনাহুম, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম...।

হাদিসের বিশাল রত্নভাণ্ডার আমাদের সামনে আজও রয়েছে। কোরআনের পরেই তো হাদিসের স্থান। হাদিস হলো কোরআন বা ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ ব্যাখ্যা-ভাণ্ডার। রাসূলের জীবনচরিত। সুতরাং যে বিদ্যা শিক্ষা করা ইসলামে ফরজ, তার মধ্যে হাদিস-বিদ্যাও রয়েছে। এটাও আমাদের জন্য শিক্ষা করা ফরজ। তাই আমরা হাদিস অধ্যয়ন করি। এ নিয়ে গবেষণা করি। হাদিসের অনেক কিতাবই তো রয়েছে। তিরমিযী শরিফ তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চিরকাল থাকবে। দরসে তিরমিযী নামে তারই ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন পাকিস্তানের মুফতি আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব। লেখকের এই কিতাবটি সাধারণ-অসাধারণ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের কাছে। তিরমিযী পড়া মানেই তো তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ দরসে তিরমিযী সংগে থাকবেই। কিতাবটি মূল ভাষা উর্দু হওয়ার কারণে অনেকে অনেক কিছুই তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাই আমরা চেষ্টা করেছি একে সহজ বাক্যে বাংলায় ভাষান্তর করতে। আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিয়েছেন তা-ই পেরেছি। অনুবাদ করার সময় গ্রন্থটিকে ছাত্রদের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জটিল মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো ছাত্ররা যেন সহজেই বুঝতে পারে। সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই অনুবাদের কাজের সংগে যারা জড়িত তাদের মধ্যে মাওলানা মুহসিন আল জাবির, মাওলানা ওসমান গণী, মাওলানা মুরশিদুল হাসান শামীম এবং মাওলানা শামসুদ্দিন সাদি সাহেব অন্যতম। প্রভুর কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে আমার স্নেহের ভাতিজা মোস্তফা কামাল তো এর ব্যবস্থাপনা কর্মে অনেক শ্রম দিয়েছে। আল্লাহ তার কল্যাণ করুন।

আমি আশা করি এই অনুবাদটি তিরমিযী শরিফ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে। আল্লাহ তায়ালা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

সূচিপত্র

সালাত পর্বের বাকি অংশ

বিতর অধ্যায় : (৩)

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে)

জুমআ অধ্যায়

দুই ঈদ অধ্যায় (৫)

সফর অধ্যায় (৬)

জাকাত অধ্যায় (৭)

জাহেরি ও বাতেনি সম্পদ প্রসংগে

রোজা অধ্যায় (৮)
রাসূলুল্লাহ সা. থেকে

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাত পর্বের বাকি অংশ

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ– ৭৩ : নামাজে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৫৯)

٢٥٢– عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ".

২৫২। **অর্থ :** হজরত হুলব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি ডান হাত বাম হাত দ্বারা ধরতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওয়াইল ইবনে হুজর, গুতাইফ ইবনুল হারেস, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও সাহল ইবনে সাহল রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হুলবের হাদিসটি حسن। সাহাবা ও তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী আলেমগণের আমল এর ওপর। তাঁদের মত হলো, নামাজের মধ্যে মুসল্লি বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখবে। কারো কারো মত হলো, উভয় হাত নাভির ওপর রাখবে। আবার কারো কারো রায় হলো, নাভির নীচে রাখবে। তাঁদের মতে সবগুলোরই সুযোগ রয়েছে। হুলবের নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনে কুনাফা আত্‌ত্বাঈ।

দরসে তিরমিযী

فيأخذ شماله بيمينه : এখানে দুটি বিষয় বিতর্কিত।

হাত বাঁধা কিংবা ঝুলিয়ে রাখা প্রসঙ্গে

প্রথম বিষয়টি হলো, দাঁড়ানোর সময় হাত বেঁধে রাখবে কী না? জমহুরের মতে নামাজে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় হাত বেঁধে রাখা সুন্নত। অবশ্য ইমাম মালেক স্বীয় প্রসিদ্ধ বর্ণনা মুতাবেক হাত ছেড়ে দেওয়ার প্রবক্তা। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, ফরজগুলোতে হাত ছেড়ে দেওয়া সুন্নত। আর নফল সমূহে হাত বেঁধে রাখা সুন্নত।- আরিজাতুল আহওয়াজি।

আমাদের জানা মতে মালেক রহ. এর মাজহাবের সমর্থনে কোনো মারফূ' হাদিস নেই। অবশ্য অনেক আছর পাওয়া যায়। যেমন, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা (১/৩৯১-৩৯২)তে হজরত ইবনে মুজায়র রা. হজরত হাসান বসরি রহ. হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রহ., হজরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. এবং সাইদ ইবনে জুবায়র রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা হাত ছেড়ে দেওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। সারকথা, তাদের বিরুদ্ধেএ অনুচ্ছেদের হাদিসটি দলিল।

হাত বাঁধবে কোথায়?

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হাত বাঁধতে হবে কোথায়? হানাফিয়্যাহ এবং সুফিয়ান সাওরি রহ., ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ., শাফেয়িদের মধ্যে আবু ইসহাক মারওয়াজি রহ. এর মতে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নত।

শাফেয়ি রহ. এর মতে এক বর্ণনায় সীনার নীচে, আর অপর বর্ণনায় সীনা তথা বুকের ওপর হাত বাধাঁ সুন্নত। আহমদ রহ. এর তিনটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। একটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মুতাবিক। আরেকটি ইমাম শাফেয়ি রহ. মুতাবেক। আরেকটি হচ্ছে উভয় পদ্ধতির ইখতিয়ার রয়েছে।

মূলত এই মতবিরোধের মূল কারণ হলো, হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর বর্ণনার শব্দগত পার্থক্য। সহিহ ইবনে খুজায়মাতে[১] হজরত ওয়াইল রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকের ওপর হাত বাঁধতেন এবং মুসনাদে বাজ্জারে তারই সূত্রে عند صدره[২] এবং মুসান্নাফে ইবনে শায়বাতে[৩] বর্ণিত আছে تحت السرة শব্দ।

শাফেয়ি অনুসারীগণ প্রথম দুটি বর্ণনা গ্রহণ করেন। হানাফিগণ সর্বশেষ বর্ণনাটি অবলম্বন করেছেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার যে কপিটি হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য হতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে হজরত ওয়াইল ইবনে হুজরের এই تحت السرة শব্দটি বর্ণনায় আহকার পায়নি।[৪]

তবে আল্লামা নীমবি রহ. আছারুস্ সুনানে[৫] লিখেছেন যে, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার অধিকাংশ কপিতে এই শব্দ আছে।

এ বিষয়টিও যেনো এখানে অস্পষ্ট না থাকে যে, সনদগতভাবে এই তিনটি বর্ণনাই জয়িফ। সহিহ ইবনে খুজায়মার বর্ণনা তাই জয়িফ যে, এটি নির্ভর করে মু'আম্মার[৬] ইবনে ইসমাইল রাবির ওপর। যিনি জয়িফ।

আর এই হাদিসটি অন্যান্য হাদিসের কিতাবেও সেকাহ রাবিদের হতে বর্ণিত হয়ে এসেছে। তবে তাদের কেউ على الصدر অতিরিক্ত শব্দটি বর্ণনা করেননি। তাছাড়া ফাতহুল বারিতে এক জায়গায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, 'মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল-সুফিয়ান সাওরি এই হাদিসে মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইলের উস্তাদ স্বয়ং তিনি নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে।

* অনেকে সহিহ ইবনে খুজায়মার বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি তাঁর মতে বিশুদ্ধ। কেনোনা, ইবনে খুজায়মা রহ. নিজ গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করা স্বতন্ত্রভাবে এ কথার দলিল যে, এটি

---

[১] আত্ তালখিজুল হাবির ফি তাখরিজি আহাদিসির রাফিইয়্যিল কাবির : ১/২২৪ নং ৩৩১, বাবু সিফাতিস সালাত।-সংকলক।

[২] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/১৩৪, বাবু সিফাতিস সালাত ওয়াত্ তাকবিরি ফীহা।

[৩] মা'আরিফুল সুনান : ২/৪৩৭, ই'লাউস্ সুনান : ২/১৪৩, باب وضع اليدين تحت السرة و كيفية الوضع، আছারুস্ সুনান : ৭০, ৭১, باب فى وضع لليدين تحت السرة সংকলক।

[৪] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩৩০, ছাপা হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য, ভারত। ১৩৮৬ হিজরি।

[৫] পৃষ্ঠা : ৭০, ৭১,باب فى وضع اليدين تحت السرة - সংকলক।

[৬] আল্লামা মারদীনি রহ. বলেছেন, এই মু'আম্মাল সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে, তার কিতাবগুলো দাফন করার পরে তিনি তার স্বরণশক্তি হতে হাদিস বর্ণনা করতেন। ফলে তার প্রচুর ভুল হতো।-ইকমাল গ্রন্থকার। মীজান নামক গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন, 'তিনি মুনকারুল হাদিস।' আবু হাতেম রহ. বলেছেন, 'তার প্রচুর ভুল হয়।' আবু মুরআহ রহ. বলেছেন, 'তার হাদিসে প্রচুর ভুল রয়েছে। (আছারুল সুনান হতে সংক্ষেপিত। পৃষ্ঠা ৬৫, باب فى وضع اليدين على الصدر)

তাঁর মতে বিশুদ্ধ। কেনোনা, ইবনে খুজায়মা রহ. নিজ গ্রন্থে শুধু সহিহ হাদিস উল্লেখ করবেন বলে আবশ্যক করে নিয়েছেন। তবে এ ধারাটি ঠিক নয়। আমরা মুকাদ্দামাতেও উল্লেখ করেছি যে, সহিহ ইবনে খুজায়মা বাস্তবেও সহিহ মুজার্‌রাদ নয়। তাই আল্লামা সুয়ূতি রহ. তাদরীবুর রাবিতে লিখেছেন, সহিহ খুজায়মাতে অনেক হাদিস জয়িফ এবং মুনকারও এসে গেছে।

প্রশ্ন : এর ওপর অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, কাজি শাওকানি রহ. নাইলুল আওতারে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, صححه ابن خزيمة তথা ইবনে খুজায়মা রহ. এটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।' যার সারমর্ম হলো, ইবনে খুজায়মা রহ. হাদিসটি শুধু উল্লেখিই করেননি; বরং এটিকে বিশুদ্ধও সাব্যস্ত করেছেন।

জবাব : বাস্তব ঘটনা হলো, যার দলিল শাওকানি রহ. এর যামানায় সহিহ ইবনে খুজায়মা পাওয়া যেতো না যে, সেটা দেখে তিনি এর বিশুদ্ধতা উদ্ধৃত করেন। বরং সহিহ ইবনে খুজায়মাও হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর জামানায়ই অপ্রাপ্য হয়ে গিয়েছিলো। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর নিকটেও এর পূর্ণাঙ্গ কপি ছিলো না। তাই স্পষ্ট এটাই যে, শাওকানি রহ. এর কাছে সহিহ ইবনে খুজায়মা ছিলো না এবং তিনি এই বর্ণনাটি যে সহিহ ইবনে খুজায়মা বিদ্যমান আছে সেটা অন্য কোনো মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। তারপর যেহেতু তার মতে ইবনে খুজায়মা কর্তৃক কোনো বর্ণনা নিজ সহিহে উল্লেখ করাই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার সমার্থবোধক ছিলো, তাই তিনি رواه ابن خزيمة وصححه বলেছেন।

প্রথমে এ কথাটি আমরা শুধু কিয়াস করে বলতাম। তবে এখন আলহামদুলিল্লাহ কয়েক বছর পূর্বে সহিহ ইবনে খুজায়মা দু'খণ্ডে প্রকাশত হয়ে বাজারে এসে গেছে তা দেখার পর এই কিয়াসের পরিপূর্ণ সত্যায়ন হয়ে গেলো। কেনোনা, ইমাম খুজায়মা রহ. তাতে এ হাদিসটি মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সুস্পষ্ট আকারে এটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেননি।[৭] এবং কোনো হাদিসের ওপর হাফেজ ইবনে খুজায়মা রহ. কর্তৃক নীরবতা অলম্বন এর বিশুদ্ধতার দলিল নয়। কেনোনা, তার পদ্ধতি হলো, তিনি ইমাম তিরমিযী রহ. এর মতো হাদিসের স্তর বর্ণনা করেন। তাই কোনো হাদিসের ওপর শুধু তার নীরবতা অবলম্বন করার ফলে সে হাদিসের বিশুদ্ধতা আবশ্যক হয় না। বিশেষত যখন সেটি মুআম্মাল ইবনে ইসমাইলের মতো একক রাবির বিবরণ হয়।

আর হজরত ওয়াইল রা. এর এ বর্ণনা হাদিসের অন্যান্য কিতাবেও সেকাহ রাবিদের সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে। তাদের কেউ على الصدر (সীনার ওপর) অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করেন না। আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস সুনানে[৮] আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি সূত্রে হজরত ওয়াইল ইবনে হুজরের এ হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালিসি[৯] এবং সহিহ ইবনে হাব্বানে[১০] এর অতিরিক্ত আরো অনেক সূত্র আছে। তার মধ্যে কোনো সূত্রে সীনার ওপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ নেই। বরং আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. ও আলামুল মুয়াক্কিঈনে স্বীকার করেছেন যে, মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল

---

[৭] সহিহ ইবনে খুজায়মা : ১/২৪৩, নং৪৭৯।

[৮] এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ রহ., আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ-সুফিয়ান আসেম সূত্রে। ইমাম নাসায়ি ও আহমদ জাইদা-আসেম সূত্রে। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বিশর ইবনে মুফাজজাল-বিশর সূত্রে। ইবনে মাজাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস সূত্রে। ইমাম আহমদ আবদুল ওয়াহেদ জুহাইর ইবনে মু'আবিয়া সূত্রে। তারা সবাই এই অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। (আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা ৬৫ হতে প্রকাশিত।)

[৯] এটি বর্ণনা করেছেন, সাল্লাম ইবনে সুলায়ম-আসেম সূত্রে। পৃষ্ঠা ১৩ ৭, নং ১০২০।

[১০] এটি বর্ণনা করেছেন, শু'বা-সালামা ইবনে কুহাইল হুজর ইবনুল আম্বাস-আলকামা-ওয়াইল সূত্রে। 'মাওয়ারিদুজ্ জামআন' পৃষ্ঠা নং ১২৪, নং ৪৪৭।

ব্যতীত অন্য কেউ এ অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন না। সুতরাং এসব রাবিদের মুকাবিলায় মুআম্মালের মতো জয়িফ রাবির একক বিবরণ দলিল হতে পারে না।

আর শুধু মুসনাদে বাজ্জারের বর্ণনা যাতে عند صدره (তার সীনার কাছে) শব্দ এসেছে। এটি মুহাম্মদ ইবনে হুজুরের ওপর নির্ভর করে। হাফেজ জাহাবি রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন, "له مناكير"[১১] তথা, তার অনেক মুনকার হাদিস রয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনাটিও দলিল পেশ করার মতো নয়।

ঈমাম শাফেয়ি রহ. মুসনাদে আহমদে হজরত হুলবের একটি বর্ণনা দ্বারাও দলিল পেশ করেন,

كان النبى صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله ويضع هذه على صدره.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরতেন এবং হাত রাখতেন বুকের ওপর।'

জবাব হলো, আল্লামা নীমবি রহ. আছারুস্ সুনানে[১২] মজবুত দলিলাদি দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, এই বর্ণনার শব্দগুলোতে রদবদল হয়ে গেছে। আসল শব্দ ছিলো يضع هذه على هذه এই হাত ও হাতের ওপরে রাখতেন।' যেটাকে ভুলে কেউ يضع هذه على صدره বলে ফেলেছেন।

সুতরাং এই বর্ণনাটি দ্বারা দলিল পেশ করাও ঠিক নয়।

শাফেয়িদের আরেকটি দলিল সুনানে বায়হাকিতে বর্ণিত হজরত আলি রা. এর একটি আছর। তিনি কোরআনের আয়াত فصل لربك وانحر এর তাফসির করতে গিয়ে বলেছেন, وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعها على صدره (বায়হাকি : ২/৩০)। তবে আল্লামা মারদীনি রহ. আল-জাওহারুন নাকিতে দলিল করেছেন যে, এই বর্ণনার সনদ এবং মতন তথা সূত্র ও মূলপাঠ উভয়টিতে ইজতিরাব রয়েছে। ইমাম বায়হাকি রহ. আয়াতের এই তাফসিরই হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতেও বণনা করেছেন। তবে এক সনদে রাওহ ইবনুল মুসায়্যিব নামক একজন বর্ণনাকারি রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইবনে হাব্বান রহ. এর বক্তব্য রয়েছে– يروى الموضوعات لا تحل الرواية عنه তথা তিনি অনেক মওজু হাদিস বর্ণনা করেন। তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করা বৈধ নয়।– আল-জাওহারুন নাকি : ২/৩০

মুসনাদে আহমদের تبويب-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সা'আতি রহ. লিখেছেন, نسبة هذا التفسير الى على وابن عباس لاتصح كما قال ابن كثير والصحيح نحر البدن অর্থাৎ, এই তাফসিরটিকে আলি ও ইবনে আব্বাস রা. এর দিকে সমন্ধযুক্ত করা ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য মতে সহিহ নয়। সহিহ হলো, (এর অর্থ) দৈহিক কোরবানি। – আল-ফাতহুর রাব্বানি : ৩/১৭৪)

হানাফিদের দলিলগুলো

হানাফিদের সর্বপ্রথম দলিল হলো, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত হজরত ওয়াইল রা. এর হাদিস তিনি বলেছেন, قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة–

---

[১১] হায়ছামি জাওয়াইদে বর্ণনা করেছেন, (২/১৩৫) باب صفة الصلوة التكبير فيها

[১২] পৃষ্ঠা নং ৬৭, ৬৮।

আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের মধ্যে বাম হাতের ওপর ডান হাত নাভির নিচে[১৩] বাঁধতে দেখেছি। আহকামের দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি দ্বারা দলিল জয়িফ। প্রথমত এ কারণে যে, تحت السرة শব্দটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার[১৪] ছাপা কপিগুলোতে পাওয়া যায়নি। যদিও নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে মুসান্নাফের বিভিন্ন কপির বরাত দিয়েছেন যে, সেগুলোতে এই অতিরিক্ত অংশ আছে। তা সত্ত্বেও এই অতিরিক্ত অংশটুকু কোনো কপিতে থাকা আবার কোনো কপিতে না থাকা এটাকে অবশ্যই সংশয়পূর্ণ করে দেয়। তাছাড়া হজরত ওজাইল ইবনে হুজর রহ. এর বর্ণনায় মূলপাঠে ইজতিরাব রয়েছে। কেনোনা, কোনোটিতে [১৫] على صدره কোনোটিতে [১৬]عند صدره কোনোটিতে [১৭]تحت السرة শব্দ বর্ণিত আছে। এমন প্রচণ্ড ইজতিরাব অবস্থায় এর দ্বারা কারো দলিল পেশ করা উচিত নয়।

হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল : সুনানে আবু দাউদের অনেক কপিতে রয়েছে হজরত আলি রা. এর আছর নিম্নেযুক্ত।[১৮]

ان من السنة وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة [১৯]

"সুন্নত হলো, নামাজে নাভির নীচে হাতের ওপর হাত বাঁধা। এই বর্ণনাটি আবু দাউদের ইবনুল আরাবির কপিতে বিদ্যমান আছে।– বজলুল মাজহুদ।

আর মুসনাদে আহমদে (১/১১) এবং বায়হাকিতে (২/৩১) বর্ণিত আছে। উসুলে হাদিসে এ বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত যে, যখন কোনো সাহাবি কোনো আমলকে সুন্নত বলেন, তখন সেটি মারফু' হাদিসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। যদিও এই বর্ণনাটি নির্ভর করছে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের ওপর যিনি জয়িফ, তবে যেহেতু এর সমর্থন হয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনের আছর দ্বারা, সেহেতু এর দ্বারা দলিল পেশ করা সহিহ এবং সঠিক। হজরত আবু মিজলায, হজরত আনাস ও হজরত আবু হুরায়রা রা. প্রমুখের আছরগুলো আল-জাওহারুন নাকি[২০]

---

[১৩] باب فى وضع اليدين تحت السرة, ৬৯ : اثر السنن

[১৪] ১/৩৯০, كتاب الصلوات وضع اليمين على الشمال فى الصلوة ছাপা হায়দারাবাদ, ভারত।

[১৫] اثر السنن : ৬৪, باب فى وضع اليدين على الصدر সহিহ ইবনে খুজায়মা হতে বর্ণিত। তবে আল্লামা নীমবী (রহ.) বলেছেন, এর সনদ প্রশ্নসাপেক্ষ্য এবং তাতে কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে। সেটি হলো, على صدره এই অংশটুকু সংরক্ষিত নয়।– সংকলক

[১৬] নিমবি রহ. বলেন, ইবনে খুজায়মা রহ. বলেছেন, এই হাদিসটিতে على صدره আর বাজ্জার على صدره বর্ণনা করেছেন। আছারুস সুনান : ৬৫, ছাপা মাকাতাবায়ে ইমদাদিয়া মুলতান। – সংকলক।

[১৭] নিমবি (রহ.) এর বক্তব্য মুতাবেক মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার অধিকাংশ কপিতে অনুরূপ রয়েছে। দ্রষ্টব্য আছারুস সুনান : ৬৯-৭১-সংকলক

[১৮] বিনোরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে বর্ণনা করেছেন, ২/৪৪১-৪৪৪।

[১৯] তাছাড়া ইবনে আবু শায়বা তাঁর মুসান্নাফে (১/৩৯১) ডান হাত বাম হাতের ওপর বাঁধার বিবরণ দিয়েছেন। অনুরূপ শব্দে হজরত আলি রা. হতে তিনি বলেছেন من سنة الصلوة وضع الايدى على الايدى تحت السرة সংকলক।

[২০] হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস নববী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত- (সময় হবার পর) আগে ইফতার করা, সেহরি দেরিতে খাওয়া, নামাজে নাভীর নিচে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা।- আলজাওহারুন নাকি আলা মুনানিল কুবরা লিল বায়হাকি (২/৩১,৩২) باب وضع اليدين

ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা[২১] ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। এসব আছর হানাফিদের সহায়ক।

ফাতহুল ক্বাদীরে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন যে, বর্ণনা সমূহের বিরোধের সময় আমরা যখন কিয়াসের শরণাপন্ন হই সেটিও তখন হানাফিদের সহায়তা করে। কেনোনা, নাভির ওপর হাত বাঁধার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে, তাতে সতর ঢাকা পড়ে বেশি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৭৪ : রুকু-সেজদার সময় তাকবির বলা প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ৫৯)

١٥٣– عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ".

২৫৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির বলতেন প্রতিটি উঠা নামা দাঁড়ানো ও বসার সময়। এমনভাবে আবু বকর ও উমর রা.ও তাকবির বলতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমর, আবু মালেক আশআরি, আবু মুসা, ইমরান ইবনে হুসাইন, ওয়াইল ইবনে হুজর এবং ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে রয়েছেন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা. প্রমুখ। তৎপরবর্তী তাবেয়িনের মতও এটাই। এর ওপরই আছেন অধিকাংশ ফকিহ ও আলেমগণ।

দরসে তিরমিযী

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع : এটা প্রবলতার ওপর প্রয়োজ্য। কারণ, রুকু হতে উঠার সময় সর্বসম্মতি ক্রমে তাকবিরের স্থলে তাহমিদ তথা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা সুন্নত। আর এখন এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই একটি স্থান ব্যতীত প্রতিটি উঠা নামার সময় তাকবির বলবে। অবশ্য শুরু দিকে এ ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য ছিলো। অনেকে রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবিরকে আবশ্যক বলতেন না।

এই অনুচ্ছেদটি ইমাম তিরমিযী রহ. তাদের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কায়েম করেছেন। তাঁদের মত ছিলো, হজরত উসমান, হজরত মু'আবিয়া, জিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য বনু উমাইয়া নীচে অবতরণ করার সময় তাকবির বলতেন না। তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, বস্তুত হজরত উসমান রা. নীচে অবতরণের সময় তাকবির খুব আস্তে আস্তে বলতেন। যার ফলে কেউ মনে করেছে যে, তিনি

على الصدر فى الصلوة হতে সংকলিত। – রশিদ আশরাফ।

[২১] ইয়াজিদ ইবনে হারূন-হাজ্জাজ ইবনে হাসসান সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মিজলাযকে বলতে শুনেছি অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, নামাজে হাত কিভাবে রাখবে? জবাবে তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর ওপর রাখবে এবং এটা রাখবে নাভির নিচে। ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন নামাজে নাভীর নিচে হাত রাখবে। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩৯১, ৩৯২, وضع اليمين على الشمال -সংকলক।

সম্পূর্ণরূপে তাকবিরই বলেন না। আর হজরত মু'আবিয়া রা. তদানুযায়ী তার অনুসরণ করতেন। জিয়াদ অনুসরণ করেছেন হজরত মু'আবিয়া রা. এর। তবে পরবর্তীতে প্রচুর হাদিস এবং অধিকাংশ সাহাবির আমলের ভিত্তিতে এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নীচে অবতরণ কালেও তাকবির বলা যাবে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ–৭৬ : রুকুর সময় দুহাত উত্তোলন প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ৫৯)

٢٥٥– عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ".

২৫৫। **অর্থ** : হজরত সালেমের পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি নামাজ শুরু করতেন তখন হাত উঠাতেন তাঁর কাঁধ বরাবর আর যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আবু উমর তার হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'আর তিনি দুই সেজদার মাঝে (হাত) উঠাতেন না।

٢٥٦– قَالَ أَبُوْ عِيسَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَغْدَادِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.

২৫৬। **অর্থ** : হজরত ফজল ইবনে সাব্বাহ ... হজরত ইবনে আবু উমর রা. এর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে উমর, আলি, ওয়াইল ইবনে হুজর, মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবু কাতাদা, আবু মুসা আশআরি, জাবের, উমাইর আল-লাইছি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি কিছু সংখ্যক আলেম এ মত পোষণ করতেন। তার মধ্যে রয়েছেন হজরত ইবনে উমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. প্রমুখ। আর তাবেয়িনের মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরি, আতা, তাউস, মুজাহিদ, নাফে' সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, সাইদ ইবনে জুবায়র আরো অনেকে।

মালেক, মা'মার, আওজায়ি, ইবনে উয়াইনা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, যে দুহাত উত্তোলন করে তার হাদিসটি প্রমাণিত এবং তিনি জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত হাদিস- "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة" প্রমাণিত হয়নি। এটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবনে আবদা আল-আমুলী-ওহাব ইবনে যামআহ-সুফিয়ান ইবনে আবদুল মালেক-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক সূত্রে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মুসা-ইসমাইল ইবনে আবু উয়াইস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মালেক ইবনে আনাস নামাজে দুহাত উঠানোর মত পোষণ করতেন।

ইয়াহইয়া বলেছেন, আবদুর্ রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, মা'মার নামাজে দুহাত উঠানোর মত পোষণ করতেন।

জারূদ ইবনে মুয়াযকে আমি বলতে শুনেছি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, উমর ইবনে হারূন এবং নজর ইবনে শুমাইল হস্ত উত্তোলন করতেন, যখন নামাজ শুরু করতেন এবং যখন রুকু করতেন, আর যখন মাথা উঠাতেন।

দরসে তিরমিযী

সর্বসম্মতিক্রমে তাহরিমার সময় দু'হাত উঠানো বিধিবদ্ধ। শুধু শিয়াদের জায়দিয়া সম্প্রদায় এর পক্ষে নয়। এমনভাবে সেজদার সময় ও সেজদা হতে উঠার সময় সর্বসম্মতিক্রমে হাত তোলার বিষয়টি পরিত্যাজ্য। অবশ্য রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারে মহাপার্থক্য আছে।

১. এ অবস্থায়ও হাত তোলার পক্ষে শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ। মুহিদ্দিসিনের একটি বড় দলও এ মাজহাবের পক্ষে।

২. আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব হলো, হাত না উঠানো। যদিও ইমাম মালেক রহ. হতে একটি বর্ণনা রয়েছে শাফেয়িদের সমর্থনে। তবে স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব বর্ণনা করেছেন, তাহ উত্তোলন না করা। ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্র ইবনুল কাসিম রহ.ও এটাই বর্ণনা করেছেন। ইবনে রুশদ মালেকি রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে এটাকেই ইমাম মালেক রহ. এর পছন্দনীয় বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। মালেকিদের কাছে হাত না উঠানোর বক্তব্যটির ওপরই ফতওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মাঝে এই মতপার্থক্য শুধু উত্তম অনুত্তমের বৈধতা অবৈধতার নয়। উভয় দলের কাছে বিনা মাকরূহ উভয় পদ্ধতি বৈধ। তবে মুহাদ্দিসিনের মধ্য হতে ইমাম আওজায়ি, ইমাম হুমায়দি এবং ইমাম ইবনে খুজায়মা রহ. এ হাত উঠানোকে ওয়াজিব বলতেন। (হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে ৯২/১৭৪) উল্লেখ করেছেন অনুরূপ।)

তবে এ বিষয়ে যখন বিতর্কের বাজার গরম ছিলো, দীর্ঘ বহস হলো এবং উভয় পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি অবলম্বন করা হলো, তখন অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীও হাত না উঠানোর ফলে নামাজ ফাসেদ হওয়ার হুকুম দেন। হানাফিদের মধ্য হতে মুনইয়াতুল মুসল্লি গ্রন্থাকার মাকরূহ লিখে দিয়েছেন। তবে বাস্তবটা সেটাই যেটা আমরা বর্ণনা করেছি। না শাফেয়িদের মাজহাব মতে হাত উত্তোলন না করা নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ, না হানাফিদের মতে হাত উঠানো مكروه।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাত তোলা না তোলা উভয়টি প্রমাণিত আছে।

হজরত শাহ সাহেব রহ. হাত তোলার ব্যাপারে 'নায়লুল ফারকাদাঈন ফি রফইল ইয়াদাইন' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, হাত উঠানোর হাদিসগুলো অর্থগতভাবে মুতাওাতির। তবে হাত না তোলা না তোলার হাদিসগুলো আমলিভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ হাত না তোলার ব্যাপারটি তা'আমুলগতভাবে মুতাওয়াতির।

এর দলিল হলো, ইসলামি বিশ্বের দুই কেন্দ্র তথা মদিনা তায়্যিবা এবং কুফাতে সবার আমল চলে আসছে হাত না উঠানোর পক্ষে।

মদিনায় তায়্যিবা হাত না উঠানোর আমলের দলিল হলো, আল্লামা ইবনে রুশদ রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদে লিখেছেন, ইমাম মালেক রহ. মদিনাবাসীর আমল দেখে হাত না তোলার মাজহাব গ্রহণ করেছেন। আর কুফাবাসীর আমলের দলিল হলো, মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াজি শাফেয়ি লিখেন, ما اجمع مصر من الامصار على ترك رفع اليدين ما اجمع عليه اهل الكوفة হাত না তোলার ব্যাপারে কুফাবাসী যেমন একমত হয়েছেন, এমনটি অন্য কোনো শহরবাসী হননি। আর কুফায় ইলমি মর্যাদার বিবরণ, ভূমিকায় এসেছে। তাই ইসলামি বিশ্বের এ দুটি কেন্দ্রের লোকজন যেহেতু হাত না তোলার আমল করেছেন, তাই আমলগতভাবে এটা মুতাওয়াতির প্রমাণিত হলো।

শাফেয়ি রহ. গ্রহণ করেছেন মক্কাবাসীদের আমল, হজরত শাহ সাহেব রহ. এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন যে, এই আমলটি হজরত জুবায়র রা. এর শাসনামল হতে শুরু হয়েছে। কারণ, তিনি হাত তোলার প্রবক্তা ছিলেন এবং তার কারণে সমস্ত মক্কাবাসীর মাঝে হাত তোলার প্রচলন ঘটে।

হাত তোলা প্রমাণিত হানাফিগণ এ বিষয়টি অস্বীকার করেন না। অবশ্য যাঁরা বলেন, হাত তোলা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়, প্রমাণাদির আলোকে তাঁরা তাদের মত খণ্ডন অবশ্যই করেন। তবে এর সঙ্গে হানাফিগণ এটাও স্বীকার করেন যে, সনদগতভাবে সেসব হাদিসের সংখ্যাই বেশি, যেগুলোতে হাত তোলার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। এর বিপরীত সুস্পষ্টভাবে হাত না তোলার বিবরণ সংক্রান্ত বর্ণনার সংখ্যা কম।

'নাইনুল ফারকাদাইনে' হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, হাত না তোলার প্রবক্তাদের মাজহাব নেতিবাচক। আর এ হিসেবে সেসব বর্ণনাও দলিল , যেগুলো নামাজের সিফতের বিবরণ দাতা, তবে হাত তোলা এবং না তোলা উভয়টি সম্পর্কে নীরব। কেনোনা, যদি হাত তোলা হতো তাহলে নামাজের সিফাত বর্ণনা করার সময় হাদিসগুলো এর আলোচনা হতে নীরব থাকতো না। হজরত শাহ সাহেব সাহেব রহ. এর এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে হাত না তোলার প্রবক্তাদের সমর্থক বর্ণনার সংখ্যা হাত তোলার হাদিসগুলো অপেক্ষা অনেক বেশি।

যেহেতু হানাফিগণ হাত তোলার বিষয়টিকে প্রমাণিত বলে স্বীকার করেন, সেহেতু তারা হাত তোলার বর্ণনাগুলোর কোনো সমালোচনা করেন না। সুতরাং হাত তোলার ব্যাপারে আমাদের পরবর্তী আলোচনার উদ্দেশ্য এটা দলিল করা নয় যে, হাত তোলা অবৈধ, অথবা এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো শুধু একটু দলিল করা যে, হাদিস দ্বারা হাত না তোলার বিষয়টিও প্রমাণিত এবং এই পদ্ধতিটিই প্রধান এবং আফজল।

বোখারি রহ. جزء رفع اليدين গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, হাত না তোলার ব্যাপারে কোনো হাদিস সনদগতভাবে প্রমাণিত নয়। তবে বাস্তবতা হলো, এটি ইমাম বোখারি রহ. এর ভ্রম। এ জন্য অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তার মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মূলত হাত না তোলার দলিলের বিভিন্ন সহিহ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আমরা প্রথমে আলোচনা করছি সে বর্ণনাগুলো।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা

প্রথম বর্ণনাটি হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। অধিকাংশ সুন্নান গ্রন্থকার এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন,

عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود : "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة".

হজরত আলকামা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ আদায় করবো না? এতে তিনি শুধুমাত্র প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোনো সময় হাত তোলেন নি।'

হানাফিদের মাজহাবের ব্যাপারে এ হাদিসটি স্পষ্ট এবং সহিহ। তবে এর ওপর বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপন করা হয়েছে।

আপত্তি : ১. তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের বক্তব্য,

قد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة"

'হাত যাঁরা উত্তোলন করেন তাঁদের হাদিস প্রমাণিত এবং এবং তিনি ইমাম জুহরি রহ. সালেম-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটিও বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. এর এই হাদিসটি প্রমাণিত নয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোনো সময় হাত তোলেননি।

জবাব : বস্তুত হাত না তোলার ব্যাপারে হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে দুটি হাদিস বর্ণিত আছে। একটির শব্দাবলি নিম্নেযুক্ত,

"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة"

'হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোনো সময় হাত উঠাতেন না।' আর দ্বিতীয়টির শব্দাবলি এই,

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্য হলো, প্রথম বর্ণনা সংক্রান্ত। তথা এটি প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয় বর্ণনা সংক্রান্ত নয়। আর স্পষ্ট দলিল হলো, সুনানে নাসায়িতে যে হাদিসটি স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

اخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الا سود عن علقمة من عبد الله قال : الا اخبر كم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد.

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কী তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে সংবাদ দেবো না? রাবি বলেন, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র প্রথমবারই দুহাত উত্তোলন করলেন, আর হাত তুললেন না।'

এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্য প্রথম বর্ণনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় বর্ণনাটির সঙ্গে নয়। সুতরাং তাঁর বক্তব্যকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তাই ইমাম তিরমিযী রহ.ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর এই বক্তব্য বর্ণনা করার পর স্বতন্ত্র সূত্রে الا اصلى بكم শব্দ বিশিষ্ট হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন,

وفى الباب عن البراء ابن عازب، قال ابو عيسى، ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة.

এ হতে বোঝা গেলো যে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিস স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. এর দৃষ্টিতে দলিল পেশ করার মতো। বরং জানি, তিরমিযীর আবদুল্লাহ ইবনে সালেম বসরির কপিতে ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্যের ওপর অনুচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছে। তারপর অপর একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে– باب من لم يرفع يديه الا فى اول مرة এবং যাতে বর্ণনা করা হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর الا اصلى بكم বিশিষ্ট হাদিসটি। হিজাযি এবং ইরাকিদের মাঝে বিতর্কিত মাসআলাগুলোতে এটিই তার রীতি সম্মত। তিনি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। শায় বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুল সুনানে[22] বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্যটি দ্বিতীয় হাদিসটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

আপত্তি : ২. এই হাদিসের ওপর দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদিসটি নির্ভর করে আসেম ইবনে কুলাইবের ওপর। আর এটা তার একক বর্ণনা।

জবাব : প্রথমত আসেম ইবনে কুলাইব মুসলিমের একজন বর্ণনাকারি এবং সেকাহ। সুতরাং তাঁর একক বিবরণ ক্ষতিকর নয়। দ্বিতীয়ত ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। মুসনাদে ইমাম আ'জমে এই হাদিসটি হাম্মাদ-ইবরাহিম-আসওয়াদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি হলো সোনালি সূত্র বা سلسلة الذهب।

আপত্তি : ৩. তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এই হাদিসটি আসেম ইবনে কুলাইব হতে বর্ণনা কার ক্ষেত্রে সুফিয়ান এবং তার হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে ওয়াকি ভিন্ন একমত।

জবাব : যদি সুফিয়ান এবং ওয়াকিয়ের মতো হাদিসের ইমামগণের একক বিবরণও প্রত্যাখ্যান হয়, তবে পৃথিবীতে কার একক বিবরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা রহ. সূত্রে না সুফয়ান রয়েছে, না ওয়াকি। তাছাড়া সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ওয়াকিয়ের একক বিবরণের প্রশ্নই তো উত্থাপিত হয় না। কেনোনা, তাঁর অনেক মুতাবে' রয়েছেন। নাসায়িতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং আবু দাউদে মু'আবিয়া খালেদ ইবনে আমর এবং আবু ওয়ায়ফা প্রমুখ ওয়াকিয়ের متابعت করেছেন।

---

[22] ২/৪৮৩ বিন্নৌরি রহ. এর বক্তব্যের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এর নীতি হলো, তিনি প্রতিটি অনুচ্ছেদের অধীনে এক দু'টি হাদিস উল্লেখ করার পর وفى البا عن فلان বলে এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করার ক্ষেত্রে তার কর্ম পদ্ধতি হলো, প্রতিটি অনুচ্ছেদের আওতায় শুধু একবারই وفى الباب শিরোনাম উল্লেখ করেন। তবে باب رفع اليدين عند الركوع এর অধীনে ইমাম তিরমিযী রহ. দুবার وفى الباب উল্লেখ করেছেন। একবার হজরত ইবনে উমর রা. এর হাত তোলা সংক্রান্ত বর্ণনার পর এবং এর অধীনে হস্ত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনার বরাত দিয়েছেন। আর وفى الباب এর দ্বিতীয় শিরোনামটি রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাত না উঠানোর হাদিসের পর এবং এর অধীনে হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর বর্ণনার বরাত রয়েছে। যেটি হাত না উঠানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে এটাই বোঝা যায় যে, বস্তুত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্যের ওপর باب رفع اليدين عند الركوع সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর প্রথম وفى الباب এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এরপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে باب من لم يرفع يديه الا فى اول مرة ছিলো। যার জন্য باب رفع اليدين عند الركوع বলা হয়েছে। - সংকলক।

আপত্তি : ৪. চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ আলকামা হতে প্রশ্ন করেননি।

জবাব : আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এর সমকালিন। আর ইবরাহিম নাখয়ির শ্রবণ আলকামা হতে প্রমিত। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এর সমকালীন। আর ইবরাহিম নাখয়ির শ্রবণ প্রমাণিত আলকামা হতে। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদও আলকামার সমকালীন হলেন। মূলত ইমাম মুসলিম রহ. এর মতে হাদিসের বিশুদ্ধতার জন্য সমকালীনতাই যথেষ্ট। সুতরাং এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা রহ. এই হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পরিবর্তে ইবরাহিম নাখয়ি হতে বর্ণনা করেছেন। আর আলকামা হতে তার সন্দেহ মুক্ত।

আপত্তি : ৫. পঞ্চম প্রশ্নটি ইমাম বোখারি রহ. جزء رفع اليدين এ করেছেন। সেটি হলো, এই হাদিসটি মা'লুল। কেনোনা, এই বর্ণনায় ثم لم يعد এই অতিরিক্ত অংশ আসেম ইবনে কুলাইবের ছাত্রগণের মধ্য হতে শুধু সুফিয়ান সাওরি রহ. বর্ণনা করেন। (নাসায়ির বর্ণনায় অনুরূপ আছে।) আসেম ইবনে কুলাইবের অপর ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিসের কিতাবে এই অতিরিক্ত অংশ নেই।

জবাব : যদি এই অতিরিক্ত অংশটুকু প্রমাণিত না হয়, তবুও তা হানাফিদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেনোনা, তাদের দলিল এটা ব্যতীতও পরিপূর্ণ হতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো, এই অতিরিক্ত অংশটুকুও প্রমাণিত। কেনোনা, এটি সুফিয়ান সাওরির অতিরিক্ত বিবরণ। আর সুফিয়ান আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস অপেক্ষা বড় হাফেজ। আশ্চর্যের ব্যাপারে! সুফিয়ান যখন তাদের স্বপক্ষে আমিন জোরে পড়ার হাদিস বর্ণনা করেন, তখন হন সবচেয়ে বড় হাফেজ হয়ে যান। আর হাত উত্তোলন না করা সম্পর্কিত হাদিস যখন বর্ণনা করেন, তখন হয়ে যান কেউকেটা!

আপত্তি : ৬. আবু বকর ইবনে ইসহাক শাফেয়ি রহ. প্রশ্নাকারে অবশেষে বলেছে যে, যেমনভাবে হজরত ইবনে মাসউদ রা. রুকুতে তাতবিক মানসুখ হয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারেননি, এমনভাবে হাত উঠানোর বিষয়েও জানতেন না। অথবা, তার হতে ভুল হয়ে গেছে।

জবাব : তবে এমন শিষ্টাচারহীন প্রশ্নের অনর্থকতা এতো স্পষ্ট যে, জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেনোনা, হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে না জানার বিষয়টি সম্বন্ধযুক্ত করার স্বয়ং প্রশ্নকারির মান ক্ষুণ্ন করে। স্পষ্ট বিষয় হলো, হজরত ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ এবং হিবরুল উম্মাহ বা উম্মতের মহাজ্ঞানী।

বছরের পর বছর তিনি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে অব্যাহতভাবে নামাজ পড়তে থাকেন। অথচ হজরত ইবনে উমর রা. শিশুদের কাতারে দাঁড়াতেন। সুতরাং হজরত ইবনে মাসউদ রা. জানেন না বা তার ভুল হয়েছে এমন কথা বলা শুধু দলিল হীন প্রগলভতা ব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ হলো এই যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসের ওপর উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্ন ভুল। এ কারণেই বহু মুহাদ্দিস এটাকে সহিহ অথবা হাসান সাব্যস্ত করেছেন। তার মধ্যে ইমাম তিরমিযী, আল্লামা ইবনে আবদুল বার, আল্লামা ইবনে হাযম এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ হাদিসটির দলিল পেশ করার মতো তা সংশয়যুক্ত।

বারা ইবনে আজেব রা. এর বর্ণনা

২. হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর বর্ণনা।

ان رسول[২৩] الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود–

---

[২৩] হাদিসের শব্দরাজি আবু দাউদের। (১/১১৯) باب من لم يذكر الرفع عند الركرع এটি ইমাম তাহাবি (রহ.) ও শরহে

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরু করতেন তখন তাঁর দুহাত কর্ণদ্বয়ের কাছে উঠাতেন। তারপর আর তা করতেন না। একাধিক প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছে এ হাদিসটির সনদের ওপরেও।

আপত্তি : ১. ইমাম আবু দাউদ রহ. এটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'এ হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়।'

জবাব : ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিনটি সূত্রে। প্রথম দুটি সূত্রে হাদিসটি নির্ভর করে ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের ওপর। আরেকটি সূত্রে এটি নির্ভরশীল আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লার ওপর ইমাম আবু দাউদ রহ. প্রথম দুটি সূত্রকে জয়িফ সাব্যস্ত করেননি। বরং সর্বশেষ সূত্রটিকে জয়িফ। আর ইমাম আবু দাউদ রহ. নীরবতা অবলম্বন করেছেন প্রথম দুটি সূত্র সম্পর্কে।

আপত্তি : ২. দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উথাপন করা হয়েছে যে, এই হাদিসটির শেষে ثم لا يعود এই অতিরিক্ত অংশটুকু শুধুমাত্র শরিক নামক রাবির একক বর্ণনা। ইমাম আবু দাউদ রা. লিখছেন,

روى عذا الحديث هشيم وخالد وابن ادريس عن يزيد ولم يذ كروائم لايعود–

'হুশাইম, খালেদ এবং ইবনে ইদরিস ইয়াজিদ হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর ثم لا يعود শব্দ উল্লেখ করেননি।'

জবাব : শরিক নামক রাবি এই অতিরিক্ত অংশটুকুর বিবরণে একক নন। বরং তাঁর বহু মুতাবে' রয়েছেন। 'নাইলুল ফাকাদাইন ফি রফইল ইয়াদাইনে' হজরত শাহ সাহেব রহ. [২৪] বলেছেন যে, হাফেজ মারদীনি রহ. আল জাওহারুন নাকিতে বর্ণনা করেছেন– কামিল ইবনে আদিতে হুশাইম এবং ইসরাইল ইবনে ইউনুসও এই অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দারাকুতনি এবং মু'জামে তাবারানি আওসাতে হামজা জাইয়্যাত রহ. শরিকের মুতাবা'আত করেছেন। স্বয়ং সুনানে আবু দাউদে এই বর্ণনাটি لايعود অতিরিক্ত অংশসহ শরিক ব্যতীত সুফিয়ান সূত্রেও বর্ণিত আছে। সুতরাং শরিকের এককত্বের প্রশ্ন ভিত্তিহীন।

আপত্তি : (৩) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য রয়েছে যে, ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ যতোক্ষণ পর্যন্ত মক্কা মুকাররামায় ছিলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত হজরত বারা ইবনে আজেব রা. - এর এই হাদিসটি ثم لا يعود অতিরিক্ত শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করতেন। তারপর যখন কুফায় এলেন, সেখানে তিনি এই বাক্যটি বর্ণনা করতেন। তারপর যখন কুফায় এলেন, সেখানে তিনি এই অতিরিক্ত বাক্যটি সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. - এর এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন- اظن ان اهل الكوفة لقنوه فتلقن তথা আমি মনে করি কুফাবাসী তাকে এই অতিরিক্ত শব্দটির তালকিন দিয়েছেন, তখন তিনি তাদের কাছে তা শিখেছেন। যেনো কুফাবাসী এই তালকিনের মাধ্যমে তাকে এই অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করতে বাধ্য করেছিলেন। এই প্রশ্নের দিকেই ইমাম আবু দাউদ রহ. ইঙ্গিত করেছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى نا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود، قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لايعود–

জবাব : * আনোয়ার শাহ রহ. 'নাইলুল ফারকাদাইনে' এই প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার প্রতি এই বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত করা ঠিক নয়। প্রথমত তাই যে ইমাম বায়হাকি রহ.

াআনিল আছারে বর্ণনা করেছেন। (১/১১০) باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع الخ

[২৪] পৃষ্ঠা নং ৯৫-৯৬।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. এর এই বক্তব্য মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল- বিরবাহারী এবং ইবরাহিম আর রিমাদি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই দু'জন রাবি নেহায়েত জয়িফ। বিরবাহারি সম্পর্কে হাফেজ জাহাবি রহ. বারকানির বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী। রিমাদি সম্পর্কে স্বয়ং হাফেজ জাহাবি রহ. 'মিজানুল ই'তিদালে' লিখেছেন যে, তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার প্রতি এমন বক্তব্য সম্বন্ধযুক্ত করতেন যেগুলো তিনি বলেননি। আর, এই বর্ণনাটি কোনো ক্রমেই মকবুল না।

ঐতিহাসিকভাবেও এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেনোনা, যদি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার এই বক্তব্য সঠিক মেনে নেওয়া হয় তবে এর ফলে বোঝা যায় যে, ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ প্রথমে মক্কা মুকাররামার অধিবাসী ছিলেন, পরবর্তীতে কুফায় আগমন করেন। অথচ বাস্তব ঘটনা হলো, ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের জন্মই হয়েছে কুফায়। সারা জীবন তিনি কুফায়ই অবস্থান করেন। সুতরাং কুফা বাসীর তালকিনের ফলে এই বর্ণনায় পরিবর্তন করার কোনো অর্থই হয় না। তাছাড়া ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের ওফাত হয়েছে ১৩৬ হিজরিতে, আর সুফিয়ানের জন্ম হয়েছে ১০৭ হিজরিতে। যেনো ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের ওফাতের সময় সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বয়স ছিলো ২৯/৩০ এর কাছাকাছি। বস্তুত স্বয়ং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও কুফার অধিবাসী। তার সম্পর্কে সিদ্ধান্তকৃত বক্তব্য হলো, তিনি ১৬৩ হিজরিতে মক্কা মুকাররামায় গিয়েছেন। এতে বোঝা গেলো সুফিয়ান যখন মক্কা গিয়েছিনে, তখন ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের ইন্তিকালের প্রায় ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাহলে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদিসটি মক্কা মুকাররামায়ও শুনেছেন তারপর কূপাতেও শুনেছে- এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? সুতরাং এই বক্তব্যটি সুফিয়ানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হয়, ইমাম আবু দাউদ রহ. ও সুফিয়ান রহ.- এর বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল মনে হয়। তিনি সুফিয়ান সূত্রে হাদিস বর্ণনা করা করার পর বলেন,

قال سفيان قال لنا فى الكوفة بعد ثم لا يعود، (كما ذكرنا فيما سبق)

এ হতে বোঝা যায় যে, সুফিয়ানের বক্তব্য দালিলিক।

জবাব : এখানে ইমাম আবু দাউদ রহ. যে, বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, তাতে স্পষ্ট ভাষায় তালকিনের কোনো কথা নেই। বরং এ বর্ণনাটি দু'ভাবেই বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবচনা রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারেও তথা لايعود অতিরিক্ত অংশ ব্যতীতও। আবার বিস্তারিত ভাবেও অর্থাৎ لايعود অতিরিক্ত অংশসহ। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, একজন রাবি কোনো হাদিস অনেক সময় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেন, আবার কখনও সবিস্তারে। এখানেও বিশুদ্ধ হলো, ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ এটাকে উভয়ভাবে বর্ণনা করেন। যেমন, সুনানে দারাকুতনিতে[২৫] আদি ইবনে সাবেত এটাকে উভয়রূপে বর্ণনা করেন। এটা এভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হয়তো কোনো হজের সময় তারা দুজন একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদিসটি ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ হতে এই অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত শুনেছেন। আবার পুনরায় কুফাতে দ্বিতীয় বার لايعود অতিরিক্ত অংশ সহকারে শুনেছেন। এটা কোনো ইজতিরাব নয়। অন্য কারো তালকিন গ্রহণও নয়। এটাতে শুধু একবার সংক্ষিপ্ত ও আরেকবার সবিস্তারের বিবরণ রয়েছে।

---

[২৫] পৃষ্ঠা : ১/১১০, ছাপা আল- মাতবাউল ফারুকি , দিল্লি।

باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه واختلافات الروايات-

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা

(৩) হানাফিদের তৃতীয় দলিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস। এটি ইমাম তাবারানি রহ. মারফু[২৬] সূত্রে এবং ইবনে আবু শায়বা মওকুফ[২৭] সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো,

عن النبى صلى الله عليه وسلم ترفع الايدى[٢٨] فى سبعة مواطن افتتاح الصلوة، واستقبال البيت والصفا والمروة والمو قفين وعند الحجر (لفظه للطبرانى)

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, সাত জায়গায় হাত তোলা হবে– নামাজের শুরু, বায়তুল্লাহ শরিফ সামনে রেখে, সাফা-মারওয়া ও দুই মাওকিফ সামনে করে এবং হিজরের সামনে। শব্দাবলি তাবারানির।

হিদায়া গ্রন্থকারও এ হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, এই সাত জায়গায় নামাজের শুরুতে তাকবিরের উল্লেখ রয়েছে; তবে রুকু এবং রুকু হতে উঠার কোনো আলোচনা নেই। হজরত শাহ সাহেব রহ. নাইলুল ফারকাদাইনে (১১৯) দলিল করেছেন যে, এই হাদিসটি দলিল পেশ করার মতো।

প্রশ্ন : এই হাদিসের ওপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন এই করা হয় যে, এটি হাকাম-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত। মুহাদ্দিসিন বলেছেন, হাকাম মিকসাম হতে শুধু চারটি হাদিস শুনেছেন, তার মধ্যে এই হাদিসটি নেই।

জবাব : ইমাম জায়লায়ি রহ. এবং অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এর জবাবে দলিল করেছেন যে, হাকাম মিকসাম হতে এ চারটি হাদিস ব্যতীত অন্যান্য হাদিসও শুনেছেন। মুহাদ্দিসিনের এই বক্তব্য গবেষণামূলক। তাই ইমাম আহমদ রহ. এমন হাদিসের সংখ্যা পাঁচটি বলেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. জামি'য়ে সে পাঁচটি হাদিস ব্যতীত আরো অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং হাফেজ জায়লায়ি রহ. নসবুর রায়াতে (১/১৯০...) অন্য আরো কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন এতে বোঝা গেলো যে, হাকাম কর্তৃক মিকসাম হতে শ্রবণ শুধু এই কয়েকটি হাদিসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং শুধু গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

প্রশ্ন : তারপর এর ওপর দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন এই উত্থাপন করা হয় যে, এটি মারফু' এবং মাওকুফ দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তথা এ বিষয়ে হাদিসটি مضطرب।

জবাব : এটা ইজতিরাব নয়। বরং হাদিসটি উভয়রূপে বর্ণিত আছে। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, একজন সাহাবি কখনও কোনো হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেন, আবার কোনো সময় করেন না। ইমাম তাবারানি রহ. মারফু' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ি সূত্রে। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, –انه لايروى ساقطا ولاعن ساقط 'তিনি কোনো অগ্রহণযোগ্য হাদিস বর্ণনা করেন না এবং না কোনো অসেকাহ রাবি হতে বর্ণনা করেন।' সুতরাং এ হাদিসটি দলিল পেশ করার মতো।

---

[২৬] মাজমাউয জাওয়ায়িদ : ২/১০৩, باب رفع اليدين فى الصلوة

[২৭] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৬- ২৩৭ من كان يرفع يديه فى اول تكبير ثم لايعود

[২৮] কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, সাত জায়গা ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলা হবে না- যখন নামাজ শুরু করবে, যখন মসজিদে প্রবেশ করবে...। তাবারানি কাবির।-মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ১/১০২-১০৩, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার বর্ণনা।-সংকলক।

হজরত আব্বাদ ইবনে জুবায়র রা. এর বর্ণনা

(৪) হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'আদ দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিয়া'তে হজরত আব্বাদ ইবনে জুবায়র রা. এর মারফু' উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন,

ان [২৯] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه فى اول الصلوة ثم لم يرفعها فى شئ حتى يفرغ-

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরু করতেন তখন নামাজের শুরুতে দুহাত উঠাতেন। তারপর নামাজ শেষ করা পর্যন্ত আর দুহাত উত্তোলন করতেন না।'

ইবনে হাজার রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, এর সনদ দেখা দরকার। হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেছেন, আমি হাফেজ সাহেবের এই হুকুম তা'মিল করেছি। বুঝলাম এর সমস্ত রাবি সেকাহ। অবশ্য আব্বাদ ইবনে জুবায়র তাবেয়ি। অতএব, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল আমাদের ও জমহুরের মতে দলিল। সুতরাং শুধু মুরসাল হওয়ার কারণে এই হাদিসটির ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিস

(৫) অনেক হানাফি সহিহ মুসলিমে [৩০] বর্ণিত, হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. এর মারফু' হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন,

قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلاة-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের মাঝে বেরিয়ে আসলেন, তারপর বললেন, কি ব্যাপারে! আমি তোমাদেরকে দেখছি অবাধ্য উটের লেজের মতো তোমরা হাত উত্তোলন করছো? নামাজে প্রশান্তি অবলম্বন করো।

সূত্রগতভাবে এই হাদিসটি সহিহ। তবে এটি সম্পর্কে তালখিসুল হাবির হাফেজ ইবনে হাজার রহ.[৩১] ইমাম বোখারি রহ. এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

من احتج بحديث جابر بن سمرة على منبع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم-

'যে ব্যক্তি রুকুর সময় হাত তোলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইলমের কোনো অংশই সে লাভ করতে পারে নি।

এ হাদিসটি সালামের সময় হাত তোলা সংক্রান্ত, রুকুর সময়ের সঙ্গে না। এছাড়া সহিহ মুসলিমে[৩২] এই হাদিসটির দ্বিতীয় আরেকটি সূত্র উবায়দুল্লাহ ইবনুল কেবতিয়্যাহ হতে বর্ণিত। তাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে, এই হাদিসটি সালামের সময় হাত তোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

[২৯] এই হাদিসটি বায়হাকি খিলাফিয়্যাতে বর্ণনা করেছেন। - নসবুর রায়াহ : ১/৪০৪, আল- মাতবাউল আলাবির কপিতে (২১০)

[৩০] كتاب الصلوة، باب الامر بالسكون فى الصلوة والنهى عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام- ১/১৮১.

[৩১] باب صفة الصلوة، فصل فيما عارض ذلك (اى رفع اليدين عند الركوع) ১/২২১.

[৩২] باب الامر بالسكون فى الصلوة والنهى عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام ১/১৮১.

عن عبيد الله بن القبطيه عن جابر بن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تؤمون بايديكم كانها اذناب خيل شمس؟ انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله–

'হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়লাম তখন বলতাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং তিনি তার হাতে দুদিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মতো তোমরা হাত দিয়ে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছো? তোমাদের যে কারো জন্য যথেষ্ট হলো, উরুর ওপর হাত রাখা তারপর সালাম করা তার ডান পাশে ও বাম পাশে অবস্থিত ভাইয়ের প্রতি।'

এই স্পষ্ট বিবরণের পর হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটিকে রুকুর সময় হাত তোলা নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

নসবুর রায়াতে জায়লায়ি রহ. ইমাম বোখারি রহ. এর এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনুল কেবতিয়্যার সূত্রটি সালামের সময় হস্ত উত্তোলন সংক্রান্ত। আর অবশিষ্ট সূত্রগুলো সর্ব প্রকার হস্ত উত্তোলন সংক্রান্ত। এর দলিল হলো, যেসব সূত্রে সালামের সময় হাত তোলার সুস্পষ্ট বিবরণ নেই সেগুলোতে اسكنوا فى الصلاة বাক্য বর্ণিত আছে। অথচ ইবনুল কেবতিয়্যার সূত্রে এই বাক্যটি নেই। যেটা এর দলিল যে, এই হুকুমটি নামাজের কোনো মধ্যবর্তী হস্ত উঠানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সালামের সময় হাত তোলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কেনোনা, সালামের সময় যে কাজ করা হয়, সেটি হলো, নামাজ হতে বের হওয়া। এটাকে فى الصلوة বলা যায় না।

তবে ইনসাফের কথা হলো, এই হাদিস দ্বারা হানাফিদের দলিল সংশয়পূর্ণ এবং জয়িফ। কেননা ইবনুল কেবতিয়্যার বর্ণনায় সালামের ওয়াক্তের কথা যে স্পষ্ট ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে, এর বর্তমানে স্পষ্ট ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে, এর বর্তমানে স্পষ্ট এটাই এবং এদিকেই দ্রুত মন যায় যে, হজরত জাবের রা. - এর হাদিস সালামের সময় হাত তোলার সঙ্গেই সম্পৃক্ত এবং দুটি হাদিসের বর্ণনাকারি এক এবং মূলপাঠও প্রায় একই, তা সত্ত্বেও দুটি হাদিসকে আলাদা আলাদা সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক। বাস্তবতা হলো, উভয়টি মূলত একটি হাদিস এবং সালামের সময় হাত উঠানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইবনুল কেবতিয়্যার সূত্রটি বিস্তারিত আর দ্বিতীয় সূত্রটি সংক্ষিপ্ত-ইজমালি। সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রটিকে প্রথম সূত্রের ওপর প্রযোজ্য ধরা উচিত। সম্ভবত এ কারণেই হজরত শাহ সাহেব রহ. এই হাদিসটিকে হানাফিদের দলিলাদিতে উল্লেখ করেননি।

সাহাবাদের আছর এবং হানাফিদের মাজহাব

মারফু' হাদিসগুলো ব্যতীত হানাফিদের মাজহাবের সমর্থনে অগণিত আছারে সাহাবা ও তাবেয়িন পাওয়া যায়। তাহাবিতে হজরত আসওয়াদ রা. হতে বর্ণিত,

قال رايت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يرفع يديه فى اول تكبيرة ثم لايعود[৩৩]

---

[৩৩] শরহে মা'আনিল আছার, ছাপা, আল- মাকতাবাতুর রহীমিয়্যাহ : ১১১, باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع ام لا

'বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবিরের সময় দু'হাত তোলেন তারপর এর আছরও আছে,

তাহাবিতে[৩৪] হজরত আলি রা. এর আছরও আছে,

ان عليا رضى الله تعالى عنه كان يرفع يديه فى اول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد

হজরত আলি রা. নামাজের প্রথম তাকবিরে দুহাত উঠাতেন। তারপর হাত উঠাতেন না।

এমনভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আছর রয়েছে,

عن ابراهيم قال كان عبد الله لايرفع يديه فى شئ من الصلوة الا فى الافتتاح[৩৫]

'ইবরাহিম বলেন, আবদুল্লাহ রা. নামাজে শুরু ব্যতীত অন্য কোনো সময় হাত তুলতেন না।'

তাছাড়া তাহাবিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যিনি দুহাত উত্তোলন সংক্রান্ত হাদিসের রাবি এবং যার বর্ণনা হাত তোলার প্রবক্তাদের কাছে সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

حدثنا ان ابى داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد

قال : صليت خلف ابن عمر (رضــ) فلم يكن يرفع يديه الا فى التكبيرة الاولى من الصلاة[৩৬]

'হজরত মুজাহিদ বলেন, ইবনে উমর রা. এর পেছনে আমি নামাজ পড়েছি। তিনি নামাজে প্রথম তাকবির ব্যতীত অন্যত্র কোথাও দুহাত তুলেননি।'

প্রশ্ন : এর ওপর অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আবু বকর ইবনে আবু আইয়াশের শেষ বয়সে (স্মরণশক্তিতে) গোলমাল সৃষ্টি হয়ে গেছে।

জবাব : আবু বকর ইবনে আইয়াশ বোখারির একজন রাবি। তার শেষ বয়সে নিঃসন্দেহে (স্মরণশক্তিতে) গোলমাল দেখা দিয়েছিলো। তবে এই হাদিসটি শেষ বয়সের নয়। কেনোনা, তার হতে হাদিস বর্ণনাকারি হচ্ছেন আহমদ ইবনে ইউনুস। তিনি তার কাছে হতে গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : অন্য আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, যদিও মুজাহিদ রহ. ইবনে উমর রা. এর আমল হাত না উঠানোর কথাই বর্ণনা করেন, তবে তাঊস মুজাহিদের বিপরীত ইবনে উমর রা. এর আমল রুকুর সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত তোলাই বর্ণনা করেছেন।[৩৭] যেটি তার মারফূ' বর্ণনার অনুকূল।

দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১.২৩৭ من كان يرفع يديه فى اول تكبير ثم لا يعود সংকলক।

[৩৪] ১/১১০, باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الر كوع هل مع ذلك رفع ام لا ইমাম তাহাবি রহ. হজরত আলি (রা.) এর এই আছরটি উল্লেখ করার পর বলেন', হজরত আলি (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত উত্তোলন করতে দেখবেন তারপর পরবর্তীতে তা না করতে দেখবেন- এটা তার কাছে হাত উত্তোলন করার বিষয়টি মনসুখ প্রমাণিত হওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং হজরত আলি (রা.) এর হাদিস যখন বিশুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে যারা হাত উঠানোর প্রবক্তা নন তাদের বক্তব্য মুতাবেক অধিকাংশ দলিল রয়ে গেছে। - সংকলক।

[৩৫] শরহে মা'আনিল আছার : ১/১১১, ... باب التكبير للركوع দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৬, من كان يرفع يديه فى اول تكبيرة ثم لا يعود মুসান্নাফে আবদুল রাজ্জাক : ২/৭১, باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين নং ২৫৩৩, ২৫৩৪

[৩৬] তাহাবি : ১/১১০ باب االتكبير للركوع والتكبير للسجود দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৭ من كان يرفع يديه فى اول مرة ثم لا يعود

[৩৭] তাহাবি : ২/১১০...باب التكبير للركوع والتكبير للسجود মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৬৯ باب تكبيرة الافتتاح الخ

জবাব : তবে এর জবাবে ইমাম তাহাবি (র) উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হজরত ইবনে উমর রা. প্রথম দিক স্বীয় মারফু' বর্ণনা মুতাবেক (হাত তোলা ওপর) আমল করে থাকবেন। তবে পরবর্তীতে যখন হাত তোলার ওপর) আমল করে থাকবেন। তবে পরবর্তীতে যখন হাত তোলার উত্তমতা মানসুখ হয়ে গেছে বলে জানতে পারেন তখন হাত তোলা ছেড়ে দিয়ে থাকবেন। তাছাড়া আমরা শুরুতে বলে এসেছি যে, হাত তোলা এবং না তোলা উভয়টি প্রমাণিত এবং বৈধ। সুতরাং যদি হজরত ইবনে উমর রা. কখনও এক তরিকার ওপর আবার অন্য সময় অন্য পদ্ধতির ওপর আমল করে থাকেন তবে তা অযৌক্তিক।

সারকথা এই যে, হজরত উমর, হজরত আলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মতো ফুকাহায়ে সাহাবা যাঁরা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন, তাঁরা হাত না উঠানোর ওপর আমল করতেন।[৩৮] সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অসংখ্য তাবেয়িন আছরও হানাফিদের সমর্থনে রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

হাত উঠানোর প্রবক্তাদের দলিলাদি

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদিস : হজরত উঠানোর প্রবক্তাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা,

قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع– (اللفظ للترمذى)

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি, তিনি যখন নামাজ শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন আর রুকু হতে মাথা উঠাতেন (শব্দগুলো তিরমিযীর)।

এই হাদিসটির প্রামাণিকতার ব্যাপারটি আমরা অস্বীকার করি না। বরং সন্দেহাতীতরূপে এ বিষয়ে এটি বিশুদ্ধতম হাদিস। এর সনদ সিলসিলাতুজজাহাবা তথা সোনালি ধারা। তবে তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের বক্তব্যের জন্য এ হাদিসটিকে হানাফিগণ তাই প্রাধান্য দেন না যে, হাত উঠানোর ব্যাপারে হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাগুলো এতোটাই পরস্পর বিরোধী যে, এগুলো মধ্য হতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া জটিল। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নেযুক্ত- এই হাদিসটি বর্ণিত ছয়টি সূত্রে-

(১) পেছনে রয়েছে যে, ইমাম তাহাবি রহ. হজরত ইবনে উমর রা. হতে শুধু প্রথম তাকবিরের সময় হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন।[৩৯] এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর কাছে এ বিষয়ে অবশ্যই কোনো মারফু' হাদিস থাকবে। তাইই হজরত ইমাম মালেক রহ. 'আল- মুদাওয়ানাতুল কুবরা'য়[৪০] হজরত ইবনে উমর রা. হতে একটি মারফু' হাদিস এমন বর্ণনা করেছেন যে, তাতে শুধু প্রথম তাকবিরের সময় হাত উঠানোর উল্লেখ রয়েছে। এর সমর্থন আরেকটি বর্ণনা দ্বারাও হয় যেটি ইমাম বায়হাকি রহ. খিলাফিয়্যাতে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রথম তাকবিরের পর তার হাত উঠানোর পুনরাবৃত্তি করতেন না।[৪১]

---

[৩৮] আল্লামা নিমবি রহ. বলেছেন, সাহাবা ও তৎপরবর্তীগণের এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে খলিফা চতুষ্টয় হতে তাকবির তাহরিমা ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলা প্রমাণিত নেই। والله اعلم بالصواب বিস্তারিত দ্রষ্টব্য। আছারুস সুনান : ১০৪-১১১। باب ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح সংকলক।

[৩৯]. শরহে মা'আনিল আছার : ১/১১০, باب التكبير للركوع والتكبير للسجود

[৪০] ২. ১/৭১, মা'আরিফুস সুনান : ২/৪৭৩ - সংকলক।

[৪১] ইমাম বায়হাকি রহ. খিলাফিয়্যাতে আবদুল্লাহ ইবনে আওন আল- খাজ্জাজ - মালেক - জুহরি - সালেম- ইবনে উমর সূত্রে

(২) মালেক রহ. মুয়াত্তায় হজরত ইবনে উমর রা. এর মারফু' হাদিস বর্ণনা করেছেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حذ ومنكبه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذالك ايضا الخ.[৪২]

এতে উল্লেখিত হয়েছে শুধু দুইবার হাত উঠানোর কথা -

(১) তাকবিরে তাহরিমার সময়।

(২) রুকু হতে উঠার সময়। রুকুতে যাওয়ার সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ নেই।

(৩) সিহাহ সিত্তায় [৪৩] হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিসটিতে তাকবিরে তাহরিমা, রুকু এবং রুকু হতে উঠার সময়-তথা, হাত উঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ তিনটি স্থানে।

(৪) হজরত ইবনে উমর রা. এর একটি বর্ণনা সহিহ বোখারিতে[৪৪] বর্ণিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে চারটি স্থানে হাত উঠানোর কথা।

১. প্রথম তাকবির, ২. রুকু, ৩. রুকু হতে উঠার সময়, ৪. দু রাকাত হতে দাঁড়ানোর সময়। তথা প্রথম বৈঠক হতে উঠার সময়।

(৫)[৪৫] جزء رفع اليدين এ ইমাম বোখারি রহ. হজরত ইবনে উমর রা. এর একটি বর্ণনা এমন বর্ণনা করছেন, যাতে সেজদায় যাওয়ার সময়ও দুই তোলার কথা উল্লেখ আছে।[৪৬]

ইবনে উমর রা. হতে হাত উত্তোলন সম্পর্কে প্রমাণিত রয়েছে ছয়টি পদ্ধতি। ইমাম শাফেয়ি রহ. এসব বর্ণনার মধ্য হতে তৃতীয়টির ওপর আমল করতে গিয়ে শুধু একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আর অবশিষ্টগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ অন্য বর্ণনাগুলোও দলিল পেশ করার মতো সহিহ অথবা ন্যূনতম পক্ষে হাসান সনদে প্রমাণিত। সুতরাং হানাফিগণ যদি এগুলোর মধ্য হতে প্রথম প্রকার বর্ণনাটিকে অবলম্বন করে কোনো এক পদ্ধতি গ্রহণ করেন তবে শুধু তাদের ওপরেই প্রশ্ন কেনো? অথচ, হানাফিদের কাছে প্রথম বর্ণনাটি অবলম্বন করার এমন যৌক্তিক কারণও আছে, যা দ্বারা অন্য বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যাও হয়ে যায়। সেটি হচ্ছে নামাজের আমলগুলোকে

বর্ণনা করেছেন,

ان النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لايعود، كذا فى نصب الراية.

'নসবুর রায়াহ' : ১/২১০, ছাপা, আল- মাতবাউল আলাভী, ভারত। শিরোনাম احاديث اصحابنا সংকলক।

[৪২] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৫৯, افتتاح الصلوة তারপর মুয়াত্তা ইমাম মালেকেরই ৬১ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর আমল ও এই বর্ণনা অনুযায়ী বর্ণিত আছে। - সংকলক।

[৪৩] সমস্ত বরাত পেছনে দেওয়া হয়েছে। -সংকলক।

[৪৪] باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين ১/১০২,

[৪৫] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (২/৪৭৪) বর্ণনা করেছেন।

[৪৬] মু'জামে আওসাত তাবারানিতে বর্ণিত আছে,

عن ابى عمر (رضـــ) ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوى ساجدا-

হায়ছামি রহ. বলেছেন, তাবারানি আওসাতে এটি বর্ণনা করেছেন। এটি সমূহ (বোখারিতে) সেজদায়ে তাকবির ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে। এর সূত্রে সহিহ। - মাজমাউজ জাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ। باب رفع اليدين فى الصلوة রশিদ আশরাফ।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, নামাজের আহকাম হরকত হতে সুকূনে তথা নড়াচড়া হতে প্রশান্তির দিকে স্থানান্তরিত হয়ে আসছে। যেমন, প্রথম কথাবার্তা বৈধ ছিলো, তারপর তা মানসুখ হয়ে যায়, প্রথমে আমলে কাছির নামাজ ভঙ্গের কারণ ছিলো না। তারপর এটাকে নামাজ ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমে এদিকে সেদিক তাকানো বৈধ ছিলো, তারপর এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণ হাত উত্তোলনও হতে এবং প্রতিটি স্থানান্তর কালে তা বৈধ ছিলো। তারপর তা হ্রাস করা হয়। এবং শুধু পাঁচটি স্থানে বিধিবদ্ধ হতে যায়। এরপর আরো হ্রাস করা হয় এবং চারটি স্থানে বিধিবদ্ধ হতে যায়। তারপর হ্রাস করতে করতে শুধুমাত্র প্রথম তাকবিরের সময় অবশিষ্ট হতে যায়।

প্রশ্ন : অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী এর ওপর প্রশ্ন করেন যে, ইমাম বায়হাকি রহ. নিজ সুনানে হজরত ইবনে উমর রা. হতে একটি বর্ণনা এমন বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عمر (رضـــ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا رفع راسه من الركوع وكان لايفعل ذلك فى السجود، فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى[৪৭]

এ হতে বোঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল ছিলো তিনবার হস্ত উত্তোলন। আর এই পদ্ধতিটিই পূর্ববর্তী সমস্ত পদ্ধতি মানসুখকারি ছিলো।

জবাব : فما زالت تلك صلوته অতিরিক্ত বাক্যটি নেহায়েত জয়িফ। বরং মওজু' তথা জাল। কেনোনা, তাতে ইসমা ইবনে মুহাম্মদ আল- আনসারি এবং আবদুর রহমান ইবনে কুরাইশ রাবি নেহায়েত জয়িফ এবং জাল-জালিয়াতের অভিযোগে অভিযুক্ত। সুতরাং এই বর্ণনাটি ধর্তব্য নয়। আর হতেও পারে কিভাবে? হজরত ইবনে উমর রা. হতে তো প্রমাণিত আছে যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর প্রথম তাকবিরের সময় হস্ত উত্তোলন করেছেন, তারপর নয়।[৪৮]

যদি এই পদ্ধতিটি মানসুখ হয়ে থাকতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি অনুরূপ করতেন না। এই আছরটির ওপর আবু বকর ইবনে আইয়াশের দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। তবে জবাব পেছনে দেওয়া হয়েছে।

শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ নিজেদের মাজহাব দলিলার্থে আরো অনেক বর্ণনা পেশ করেন। তার মধ্যে মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ[৪৯] আবু হুমায়দ[৫০] সাইদি, ওয়াইল ইবনে হুজর[৫১] রা. প্রমুখের বর্ণনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে

---

[৪৭] নিমবি রহ. আছারুস সুনানে (১০১, ১০২ باب ماستدل به على ان رفع اليدين فى الر كوع واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم مادام حيا সুনানে কুবরা বায়হাকির উদ্ধৃতিতে এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি জয়িফ বরং মওজু বা জাল। - সংকলক।

[৪৮] মুজাহিদ হতে শরহে মা'আনিল আছার (১/১১০) باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع ام لا এর বরাতে পূর্বে এসেছে। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৭ من كان يرفع يديه فى اول مرة ثم لايعود সংকলক।

[৪৯] দ্র. সহিহ বোখারি : ১/১০২ باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع সংকলক।

[৫০] তাহাবি : ১/১০৯ باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع ام لا সংকলক

[৫১] সুনানে আবু দাউদ : ১/১০৫ باب رفع اليدين

আমাদের এগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং এগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেনোনা, আমরা হাত উত্তোলন সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করি না। অবশ্য আমরা হাত উত্তোলন না করার বর্ণনাগুলোকে বহু কারণে প্রাধান্য দিয়েছে।

হাত না উঠানোর কারণ সমূহ

(১) হাত না উঠানোর বর্ণনাগুলো কোরআনের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وقوموا لله قانتين এর দাবি হলো, নামাজে নড়াচড়া যেনো সবচেয়ে কম হয়। সুতরাং যেসব হাদিসে নড়াচড়া ন্যূনতম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো এ আয়াতে অধিক অনুকূল হবে।

(২) ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনায় কোনো ইজতিরাব নেই। না তার আমল এর খেলাফ বর্ণিত। বরং তাঁর হতে শুধু হাত না তোলাই প্রমাণিত। অথচ ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং হাত না তোলাও তার হতে প্রমাণিত।

(৩) সাহাবায়ে কেরামের আমলের বিরাট গুরুত্ব হয় হাদিসগুলোতে পারস্পরিক বিরোধের সময়। আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হজরত উমর, আলিও আছরগুলো পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন মনীষী হলেন, সাহাবায়ে কেরামের উলূমের সারনির্যাস। তাদের বিপরীতে যাঁদের হতে হাত উঠানো বর্ণিত আছে তাঁদের বেশির ভাগ কম বয়স্ক সাহাবি। যেমন, হজরত ইবনে উমর ও ইবনে জুবায়র রা.।

(৪) হাত না উঠানোর ওপর মদিনা ও কুফাবাসীদের আমল অব্যাহত রয়েছে। অথচ অন্যান্য শহরে হাত উত্তোলনকারি ও অনুত্তোলনকারি দুধরণের লোকই রয়েছে।

(৫) গভীরভাবে নামাজের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর ক্রিয়াগুলো হরকত হতে প্রশান্তি র দিকে এসেছে। এবং এটাও হাত উত্তোলন না করার প্রাধানের দাবি রাখে। যেমন আগেই আমরা আলোচনা করেছি।

(৬) মুসলিমে[৫২] হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. এর বর্ণনা,

قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كانها أذناب خيل شمس أسكنوا فى الصلوة

সালামের সময় যদিও হাত উঠান সংক্রান্ত (পেছনে বলা হয়েছে), তবে তা সত্ত্বেও أسكنوا فى الصلوة বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে হস্ত উত্তোলনকে প্রশান্তির বিরোধ সাব্যস্ত করেছেন এবং নামাজে সুকূন তথা প্রশান্তির প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং এ হাদিসটি দ্বারা হানাফিদের দলিল পূর্ণাঙ্গ না হলেও অবশ্যই এক পর্যায়ে তাদের মাজহাবের সমর্থন হয়।

(৭) ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনার সমস্ত রাবি ফকিহ। স্বয়ং হজরত ইবনে মাসউদ রা. হাত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত রাবিদের তুলনায় বড় ফকিহ। আর হাদিসে মুসালসাল বিল ফুকাহা প্রধান হয়ে থাকে অন্যান্য হাদিসের তুলনায়।

---

[৫২] باب الامر بالسكون فى الصلاة الخ ١/١٨١ - সংকলক।

ইমাম আবু হানিফা ও আওজায়ি রহ.- এর বির্তক[৫৩] :

ইমাম আ'জম আবু হানিফা ও ইমাম আওজায়ি রহ. এর মাঝে এ প্রসঙ্গে সংঘটিত একটি বিতর্ক উল্লেখ করা সমীচীন হবে। একবার মক্কা মুকাররামার দারুল হান্নাতিনে ফকিহে উম্মত ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আওজায়ি রহ. একত্রিত হলেন। সেখানে আলোচনা উঠলো হাত উঠানোর মাসআলা নিয়ে। ইমাম আবু হানিফা রহ. কে ইমাম আওজায়ি রহ. বললেন,

ما بالكم (وفى رواية ما بالكم يا اهل العراق!) لا ترفعون ايديكم فى الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه؟

আপনাদের কী হলো? (আর এক বর্ণনায় আছে, হে ইরাকবাসিরা! আপনাদের কী হলো?) আপনারা নামাজে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন করেন না কেনো?

আবু হানিফা রহ. জবাব দিলেন, لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شئ তাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ বিষয়ে কোনো কিছু বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়নি।' অর্থাৎ বিরোধী দলিল হতে নিরাপদ সহিহ কোনো বিবরণ নেই।

এরপর ইমাম আওজায়ি রহ. বলেছেন,

كيف لايصح؟ وقد حدثنا الزهرى عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه

কিরূপে সহিহ নয়? জুহরি, সালেম - তার পিতা সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন নামাজ শুরু করতেন তখন এবং রুকুর সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠাতেন।

ইমাম আবু হানাফি রহ. এর ওপর বললেন,

وحدثنا حماد عن ابر اهيم عن علقمة عن ابن مسعود (رضــ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الاعند افتتاح الصلوة ولايعود لشيئ من ذلك–

হাম্মাদ ইবরাহিম আমাকে- আলকামা- ইবনে মাসউদ রা. হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামাজ শুরু করার সময় হাত উত্তোলন করতেন। এছাড়া অন্য কোনো সময় আর হাত উঠাতেন না। শুনে ইমাম আওজায়ি রহ. প্রশ্ন করলেন,

احدثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثنى حماد عن ابراهيم؟

আপনাকে আমি জুহরি- সালেম- তার পিতা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছি। আর আপনি আমাকে হাদিস বর্ণনা করছেন হাম্মদ- ইবরাহিম হতে!

আওজায়ি রহ. এর প্রশ্নের কারণ এই ছিলো যে, আমার সনদ উচুঁ পর্যায়ের। কেনোনা, তাঁর সনদে সাহাবি

---

[৫৩] এই মুনাজারাটির বিবরণ দিয়েছেন- ইমাম সারাখসি রহ. তার গ্রন্থ মারসূতে (১/১৪) ইবনে হুমাম রহ. ফাতহুল কাদিরে (১/২১৯০ হারিসি জামেউল মাসানিদে (১/২৫২- ২৫৩) এবং মুওয়াফ্‌ফাক মক্কি রহ. আল- মানাকিবে, সুলায়মান আশশাজকুনি- সুফিয়ান ইবনে উয়াইয়না সূত্রে। - মাআরিফুস সুনান : ২/৪৯৯ - সংকলক।

পর্যন্ত শুধু দুটি সূত্রে জুহরি এবং সালেম অথচ আপনাদের সনদে সাহাবি পর্যন্ত তিনটি মাধ্যম। হাম্মাদ ইবরাহিম, আলকামা। সুতরাং সনদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে আমার বর্ণনা প্রধান। এতদশ্রবণে ইমাম আবু হানিফা রহ. জবাব দিলেন।

كان حماد افقه من الزهرى، وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمر صحبه وله فضل وعبد الله هوعبد الله–

'হাম্মাদ জুহরি অপেক্ষা বড় ফকিহ দিলেন। ইবরাহিম সালিমের চেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন। আর আলকামা ফিকহের দিক দিয়ে ইবনে উমর রা. এর চেয়ে কম নয়।[৫৪] অর্থাৎ, ইবনে উমর রা. সাহাবি এবং অনেক মর্যাদার অধিকারি। আর আবদুল্লাহ তো আবদুল্লাহই।'

ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিস। মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা ৩৫, ২য় অনুচ্ছেদ, কিতাবুল এলেম। -সংকলক।

শুনে ইমাম আওজায়ি রহ. নীরব হয়ে গেলেন। ইমাম সারাখসি রহ. এবং শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এই বিতর্কের বিবরণ দানের পর লেখেন,

ان ابا حنيفة رجح روايته بفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا لأن التر جيح بفقه الرواة لايعلو الا سناد.

'ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন রাবিদের ফিকহের ভিত্তিতে। যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম আওজায়ি রহ. তার বর্ণনাটিকে সনদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে। এটাই হলো, আমাদের কাছে সমর্থিত মাজহাব। কেনোনা, প্রাধান্য হয় রাবিদের ফিকহের ভিত্তিতে, সনদের উচ্চতার ভিত্তিতে নয়।'

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় - ১. ইমাম আবু হানিফা রহ. যে বলেছেন, আলকামা ইবনে উমর রা. এর চেয়ে ফিকহের দিক দিয়ে কম নন, যদিও ইবনে উমর রা. সাহাবিত্বের ফজিলতের অধিকারি। এর সহায়তা হয়, এ বিষয়টি দ্বারা যে, আবু নুআইম হিলয়াতুল আওলিয়া[৫৫] নামক গ্রন্থে কাবুস ইবনে আবু জবইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

لاى شيئ كنت تأتى علقمة وتدع اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ছেড়ে আপনি আলকামার কাছে কেনো আসেন?'

জবাবে আবু জবইয়ান বললেন,

رأيت اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسالون علقمة ويستفتو نه[৫৬]

---

[৫৪] এটা কোনো কোনো অযৌক্তিক বিষয় নয়। কেনোনা, কোনো অসাহাবি ফিকহী দক্ষতার দিক দিয়ে কোনো সাহাবির সমান অথবা তার চেয়েও বড় হতে পারেন। যার দলিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর এরশাদ,

فرب حامل فقيه غير فقه الى من هو افقه منه 'ফিকহের অনেক বাহক ফকিহ নন। ফিকহের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকিহের কাছে (হাদিস) পৌছান।'

[৫৫] পৃষ্ঠা : ২/৯৮, জীবনী : ১৬৪।

[৫৬] হাফেজ রহ. তাহজিবুত তাহজিবে (৭/২৭৮) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তার শব্দরাজি নিম্নরূপ,

قال قابوس بن ابى ظبيان عن ابيه ادركت ناسا من اصحاب النبى لى الله عليه وسلم يسئلون عن علقمة ويسفتونه.

'আমি দেখেছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ আলকামার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন এবং তার কাছে ফতওয়া কামনা করেন। আলকামা কতবড় ফকিহ ছিলেন এর দ্বারা তা অনুমান করা যায়।

(২) আবু হানাফি রহ. সনদের উচ্চতার তুলনায় রাবিদের বড় ফকিহ হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাধান্যের এ পদ্ধতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه হতে গৃহীত। যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, রাবির মধ্যে ফকিহ হওয়ার গুণ একটি কাম্য ও প্রাধান্য উপযোগী সিফাত।

পক্ষান্তরে الترجيح بفقه الروات لا بعلو الاسناد এটা শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এরই মূলনীতি নয়। বরং অন্য মুহাদ্দিসিনও এটা স্বীকার করেন। তাই ইমাম হাকেম রহ. মা'রিফাতু উলূমিল হাদিস (১১) গ্রন্থে নিজ সনদে আলি ইবনে খাশরামের এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

'ওয়াকি আমাকে বললেন, এ দুটি সনদের মাঝে আপনার কাছে কোনটি বেশি প্রিয়? আ'মাশ- আবু ওয়াইল - আবদুল্লাহ? নাকি সুফিয়ান - মানসুর- ইবরাহিম আলকামা - আবদুল্লাহ? আলি ইবনে খাশরাম বলেন, আমি জবাব দিলাম আ'মাশ- আবু ওয়াইল। ওয়াকি তখন' বললেন,

سبحان الله! لاعمش شيخ وابو وائل شيخ، وسفيان فقيه ومنصور فقيه وابراهيم فقيه وعلقمة فقيه، فحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ-

'سبحان الله! আ'মাশ শায়খ আর আবু ওয়াইলও শায়খ। আর সুফিয়ান ফকিহ, মনসুরও ফকিহ, ইবরহীম ফকিহ ও আলকামাও ফকিহ। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে ঘূর্ণায়মান হাদিস এমন হাদিস অপেক্ষা উত্তম যেটি আবর্তিত শায়খগণের (মুহাদ্দিসিনের) মধ্যে।'

এ হতে বোঝা গেলো, সাধারণ মুহাদ্দিসিণের মতেও হাদিসে মুসালসাল বিল ফুকাহা সনদের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা প্রধান।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ– ৭৭ : রুকুতে হাটুদ্বয়ের ওপর হাত রাখা প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ৫৯)

٢٥٨– عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ فَخُذُوْا بِالرُّكَبِ".

২৫৮। **অর্থ :** উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন, হাটুতে (হাত রাখা) তোমাদের জন্য সুন্নত করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা হাটু ধারণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত সা'দ, আনাস, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আবু মাসউদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এই হাদিসটির ওপর আমল অব্যাহত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই।

তবে ইবনে মাসউদ রা. ও তাঁর অনেক ছাত্র হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা তাতবিক (রুকুতে দুহাত দু'হাটুর মাঝখানে রাখা) করতেন। ওলামায়ে কেরামের মতে তাতবিক মানসুখ।

٢٥٩– قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ "كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ".

২৫৯। **অর্থ :** হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. বলেন, আমরা এটা করতাম। তারপর এ হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাটুর ওপর হাতের তালু রাখার জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসটি কুতায়বা-আবু আওয়ানা-আবু ইয়াফূর-মুসআব ইবনে সাদ-তাঁর পিতা সাদ সূত্রে বর্ণিত আছে।

হজরত আবু হুমাইদ সাইদির নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনুল মুনজির। আবু উসাইদ সাইদির নাম হলো, মালেক ইবনে রবি'আ। আবু হাসিনের নাম হলো, উসমান ইবনে আসেম আল আসাদি। আবু আবদুর রহমান সুলামির নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে হাবিব। আবু ইয়াফুর হলেন, আবদুর রহমান ইবনে উবায়দ ইবনে মিসত্বাস। আবু ইয়াফুর আল-আব্দির নাম হলো ওয়াকিদ। ওয়াক্দানও বলা হয়। তিনি সে ব্যক্তি যিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজনই কুফার বাসিন্দা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ–৭৮ : রুকুতে দুহাত পার্শ্বদেশ হতে দূরে রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৫৯)

٢٥٩– حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : "اِجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ".

২৬০। **অর্থ :** ইবনে সাহল বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ ও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের আলোচনা করলেন। আবু হুমাইদ রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞান রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করেছেন, (রুকুতে) তিনি দুহাত হাটুদ্বয়ের ওপর রাখলেন। যেনো, হাটুদ্বয়কে তিনি মজবুতভাবে ধারণ করলেন এবং দুহাতকে তিনি টানা তীরের মতো সোজা করলেন এবং পার্শ্বদেশ হতে দুহাতকে পৃথক রাখলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুমাইদের হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম এটা অবলম্বন করেছেন। তথা দুহাতকে রুকু এবং সেজদায় পার্শ্বদ্বয় হতে আলাদা রাখা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْبِيْحِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৭৯ : রুকু-সেজদায় তাসবিহ পাঠ করা প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ৬০)

٢٦٠– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ".

২৬১। **অর্থ :** ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রুকুতে যাবে তারপর তার রুকুতে সুবহানা রব্বিয়াল আজিম তিনবার বলবে, তবে তার রুকু পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। এটা হলো, সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর যখন সেজদা করবে তখন তার সেজদায় সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা তিনবার বলবে, তখন তার সেজদা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। আর এটা হলো, সর্বনিম্ন পরিমাণ। (ই-ইকামত, অনুচ্ছেদ : ২০, শা-১/৯৬।)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হুজায়ফা ও উকবা ইবনে আমের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসের সনদ মুত্তাসিল নয়। আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকবা ইবনে মাসউদ রা. এর সাক্ষাত লাভ করেননি। আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা রুকু এবং সেজদায় তিন তাসবিহ হতে কম না করা মুস্তাহাব মনে করেন। ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইমামের জন্য পাঁচ তাসবিহ মুস্তাহাব মনে করি। যাতে তার পেছনের মুক্তাদি তিন তাসবিহ পেতে পারে। ইসহাক ইবনে ইবরাহিমও অনুরূপ বলেছেন।

٢٦٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى وَمَا أَتٰى عَلٰى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَتٰى عَلٰى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.

২৬২। **অর্থ :** হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রুকুতে সুবহানা রব্বিয়াল আজিম আর সেজদায় সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা পড়তেন। তিনি যখনই কোনো রহমতের আয়াত পড়েন সেখানেই থেমে এর আবেদন করেন। আর যখন কোনো আজাবের আয়াত পড়েন তখনই থেমে তা হতে আশ্রয় চাইতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح।

قال : وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه.

২৬৩। **অর্থ :** ইমাম তিরমিযী বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-শু'বা সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

হজরত হুজায়ফা রা. হতে অন্য সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাতে নামাজ আদায় করেছেন। তারপর পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

وذلك ادناه : তাসবিহগুলোর ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ওয়াজিব নয়। সবাই এ ব্যাপারে একমত। অবশ্য ন্যূনতম পক্ষে তিন সংখ্যা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। হাদিসে তিন সংখ্যাকে ন্যূনতম সাব্যস্ত করার অর্থ এটাই যে, এটা হলো, মুস্তাহাবের ন্যূনতম পরিমাণ। ওয়াজিবের ন্যূনতম পরিমাণ এটা না।

وما اتى على اية رحمة الا وقف وسأل الخ. : হানাফি ও মালেকিদের মতে কেরাতের মাঝে এই ধরণের দোয়া নফলগুলোর সঙ্গে বিশেষিত। শাফেয়ি এবং হাম্বলিরা এটাকে নফল এবং ফরজ উভয়টিতে ব্যাপক মানেন। তাদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। এতে নফল এবং ফরজের মাঝে কোনো পার্থক্য বা তাফসিল করা হয়নি।

হানাফিদের পক্ষ হতে এর দলিল হলো, ইমাম মুসলিম রহ.ও এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন।[৫৭] এতে বোঝা যায়, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির ঘটনা রাতের নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং শাফেয়ি এবং হাম্বলি মতাবলম্বীদের এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৮০ : রুকু এবং সেজদায় তিলাওয়াত করা নিষেধ (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٤- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ".

২৬৪। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসসি নামক কাতান ও রেশম মিশ্রিত পোশাক ও কড়া লাল পোশাক এবং স্বর্ণের আংটি পরতে এবং রুকুতে কোরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এটি সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী আলেমদের মাজহাব। তারা রুকু-সেজদায় তিলাওয়াত মাকরূহ মনে করেছেন।

---

[৫৭] সহিহ মুসলিম : ১/২৬৪ باب استحباب تطويل القراءة فى صلوة الليل عن حذيفة قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت بركع 'হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি একশ আয়াত পড়লে রুকু করবেন।'

তারপর সামনে যেয়ে বলেন- اذا مر بأية فيها تسبيح سبح واذا مر بسوال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ 'যখন তাসবিহ বিশিষ্ট কোনো আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি তাসবিহ পড়তেন। আর যখন কোনো আবেদন সংক্রান্ত আয়াত পড়তেন তখন আবেদন করতেন। আর পানাহ সংক্রান্ত কোনো আয়াত পড়লে সেখানে পানাহ চাইতেন।' -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

نهى عن لبس القسى : قَسِّيٌّ—قَسٌّ এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি মিসরের একটি গ্রাম। অনেকে বলেছেন – قَزٌّ হতে আরবিকৃত। এতে ز কে س দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। উভয় অবস্থাতেই এটি এক প্রকার রেশমি কাপড়।

والمعصفر : অর্থ, عصفر দ্বারা রঙিন। عصفر এক প্রকার প্রসিদ্ধ হিজাজি ঘাস বা উদ্ভিদ। এর দ্বারা কাপড় রং করা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ– ৮১ : প্রসঙ্গ রুকু এবং সেজদায় যে পিঠ সোজা করতে পারে না (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٥– عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا يَعْنِي: صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

২৬৫। **অর্থ** : হজরত আবু মাসউদ আনসারি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে নামাজ যথেষ্ট নয় যাতে মুসল্লি রুকু এবং সেজদায় পিঠ সোজা করবে না।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আলি ইবনে শায়বান, আনাস, আবু হুরায়রা ও রিফা'আহ আজ জুরাকী রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। রুকু এবং সেজদায় তাঁরা পিঠ সোজা রাখার মত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, যে রুকু-সেজদায় পিঠ সোজা রাখে না তার নামাজ ফাসেদ। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে– সে নামাজ যথেষ্ট নয় যাতে মুসল্লি রুকু এবং সেজদায় পিঠ সোজা করবে না।

আবু মা'মারের নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা রা.। আবু মাসউদ আনসারি বদরীর নাম হলো, উকবা ইবনে আমর রা.।

দরসে তিরমিযী

لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها يعني: صلبه في الركوع والسجود.

اقامة الصلب : দ্বারা তা'দিলে আরকান এবং প্রশান্তির দিকে ইঙ্গিত, যার অর্থ হলো নামাজের প্রতিটি রোকন এতোটুকু ইতমিনান ও প্রশান্তির সঙ্গে আদায় করবে যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব-স্ব স্থানে স্থির থাকবে। ওপরযুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব হলো, তা'দিলে আরকান ফরজ। এটা

পরিহার করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। তাঁরা لاتجزئ শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাছাড়া হজরত খাল্লাদ ইবনে রাফে রা. এর ঘটনাও[৫৮] তাদের দলিল। তাতে রয়েছে তিনি তা'দিলে আরকান ব্যতীত নামাজ পড়লে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, إرجع فصل فانك لم تصل 'ফিরে যাও। আবার নামাজ আদায় করো। কেনোনা, তোমার নামাজ হয়নি।'

ইমাম আবু হানিফা এবং মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব হলো, তা'দিলে আরকান ফরজ নয়, ওয়াজিব। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি এটা তরক করে তাহলে নামাজের ফরজ তো আদায় হয়ে যাবে। তবে এটা পুনরায় পড়া ওয়াজিব হতে যাবে। ইমাম সাহেব রহ. হতে এক বর্ণনা ফরজের, আরেক বর্ণনা সুন্নত হওয়ারও রয়েছে। তবে পছন্দনীয় মাজহাব হলো, ওয়াজিব এর পক্ষে।

আরেকটি মৌলিক মতবিরোধের ওপর নির্ভরশীল যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হওয়ার প্রবক্তা নন। বরং ইমাম সাহেব রহ. এর মতে ফরজ এবং সুন্নতের মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তরও রয়েছে। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা তার মতে ওয়াজিবই সাব্যস্ত হয়। তবে ইমামত্রয়ের মতে ফরজ এবং ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইমাম আবু হানিফা রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে অবস্থিত لاتجزء শব্দের এই ব্যাখ্যা দেন যে, নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব হতে যাবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল ও হজরত খাল্লাদ ইবনে রাফে রা. এর ঘটনা। যেটি ইমাম তিরমিযী[৫৯] রহ. হজরত রিফা'আ ইবনে রাফে রা. হতে বর্ণনা করেছেন। এতে তা'দিলে আরকান তরক করার ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান রয়েছে- فإرجع فصل فانك لم تصل। এখানে তা'দিলে আরকানের তাকিদের পর শেষে আরেকটি বাক্য রয়েছে, فاذا فعلت ذالك قد تمت صلوتك وان انتقصت منه شيئا امتقصت من صلوتك 'যখন তুমি এটা করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তাতে তোমার ত্রুটি হয়, তবে তোমার নামাজে ঘাটতি হতে যাবে।'

এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'দিলে আরকান তরক করার ফলে নামাজ বাতিল হওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং ত্রুটির হুকুম লাগিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও এর এই অর্থই বুঝেছেন যে, তা'দিলে আরকান তরক করার ফলে পূর্ণ নামাজ বাতিল হবে না। অবশ্য তাতে ভীষণ ঘাটতি এসে যাবে। তাই তিরমিযীর বর্ণনাতেই এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারি শেষে বলেছেন,

وكان هذا اهون عليهم من الاولى انه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ولم تذهب كلها[৬০]

---

[৫৮] ইমাম বোখারি রহ. আবু হুরায়রা সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। كتاب الاذان تحت باب امر النبى صلى الله عليه وسلم الذى لايتم ركوعه بالاعادة جـ ١ ص ١٠٩ وفى كتاب الاستيلان تحت باب من رد فقال عليك السلام، جـ٢ ص ٩٢٤، وفى كتاب الايمان والنذور تحت باب اذا حنث ناسيا فى الايمان جـ٢ ص ٩٨٦ ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে রিফা'আহ ইবনে রাফে সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা ১১৪ তে এটা বর্ণনা করেছেন। باب الاعتدال তিরমিযী রহ. আবু হুরায়রা- রিফা'আহ এবং রাফে (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। باب ماجاء فى وصف والطمانينة فى الركوع الصلوة ١ : ٦٥- রশিদ অশরাফ।

[৫৯] باب ماجاء فى وصف الصلوة ১/৬৩,

[৬০] শায়খ বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (باب ماجاء فى وصف الصلوة ৩/১৩৩) আমাদের শায়খুল মাশায়েখ মাহমুদ

একটি আপত্তি ও তার জবাব

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, সাধারণত ফুকাহায়ে হানাফিয়া লিখেন যে, ওয়াজিব সে আদিষ্ট বিষয় হয়ে থাকে যেটি হয়তো قطعى الدلالة (অকাট্য প্রমাণিত) হবে না অথবা قطعى الدلالة (অকাট্য অর্থবোধক) হবে না। আর যে আদিষ্ট বিষয় قطعى الثبوت এবং قطعى الدلالة হয় সেটি ফরজ হয়ে থাকে। এর দাবি হলো, ফরজ এবং ওয়াজিবের এই পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক। তবে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রতিটি আদিষ্ট বিষয় ফরজ হওয়া উচিত। কেনোনা, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সমস্ত আদিষ্ট বিষয়ের হুকুম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং সমস্ত আদিষ্ট বিষয় তাদের দৃষ্টিতে قطعى الثبوت তথা অকাট্য প্রমাণিত। সুতরাং তা'দিলে আরকানও সাহাবায়ে কেরামের কাছে ফরজ হওয়া আবশ্যক ছিলো, ওয়াজিব নয়। তাহলে তাঁরা এর ওপর ওয়াজিবের হুকুম কিভাবে লাগালেন?

জবাব : এই প্রশ্নটির জবাব আল্লামা বাহরুল উলূম রহ. 'রাসাইলুল আরকানে' দিয়েছেন। তিনি বলেন, মূলত হানাফিদের মতে ওয়াজিব দু'ভাবে প্রমাণিত হয়। অনেক সময় ওয়াজিব এভাবে প্রমাণিত হয় যে, আদিষ্ট বিষয় قطعى الثبوت হয় না। এটা সম্পর্কে তো এটা বলা ঠিক যে, এটা শুধু আমাদের জন্য ওয়াজিব এবং সাহাবায়ে কেরাম- যাদের কাছে قطعى الثبوت পদ্ধতিতে সে হুকুম পৌছেছে তাদের জন্য ওয়াজিব নয় বরং ফরজ। তবে দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব হলো, যাতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, এটা তরক করা আমল বাতিলের কারণ নয়; বরং আমলে ত্রুটি বা ঘাটতি সৃষ্টিকারক। এই প্রকার ওয়াজিবে আমাদের এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সেটা সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব ছিলো। আমাদের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব। তা'দিলে আরকান এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

মূলকথা, তা'দিলে আরকান ফরজ এবং ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর এই মতপার্থক্য পার্থিব হুকুম এবং আমলের দিকে লক্ষ্য করলে বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কেনোনা, নামাজ সবার মতে দোহরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব রয়ে যায়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ–৮২ প্রসঙ্গ : রুকু হতে মাথা উত্তোলন করার সময় কী পড়বে? (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٦– عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ".

হাসান দেওবন্দি রহ. বলেছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং তার সমর্থকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী صل فانك لم تصل দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অশুদ্ধতার বিবরণের পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম যা বুঝেছেন, তাই অনুধাবন করেছেন। আর আবু হানিফা রহ. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণের পর সাহাবায়ে কেরাম যা বুঝেছেন, অর্থাৎ, নামাজ অপূর্ণ থাকা সেটাই অনুধাবন করেছেন। সুতরাং আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই গ্রহণ করতে পারেন। -সংকলক।

২৬৬। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন - سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما، و ملأ ما شئت من شيء بعد বলতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু আওফা, আবু জুহাইফা ও আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এমতই পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ি রহ.। তিনি বলেছেন, এ দোয়াটি ফরজেও পড়বে এবং নফলেও। অনেক কুফাবাসী বলেছেন, এ দোয়াটি নফল নামাজে পড়বে, ফরজ নামাজে নয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, سمع الله لمن حمده বলা হয় (আবদুল আজিজকে)-কেনোনা, তিনি মাজিশুনের ছেলে।

দরসে তিরমিযী

মুনফারিদ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, সে سمع الله لمن حمده এবং ربنا ولك الحمد উভয়টি পড়বে। তাছাড়া মুক্তাদি সম্পর্কেও ঐকমত্য রয়েছে যে, সে শুধু سمع الله لمن حمده বলবে। অবশ্য ইমাম সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এবং ইমাম ইসহাক ও ইবনে সিরিন রহ. এর মাজহাব হলো, তিনিও উভয়টি পড়বেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব হলো, ইমাম শুধু سمع الله لمن حمده পড়বে।

শাফেয়িদের দলিল : ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত আলি রা. এর হাদিস,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد الخ.

হানাফিদের দলিল : পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب منه اخر، أى من باب ما يعول الر جل اذا رفع راسه من الر كوع) বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام سمع الله لمن فقل ربنا ولك الحمد الخ.

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম এবং মুকতাদির দায়িত্ব আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে বণ্টন করে দিয়েছেন। বস্তুত বণ্টন অংশীদারিত্বের বিপরীত। আর হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির জবাব হলো, এটি একাকি নামাজ পড়ার অবস্থায় প্রযোজ্য।

بَابٌ مِنْهُ آخَرُ

এ বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ৮৩ (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

২৬৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন سمع الله لمن বলে তখন তোমরা বলো ربنا ولك الحمد কেনোনা, যার কথা ফেরেশতাদের কথার সঙ্গে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী আলেমদের আমল এরই ওপর যে, ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলবেন, তখন ইমামের পেছনে অবস্থিত মুক্তাদিরা বলবে ربنا ولك الحمد আহমদ রহ. এমতই পোষণ করেন। আর ইবনে সিরিন রহ. প্রমুখ বলেছেন, ইমামের পেছনে অবস্থিত মুক্তাদিরা ইমাম যেমন বলেন অনুরূপ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলবে। শাফেয়ি ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ : সেজদায় হাটুর আগে হাত রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٨- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ".

২৬৮। **অর্থ :** হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন সেজদা করতেন তখন দুই হাতের আগে দুই হাটু রাখতেন। আর যখন উঠতেন তখন দুই হাটুর আগে দুই হাত উঠাতেন।

হজরত হাসান ইবনে আলি তার হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত বলেছেন– 'ইয়াজিদ ইবনে হারূন বলেছেন, শরিক আসেম ইবনে কুলাইব হতে এই হাদিস ব্যতীত আর কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। এটি শরিক ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। এর ওপর অধিকাংশ আলেমের আমল। তারা মনে করেন, মুসল্লি দুই হাত রাখার আগে দুই হাটু রাখবে, আর যখন মুসল্লি দাঁড়াবে তখন দুই হাটুর আগে দুই হাত উত্তোলন করবে।

দরসে তিরমিযী

হাম্মাম আসেম হতে এ হাদিসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর নাম উল্লেখ করেননি।

অধিকাংশ কপিতে শিরোনামের শব্দগুলো অনুরূপই। তবে অনেক কপিতে এখানে وضع الركبتين قبل اليدين (হস্তদ্বয়ের পর্বে হাটুদ্বয় রাখা।) উল্লেখিত আছে। এটাই বিশুদ্ধ। কেনোনা, এই অনুচ্ছেদের হাদিসে এই পদ্ধতিটির বিবরণ রয়েছে।

يضع ركبتيه قبل يديه : এই হাদিস অনুযায়ী জমহুরের মাজহাব হলো, সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাটুদ্বয় জমিনে রাখবে। তারপর রাখবে দুহাত। জমহুরের মতে মূলনীতি হলো, যে অঙ্গটি জমিনের ডনকটতম সেটি জমিনে প্রথম রাখবে। তারপর যেটি অধিক নিকটে, তারপর যেটি অধিক নিকটে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং পদ্ধতি এই হবে যে, প্রথমে হাটু জমিনে রাখবে। তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল। আর উঠার সময় এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আপত্তি : অবশ্য ইমাম মালেক রহ. এর মতে হাটুর পূর্বে জমিনে প্রথমে হাত রাখা মাসনুন। তাঁর দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিস।

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يعمد احدكم فيبرك فى صلوته برك الجمل.

يعمد শব্দের আগে এতে নেতিবাচক, প্রশ্নবোধক 'হামজা' লুকায়িত আছে। অর্থ হলো নামাজের মধ্যে উটের মতো না বসা চাই। ইমাম মালেক রহ. বলেন, এ হাদিস দ্বারা জমিনে প্রথমে হাটু রাখার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কেনোনা, উট বসার সময় প্রথমে হাটুই জমিনে রাখে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হাটু প্রথমে জমিনের ওপর রাখা মাকরূহ।

জবাব : জমহুরের পক্ষ হতে জবাব হলো, প্রথমত এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ. সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক জয়িফ। কেনোনা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাসানের শ্রবণ আবুজ্ জিনাদ হতে সংশয়পূর্ণ। তাছাড়া এই হাদিসের আরেকজন রাবি যিনি অন্য সূত্রে এসেছেন অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-মাকবুরি- তিনি জয়িফ। দ্বিতীয়ত যদি এই বর্ণনাটি সহিহ হয়, তাহলেও এর ফলে জমহুরের মাজহাবই প্রমাণিত হয়, ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব নয়। কেনোনা, উট বসার সময় প্রথমে নিজ হাতগুলো জমিনে রাখে এবং এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, তার হাত গুলোতেও হাটু হয়ে থাকে। সুতরাং এই নিষিদ্ধতার অর্থ হবে প্রথমে হাত না রাখা।

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ৮৫ (মতন পৃ. ৬১)

٢٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ؟!".

২৬৯। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি তার নামাজে উটের মতো বসার ইচ্ছা করবে?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি গরিব। আবুজ্ জিনাদ হতে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা হাদিসটি জানি না। এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ মাকবুরী-তার পিতা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-মাকবুরিকে ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান প্রমুখ জয়িফ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

অনুচ্ছেদ–৮৬ : নাক এবং কপালে সেজদা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬১)

٢٧٠- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ، نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ".

২৭০। **অর্থ :** আবু হুমাইদ সাঈদি রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেজদা করতেন তখন তার নাক ও কপাল জমিনে রাখতেন। দুহাত দুইপার্শ্ব হতে দূরে রাখতেন। আর হাতের তালুদ্বয় স্কন্ধ বরাবর রাখতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস ওয়াইল ইবনে হুজর ও আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুমাইদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে আমল এর ওপর অব্যাহত যে, মুসল্লি নাকে ও কপালে সেজদা করবে। যদি নাক ব্যতীত শুধু কপালে সেজদা করে তবে একদল আলেমের মতে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর অন্যরা বলেছেন, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না নাক এবং কপালে সেজদা না করলে।

দরসে তিরমিযী

كان اذا سجد امكن انفه وجبهته الارض এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সেজদা হয় সাতটি অঙ্গ দ্বারা- দুহাত, হাটুদ্বয়, পদদ্বয় এবং চেহারা। তারপর চেহারার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ ব্যাপারে তো ঐকমত্য রয়েছে যে, কপাল এবং নাক উভয়টি জমিনে ভর করা মাসনুন। অবশ্য এতে মতোবিরোধ রয়েছে যে, এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি দ্বারা সেজদা করলে বৈধ হবে কী না?

১. ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতে কোনো একটি দ্বারাই সেজদা করলে বৈধ হবে না। বরং কপাল এবং নাক উভয়টি লাগানো আবশ্যক।

২. শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এবং অধিকাংশ মালেকি মাজহাব পন্থী এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে কপাল মাটিতে রাখা প্রয়োজন। শুধু নাক দিয়ে সেজদা করলে বৈধ হবে না।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং অনেক মালেকির মাজহাব হলো, চেহারার যে কোনো অংশই সম্মানার্থে জমিনের ওপর রাখলে সেজদা আদায় হয়ে যাবে। সম্মানের পদ্ধতির শর্ত তাই আরোপ করা হয়েছে যে, যদি ঠাট্টা-মজাকের ভিত্তিতে চেহারার কোনো অংশ জমিনে রাখা হয়, তবে সেজদা আদায় হবে না। সুতরাং যদি শুধু গণ্ড অথবা চোয়াল জমিনের ওপর রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেজদা হবে না। এই ব্যাখ্যা মুতাবেক ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে কপাল এবং নাকের মধ্য হতে যে কোনো একটি রাখলেই সেজদা আদায় হয়ে যাবে। তবে যে কোনো একটি দ্বারা সেজদা করা ইমাম সাহেব রহ. এর মতে مكروه।

ইমামত্রয় এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে শুধু নাক দিয়ে সেজদা করা বৈধ নয়। তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কপাল এবং নাক উভয়টির ওপর সেজদা করা প্রমাণিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর খেলাফ প্রমাণিত নেই।

বাকি রইলো, শাফেয়ি, মালেকি এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে শুধু কপাল লাগিয়ে সেজদা করার বৈধতার বিষয়টি। তাদের বক্তব্য হলো, হজরত ইবনে আব্বাস[৬১] রা. এর বর্ণনায় সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। হাতের তালুদ্বয়, হাটুদ্বয়, পদদ্বয় এবং চেহারা। চেহারার ওপর সেজদা কপাল রাখা দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সুতরাং শুধু কপাল দ্বারা সেজদা করা বৈধ হবে। তবে শুধু নাক দ্বারা সেজদা করা বৈধ হবে না। কেনোনা, শুধু নাক জমিনে রাখলে চেহারার ওপর সেজদার বাস্তবায়ন হবে না।

আবু হানিফা রহ. বলেন, কোরআনে কারিমে সেজদার নির্দেশ এসেছে। পক্ষান্তরে সেজদার অর্থ হলো, ঠাট্টা-মশকারি ব্যতীত চেহারা জমিনের ওপর রাখা। সুতরাং শুধু নাক কিংবা শুধু কপাল রেখে দিলে এই অর্থ আদায় হয়ে যায়।

তবে এটা ইমাম সাহেব রহ. এর পুরানো বক্তব্য। অন্যথায় ইমাম সাহেব রহ. হতে পরবর্তীতে ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত হয়েছে। আর এ বক্তব্যটির ওপরেই ফতওয়া যে, শুধু কপাল রেখে সেজদা করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে শুধু নাক রাখলে নামাজ হবে না।

সেজদায়ে দুহাত রাখার ধরণ

[৬২]ووضع كفيه حذو منكبيه: অনেক বর্ণনায়[৬৩] এ সম্পর্কে وضع يديه حذاء اذنيه আবার কোনো বর্ণনায় اذا سجد وضع وجهه بين কোনোটিতে[৬৫] سجد بين كفيه কোনোটিতে[৬৪] كانت يداه حيال اذنيه এসেছে[৬৬] كفيه।

এর সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, হাতের যে অংশ বাহুর সঙ্গে মিলিত এটা স্কন্ধের বিপরীত রাখা হবে। আর বাকি অংশ কর্ণদ্বয় এবং চেহারার বিপরীতে। সমস্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে।

---

[৬১] جامع الترمذى : ১/৫৯, باب ماجاء فى السجود على سبعة اعضاء

[৬২] এটি দুই কাঁধের বিপরীতে হাত রাখার বৈধতা দলিল করে শরহে মুসলিমে ইমাম নববি রহ. এর বিবরণ মতে। এটাই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, সেজদায় চেহারা হাতের তালুদ্বয়ের মাঝে রাখা সুন্নত। অন্য ভাষায় দুহাত দুই কানের বিপরীতে রাখা সুন্নত। মুগনির বিবরণ মতে এটা ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব। মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩৫-৩৬। -সংকলক।

[৬৩] মুসনাদে ইসহাক -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩৬, -সংকলক।

[৬৪] শরহে মা'আনিল আছার : ১/১২৫, باب وضع اليدين فى السجود اين ينبغى ان يكون

[৬৫] সহিহ মুসলিম : ১/১৭৩। باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما فى السجود على الارض حذو منكبيه

[৬৬] তাহাবি : ১/১২৫, باب وضع اليدين فى السجود اين ينبغى ان يكون

بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ ؟

অনুচ্ছেদ–৮৭ প্রসঙ্গ : সেজদার সময় মুসল্লি চেহারা কোথায় রাখবে? (মতন পৃ. ৬২)

٢٧١– عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: "قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ".

২৭১। **অর্থ** : আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা ইবনে আজেব রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদার সময় চেহারা রাখতেন কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, দুই হাতের তালুর মধ্যখানে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনে হুজর এবং আবু হুমাইদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب। অনেক আলেম এ মাজহাব অবলম্বন করেছেন যে, মুসল্লি তার হাতগুলো কর্ণদ্বয়ের ওপরে রাখবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

অধীনস্থ অনুচ্ছেদ–৮৭ : সপ্ত অঙ্গে সেজদা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬২)

٢٧٢– عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ".

২৭২। **অর্থ** : হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন, যখন কোনো বান্দা সেজদা করে তখন তার সঙ্গে তার সাতটি অঙ্গ সেজদা করে- তার চেহারা, তার দুই হাতের তালু, তার দুই হাটু, তার দুটো পা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, জাবের ও আবু সাইদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপরই আমল অব্যাহত।

٢٧٢– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ".

২৭৩। **অর্থ** : ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেনো সেজদা করেন সাতটি হাড়ের ওপর এবং তার চুল ও কাপড় উত্তোলন না করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ– ৮৮ : সেজদায় পাশ হতে হাত দূরে রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬২)

٢٧٤– عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ أَبِيْ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّتْ رَكْبَةٌ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ قَالَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَأَرَى بَيَاضَهُ".

২৭৪। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল-খুজায়ি বলেন, আমার পিতার সঙ্গে আমি নামিরার একটি বিরান প্রান্তরে ছিলাম। তারপর একদল আরোহি সেদিক দিয়ে অতিক্রম করলো। দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। বর্ণনাকারি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বগলদ্বয়ের শুভ্রতার দিকে তাকিয়েছিলাম, তিনি যখন সেজদা করেছেন, সে শুভ্রতা দেখছিলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে বুহাইনা, জাবের, আহমার ইবনে জাজ, মায়মুনা, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, আবু মাসউদ, আবু সাদ, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, বারা ইবনে আজেব, আদি ইবনে আমিরাহ ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই আহমার ইবনে জাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি। তার শুধু একটি হাদিসই রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আকরামের হাদিসটি حسن। দাউদ ইবনে কায়সের সূত্র ব্যতীত এটি আমরা জানি না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবদুল্লাহ ইবনে আকরামের এটি ব্যতীত আর কোনো হাদিস আমরা জানি না। অধিকাংশ আহলে এলেম সাহাবায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল-খুজাইর শুধু এই একটি হাদিসই আছে। আর আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম জুহরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তিনি হলেন, আবু বকর রা. এর লিপিকার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِدَالِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৮৯ : সেজদার মধ্যে ই'তিদাল প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٧٥– عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ".

২৭৫। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সেজদা করে সে যেনো ই'তিদাল করে এবং কুকুরের মতো তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে কিবল, বারা, আনাস, আবু হুমাইদ ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা সেজদায় ই'তিদাল পছন্দ করেন। হিংস্র প্রাণীর মতো পা বিছিয়ে দেওয়া পছন্দ করেন না।

٢٧٦- عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَسْطَ الْكَلْبِ".

২৭৬। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাজে ই'তিদাল করো। কেউ যেনো কুকুরের মতো তার বাহুদ্বয় জমিনের ওপর বিছিয়ে না দেয়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَ نَصَبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৯০ : সেজদায় দু'পা খাড়া রাখা এবং হাতগুলো মাটিতে রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٧٧- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصَبِ الْقَدَمَيْنِ".

২৭৭। **অর্থ :** হজরত আমের ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত (মাটিতে) রাখা এবং পদদ্বয় খাড়া রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٧٨- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "عَنْ أَبِيْهِ".

২৭৮। **অর্থ :** হজরত আমের ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত মাটিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ওপরযুক্ত হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে তিনি عَنْ أَبِيْهِ শব্দ বর্ণনা করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান প্রমুখ মুহাম্মদ ইবনে আজলান-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আমের ইবনে সাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন দুহাত মাটিতে রাখতে এবং দু'পা খাড়া রাখতে। (মুরসাল)

এই হাদিসটি উহাইবের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। এর ওপরেই ওলামায়ে কেরামেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা এটিই পছন্দ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ إِذَارَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৯১ : রুকু-সেজদা হতে মাথা উঠানোর সময় পিঠ সোজা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٧٩– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ".

২৭৯। **অর্থ :** হজরত বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ যখন তিনি রুকু করতেন, যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠাতেন, আর যখন তিনি সেজদা করতেন এবং সেজদা হতে মাথা উত্তোলন করতেন, প্রায় সমান ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٢٨٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ.

২৮০। **অর্থ :** হজরত হাকাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৯২ : ইমামের আগে রুকু-সেজদায় যাওয়া (মতন পৃ. ৬৩)

٢٨١– عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ – وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ – قَالَ: "كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْجُدُ".

২৮১। **অর্থ :** হজরত বারা রা. বলেন, (তিনি মিথ্যুক নন।) আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ পড়তাম তারপর তার মাথা রুকু হতে উত্তোলন করতাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেজদার আগে আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করতেন না। তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আমরা সেজদা করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে আনাস, মু'আবিয়া, ইবনে মাস'আদা (সেনাবাহিনীর অধিনায়ক) এবং আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এ মাজহাবই পোষণ করেন ওলামায়ে কেরাম। ইমামের পেছনে মুক্তাদি তিনি যেসব কাজ করেন সেগুলোতে শুধু তারই অনুসরণ করবে। ইমামের রুকুর পরেই কেবল রুকু করবে। ইমামের মাথা উঠানোর পরেই কেবল মাথা উঠাবে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : দুই সেজদার মাঝে কুকুরের মতো বসা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٨٢- عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ، لَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".

২৮২। **অর্থ :** হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আলি! আমার নিজের জন্য আমি যা পছন্দ করি তোমার জন্য তা পছন্দ করি। আমার জন্য যা অপছন্দ করি, তোমার জন্য তা আমি অপছন্দ করি। তুমি দুই সেজদার মাঝে কুকুরের মতো বসো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি কেবল আলি রা. হতে আবু ইসহাক-হারেস-আলি রা. সূত্রেই আমাদের নজরে পড়ে।

অনেক আলেম হারেস আ'ওয়ারকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। এ হাদিসটির ওপর অধিকাংশ আলেমের আমল অব্যহত আছে। তাঁরা কুকুরের মতো বসা মাকরূহ মনে করেন। এই অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

لاتقع بين السجدتين [৬৭] اقعاء এর দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১. নিতম্বের ওপর বসা এবং পাগুলোকে এমনভাবে খাড়া করে রাখা যে, হাটু স্কন্দের বরাবর এসে যায় এবং উভয় হাত জমিনের ওপর ভর করা। এই অর্থ হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে اقعاء মাকরূহ।

২. উভয় পা পাঞ্জার ওপরে দাঁড় করিয়ে গোড়ালির ওপর বসা। এই অর্থ হিসেবে اقعاء সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হানাফি, মালেকি ও হাম্বলিদের মতে এটাও ব্যাপক আকারে মাকরূহ।

২. ইমাম শাফেয়ি রহ. এটাকে দুই সেজদার মাঝে মাসনুন বলেন এবং তার এই মাসনুন বলার অর্থ হলো, দুই সেজদার মাঝে উভয় পদ্ধতি সুন্নত। পা বিছিয়ে বসা ও اقعاء করা।

---

[৬৭] اقعاء নারীর শব্দ। বাবে ইফআল হতে।- সংকলক।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাঁদের দলিল (باب فى رخصة فى الاقعاء) বর্ণিত, তাউসের বর্ণনা,

قلنا لابن عباس (رضــ) فى الاقعاء على القدمين قال هى السنة وقلنا انا لنراه جفاء للرجل قال بل هى سنة نبيكم.

জমহুরের পক্ষ হতে জবাব হলো, আল্লামা খাত্তাবি রহ. এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। আবার অনেকে এটাকে মানসুখ বলেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে[৬৮] হজরত মুগিরা ইবনে হাকাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

رايت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين فى الصلاة فذكرت له فقال انما فعلته منذ أشتكيت–

'ইবনে উমর রা.কে আমি নামাজে দুই সেজদার মাঝে দু'গোড়ালির ওপর বসতে দেখেছি। তাই এ বিষয়টি তার কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটা আমি করেছি কেবল তখন হতে যখন হতে অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমি।'

এ থেকে বোঝা গেলো, এই আমলটি আসলে তো খেলাফে সুন্নত ছিলো। তবে হজরত ইবনে উমর রা. রোগের উজরের কারণে এমন করেছিলেন এবং হজরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হলো যে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস রা. অপেক্ষা সুন্নতের অধিক তাবেদার।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে জমহুরের দলিল বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ- তিনি হজরত আলি রা. কে বলেছিলেন- لا تقع بين السجدتين

প্রশ্ন : তবে এর ওপর ইমাম তিরমিযী রহ. এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ হাদিসটি হারেস আ'ওয়ারের ওপর নির্ভরশীল যিনি জয়িফ।

উত্তর : তবে জবাব হলো, এ হাদিসটি অন্য অনেক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। তার মধ্যে অনেকটি সহিহ এবং হাসানও। বিশেষত এগুলোর মধ্য হতে একটি বর্ণনা মুস্তাদরাকে হাকিমের, যেটি নিঃসন্দেহে সহিহ। হাদিসটি হলো-[৬৯] نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء فى الصلوة

'আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে اقعاء (কুকুরের মতো বসতে) করতে নিষেধ করেছেন।'

আর সাহাবিদের আমল দ্বারাও এ হাদিসটির সমর্থন হয়। কেনোনা, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হজরত ইবনে আব্বাস রা. ব্যতীত আর কেউ اقعاء এর প্রবক্তা নন এবং তাঁর বক্তব্যতেও এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য উজর অবস্থার মাসনুন।

---

[৬৮] পৃষ্ঠা : ১১৩, باب الجلوس فى الصلوة দ্র. মুয়াত্তা ইমাম মালেক শাব্দিক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে। পৃষ্ঠা নং ৭১, العمل فى الجلوس فى الصلوة

[৬৯] এই বর্ণনাটি এবং এর সহায়কগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৬৩-৬৪। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ–৯৪ : ইকআর অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٨٣– أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: "قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟ قَالَ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ".

২৮৩। **অর্থ :** হজরত তাউস বলেন, ইবনে আব্বাস রা.কে আমরা দু'পায়ের পাতার ওপর বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম জবাবে তিনি বললেন, এটাই সুন্নত। আমরা বললাম, আমরা তো এটাকে একজন ব্যক্তির গেয়োঁপনা মনে করি। শুনে তিনি বললেন, এটা তোমাদের নবীজির সুন্নত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আলেম সাহাবির মত এই হাদিসের অনুরূপ। তারা পায়ের পাতার ওপর বসাতে কোনো দোষ মনে করেন না।

এটা মক্কাবাসী অনেক ফকিহ ও আলেমের মত। অধিকাংশ আলেম দু'সেজদার মাঝে কুকুরের মতো বসা মাকরূহ মনে করেন।

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ–৯৫ : দুই সেজদার মাঝে কী পড়বে? (মতন পৃ. ৬৩)

٢٨٣– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي".

২৮৪। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সেজদার মাঝে পড়তেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার ওপর রহমত নাজিল করো, আমার ক্ষতি পূরণ করো। আমাকে হেদায়াত দান করো ও আমাকে রিজিক দান করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٢٨٥– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ: نَحْوَهُ.

২৮৫। **অর্থ :** হাসান ইবনে আলি আল-খাল্লাল আল-হুলওয়ানি-ইয়াজিদ ইবনে হারূন-জায়দ ইবনে হুবাব-কামিল আবুল আলা সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি গরিব। হজরত আলি রা. হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এমতই পোষণ করেন শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা মনে করেন, এটা ফরজ ও নফলে বৈধ। অনেকে কামিল আবুল আলা হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুরসালরূপে।

দরসে তিরমিযী

كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لى وارحمنى واجبر نى واهدنى وارزقنى

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে দুই সেজদার মাঝে এই জিকির ফরজ এবং নফল উভয়ের মধ্যে সুন্নত। অথচ হানাফি ও মালেকিদের মতে ফরজগুলোতে কোনো জিকির মাসনুন নয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে হানাফি এবং মালেকিগণ নফলের ওপর প্রয়োগ করেছেন।

তবে অনেক হানাফি ফরজগুলোতেও এই জিকির পাঠ করা উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, মতপার্থক্য হতে বাঁচার জন্য এটা পড়া উত্তম। কেনোনা, হানাফিদের মতে এটাতো বৈধ শুধু সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি আছে। সুতরাং দুই সেজদার মাঝে ই'তিদাল ও প্রশান্তির একিন হাসিল করার জন্য এটা পড়াই সমীচীন। বিশেষত যখন বৈঠকে প্রশান্তির প্রতি খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِمَادِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ : সেজদায় ভর করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৩)

٢٨٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: "اِشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوْا فَقَالَ: اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ".

২৮৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ ফাঁকা হয়ে দাঁড়ালে সেজদায় কষ্ট হয় বলে অভিযোগ করেছেন। শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা হাটুর সাহায্য নাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সালেহ-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদিসটি শুধু মাত্র এই সনদ তথা লাইছ ইবনে আজলান ব্যতীত অন্য সনদে আমরা জানি না। এই হাদিসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ সুমাই-নু'মান ইবনে আবু আইয়াশ-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেনো তাদের বর্ণনাটি লাইছের বর্ণনা অপেক্ষা اصح।

দরসে তিরমিযী

اشتكى اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الى النبى صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا.

অর্থাৎ, (সাহাবিগণ এই অভিযোগ করলেন।) আমরা যখন আমাদের হাতগুলোকে পার্শ্ব হতে দূরে রাখি এবং কনুইগুলোকে জমিন হতে উঁচু রাখি তখন দীর্ঘ সেজদা হলে তাতে কষ্ট হয়।

فقال استعن بالركب : অর্থাৎ, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ো তখন কনুই হাটুর সঙ্গে মিলিয়ে আরাম লাভ করো।

তিরমিযীর বর্তমান কপিগুলোতে শিরোনাম এবং হাদিস এমনই। যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অনেক পুরানো কপিতে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে নিম্নেযুক্ত, باب ماجاء فى الاعتماد اذا قام من السجود এবং

রেওয়ায়াতে اذا تفرجوا শব্দ নেই। এ অবস্থায় এ হাদিসটির সম্পর্ক সেজদার সঙ্গে নয়। বরং সেজদা হতে উঠার সময়ের সঙ্গে। আর কষ্টের অর্থ হলো, এমতাবস্থায় হাটু দ্বারা সাহায্য নাও। অর্থাৎ, হাতে হাটুগুলোর ওপর জোর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

তবে বর্তমান কপিগুলোর শিরোনাম এবং এর বর্ণনাটি প্রধান। প্রথমত এ জন্যে যে, সহিহ বর্ণনাগুলোতে اذا تفرجوا শব্দ রয়েছে। যেমন, আবু দাউদে[৭০]। দ্বিতীয়ত এই শব্দটি যদি না হয় তবুও مشقة السجود শব্দটি দলিল করছে যে, প্রশ্নটি সেজদার অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো, সেজদা হতে উঠার সঙ্গে নয়।

بَابُ كَيْفَ النُّهُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৯৭ : প্রসংগ : সেজদা হতে উঠবে কীভাবে? (মতন পৃ. ৬৪)

٢٨٧– عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ: "أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ جَالِسًا".

২৮৭। **অর্থ** : মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ লাইছি হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখেছেন। তিনি যখন নামাজের বেজোড় রাকাতে যেতেন তখন পরিপূর্ণরূপে সোজা হয়ে বসা ব্যতীত দাঁড়াতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মালেক ইবনে হুয়াইরিছের হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। ইসহাক ও আমাদের অনেক ছাত্র এ মতই পোষণ করেন। মালেকের উপনাম আবু সুলায়মান।

দরসে তিরমিযী

فكان اذا كان فى وتر من صلوته لم ينهض حتى يستوى جالسا : ইমাম তিরমিযী রহ. এর উদ্দেশ্য এই শিরোনাম দ্বারা বিশ্রামের বৈঠক সাব্যস্ত করা। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বিশ্রামের বৈঠকের আমল এবং এর প্রমাণে একটি হাদিস রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দ্বারা দলিল পেশ করে প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে সেজদা হতে অবসর হওয়ার পর বিশ্রামের বৈঠককে সাব্যস্ত করেন সুন্নত হিসেবে।

এর বিপরীত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আওজায়ি রহ. এর মতে বিশ্রামের বৈঠক মাসনূন নয়। এর পরিবর্তে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম। অবশ্য হানাফিদের কিতাবগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এই আমলটি বৈধ। আল্লামা শামি রহ. লিখেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে বিশ্রামের বৈঠক পরিমাণ বসে তবে তার ওপর সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয়।

---

[৭০] ১/১৩০ باب الرخصة فى ذلك (بعد باب صفة السجود) ولكن وقع فى رواية ابى داود اذا انفرجوا من انفعال لا اذا تفرجوا من تفعل -সংকলক।

আহমদ রহ.ও বিশুদ্ধতম বক্তব্য অনুযায়ী হানাফিদের সঙ্গে। অনেকে যদিও বলেছেন যে, তিনি শেষের দিকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন যে, তার এই প্রত্যাবর্তন নাজায়েজ হতে জায়েজের দিকে ছিলো, বৈধ হতে সুন্নত হওয়ার দিকে না।

মূলকথা, বিশ্রামের বৈঠকের ব্যাপারে জমহুর এক দিকে আর ইমাম শাফেয়ি রহ. অপর দিকে।

জমহুরের দলিল

১. বোখারি শরীফে[৭১] বর্ণিত নামাজে ভুলকারির হাদিস। এটি হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত খাল্লাদ ইবনে রাফে রা.কে নামাজের সহিহ পদ্ধতি বাতলাতে গিয়ে সেজদা শিক্ষা দেওয়ার পর বলেছেন, ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك فى صلوتك 'তারপর উঠো এবং ভালো করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর তুমি তোমার পুরো নামাজে অনুরূপ করো।'

এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সেজদার পর নামাজের প্রতিটি রাকাতে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন, বসার উল্লেখ করেননি। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম বৈঠক এবং দ্বিতীয় বৈঠক বিশিষ্ট রাকাতগুলোকে বাদ দেওয়ার পর এই হুকুম লাগবে প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতের ওপরই।

ইমাম বোখারি রহ. এ হাদিসটি আরেক সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাতে حتى تستوى قائما এর স্থলে[৭২] حتى تطمئن جالسا শব্দ এসেছে। তবে স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. স্বীকার করেছেন[৭৩] যে, এটা কোনো রাবির ভুল এবং সহিহ বর্ণনা حتى تشتوى قائما ই। তাছাড়া ইমাম বোখারি রহ. এর কর্মও এর সহায়তা করছে।[৭৪]

২. দ্বিতীয় দলিল জমহুরের মাজহাবের স্বপক্ষে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهض فى الصلوة على صدور قدميه

তবে এই হাদিসটির সনদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এতে খালেদ ইবনে ইলিয়াস জয়িফ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, وخالد بن الياس ضعيف عند اهل الحديث

শায়খ ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদিরে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, এই হাদিসটি জয়িফ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা সমর্থিত। তাই গ্রহণযোগ্য। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[৭৫] হজরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

---

[৭১] ২/৯৮৬, كتاب الايمان والنذور، باب اذاحنث ناسيا فى الايمان

[৭২] সহিহ বোখারি : ২/৯২৪, كتاب الا ستئذان، باب من رد فقال عليك السلام

[৭৩] ফাতহুল বারি : ২/২৩১।

[৭৪] কেনোনা, حتى تطمئن جالسا বিশিষ্ট বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর ইমাম বোখারি রহ. বলেন, وقال ابو اسامة فى الاخير حتى تستوى قائما-সংকলক।

[৭৫] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩৯৪, من كان ينهض على صدور قدميه এবং মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে ২/১৭৮-১৭৯ হাদিস নং ২৯৬৬, باب كيف النهوض من السجدة الاخيرة ومن الركعة الاولى والثانية এই আছরটি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, رقمت عبد الله بن مسعود (رضــ) فى الصلوة فرأيته ينهض ولايجلس قال ينهض على صدور قدميه فى الركعة الاولى والثالثة

عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله ينهض فى الصلوة على صدور قدميه

'আবদুল্লাহ রা. দু পায়ের পৃষ্ঠের ওপর ভর করে নামাজে দাঁড়াতেন।'

এই বিষয়টি ইবনে আবু শায়বা, হজরত উমর, হজরত আলি, হজরত ইবনে উমর এবং হজরত ইবনে জুবায়র রা. সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন,[৭৬] এবং ইমাম শা'বি রহ. এর এই বক্তব্যেও বর্ণনা করেছেন,

ان عمر وعليا واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون فى الصلوة على صدور اقدامهم[৭৭]

তাছাড়া হজরত নুমান ইবনে আইয়াশ রহ. এর নিম্নেযুক্ত বক্তব্যেও ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন[৭৮],

ادركت غير واحد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكان اذا رفع رأسه من السجدة فى اول ركعة والثالثة قام كما هو لم يجلس-

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে এই বিষয়টি[৭৯] হজরত ইবনে উমর ও হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতেও বর্ণিত আছে। এসব সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা হজরত আবু হুরায়ারা রা. এর বর্ণনার সমর্থন হয় এবং এসব সাহাবা মালেক ইবনুল হুয়াইরিছের তুলনায় বেশি উপকৃত হয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ দ্বারা।

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি সম্পর্কে বলা যায় যে এটি বৈধতার বিবরণ। অথবা ওজরের অবস্থায় প্রযোজ্য। এটা প্রমাণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বয়সে ভারী হয়ে গিয়েছিলেন। হতে পারে এটা সে সময়ের কথা। তা না হলে যদি এটি নামাজের সুন্নত হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কখনও তা তরক করতেন না।

بَابٌ مِّنْهُ أَيْضًا

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ৯৮ (মতন পৃ. ৬৪)

٢٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ".

২৮৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়াতেন দুপায়ের পিঠের ওপর ভর করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মতে আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটির ওপর আমল অব্যাহত। তারা মুসল্লি কর্তৃক নামাজে দু'পায়ের ওপরের অংশে ভর করে দাঁড়ানো পছন্দ করেন। খালেদ ইবনে ইয়াস মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। তাকে খালেদ ইবনে ইলিয়াসও বলা হয়। সালেহ মাওলাত্ তাওআমা হলেন, সালেহ ইবনে আবু সালেহ। নাবহান মাদানি আবু সালিহের নাম।

---

[৭৬] সূত্র ঐ

[৭৭] সূত্র ঐ

[৭৮] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : من كان يقول اذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فى الركعة الاولى فلا تجلس-

[৭৯] ২/১৭৯, হাদিস নং ২৯৬৮ : باب كيف النهوض من السجدة الاخرة ومن الركعة الاولى والثانية

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ : তাশাহহুদ প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৫)

٢٨٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُوْلَ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ".

২৮৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আমরা যখন দু'রাকাতে বসি, তখন যেনো আমরা নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পড়ি- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الخ

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে ইবনে উমর জাবের আবু মুসা ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি তাশাহহুদ সম্পর্কে যতো হাদিস বর্ণিত আছে সেগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধতম। সাহাবা ও তৎপরবর্তী তাবেয়ি অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটাই সুফিয়ান সাওরি ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মত।

দরসে তিরমিযী

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসা-আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-মা'মার সূত্রে বর্ণিত, খুসাইফ রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজন তাশাহহুদের ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত। শুনে তিনি বললেন, তুমি ইবনে মাসউদ রা. এর তাশাহহুদ মজবুতভাবে আকড়ে ধরো।

২৪জন সাহাবি হতে তাশাহহুদের শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার শব্দগুলোতে সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে। এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, এগুলো হতে যে কোনো শব্দই (তাশাহহুদই) পাঠ করা হোক তা বৈধ। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হানাফি এবং হাম্বলিরা প্রাধান্য দিয়েছেন হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর প্রসিদ্ধ তাশাহহুদকে। যেটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

يزيد عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات الخ

২. ইমাম মালেক রহ. প্রাধান্য দিয়েছেন হজরত উমর ফারুক[৮০] রা. এর তাশাহহুদকে।

---

[৮০] আবদুর রহমান ইবনুল কারি হতে বর্ণিত, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে মিম্বরের ওপর হতে লোকজনকে তাশাহহুদ শিখাতে শুনেছেন। তিনি বলছেন, তোমরা বলো, التحيات لله الزاكيات الخ-মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৭২ التشهد فى الصلوة - সংকলক।

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك الخ (والباقى كتشهد ابن مسعود)

৩. ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রাধান্য দিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাশাহহুদকে, যেটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب منه ايضا) বর্ণিত হয়েছে।

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا الخ (والباقى كتشهد ابن مسعود)

ইবনে মাসউদ রা. এর তাশাহহুদের প্রাধান্যের কারণ সমূহ

১. ইমাম তিরমিযী রহ. এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাটি এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম।

২. এটি সেসব হাতে গোনা কিছু সংখ্যক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সমস্ত সিহাহ সিত্তায়[৮১] বর্ণিত আছে। মজার ব্যাপার হলো, এই তাশাহহুদের শব্দাবলিতে কোথাও কোনো মতপার্থক্য নেই। অথচ অন্যান্য সমস্ত তাশাহহুদের শব্দাবলিতে মতপার্থক্য রয়েছে। এমন খুব কমই হয়ে থাকে।

৩. এটা হজরত ইবনে মাসউদ রা. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই তাশাহহুদের তা'লিম দিয়েছেন, আমার হাত ধরে।[৮২] যেটা ভীষণ গুরুত্বারোপের দলিল। বরং এই বর্ণনাটি ধারাবাহিকভাবে হস্তধারণ আকারে বর্ণিত হয়েছে।[৮৩]

৪. ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুয়াত্তায়[৮৪] লিখেছেন,

كان عبد الله من مسعود (رضــ) يكره ان يزداد فيه حرف او ينقص منه حرف

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এতে কোনো একটি হরফ হ্রাস-বৃদ্ধিকেও খারাপ মনে করতেন।'

এতে বোঝা যায়, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এই তাশাহহুদকে কতো গুরুত্বের সঙ্গে মুখস্থ করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে এর কতো গুরুত্ব ছিলো।

৫. এটা সাব্যস্ত হয়েছে নির্দেশসূচক শব্দ সহকারে। তাই হাদিসগুলোতে[৮৫] فليقل, [৮৬] فولوا। [৮৭] فقولوا শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তবে এছাড়া অন্যগুলো শুধু মাত্র বিবৃত হয়েছে। এগুলো ব্যতীতও আরো অনেক প্রাধান্যের কারণ রয়েছে।[৮৮] সেগুলোর বিবরণ এখানে দেওয়ার সুযোগ নেই।

---

[৮১] দ্র. সহিহ বোখারি : ১/১১৫, باب التشهد فى الصلوة, সহিহ মুসলিম : ২/১৭৬, باب التشهد فى الصلوة, সুনানে باب ماجاء فى التشهد-সংকলক।

[৮২] মুসলিমের বর্ণনা : ১/১৭৪, باب التشهد فى الصلوة علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القران الخ -সংকলক

[৮৩] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৩/৯১) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

[৮৪] পৃষ্ঠা : ১১১, باب التشهد فى الصلوة

[৮৫] আবু দাউদের বর্ণনা : ১/১৩৯, باب كيف التشهد

[৮৬] নাসায়ির হাদিস : ১/১৭৩, باب كيف التشهد الاول

[৮৭] নাসায়ির বর্ণনা ঐ।

[৮৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৯০-৯৩, দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

التحيات لله والصلوات والطيبات : হানাফিদের ফিকহের কিতাবাদিতে প্রসিদ্ধ আছে যে, এই বাক্যটি মি'রাজের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেলেন এবং السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ছিলো আল্লাহ তা'আলার জবাব। যার জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম السلام علينا বলেছিলেন এবং এই স্থানে হজরত জিবরাইল (আ.) اشهد ان لا اله الا الله الخ বলেছিলেন। যেনো, এটি এক ধরণের কথোপকথন ছিলো। যা লায়লাতুল মি'রাজে সংঘটিত হয়েছিলো।[৮৯] তবে এই ঘটনার সনদ সংক্রান্ত তাহকিক করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বলেছেন যে, মুসল্লির জন্য নামাজে এসব শব্দ পাঠ করার সময় এই কথোপকথনের কল্পনা না করা উচিত; বরং এই কল্পনা করা উচিত যে, সে নিজের পক্ষ হতে এসব কথা বলছে। যেনো, মুসল্লির জন্য উচিত এসব শব্দ নতুন ভাবে উচ্চারণ করা।

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبر كاله : বর্ণনার বেশির ভাগেই এই বাক্যটি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এক বর্ণনায়[৯০] ইবনে মাসউদ রা. তাশাহহুদের বিবরণ দেওয়ার পর বলেন,

وهو (اى هذا التشهد حينما كان النبى صلى الله عليه وسلم) بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبى-

এই তাশাহহুদ ছিলো যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবদ্দশায় ছিলেন তখন। তারপর তাঁর ওফাতের পর আমরা বললাম السلام على النبى

এ কারণে অনেক আহলে জাহের বলেছেন যে, মধ্যম পুরুষের (خطاب) শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেনোনা, এই বর্ণনাটি যদি সহিহও হয় তবুও সেসব প্রচুর বর্ণনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না যেগুলোতে সম্বোধনমূলক শব্দ এসেছে। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের আমলও সম্বোধনমূলক বাক্য সহকারেই রয়েছে। তাছাড়া শুধু একটি বর্ণনার ভিত্তিতে মুতাওয়াতির বিষয়টি পরিহার করা যায় না। অনেকে বলেছেন, এই বর্ণনায় মুজাহিদ এবং তার মতো মনীষীগণের কাছে হতে ভুল হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সম্ভাবনা আছে যে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. কোনো এক স্থানে নাম পুরুষের শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো বৈধতার বিবরণ।

সারকথা, তাশাহহুদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মধ্যম পুরুষের শব্দ সহকারে সালাম প্রেরিত হওয়া হয়তো মি'রাজের ঘটনার স্মারকরূপে কিংবা এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

---

[৮৯] আলি কারি রহ. ইবনে আবদুল মালেক হতে মিরকাতে (১/৫৫৬) বর্ণনা করেছেন, মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৮৫।

[৯০] ইবনে আবু শায়বা এটি নিম্নেযুক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু নু'আইম- সাইফ ইবনে আবু সুলায়মান সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি মুজাহিদকে বলতে শুনেছি, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে সাজ্ঞারা হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা.)কে বলতে শুনেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন...। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : فى التشهد فى الصلوة كيف هو ১/২৯২,

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

একই বিষয়ের আরেকটি অনুচ্ছেদ : ১০০ (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُوْلُ: اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ".

২৯০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ শিখাতেন যেমন শিখাতেন কোরআন। তিনি বলতেন, التحيات المباركات الصلوات الخ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب। আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ রুয়াসি আবু জুবায়র হতে এ হাদিসটি লাইছ ইবনে সাদের হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন।

আয়মান ইবনে নাবিল মক্কি এ হাদিসটি আবুজ্ জুবায়র সূত্রে জাবের রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। ইমাম শাফেয়ি রহ. তাশাহহুদের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস অনুযায়ী মাজহাব দাঁড় করিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ

অনুচ্ছেদ-১০১ : তাশাহহুদ আস্তে পড়বে (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩١- عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ".

২৯১। **অর্থ :** ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাশাহহুদ আস্তে পড়া মাসনুন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن غريب। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১০২ : প্রসংগ : তাশাহহুদের বৈঠক কেমন? (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٢- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: "قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي - لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى - يَعْنِي - عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى".

২৯২। **অর্থ :** হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি মদিনায় আগমন করে বললাম, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ দেখবো। যখন তিনি অর্থাৎ, তাশাহহুদের জন্য বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। আর বাম হাত রেখে দিলেন। অর্থাৎ, বাম উরুর ওপর। আর খাড়া করে দিলেন ডান পা।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও কুফাবাসীর মত এটা।

দরসে তিরমিযী

হাদিস দ্বারা দু'ধরনের বৈঠক প্রমাণিত আছে, ১. ইফতেরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে এর ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা। ২. তাওয়াররুক অর্থাৎ, বাম কোলের ওপর বসা এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেওয়া। হানাফি মেয়েরা যেমন বসে থাকে।

১. হানাফিদের মতে পুরুষের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ইফতেরাশ আফজল।

২. মালেক রহ. এর মতে উভয়টিতে তাওয়াররুক আফজল।

৩. শাফেয়ি রহ. এর মতে যে বৈঠকের পর সালাম হবে তাতে তাওয়াররুক আর যে বৈঠকের পর সালাম হবে না তাতে ইফতেরাশ আফজল।

৪. আহমদ রহ. এর মতে দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ইফতিরাশ উত্তম। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে শুধু শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম। যারা তাওয়াররুক উত্তম বলেন, তাদের দলিল তিরমিযীতে বর্ণিত হজরত আবু হুমাইদ সাইদি রা. এর বর্ণনা। এই বর্ণনাটির শেষ শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلوته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متروكا ثم سلم–

জবাব দিতে গিয়ে ইমাম তাহাবি রহ. এর সনদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং এটাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তবে এই জবাবটি ঠিক নয়। কেনোনা, এই বর্ণনাটি সহিহ বোখারিতেও এসেছে, এটি ইমাম তাহাবি রহ. কর্তৃক বর্ণিত, সমস্ত অভিযোগ হতে মুক্ত এবং দলিল পেশ করার মতো।

সুতরাং বিশুদ্ধ জবাব হলো, হয়ত এটি ওজর অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিংবা বৈধতার বিবরণের ওপর। পক্ষান্তরে এই মতপার্থক্যই যেহেতু শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তাই বৈধতার বিবরণ অযৌক্তিক নয়। অবশ্য মহিলার জন্য তাওয়াররুক তাই উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তাতে সতর বেশি হয়।

হানাফিদের দলিল হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। তিনি বলেন,

"قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس – يعني – للتشهد افترش رجله اليسرى.

এই হাদিসটি তিরমিযী রহ. বর্ণনা করার পর বলেন,

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل عليه عند اكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة

এই হাদিসটিকে শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। তবে এই ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক। কেনোনা, এতে হজরত ওয়াইল রা. এর বক্তব্য- لأ نظرن إلى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ গুরুত্বারোপের সঙ্গে দেখার দলিল পেশ করে। সুতরাং যদি উভয় বৈঠকে ধরণগত কোনো পার্থক্য হতো তাহলে হজরত ওয়াইল রা. অবশ্যই এটি বর্ণনা করতেন। সুতরাং শাফেয়িদের এই জবাব উপকারি হতে পারে না দলিলের ক্ষেত্রে।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ১০৩ (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٣- أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: "اِجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوْا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ - يَعْنِيْ لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى، وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهٖ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ".

২৯৩। **অর্থ :** হজরত আব্বাস ইবনে সাহল সাইদি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ ও সাহল ইবনে সাদ এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. একবার একত্রিত হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের আলোচনা তুললেন। আবু হুমাইদ রা. বললেন, আপনাদের মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন, অর্থাৎ, তাশাহহুদের জন্য। তারপর তিনি তার বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পায়ের মাথার দিক কেবলার দিকে রাখলেন। ডান হাতের তালু ডান হাটুর ওপর, আর বাম হাতের তালু বাম হাটুর ওপর রাখলেন এবং আঙুল দ্বারা অর্থাৎ, শাহাদত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মত এটাই। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতও তাই। তাঁরা বলেছেন, প্রথম তাশাহহুদে বাম পায়ের ওপর বসে ডান পা খাড়া রাখবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ : তাশাহহুদে ইঙ্গিত প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٤- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ".

২৯৪। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে যখন বসতেন তখন ডান হাত তার হাটুর ওপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী আঙুল উঠিয়ে তা দ্বারা দোয়া করতেন এবং বাম হাতটি ছড়িয়ে রাখতেন তাঁর হাটুর ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র, নুমাইর আল-খুজায়ি, আবু হুরায়রা, আবু হুমাইদ এবং ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن غريب। এটি আমরা উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর হতে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। সাহাবা ও তাবেয়িন অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা তাশাহহুদে ইঙ্গিত করা পছন্দ করেন। এটা আমার সঙ্গী তথা মুহাদ্দিসিনেরও মত।

দরসে তিরমিযী

ورفع اصبعه التى تلى الابهام يهام يدعو بها : ইবনে উমর রা. এর এই হাদিসটির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশের ঐকমত্য হলো, শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করা সুন্নত। প্রচুর বর্ণনা দ্বারা এটা সুন্নত বলে প্রমাণিত[৭১]। অবশ্য যেহেতু হানাফিদের জাহেরি বর্ণনা এবং সেকাহ মূলপাঠগুলোতে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিতের উল্লেখ হ্যাঁ বা না কোনো রূপেই পাওয়া যায় না, এ কারণে পরবর্তী অনেক আলেম শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিতকে সুন্নত নয় বলে সাব্যস্ত করেছেন। 'খুলাসা কায়দানি'তে এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনেকে তো সাংঘাতিক কঠোরতা এবং চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং এই মাসআলার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে, আমাদের দরকার আবু হানিফার বক্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যথেষ্ট নয়। নাউজুবিল্লাহ। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করা যে সুন্নত এ বিষয়ে ন্যূনতম সন্দেহও নেই। কেনোনা, মশহুর হয়ে গেছে এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো।

অবশিষ্ট আছে, হানাফিদের জাহেরি বর্ণনার গ্রন্থরাজিতে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করার অনুল্লেখের কারণে সহিহ হাদিসের ওপর আমল তরক করা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

কেনোনা, বেশির চেয়ে বেশি এ বিষয়টির উল্লেখই তো নেই। কোনো কিছুর অনুল্লেখ তার অবাস্তবতাকে আবশ্যক করে না। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুয়াত্তায়২ শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত সংক্রান্ত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন,

قال محمد وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول ابى حنيفة.

'হজরত মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলই আমরা গ্রহণ করি। এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব।'

এমন সুস্পষ্ট বিবরণের পর সন্দেহের কি অবকাশ থাকে?

---

[৭১] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, وفى الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعى وابى هريرة وابى حميد ووائل بن حجر আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত হজরত সা'দ, হজরত নুমাইর আল-খুজায়ি, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবজা, হজরত উসামা ইবনুল হারেস, হজরত খিফাফ ইবনে রাহফা আল-গিফারি রা. এর হাদিসগুলোও হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থ হতে বরাতসহ মা'আরিফুস্ সুনানে (১০৩-১০৫) উল্লেখ করেছেন। কারো ইচ্ছে হলে সেখানে দেখতে পারেন। -সংকলক।

অবশিষ্ট আছে, খুলাসা কায়দানির বিষয়টি। এটি কোনো ফিকহে হানাফির গ্রহণযোগ্য কিতাব নয়।[৯২] বরং এর লেখকও অপ্রসিদ্ধ। আল্লামা শামি রহ. 'শরহে উকুদে রাসমিল মুফতি'তে লিখেছেন, শুধু এই দেখে ফতওয়া দেওয়া বৈধ নয় কিতাবটি।

যারা ইঙ্গিতকে অস্বীকার করেন, তাদের সবচেয়ে বেশি শক্তি যে মনীষীর ফতওয়ার কারণে হয়েছে, তিনি হচ্ছেন মুজাদ্দিদে আলফে ছানি রহ.। তিনি নিজ মাকতুবে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত যে সুন্নত- এটাকে অস্বীকার করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো, শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মূলপাঠে ইজতিরাব রয়েছে। কেনোনা, ইঙ্গিতের ধরণের বিবরণে প্রচণ্ড মতপার্থক্য পাওয়া যায়। যদি ইজতিরাবের কারণে হানাফিগণ কুল্লাতাইনের হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, তাহলে একই কারণে শাহাদাত আঙুল দ্বারা রদ করা যায় ইঙ্গিতের হাদিসগুলোকেও।

তবে ইনসাফের কথা হলো, হজরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. একজন সুমহান ব্যক্তি। তাঁর শান অনেক উর্ধ্বে। তা সত্ত্বেও এ মাসআলাতে তাঁর পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কেনোনা, সত্য কথা হলো, এই মাসআলাতে হক তার সঙ্গে নয়। শাহ সাহেব রহ. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. এর দলিলের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ইঙ্গিতের ধরণ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোতে যে মতপার্থক্য রয়েছে এটাকে ইজতিরাব আখ্যা দেওয়া যায় না। কেনোনা, ইজতিরাব তখন হয়, যখন হাদিস একটিই হয় এবং এর শব্দরাজিতে সামঞ্জস্য বিধানের যথাযথ কোনো পদ্ধতি না থাকে- এ ধরণের মতপার্থক্য পাওয়া যায়। এখানে এই সুরতটি নেই। কেনোনা, এই মতপার্থক্য একটি হাদিসের শব্দগত মতপার্থক্য নয়। বরং বিভিন্ন সাহাবির বর্ণনাগুলোতে পার্থক্য হয়েছে। আর এই ইখতিলাফের কারণে এই যৌথ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না যে, তাশাহহুদে ইঙ্গিত মাসনুন। তাছাড়া এই যৌথ বিষয়টির প্রমাণও প্রসিদ্ধ আকারে হয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এটা সুন্নত।

অবশিষ্ট আছে, এর বিভিন্ন ধরণের বিষয়টি। মূলত এটা ঘটনাবলি এবং কালের পার্থক্য। কখনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত এক ধরণের করেছেন, আবার কখনও অন্যভাবে। এই পার্থক্যটুকুকে মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় ইজতিরাব বলা যায় না। আর ইঙ্গিতের যেসব ধরণ হাদিসগুলোতে প্রমাণিত আছে তন্মধ্যে প্রত্যেকটির ওপর আমল করা বৈধ। তবে আমাদের মতে প্রধান হলো, বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা একটি গোল হালকা বানিয়ে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করা। এটি لا اله বলার সময় উঠাবে, আর নামিয়ে ফেলবে الا الله বলার সময়।[৯৩]

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১০৫ : নামাজের মধ্যে সালাম দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٥– عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".

---

[৯২] পৃষ্ঠা : ১০৮, ১০৯, باب العبث بالحصا فى الصلوة وما يكره من تسويته-সংকলক।

[৯৩] শামসুল আয়িম্মা হুলওয়ানি রহ. এটা বলেছেন। ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদিরে (১/২২১) -এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি আরেকটু অতিরিক্ত বলেছেন যে, হাত উত্তোলন না -এর জন্য যেনো হয় আর রাখা হয়, হ্যাঁ -এর জন্য। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/১০৫ -সংকলক।

২৯৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ডান দিকে ও বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে উমর, জাবের ইবনে সামুরা, বারা, আম্মার, ওয়াইল ইবনে হুজর, আদি ইবনে 'আমিরাহ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে হাদিস এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره : ১. হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি এবং অধিকাংশ আলেম এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যে, নামাজে ব্যাপক আকারে ইমাম মুকতাদি এবং মুনফারিদ সবার ওপর দু'দুটি সালাম ওয়াজিব। ডান দিকে একটি অপরটি বাম দিকে।

বিপরীত দলিল : ২. তবে মালেক রহ. এর মাজহাব হলো, ইমাম শুধু একবার সামনের দিকে মুখ তুলে সালাম করবেন এবং এর পর সামান্য বাঁ দিকে ফিরে যাবেন। আর মুকতাদি তিন সালাম ফেরাবেন। একটি ইমামের সালামের জবাবে সামনের দিকে, আরেকটি ডান দিকে, অন্যটি বাম দিকে।

মালেক রহ. এর দলিল : পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب منه ايضا) বর্ণিত, আয়েশা রা. এর হাদিস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلوة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا

জবাব : জমহুর এর জবাবে বলেন, এ হাদিসটি জয়িফ। কেনোনা, এতে রয়েছেন জুহায়র ইবনে মুহাম্মদ নামক এজন রাবি। তার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, শামবাসী তার সূত্রে মুনকার হাদিসগুলো বর্ণনা করেন। এই বর্ণনাটিও শামবাসী হতে বর্ণিত। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিপরীত দলিল : তবে ইমাম মালেক রহ. এর একটি দলিল তুলনামূলক মজবুত। এটি সুনানে নাসায়িতে হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিস। এতে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা হজরত ইবনে উমর রা. এর সফরের নামাজের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

فصلى العشاء الاخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احد كم امر يخشى فوته فليصل هذه الصلوة

'তিনি তারপর ইঙ্গিতে নামাজ আদায় করলেন, তাতে তিনি একবার সালাম ফেরালেন চেহারার দিকে। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয় যা ফওত হওয়ার আশংকা হয়, সে যেনো তখন এই নামাজ আদায় করে।'

জবাব : এর জবাবে অনেকে বলেছেন, এটি ওজরের অবস্থায় প্রযোজ্য। যেমন বর্ণনার শেষ বাক্যটিও এর সমর্থন করছে। তবে এ জবাবটি তাদের মাজহাব মতে তো সঠিক হতে পারে, যাঁরা প্রথম সালামকে ওয়াজিব

এবং দ্বিতীয়টিকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলেন। যেমন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি শাজ (নগণ্য) বর্ণনা এটি। আর মুহাক্কিক ইবনে হুমাম রহ. এর ফতওয়াও এর ওপরই। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, উভয় সালাম ওয়াজিব। এমতাবস্থায় এই জবাবটি সহিহ হবে না।

আল্লামা আইনি রহ. তাই জবাব দিয়েছেন যে, হতে পারে কোনো সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সালাম এত আস্তে বলেছিলেন যে, অনেকে এখানে একই সালাম মনে করেছেন। তাছাড়া প্রচুর বর্ণনার বিপরীতে কয়েকটি শায বা নগণ্য বর্ণনাকে কিভাবে প্রাধান্য দেওয়া যায়, অথচ ইমাম তাহাবি রহ. দুই সালামের হাদিসগুলো দুই জন সাহাবি হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ মুতাওয়াতির বিষয়টিকে কয়েকটি জয়িফ কিংবা বিভিন্ন সম্ভাবনা বিশিষ্ট বর্ণনার ভিত্তিতে পরিহার করা যায় না।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

একই বিষয়ের আরেকটি অনুচ্ছেদ-১০৬ (মতন পৃ. ৬৫)

٢٩٦- عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيْلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا".

২৯৬। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে একটি সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে। তারপর সামান্য ঝুকতেন ডান দিকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে সাদ হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি মারফু' আকারে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা জানি না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, জুহাইর ইবনে মুহাম্মদ হতে শামবাসী অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেন। আর ইরাকবাসীর বর্ণনা (সত্যের সঙ্গে) অধিক সামঞ্জস্যশীল। মুহাম্মদ বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, জুহাইর ইবনে মুহাম্মদ, যার সাক্ষাত পেয়েছিলেন শামবাসীগণ, ইরাকে যার হাদিস বর্ণনা করা হয়, তিনি সেই জুহাইর নন। যেনো তিনি অন্য আরেক ব্যক্তি। তাঁরা তাঁর নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নামাজে সালামের ব্যাপারে অনেক আলেম এই মত পোষণ করেছেন। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা হলো, সালাম দুটি। সাহাবা তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেম এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি প্রমুখ একটি দলের মত হলো, ফরজ নামাজে এক সালাম। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ইচ্ছে হলে এক সালাম দিবে। আর দুই সালামও দিতে পারে মনে চাইলে।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ-১০৭ : সালাম সংক্ষিপ্ত করা সুন্নত প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৬)

٢٩٧- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ".

২৯৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, সালামে মদ বেশি না করা মাসনুন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি ইবনে হুজর বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, এর অর্থ হলো, বেশি টেনে পড়বে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটাকেই ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব মনে করেন। ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তাকবির জযম এবং সালামও জযম অর্থাৎ, বেশি না টেনে দ্রুত পড়বে। হিকল সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন ইমাম আওজায়ি রহ. এর লেখক-মুন্শী।

দরসে তিরমিযী

حذف السلام منة : এর দুটি ব্যাখ্য দেওয়া হয়েছে। ১. ورحمة الله তে ه এর ওপর ওয়াক্ফ করা। অর্থাৎ, এর হরকত প্রকাশ না করা। ২. এর মদের হরফগুলোতে বেশি না টানা। এই দুটি ব্যাখ্যাই একই সময়ে সঠিক এবং উভয়টির ওপর আমল করা উচিত।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا سَلَّم

অনুচ্ছেদ–১০৮ : নামাজের সালাম ফেরানোর পর কী দোয়া পড়বে? (মতন পৃ. ৬৬)

২৯৮– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام".

২৯৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন তখন শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়ামিনকাস্ সালাম। তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম' পড়ার সময় পরিমাণ বসতেন, এর বেশি নয়।

২৯৯– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام".

২৯৯। হজরত আসেম আল-আহওয়াল সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন শুধুমাত্র 'তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাওবান, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাইদ, আবু হুরায়রা এবং মুগিরা ইবনে শু'বা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। খালেদ আল-হাজ্জা আয়েশা রা. এর এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে হারেস হতে আসিমের হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি সালামের পর নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পড়তেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই। প্রশংসাও একমাত্র তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা আটকে রাখ তা দান করার কেউ নেই। কোনো ঐশ্বর্যশালীর ঐশ্বর্য তোমার (আজাব হতে বাঁচানোর জন্য) উপকারি হতে পারে না।'

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'তারা যা বর্ণনা করছে তা হতে সম্মানের অধিকারি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা। রাসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা পুরো বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।

٣٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ: أَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيْ أَخْبَرَنَا شَدَّادُ أَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

৩০০। **অর্থ** : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাস হজরত ছাওবান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ হতে ফেরার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ পড়তেন। তারপর এই দোয়া পড়তেন,

أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ হলো, আবু আম্মারের নাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْصِرَافِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ : ডান দিক ও বাম দিকে ফেরা প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠١- عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلٰى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَعَلٰى شِمَالِهِ".

৩০১। প হজরত হুলব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি (নামাজ হতে) দুদিকেই ফিরতেন- ডান দিকেও এবং বাম দিকেও ফিরতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হুলবের হাদিসটি حسن। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত রয়েছে যে, নামাজ হতে যেদিকে ইচ্ছা সে দিকেই ফিরতে পারে। ইচ্ছে হলে ডান দিকে ফিরতে পারে। আবার ইচ্ছে হলে বাম দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উভয়টি সহিহ রূপে বর্ণিত আছে। হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, যদি ডান দিকে প্রয়োজন থাকে তবে ডান দিকে ফিরবে। আর বাম দিকে ফিরবে যদি বাম দিকে প্রয়োজন থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصْفِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১১০ : নামাজের বিবরণ (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠٢– عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ: وَنَحْنُ مَعَهُ. إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذٰلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَعَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِيْ آخِرِ ذٰلِكَ فَأَرِنِيْ وَعَلِّمْنِيْ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيْبُ وَأُخْطِيءُ، فَقَالَ: أَجَلْ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، قَالَ: وَكَانَ هٰذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُوْلَى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا".

৩০২। **অর্থ :** হজরত রিফা'আহ ইবনে রাফে রা. হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। রিফা'আহ রা. বলেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ বেদুইনের মতো এক ব্যক্তি তার দরবারে হাজির হলো। লোকটি সংক্ষেপে নামাজ আদায় করলো (তাদিলে আরকান করলো না)। তারপর নামাজ হতে ফিরে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, তোমার প্রতিও (সালাম)। তুমি ফিরে যাও। পুনরায় নামাজ আদায় করো। কারণ, তোমার নামাজ হয়নি। ফলে লোকটি পুনরায় গিয়ে নামাজ পড়লো। তারপর আবার ফিরে এসে তাঁকে সালাম করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার প্রতিও (সালাম)। তুমি ফিরে যাও। আবার নামাজ আদায় করো। কেনোনা, তোমার নামাজ হয়নি। এমন দুবার অথবা তিনবার বললেন। বারবারই লোকটি নবীজির দরবারে এসে সালাম করছিলো। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছিলেন, তোমার প্রতিও (সালাম)। তুমি ফিরে যাও, আবার নামাজ আদায় করো। কেনোনা, তোমার নামাজ হয়নি।

তারপর সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন। তাদের কাছে বিষয়টি ভারি মনে হলো যে, এক ব্যক্তি হালকাভাবে নামাজ আদায় করলো, ফলে তার নামাজই হলো না। সর্বশেষে লোকটি বললো, তাহলে আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন। আমাকে শিখিয়ে দিন। কেনোনা, আমি তো একজন মানুষ। আমার ভুলও হয়, শুদ্ধও হয়। জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন তুমি নামাজের জন্য প্রস্তুত হও তখন আল্লাহর নির্দেশ মত ওজু করো। তারপর তাশাহহুদ পড়ো (আজান দাও) এবং ইকামতও দাও। তারপর যদি তুমি কোরআন পড়তে জান তাহলে তা তিলাওয়াত করো। অন্যথায় আল্লাহর প্রশংসা করো, তাকবির বলো ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো। তারপর রুকু করো। রুকু করো প্রশান্ত অবস্থায়। তারপর সোজা হয়ে ঠিক মতো দাঁড়াও। তারপর সেজদা করো এবং ভালো মতে সেজদা করো। তারপর বসো প্রশান্তির সঙ্গে। তারপর দাঁড়াও। যখন তুমি তা করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। এগুলোতে যদি তুমি ত্রুটি করো তাহলে তোমার নামাজ থেকে যাবে ত্রুটিপূর্ণ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি ছিলো তাদের কাছে প্রথমটির তুলনায় সহজতর। অর্থাৎ, ওপরযুক্ত কাজগুলোতে ত্রুটি করলে তার নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হতে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে না পূর্ণ নামাজ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, রিফা'আহ ইবনে রাফে এর হাদিসটি حسن। রিফা'আহ হতে এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣٠٣- عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا، فَعَلِّمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

৩০৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তারপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামাজ পড়লো। তারপর এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো। তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন, ফিরে যাও। পুনরায় নামাজ আদায় করো। কেনোনা, তোমার নামাজ হয়নি। শুনে লোকটি পূর্বের মতো পুনরায় নামাজ পড়লো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম করলো। তিনি জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, ফিরে যাও, পুনরায় নামাজ আদায় করো। কেনোনা, তোমার নামাজ হয়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন তিনবার করলেন। ফলে লোকটি তাকে বললো, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার শপথ, আমি এর চেয়ে ভালো নামাজ আদায় করতে পারি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি যখন নামাজের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তাকবির দাও। তারপর তোমার জন্য কোরআন

তিলাওয়াত যা সহজ হয় তা তিলাওয়াত করো। তারপর রুকু কর প্রশান্তির সঙ্গে। তারপর মাথা উত্তোলন করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর প্রশান্তির সঙ্গে সেজদা করো। তারপর মাথা উত্তোলন কর, প্রশান্তির সঙ্গে বসো। তোমার এসব কাজ করো পূর্ণ নামাজে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, ইবনে নুমাইর এ হাদিসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর-সাইদ আল-মাকবুরী-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি عن ابيه عن ابى هريرة শব্দ উল্লেখ করেননি। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধতম। সাইদ আল-মাকবুরি আবু হুরায়রা রা. হতে (হাদিস) শুনেছেন। আবু সাইদ মাকবুরীর নাম কায়সান। সাইদ মাকবুরির উপনাম আবু সাদ। কায়সান গোলাম ছিলেন কারো মুকাতাব।

بَابٌ مِّنْهُ

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ১১০ (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠٤- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ يَقُوْلُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوْا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا، قَالَ: بَلٰى، قَالُوْا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوٰى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوٰى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتّٰى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيْهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ".

৩০৪। **অর্থ :** আবু হুমাইদ সাইদি রা. হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবনে আমর বলেন, আমি আবু হুমাইদ সাইদি রা. কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে দশজন সাহাবির মাঝে বলতে শুনেছি, যাঁদের একজন ছিলেন আবু কাতাদা ইবনে রিবয়ি। তাঁদের সামনে তিনি বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তখন সাহাবিগণ বললেন, তুমি তো আমাদের তুলনায় অধিক পুরানো সাহচর্যের অধিকারি ছিলে না এবং আমাদের চেয়ে তাঁর দরবারে অধিক যাতায়াতও করতে না। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর তারা বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কাছে তুমি যা জান তা বর্ণনা করো। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। দুহাত উত্তোলন করতেন স্কন্ধদ্বয় বরাবর। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দুহাত উত্তোলন করতেন স্কন্ধদ্বয় বরাবর। তারপর পড়তেন আল্লাহু আকবর এবং রুকু করতেন প্রশান্তির সঙ্গে (প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে এসে যেতো।) তাতে মাথা ও পিঠ বরাবর রাখতেন। না মাথা নীচু করতেন এবং না উচু করতেন এবং দুহাত রাখতেন দুই হাটুর ওপর। তারপর বলতেন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' আর দুহাত উত্তোলন করতেন এবং ছেড়ে দিতেন। ফলে প্রতিটি হাড় যথাস্থানে স্বাভাবিকভাবে এসে যেতো। তারপর জমিনের দিকে অবতরণ করতেন সেজদার জন্য। তারপর বলতেন, আল্লাহু আকবার।' তিনি তার বাহুদ্বয় বগলদ্বয় হতে পৃথক রাখতেন এবং পায়ের আঙুলগুলো খাড়া রাখতেন। তারপর বাম পা বিছিয়ে মুড়িয়ে দিতেন এবং এর ওপর বসতেন। প্রশান্ত হয়ে বসতেন। ফলে প্রতিটি হাড় যথাস্থানে স্বাভাবিকভাবে এসে যেতো। তারপর সেজদায় পতিত হতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহু আকবার। তারপর বাহুদ্বয় বগলদ্বয় হতে দূরে রাখতেন, তারপর নম্রভাবে তাঁর পা মুড়িয়ে দিতেন। এর ওপর বসতেন প্রশান্তভাবে। ফলে প্রতিটি হাড় যথাস্থানে এসে যেতো। অতঃপর দাঁড়াতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে অনুরূপ করতেন। যখন দু'সেজদা করে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। দুহাত তুলতেন করতেন স্কন্ধদ্বয় বরাবর। যেমনটি করেছেন নামাজ শুরু করার সময়। তারপর এমনই করতেন। যখন নামাজের শেষ রাকাত আসতো তখন বাম পা ডান দিকে ছড়িয়ে দিতেন এবং নিতম্বের ওপর বসতেন। তারপর সালাম ফিরাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, বর্ণনাকারির বক্তব্য 'দুই সেজদা করে যখন দাঁড়াতেন তখন দুহাত উত্তোলন করতেন' -এর উদ্দেশ্য যখন দুই রাকাত আদায় করে দাঁড়াতেন।

٣٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْهِ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هٰذَا الْحَرْفَ: قَالُوْا: "صَدَقْتَ هٰكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

৩০৫। **অর্থ :** হজরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা বলেন, আমি আবু হুমাইদ সাইদিকে দশজন সাহাবির মাঝে বলতে শুনেছি, তখন আবু কাতাদা ইবনে রিবয়িও তাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদিসের সমার্থবোধক হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে আবু আসেম আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফর হতে অতিরিক্ত আরেকটি অংশ বর্ণনা করেছেন- সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'তুমি সত্য বলেছো। এমন নামাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু আসেম আজ্ জাহহাক ইবনে মাখলাদ এ হাদিসে আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফর হতে এ অংশটুকু অতিরিক্ত বলেছেন– সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, তুমি সত্য বলেছো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে নামাজ পড়েছেন।

দরসে তিরমিযী

নামাজের কাজগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করার পর এই অনুচ্ছেদে এগুলোকে একত্রে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম তিরমিযী রহ. তিনটি হাদিস এই উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি হাদিস নামাজে ভুলকারির ঘটনা সম্বলিত।

তার মধ্যে প্রথম হাদিসটি রিফা'আহ ইবনে রাফে রা. হতে বর্ণিত। আর দ্বিতীয়টি হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে। তৃতীয় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুমাইদ সাইদি রা. থেকে। ফিকহের বহু সর্বসম্মত ও বিতর্কিত মাসায়িলের সমন্বয়কারি এটি।

اذ جاءه رجل كالبدوى : খাল্লাদ ইবনে রাফে রা.। হাদিস বর্ণনাকারি রিফা'আহ ইবনে রাফে তাঁর ভাই। এঁরা দু'জন বদরে অংশগ্রহণকারি সাহাবি। كالبدوى তাই বলা হয়েছে যে, নামাজ পড়ার ধরণ হতে তাঁকে বেদুইন মনে হচ্ছিল। বাস্তবে তিনি বেদুইন নয়।

فصلى فاخف صلوته : আমি ধারণা, এই নামাজটি ছিলো তাহিয়্যাতুল মসজিদ। নামাজ সংক্ষেপ করা দ্বারা উদ্দেশ্য তা'দিলে আরকান না করা। একটি বর্ণনায় বর্ণিত[৯৪] لايتم ركوعا ولا سجودا। শব্দ এর দলিল।

প্রশ্ন : فارجع : একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রথম বারেই কেন তা'লিম দিলেন না? তার দ্বারা বার বার কেন নামাজ দোহরালেন? অথচ তিনি জানতেন, লোকটি নামাজে অনেক মাকরূহে তাহরিমির শিকার হচ্ছে?

জবাব : আল্লামা তুরপশতি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম বার ارجع فصلِّ فانك لم تُصَلِّ বলেছিলেন, তখন খাল্লাদের উচিত ছিলো তাঁর ভুল সম্পর্কে জেনে নেওয়া। তবে তিনি নিজের ভুল জেনে নেননি। বরং কিছু বলা ব্যতীতই নামাজ দোহরানের জন্য চলে গেলেন। যেনো কার্যত এ কথা প্রকাশ করলেন যে, নামাজের পদ্ধতি আমার জানা আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ সম্পর্কে তার এই জানার ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার জন্য তখন তাকে তা'লিম দেননি। যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করেননি।

আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. এই জবাব দিয়েছেন, বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে চাচ্ছিলেন যে, তা'দিল তরকের বিষয়টি খাল্লাদ রা. হতে ঘটনাক্রমেই সংঘটিত হয়েছিলো, না এটা তাঁর অভ্যাস? যখন বোঝা গেলো যে, এটা তার অভ্যাস, তখন তিনি সহিহ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, যেনো তিনবার নামাজ পড়ানো ভুলের ওপর স্থির রাখার জন্য নয়; বরং ভুল যাঁচাই করার উদ্দেশ্যে ছিলো। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে কষ্ট বেশি হয়েছে। আর কষ্টের পর অর্জিত জ্ঞান অন্তরে সুদৃঢ় হয় বেশি।

فصل فانك لم ليصلى : তা'দিলে আরকানের বিষয়টি এই হাদিসটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেটি বিস্তারিতভাবে باب ما جاء فى من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود এ বর্ণিত হয়েছে পেছনে।

ثم تشهد فأقم ايضا : তাশাহহুদের অর্থ আজান বলা হয়।

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুনফারিদের জন্য আজান সর্বোচ্চ মুস্তাহাব। অথচ এখানে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

জবাব : তাই মোল্লা আলি কারি রহ. এর অর্থ এই বলেছেন যে, তাশাহহুদ দ্বারা উদ্দেশ্য ওজুর পর শাহাদাতদ্বয় পাঠ করা। আর ইকামত দ্বারা উদ্দেশ্য তাকবির নয়; বরং ইকামতে সালাত তথা নামাজ পড়া। তবে এই ব্যাখ্যাটি লৌকিকতা শূন্য নয়। বিশেষ ايضا শব্দটি তা প্রত্যাখ্যান করছে। কেনোনা, স্পষ্টতো প্রথম অর্থই

---

[৯৪] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৮৭, فى الرجل ينقض صلوته وما ذكر فيه وكيف يصنع

উদ্দেশ্য। আর এই হুকুমটি মুনফারিদ হিসেবে নয় বরং জামাতের একজন সদস্য হিসেবে দেওয়া হচ্ছে যে, এটাই নামাজের প্রসিদ্ধ পদ্ধতি।

فإن كان معك قران فاقرأ : আবু হুরায়রা রা. এর পরবর্তী হাদিসে ثم اقرأ بما تيسر معك من এসেছে القران শব্দ। এতদুভয় বাক্য দ্বারা অনেক হানাফি দলিল করেছেন যে, ফাতেহা পড়া ফরজ নয়। অন্যথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন। তবে এই দলিল টি দুই কারণে সঠিক নয়। প্রথমত এই জন্য যে, এই বর্ণনার অনেক সূত্রে ফাতেহার আলোচনা স্পষ্টাকারে মওজুদ রয়েছে।[৯৫] দ্বিতীয়ত এ কারণে যে এখানে ফাতেহা এবং সুরা উভয়টি উদ্দেশ্য। কেনোনা, ফাতেহা যদিও ফরজ নয়, তবে ওয়াজিব হিসেবে এটা তরক করা মাকরূহে তাহরিমী এবং নামাজ দোহরানোর কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে একটি ওয়াজিব তরকের কারণেই খাল্লাদ রা. কে সতর্ক করছিলেন। সুতরাং স্বয়ং নামাজের সহিহ পদ্ধতি বাতলাতে গিয়ে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিবেন, এটা সম্ভব কীভাবে?

সুতরাং বিশুদ্ধ এটাই, যে সব বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষায় সূরা ফাতেহার কথা নেই, সেখানেও اقرأ ما تيسر معك من القران ইত্যাদি শব্দের অর্থে সূরা ফাতেহাও অন্তর্ভুক্ত। আর সূরা ফাতেহা ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে দলিলাদি যথার্থ স্থানে স্বতন্ত্রভাবে আসবে।

والا فاحمد الله وكبره وهلله : সর্বসম্মতিক্রমে এই হুকুমটি সে ব্যক্তির জন্য যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেরাত পাঠে সক্ষম নয়, অথবা ইসলাম গ্রহণের পর তার কেরাত শেখার সুযোগ হয়নি।

وافعل ذلك فى صلوتك كلها : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ি রহ. দলিল পেশ করেছেন যে, কেরাত চার রাকাতেই ফরজ। অথচ হানাফিদের মতে প্রথম দু'রাকাতে কেরাত ফরজ। আর দ্বিতীয় দু'রাকাতে মাসনুন কিংবা মুস্তাহাব।

হানাফিদের দলিল : মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[৯৬] বর্ণিত হজরত আলি এবং ইবনে মাসউদ রা. এর আছর- اقرأفى الاوليين وسبح فى الا خريين 'প্রথম দু'রাকাতে কেরাত পড়ো, শেষ দু'রাকাতে পড়ো তাসবিহ।'

ইবনে আবু শায়বা হজরত আলি এবং হজরত ইবনে মাসউদের এমন অর্থবোধক অনেক আছর বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে যদিও অনেকটির সূত্রে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তবে আল্লামা আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে[৯৭] এসব আছর বর্ণনা করেছেন সহিহ সনদেও।

وهو فى عشرة من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (فى الرواية الثالثة)

হজরত শাহ সাহেব রহ. দলিল করেছেন যে, এ বাক্যটি কোনো রাবির ভ্রম। তবে এর ফলে মাসআলা প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য হয় না।

---

[৯৫] মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে- ثم اقرأ بام القران ثم اقرء بما شئت দ্রষ্টব্য আছারুস্ সুনান : ১১৪, باب الاعتدال والطمانينة فى الركوع والسجود-সংকলক।

[৯৬] ১/৩৭২, من كان يقول يسبح فى الاخريين ولا يقرأ -সংকলক।

[৯৭] দ্র. ৩/৬২ -সংকলক।

قوله وفتخ اصابع رجليه : فتخ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, নরম করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, নম্রভাবে আঙুলগুলোকে কেবলার দিকে ফিরানো। এটাই মাসনুন পদ্ধতি।

حتى اذا قام من سجدتين كبرورفع يديه : দু'সেজদা দ্বারা উদ্দেশ্য দু'রাকাত। যেমন ইমাম তিরমিযী রহ.ও স্পষ্ট ভাষায় তা বলেছেন। এখানে দুহাত উত্তোলন করা ইমাম শাফেয়ি রহ.এরও মাজহাব নয়। সুতরাং হস্ত উঠানোর ব্যাপারে এই হাদিসটি তাঁদের দলিল হতে পারে না।

قال ابو عيسى، هذا حديث حين حيح : ইমাম তিরমিযী রহ. এই বর্ণনাটি সম্পর্কে 'حسن صحيح' মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম তাহাবি[৯৮] এবং অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এটাকে জয়িফ এবং মালূল সাব্যস্ত করেছেন। যার কারণ হলো, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আওফার শ্রবণ হজরত আবু হুমাইদ সাইদি রা. হতে হয়নি। তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আমরের সাক্ষাত আবু কাতাদার সঙ্গে না প্রমাণিত, না সম্ভব। এমনভাবে এতে আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফর রাবি জয়িফ। অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এসব প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করে জবাব দিতে চেয়েছেন।

পক্ষ বিপক্ষের আলোচনা এখানে অনেক দীর্ঘ। যেগুলো এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কেনোনা, না ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দলিল এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ওপর মওকুফ, না হানাফিদের জবাব এটাকে জয়িফ সাব্যস্ত করার ওপর[৯৯]।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-১১১ : ফজরের নামাজে কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠٦- عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى".

৩০৬। **অর্থ :** কুতবা ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে- والنخل باسقات পড়তে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আমর ইবনে হুরাইছ, জাবের ইবনে সামুরা, আবদুল্লাহ ইবনে সাইব, আবু বারজাহ ও উম্মে সালামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কুতবা ইবনে মালেকের হাদিস حسن صحيح।

---

[৯৮] শরহে মা'আনিল আছার, ছাপা আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়্যাহ : ১/১২৬-১২৭, باب صفة الجلوس فى التشهد كيف هو

[৯৯] এই হাদিসটিকে ইমাম বোখারি রহ. (১/১১৪) মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা-মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই সনদে আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফর নেই। এর মূলপাঠে আবু কাতাদার আলোচনা নেই, না দশজন সাহাবির উল্লেখ। আর না আছে রুকুর সময় এবং রুকুর পরে ও দু'রাকাতের পরে হস্ত উঠানোর আলোচনা। এখানে শুধু বাচনিক বিবরণ রয়েছে। -সামান্য পরিবর্তন সহকারে মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/১৪৯ -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামাজে সূরা ওয়াকিয়া পড়েছেন এবং আরেক বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি ফজরের নামাজে ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। তাঁর হতে আরেক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি اذا الشمس كُوِّرت তিলাওয়াত করেছেন। উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু মুসা রা. এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছেন যে, আপনি ফজরের নামাজে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল (সূরা হুজুরাত হতে বুরূজ পর্যন্ত সূরা সমূহ) তিলাওয়াত করুন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি রহ. এমতই পোষণ করেছেন।

চারটি অনুচ্ছেদ এখান হতে নামাজের মধ্যে কেরাতের সুন্নত পরিমাণ সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে প্রায় সমস্ত ফুকাহা একমত যে, ফজর এবং জোহরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল (সূরা হুজুরাত হতে বুরূজ পর্যন্ত সূরা সমূহ), আসর এবং এশাতে আওসাতে মুফাস্‌সাল (বুরূজ হতে লাম ইয়াকুন পর্যন্ত), মাগরিবে কিসারে মুফাসসা্‌ল (লাম ইয়াকুন হতে শেষ পর্যন্ত সূরা সমূহ) পড়া সুন্নত।

হজরত উমর ফারূক রা. এর চিঠি এ বিষয়ে মূল। যেটি তিনি হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে লিখেছিলেন। তাতে এই তাফসিলই বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই চিঠিটির কয়েকটি অংশ এই চারটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ মা'মূল ও বর্ণনা সমষ্টি দ্বারা এটাই মনে হয়। অবশ্য কখনও এর খেলাফ করারও দলিল আছে। যেমন, মাগরিব নামাজে সূরা তূর,[১০০] সূরা মুরসালাত[১০১] এবং সূরা হা-মিম আদ্-দুখান[১০২] পড়া। তবে এই ধরনের ঘটনাবলি প্রযোজ্য বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে। লোকজন যাতে কোনো বিশেষ সূরাকে ওয়াজিব মনে না করে। والله اعلم بالصواب

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ–১১২ : জোহর ও আসরের নামাজের কেরাত প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠٧– عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا".

৩০৭। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জোহর ও আসরের নামাজে السماء ذات البروج এবং السماء والطارق এ ধরণের সূরা তিলাওয়াত করতেন।'

---

[১০০] সহিহ বোখারি : ১/১০৫, باب الجهر فى المغرب

[১০১] সহিহ বোখারি : ১/১০৫, باب القراءة فى المغرب

[১০২] নাসায়ি : ১/১৫৪, القراءة في المغرب بحم والدخان

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত খাব্বাব, আবু সাইদ, আবু কাতাদা, জায়দ ইবনে সাবেত ও বারা ইবনে আজেব রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জোহরে تنزيل السجدة পরিমাণও জোহরের নামাজে তিলাওয়াত করেছেন। নবীজি হতে আরেকটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি জোহরের প্রথম রাকাতে ৩০ আয়াত পরিমাণ আর দ্বিতীয় রাকাতে ১৫ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু মুসা রা. এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছেন যে, আপনি জোহরের নামাজে আওসাতে মুফাস্সাল তিলাওয়াত করুন। অনেক আলেমের মত হলো, আসরের নামাজে কেরাত মাগরিবের নামাজের কেরাতের মতো। এখানে কিসারে মুফাস্সাল তিলাওয়াত করবে। ইবরাহিম নাখয়ি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কেরাতের দিক দিয়ে আসরের নামাজ মাগরিবের নামাজের সমান হবে। ইবরাহিম রহ. বলেছেন, জোহরের নামাজ কেরাতের দিক দিয়ে আসরের নামাজের দ্বিগুণ হবে। চারবার তিনি এ কথাটি বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ : মাগরিব নামাজের কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৭)

٣٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ رضـ قَالَتْ: "خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدَ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ".

৩০৮। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফজল রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় মাথায় পট্টি বেধে আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। তারপর তিনি মাগরিব নামাজ পড়লেন। তাতে তিনি সূরা মুরসালাত তিলাওয়াত করলেন। এরপর আর তিনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজ পড়তে পারলেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে হজরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম, ইবনে উমর, আবু আইয়্যুব ও জায়দ ইবনে সাবেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মুল ফজলের হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরেক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিব নামাজের উভয় রাকাতে সূরা আ'রাফ পড়েছেন। আরেক বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিব নামাজে সূরা তূর হতে পড়েছেন। উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু মুসা রা. এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছেন যে, আপনি মাগরিব নামাজে কিসারে মুফাস্সাল পড়ুন। আবু বকর সিদ্দিক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিব নামাজে কিসারে মুফাস্সাল পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ.।শাফেয়ি রহ. বলেছেন, হজরত মালেক রহ. হতে উল্লেখিত আছে যে,

তিনি মাগরিব নামাজে সূরা আত্ তূর ও ওয়াল মুরসালাতের মতো লম্বা সূরা মাগরিব নামাজে পড়া মাকরূহ মনে করতেন। শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমি এটা মাকরূহ মনে করিনি। বরং মাগরিব নামাজে এসব সূরা পড়া মুস্ত াহাব মনে করি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১৪ : এশার নামাজের কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৮)

٣٠٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ".

৩০৯। **অর্থ :** হজরত বুরায়দা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজে সূরা ওয়াশ্শামসি ওয়া জোহা-হা এবং এই ধরণের সূরা তিলাওয়াত করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে বারা ইবনে আজেব ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরায়দার হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এশার নামাজে সূরা والتين والزيتون তিলাওয়াত করেছেন। উসমান ইবনে আফফান রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এশার নামাজে সূরা মুনাফিকুন ও এই ধরণের আওসাতে মুফাস্সালের সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। সাহাবা ও তাবেয়িন হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এর চেয়ে বেশিও তিলাওয়াত করেছেন, আবার কমও। সুতরাং তাঁদের মতে এ ব্যাপারে উদারতা রয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত সর্বোত্তম হাদিস হলো, তিনি সূরা والشمس وضحاها এবং والتين والزيتون তিলাওয়াত করতেন।

٣١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ".

৩১০। **অর্থ :** 'হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজে ওয়াত্তীনি ওয়াজ্জাইতূন পাঠ করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ–১১৫ : ইমামের পেছনে কেরাত পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৬৯)

٣١١ – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ: "صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيْ وَاللهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".

৩১১। **অর্থ :** ‘হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তখন তার কাছে কেরাত ভারি মনে হলো, তিনি যখন নামাজ হতে ফিরলেন, তখন বললেন, আমি মনে করি তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কেরাত পড়ো। বর্ণনাকারি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ। শুনে তিনি বললেন, না, তোমরা সূরা ফাতেহা ব্যতীত অনুরূপ (কেরাত) করো না। কেনোনা, যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না।’

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা, আয়েশা, আনাস, আবু কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, উবাদা রা. এর হাদিসটি حسن। এ হাদিসটি জুহরি মাহমুদ ইবনে রবি’ হতে উবাদা ইবনে সামেত সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন -যে ফাতেহাতুল কিতাব তথা সূরা ফাতেহা পড়লো না তার নামাজ হয় না।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি বিশুদ্ধতম। ইমামের পেছনে কেরাত সংক্রান্ত এ হাদিসটির ওপর সাহাবা ও তাবেয়ি অধিকাংশ আহলে ইলমের মতে আমল অব্যাহত। এটাই মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা ইমামের পেছনে কেরাতের মত পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার বিষয়টি শুরু হতেই বিতর্কিত বরং মহা বিতর্কিত বিষয় হয়ে আসছে। নামাজের বিতর্কিত মাসআলাগুলোর মধ্যে এ মাসআলাটির সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। কেনোনা, এতে মতপার্থক্য উত্তম ও অনুত্তমের নয়, বৈধতা ও অবৈধতার বরং ওয়াজিব ও হারামের। এ কারণে এ বিষয়ে কলমী এবং মৌখিক মুনাজারার বাজার গরম রয়েছে এবং এ বিষয়ের ওপর উভয় পক্ষ হতে এতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা পূর্ণ একটি কুতুবখানা তৈরি হতে পারে।

আমাদের জানা মতে এ বিষয়ের ওপর সর্ব প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইমাম বোখারি রহ. ‘জুজউল কেরাত খলফাল ইমাম’ নামে। তাঁর পর ইমাম বায়হাকি রহ. এ বিষয়ে ‘কিতাবুল কেরাত’ লিখেছেন। সে প্রাথমিক যুগে কোনো হানাফি আলেমের এ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য ইমাম বায়হাকি রহ. নিজ ‘কিতাবুল কেরাতে’ প্রচুর পরিমাণে একজন হানাফি আলেমের মত খণ্ডন করেন। যা দ্বারা বোঝা যায়, হানাফি ওলামায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ এ বিষয়ের ওপর ইমাম বায়হাকি রহ. এর পূর্বে কোনো কিতাব রচনা করেছিলেন।

শেষ যুগে যখন গাইরে মুকাল্লিদরা এ বিষয়টিকে খুব উসকে দিয়েছে, এর কারণে হানাফিদের বিপরীত একটি ফ্রন্ট কায়েম করেছে এবং তাদের নামাজ ফাসেদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, তখন ভারতীয় ওলামায়ে

কেরাম এর জবাবে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফলে আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রহ. 'ইমামুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম' এবং এর টীকা, 'গায়ছুল গামাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম' রচনা করেছেন।

হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবি রহ. 'আদ্-দলিলুল মুহকাম ফি তরকিল কেরাতি লিল মু'তাম্ম' এবং 'তাওছিকুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম' হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. 'হিদায়াতুল মু'তাদি ফি কেরাতিল মুক্তাদি' হজরত মাওলানা সাহারানপুরি 'আদ্-দলীলুল কাবি আলা তরকিল কেরাতি লিল মুক্তাদি', শায়খ মুহাম্মদ হাশেম সিন্ধি 'তানকিহুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম' এবং আল্লামা জহির হাসান খান নিমবি রহ. বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছেন। হজরত শাহ সাহেব রহ. একটি ফারসী পুস্তিকা 'ফসলুল খিতাব ফি মাসআলাতি উম্মিল কিতাব' আরেকটি আরবি পুস্তিকা 'খাতিমাতুল কিতাব ফি মাসআলাতি ফাতেহাতিল কিতাব' রচনা করেছেন।

ই'লাউস্ সুনান গ্রন্থকার হজরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব উসমানি রহ. 'ফাতেহাতুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম' লিখেছেন। সর্বশেষে আমাদের জামানায় হজরত মাওলানা সরফরাজ খান সফদার 'আহসানুল কালাম ফি তরকির কেরাতি খলফাল ইমাম' নামে দুখণ্ডে এ বিষয়ের ওপর একটি কিতাব রচনা করেছেন। যেটাকে এ বিষয়ের আলোচনার সবচে ব্যাপক সমৃদ্ধিশালী ভাণ্ডার বলা উচিত। এখানে আমরা এই মাসআলাটির জরুরি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করবো।

মাজহাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ

এ মাসআলায় মাজহাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ হলো নিম্নেযুক্ত,

১. হানাফিদের মতে ইমামের পেছনে জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ এবং আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ উভয়টিতে সূরা ফাতেহা পড়া মাকরূহ তাহরিমি। হানাফিদের জাহেরি বর্ণনা এটি। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে একটি বর্ণনা হলো, ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে মাকরূহ এবং আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে মুস্তাহাব বা অন্তত মুবাহ। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি এবং পরবর্তী অনেক হানাফি আলেম এটাই অবলম্বন করেছেন। হজরত শাহ সাহেব রহ. এর ঝোঁকও এ দিকে বোঝা যায়। তবে মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. এই বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. অপর দিকে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ ও আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ উভয়টিতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব।

৩. ইমাম মালেক ও আহমদ রহ. এ ব্যাপারে একমত যে, জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজগুলোতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব নয়। তবে তারপর তাঁদের হতে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। অনেক বর্ণনায় ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া মাকরূহ, কোনোটিতে বৈধ, আর কোনোটিতে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজগুলো সম্পর্কে তাঁদের হতে তিনটি বর্ণনা রয়েছে,

১. কেরাত ওয়াজিব, ২. মুস্তাহাব, ৩. মুবাহ।

এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার বক্তব্য শুধু শাফেয়ি রহ. এর। বরং এটাও তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী। অন্যথায় তাহকিক হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. ও জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজগুলোতে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন।

আল-মুগনিতে[১০৩] ইবনে কুদামা রহ. এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বোঝা যায়। তাছাড়া কিতাবুল উম্মে[১০৪] ইমাম শাফেয়ি রহ. এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। কেনোনা, তাতে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

---

[১০৩] আহসানুল কালাম : ১/৯ -মুগনি ইবনে কুদামা : ১/৬০৯ সূত্রে।

[১০৪] ৭/১৫৩।

ونحن نقول كل صلوة صليت خلف الامام والامام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها–

'আমরা বলি, জামাতে যেসব নামাজে ইমাম সশব্দে কেরাত পড়েন না, সেসব নামাজে মুকতাদি কেরাত পড়বে।'

পক্ষান্তরে 'কিতাবুল উম্ম' ইমাম শাফেয়ি রহ. এর নতুন গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত, পুরানো কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, হাফেজ ইবনে কাছির রহ. 'আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া'য়[১০৫] এবং আল্লামা সুয়ুতি রহ. 'হুসনুল মুহাজারা'য় (১/১২২) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, 'কিতাবুল উম্ম' হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার পরবর্তীতে রচিত গ্রন্থ। সুতরাং এটা তাঁর নতুন কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যার দাবি হলো, এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর নতুন বক্তব্য, পুরনো বক্তব্য নয়। এতে স্পষ্ট হলো, জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার মাজহাব আমাদের যুগের গায়রে মুকাল্লিদিনের। এমনকি দাউদ জাহেরিও এর প্রবক্তা নন।[১০৬] তাছাড়া আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ[১০৭] রহ.ও জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে ইমামের পেছনে কেরাত জোরে না পড়ার প্রবক্তা। আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে প্রবল ধারণা মুতাবেক কেরাত মুস্তাহাব হওয়ারই প্রবক্তা।

ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠের প্রবক্তাদের দলিলাদি

হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর হাদিস

ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের প্রবক্তাদের সবচেয়ে সেকাহ এবং শক্তিশালী দলিল হলো, হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি।

قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

এই হাদিসটি যদিও শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মাজহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, তবে সহিহ নয়। তাই ইমাম আহমদ রহ. এ হাদিসটিকে মা'লুল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়ায়[১০৮] অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. এবং অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস ও মালূল বা ত্রুটিযুক্ত বলে বক্তব্য করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর এই হাদিসটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত,

---

[১০৫] তিনি বলেছেন, তারপর ইমাম শাফেয়ি রহ. বাগদাদ হতে স্থানান্তরিত হয়ে মিসরে এই বছরেই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন। (সন ২০৪হিজরি।) সেখানে তিনি 'কিতাবুল উম্ম' রচনা করেন। এটি তার নতুন কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেনোনা, এটি রবি' ইবনে সুলায়মানের বিবরণের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি হলেন মিসরি। ইমামুল হারামাইন (ইমাম গাজালি রহ. এর উস্তাদ আবদুল মালেক আবুল মা'আলি আল জুয়ায়নি আশ-শাফেয়ি। তাকে ইমামুল হারামাইন উপাধি দেওয়ার কারণ হলো, তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত হারামাইন শরিফে দরস দান করেছেন।-সংকলক।) প্রমুখ দাবি করেছেন, এটি তার পুরনো বক্তব্য। তবে এ কথাটি অযৌক্তিক এবং তার মতো মনীষীর মুখ হতে বিস্ময়করও বটে। -আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া : ১/২৫২, আহসানুল কালাম : ১/৫৩-৫৪ হতে ইষৎ পরিবর্তন সহকারে চয়নকৃত। -সংকলক।

[১০৬] আহসানুল কালাম : ১/৫১, মুগনি ইবনে কুদামা ১/৬০৯ এর বরাতে।

[১০৭] দ্রষ্টব্য আহসানুল কালাম : ১/৬৮-৭০, তাছাড়া আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর মাজহাবও হানাফিদের মতো। সূত্র ঐ। পৃষ্ঠা : ৭০,৭১ -সংকলক।

[১০৮] ২/১৭৮, ছাপা, দারুল কুতুব আল-হাদিসা, মিসর।

১. সহিহ বোখারি ও মুসলিমের[১০৯] মারফু' বর্ণনা,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (لفظه للبخارى)

২. হজরত ইবনে আবু শায়বা 'মুসান্নাফে,'[১১০] তাহাবি রহ. 'আহকামুল কোরআনে'[১১১] আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ নিজ 'ফাতাওয়ায়'[১১২] মাহমুদ ইবনে রাবি হতে বর্ণনা করেছেন,

قال صليت صلوة والى جنبى عبادة بن الصامت (رضــ) قال فقرأ بفاتحة الكتاب قال فقلت له يا ابا الو ليد! الم امعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال أجل، اله لا صلوة الا بها (لفظه لا بن ابى شيبة)

'মাহমুদ ইবনে রবি' বর্ণনা করেন, আমি একটি নামাজ আদায় করেছিলাম। আমার পাশে ছিলেন উবাদা ইবনে সামেত রা.। রাবি বলেন, তারপর তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন, রাবি বলেন, আমি তাকে বললাম- হে আবুল ওয়ালিদ! আমি কি আপনাকে সূরা ফাতেহা পড়তে শুনিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ফাতেহাতুল কিতাব ব্যতীত কোনো নামাজ হয় না।'

শব্দাগুলো ইবনে আবু শায়বার। ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ার বর্ণনায় 'ইমামের পেছনে' কথাটিও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

৩. তিরমিযীতে উল্লেখিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস।

এই তিনটি সূত্র হতে প্রথম সূত্রটি সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ। তবে এর দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষের দলিল বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, হানাফিগণ এর এই ব্যাখ্যা করেন যে, এটা মুনফারিদ অথবা ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য আরো জবাব এবং বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে।

বাকি রইলো দ্বিতীয় সূত্রটি। সেটিও সহিহ। তবে এর দ্বারাও শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের মাজহাবের ওপর কোনো স্পষ্ট মারফু' দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেনোনা, এটা হজরত উবাদা রা. এর নিজস্ব ইজতিহাদ। অর্থাৎ, তিনি لاصلوة لمن لم يقرأ বিশিষ্ট হাদিসটিকে ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ের জন্য ব্যাপক মনে করেছেন। এর ফলে এই হুকুম উৎসারণ করেছেন যে, মুক্তাদির ওপরও সূরা ফাতেহা পড়া আবশ্যক। তবে তার এ উৎসারণ, মারফু' হাদিসগুলোর বিপরীতে দলিল হতে পারে না। বরং এ হাদিস দ্বারা হানাফিদের সহায়তা হয়। কারণ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়তেন না। যার দলিল হলো, যদি এমন না হতো তাহলে হজরত মাহমুদ ইবনে রবি' রা. হজরত উবাদা রা.কে সূরা ফাতেহা পড়তে দেখে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করতেন না। তাঁর পক্ষ হতে বিস্ময়কর প্রশ্ন করা এর দলিল যে, হজরত উবাদা রা.এর এ আমল সাহাবা ও তাবেয়িনের সাধারণ আমলের বিপরীত ছিলো। তাছাড়া স্পষ্ট হলো, হজরত মাহমুদ ইবনে রবি' রা. সূরা ফাতেহা পড়েননি। তা সত্ত্বেও হজরত উবাদা রা. তাকে নামাজ দোহরানোর নির্দেশ দেননি। এতে বোঝা গেলো, হজরত উবাদা রা. এর মতেও মুক্তাদির ওয়াজিব ছিলো না জন্য সূরা ফাতেহা পড়া।

---

[১০৯] ইমাম বোখারি এটি বর্ণনা করেছেন সহিহ বোখারিতে (১/১০৪ باب وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت) এবং ইমাম মুসলিম কিতাবুস্ সালাতে সহিহ মুসলিমে (১/১৬৯, باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذ الم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له غيرها)। -সংকলক।

[১১০] ১/৩৭৫, কিতাবুস্ সালাওয়াত, من رخص فى القراءة خلف الامام

[১১১] আল-জাওহার। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০০।

[১১২] ২/৬৩, ২/৪৬, দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০০। -সংকলক।

অবশিষ্ট আছে শুধু তৃতীয় সূত্র। অর্থাৎ, তিরমিযীর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। এটি নিঃসন্দেহে শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মাজহাবের স্বপক্ষে স্পষ্ট। তবে সহিহ নয়। ইমাম আহমদ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ, হাফেজ ইবনে আবদুল বার এবং অন্যান্য মুহাক্কিক মুহাদ্দিস নিম্নেযুক্ত প্রশ্নাবলির ভিত্তিতে এটিকে সাব্যস্ত করেছেন মা'লুল এবং অশুদ্ধ।

১. মুহাদ্দিসিনদের ধারণা হলো, কোনো রাবি ভুলক্রমে প্রথম দুটি বর্ণনাকে গোলমাল করে এই তৃতীয় বর্ণনাটি তৈরি করেছেন। এই ভ্রমের দায়-দায়িত্ব মাকহূলের ওপর চাপানো হয়। কারণ, হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর এই হাদিসটি মাহমুদ ইবনে রবি' এর বহু ছাত্র বর্ণনা করেছেন। তবে তারা সবাই এটাকে হয়তো প্রথম সূত্রে বর্ণনা করেন, নয়তো দ্বিতীয় সূত্রে। অর্থাৎ, তাদের কেউ ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম সুস্পষ্ট আকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেননি। এই সম্বন্ধযুক্ত করেছেন শুধু মাকহুল এবং তিনি হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন তৃতীয় সূত্রে। মাকহুল যদিও সামগ্রিকভাবে সেকাহ, তবে জারহ ও তা'দিলের আলেমগণ তার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'অনেক সময় তার বর্ণনায় ভুল হয়ে যায়'। এখানেও স্পষ্ট এটাই যে, এই বর্ণনার তার ভ্রম হয়ে গেছে। তিনি দু তিনটি বর্ণনা মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা বানিয়ে ফেলেছেন। এই ভুলের পূর্ণ বিবরণ আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ফাতাওয়াতে[১১৩] উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর হজরত উবাদা রা. এর হাদিসটি ইমাম জুহরি সূত্রেও বর্ণনা করেছেন, যাতে শুধু لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب শব্দ আছে। তারপর বলেছেন, وهذا اصح তথা এটি বিশুদ্ধতম।

২. এ হাদিসটির সনদে ভীষণ মতপার্থক্য পাওয়া যায়। তার কারণ নিম্নেযুক্ত,

১. অনেক সূত্রে সনদ مكحول عن عبادة بن الصامت[১১৪]'মুনকাতে' রূপে বর্ণিত আছে। কেনোনা, মাকহুল সর্ব সম্মতিক্রমে উবাদা রা. হতে শ্রবণ করেননি।

২. কোনোটিতে عن مكحول عن محمود بن الربيع عبادة بن الصامت সনদে বর্ণিত হয়েছে। كما عند الترمذى فى الباب।

৩. একটি সূত্র এভাবে বর্ণিত,

عن مكحول عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت (رضـــ) كما عند ابى داود[১১৫]

৪. অনেক সূত্রে সনদ এমন,

مكحول [١١٦] عن نافع بن محمود عن محمود بن الربيع عن الصامت (رضـــ) عن النبى صلى الله عليه وسلم

৫. অনেক সূত্রে সনদ এমন,

---

[১১৩] ২/১৭৮, ছাপা, দারুল কুতুব আল-হাদিসা, মিসর।

[১১৪] সুনানে দারাকুতনি : ১/৩১৯, باب وجوب قراءة ام الكتاب فى الصلوة وخلف الامام -সংকলক।

[১১৫] ১/১১৯, باب من ترك القراءة فى صلوته -সংকলক।

[১১৬] ইসাবা, মাহমুদের জীবনী : ২/৩৮৬, দারাকুতনির বরাতে -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৩, -সংকলক।

مكحول عن محمود[১১৭] ابى نعيم اله سمع عبادة بن الصامت _(رضــ) عن النبى صلى الله عليه وسلم-

৬. মাকহুল-রাজা ইবনে হাইওয়াহ-আবদুল্লাহ ইবনে আমর সনদে এক সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লামা মারদীনী রহ. যেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন.। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৩।

৭. মাকহুল সরাসরি এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণনা করেন, এটাও আল্লামা মারদীনি রহ. বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৩।

৮. এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন রাজা মাহমুদ ইবনে রবি হতে মওকুফ সূত্রে উবাদা রা. হতে। তাহাবি তাঁর আহকামে এটা উল্লেখ করেছেন। এটাও আল্লামা মারদীনী রহ. বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৩।

ইজতিরাবের এই আটটি কারণ হতে বোঝা যায় যে, এ হাদিসটি মারফু' এবং মওকুফ হিসেবেও মুযতারিব এবং মুত্তাসিল মুনকাতি' হিসেবেও। তাছাড়া উবাদা রা. হতে এ হাদিসটি বর্ণনাকারি নাফে' ইবনে মাহমুদ, না মাহমুদ ইবনুর রবি', না আবু নু'আইম- এ হিসেবেও ইজতিরাব পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ঘটনাটি হজরত উবাদা রা. এর, না আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর এখানেও ইজতিরাব রয়েছে। এতো প্রচণ্ড ইজতিরাব থাকা সত্ত্বেও হাদিসটি কি দলিল হবে?

৩. এই হাদিসের মূলপাঠেও রয়েছে ইজতিরাব। যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন হজরত শাহ্ সাহেব রহ. 'ফসলুল খিতাবে'। সেখানে দেখা যেতে পারে।[১১৮]

৪. রাবি মাকহুল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে তিনি মুদাল্লিস। আর এটা তো, তাঁর عنعنه

৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. মাকহুলের ছাত্র। তাঁর সম্পর্কে পেছনে বলা হয়েছে যে, তার একক বর্ণনা এবং عنعنه সন্দেহ যুক্ত।

৬. আবু দাউদ ইত্যাদির বর্ণনায় নাফে' ইবনে মাহমুদ এসেছে। তিনি অজ্ঞাত; বরং প্রবল ধারণা হলো, তিরমিযীর বর্ণনার মাকহুল তার হতে তাদলীস করেছেন। এসব কারণে মুহাদ্দিসিন এ হাদিসটিকে মা'লুল সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি রহ. যিনি শাফেয়ি মতাবলম্বী এবং সনদ ও ইল্লত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পরখকারি মনে করা হয়, তিনি মীজানুল ই'তিদালে মাহমুদ ইবনে রবি' এর জীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হাদিস মা'লুল। সুতরাং এ হাদিসটি দ্বারা দলিল সঠিক নয়। যদি কিছুক্ষণের জন্য এ হাদিসটিকে সহিহও মেনে নেওয়া হয়, তবুও এর দ্বারা শাফেয়িদের দলিল যথার্থ হতে পারে না। এর কারণ, হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. 'হিদায়াতুল মু'তাদি ফি কেরাতিল মুকতাদি' গ্রন্থে এই বর্ণনা করেছেন যে, দলিলের ক্ষেত্র হলো, لا تفعلوا الا القران এখানে নাহি হতে ইসতিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি) করা হয়েছে। আর যখন নাহি হতে ইসতিসনা করা হয়, তখন মুসতাসনার বৈধতা প্রমাণিত হয়, উজুব বা আবশ্যকতা নয়।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পরবর্তীতে لاصلوة لمن لم يقرأ بها বাক্যও এসেছে। যা দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

---

[১১৭] সুনানে দারাকুতনি : ১/৩১৯, باب وجوب قراءة ام الكتاب فى الصلوة وخلق الامام -সংকলক।

[১১৮] উবাদা (রা.) এর হাদিসের শব্দে ইজতিরাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৩-২০৫। শায়খ বিন্নৌরি রহ. উবাদা ইবনে সামেত (রা.) এর হাদিসে ১৩টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

জবাব : হজরত গাঙ্গুহি রহ. 'হিদায়াতুল মু'তাদি'তে এই দিয়েছেন যে, এই বাক্যটি ফাতেহা পড়ার হুকুমের কারণ নয়; বরং (ইসতিশহাদ[১১৯]) দলিল। অর্থাৎ, ফাতেহা পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। দলিল , এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আর যেহেতু এটি অন্যদের (ইমাম ও মুনফারিদের) ক্ষেত্রে ওয়াজিব, সেহেতু মুক্তাদির ক্ষেত্রে কমপক্ষে বৈধ হবে।[১২০]

উবাদা ইবনে সামেত রা. এর হাদিসের শুধু প্রথম সূত্র অর্থাৎ, لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ই সহিহ। তবে এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ওপর দলিল হতে পারে না। প্রথমত এ কারণে যে, অন্যান্য দলিলের আলোকে এই হুকুম ইমাম ও মুনফারিদের সঙ্গে বিশেষিত। মুক্তাদির জন্য এই হুকুম নেই। কেনোনা, মুক্তাদি তার অনুসারী। এর বিস্তারিত বিবরণ হানাফিদের দলিলাদিতে আসবে। দ্বিতীয়ত হতে পারে এই হাদিসে কেরাত দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক। চাই প্রকৃত অর্থে কেরাত হোক, যেমন ইমাম ও মুনফারিদের কেরাত কিংবা হুকমি কেরাত হোক, যেমন, মুকতাদির কেরাত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ[১২১] من كان له امام فقراءة الامام له قراءة দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

উবাদা রা. এর হাদিসে فصاعدا অতিরিক্ত

হজরত শাহ সাহেব রহ. 'ফসলুল খিতাব ফি মাসআলাতি উম্মিল কিতাবে' এই হাদিসের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই হাদিসটিতে অতিরিক্ত فصاعدا শব্দ সহিহ বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রমাণিত। যেনো পূর্ণ হাদিসটি হলো এমন,[১২২] لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا

যা থেকে বোঝা যায় সূরা মিলানোর হুকুমও সেটিই যেটি সূরা ফাতেহার হুকুম। সুতরাং সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে আপনাদের যে জবাব ফাতেহার ক্ষেত্রে আমাদের সেই জবাব। বরং হানাফিদের মাজহাব তো স্পষ্ট এবং তাদের জবাবদিহিতার কোনো প্রয়োজন নেই। কেনোনা, فصاعدا অতিরিক্ত শব্দের পর হাদিসের অর্থ এই হয়, যে ব্যক্তি সাধারণ কেরাত পড়বে না অর্থাৎ, না সূরা মিলাবে, না ফাতেহা পড়বে, তার নামাজই হয় না। যেনো কেরাত সম্পূর্ণভাবে না হলেই নামাজ না হওয়ার হুকুম যুক্ত হবে।[১২৩]

প্রশ্ন : ইমাম বোখারি রহ. 'জুজউল কেরাতে' فصاعدا অতিরিক্ত শব্দটির ব্যাপারে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এটা শুধু মা'মারের একক বিবরণ। অন্যথায় অন্য কোনো রাবি এটা উল্লেখ করতেন। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশটুকু গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[১১৯] উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, ইল্লত হলো, যার ওপর বিশেষত সেই বিষয়ে হুকুমটি নির্ভর করে। আর শাহিদ হলো, যেটির ওপর হুকুম নির্ভর করে না। বরং তার অনুকূল ও সামঞ্জস্যশীল হয়। এর বহু নজির হাদিসে রয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২০৮ - সংকলক।

[১২০] বিস্তারিত বিবরণ মা'আরিফুস্ সুনানে : ৩/২০৬-২১৫ দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[১২১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬১, باب اذا قرء الامام فانصتوا

[১২২] সহিহ মুসলিম : ১/১৬৯, باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ماتيسر له غير ها -كتاب الافتتاح، باب ايحاب فاتحة الكتاب فى صلوة فى كليهما عن طريق معمر, সুনানে নাসায়ি : ১/১৪৫, সংকলক।

[১২৩] এ বিষয়ে কিছু আলোচনা দরসে তিরমিযীতে (উর্দূ) (১/৫০৮-৫১২ প্রথম প্রকাশ), باب ما جاء انه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب -এর অধীনে পেছনে হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

জবাব : প্রথমত মা'মার নেহায়েত সেকাহ ব্যক্তি। বরং তাকে জুহরির ব্যাপারে সবচেয়ে সেকাহ ব্যক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এই হাদিসটি জুহরি হতেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর একক বিবরণ গ্রহণযোগ্য। কেনোনা, সেকাহ ব্যক্তিদের অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য হয়।

দ্বিতীয়ত فصاعدا এর অতিরিক্ত অংশে মা'মার একক নন। এই অতিরিক্ত অংশটুকু অন্যান্য অসেকাহ বর্ণনাকারি হতেও বর্ণিত হয়েছে। তাই হজরত শাহ সাহেব রহ. 'ফসলুল খিতাবে' দলিল করেছেন যে, মা'মার ব্যতীত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা,[১২৪] ইমাম আওজায়ি,[১২৫] শুআইব ইবনে আবু হামজা[১২৬] এবং আবদুর রহমান[১২৭] ইবনে ইসহাক মাদানি তাঁর মুতাবা'আত[১২৮] করেছেন। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ।

প্রশ্ন : তবে বোখারি রহ. এখানে দ্বিতীয় একটি শক্তিশালী প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেটি হলো, যদি মেনে নেই, এই অতিরিক্ত অশংটুকু নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ, তাহলেও আলোচ্য অনুচ্ছেদের এই হাদিসের এই অর্থ হবে না যে, ফাতেহা এবং সূরা উভয়টি না পড়ার ওপর নামাজ না হওয়া মওকুফ'। বরং অর্থ এই হবে যে, ফাতেহা পড়া তো ফরজ। যা তরক করলে নামাজ হবে না অবশ্য। তবে এর চেয়ে অতিরিক্ত পড়া ওয়াজিব নয়, শুধু মুস্তাহাব। যার দলিল হলো, 'আল-কিতাব' নামক গ্রন্থে সিবওয়াইহ লিখেছেন, যে আরবদের ভাষায় فصاعدا শব্দটি ايجاب ما قبله وتخير ما بعده (এর পূর্বেকার বস্তুটিকে ওয়াজিব করা ও পরবর্তী টিকে ঐচ্ছিক সাব্যস্ত করা) এর জন্য আসে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি বলে بعه بدرهم فصاعدا তাহলে এর বাগধারা অনুসারে অর্থ হবে যে, এক দিরহামে বিক্রি করা ওয়াজিব। এরচে অতিরিক্ততে এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদিসে ফাতেহা পড়া ফরজ। এর চেয়ে অতিরিক্ত সুন্নত অথবা মুস্তাহাব হবে।

জবাব : কোনো হানাফি আলেমের বক্তব্যে বোখারি রহ. এর এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। তবে শাহ সাহেব রহ. 'ফসলুল খিতাবে' এর নেহায়েত প্রশান্তিমূলক জবাব দিয়েছেন। তাঁর এই আলোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম যেটা তাঁর ছাত্র হজরত আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[১২৯] বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করেছেন। এর সারনির্যাস হলো, فصاعدا একটি আরবি বাগধারা। বাগধারার নিয়ম হলো, এটাকে কোনো মূলনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বরং এটি সম্পূর্ণরূপে শ্রবণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, এমন কোনো মূলনীতির নিয়ন্ত্রণ থাকে না, যেটি সর্বপ্রকার বাগধারায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বরং বাগধারাগুলোর হুকুম বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে বহু সময় এমন হয় যে, একটি বাগধারা জুমলা খবরিয়্যাতে একটি অর্থ দেয়, আর ইনশাইয়্যাতে দেয় অন্য অর্থ। সিয়াকে ইসবাতে (ইতিবাচক ধারায়) এর এক অর্থ হয়, আর সিয়াকে নফিতে হয় অন্য অর্থ। এই অবস্থাই فصاعدا এর।

---

[১২৪] সুনানে নাসায়ির হাদিস : ১/১১৯, باب من ترك القراءة فى صلوته

[১২৫] কিতাবুল কেরাত লিল বায়হাকি : ১১।

[১২৬] সূত্র ঐ।

[১২৭] মা'আরিফুস সুনান : ৩/২২৩, জুজউল কেরাত খলফাল ইমামের বরাতে। আহসানুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম (২/২৮)।' কিতাবুল কেরাত লিল বায়হাকি : ১১, এবং ফসলুল খিতাব পৃষ্ঠা নং ৪ এর বরাতে।

[১২৮] তাছাড়া فصاعدا অতিরিক্ত শব্দটি সাহল ইবনে কায়সান হতেও বর্ণিত আছে। -আহসানুল কালাম : ২/২৮, উমদাতুল কারি : ৩/৭৯ এর বরাতে। -সংকলক।

[১২৯] কেউ দেখতে চাইলে ৩/২২৭ হতে ২৩৮ পর্যন্ত كلمة فى تحقيق قوله فصاعدا على قواعد العربية শিরোনামে অধ্যয়ন করতে পারেন। সংকলক।

আরবি বাক্য খোঁজ করার ফলে জানা যায় যে, فصاعدا কয়েকটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ এর নিঃসন্দেহে ايجاب ما قبله وتخيير ما بعده এর জন্য আসে। যেমনا بعته بدرهم فصاعد। তবে অনেক সময় এর সম্পূর্ণ উল্টো এ শব্দটি ادخال ما بعده فى حكم ما قبله-এর জন্যও আসে। যেমন مشيت ميلين فصاعدا যার অর্থ হলো, দু'মাইলের বেশিও দু'মাইলের পর্যায়ভুক্ত তথা চলার অন্তর্ভুক্ত। এর এক অর্থ বণ্টন তথা (تقسيم الاحاد على الاحاد ও আসে। যেমন, بعته بدرهم فصاعدا। যার অর্থ হলো, আমি এই ধরণের অনেক জিনিস এক দিরহামে বিক্রি করেছি, আবার কোনোটি তার চেয়ে বেশিতে। وقرأت كل يوم جزء من القران فصاعدا ও এর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং শুধু একটি উদাহরণ পেশ করে এ দাবি পেশ করা ঠিক না যে, فصاعدا শব্দটি এর ব্যতিক্রম নয়। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, আরবি ভাষায় فصاعدا শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ হলো تجاب ما قبله وتخير ما بعده যেহেতু এর বিপরীত অর্থ بعه بدرهم কিন্তু কোনো কোনো সময় ادخال ما بعده فى حكم ما قبله অর্থাৎ "পরবর্তী অংশকে পূর্বাংশের মধ্যে দাখিল করার জন্য আসে।" যেমন বলা হয় مشيت ميلين فصاعدا এর অর্থ হলো দুই মাইলের বর্ধিতাংশ ও দুই মাইলের হুকুম অর্থাৎ হাঁটার অন্তর্ভুক্ত। শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো বণ্টন। (تقسيم الاحاد على الأحاد) যেমন بعته بدرهم فصاعدا যার অর্থ হলো এ ধরণের একটি জিনিস এক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করিছি। আবার কোনটি তার চেয়ে বেশি দিয়ে বিক্রি করেছি। ঠিক এ ধরণের অর্থ قرأت كل يوم جزء من القران فصاعدا।

যেহেতু এই তিনটি সম্ভাবনাই রয়েছে সুতরাং لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا কে بعه بدرهم فصاعدا এর ওপর নয়, বরং مشيت ميلين فصاعدا এর ওপর কিয়াস করা হবে এবং فصاعدا শব্দটি ادخال ما بعده فى حكم ما قبله এর জন্য হবে। ঈজাব এবং তা'খির তথা আবশ্যক সাব্যস্ত করা ও এখতিয়ারের জন্য নয়। বিশেষত যখন আলোচ্য হাদিসটি جملة خبرية। আর ইমাম বোখারি রহ. এর বর্ণিত উদাহরণ جملة انشائية بعه بدرهم فصاعدا। ওখানে নফি (না) এখানে ইসবাত (হ্যাঁ)। সুতরাং فصاعدا এখানে ادخال ما بعده فى حكم ما قبله -এর জন্যই। যার দলিল এটাও যে, আলোচ্য হাদিসে فصاعدا শব্দটি তারকেবগতভাবে فاتحة الكتاب হতে হাল হয়েছে। উহ্য এবারত হলো, لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حال كونها اعدة الى سورة غيرها এটা সিদ্ধান্তকৃত বিষয় যে, হাল জুলহালের জন্য কয়েদ বা শর্ত হয়ে থাকে। আর অপরদিকে এই মূলনীতিটিও স্বীকৃত যে, যখন কোনো শর্তযুক্ত বিষয়ের ওপর নফি প্রবিষ্ট হয়, তখন এটি শুধু কয়েদ তথা শর্তের নফি হয়, অথবা কয়েদ এবং শর্তযুক্ত বিষয় উভয়ের সমষ্টির। শর্ত ব্যতীত শুধু শর্তযুক্ত বস্তুর নফি কোনো অবস্থাতেই হয় না। সুতরাং যখন فصاعدا টি فاتحة الكتاب এর জন্য কয়েদ হলো, এর ওপর لم يقرأ নফি প্রবিষ্ট হলো, তাহলে এই নফি হয়তো শুধু فصاعدا এর হবে, অথবা فاتحة এবং فصاعدا উভয়টির হবে। শুধু فاتحة এর নফি কোনো অবস্থাতে হতে পারে না। কেনোনা, এটি শুধু শর্তহীন শর্তযুক্ত বস্তু। যার আবেদন হলো, নামাজের ফাসাদ হয়ত

শুধু সূরা মিলানো তরক করার ওপর আবশ্যক হবে, অথবা ফাতেহা এবং সূরা মিলানো উভয়টি একই সময় তরক করার ওপর। শুধু ফাতেহা তরক করার ওপর নামাজ ফাসাদের কোনো প্রশ্নই আসে না।

শাহ সাহেব রহ. এর বক্তব্যের ওপর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিসেবে بعه بدرهم فصاعدا এও فصاعدا শব্দটি ايجاب ما قبله وتاخير ما بعده এর জন্য হতে পারে না। কেনোনা, فصاعدا এখানেও হাল হবে এবং দিরহামের জন্য হবে কয়েদ তথা শর্ত।

জবাব হলো, হাল কয়েদ বা শর্ত হওয়ার যে আলোচনা ওপরে করা হলো এর সারমর্ম হলো, فصاعدا এ আসল হলো, কয়েদের অর্থ হওয়া। অবশ্য যদি কোথাও এর বিপরীত কোনো নিদর্শন থাকে তাহলে এর খেলাফ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। بعه بدرهم فصاعدا এ আরবদের বিশেষ ব্যবহার এর নিদর্শন যে, এখানে কয়েদের অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এর বিপরীত আলোচ্য হাদিসে এই ধরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, যেটি এই আসল অর্থ হতে ফেরানোর কারণ হতে পারে। সুতরাং এখানে فصاعدا শব্দটি স্বীয় আসল অর্থের ওপর স্থির থাকবে। বরং এই আসল অর্থটির স্বপক্ষে অতিরিক্ত কিছু দলিলও রয়েছে। সেগুলো হলো, অনেক বর্ণনায় এখানে فصاعدا এর পরিবর্তে[১৩০] ومتيسر ও فما زاد[১৩১] এর মতো শব্দ বর্ণিত আছে[১৩২]। যেগুলো সুনির্দিষ্ট ادخال ما بعده فى حكم ما قبله এর অর্থের জন্য।

সারকথা, فصاعدا কিংবা এ ধরণের অন্য অতিরিক্ত শব্দ প্রমাণিত হওয়ার পর হজরত উবাদা রা. এর হাদিস দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ আবশ্যক সাব্যস্ত হতে পারে। তাহলে ইমামের পেছনে সূরা পাঠের আবশ্যিকতাও (ওয়াজিব) সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং সূরা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের যে জবাব ফাতেহার ক্ষেত্রে আমাদেরও একই জবাব।

---

[১৩০] যেমন আবু সাইদ (রা.) এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন امرنا ان نقرأ بفا تحة الكتاب وما تيسرا। সুনানে আবু দাউদ : ১/১১৮, باب من ترك القراءة فى صلوته সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/৬০ باب الاقتصار على قراءة بعض السورة এ আছে, তিনি বলেছেন, امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر

[১৩১] যেমন সুনানে আবু দাউদে (১/১১৮) باب من ترك القراءة فى صلوته আবু হুরায়রা (রা.) -এর বর্ণনায় রয়েছে এবং সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (২/৩৭) باب فرض القراءة فى كل ركعة بعد التعوذ এ রয়েছে।

[১৩২] তাছাড়া মু'জামে তাবারানিতেও হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) -এর বর্ণনা এভাবে বর্ণিত আছে,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلوة الا بفاتحة الكتاب وآيتين معها-

হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে (২/১১৫) এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, قلت هو الصحيح ملاقوله 'وايتين معها' وفيه الحسن بن يحيى الخشنى ضعفه النسائى والدار قطنى ووثقه دحيم وابن عدى وابن معين فى رواية- 'আমি বলি এটি সহিহ (বোখারি) তেও আছে وايتين معها ব্যতীত। এর সনদে হাসান ইবনে ইয়াহইয়া আল খুশানি রয়েছেন। তাকে ইমাম নাসায়ি ও দারাকুতনি জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। এবং দুহাইম, ইবনে আদি, ইবনে মাইন রহ. এক বর্ণনায় সেকাহ সাব্যস্ত করেছেন।'

তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনায় এই অর্থবোধক অন্যান্য অতিরিক্ত শব্দও বর্ণিত আছে। বিস্তারিত বিবরনের জন্য দ্রষ্টব্য আহসানুল কালাম : ২/২৯, ছাপা ইদারায়ে নশর ও ইশা'আত, মাদ্রাসা নুসরাতুল ইসলাম, গুজরানওয়ালা। -রশিদ আশরাফ।

আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস

বিপরীত দলিল : হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের দ্বিতীয় দলিল। যেটি সহিহ মুসলিমে[১৩৩] এবং ইমাম তিরমিযী রহ.ও এটাকে বর্ণনা করেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে,[১৩৪]

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج ثلاثا غير تمام فقال له حامل الحديث انى اكون احيانا وراء الامام قال اقرأ بها فى نفسك (اللفظ للترمذى)

জবাব : এ হাদিসের দুটি অংশ রয়েছে– একটি মারফু, যার মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ অসম্পূর্ণ। তবে এই হুকুমটি হানাফিদের অন্যান্য দলিলের আলোকে ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অংশ হজরত আবু হুরায়রা রা. এর ওপর মওকুফ। তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা সম্পর্কে বলেছেন, اقرأ بها فى نفسك প্রথমত এটা হজরত আবু হুরায়রা রা. এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যেটি মারফু' হাদিসের বিপরীতে দলিল নয়। দ্বিতীয়ত এই এরশাদটির এই অর্থও হতে পারে যে, সূরা ফাতেহা পড়বে উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে।

অনেকে তার এই ব্যাখ্যাও করেছেন যে, অনেক সময় فى نفسه বাগধারা একাকি অবস্থার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং اقرأ بها فى نفسك এর অর্থ হলো, اقرأ بها حال كونك منفردا এবং এমনই ব্যাপারটি। যেমন হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে,

فان ذكرنى [১৩৫] فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأخير منهم.

এই হাদিসে فى نفسه শব্দটি فى ملا শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এ কথা প্রকাশ করছে যে, فى نفسه দ্বারা একাকি অবস্থা উদ্দেশ্য।

---

[১৩৩] ১/১৬৯, باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ من تيسر له غيرها
হাদিসের শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبى هريرة (رضــ) انا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسه فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلوة بينى وبين عبدى نصفين الخ-|সংকলক

[১৩৪] সুনানে তিরমিযী : ১/৬৫, باب ماجاء فى ترك القراءة خلف الامام اذا جهر بالقراءة

[১৩৫] সহিহ বোখারি : ২/১১০৪, باب قول الله ويحذركم الله نفسه، كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد এই বর্ণনাটি আবু হুরায়রা (রা.) হতেও বর্ণিত। ইমাম মুসলিম রহ. এটি সহিহ মুসলিমে : (২/৩৪৩ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب الى الله تعالى حسن الظن به من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والا ستغفار) বর্ণনা করেছেন।

আবু কিলাবার বর্ণনা

প্রশ্ন : শাফেয়িদের একটি দলিল আবু কিলাবার বর্ণনা,

عن [১৩৬] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هل تقرء ون خلف امامكم؟ فقال بعض نعم، وقال بعض لا، فقال ان كنتم لا بد فاعلين فليقرأ احدكم فاتحة الكتاب فى نفسه.

জবাব : [১৩৭], এর দ্বারা তো বোঝা যায়, ইমামের পেছনে কেরাত তরককে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এটি শাফেয়িদের বিরুদ্ধে দলিল।

প্রশ্ন : এর ওপর যদি প্রশ্ন করা হয়, সারকথা, এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ বৈধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদিসটি হানাফিদের বিপরীত।

জবাব : হতে পারে এই হাদিসটি আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এমন আস্তে আওয়াজ বিশিষ্ট নামাজ সম্পর্কে হানাফিদের পছন্দীয় মত হলো ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া বৈধ।

প্রশ্ন : শাফেয়ি প্রমুখের একটি দলিল , হজরত আবু কাতাদা রা. এর বর্ণনাও,

ان [১৩৮] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتقرء ون خلفى قالوا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب.

জবাব : প্রথমত এর সনদে মালেক ইবনে ইয়াহইয়া রাবি জয়িফ। তাছাড়া অন্যান্য দলিলের বর্তমানে এটিও আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের এগুলো ব্যতীতও আরো দলিলাদি রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্য হতে এমন কোনো বর্ণনাও নেই যেটি একই সময়ে সুস্পষ্টও আবার বিশুদ্ধও। অর্থাৎ, প্রথমত তাদের দলিল অধিকাংশ হাদিস জয়িফ। আর যেসব বর্ণনা সহিহ সেগুলো স্পষ্ট নয়। একাকি অবস্থা অথবা ইমামতির অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। দলিলাদি ও জবাবের বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় গ্রন্থাবলিতে দেখা যেতে পারে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই[১৩৯]।

---

[১৩৬] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩৭৪, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/১২৭ হাদিস নং ২৭৬৬, সাওরি-খালেদ আল-হাজ্জা-আবু কিলাবা-মুহাম্মদ ইবনে আবু আয়েশা জনৈক সাহাবি সূত্রে নিম্নেযুক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন,

قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرون والامام يقرأ مرتين او ثلاثا قالوا نعم يا رسول الله! انا لنفعل قال فلاتفعل الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب

'সাহাবি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বোধহয় তোমরা ইমামের কেরাত পাঠ অবস্থায় কেরাত পড়ো। এমন দুবার অথবা তিনবার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অবশ্যই এমন করি। জবাবে তিনি বললেন, সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত তোমরা আর কেউ এমন করবে না। -সংকলক।

[১৩৭] আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস্ সুনানে (৪/১০৪ (باب قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الخ এ বলেছেন, এটি তথা আবু কিলাবার হাদিসটিও সনদ এবং মূলপাঠগতভাবে মুযতারিব।-সংকলক।

[১৩৮] সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/১৬৬, باب من قال يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يسر فيه সংকলক।

[১৩৯] বিস্তারিত বিবরণ দেখতে চাইলে দ্রষ্টব্য আহসানুল কলাম ফী তরকিল কেরাতি খলফাল ইমাম ২য় খণ্ড এবং ই'লাউস্ সুনান : (৪/৪২ হতে ১২৪ .باب قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له الخ) দ্রষ্টব্য।

হানাফিদের দলিলাদি

কোরআনের আয়াত : হানাফিদের সর্বপ্রথম দলিল কোরআনে কারিমের আয়াত[১৪০] - وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

কোরআন পাঠের সময় শোনা ও নীরবতা অবলম্বন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এই আয়াতটি স্পষ্ট। আর সূরা ফাতেহা যে কোরআন এটা সর্ব সম্মত বিষয়। সুতরাং এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়াও নিষি দ্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : হানাফিদের প্রমাণের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। যেমন, একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন হলো, এই আয়াতটি নামাজ সম্পর্কে নয়। বরং জুমআর খুতবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর অর্থ হলো, যখন ইমাম খুতবা বলেন, যাতে কোরআনে কারিমের আয়াতও বিদ্যমান থাকে তখন তোমরা চুপ থাক।

জবাব : হাফেজ ইবনে জারির এবং ইমাম ইবনে আবু হাতেম প্রমুখ স্ব-স্ব তাফসিরে এবং ইমাম বায়হাকি কিতাবুল কেরাতে[১৪১] হজরত মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় অনেক সাহাবি ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন। এর ফলে এই আয়াতটি নাজিল হয়, واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا

বর্ণনাটি যদিও মুরসাল; তবে এটি হজরত মুজাহিদের মুরসাল। যাকে اعلم الناس بالتفسير তথা সবচেয়ে বড় তাফসির বিশেষজ্ঞ বলা হয়েছে। তিনি ইমামুল মুফাস্‌সিরিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বিশিষ্ট ছাত্র। তাফসিরে তাঁর উচ্চ মাকামের আন্দাজ এর দ্বারা হতে পারে যে, হাফেজ আবু নুআইম হিলয়াতুল আওলিয়াতে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর কাছে তার খেদমত করার জন্য এবং তাঁর কাছ হতে কিছু অর্জন করার উদ্দেশ্যে যেতাম। তবে তিনি আমাকে খেদমতের সুযোগ দানের পরিবর্তে নিজেই আমার খেদমত করতেন। আর অনেক বর্ণনায় আছে, হজরত ইবনে উমর রা. হজরত মুজাহিদ রহ. এর রিকাব ধরে চলতেন। এ কারণেই তাফসিরে তার মুরসালগুলো দলিল।

তাছাড়া ইবনে জারির তাবারি প্রমুখ ইয়াসির ইবনে জাবের হতে বর্ণনা করেছেন,

---

[১৪০] সূরা আ'রাফ : ২০৪, পারা : ৯।

[১৪১] পৃষ্ঠা : ৮৭, নং ২১৬, ছাপা, ইদারা ইহইয়াউস্ সুন্নাহ, গুজরানওয়ালা। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাফেজ-আবদুর রহমান ইবনুল হাসান আল-কাজি-ইবরহিম ইবনুল হুসাইন-আদম ইবনে আবু আয়াস-ওয়ারাকা-ইবনে আবু নাজিহ-মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে কেরাত পড়তেন। তারপর একজন আনসারি যুবকের কেরাত শুনলেন। ফলে নাজিল হলো, واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا। তাছাড়া কিতাবুল কেরাতেই (৮৭, নং ২১৭) আবুল আলিয়ার একটি হাদিস বর্ণিত আছে। আবু আবদুল্লাহ আল হাফেজ-আবু আলি আল-হুসাইন ইবনে আলি আল হাফেজ-আবু ইয়ালা-আল-মুকাদ্দামি-আবদুল ওয়াহ্হাব-মুহাজির-আবুল আলিয়া সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ পড়তেন তখন কেরাত পাঠ করতেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম কেরাত পাঠ করতেন। ফলে নাজিল হলো, استمعوا له وانصتوا ফলে লোকজন নীরবতা অবলম্বন করলেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন। এই দুটি বর্ণনা ওপরযুক্ত আয়াতটি যে নামাজ সংক্রান্ত এর দলিল। ইমাম বায়হাকি রহ. দুটি বর্ণনাকে মুনকাতে' সাব্যস্ত করে এগুলো হতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেছেন। তবে আল্লামা সরফরাজ খান সফদার দা. ফু. 'আহসানুল কালামে' (১/১০৬-১১০) এর নিরুত্তরকারি দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে উভয়টিকে প্রামান্য সাব্যস্ত করেছেন। والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب-রশিদ আশরাফ। আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র সুন্নতের খাদেম বানান।

قال[১৪২] صلی ابن مسعود (رضــ) سمع ناسا یقرء ون مع الامام، فلما انصرف قال اما ان لکم ان نفقهوا اما ان لکم ان تعقلوا، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا کما امر کم الله –اخرجه الطبری[১৪৩]

'ইবনে মাসউদ রা. নামাজ পড়লেন। তিনি শুনলেন, কিছু সংখ্যক লোক ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়ছে। নামাজ হতে ফিরে তিনি বললেন, এখনও কি তোমাদের বোঝার সময় হয়নি? এখনও কি তোমাদের অনুধাবনের সময় হয়নি? যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা তা শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো। যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দান করেছেন।'

এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর মতো ফকিহ সাহাবি কোরআনের এই আয়াতকে নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করতেন। সুতরাং বাস্তবতা এটাই যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নামাজ, খুতবা নয়। জুমআর খুতবা এর কারণ হতেও পারে বা কিভাবে? কেনোনা, আয়াতটিতো মক্কী। আর জুমআ মদিনা তায়্যিবায় বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া তাতে আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের উল্লেখ রয়েছে। অথচ খুতবাতে সম্পূর্ণটুকু কোরআনের আয়াত হয় না। এর বিপরীত নামাজের কেরাত। এটি পুরো কোরআন। সুতরাং নামাজ আয়াতের মাদলুলে মুতাবেকি। আর খুতবা বেশির চেয়ে বেশি মাদলুলে তাজাম্মুনি হতে পারে।

প্রশ্ন : শাফেয়িদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, স্বয়ং হজরত মুজাহিদ রহ. হতে অপর একটি বর্ণনা[১৪৪] হলো, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে জুমআর খুতবা সম্পর্কে।

জবাব : আল্লামা সুয়ুতি রহ. আল-ইতকানে এবং আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. আল ফাওজুল কাবিরে এ বিষয়টির অত্যন্ত বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে, অনেক সময় সাহাবা ও তাবেয়িন কোনো আয়াত সম্পর্কে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, انزلت الاية فی کذا অথবা نزلت فی کذا এ ধরণের বাক্য দ্বারা তাঁদের এই উদ্দেশ্য হয় না যে, এই ঘটনাটি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা শানে নুজুল। বরং উদ্দেশ্য হয়, এই ঘটনাটিও আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এখানেও তাই হয়েছে যে, হজরত মুজাহিদ রহ. এর বক্তব্য 'এই আয়াতটি জুমআর খুতবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট' নিঃসন্দেহে এই সূরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এখানে তার বক্তব্য শানে নুজুল বর্ণনা করার জন্য নয়। কারণ, যদি জুমআর খুতবাকে শানে নুজুল বলা হয়, তবে ঐতিহাসিক ভাবে এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। কেনোনা, পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতটি মক্কাবতীর্ণ এবং স্বয়ং হজরত মুজাহিদ রহ. এর শানে নুজুল নামাজ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং হজরত মুজাহিদের দুটি বর্ণনা মিলালে ফল এই বের হয় যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা শানে নুজুল তো নামাজই। অবশ্য এর ব্যাপকতায় খুতবাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নামাজকে যেটি এই আয়াতের প্রকৃত অবতীর্ণের কারণ -এর অর্থ হতে কিভাবে বের করা যেতে পারে?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. স্বীয় ফাতাওয়ায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, এ আয়াতটি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে শুধু তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে,

---

[১৪২] ইলাউস্ সুনান : ৪/৪৩, ছাপা, থানাভবন, باب قوله تعالی واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا والنهی عن القراءة خلف الامام الخ.

[১৪৩] দ্র. রুহুল মা'আনি : ৫/১৫০, আয়াত নং ২০৪।

[১৪৪] মুজাহিদ হতে واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এটি জুমআর দিনের খুতবার ব্যাপারে অবতীর্ণ। کتاب القراءة خلف الامام–بیهقی পৃষ্ঠা : ৯১, নং ২৩৩, ২৩৪, ছাপা, ইদাবায়ে ইহয়াউস সুন্নাহ গুজরানওয়ালা। باب ذکر من احتج به من رای وجوب القراءة خلف الامام

১. এটি শুধু নামাজ সম্পর্কে। তখন আমাদের দাবি প্রমাণিত।

২. এ আয়াতটি নামাজ এবং খুতবা উভয়টি সম্পর্কে[১৪৫]। তবেও আমাদের দাবি প্রমাণিত।

৩. শুধু জুমআর খুতবা সম্পর্কে, নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। শুধু তখনই আমাদের দলিল পূর্ণাঙ্গ হবে না। তবে এই সম্ভাবনাটি প্রত্যাখ্যাত। কেনোনা, আয়াতটি মক্কাবতীর্ণ এবং স্বয়ং শাফেয়ি মতাবলম্বীগণও এর প্রবক্তা নন। কেনোনা, তারাও ইমামের পেছনে সূরা তরক করার ক্ষেত্রে এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন।

শাফেয়িদের মধ্য হতে আল্লামা সুয়ুতি রহ.ও স্বীকার করেছেন যে, এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত নামাজ।

প্রশ্ন : ওপরযুক্ত আয়াত দ্বারা হানাফিদের দলিলের ওপর শাফেয়িদের পক্ষ হতে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তা শোনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেটা জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে তো হতে পারে; তবে আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে অসম্ভব।

জবাব : হানাফিদের মধ্য হতে যাঁরা আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে কেরাতের বৈধতার প্রবক্তা তাদের মাজহাব মতে তো এই প্রশ্নের কোনো প্রভাব পড়ে না। অবশ্য যাঁরা আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজেও কেরাত পরিহারের প্রবক্তা, তাঁরা বলেন, এই আয়াতে দুটি হুকুম দেওয়া হয়েছে, একটি শোনার অপরটি নীরবতার। শোনা হুকুম জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজের জন্য আর আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজের জন্য নীরবতার হুকুম।

হানাফিদের দলিল হাদিসগুলো

আবু মুসা আশআরি এবং আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস

২ হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল হজরত আবু মুসা আশআরি রা. সূত্রে বর্ণিত সহিহ মুসলিমের[১৪৬] একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা। তাতে তিনি বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احد كم فاذا كبر فكبروا، واذا قرأ فأنصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين الخ.

'আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন। তিনি আমাদের সুন্নতের বিশদ বিবরণ দিলেন এবং আমাদের নামাজ শিখালেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা নামাজ আদায় করো, তখন তোমাদের কাতার সোজা করো। তারপর যেনো তোমাদের কেউ ইমামতি করে। যখন ইমাম তাকবির দিবে তখন তোমরাও তাকবির দাও। আর যখন ইমাম কেরাত পড়বে, তখন তোমরা নিরব থাকো। আর যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়বে তখন তোমরা আমিন বলো।'

তাছাড়া হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় واذا قرأ فأنصتوا। শব্দ এসেছে। পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি নিম্নযুক্ত,

---

[১৪৫] মুজাহিদ হতে একটি বর্ণনায় আছে- فاستمعوا له وانصتوا। নামাজ এবং খুতবা সংক্রান্ত। কিতাবুল কেরাত খলফাল ইমাম-বায়হাকি : ৯০, নং ২৩০।–সংকলক।

[১৪৬] ১/১৭৪, বাবুত্ তাশাহহুদ ফিস্ সালাত। এর সনদ নিম্নেযুক্ত- ইসহাক ইবনে ইবরাহিম (প্রসিদ্ধ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ - সংকলক।) -জারির-সুলায়মান তায়মি-কাতাদা-ইউনুস ইবনে জুবায়র- হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর্-রুকাশি সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মুসা (রা.) এর সঙ্গে নামাজ পড়েছি। ...সংকলক।

عن ابى هريرة [١٤٧] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد-

'হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম বানানো হয়েছে কেবল তার অনুসরণের জন্যই। সুতরাং যখন ইমাম তাকবির বলবে, তোমরাও তাকবির বলো। আর যখন কেরাত পড়বে তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন করো। আর যখন বলবে سمع الله لمن حمده তখন তোমরা বল, اللهم ربنا لك الحمد।'

ইমামের কেরাতের সময় ব্যাপক আকারে নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ দুটি হাদিসে। যেটি সূরা ফাতেহা ও সূরা পাঠ উভয়টির জন্য ব্যাপক। এই দুটির মাঝে পার্থক্য করা কোনো ক্রমেই দুরুস্ত নয়। কেনোনা, এখানে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটি আমল সম্পর্কে পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। যদি ফাতেহা এবং সূরা পাঠের হুকুমে কোনো পার্থক্য হতো তাহলে নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। এর পরিবর্তে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র اذا قرأ বলেছেন। যার সুস্পষ্ট দাবি হলো, ইমাম যখন কেরাত পড়বে তখন মুক্তাদি নীরবতা অবলম্বন করবে।

প্রশ্ন : শাফেয়ি অনুসারী প্রমুখের পক্ষ হতে এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ নয়। কেনোনা, এ হাদিসটি হজরত আনাস[১৪৮] ও আয়েশা[১৪৯] রা. হতেও বর্ণিত আছে। তাঁদের কেউ واذا قرأ فانصتوا উল্লেখ করেননি। তাছাড়া আবু মুসা আশআরি রা. এর বর্ণনায় সুলায়মান তায়মি কাতাদা হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একক। সুতরাং এই বর্ণনাটি দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

জবাব : এই অতিরিক্ত অংশটুকু নিঃসন্দেহে সহিহ এবং প্রমাণিত। স্বয়ং ইমাম মুসলিম রহ. সুস্পষ্ট ভাষায় এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. যখন সহিহ মুসলিম লেখাতে গিয়ে আশআরি রা. এর হাদিস পর্যন্ত পৌছেন, যাতে واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত অংশ সুলায়মান তায়মি সূত্রে বর্ণিত আছে, তখন ইমাম মুসলিম রহ. এর ছাত্র আবু বকর ইবনে উখতে আবুন্ নজর এই হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, তখন মুসলিম রহ. জবাব দিয়েছেন,[১৫০] تريد احفظ من سليمان 'সুলায়মান হতে বড় হাফেজ চাচ্ছো?'

---

[১৪৭] تاويل قول عزووجل وا ذاقرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, ১/১৪৬,

[১৪৮] ইমাম তিরমিযী রহ. জামে' তিরমিযীতে (باب ماجاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا২/৭২) বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া হতে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর তখন জখম হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তিনি বসে বসে আমাদের ইমামতি করলেন। আমরা তার সঙ্গে বসে বসে নামাজ পড়লাম। তারপর তিনি ফিরে বললেন, ইমাম বানানো হয়েছে শুধু মাত্র তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং যখন ইমাম তাকবির বলবে, তখন তোমরাও তাকবির বলো। যখন রুকু করবে, তোমরাও রুকু করো। আর যখন মাথা উত্তোলন করবে, তোমরাও মাথা উত্তোলন করো। আর যখন سمع الله لمن حمده বলবে, ...। এ হাদিসটি ইমাম বোখারিও সহিহ বোখারিতে (১/১৫০) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৪৯] হাদিসটি ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে বর্ণনা করেছেন। (১/১৫,) বাবু সালাতিল কাইদ) এতে রয়েছে انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا واذا ركع فار كعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده الخ. -সংকলক।

[১৫০] মুসলিম : ১/১৭৪।

আনাস এবং আয়েশা রা. এর বর্ণনায় যদিও واذا قرأ فانصتوا বাক্য বিদ্যমান নেই[১৫১]; তবে এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেনোনা, হাদিস ভাণ্ডারে এমন অনেক অগণিত উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে কোনো সাহাবি একটি অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন, অন্য কেউ তা উল্লেখ করেননি। এমন স্থানগুলোর জন্যই প্রনয়ন করা হয়েছে زيادة الثقة مقبولة মূলনীতি।

আর কাতাদা হতে واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত অংশের বিবরণে সুলায়মান তায়মির এককত্বের বিষয়টি। বস্তুত তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সেকাহ এবং زيادة الثقة مقبولة এরই মূলনীতির আলোকে তার এককত্ব ক্ষতিকারক নয়। তাছাড়া হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর বর্ণনায় এই অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুলায়মান তায়মি একক নন।

উমর ইবনে আমের[১৫২], সাইদ ইবনে আবু আরূবা[১৫৩]-আবু উবায়দা[১৫৪] কাতাদা হতে এই অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করার ব্যাপারে সুলায়মান তায়মির মুতাবা'আত করেছেন[১৫৫]।

---

[১৫১] অবশ্য হজরত আনাস (রা.) -এর এই বর্ণনার একটি জয়িফ সূত্রে واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত শব্দ আছে। দ্র. কিতাবুল কেরাত -বায়হাকি : ১১৩, ১১৪, হাদিস নং ২৮৫। তবে ইমাম বায়হাকি রহ. এটি উল্লেখ করার পর বলেন, সুলায়মান ইবনে আরকাম এটির বিবরণে একক। তিনি পরিত্যাক্ত। আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনে মাইন প্রমুখ তাঁর সমালোচনা করেছেন।

অবশ্য কিতাবুল কেরাতেই (পৃষ্ঠা : ১১৩, নং ২৮৩) হজরত আনাস (রা.) এর আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে,

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ انا جعفر الخلدى نا الحسن بن على بن شبيب المعمرى نا احمد من المقدام نا الطفاوى حدثنا ايوب عن الزهرى عن انس (رضـــ) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا قرئ الامام فانصتوا-

এ বর্ণনাটিও দলিল পেশ করার মতো। এর ওপর উত্থাপিত প্রশ্নোত্তরের বিস্তারিত বিবরণ আহসানুল কালামে (১/২১৯)- ২২২) দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

[১৫২] সুনানে দারাকুতনি : (১/৩২০ باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة واختلاف الروايات), সুনানে কুবরা বায়হাকি ২/১৫৬ باب من قال يترك المامون القراءة فيما جهر فيه الامام بالقراءة , ছাপা, দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিনাত্য।

ইমাম দারাকুতনি এবং বায়হাকি রহ. যদিও উমর ইবনে আমের এবং সাইদ ইবনে আবু আরূবার বর্ণনায় সালেম ইবনে নূহকে জয়িফ সাব্যস্ত করে মুতাবা'আতকে অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন, তবে আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে (পৃষ্ঠা ৮৭) এবং মাওলানা সরফাজ খান সফদার আহসানুল কালামে (১/১৯২,১৯৩) এর নিরত্তরকারি-দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে সালেম ইবনে নূহের বর্ণনাকে প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেছেন। والله اعلم রশিদ আশরাফ সাইফি।

[১৫৩] ঐ

[১৫৪] আল্লামা নিমবি রহ. 'তা'লিকুত্ তা'লিকে' লিখেন, তারপর আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন, আমি সফল হয়েছি, সহিহ আবু আওয়ানাতে সুলায়মান তায়মির আরেকটি মুতাবে' পেয়ে গেছি। তিনি বলেন, حدثنا سهل بن بحر الجندسا بورى قال حدثنا عبد الله بن رشيد ثنا ابو عبيدة عن قتادة عن بونبى بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى تن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا امين، انظر اثار السنن ص ٨٧، باب فى ترك القراءة خلف الامام فى الجهرية -সংকলক।

[১৫৫] হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনার ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এতে واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত অংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু খালেদ আহমার একক। (আমরা বলবো) প্রথমত তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সেকাহ। তার এককত্ব ক্ষতিকর নয়।

শাহ সাহেব রহ. এ প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন, যার সারনির্যাস হলো, انما جعل الامام ليؤ تم به হাদিসটি বর্ণিত চারজন সাহাবি হতে- হজরত আবু হুরায়ারা, আবু মুসা আশআরি, আনাস এবং আয়েশা রা.। তার মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা ও আবু মুসা রা. এর হাদিসে واذا قرأ فانصتوا। অতিরিক্ত অংশ আছে। আর হজরত আনাস ও আয়েশা রা. এর হাদিসে এই অতিরিক্ত অংশ নেই। হাদিসগুলো তালাশ করার পর ও এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর জানা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসটি দু'বার বলেছেন। একবার واذا قرأ فانصتوا। ও তাতে শামিল ছিলো। আরেকবার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। প্রথমবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিস বলেছিলেন ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায়। যখন তিনি বসে নামাজ পড়িয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং নামাজের পর এ হাদিসটি বলেন। শেষে বলেন–واذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا، كما فى رواية[১৫৬]আর হজরত আনাস রা. এর বর্ণনার[১৫৭] শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون। এ স্থানে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল উদ্দেশ্য এই মাসআলা বর্ণনা করা ছিলো যে, যখন ইমাম বসে নামাজ পড়বে তখন মুক্তাদিদেরও বসে নামাজ পড়া উচিত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের সমস্ত রোকনগুলোর কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য অনেক রোকনের উল্লেখও এসে গেছে। সারকথা, সবগুলো রোকনের কথা বলা যেহেতু উদ্দেশ্য ছিলো না, তাই তখন তিনি واذا قرأ فانصتوا। বাক্য বলেননি। তারপর এ স্থানে যেহেতু হজরত আনাস ও হজরত আয়েশা রা. দুজনই উপস্থিত ছিলেন, তাই তাঁরা انما جعل الامام ليؤتم به হাদিসটিকে واذا قرأ فانصتوا। অতিরিক্ত শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। তখন আবু মুসা আশআরি এবং আবু হুরায়রা রা. মদিনা তায়্যিবায় হাজির ছিলেন না।

কেনোনা, ইবনে হাজার রহ. এর সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো পঞ্চম হিজরি সনে। তখন পর্যন্ত হজরত আবু হুরায়রা রা. ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। কেনোনা, তিনি মুসলমান হয়েছেন সপ্তম হিজরিতে। এমনভাবে হজরত আবু মুসা আশআরি রা.ও ছিলেন তখন হাবশায়। তিনিও সপ্তম হিজরিতে হাবশা হতে প্রত্যাবর্তন করেন। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আবু হুরায়রা রা. এবং আবু মুসা আশআরি রা. এ দুজনের কেউ অশ্ব হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না। যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাঁরা যে হাদিসটি বর্ণনা করছেন, সেটি ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনার অনেক পর অর্থাৎ, সপ্তম হিজরিতে অথবা তৎপরবর্তীতে বলা হয়েছিলো। আর তখন যেহেতু এই হাদিসের উদ্দেশ্য শুধু বসে নামাজ পড়ার কথা বর্ণনা করা ছিলো না; বরং এই মূলনীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, মুকতাদির জন্য আবশ্যক হলো, ইমামের

দ্বিতীয়ত সুনানে নাসায়িতে : ১/১৪৬, تاويل قول عز وجل واذا قرأ القران الخ শিরোনামের অধীনে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আল-আনসারি নামক একজন সেকাহ রাবি তার মুতাবাআত করেছেন। এ কারণেই ইমাম মুসলিম রহ. এর কাছে যখন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন তিনি বলেছেন, 'এটি আমার মতে সহিহ।' (মুসলিম : ১/১৭৪) মোটকথা, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিসটিও পরিষ্কার।

[১৫৬] সুনানে আবু দাউদ : ১/৮৯, باب الامام يصلى من قعود

[১৫৭] তিরমিযী : ১/৭২, ৭৩ باب ماجاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا

অনুসরণ করা, তাই তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত রোকনে অনুসরণের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন এবং واذا قرأ فانصتوا ও সংযুক্ত করেছেন। সুতরাং আনাস ও আয়েশা রা. এর হাদিসের ঘটনা সম্পূর্ণ পৃথক এবং এর পূর্বাপর সম্পর্কও সম্পূর্ণ আলাদা।

আবু হুরায়রা ও আবু মুসা আশআরি রা. এর হাদিসের পূর্বাপর সম্পর্ক ও ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম ঘটনায় واذا قرأ فانصتوا বর্তমান না থাকায় আবু মুসা এবং আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসেও এই অতিরিক্ত অংশটুকু জয়িফ[১৫৮] হবে- তা আবশ্যক হতে পারে না।

আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস

হানাফিদের তৃতীয় দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১৫৯] বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله، قال: إني أقول مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

হানাফিদের মাজহাবের ওপর এ হাদিসটি স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট করছে যে, ইমামের পেছনে কেরাত পাঠকে কোরআনের সঙ্গে বাদানুবাদ সাব্যস্ত করার পর সাহাবায়ে কেরাম ইমামের পেছনে কেরাত বর্জন করে দিয়েছিলেন। এই হাদিসে এই ব্যাখ্যাও হতে পারে না যে, এতে ইমামের পেছনে সূরা পড়তে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া নয়। কেনোনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে নিষেধের কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন, সেটি হলো, কোরআনের সঙ্গে বাদানুবাদ। আর এই কারণটি যেমনভাবে সূরা পাঠে বিদ্যমান এমনভাবে সূরা ফাতেহা পাঠেও বিদ্যমান। সুতরাং উভয়ের হুকুমও এক ধরনের।

প্রশ্ন : শাফেয়িদের পক্ষ হতে এ হাদিসের ওপর এই প্রশ্ন[১৬০] করা হয় যে, এটি ইবনে উকায়মা লাইছির ওপর নির্ভর করে, যিনি অজ্ঞাত। সুতরাং এই বর্ণনাটি দলিল পেশ করার মতো না।

---

[১৫৮] হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) এর বর্ণনায় واذا قرأ فانصتوا। অতিরিক্ত অংশটুকু যারা সহিহ মনে করেন, তাদের তালিকা কিতাবের সূত্রসহ 'আহসানুল কালাম ফী তরকিল কেরাতি খলফাল ইমামে' (১/২০৭,২০৮) দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[১৫৯] باب ماجاء فى ترك القرأءة خلف الامام اذا جهر بالقراءة তিরমিযী : ১/৬৫। তিরমিযী ব্যতীতও এই বর্ণনাটি হাদিসের অন্যান্য সেকাহ কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। দ্র. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৬৯, ترك القرأءة خلف الامام فيما جهرفيه নাসায়ি : ১/১৪৬ باب اذا ,ইবনে মাজাহ : ৬১, باب من رأ القراءة اذا لم يجهر সুনানে আবু দাউদ : ১/১২০ ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه باب من قال بترك المأموم الراءة فيما جهر فيه كتاب القراءة خلف, সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/১৫৭, قرء الامام فانصتوا جزء القراءة خلف الامام বায়হাকি : ১১৭, হাদিস নং ২৯৩, ছাপা ইদারা ইহইয়াউস্ সুন্নাহ, গুজরানওয়ালা। الامام بالقراءة الامام للبخارى পৃষ্ঠা : ৮১, হাদিস : ১৭৩, باب من نازع الامام القراءة فيما جهر لم يؤمر بالاعادة -সংকলক, আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র সুন্নতের খাদেম বানিয়ে দিন। হাদিসের তাখরিজের কাজ তার জন্য সহজ করে দিন।

[১৬০] দ্র. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/১৫৯, باب من قال بترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام بالقراءه-সংকলক।

জবাব : ইবনে উকায়মা লাইছি সেকাহ রাবি এবং বহু মুহাদ্দিস তাকে সেকাহ[১৬১] বলেছেন। মূলনীতি হলো, যদি কোনো রাবিকে মুহাদ্দিসিনে কেরাম সেকাহ বলেন, তবে তার ওপর অজ্ঞাত থাকার অভিযোগ অবশিষ্ট থাকে না। ইবনে উকায়মা অজ্ঞাত নন, তিনি সেকাহ। এর জন্য এর চেয়ে বড় দলিল কি হতে পারে যে, মালেক রহ. মুয়াত্তায়[১৬২] তার এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মুয়াত্তার সবগুলো বর্ণনা বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন : শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এ হাদিসের ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপন করেছেন যে, এতে فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم বাক্যটি ইমাম জুহরি রহ. কর্তৃক প্রবিষ্ট (মুদরাজ)।

জবাব : প্রথমত যদি মেনে নেই, এটা জুহরি রহ. এরই বক্তব্য। তবুও স্পষ্ট এটাই যে, জুহরি রহ. এই কথাটি সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখেই বলে থাকবেন। দ্বিতীয়ত বাস্তব ঘটনা হলো, এটা জুহরি রহ. এর প্রবিষ্ট বাক্য নয়। বরং আবু হুরায়রা রা. এর বক্তব্য। যেমন, আবু দাউদে[১৬৩] ইবনুস্ সার্হের সূত্রে স্পষ্ট বর্ণনা আছে,

وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال أبو هريره (رضــ) فانتهى الناس–

কারো কারো এই বাক্যটি জুহরি রহ. কর্তৃক মুদরাজ তথা প্রবিষ্ট হওয়ার যে বিভ্রান্তি লেগেছে এর মূল কারণও আবু দাউদের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। আবু দাউদ রহ. সামনে গিয়ে বলেন,

قال سفيان وتكلم الزهرى بكلمة لم اسمعها فقال معمر انه قال فانتهى الناس

সুফিয়ান রহ. বলেন, যখন ইমাম জুহরি রহ. নিজ হালকায়ে দরসে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তখন من لى أنازع القران এর পরবর্তী বাক্যটি আমি শুনতে পারিনি। তখন আমি আমার সহপাঠি মা'মার হতে জিজ্ঞেস করলাম যে, উস্তাদ কী বলেছেন? জবাবে মা'মার বললেন, انه قال فانتهى الناس যেহেতু মা'মার জবাবে এই বক্তব্যটির সম্বোধন জুহরি রহ. এর প্রতি করেছেন সেহেতু অনেকে বুঝে নিয়েছেন যে, এটা ইমাম জুহরি রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবে এটা আবু হুরায়রা রা. এর বক্তব্য।

---

[১৬১] মারদীনী রহ. বলেছেন, তার হাদিস ইবনে হাব্বান সহিহ ইবনে হাব্বানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এই রাবির নাম উমারা এবং আমরও বলা হয়। এ হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন এবং এর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এটা ইমাম আবু দাউদের মতে এর হাসান হওয়ার দলিল। যেমন পূর্বেই জানা গেছে। কামাল-আবদুল গনিতে আছে, ইবনে উকায়মা হতে মালেক ও মুহাম্মদ ইবনে আমর হাদিস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে সা'দ রহ. বলেছেন, তিনি ১০১ হিজরিতে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। ইবনে আবু হাতেম বলেন, আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, তাঁর হাদিস সহিহ। তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য। ইবনে হাব্বান সহিহ ইবনে হাব্বানে বলেছেন, তাঁর নাম আমর। তিনি এবং তাঁর ভাই উমর সেকাহ। ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, তাঁর হতে মুহাম্মদ ইবনে আমর প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব তাঁর হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন -এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তামহিদ নামক গ্রন্থে আছে, তিনি সাইদ ইবনুল মুসায়্যিবের মজলিসে হাদিস বর্ণনা করতেন। তখন সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব তার হাদিস বিবরণ আগ্রহ সহকারে শুনতেন। قال هو ابن شهاب وذلك يدل على جلالته عندهم وثقته انتهى كلامه এগুলো সব এই রাবি যে অজ্ঞাত নন তা দলিল করছে। আল্লামা মারদীনির আলোচনা এখানে সমাপ্ত হলো। -আল জাওহারুন্ নাকি ফি যায়লি সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকি : ২/১৫৮, باب من قال يترك المامום القراءة-রশিদ আশরাফ।

[১৬২] পৃষ্ঠা : ৬৯, ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه

[১৬৩] ১ম খণ্ড : ১২০, باب من رأى القراءة اذالم يجهر

দ্বিতীয়তো فانتهى الناس عن القراءة বাক্যটির ওপর হানাফিদের দলিল মওকুফ না। বরং তাদের দলিল مالى أنازع القران দ্বারাই পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন : তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন এ হাদিসের ওপর করেছেন ইমাম তিরমিযী রহ. যে, স্বয়ং আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে বলেছেন– إقرأ بها فى نفسك[১৬৪]

জবাব : তবে এর বিস্তারিত জবাব পেছনে দেওয়া হয়েছে। শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের ওসুল অনুযায়ী তো ইমাম তিরমিযী রহ. এর প্রশ্ন কোনো ক্রমেই বিশুদ্ধ হয় না। কেনোনা, শাফেয়িদের ওসুল হলো, العبرة بما روى لا بما رأى অর্থাৎ, যদি রাবির ফতওয়া তার বর্ণিত হাদিসের খেলাফ হয় তাহলে শাফেয়িগণ হাদিসের ওপর আমল করেন, ফতওয়া ছেড়ে দেন।

জাবের রা. এর হাদিস

হানাফিদের চতুর্থ দলিল জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদিস,

قال [১৬৫] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

'যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।'

এই হাদিসটি সহিহ এবং হানাফিদের মাজহাবের ওপর স্পষ্টও। কেনোনা, এখানে একটি ব্যাপক মূলনীতিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তার কেরাতের প্রয়োজন নেই। তারপর এই হাদিসে ব্যাপক কেরাতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পাঠ উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং উভয়টিতে ইমামের কেরাত হুকমি ভাবে মুক্তাদির কেরাত মনে করা হবে। কাজেই মুক্তাদির কেরাত তরক لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এর অধীনে আসে না।

হানাফিদের এই দলিলের ওপর একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে–

প্রশ্ন : প্রথম প্রশ্ন এই উত্থাপন করা হয় যে, এটাকে হাফেজে হাদিসগণ জাবের রা. এর ওপর মওকুফ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, কোনো শক্তিশালী এবং সেকাহ রাবি এটাকে মারফূ' আকারে উল্লেখ করেননি।

জবাব : ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি এবং শরিক রহ. প্রমুখ এটাকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেন।[১৬৬] সুতরাং এই প্রশ্নটি ধর্তব্য না।

---

[১৬৪] সুনানে তিরমিযী : ১/৬৫, باب ماجاء فى ترك القراءة خلف الامام اذا جهر بالقراءة

[১৬৫] শব্দগুলো সুনানে ইবনে মাজার : ৬১, باب اذا قرأ الامام فانصتوا। এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও মুয়াত্তায় (পৃষ্ঠা : ৯৮,৯৯, باب القراءة فى الصلوة خلف الامام) বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবু শায়বা তার মুসান্নাফে (১/৩৭৬ باب ذكره خلف الا مام), আবদুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে (২/১৩৬, হাদিস নং ২৭৯৭ باب القراءة خلف الامام) তাহাবি শরহে মা'আনিল আছারে (১/১০৬ باب قراءة خلف الامام) ছাপা, রহীমিয়া দেওবন্দ, বায়হাকি সুনানে কুবরায় (২/১৬০ باب من قال لايقرأ خلف الامام على الاطلاق), বায়হাকি কিতাবুল কেরাত খলফাল ইমামে (১২৪) ছাপা, ইদারায়ে ইহইয়াউস্ সুন্নাহ, গুজরানওয়ালা باب ذكر اخبار يحتج بها من زعم ان لاقراءة خلق الامام بحال و ذكر خبر ورد فيه عن جابر بن عبد الله الخ দারাকুতনি তার সুনানে (باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له الامام الخ ১/৩২৩-৩২৫)। -সংকলক।

[১৬৬] আল্লামা আলুসি রহ. রূহুল মা'আনিতে বলেছেন (৫ম খণ্ড, নবম পারা, পৃষ্ঠা : ১৫১, সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২০৪) এঁরা সুফিয়ান, শরিক, জারির, আবু জুবায়র বিশুদ্ধ সূত্রে এ হাদিসটি মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। কাজেই যারা মারফূ' আকারে বর্ণনা

প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে[১৬৭] বর্ণিত। আর আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের শ্রবণ হজরত জাবের রা. হতে প্রমাণিত নয়।

জবাব : আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. সাহাবি। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আল ইসাবায় লিখেছেন, له رؤية তথা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি হজরত জাবের রা. এর সমকালীন। যদিও ছোট সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এই হাদিসটি মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ। আর যদি মেনে নেই, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের শ্রবণ হজরত জাবের রা. হতে হয়নি। তবুও সর্বোচ্চ এ হাদিসটি মুরসাল হবে সাহাবির থেকে। আর সাহাবির মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে দলিল।

প্রশ্ন : তৃতীয় প্রশ্ন দারাকুতনি[১৬৮] ইত্যাদিতে এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ-আবুল ওয়ালিদ-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত আছে। এতে বোঝা যায়, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. এই হাদিসটি সরাসরি জাবের রা. হতে শুনেননি। বরং মাঝখানে আবুল ওয়ালিদের মাধ্যম রয়েছে। আর আবুল ওয়ালিদ অজ্ঞাত।

জবাব : আবুল ওয়ালিদ স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের উপনাম। মূলত বর্ণনাটি ছিলো এমন- عن عبد الله ابن شداد عن ابى الوليد عن جابر بن عبد الله কোনো লিপিকার ভুলে আবুল ওয়ালিদের পূর্বে عن শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বাস্তবতা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ এবং হজরত জাবের রা. এর মাঝখানে কোনো মাধ্যম নেই।

প্রশ্ন : চতুর্থ প্রশ্ন এই করা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা[১৬৯], হাসান ইবনে উমারা[১৭০], লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম[১৭১] অথবা জাবের জু'ফির৪[১৭২] ওপর এ হাদিসটি নির্ভর করে। এঁরা সবাই জয়িফ।

জবাব : আবু হানিফা রহ.কে জয়িফ সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত এই প্রশ্নটি যে, জয়িফ এটা বিবরণের অপেক্ষা রাখে না। এর বিস্তারিত খণ্ডন ভূমিকায় করা হয়েছে। যার সারনির্যাস হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে সমালোচনা বস্তুত স্বয়ং সমালোচককে সমালোচিত করে। আর হাসান ইবনে উমারা বিতর্কিত রাবি। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, তার হাদিস হাসানের স্তর হতে নিম্ন পর্যায়ের নয়। আর লাইছ ইবনে আবু সুলাইয়মও বিতর্কিত রাবি।

করেননি তাদের মধ্যে গণ্য করা বাতিল। আর যদি সেকাহ রাবি এককভাবে বর্ণনা করেন, তবুও সেটা গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেনোনা, মারফূ' আকারে বর্ণনা করা এটি এক প্রকার অতিরিক্ত বিবরণ। আর সেকাহ রাবির অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যখন কোনো রাবি এককভাবে বিবরণ দিবেন না, তখন কিরূপে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে? -সংকলক।

[১৬৭] সুনানে দারাকুতনি : ১/৩২৩, باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام الخ

[১৬৮] ১/৩২৫, হাদিস নং ৪।

[১৬৯] ইমাম দারাকুতনি সুনানে দারাকুতনিতে (১/৩২৩) باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام الخ শিরোনামের অধীনে ইমাম আবু হানিফা সূত্রে হজরত জাবের (রা.) -এর ওপরযুক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, لم يسنده عن موسى بن عائشة غير ابى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان তথা মুসা ইবনে আবু আয়েশা হতে এই হাদিসটি আবু হানিফা এবং হাসান ইবনে উমারা ব্যতীত আর কেউ মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি। আর এঁরা দুজনই জয়িফ। -সংকলক।

[১৭০] সুনানে দারাকুতনি : ১/৩২৫, নং ৫।

[১৭১] যেমন কিতাবুল কেরাত লিল বায়হাকির বর্ণনায় রয়েছে (১৩২, হাদিস নং ২১৯, ২২০, ২২১), ইমাম বায়হাকি রহ. এই হাদিসটি লাইছ ও জাবের ইবনে ইয়াজিদ আল-জু'ফি সূত্রে বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম হতে হাদিস বর্ণনা করতেন না।' ইয়াহইয়া ইবনে মাইন বলেছেন, 'লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম জয়িফ।' আর জাবের ইবনে ইয়াজিদ আল-জু'ফি সম্পর্কে একদল হাফেজ সমালোচনা করেছেন। -রশিদ আশরাফ

[১৭২] ঐ

আল্লামা হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদের বিভিন্ন স্থানে তাকে সেকাহ বর্ণনাকারি বলেছেন। বলেছেন,[১৭৩] ثقة مدلس (তিনি সেকাহ মুদাল্লিস)। আর ইমাম তিরমিযী রহ.ও বাবুত্ তামাত্তুয়ের[১৭৪] অধীনে তার হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন[১৭৫]। সুতরাং তার হাদিস হাসান অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের নয়। পক্ষান্তরে জাবের জু'ফি নিঃসন্দেহে জয়িফ[১৭৬] বর্ণনাকারি। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহ. তাকে জয়িফ বলেছেন[১৭৭]। তবে হাদিসটি এর ওপর নির্ভর করে না। বরং আমাদের কাছে এই হাদিসটির বহু সূত্র এমন রয়েছে যেগুলোতে না জাবের জু'ফি রহ. এর মাধ্যম আসে, না ওপরযুক্ত অন্য কোনো বিতর্কিত রাবির, না আবু হানিফা রহ. এর। কয়েকটি সূত্র নিম্নেযুক্ত,

১. মুসান্নাফে প্রথম সূত্রটি [১৭৮] ইবনে আবু শায়বাতে রয়েছে,

حدثنا مالك بن اسمعيل عن حسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له امام فقراءته له قراءة.

প্রশ্ন : হাসান ইবনে সালেহ আবু জুবায়র হতে (হাদিস) শুনেননি।

জবাব : হাসান ইবনে সালিহের জন্ম হয় ১০০ হিজরিতে। আর আবু জুবাইরের ওফাত হয় ১২৮ হিজরিতে। সুতরাং উভয়ে সমকালীন বলে প্রমাণিত হলো। এটা ইমাম মুসলিম রহ. এর মতে হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২. এই হাদিসের দ্বিতীয় সূত্র মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদে[১৭৯] নিম্নেযুক্ত,

حدثنا ابو نعيم حدثنا الجسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم الخ.

এটাকে আলুসি রহ. মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

৩. মুসনাদে আহমদ ইবনে মানি'য়ে[১৮০] এ হাদিসটি নিম্নেযুক্ত সনদে রয়েছে,

اخبرنا اسحاق الازرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر (رضـــ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.

---

[১৭৩] এজন্য একটি হাদিসের অধীনে ইমাম হায়ছামি রহ. বলেন, তাতে লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম রয়েছেন। তিনি সেকাহ তবে মুদাল্লিস। এর পরবর্তী বর্ণনার অধীনে বলেন, এ হাদিসটি তাবারানি কাবিরে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। শুধুমাত্র লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম ব্যতীত, তিনি সেকাহ তবে মুদাল্লিস।... ...। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৬, باب فى المساجد المشرفة والمز ينة -সংকলক।

[১৭৪] তিরমিযী : ১/১৩২, হজ পর্ব।

[১৭৫] তিরমিযী : ২/১৯৯, باب منه بعد باب ماجاء فيمن يقرأ من القران عند المنام -সংকলক।

[১৭৬] হায়ছামি রহ. একটি বর্ণনার অধীনে লিখেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাবারানি কাবিরে। এতে রয়েছেন, জাবের আল-জু'ফি, শু'বা, সাওরি, জুহাইর ইবনে মুআবিয়া তাকে সেকাহ বলেছেন। তিনি মুদাল্লিস। লোকজন তাকে জয়িফও বলেছেন। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১০৯, باب فى بسم الله الرحمن الرحيم সংকলক।

[১৭৭] তিনি বলেছেন, তার চেয়ে বড় মিথ্যুক আর আমি দেখিনি। -আসনাল মাতালিব ফী আহাদিসা মুখতালিফাতিল মারাতিব। পৃষ্ঠা : ২৫৮, হরফ 'লা'। -সংকলক।

[১৭৮] من كره القراءة خلف الامام, ১/৩৭৭

[১৭৯] আহসানুল কালাম : ১/২৭৮, তাযকেরাতুল হুফ্ফাজের (১/১১৯) বরাতে।

[১৮০] রূহুল মা'আনি : ৫/১৫১, নবম পারা, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ২০৪, ফাতহুল ক্বাদির : ১/২৩৯, فصل فى القراءة، باب صفة الصلوة

এই সনদটি سلسلة الذهب তথা সোনালী ধারা এবং বোখারি মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ। কেনোনা, ইসহাক আল-আজরাক সহিহ বোখারি মুসলিমের রাবি। সুফিয়ান সাওরি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। শরিক[১৮১] মুসলিমের রাবি। আর মুসা ইবনে আবু আয়েশা সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ সেকাহ রাবি।

৪. এই হাদিসটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৮২] বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شدادبن الهاد الليثى قال صلى النبى صلى الله عيه وسلم الظهر او العصر فدخل رجل يقرأ خلف النبى صلى الله عليه وسلم ورجل ينهى فلما صلى قال يا رسول الله كنت اقرأ وكان هذا ينهانى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة.

এই বর্ণনা দ্বারাও বোঝা যায় যে, এই হুকুমটি জোরে ও আস্তে কেরাত বিশিষ্ট উভয় প্রকার নামাজের জন্য আম।

সূত্রগুলো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। এগুলোর কোনোটিতে জাবের জু'ফি, হাসান ইবনে উমারা, লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সূত্রও আসেনি। তাছাড়া আমরা পূর্বে আরজ করেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সেকাহতার ওপর কোনো আপত্তি তোলা যায় না। তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করা মানে সমালোচকের গাম্ভীর্যকেই আহত করা। সুতরাং তার বর্ণনার ওপরও সন্দেহ করা যায় না।

আবু হানিফা রহ. হজরত জাবের রা. এর হাদিস জাবের জু'ফি এবং এ ধরণের জয়িফ বারিদের সূত্র ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।[১৮৩]

এবং জাবের রা. এর একটি বক্তব্য দ্বারা তার হাদিসের সমর্থন হয়। ইমাম তিরমিযী[১৮৪] রহ. বলেন,

حدثنا اسحق بن موسى النصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله يقول [١٨٥] من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل الا ان يكون وراء الامام، هذا حديث حسن صحيح-

---

[১৮১] ফাতহুল ক্বাদির-শায়খ ইবনুল হুমাম : ১/২৩৯ فصل فى القراءة باب صفة الصلوة রূহুল মা'আনি ৫ম খণ্ড, নবম পারা, পৃষ্ঠা ১৫১, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ২০৪।

[১৮২] উক্ত সনদে হজরত জাবের (রা.) এর হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইলাউস্ সুনান গ্রন্থকার তার কিতাবে (৪/৭ باب قوله تعالى واذا قرئ القران الخ) বলেছেন, শরিক বিতর্কিত রাবি। ইমাম মুসলিম রহ. মুতাবে'আতে তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাওরি তাঁর মুতাবা'আত করেছেন, ... ।-সংকলক।

[১৮৩] দ্র. ইমাম মুহাম্মদ : ৯৮, باب القراءة فى الصلوة خلف الامام وغيره

[১৮৪] সুনানে তিরমিযী : ১/৬৬, باب ماجاء فى ترك القراءة خلف الامام اذا جهر بالقراءة

[১৮৫] ইমাম তাহাবি রহ. এটাকে মারফু' আকারেও বর্ণনা করেছেন। যার সনদ নিম্নেযুক্ত- حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم الخ শরহে মাআনিল আছার : ১/১০৯ باب القراءة خلف الامام। -সংকলক।

এই হাদিসটির একটি শাহিদ আহকার খতিবে বাগদাদির তারিখে বাগদাদে[১৮৬] পেয়েছে। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ফুজালা আল-মারওয়াজির জীবনীতে এই হাদিসটি হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ নিম্নেযুক্ত,

اخبرنى ابو القاسم الازهرى نا على بن عمر الختلى نا ابو جعفر محمد بن أحمد بن محمد فضالة المروزى ناالحمد بن على ابن سلمان المروزى نا محمد بن عبدة نا خارجة عن ايوب عن نافع عن ان ابن عمر (رضــ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام الخ.

এর সনদে খারিজা পর্যন্ত সমস্ত রাবি সেকাহ। এর নীচের রাবিদের সম্পর্কে আহকারের তাহকিকের সুযোগ হয়নি। তবে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে[১৮৭] হজরত ইবনে উমর রা. এর এই আছরটি বর্ণিত আছে, من صلى خلف الامام كفته قراءته 'যে ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে তার কেরাত তার জন্য যথেষ্ট হবে।'

এর দ্বারা বোঝা যায় ইবনে উমর রা. এর ওপরযুক্ত হাদিসটি[১৮৮] ভিত্তিহীন নয়। এবং এটাকে শাহিদরূপে পেশ করা যায় জাবের রা. এর হাদিসের জন্য।[১৮৯]

---

[১৮৬] ১/৯৭, ৯৮।

[১৮৭] পৃষ্ঠা : ৯৭,৯৮, باب القراءة فى الصلوة خلف الامام

[১৮৮] হজরত ইবনে উমর (রা.) এর এই হাদিসটি ইমাম বায়হাকি রহ. ও কিতাবুল কেরাতে (১৫৭,১৫৮) হাদিস নং ৩৭৪, ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الامام وبيان ضعفه وخطا من أخطأ فى رفعه এর অধীনে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন,

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرنى ابو عبد الله الحسين بن ومحمد الهروى ثنا ابو بكر أحمد بن محمد بن عمر ثنا ابو عبد الرحمن بن احمد بن محمد التميمى نا سعيد بن سعيد ابو محمد حفظا نا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم من كان له امام الخ.

ইমাম বায়হাকি রহ. এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলেন,

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا عبد الله الهروى يقول سمعت المنكدرى يقول سمعت ابا عبد الر حمن التميمى يقول هذا استخير الله تعالى عن اضرب على حديث سويد كله من اجل هذا الحديث الواحد فى القراءة خلف الامام قال الامام احمد سويد بن سعيد تغير فى آخر عمره وكثرت المنا كير فى حديثه وهذا الحديث عند اصحاب عبيد الله ابن عمر موقو فا غير مرفوع انتهى كلام البيهقى.

তবে 'আহসানুল কালামে' (১/২৯৫,২৯৬) মাওলানা সরফরায খান সফদার দা. বা. এর বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। যার সারমর্ম হলো, সুয়াইদ ইবনে সাইদ সেকাহ রাবি। অধিকাংশ আলেম তাকে সেকাহ বলেছেন। যেমন ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, আল্লামা জাহাবি, আল্লামা বাগবি, সালেহ জাজরা, মুহাদ্দিস আজালি এবং ইমাম দারাকুতনি প্রমুখ বরং মাসলামা ইবনে কাসিম তাকে দুইবার সেকাহ বা সেকাহ সাব্যস্ত করেছেন। মায়মূনি ইমাম আহমদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তার মধ্যে কারো কথা আমি জানতে পারিনি। এর বিপরীত হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তি যদিও তার সমালোচনা করেছেন, তবে এর কারণে বেশির চেয়ে বেশি তিনি বিতর্কিত রাবি পরিগণিত হবেন এবং অধিকাংশের সেকাহ বলার আলোকে তার হাদিস কমপক্ষে হাসান অবশ্যই হবে। والله اعلم - রশিদ আশরাফ।

[১৮৯] তাছাড়া ইমাম তাবারানি রহ. মু'জামে কাবিরে হজরত আবুদ্ দারদা (রা.) এর বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। এটাকেও শাহেদ বরং স্বতন্ত্র দলিল রূপে পেশ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : নাসায়ি এবং দারাকুতনি, বায়হাকি রহ. এর ওপর প্রশ্ন উঠান যে, এ হাদিসটি হজরত আবুদ্ দারদা রহ. এর ওপর মওকুফ। এটিকে জায়দ ইবনে হুবাব ভুল করেছেন মারফু' আকারে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

জবাব : তবে এই প্রশ্নটি কোনো ক্রমেই যথার্থ নয়। কেনোনা, জায়দ ইবনে হুবাব সর্বসম্মতিক্রমে সেকাহ। তাই যদি তিনি একাই এটাকে মারফু' বর্ণনা করতেন, তবুও এ হাদিসটিকে মারফু' মনে করা যেতো। অথচ এই হাদিসটিকে মারফু' আকারে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি একাও নন। কেনোনা, লাইছের মুন্শী আবু সালেহও এটাকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেন। দ্র. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/১৬২। বিস্তারিত জবাবের জন্য দেখুন আহসানুল কালাম : ১/২৯১, ২৯২।

সারকথা, জাবের রা. এর হাদিস নিঃসন্দেহে সহিহ এবং প্রমাণিত। এর ওপর উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্ন জয়িফ এবং অবাঞ্ছিত। বিভিন্ন সূত্র এবং মুতাবি' ও শাহিদের বর্তমানে এই বর্ণনাটিকে জয়িফ অথবা অদলিল পেশ করার মতো সাব্যস্ত করা ইনসাফ হতে অনেক দূরে।

হানাফিদের মাজহাব ও সাহাবায়ে কেরামের আছর

বিতর্কিত মাসআলাগুলোতে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত খলিফা হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের মাজহাব ও মা'মুল কী এ সম্পর্কে ছিলো? এই দৃষ্টিকোণ হতে যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলেও হানাফিদের পাল্লা ভারি দেখা যায়। অনেক সাহাবায়ে আছর তাদের সমর্থনে পাওয়া যায়।

উমদাতুল কারিতে আইনি রহ. লিখেছেন যে, ইমামের পেছনে কেরাত পরিহারের মাজহাব প্রায় ৮০জন সাহাবি হতে প্রমাণিত। তার মধ্যে অনেক সাহাবি এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। অর্থাৎ, চার খলিফা[১৯০]

وعن ابى الدرداء (رضـــ) قال سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فى كل صلوة قراءة؟ قال نعم فقال رجل من القوم وجب هذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما ارى الامام اذا قرء الا كان كافيا.

আল্লামা হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে (২/১১০ باب القراءة فى الصلوة) এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন- 'আমি বলব, ইবনে মাজাহ রহ. আবুদ্ দারদা (রা.) সূত্রে وجب هذا। পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানি কাবিরেও এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান। সুনানে দারাকুতনি (১/৩৩২,৩৩৩, باب من ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام الخ) এর অধীনে ইমাম দারাকুতনি রহ.ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যাতে হজরত আবুদ্ দারদা (রা.) বলেন, فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اقرب القوم اليه ما ارى الامام اذا ام القوم الا كفاهم হজরত আবু দারদা (রা.) -এর এ বর্ণনাটিকে ইমাম নাসায়ি রহ. নিজ সুনানে (১/১৪৬ اقتداء المأموم بقراءة الامام) এর অধীনে এবং ইমাম বায়হাকি রহ. সুনানে কুবরায় (২/১৬২ باب من قال لا يقرأ خلف الامام على الاطلاق) এর অধীনে বর্ণনা করেছেন।

[১৯০] ইমাম আবদুর রাজ্জাক বলেন, اخبرنى موسى عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر و عمر وعثمان (رضـــ) كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২/১৩৯ নং ২৮১১০ باب القراءة علف الامام) তাছাড়া এই মুসান্নাফেই (২/১৩৯, নং ২৮০৬) অপর একটি আছর বর্ণিত আছে,

عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال قال على (رضـــ) من قرء مع الامام فليس على الفطرة قال وقال ابن مسعود (رضـــ) ملئ فوه ترابا قال وقال عمر بن الخطاب ليس وددت ان الذى يقرأ خلف الامام فى فيه حجر ' رشيد اشرف زاده الله علما و عملا-

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ[১৯১], সা'দ ইবনে আবু[১৯২] ওয়াক্কাস, জায়দ[১৯৩] ইবনে সাবেত, জাবের[১৯৪], আবদুল্লাহ ইবনে উমর[১৯৫], আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস[১৯৬] রা. প্রমুখ।

هذا أخر ما اردنا ايراده فى هذا الباب ولهذا البحث تفاصيل مطولة مبسوطة فى موضعها[١٩٧] وفى هذا القدر كفاية للطالبين ان شاء الله تعالى والله الموفق للصواب.

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ : ইমাম সশব্দে কেরাত পড়লে তখন কেরাত না পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৭১)

٣١٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنِّيْ أَقُوْلُ مَالِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!

---

[১৯১] عن ابى وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود (رضــ) قال اقرأ خلف الامام قال انت للقرأن فان فى الصلوة شغلا وسيكفيك ذلك الامام। হায়ছামি রহ. এই হাদিসটি তাবারানি কাবির ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ (২/১১০,১১১ باب القراءة فى الصلوة) -সংকলক।

[১৯২] তাঁর আছর মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে (১০১,১০২ باب القراءة فى الصلوة خلف الامام) বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, وددت ان الذى يترأ خلف الامام فى فيه جمرة এর সনদ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আহসানুল কালামে (১/৩১৬, ৩২০) দ্রষ্টব্য।

[১৯৩] حدثنا عمر بن محمد نعيم بن زبدعن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحدث عن جده قال من قرأ خلف الامام فلا صلوة له মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (১০২) باب القراءة فى خلف الامام-সংকলক।

[১৯৪] مالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام اقران فلم يصل الا وراء الامام মুয়াত্তা ইমাম মালেক (৬৬ باب ماجاء فى ام القران) -সংকলক।

[১৯৫] مالك عن ابى نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ قال قال وكان عبد الله بن عمر لايقرأ خلف الامام মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৬৮, ترك القراءة خلف الامام فيما جهرفيه -রশিদ আশরাফ।

[১৯৬] عن ابى جمرة قال قلت لابن عباس (رضــ) اقرأ والامام بين يدى؟ قال لا শরহে মা'আনিল আছার : (১/১০৮) باب القراءة خلف الامام রশিদ আশরাফ وفق الله لخدمة السنة المطهرة

[১৯৭] এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য- ১. ই'লাউস্ সুনান : ৪/৪২-১১৭, باب قوله تعالى واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا الخ ২. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/১৮৩-২৯০, باب ماجاء فى القراءة خلف الامام ৩. ফাতেহাতুল কালাম ফিল কেরাতি খলফাল ইমাম (উর্দু) -ই'লাউস্ সুনান গ্রন্থকার, ৪. আহসানুল কালাম ফি তরকিল কেরাতি খলফাল ইমাম (উর্দু)-মাওলানা মুহাম্মদ সরফরায খান সফদার (মু.)। -সংকলক।

قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

৩১২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশব্দে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ হতে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি আমার সঙ্গে এখন কেরাত পড়েছে? জবাবে এক ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, আমি বলছিলাম, কি ব্যাপার আমার সঙ্গে কোরআন নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে! বর্ণনাকারি বলেন, এরপর হতে লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নামাজে সশব্দে কেরাত পড়তেন সেগুলোতে তাঁর সঙ্গে কেরাত পড়া হতে বিরত থাকলেন যখন হতে তাঁরা তাঁর কাছে এ কথা শ্রবণ করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে মাসউদ, ইমরান ইবনে হুসাইন ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। ইবনে উকায়মা লাইছির নাম উমারা। তাকে আমর ইবনে উকায়মাও বলা হয়। এ হাদিসটি জুহরির অনেক ছাত্রও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ অংশটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন, 'জুহরি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যখন তারা এ কথাটি শুনলেন, তখন লোকজন কেরাত হতে বিরত রইলেন।' যারা ইমামের পেছনে কেরাতের মত পোষণ করেন তাদের মতের ক্ষেত্রে এ হাদিসটির কোনো দখল নেই। কেনোনা, আবু হুরায়রা রা.ই এ হাদিসটি নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যে সূরা ফাতেহা ব্যতীত কোনো নামাজ পড়বে সেটি অসম্পূর্ণ-পূর্ণাঙ্গ নয়। হাদিস বর্ণনাকারি তাকে বললেন, আমি তো কখনও ইমামের পেছনে থাকি? জবাবে তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বললেন, তুমি মনে মনে তা পাঠ করো। আবু উসমান নাহদি আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত কোনো নামাজ হয় না। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই মত পছন্দ করেছেন।

ইমাম যখন সশব্দে কেরাত পড়বে তখন মুক্তাদি কেরাত পড়বে না এবং তাঁরা বলেছেন, ইমামের নীরবতাগুলোর অনুসরণ করবে (তথা ইমাম যখন নীরবতা অবলম্বন করবেন তথা আয়াত পড়ে পড়ে থামবেন সেই ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাদিরা সূরা ফাতেহা পড়বে।) ইমামের পেছনে কেরাত পড়া নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মত হলো, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া। এমতই পোষণ করেন মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইমামের পেছনে কেরাত পড়ি। লোকজনও পড়ে। ব্যতিক্রম শুধু কুফার অধিবাসী একটি সম্প্রদায়। আমি মনে করি যে কেরাত পড়বে না তার নামাজও বৈধ।

সূরা ফাতেহা পাঠ তরক করার ব্যাপারে একদল আলেম কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যদিও ইমামের পেছনেই হোক না কেনো। তাঁরা বলেছেন, সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত নামাজ যথেষ্ট হবে না। চাই একাকি হোক কিংবা ইমামের পেছনে। তাঁরা নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর বর্ণনাটিকে মাজহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। উবাদা ইবনে সামেত রা. নবীজির পর ইমামের পেছনে কেরাত পড়েছেন এবং নবীজির বাণী-لاصلوة الا بقراءة فاتحة الكتاب এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শাফেয়ি, ইসহাক

রহ. প্রমুখ এমতই পোষণ করেন। তবে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, নবীজির বাণী لا صلوة الا بقراءة بفاتحة الكتاب এর উদ্দেশ্য হলো, যখন সে একাকি থাকবে। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। কেনোনা, তিনি বলেছেন, যে সূরা ফাতেহা না পড়ে একটি রাকাত পড়লো সে নামাজই পড়লো না। তবে যদি ইমামের পেছনে থাকে। আহমদ রহ. বলেছেন, ইনি নবীজির একজন সাহাবি। তিনি এর রাবি। তিনি لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন মুসল্লি একা হবে। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ রহ. ইমামের পেছনে কেরাতকে পছন্দ করেছেন এবং ফাতেহা তরক না করার বিষয়টি অবলম্বন করেছেন ইমামের পেছনে হলেও।

٣١٣- عَنْ أَبِيْ نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ.

৩১৩। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, ইমামের পেছনে থাকা ব্যতীত অন্য সময় কেউ যদি একটি রাকাত সূরা ফাতেহা ব্যতীত আদায় করে তবে তার নামাজই হলো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ প্রসংগ : মসজিদে ঢুকার সময় কী বলবে? (মতন পৃ. ৭১)

٣١٤- عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى رضـ قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ، وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ".

৩১৪। **অর্থ :** ফাতেমা আল-কুবরা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك আর যখন মসজিদ হতে বের হতেন তখনও সালাত ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٣١٥- وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ. قَالَ: "كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ بَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ لِيْ بَابَ فَضْلِكَ".

৩১৫। **অর্থ :** হজরত ইসমাইল বলেছেন, তারপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ফলে তিনি আমার কাছে এ হাদিসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, যখন তিনি প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন رب افتح لي باب فضلك আর যখন বের হতেন, তখন বলতেন رب افتح لي باب فضلك-رب افتح لي باب فضلك।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ফাতেমা রা. এর হাদিসটি حسن। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। হুসাইন রা. এর কণ্যা ফাতেমাতুল কুবরা রা.কে পাননি। ফাতেমা রা. তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ–১১৮ প্রসংগ : কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু'রাকাত নামাজ পড়বে (মতন পৃ. ৭১)

٣١٦– عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

৩১৬। **অর্থ :** হজরত আবু কাতাদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন যেনো বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত জাবের, আবু উমামা, আবু হুরায়রা, আবু জর ও কাব ইবনে মালেক রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু কাতাদা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে আজলান সহ আরো একাধিক ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র হতে মালেক ইবনে আনাস রা. এর বর্ণনার মতো বর্ণনা করেছেন। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ এ হাদিসটি আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র-আমের ইবনে সুলায়ম-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। আবু কাতাদাহ রা. এর হাদিসটি সহিহ। আমাদের সঙ্গীদের মতে এ হাদিসটির ওপর আমল অব্যাহত। তারা মুস্তাহাব মনে করেছেন ওজর না থাকলে প্রথম যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু'রাকাত পড়ার পূর্বে না বসা।

ইবনুল মাদীনি রহ. বলেছেন, 'সুহাইল ইবনে আবু সালিহের হাদিসটি ভুল। আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আলি ইবনুল মাদীনি রহ. হতে।

দরসে তিরমিযী

جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين : দাউদ জাহেরির[১৯৮] মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে فليركع ركعتين এর নির্দেশটি ওয়াজিব সূচক। অথচ জমহুর এটাকে সাব্যস্ত করেন মুস্তাহাবের জন্য।[১৯৯]

قبل أن يجلس : এটা তাহিয়্যাতুল মসজিদের মুস্তাহাব সময়ের বর্ণনা।

হানাফিদের মাজহাব হলো, বসার দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ ফওত হয়ে যায় না। বরং বসার পরেও পড়তে পারে। তবে শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মত হলো, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ফওত হয়ে যায় বসার দ্বারা।

হানাফিদের দলিল : হজরত আবু জর রা. এর হাদিস[২০০]- তিনি বলেন,

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فقال لى يا اباذر(رضــ)! صليت؟ قلت لا، قال فقم فصل ركعتين–

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি প্রবেশ করলাম, তখন তিনি মসজিদে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু জর! নামাজ পড়েছো? বললাম, না। তিনি বললেন, যাও, দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করো।'

তারপর যদি তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুযোগ না পাওয়া যায়[২০১] তাহলে একবার সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুল্লিাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পড়া।[২০২]

---

[১৯৮] ইবনে হাজম জাহেরি রহ. এর মাজহাব হলো, এটা ওয়াজিব নয়। -ফাতহুল বারি : ১/৪৪৭ -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২৯৪ -সংকলক।

[১৯৯] জমহুর দাউদ জাহেরির দলিল সমস্ত হাদিসগুলোকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। কেনোনা, যদি তাহিয়্যাতুল মসজিদ ওয়াজিব হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এটা পড়ার জন্য সীমাহীন গুরুত্বারোপ করতেন। অথচ তাদের সাধারণ মা'মুল তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার ছিলো না। এ কারণে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (১/৩৪০)من رخص ان يمر فى المسجد ولا يصلى فيها শিরোনামের অধীনে বর্ণিত আছে, حدثنا ابر بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن اسلم قال كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ورأيت ابن عمر يفعله، رشيد اشرف ارشده الله لما يحبه ويرضاه و وفقه له

[২০০] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩৪০, من كان يقول اذا دخلت المسجد فصل ركعتين

[২০১] অপবিত্র হওয়ার কারণে অথবা ব্যস্ততার কারণে অথবা মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার কারণে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২৯৫ -সংকলক।

[২০২] আবু তালেব আল-কুত নামক গ্রন্থে এটা বলেছেন। যেমন ফাতাওয়া শামিতে আছে, মসজিদে হারামের তাহিয়্যাহ হলো তাওয়াফ। (মোল্লা আলি) ক্বারি রহ. শরহুল মানাসিকে তা উল্লেখ করেছেন। (মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/২৯৫,২৯৬ হতে চয়নকৃত।) -সংকলক।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

অনুচ্ছেদ-১১৯ প্রসংগ : কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত পুরো পৃথিবীই মসজিদ (মতন পৃ. ৭২)

٣١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو وَيَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ".

৩১৭। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরস্থান ও গোসল খানা ব্যতীত পুরা পৃথিবীই মসজিদ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, জাবের, ইবনে আব্বাস, হুজায়ফা, আনাস, আবু উমামা ও আবু জর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোটা পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ হতে আবু সাঈদের হাদিসটি দু'ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে আবু সাইদ হতে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে আবু সাইদ হতে উল্লেখ করেননি। এই হাদিসটিতে ইজতিরাব রয়েছে। সুফিয়ান সাওরি, আমর ইবনে ইয়াহইয়া-তার পিতা ইয়াহইয়া সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা আমর ইবনে ইয়াহইয়া-তার পিতা-আবু সাইদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমর ইবনে ইয়াহইয়া হতে তার পিতা সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বলেছেন, তার অধিকাংশ বর্ণনা আবু সাইদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তবে এতে তিনি 'আবু সাইদ রা. হতে' এ কথাটি উল্লেখ করেননি। যেনো সাওরির বর্ণনাটি আমর ইবনে ইয়াহইয়া-ইয়াহইয়া-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি অপেক্ষা অধিক আসাহ, সুদৃঢ় মুরসালরূপে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২০ : মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৩)

٣١٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ".

৩১৮। **অর্থ :** হজরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করবেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু বকর, উমর, আলি, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, উম্মে হাবিবা, আবু জর, আমর ইবনে আবাসা, ওয়াছিলা ইবনে আসকা, আবু হুরায়রা ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উসমানের হাদিসটি حسن صحيح। মাহমুদ ইবনে লাবিব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন। মাহমুদ ইবনে রবি' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। যখন তারা দু'জন মাদানি ছিলেন ছোট্ট ছেলে।

৩১৯– وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

৩১৯। **অর্থ :** 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ছোট হোক চাই কিংবা বড় একটি মসজিদ তৈরি করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন জান্নাতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

কুতায়বা ইবনে সাইদ-নূহ ইবনে কায়স-কায়সের আজাদকৃত দাস আবদুর রহমান-জিয়াদা আন্ নুমাইরি-আনাস রা. সূত্রে এ হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন অনুরূপ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ–১২১ : কবরের ওপর মসজিদ তৈরি মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৩)

৩২০– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضـ قَالَ: "لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ".

৩২০। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতকারি মহিলা ও কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারি ও বাতি দানকারিদের প্রতি অভিসপ্ত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عباس (رضــ) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور : মহিলাদের কবর জিয়ারত সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে দুটি বিবরণ আছে- ১. মাকরূহে তাহরিমি, ২. বৈধ। এই দুটি বর্ণনার মাঝে যথার্থ সামঞ্জস্য বিধান হলো, মহিলাদের হতে যদি কবরে যেয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করার আশংকা হয়,

কিংবা বেপর্দেগীর ভয় হয় তবে মাকরূহ। অন্যথায় বৈধ। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি স্পষ্টত তখনকার সঙ্গে সম্পৃক্ত যখন কবর জিয়ারত সাধারণভাবে নাজায়েজ ছিলো। এর নিষিদ্ধতা ও পরবর্তীতে মানসুখ হওয়ার জ্ঞান অর্জিত হয় বুরায়দা রা. এর হাদিস[২০৩] দ্বারা--كنت نهيتكم عن زيارة القبر فزوروها

আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম কবর জিয়ারত করতে, এবার তোমরা কবর জিয়ারত করো'।

সারকথা, কবর জিয়ারতের নিষিদ্ধতা মানসুখ হয়ে গেছে। স্পষ্ট হলো, এই মানসুখ হওয়া এবং জিয়ারতের নির্দেশ নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই। কেনোনা, কোরআন হাদিসে প্রচুর পরিমাণ আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ সর্বসম্মতিক্রমে সেসব বিধিবিধানে মহিলারাও শরিক।

والمتخذين عليها المساجد[٢٠٤] : আহমদ এবং জাহেরিদের মতে কবরের দিকে চেহারা ফিরিয়ে নামাজ পড়া হারাম। জমহুরের (গরিষ্ঠের) মতে মাকরূহ। আর এই হুকুমই কবরের ওপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের প্রয়োগ ক্ষেত্র এদুটি সুরতই। তবে যদি কবরস্থানে নামাজের জন্য যদি কোনো আলাদা স্থান তৈরি করে দেওয়া হয় তবে সেটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

والسرج : যদি মৃতদেরকে উপকৃত করার নিয়তে চেরাগ জ্বালানো হয়, তবে তা অবৈধ। এখানে এটাই উদ্দেশ্য। অবশ্য জিয়ারতকারিদের (জিয়ারত কাজ) সহজ করার জন্য আলোকিত করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো, অপচয়ের সীমা পর্যন্ত যেনো না যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২২ : মসজিদে ঘুমানো প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৩)

٣٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ : "كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ".

৩২১। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা মসজিদে ঘুমাতাম। তখন ছিলাম আমরা যুবক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। একদল আলেম মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মসজিদকে যেনো কেউ রাত্রি যাপন ও কায়লূলার (দুপুরে বিশ্রামের) স্থান না বানায়। একদল আলেম ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্যকে নিজেদের মাজহাব বানিয়েছেন।

---

[২০৩] সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪, কিতাবুল জানায়িজের শেষ।

[২০৪] কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ। আল্লামা বান্দীজি রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কবরকে সমতল করে মসজিদ বানান। তারপর তার ওপর নামাজ পড়া। মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩০৫ হতে চয়নকৃত। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شبابٌ : গরিষ্ঠ ফুকাহার মতে মসজিদে শয়ন করা (বিশ্রাম করা) মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। এ মাজহাবই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর। এটি হজরত তাউস্, মুজাহিদ এবং ইমাম আওজায়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে। -উমদাতুল কারি : ২/৩১৮

অবশ্য ইতিকাফকারি এবং মুসাফিরের জন্য সবাই অনুমতি দিয়েছেন। এই হুকুমে সে ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যার কোনো ঘর-বাড়ি (পরিবার) নেই। অবশ্য আল্লামা ইবরাহিম হলোবি রহ. বলেছেন যে, মুসাফিরেরও উচিত, যখন সে মসজিদে শয়নের ইচ্ছা করবে তখন ই'তিকাফের নিয়ত করে নেবে। তাই তিনি বলেন, والاولى ان ينوى الاعتكاف ليخرج من الخلاف 'উত্তম হলো, ইতিকাফের নিয়ত করা। যাতে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা যায়। -কবিরি শরহে মুনইয়া : ৬১২। শামি রহ. ফাতাওয়া আলমগীরিয়া হতে বর্ণনা করে এই হুকুমটিকে মুসাফির অমুসাফির উভয়ের জন্য ব্যাপক রেখেছেন। যখন মসজিদে কারো শোয়ার ইচ্ছা হয় তখন সে ই'তিকাফের নিয়ত করবে এবং প্রথমে মসজিদে গিয়ে কিছু সময় ই'তিকাফ করবে তারপর যা ইচ্ছা করবে। -ফাতাওয়া শামি ১/৪৪৪

অবশ্য শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবে ব্যাপক আকারে বৈধ। তিনি হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাছাড়া আল্লামা নববি রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদে শয়ন আসহাবে সুফ্‌ফা,[২০৫] উরাইনা গোত্রের লোকজন,[২০৬] হজরত আলি[২০৭], হজরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ[২০৮] রা. প্রমুখ সাহাবা হতে প্রমাণিত।

এসব ঘটনাকে জমহুর মুসাফিরি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ইবনে উমর রা. যদিও মুসাফির ছিলেন না, তবে তার কোনো ঘর (পরিবার) ছিলো না। তাই সহিহ বোখারিতে[২০৯] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের সঙ্গে এই শব্দগুলো বিদ্যমান আছে- وهو شاب اعزب لا اهل له 'তিনি ছিলেন, অবিবাহিত যুবক। তাঁর পরিবার ছিলো না।'

বিন্নৌরি রহ. মুসনাদে দারেমির বরাতে হজরত আবু জর রা. এর এই হাদিস[২১০] বর্ণনা করেছেন,

---

[২০৫] যেমন তুখফা ইবনে কায়সের বর্ণনায় আছে সুনানে ইবনে মাজাতে (باب النوم فى المسا جد,৫৫), সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের বর্ণনায় আছে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় : ২/৮৪, ৮৫النوم فى السماجد । -সংকলক।

[২০৬] তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বর্ণনা আহকার অসম্পূর্ণ তালাশের মাধ্যমে পেলনা। -সংকলক।

[২০৭] যেমন, সাহল ইবনে সাদের বর্ণনায় আছে সহিহ বোখারিতে : ১/৬৩, باب نوم الرجال فى المسجد

[২০৮] আহকারের অসম্পূর্ণ তালাশের পর তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি পেলো না। -সংকলক।

[২০৯] نوم الرجال فى المسجد ,১/৬৩

[২১০] আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে : ২/২১,২২, باب النوم فى المسجدএর অধীনে এই বর্ণনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন- আসমা তথা বিনতে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে, হজরত আবু জর গিফারি (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন। তাঁর খেদমত হতে অবসর হলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন। এটাই ছিলো তাঁর ঘর। সেখানে তিনি শয়ন করতেন। তারপর এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন, আবু জরকে তিনি পেলেন মসজিদের মধ্যে জমিনের ওপর শায়িত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পদাঘাত করলেন। তিনি উঠে সোজা হয়ে বসলেন। তখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিনি? আবু জর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমি কোথায় ঘুমাবো? অন্য কারো ঘরে?

اتانى النبى صلى الله عليه وسلم وهو نائم فى المسجد فضربنى برجله فقلت يانبى الله غلب عينى النوم

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন, আমি তখন মসজিদে ঘুমিয়ে আছি। তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার চোখ প্রবল নিদ্রায় জড়িয়ে গেছে।'

এর দ্বারা ঘুমানো মাকরূহ হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। কেনোনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পদাঘাত করে জাগিয়েছেন। এবং তিনিও জাগ্রত হয়ে উজর পেশ করেছেন।

-মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩১১।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ–১২৩ : বেচাকেনা ও হারানো জিনিস তালাশ করা এবং মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা মাকরূহ (মতন পৃ. ৭৩)

٣٢٢– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهٰى عَـنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيْهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ".

৩২২। **অর্থ :** হজরত শু'আয়বের দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃত্তি ও তাতে ক্রয়-বিক্রয় এবং নামাজের আগে জুমআর দিন লোকজনকে হালকা করে বসতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরায়দা, জাবের ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আমর ইবনে শু'আয়ব হলেন, ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, আমি আহমদ ও ইসহাককে দেখেছি, তাঁরা আমর ইবনে শু'আয়বের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আহমদ ও ইসহাক ব্যতীত অন্যদের নামও উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ বলেছেন, শু'আইব ইবনে মুহাম্মদ তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে হাদিস শুনেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, যিনি আমর ইবনে শু'আইবের হাদিস সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন, তিনি তাঁকে তাই জয়িফ বলেছেন যে, তিনি তার দাদার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করেন। যেনো, তাদের মত হলো, তিনি এসব হাদিস তাঁর দাদা হতে শুনেননি।

হজরত আলি ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমর ইবনে শু'আইব আমাদের মতে জয়িফ। একদল আলেম মসজিদে বেচাকেনা মাকরূহ বলেছেন। এমতই

হায়ছামি রহ. বলেন, আমি বলি তারপর তিনি পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি খিলাফত অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ। এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ রহ.। তাবারানি এর কোনো কোনো অংশ কাবিরে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সনদে শাহর ইবনে হাওশাব রয়েছেন। তার সম্পর্কে আপত্তি আছে। আবার অনেকে তাঁকে সেকাহও বলেছেন। -রশিদ আশরাফ, وفقه الله لخدمة السنة المطهرة

পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.। আরেকদল তাবেয়ি আলেম হতে মসজিদে বেচাকেনার অনুমতি বর্ণিত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদিস ব্যতীত অন্য হাদিসেও মসজিদে কবিতাবৃত্তির অনুমতি এসেছে।

দরসে তিরমিযী

نهى عن تناشد الاشعار فى المسجد : সে হাদিসটি[২১১] এর বিপরীত যাতে হাস্‌সান ইবনে সাবেত রা. কর্তৃক মসজিদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে কবিতা আবৃত্তির বিবরণ রয়েছে। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হলো, যদি কবিতা হামদ-ছানা এবং ইসলামের সঙ্গে ওফাদারির খাতিরে হয়, তাহলে কবিতা পড়া বৈধ[২১২] আছে। তাছাড়া মাকরূহ।

وعن البيع و الشراء فيه : যে মাকরূহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য[২১৩] রয়েছে এটা।

وان يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلوة[২১৪] : কারো কারো মতে এই নিষেধাজ্ঞার কারণ, স্বয়ং এই অবস্থাটি মাকরূহ হওয়া। কারো কারো মতে এর কারণ, খুতবা শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। প্রথম অবস্থায় এই হুকুম সব সময়ের জন্য ব্যাপক হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে খুতবার সময়ের সঙ্গে বিশেষিত হবে। দ্বিতীয়টি অনেক স্পষ্টতর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ–১২৪ : যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (মতন পৃ. ৭৩)

٣٢٣– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "اِمْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: هُوَ هٰذَا يَعْنِيْ مَسْجِدَهُ، وَفِيْ ذٰلِكَ خَيْرٌ كَثِيْرٌ".

---

[২১১] কুতায়বা-সুফিয়ান-জুহরি-সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর (রা.) হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা.) এর কাছে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। ফলে তিনি তার দিকে তাকালেন। ফলে হাস্‌সান (রা.) বললেন, আমি কবিতা আবৃত্তি এমতাবস্থায়ও করেছি যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি আবু হুরায়রা (রা.) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'আমার পক্ষ হতে তুমি জবাব দাও, আয় আল্লাহ! রূহুল কুদ্‌স জিবরাইলের মাধ্যমে তুমি তাকে সাহায্য করো।' জবাবে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আল্লাহুম্মা, হ্যাঁ। -নাসায়ি : ১১৭, ১১৮, كتاب المساجد، الرخصة فى شعر الحسان فى المسجد، رشيد اشرف بصره الله بعيوب نفسه وجعل يومه خيرا من امسه

[২১২] বরং যখন কাব্যের মাঝে শরয়িভাবে মন্দ কোনো জিনিস না থাকবে সেটাও বৈধ হবে। শরহে মা'আনিল আছারে : খণ্ড ২, باب رواية الشعر هل هى مكروة ام لا؟ ইমাম তাহাবি রহ. এর আলোচনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। -সংকলক।

[২১৩] ফুকাহায়ে কেরাম ই'তিকাফকারির জন্য বিক্রয়ের মাল উপস্থিত করা ব্যতীত মসজিদে বেচাকেনাকেও বৈধ বলেছেন। হানাফিদের সাধারণ মূল পাঠগুলোতে এর বিবরণ রয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩১৩।

[২১৪] تحلق القوم অর্থাৎ, তারা হালকা করে বসেছে।

৩২৩. **অর্থ** :হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, বনু খুদরার এক ব্যক্তি এবং বনু আমর ইবনে আউফের এক ব্যক্তির মাঝে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে বাদানুবাদ হলো। খুদরি বললো, এটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ (মসজিদে নববী)। আর অপরজন বললো, এটি মসজিদে কুবা। তারপর তারা দু'জন এ বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এই মসজিদ (মসজিদে নববী)। এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, আবু বকর আলি ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাদকে আমি মুহাম্মদ ইবনে আবু ইয়াহইয়া আসলামি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য তাঁর ভাই উনাইস ইবনে আবু ইয়াহইয়া তার চেয়ে অধিক সেকাহ।

দরসে তিরমিযী

বাহ্যত এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, المسجد أسس على التقوى দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে নববী। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এর প্রবক্তা যে, এর উদ্দেশ্য মসজিদে কুবা। তাই হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, আয়াতটি তো মসজিদে কুবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তবে এই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম القول بالموجب (আবেদনের বক্তব্য) এর ভিত্তিতে المسجد أسس على التقوى মসজিদে নববীকেও সাব্যস্ত করেছেন। القول بالموجب এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে গুণটি কোনো নিম্নস্তরের জিনিসে দলিল করা হয়েছে সেটি উচ্চ স্তরের জিনিসে উত্তমরূপে দলিল করা। এটা উচ্চতর ভাষা পাণ্ডিত্যের একটি ইস্তেলাহ।

তাদের দুজনের মধ্য হতে একজন সাহাবির আন্দাজ হতে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তিনি মসজিদে নববীকে أسس على التقوى -এর বাস্তবরূপ মনে করেননি। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দার্শনিক পদ্ধতিতে জবাব দিয়েছিলেন। যার সারমর্ম হলো, আয়াতটি যদিও মসজিদে কুবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিলো তবে নিঃসন্দেহে এর একটি বাস্তবরূপ মসজিদে নববীও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاء

অনুচ্ছেদ-১২৫ : মসজিদে কুবায় নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৪)

٣٢٤- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِيْ خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِ قُبَا كَعُمْرَةٍ".

৩২৪. হজরত উসাইদ ইবনে জুহাইর আনসারি সাহাবি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, মসজিদে কুবায় নামাজ উমরার মতো।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহল ইবনে হুনাইফ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উসাইদের হাদিসটি حسن غريب। এই হাদিস ব্যতীত উসাইদ ইবনে যুহাইরের অন্য কোনো সহিহ হাদিস সম্পর্কে আমরা জানি না। আর এ হাদিসটি আবু উসামা-আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফর ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা জানি না। আবু আবরাদের নাম হলো زياد مدين।

بَابُ مَاجَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ–১২৬ প্রসংগ : সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ কোনটি? (মতন পৃ. ৭৪)

٣٢٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".

৩২৫. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার এই মসজিদে একটি নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কুতায়বা তার হাদিসে 'উবায়দুল্লাহ হতে' উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'জায়দ ইবনে রাবাহ-আবু আবদুল্লাহ আল-আগার-আবু হুরায়রা সূত্রে।'

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবু আবদুল্লাহ আগাররের নাম সালমান। আবু হুরায়রা রা. হতে একাধিক সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, মায়মুনা, আবু সাইদ, জুবায়র ইবনে মুতয়িম, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র, ইবনে উমর ও আবু জর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٣٢٦- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدُ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هٰذَا، وَمَسْجِدُ الْأَقْصٰى".

৩২৬. **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি মসজিদ তথা মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদে আকসা ব্যতীত সফর করা যাবে না অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه : এক বর্ণনায়[২১৫] পঞ্চাশ হাজারের উল্লেখ রয়েছে। তবে সনদগত ভাবে একহাজার বিশিষ্ট বর্ণনাটিই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর যদি পঞ্চাশ হাজার বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তবেও দুই হাদিসের মাঝে কোনো বৈপরীত্ব হবে না। কেনোনা, কম সংখ্যা বাতিল করে না বেশি সংখ্যাকে।

আল্লামা নববি এবং মুহিব তাবারির ঝোঁক হলো এদিকে যে, এই ফজিলত মসজিদে নববীর সেই অংশের সঙ্গে বিশেষিত, যেটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মসজিদে নববীর অংশ ছিলো। অধিকাংশের মতে সহিহ হলো, এই ফজিলত শুধু নববী যুগের মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং যতো বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ এতে হয়েছে বা হবে সবটুকুই এর বাস্তব অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লামা আইনি রহ. এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এখানে ইঙ্গিত এবং নাম নির্ধারণ দুটিই একত্রিত হয়ে গেছে। সুতরাং নাম নির্ধারণের বিষয়টি প্রধান হবে। অথচ মালেক রহ. বলেন, বস্তুত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তার পরবর্তী যুগে আসন্ন সম্প্রসারণ সম্পর্কে জানতেন। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী فى مسجدى هذا তার পরবর্তী যতো সম্প্রসারণ হবে সবটুকুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেনোনা, এমন যদি না হতো তাহলে মসজিদে নববীতে সম্প্রসারণের অনুমতি দিতেন না খুলাফায়ে রাশিদিন।

উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি মসজিদে নববীতে সম্প্রসারণের কাজ হতে অবসর হলেন, তখন বললেন,

لومد [٢١٦] مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذى الحليفة لكان منه

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যদি জুল হুলায়ফা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় তখনও এটি অন্তর্ভুক্তই হবে মসজিদে নববীর।

الا المسجد الحرام : বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো দ্বারা মসজিদে হারামে একলক্ষ নামাজের সওয়াব প্রমাণিত। সুতরাং এই ব্যতিক্রমভুক্তির বিশুদ্ধ অর্থ[২১৭] হলো, الا المسجد الحرام فانه افضل তথা, তবে মসজিদে হারাম।

---

[২১৫] হিশাম ইবনে আম্মার-আবু খাত্তাব দিমাশকি-জুরাইক আবু আবদুল্লাহ আল-হানি-আনাস ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন ব্যক্তির আপন ঘরের নামাজ অপেক্ষা পাঞ্জেগানা মসজিদে তার নামাজ ২৫ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। আর জুমআর মসজিদে তার নামাজ ৫০০ গুণ মর্যাদা রাখে। মসজিদে আকসার নামাজ ৫০,০০০ গুণ মর্যাদা রাখে। আর আমার মসজিদে তার নামাজ ৫০,০০০ এর মর্যাদা রাখে। মসজিদে হারামে তার নামাজ মর্যাদা রাখে এক লক্ষ। দ্র. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০২باب ماجاء فى الصلوة فى المسجد الجامع মিশকাতুল মাসাবিহ : ১/৭২ باب المساجد ومواضع الصلوة فى أخر فصل الثالث منه، رشيد اشرف سيفى وفقه الله لخدمة السنة المطهره

[২১৬] ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুসতাফা : ২/৪৯৭, দ্বাদশ অনুচ্ছেদের শেষ, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর অতিরিক্ত অংশে। তবে এ বর্ণনাটতে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান রাবি অপাংক্তেয়। ওয়াফাউল ওয়াফা গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ওয়াফাউল ওয়াফাতেই এই স্থানে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতেও একটি মারফূ হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই মসজিদটি যদি সান'আ পর্যন্ত নির্মিত হয় তাহলে এটি আমার মসজিদই হবে। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে ওয়াফাউল ওয়াফা গ্রন্থকার বলেন, ইবনে শুব্বা, ইয়াহইয়া, দায়লামি মুসনাদুল ফিরদাউসে অপাংক্তেয় একজন রাবির সূত্রে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, এসব বর্ণনার দুর্বলতা সত্ত্বেও এগুলো দ্বারা জমহুরের বক্তব্যের সমর্থন হয়। -রশিদ আশরাফ সাইফি।

[২১৭] তাছাড়া ইসতিছনা তথা ব্যতিক্রমভুক্তির দিকে নজর করলে এর উদ্দেশ্য তিনটিই হতে পারে যে, এটি মসজিদে মদিনার

কেনোনা, এটি তার চেয়ে উত্তম। ইমাম মালেক[২১৮] রহ. এর বিরুদ্ধে এ হাদিসটি দলিল। যিনি সাব্যস্ত করেন মসজিদে নববীর নামাজ মসজিদে হারাম অপেক্ষা উত্তম।

لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا

অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ ফজিলতের দিক দিয়ে সমান।[২১৯] সুতরাং সওয়াব অর্জন এবং ফজিলতের জন্য এসব মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা অনুচিত।

কবর জিয়ারতের জন্য ভ্রমণের শরয়ি বিধান

ওপরযুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে অনেকে কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এই মাজহাব সর্ব প্রথম অবলম্বন করেছেন, কাজি ইয়াজ মালেকি রহ.। তারপর তাঁর পরে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এতে নেহায়েত কঠোরতা ও চরমপন্থা অবলম্বন করেন এবং এর জন্য অনেক বিপদাপদও বরদাশত করেন। এমনকি তিনি রওজায়ে আতহার পর্যন্ত জিয়ারতের জন্য সফর করাকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার নিয়তে সফর করা হয়, আর এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে রওজায়ে আতহারেরও জিয়ারত করা হয় তবে এর অনুমতি আছে। তবে বিশেষভাবে রওজায়ে আতহার জিয়ারতের নিয়ত করা বৈধ নয়।

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর এই মাজহাব জমহুর গ্রহণ করেননি, তা রদ করেছেন। বরং আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি রহ. 'শিফাউস্ সাকাম' নামক একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন এই মত খণ্ডনে।

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। তিনি বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে استثناء مفرغ। সুতরাং এখানে مستثناء منه (যার হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে) উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারতটি হলো, لا تشد الرحال الى شيئ الا الى ثلثة مساجد তথা, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুতরাং বরকত অর্জন ও সওয়াব লাভের জন্য সফর এই তিনটি মসজিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট। এই হাদিসের কারণে নিষিদ্ধ হবে কোনো কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা।

সমান। অথবা উত্তম অথবা নিম্নস্তরের। উমদাতুল কারি : ৩/৬৮৬ তে তিনটি সম্ভাবনা বর্ণিত হয়েছে ইবনে বাত্তাল ও কিরমানী হতে। ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩২২ হতে চয়নকৃত।

[২১৮] ইমাম মালেক রহ. এবং তার সমমনাগণ যেমন হাফেজ বদরুদ্দিন আইনি, কাজি ইয়াজ হজরত আনাস (রা.) এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি দোয়া করেছেন, আয় আল্লাহ! মক্কাতে তুমি যে বরকত দান করেছ মদিনাতে তার দ্বিগুণ দান করো। -বোখারি, মুসলিম। উমর (রা.) হতে মওকুফ সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের নামাজ মসজিদে হারামের নামাজ অপেক্ষা দ্বিগুণ করা হবে। সুতরাং অন্য মসজিদের নামাজের তুলনায় তাতে ২,০০০০০ নামাজের সমান হবে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩২৬ হতে সংক্ষেপিত।

[২১৯] তবে ওপরযুক্ত তিনটি মসজিদের পর মসজিদে কুবার ফজিলত রয়েছে অন্যান্য মসজিদের তুলনায়। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেরিয়ে এই মসজিদ তথা মসজিদে কুবায় এসে নামাজ পড়বে সেটা তার জন্য এক ওমরার বরাবর (সওয়াব) হবে। -নাসায়ি : ১/১১৪, كتاب المسا جد، فضل مسجد قباء والصلوة فيه সুতরাং এই মসজিদের হুকুমও অন্যান্য মসজিদ হতে ভিন্ন হবে। তবে সফর করার ক্ষেত্রে তিন মসজিদের সঙ্গে এটাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কেনোনা, যে রীতিমত সফর করবে মসজিদে নববীর মহব্বতে সফর করবে। আর মসজিদে নববী জিয়ারতের পর মসজিদে কুবা জিয়ারত করার জন্য নিয়মিত সফর করার প্রয়োজন হবে না। কেনোনা, মসজিদে কুবা বেশি দূরে নয়। সুতরাং মূল সফর করা ওপরযুক্ত তিনটি মসজিদের জন্যই হবে। এ কারণেই মসজিদে কুবাকে রীতিমত ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়নি। والله اعلم-সংকলক।

এর জবাবে জমহুর বলেন, مستثناء مفرغ এখানে নিঃসন্দেহে। তবে উহ্য ইবারত لا تشد الرحال الى شيئ الا الى ثلثة مساجد নয়। কেনোনা, এমতাবস্থায় তো জিহাদের সফর, এলেম অন্বেষণের সফর, বাণিজ্যিক সফর, কোনো আলেমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সফরও নিষিদ্ধ হবে। অথচ এর পক্ষে কেউ নেই। সুতরাং উহ্য ইবারত মূলত এমন হবে- لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلثة উদ্দেশ্য এই যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে এই নিয়তে সফর করা দুরুস্ত নেই যে, তাতে বেশি ফজিলত বা সওয়াব লাভ হবে। এদিকে লক্ষ্য করলে উহ্য ইবারত এমন মানা অধিক সমীচীন। কেনোনা, مستثنى مفرغ এ যখন مستثنى منه উহ্য ধরা হয় তখন مستثنى-এর সঙ্গে অন্তত কিছুটা মিল অবশ্যই থাকা উচিত। আর আমরা যে مستثنى منه উহ্য মেনে নিলাম সেটি مستثناء এর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর সমর্থন মুসনাদে আহমদের একটি বর্ণনা দ্বারাও হয়। যার শব্দগুলো নিম্নযুক্ত,

لاينبغى للمطى ان يشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا

'কোনো সাওয়ারির জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশে নামাজের জন্য সফর করা সমীচীন নয়।'

উমদাতুল কারিতে (৩/৬৮২,৮৮৩) আইনি রহ এবং ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে (৩/৫৩) জমহুরের মাজহাবের ওপর এই হাদিস[২২০] দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এই বর্ণনাটি শাহর ইবনে হাওশাব সূত্রে বর্ণিত। যার সম্পর্কে আইনি রহ. বলেন

وشهربن حوشب وثقه جماعة من الأئمة

'শাহর ইবনে হাওশাবকে একদল ইমাম সেকাহ বলেছেন।' ইবনে হাজার রহ. বলেন- شهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف 'শাহরের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও তার হাদিস হাসান।'

সারকথা, কবর জিয়ারত এলেম অন্বেষণ ও জিহাদ এবং বাণিজ্যিক সফরের সঙ্গে এই হাদিসের কোনো সম্পর্ক নেই।

অবশিষ্ট রওজায়ে আতহার জিয়ারতের বিষয়টি। এর জিয়ারতের ফজিলত সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণিত আছে, যেমন,[২২১] من زار قبرى وجبت له شفاعتى কিংবা من حج ولم يزرنى فقد جفانى[২২২] ইত্যাদি। এ

---

[২২০] মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩৩২,

[২২১] الجامع الصغير-সুয়ুতি, ছাপা, আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়া ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান (২/১৭১) عد (ইবনে আদি কামিলে) এবং هب (বায়হাকি- শু'আবুল ঈমানে) নির্ঘন্ট সহকারে হজরত আনাস (রা.) হতে। সুয়ুতি রহ. এটাকে ض নির্ঘন্ট দিয়ে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তবে আল্লামা নিমবি রহ. এই বর্ণনাটি ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে খুজায়মা এটি বর্ণনা করেছেন সহিহ ইবনে খুজায়মায়। আরো বর্ণনা করেছেন দারাকুতনি ও বায়হাকিসহ বহু লোক। এর সনদ হাসান।-আছারুস্ সুনান : ২৭৯باب فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم। এই বর্ণনার সনদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। তবে আল্লামা নিমবি রহ. এর নিরুত্তরকারি-দাঁত ভাঙা জবাবও দিয়েছেন।

[২২২] ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, ইবনে আদি ও ইবনে হাব্বান নু'মানের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আর নু'মান নেহায়েত

বিষয় সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদিস জয়িফ[২২৩]।

তবে এসব হাদিসের অর্থের সমর্থক উম্মতের মুতাওয়াতির আমল। মুতাওয়াতির তা'আমুল স্বতন্ত্র দলিল। আর পুরো উম্মত সম্পর্কে এ কথা বলা যে, তাঁরা 'মসজিদে নববীর নিয়ত করতেন, রওজায়ে আতহারের নয়' জয়িফ ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। কেনোনা, এমন কে আছে যে, একলাখ নামাজের সওয়াব বাদ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সওয়াবের দিকে আসবে। বাস্তব ঘটনা হলো, মদিনা তায়্যিবার জিয়ারতকারিদের আসল উদ্দেশ্যই ছিলো পবিত্র রওজা জিয়ারত। তাই আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. ফাতহুল ক্বাদিরে এই বক্তব্যটিকেই পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন যে, জিয়ারতকারিগণ রওজায়ে আতহার জিয়ারতের উদ্দেশ্য করবে। মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. 'আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' গ্রন্থে এটাকেই ওলামায়ে দেওবন্দের মত সাব্যস্ত করেছেন।

তারপর এ ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে যে, রওজায়ে আতহার ব্যতীত অন্যান্য কবর জিয়ারতের উদ্দেশে সফর বৈধ কি না? শামি রহ. অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রওজায়ে আকদাস ব্যতীত অন্য কোনো কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করতেন। তিনি এটাকে لا تشد الرحال الى شيئ الا الى ثلثة مساجد এর হুকুমের ওপর কিয়াস করতেন। তবে ইমাম গাযালি রহ. এ মত প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেছেন, ওপরযুক্ত তিনটি মসজিদ ব্যতীত সমস্ত মসজিদ যেহেতু ফজিলতের দিক দিয়ে সমান তাই সেখানে নিষেধাজ্ঞার কারণ স্পষ্ট। কেনোনা, সফর করার ফলে এমন কোনো নতুন ফজিলত অর্জিত হবে না যেটি নিজ শহরে লাভ হয়নি। তবে আওলিয়ায়ে কেরামের স্তর বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন জিয়ারতকারির বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কেরামের কবরের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে থাকে। তাই তাদের জন্য সফর করাতে কোনো দোষ না হওয়ার কথা।

জয়িফ। আত্ তালখিসুল হাবির : ২/২৬৭, নং ১০৭৫, কিতাবুল হজ, বাবু দুখূলি মক্কাতা ওয়া বাকিয়্যাতি আ'মালিল হজ ...। -সংকলক।

[২২৩] অবশ্য কয়েকটি হাদিস সহিহ অথবা কমপক্ষে হাসান অবশ্যই।

১. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসিতে (১/১২,১৩, ছাপা, দায়িরাতুল মা'আরিফিন্ নিজামিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিনাত্য, ১৩২১হিজরি) হজরত উমর (রা.) এর হাদিস রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, অথবা তিনি বলেছেন, যে আমার জিয়ারত করবে আমি তার জন্য সুপারিশকারি অথবা সাক্ষী হব। এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনাকারি তাবেয়ি رجل من آل عمر তথা উমর (রা.) এর পরিবারের সন্তান অজ্ঞাত। তবে এ বর্ণনাটি হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আবু দাউদ তায়ালিসির বরাতে আল-মাতালিবুল আলিয়াতে (১/৩৭১, হাদিস নং ১২৫৩, কিতাবুল হজ, বাবু জিয়ারতিন্ নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।) উল্লেখ করেছেন। এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শায়খ হাবিবুর রহমান আ'জমী রহ. বলেন, আবু ইয়ালা ও তাবারানিতে সহিহ সনদে এর শাহিদ রয়েছে।

২. আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে (২৭৯) হজরত আবুদ্ দারদা (রা.) এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হজরত বিলাল (রা.) স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকে বলতে দেখেছেন, বিলাল! এ কি গোয়ার্তুমী। আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য তোমার এখনও সময় হয়নি? তারপর তিনি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত অবস্থায় জাগ্রত হলেন। কম্পিত, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ খুললেন। তারপর সওয়ারির ওপর আরোহণ করে মদিনার পানে যাত্রা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পাশে এসে কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং চেহারা ধুলায় লুণ্ঠিত করলেন ....। আল্লামা নিমবি রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, ইবনে আসাকির এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা তাকী সুবকী রহ. বলেছেন, এর সনদ উত্তম।

৩. সুনানে আবু দাউদে (১/২৭৯ কিতাবুল মানাসিক, বাবু জিয়ারাতিল কুবূর) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম করুক তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন। আমি তার সালামের জবাব দেই। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আত্ তালখিসুল হাবিরে (২/২৬৭) বাবু দুখূলি মাক্কাতা ... বলেছেন, এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো, আবু সখর হুমাইদ ইবনে জিয়াদ-ইয়াজিদ ইবনে অব্দুল্লাহ ইবনে কুসাইদ- আবু হুরায়রা সূত্রে মারফু' আকারে বর্ণিত আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনাটি। -রশিদ আশরাফ।

অবশ্য মা'আরিফুস্ সুনানে শাহ সাহেব রহ. এর এই বক্তব্য বিন্নৌরি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, ওলি আল্লাহদের কবরের জন্য সফরের ওপর স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন। শুধু রওজায়ে আকদাসের ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়। আহকারের আবেদন, শামি রহ. এর ওপর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুহাদায়ে উহুদের কবরে প্রতি বছরের শুরু বা শেষে উপস্থিত হতেন।'

আল্লামা শামি রহ. এটি বর্ণনা করার পর লিখেন, استفيد منه ندب الزيارة وان بعد محلها। এর দ্বারা বোঝা গেলো জিয়ারত করা মুস্তাহাব। যদিও জিয়ারতগাহ দূরবর্তী হোক না কেনো। -ফাতাওয়া শামি : ১/২০৪। যেহেতু নিষেধের কোনো দলিল নেই, সেহেতু মৌলিক বৈধতার আবেদনও এটাই যে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর কবরের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিদআত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে কবর জিয়ারত বাদ দেওয়া সমীচীন নয়। বরং এসব মন্দ কাজগুলো হতে বাঁচা ও বাঁচানোর সম্ভাব্য যতো রকমের ফিকির করা উচিত। ইবনে হাজার মক্কি রহ.ও এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থন করেছেন আল্লামা শামি রহ.ও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২৭ : মসজিদে পায়ে হেঁটে আসা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৫)

٣٢٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

৩২৭. **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে এসো না। বরং নামাজে পায়ে হেঁটে স্বাভাবিক গতিতে এসো। তোমাদের জন্য প্রশান্তি আবশ্যক। তারপর যতোটুকু পাবে ততোটুকু নামাজ আদায় করো। আর যতোটুকু ছুটে যাবে ততোটুকু পূরণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু কাতাদা, উবাই ইবনে কাব, আবু সাইদ, জায়দ ইবনে সাবেত, জাবের ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মসজিদ অভিমুখে চলা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। তাঁদের অনেকে তাকবিরে উলা ফওত হওয়ার আশংকা করলে দ্রুত চলার মত পোষণ করেছেন। এমনকি কারো কারো হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নামাজের দিকে দৌড়ে যেতেন। আর তাঁদের মধ্য হতে অনেকে দ্রুত যাওয়া মাকরূহ মনে করেছেন। ধীরস্থির ভাবে প্রশান্তির সঙ্গে চলা পছন্দ করেছেন। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.। তারা বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। আর ইসহাক রহ. বলছেন, যদি প্রথম তাকবির ফওত হওয়ার আশংকা হয় তবে দ্রুত চলাতে কোনো সমস্যা হবে না।

٣٢٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. هٰكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

৩২৮. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবু সালামা-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিসের সমার্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনভাবে আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে আবু হুরায়রা রা. সূত্রে। ইয়াজিদ ইবনে জুরাই' এর হাদিস চাইতে এটি اصح।

٣٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩২৯. **অর্থ :** হজরত ইবনে আবু উমর ... আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُوْدِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ : মসজিদে বসা ও নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৫)

٣٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَــا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، مَــا لَــمْ يُحْدِثْ" فقال رجل من حضرموت وما الحدث يا ابا حريرة قال فساء اضرب.

৩৩০. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাজের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের মধ্যেই থাকে এবং ফেরেশতারা তোমাদের কারো প্রতি (মাগফিরাত ও রহমতের) দোয়া করতে থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদে থাকে- 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তার প্রতি দয়া, যতোক্ষণ না সে ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাজরামাওতের এক ব্যক্তি তখন বললো, আবু হুরায়রা! হদস কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, শব্দহীন দুষিত বায়ু নির্গত হওয়া অথবা স-শব্দে দুষিত বায়ু বের হওয়া।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু সাইদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সাহল ইবনে সাদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

لايزال احد كم فى صلوة مادام ينتظرها : ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে এই ফজিলতকে শুধু তখনকার সঙ্গে বিশেষিত বলেছেন, যখন কেউ এক নামাজ মসজিদে আদায় করে অপর নামাজের অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকবে। তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. এতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। বিন্নৌরি রহ. এ প্রসঙ্গে বর্ণনাগুলো একত্র করে দলিল করেছেন যে, এই ফজিলত নামাজের সবধরনের প্রতীক্ষার জন্যই রয়েছে। চাই সে অপেক্ষা মসজিদের ভেতরে হোক কিংবা বাইরে। -দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৩৪২

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ–১২৯ : ছোট চাটাইয়ের ওপর নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৫)

٣٣١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ".

৩৩১। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট চাটাইয়ের ওপর নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উম্মে হাবিবা, ইবনে উমর, উম্মে সুলায়ম, আয়েশা, মায়মুনা, উম্মে কুলসুম বিনতে আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও উম্মে সালামা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তবে উম্মে কুলসূম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শ্রবণ করেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এ মতই পোষণ করেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ছোট্ট চাটাইয়ের ওপর নামাজ প্রমাণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, الخمرة শব্দের অর্থ ছোট্ট চাটাই।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ. এখানে তিনটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। صلوة على الخمرة، صلوة على الحصير، صلوة على البسط তিনটির মাঝে পার্থক্য হলো, خمرة এমন চাটাইকে বলে, যার শুধু বানা খেজুরের। আর حصير এমন চাটাইকে বলে যার বানা এবং তানা উভয়টি খেজুরের। অনেকে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, খুমরা ছোট চাটাইকে বলে। আর حصير বলে বড় চাটাইকে। بساط বলে সেসব বস্তুকে যেগুলো জমিনে বিছানো হয়। চাই কাপড়ের হোক কিংবা অন্য কিছুর। এই পার্থক্য মূল অভিধানগত। বাগধারার ব্যবহারে এসব শব্দের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় না। বরং একটিকে অপরটির অর্থে ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমাণ।

সারকথা, এসব শিরোনাম দ্বারা ইমাম তিরমিযী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, নামাজের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, সরাসরি জমিনের ওপর পড়তে হবে। বরং মুসাল্লার ওপর পড়াও বিনা মাকরূহে বৈধ। সুতরাং এর দ্বারা পূর্ববর্তী অনেক আলেমের মত খণ্ডন উদ্দেশ্য, যারা জমিন ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের ওপর নামাজ পড়া মাকরূহ বলেন। যেমন, অনেক সাহাবি হতে উমদাতুল কারিতে (২/২৮৪) তেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

অনুচ্ছেদ–১৩০ : বড় চাটাইয়ের ওপর নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৫)

٣٣٢– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ".

৩৩২। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় চাটাইয়ের ওপর নামাজ আদায় করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আনাস ও মুগিরা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা. এর হাদিসটি حسن। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তবে ওলামায়ে কেরামের একটি দল জমিনের ওপর নামাজকে মুস্তাহাবরূপে অবলম্বন করেছেন। তালহা ইবনে নাফে' হলো, আবু সুফিয়ানের নাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَسْطِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ : বিছানা বা মুসল্লার ওপর নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৬)

٣٣٣- عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى كَانَ يَقُوْلُ لِأَخٍ لِي صَغِيْرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ قَالَ وَنَضَحَ بِسَاطٍ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ.

৩৩৩। **অর্থ :** মুগিরা হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। এমনকি আমার ছোট ভাইকে বলতেন, 'হে আবু উমাইর! তোমার নুগাইর পাখির কি অবস্থা?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আনাস রা. বলেছেন, আমাদের কিছু বিছানার ওপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর তিনি তার ওপর নামাজ পড়েছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বিছানার ওপর ও চাদরের ওপর নামাজ পড়াতে কোনো দোষ মনে করেন না। আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন। ইয়াজিদ ইবনে হুমাইদ হলো আবুত্ তাইয়াহের নাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيْطَانِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ : বাগানে নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৬)

٣٣٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيْطَانِ".

৩৩৪। **অর্থ :** হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানে নামাজ পড়তে পছন্দ করতেন। আবু দাঊদ বলেছেন,(حيطان) শব্দের অর্থ বাগান সমূহ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মু'আজ রা. এর হাদিসটি গরিব। হাসান ইবনে আবু জা'ফর সূত্র ব্যতীত অন্য কারো কাছ হতে আমরা এটি জানি না। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ প্রমুখ হাসান ইবনে আবু জা'ফরকে জয়িফ বলেছেন। আবুয্ জুবাইরের নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে তাদরুস। আবুত্ তুফাইলের নাম হলো, আমের ইবনে ওয়াইলা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ–১৩৩ : নামাজির সুতরা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৮)

٣٣٥– عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِيْ مَنْ مَرَّ مِنْ وَّرَاءِ ذٰلِكَ".

৩৩৫। **অর্থ :** হজরত ত্বালহা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিজের সামনে হাওদার খুটির মতো কোনো কিছু রাখে, তখন যেনো নামাজ আদায় করে নেয়, এর পেছন হতে কেউ অতিক্রম করলে তার কোনো তোয়াক্কা করতো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা, সাহল ইবনে আবু হাছমা, ইবনে উমর, সাব্‌রা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি, আবু হুজায়ফা ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ত্বালহা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, ইমামের সুতরা তার পেছনের মুক্তাদিদের জন্যও অন্তরাল।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ–১৩৪ : মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৯)

٣٣٦– حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ رَضـــــ أَرْسَلَهُ إِلٰى أَبِيْ جُهَيْمٍ رضــ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ؟ فَقَالَ أَبُوْ جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُوْالنَّضْرِ لَا أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً؟

৩৩৬। **অর্থ :** হজরত ইসহাক ইবনে মুসা আল আনসারি রহ. ... বুস্‌র ইবনে সাইদ হতে বর্ণিত যে, মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু জুহায়ম রা. কী জেনেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর কাছে জায়দ ইবনে খালেদ আল-জুহানি রা. জনৈক ব্যক্তিকে পাঠালেন। আবু জুহায়ম রা. বললেন– মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারি যদি জানতো এতে কী শাস্তি নিহিত রয়েছে তাহলে মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অপেক্ষা চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা তার নিকট ভালো মনে হতো। রাবি আবুন নাজর বলেন- চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন তা জানি না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু সাইদ খুদরি, আবু হুরায়রা, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জুহাইমের হাদিসটি حسن صحيح।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ একশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা তার নামাজি ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অপেক্ষা উত্তম।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে মাকরূহ মনে করেছেন। তবে এই অতিক্রম কারো নামাজ ভেঙে দেয় বলে মনে করেন না। আবুন্ নজরের নাম হলো, সালেম। তিনি উমর ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-মাদীনির আজাদ করা গোলাম।

بَابُ مَا جَاءَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ–১৩৫ প্রসংগ : কোনো কিছু নামাজ ভঙ্গ করে না (মতন পৃ. ৭৯)

٣٣٧– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ: "كُنْتُ رَدِيْفَ الْفَضْلِ عَلٰى أَتَانٍ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهٖ بِمِنًى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَنْهَا، فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ".

৩৩৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি একটি গাধীর ওপর ফজল রা. এর পেছনে আরোহি ছিলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মিনায় নামাজ পড়ছিলেন, আমি তার কাছে হলাম। তিনি বলেন, তারপর আমরা গাধী হতে অবতরণ করলাম। তারপর কাতারে পৌছলাম। আর এই গাধীটি তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তবে এটি তাদের নামাজ ভঙ্গ করলো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, ফজল ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী তাবেয়ি অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, কোনো কিছুই নামাজ ভঙ্গ করে না। সুফিয়ান সাওরি এবং শাফেয়ি রহ. এমতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ–১৩৬ প্রসংগ : কুকুর, গাধা ও মহিলা ব্যতীত অন্য কিছু নামাজ ফাসেদ্ করে না (মতন পৃ. ৭৯)

٣٣٨– عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رضـ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ

وَالْحِمَارُ". فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

৩৩৮। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়লো, অথচ তার সামনে হাওদার খুটির মতো কিছু নেই, তাহলে তার নামাজ কালো কুকুর, মহিলা ও গাধা ভঙ্গ করবে। আমি আবু জরকে বললাম, লাল কুকুর ও সাদা কুকুর নামাজ নষ্ট করবে না, এর কারণ কি? প্রতি জবাবে তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো যেমন আমি জিজ্ঞেস করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি বলেছেন, কালো কুকুর শয়তান।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ, হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারি আবু হুরায়রা ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এই মাজহাব অবলম্বন করেছেন। তারা বলেছেন, গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর নামাজ নষ্ট করে। আহমদ রহ. বলেছেন, যা সম্পর্কে আমি সন্দেহ করিনি সেটি হলো, কালো কুকুর নামাজ ভেঙে ফেলে। আর আমার অন্তরে গাধা ও মহিলা সম্পর্কে কিছু দ্বিধা রয়েছে। ইসহাক বলেছেন, কালো কুকুর ব্যতীত অন্য কিছুই নামাজ ভঙ্গ করে না।

দরসে তিরমিযী

اذا صلى الرجل وليس بين يديه كأخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلوته الكلب الأسود والمرأة والحمار

ইমাম আহমদ রহ. এবং অনেক আহলে জাহের এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করতে গিয়ে বলেন, উক্ত তিনটি জিনিস মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায় যখন সুতরা বা অন্তরাল না থাকে। তবে জমহুরের (গরিষ্ঠের) মতে নামাজ ফাসেদ হয় না[২২৪]।

জমহুরের দলিল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে (باب ماجاء لا يقطع الصلوة شيئ) বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস,

كنت رديف الفضل على اتان (اى خمارة- مرتب) جئنا والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم نقطع صلوتهم-

তাছাড়া হজরত আয়েশা রা.এর হাদিসে[২২৫] আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায়

---

[২২৪] গাধা ও মহিলা অতিক্রম সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আহমদ রহ. ও বলেন, গাধা ও মহিলা সম্পর্কে আমার মনে দ্বিধা রয়েছে। কেনোনা, আয়েশা (রা.) এর হাদিস মহিলার কারণে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার বিপরীত দলিল করছে। আর ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের হাদিসটি গাধার ফলে নামাজ নষ্ট হওয়ার বিপরীত দলিল করছে। -মাআরিফুস্ সুনান : ৩/৩৫৭। -সংকলক।

[২২৫] নাসায়ি : ১/৩৮, ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة তাছাড়া বোখারিতে (১/৭৩) হজরত আয়েশা (রা.) এর হাদিস রয়েছে- মাসরূক আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, একবার তাঁর কাছে কুকুর, গাধা এবং মহিলা কর্তৃক নামাজ নষ্ট করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা আর কুকুরের সঙ্গে তুলনা দিলে। (তাঁর উদ্দেশ্য হলো,

করতেন। আর আমি তাঁর সামনে জানাজার মতো শুয়ে থাকতাম। এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গাধা ও মহিলা মুসল্লির সামনে থাকা অথবা অতিক্রম করার ফলে তা নামাজ ভঙ্গের কারণ হয় না। অবশ্য কালো কুকুর সম্পর্কে কোনো বর্ণনা জমহুরের কাছে নেই।[২২৬] তবে কালো কুকুরকেও এ দুটির ওপর কিয়াস করা যেতে পারে। কেনোনা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে তিনটির আলোচনা এক সঙ্গেই এসেছে।

প্রশ্ন : এখানে অনেক হাম্বলি মাজহাবপন্থীর পক্ষ হতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি বাচনিক। আর জমহুরের দলিল গুলো[২২৭] ক্রিয়াবাচক। সুতরাং বাচনিক দলিলের প্রাধান্য হওয়া উচিত।

জবাব : প্রাধান্যের এ মূলনীতি তখন আমলযোগ্য যখন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়। আর এখানে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। তার পদ্ধতি হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে قطع দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া নয়। বরং মুসল্লি এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক তথা খুশু ও একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া।

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে এ তিনটি জিনিসকে বিশেষিত করার কারণ কি?

জবাব : এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানি প্রভাবের দখল রয়েছে। কেনোনা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিতেই এরশাদ রয়েছে-الكلب الأسود شيطان 'কালো কুকুর শয়তান।' আর মহিলাদের সম্পর্কে এরশাদ রয়েছে- النساء حبائل الشيطان [২২৮] 'নারী হলো শয়তানের জাল।' গাধা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, এটা শয়তানের প্রভাবের কারণে চিৎকার করে থাকে।[২২৯] فلكل من الثلاثه علاقة للشيطان- অএতব, তিনটির মধ্যেই শয়তানি প্রভাবের সম্পর্ক রয়েছে। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই তিনটি জিনিসের কথা।

তারপর সহিহ কথা হলো, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্তি দ্বারা অনুধাবন যোগ্য বিষয় নয়। সুতরাং কোনো জিনিস এই সম্পর্ক বিনষ্ট করবে আর কোনোটি এই সম্পর্ক সৃষ্টি করে এর যথার্থ জ্ঞান কেবল ওহির মাধ্যমেই হতে পারে। তাতে কিয়াস বা যুক্তির সুযোগ নেই।

অনিষ্টের ক্ষেত্রে মহিলা আর গাধা ও কুকুর সমান নয়। সম্ভবত তাঁর মাজহাব হলো, গাধা এবং কুকুর নামাজ নষ্ট করে। -শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরি কর্তৃক বোখারির টীকার সার সংক্ষেপ। -সংকলক।) আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নামাজ পড়ছেন, আর আমি খাটের ওপর তাঁর মাঝে ও কেবলার মাঝে শুয়ে আছি। আমার কোনো হাজত দেখা দিলে উঠে বসতে আমি খারাপ মনে করতাম যে, তাতে আমার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হবে। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে আসতাম তাঁর পায়ের দিক হতে। (এখানে অতিক্রম পাওয়া গেলো।) -রশিদ আশরাফ।

[২২৬] আসলে সাধারণ কুকুর সম্পর্কে হাদিস মওজুদ রয়েছে। ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা.) -এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। আমরা তখন একটি গ্রামে ছিলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। রাবি বলেন, আমার ধারণা তিনি আসরের নামাজের কথা বললেন। তার সামনে ছিলো তখন একটি মাদি কুকুর এবং একটি গাধা সেখানে চরছিলো। তাঁর মাঝে সে মাদি কুকুর ও গাধার মাঝে অন্তরাল বা প্রতিবন্ধকতা ছিলো না। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/২৮, নং ২৩৫৮ باب ما يقطع الصلوة، رشيد اشرف غفر الله له ولو الديه

[২২৭] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (১/২৮, من قال لا يقطع الصلوة شيئ دارئوا ماستطعتم) একটি বাচনিক বর্ণনা বর্ণিত আছে, যেটি জমহুরের দলিল হতে পারে। আবু বকর-আবুল আলিয়া-মুজালিদ-আবুল ওয়াদ্দাক-আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোনো কিছুই নামাজ নষ্ট করে না। যথাসম্ভব তোমরা তা প্রতিহত করবে। কেনোনা, এটি শয়তান। -সংকলক

[২২৮] মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/৪৪৪, কিতাবুর রিকাকের তৃতীয় অনুচ্ছেদ। হজরত হুজায়ফা (রা.) এর একটি দীর্ঘ হাদিস।

[২২৯] আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনায় এসেছে যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনো তখন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে পানাহ চাও। কেনোনা, সেটি শয়তান দেখেছে। -মুসলিম : ২/৩৫১, باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار -সংকলক।

এ অনুচ্ছেদের বাচনিক হাদিসটির বিপরীতে জমহুরের ক্রিয়াবাচক দলিলগুলোর প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হলো, যদি ক্রিয়াবাচক হাদিসগুলো সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত হয় তবে কখনও কখনও বাচনিক হাদিসগুলোর ওপরও প্রাধান্য লাভ করে। এখানেও অনুরূপ। কেনোনা, সাহাবায়ে কেরামের প্রচুর আছর[২৩০] এমন বর্ণিত আছে যে, এগুলো দ্বারা নামাজ নষ্ট হয় না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, তাহাবিতে এমন বিবরণ রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ–১৩৭ : এক কাপড়ে নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৯)

٣٣٩– عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

৩৩৯। **অর্থ :** হজরত উমর ইবনে আবু সালামা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড় পরে উম্মে সালামা রা. এর ঘরে নামাজ আদায় করতে দেখেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, জাবের, সালামা ইবনুল আকওয়া, আনাস, আমর ইবনে আবু উসাইদ, আবু সাইদ, কায়সান, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, উম্মে হানি, আম্মার ইবনে ইয়াসির, তাল্ক ইবনে আলি এবং উবাদা ইবনে সামেত আল-আনসারি রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উমর ইবনে আবু সালামার হাদিস حسن صحيح। সাহাবি তাবেয়ি প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে -এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, এক কাপড়ে নামাজ পড়াতে কোনো দোষ নেই। আবার অনেক আলেম বলেছেন, নামাজ আদায় করবে দুই কাপড়ে।

---

[২৩০] ১. সালেম হতে বর্ণিত যে, হজরত উমর (রা.) কে বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবু রবি'আ বলেন, গাধা এবং কুকুর নামাজ নষ্ট করে দেয়। শুনে তিনি বললেন, কোনো কিছুই মুসলমানের নামাজ নষ্ট করে না।

২. হজরত আলি ও উসমান (রা.) বলেন, কোনো কিছুই নামাজ নষ্ট করে না। যথাসম্ভব তোমরা (সামনে দিয়ে অতিক্রমকারিকে) প্রতিহত করো।

৩. ইবনে উমর (রা.) বলেন, কোনো কিছুই নামাজ নষ্ট করে না। তোমাদের হতে নামাজের সামনে অতিক্রমকারিকে প্রতিহত করো। এ বর্ণনাগুলো বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু শায়বা তার মুসান্নাফে (من قال لا يقطع الصلوة شيئ دار موا ما استطعتم ১/২৮০)

৪. ইকরিমা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) এর সামনে কোনো জিনিস নামাজ নষ্ট করে এ বিষয়ে আলোচনা হলো, তাকে বলা হলো, মহিলা এবং কুকুর। শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه এটাকে কিসে নষ্ট করবে?

৫. ইবরাহিম হতে বর্ণিত, হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা আমাকে কুকুর এবং গাধার সঙ্গে মিলালে! কোনো কিছুই নামাজ নষ্ট করে না। তবে তোমরা যথাসম্ভব (নামাজের সামনে অতিক্রমকারিকে) প্রতিহত করো। এই দুটি বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্জাক মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে (২/২৯,৩০, নং ২৩৬০, ২৩৬৫) -রশিদ আশরাফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ–১৩৮ : কেবলার সূচনা প্রসংগে (মতন পৃ. ৭৯)

٣٤٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

৩৪০। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় এলেন, তখন বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত নামাজ আদায় করেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাবামুখী করে দেওয়া পছন্দ করতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নেযুক্ত আয়াত নাজিল করেন- قد نرى تقلب وجهك فى السماء الخ 'বারবার আকাশের দিকে আপনার মুখ করে তাকানোর ব্যাপারটি আমি দেখছি। আপনার কাঙ্ক্ষিত কেবলার দিকে আমি অবশ্যই আপনার মুখ ফিরিয়ে দেব। সুতরাং আপনার চেহারা এখন হতে মসজিদে হারামের দিকে ফিরান।' -সূরা বাকারা : ১৪৪।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তারপর কাবার দিকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আন্তরিকভাবে এটা তিনি পছন্দ করতেন। সুতরাং এক ব্যক্তি তার সঙ্গে আসরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর আনসার এক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়ে অতিক্রম করলেন, যখন তারা ছিলেন আসরের নামাজে রুকু অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে। ফলে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়েছেন। তাঁকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারি বলেন, তখন তাঁরা সবাই রুকু অবস্থায় ফিরে গেলেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, উমারা ইবনে আওস, আমর ইবনে আওফ আল মুজানি এবং আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সুফিয়ান সাওরি এটি বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক হতে।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوْا رُكُوْعًا فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

৩৪১। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁরা তখন ছিলেন ফজরের নামাজে রুকু অবস্থায়।

দরসে তিরমিযী

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس

কেবলা কতোবার পরিবর্তন হয়েছিলো -এ বিষয়ে মতপার্থক্য। অনেকের মতে কেবলা পরিবর্তন শুধু একবার হয়েছে। তাদের মধ্যে আবার দুটি দল আছে। এক দলের বক্তব্য হলো, মক্কা মুকাররামায় প্রথম হতেই কেবলা ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে নামাজ আদায় করতেন যাতে কাবা এবং বায়তুল মুকাদ্দাস উভয়টি সামনে থাকে। তারপর মদিনা তায়্যিবায়ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বায়তুল

মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ ছিলো। তবে সেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উভয় কেবলাকে সামনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের আগ্রহ ছিলো যেনো কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয় কাবার দিকে চেহারা ফিরানোর।

আর দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হলো, ইসলামের প্রথম দিকে কেবলা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট হুকুম আসেনি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনির্দেশিত বিষয়াবলিতে আহলে কিতাবের অনুকূল থাকতে পছন্দ করতেন[২৩১] তাই সামনে রাখলেন কাবা এবং বায়তুল মুকাদ্দাস উভয়টি।

অনেকের বক্তব্য হলো, মানসুখ হয়েছে দুইবার। মক্কা মুকাররামায় কাবামুখী হবার নির্দেশ ছিলো। মাদানি জীবনের প্রথম দিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসই কেবলা থাকে। তারপর দ্বিতীয়বার হুকুম মানসুখ হয়ে যায় এবং কাবাকে স্বতন্ত্র কেবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। এই বক্তব্যটিই প্রধান মনে হচ্ছে। এর সমর্থন হচ্ছে কোরআনের আয়াত-[২৩২] وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه দ্বারাও।

ستة او سبعة عشر شهرا[২৩৩]: অনেক বর্ণনায় ১৬[২৩৪] এর কথা সুদৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে, আর কোনোটিতে ১৭[২৩৫] এর কথা যারা ভাংতিটুকু গণ্য করেছেন তারা ১৭ বলেছেন। আর যারা এটাকে গণ্য করেননি তারা

---

[২৩১] যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনায় সহিহ বোখারিতে (২/৮৭৭كتاب اللباس باب الفرق) আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব বিষয়ে কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি সেগুলোতে তিনি আহলে কিতাবের অনুকূল থাকতে পছন্দ করতেন। -সংকলক।

[২৩২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩, মা'আরিফুল কোরআন : ১/৩৭৩ হতে ওপরযুক্ত আয়াতের তাফসিরের সার নির্যাস বর্ণনা করা হলো।

আসলে শরিয়াতে মুহাম্মদিয়ার জন্য আমরা কাবাকেই কেবলা নির্ধারণ করে রেখেছি। আর যেদিকে (কয়েকদিন) আপনি কায়েম হতেছেন, (অথাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাস) সেটাতো শুধু এই ফায়দার জন্য ছিলো যাতে আমি (বাহ্যতঃ) জানতে পারি যে, কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য অবলম্বন করে আর কে পেছনে ফিরে যায়।

[২৩৩] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে সন্দেহসহ বর্ণনা করা হয়েছে। এমনভাবে মুসলিমের বর্ণনার (১/২০০ باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة)।

[২৩৪] যেমন, নাসায়ির (১/১২১ كتاب القبلة باب استقبال القياة) বর্ণনায় রয়েছে। -সংকলক।

[২৩৫] আওফ (রা.) এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ১৭ মাস নামাজ পড়েছেন। তারপর কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। হায়ছামি রহ. বলেছেন, বাজ্জার ও তাবারানি কাবিরে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কাছির নামক রাবি জয়িফ। ইমাম তিরমিযী তাঁর হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবলা শাম হতে কেবলার দিকে ফিরানো হয়েছে। তিনি কাবার দিকে নামাজ পড়েছেন রজব মাসে মদিনায় আগমনের ১৭ মাসের মাথায়। হায়ছামি রহ. বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি কাবিরে। এর রাবিগণ সেকাহ। মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৩, ১৪باب ماجاء فى القبلة। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ১৬ মাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্র. মুসনাদে ইমাম আহমদ : ১/২৫০, আল-ফাতহুর রব্বানি : ৩/১১৬, নং ৪২৩, ابو ب القبلة باب مدة استقبال بيت المقدس وتحويل القبلة منه الى الكعبةআল্লামা হায়ছামি রহ.ও এটি বর্ণনা করেছেন। (২/১২) তিনি আরো বলেছেন, এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং ইমাম তাবারানি কাবিরে। ইমাম বাজ্জারও এটি বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারি। -রশিদ আশরাফ।

বলেছেন ১৬। সুতরাং কোনো বৈপরীত্য রইলো না[২৩৬]।

فوجه الى الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر : প্রধান বক্তব্য হলো, কেবলা পরিবর্তনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম জোহরের[২৩৭] নামাজ আদায় করেছেন। অনেক বর্ণনায় আসরের[২৩৮] নামাজের উল্লেখ রয়েছে।

মূলতঃবাস্তব ঘটনা হলো, কেবলা পরিবর্তনের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বনি সালামায় (বর্তমানে মসজিদুল কেবলাতাইন নামে প্রসিদ্ধ)। নামাজের মধ্যেই কেবলা পরিবর্তনের হুকুম অবতীর্ণ হয়। তারপর মসজিদে নববীতে তিনি আসরের নামাজ আদায় করেন। সুতরাং যারা 'আসরের নামাজের' কথা বর্ণনা করেছেন তাদের উদ্দেশ্য হলো, কেবলা পরিবর্তনের পর আসর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নামাজ ছিলো।

ثم مر على قوم من الانصار وهم ركوعٌ في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه إلى الكعبة.قال: فانحرفوا وهم ركوعٌ.

আর কেবলার দিক পরিবর্তনের হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি ছিলো এই যে, প্রথমে ইমাম সাহেব কাতারগুলোর পেছনে চলে গেছেন এবং স্বীয় রুখ উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে করে ফেলেছেন। তারপর মুক্তাদিগণ স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বীয় চেহারা উত্তব হতে দক্ষিণে ফিরিয়েছেন। এমনভাবে যে, প্রথম কাতার শেষ কাতারে আর শেষ কাতার প্রথম কাতারে রূপান্তরিত হয়েছে। আর মহিলারা যাদের কাতার কেবলা পরিবর্তনের ফলে প্রথম কাতার হয়ে গিয়েছিলো তারা পেছনের কাতারে চলে এসেছেন। বস্তুত এই ঘটনা প্রবল ধারণা মুতাবেক আমলে কাসির (নামাজ বিপরীত অনেক কাজ) নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকবে।[২৩৯]

প্রশ্ন : প্রশ্ন হয় যে, হানাফিদের মতে খবরে ওয়াহেদ কোনো অকাট্য হুকুম মানসুখ করতে পারে না। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এক ব্যক্তির খবর দ্বারা কিভাবে তাদের রুখ পরিবর্তন করে ফেললেন? বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার হুকুম তো অকাট্য ছিলো।

---

[২৩৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমন হয়েছিলো রবিউল আওয়াল মাসে এতে কোনো মতপার্থক্য নেই। আর কেবলা পরিবর্তন হয়েছিলো দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে। জমহুরের (গরিষ্ঠের) মতে এটাই সহিহ বক্তব্য। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৬৯, সংকলকের পক্ষ হতে ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে।

[২৩৭] ইবনে মারদুওয়াইহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম কাবার দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাজ পড়েছিলেন সেটি হলো, জোহরের নামাজ। এটিই মধ্যবর্তী সালাত। তাফসিরে ইবনে কাছির : ১/১৯৩, ছাপা, আল-মাকতাবাতুত্ তিজারিয়্যাহ। মিসর। ১৩৫৬ হিজরি। قد نرى تقلب وجهك فى السماء، سورة البقرة–الاية ١٤٤ এর তাফসিরের অধীনে।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ পড়া অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরেছিলেন। এর মধ্যেই কাবার দিকে চেহারা ফিরিয়েছিলেন। হায়ছামি রহ. বলেন, আমি বলব, আনাস (রা.) এর হাদিসটি সহিহ (বোখারিতে আছে)। তবে সেখানে ফজর নামাজের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে জোহরের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান ইবনে সাইদ রয়েছেন, তাকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবনে মাইন এবং আবু যুরআ রহ. জয়িফ বলেছেন। হাফেজ আবু নুআইম রহ. তাকে সেকাহ বলেছেন। আবু হাতিম বলেছেন, তিনি শায়খ। মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৩, باب ماجاء فى القبلة -সংকলক।

[২৩৮] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে অনুরূপ রয়েছে। আর বারা (রা.) এর বর্ণনাটি রয়েছে সহিহ বোখারিতে (২/৬৪৪ كتاب التفسير، باب قوله سيقول السفهاء من الناس الخ)। -সংকলক।

[২৩৯] হতে পারে ওপরযুক্ত মাসলাহাতের কারণে উল্লিখিত আমল ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অথবা এ গোনাহ কেবলা পরিবর্তনকালে একাধারে হয়নি; বরং বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। والله اعلم। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩৭২ -সংকলক।

জবাব : এই সংবাদটি ছিলো বিভিন্ন নিদর্শনাদি দ্বারা সমর্থিত। আর খবরে ওয়াহেদ যখন বিভিন্ন শক্তিশালী নিদর্শনাদি দ্বারা সমর্থিত হয় তখন সেটি অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম এ খবরটি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর সে নিদর্শনাদি ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। তাঁর মনের চাহিদা এটা ছিলো। সাহাবায়ে কেরামেরও স্বয়ং আশা ছিলো শীঘ্রই আসন্ন বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করার নির্দেশ।

كانوا ركوعا فى صلوة الصبح : ফজর নামাজের ঘটনা পরের দিন কুবাতে[২৪০] সংঘটিত হয়েছিলো। আর মসজিদে বনি হারেসায় আসর নামাজের ঘটনা ঘটেছিলো কেবলা পরিবর্তনের দিন।[২৪১]

بَابُ مَاجَاءَ مِنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

অনুচ্ছেদ–১৩৯ প্রসংগ : কেবলা অবস্থিত পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে

٣٤٢– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".

৩৪২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেবলা অবস্থিত পূর্ব পশ্চিমের মাঝে।

٣٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ: مِثْلَهُ.

৩৪৩। **অর্থ :** 'ইয়াহইয়া ইবনে মুসা বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে আবু মা'শার অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি তার সূত্র এ ব্যতীত অন্য সূত্রও বর্ণিত আছে। অনেক আলেম স্মরণশক্তিগত ব্যাপারে আবু মা'শার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। তার নাম হলো, নাজিহ। তিনি বনু হাশিমের আজাদকৃত গোলাম।

মুহাম্মদ বলেছেন, আমি তার হতে কোনো কিছু বর্ণনা করিনি, তবে লোকজন তার হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর আল-মাখরামি-উসমান ইবনে মুহাম্মদ আল-আখনাসি-সাইদ আল-মাকবুরি-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আবু মা'শারের হাদিস অপেক্ষা অধিক দৃঢ় এবং বিশুদ্ধ।

٣٤٤– عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"

---

[২৪০] সহিহ বোখারিতে (২/৬৪৫ باب قوله ومن حيث خرجت فول وجهك الى الخ من كتاب التفسير) বর্ণিত, ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা এর দলিল। এমনভাবে তাবারানি কবিরে বর্ণিত, সাহল ইবনে সাদ (রা.) এর বর্ণনাও এর দলিল (মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ باب ماجاء فى القبلة)। -সংকলক।

[২৪১] মাআরিফুস্ সুনান : ৩/৩৭২। তুয়ায়লা বিনত মুসলিমের বর্ণনা তাবারানি কবিরে বর্ণিত। তবে তাতে ইসহাক ইবনে ইদরিস আল- আসওয়ারি নামক একজন রাবি রয়েছেন। তিনি জয়িফ ও অপাংক্তেয়। হায়ছামি-মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৪। -সংকলক।

৩৪৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেবলা অবস্থিত মাশরিক ও মাগরিবের মাঝে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর মাখরামী বলা হয়েছে। কেনোনা, তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখারামার সন্তান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে কেবলা অবস্থিত। তার মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবু তালেব ও ইবনে আব্বাস রা.। ইবনে উমর রা. বলেছেন, যখন তুমি পশ্চিমকে তোমার ডান দিকে ও পূর্বকে তোমার বাম দিকে রাখবে তখন তোমার সামনে থাকবে কেবলা, যখন তুমি কেবলার দিকে অভিমুখী হও। ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে কেবলা রয়েছে। হলো, প্রাচ্যবাসীর জন্য এটা। ইবনে মুবারক মারভ বাসীদের জন্য পছন্দ করেছেন বাম দিকে ফেরা।

দরসে তিরমিযী

قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ : এই হুকুমটি মদিনাবাসী (এবং যারা সেদিকে অবস্থানকারি) তাদের জন্য। কেনোনা, কেবলা সেখান হতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তারপর مابين শব্দ দ্বারা এমনটি বুঝবেন না যে, অর্ধ বৃত্তের পূর্ণ বাঁকা দিকটা কেবলা। বরং এর উদ্দেশ্য হলো কেবলা এর মাঝখানে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি নামাজের মধ্যে ৪৫ ডিগ্রি ডান দিকে এবং ৪৫ ডিগ্রি বাম দিকে ফিরে যায় তবুও নামাজ হয়ে যায়। তবে এর চেয়ে বেশি ফিরে গেলে নামাজ সঠিক হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ

অনুচ্ছেদ-১৪০ প্রসংগ : মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় যে কেবলা ব্যতীত অন্য দিক ফিরে নামাজ আদায় করে (মতন পৃ. ৮০)

٣٤٥- عَنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ رضـــ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فِــىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلٰى حِيَالِهٖ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَــلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ.

৩৪৫। **অর্থ :** হজরত আমের ইবনে রাবি'আ রা. বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অন্ধকার রাত্রে এক সফরে ছিলাম। আমরা বুঝতে পারলাম না যে, কোনো দিকে কেবলা? ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি নামাজ পড়েছে তার চেহারার দিক হয়ে। সকালে আমরা বিষয়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তুললাম। তখন আয়াত নাজিল হলো, فأين ما تولوا فثم وجه الله 'যেদিকেই চেহারা ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর সত্তা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নয়। আশ'আছ সাম্মান ব্যতীত আর কারো সূত্রে এ হাদিসটি আমরা জানি না। আর আশ'আছ ইবনে সাইদ আবুর রবি' সাম্মানকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। অধিকাংশ আলেম এমত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যখন মেঘলা অবস্থায় কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে তারপর নামাজ আদায়ের পর যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে আদায় করেছে তবে তার এ নামাজ যথেষ্ট। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ.।

দরসে তিরমিযী

فصلى كل رجل منا على حياله : যখন কারো কেবলার দিক জানা না থাকে তখন তার উচিত চিন্তা করা। যেদিকে কেবলা হওয়ার প্রবল ধারাণা হবে সেদিকে ফিরে নামাজ পড়ে নিবে। এমতাবস্থায় যদি নামাজের মধ্যখানে যথার্থ দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়, তাহলে নামাজের মধ্যেই সেদিকে ফিরে যাবে এবং পূর্বের নামাজের ওপর ভিত্তি করবে। আর যদি নামাজের পর জানা যায় যে, যেদিকে ফিরে সে নামাজ আদায় করেছিলো সেদিকটি কেবলা ছিলো না। তবে তার ওপর অধিকাংশ ফকিহের মতে নামাজ দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব নয়। চাই ওয়াক্ত বাকি থাকুক বা না থাকুক। হানাফি মাজহাব মতে ফতওয়া এ বক্তব্যটির ওপরই।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হলো, তার ওপর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। -শরহুল মুহাজ্জাব।

ইমাম মালেক রহ. এর মতে যদি ওয়াক্ত বাকি থাকে তাহলে দোহরিয়ে পড়া مستحب।

তবে এটা তখন যখন মুসল্লির কাছে কেবলা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। যেটা দুর করার কোনো পন্থা নেই এবং সে চিন্তা-ফিকিরও করে নিয়েছে। তবে যদি কারো কোনো সন্দেহই না হয়ে থাকে এবং সে ভুল দিককে কেবলা মনে করে নামাজ পড়ে নিয়েছে কিংবা সন্দেহ হয়েছে আর সে চিন্তা-ফিকির ব্যতীত ভুল দিকে ফিরে নামাজ পড়ে নিয়েছে, তাহলে তার নামাজ ফাসেদ। এটা পুনরায় পড়া ওয়াজিব। শামি রহ. ফাতাওয়া শামিতে (১/২৯২, ২৯৩) সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন এ বিষয়ে।

এই বিবরণ তো ছিলো একাকি নামাজ পড়া সম্পর্কে। যদি পূর্ণ একটি দলের কাছে কেবলা সংশয়যুক্ত হয়ে থাকে এবং গোটা দল চিন্তা-ফিকির করে নামাজও আদায় করে নিয়েছে তবে যদি সবার দিক একই থাকে তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। আর যদি বিভিন্ন জনের চিন্তা-ফিকির করার পর বিভিন্ন দিক প্রমাণিত হয় তাহলে যে ব্যক্তি ইমামের আগে চলে যাবে তার নামাজ ব্যাপক আকারে ফাসেদ। যদি কারো নামাজের মধ্যে জানা হয়ে যায় যে, তার চেহারা ইমামের চেহারা বিপরীত দিকে তবে তার নামাজও ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে যদি নামাজের পর জানা হয় যে, সে ভ্রান্ত দিকে নামাজ পড়েছে, অথবা তাদের মধ্য হতে কারো চেহারা ইমামের চেহারার দিকের বিপরীত ছিলো, তাহলে সবার নামাজ হয়ে যাবে। কারো নামাজ ফাসেদ হবে না এবং দোহরানোও আবশ্যক না। -ফাতাওয়া শামি : ১/২৯৩।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যদি সাহাবায়ে কেরাম একাকি নামাজ পড়ে থাকেন তবে তো নামাজের বিশুদ্ধতা স্পষ্ট বিষয়। আর যদি জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ে থাকেন আর صلى كل رجل منا على حياله এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন দিকে চেহারা ফিরিয়ে ছিলো তাহলে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে তারা নামাজ হয়ে যাওয়ার পরে ইমামের বিরোধিতার জ্ঞান লাভ করেছেন।

সারকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি শাফেয়িদের বিরুদ্ধে দলিল যারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব বলেন। এ

হাদিসটি যদিও আশ'আছ সাম্মানের কারণে জয়িফ; তবে মুসনাদে ত্বায়ালিসি[২৪২] এবং বায়হাকিতে[২৪৩] এর জয়িফ অনেক মুতাবে' রয়েছে। তাছাড়া দারাকুতনিতে[২৪৪] এমন একটি হাদিস হজরত জাবের রা. হতে আর ইবনে মারদওয়াইহ- ইবনে আব্বাস[২৪৫] রা. হতেও বর্ণিত আছে।[২৪৬] যদিও এই সবগুলো হাদিস জয়িফ তবে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করার মদদগুলো।

فأين ما تولوا فثم وجه الله : একটি বক্তব্যতো এই আয়াতের তাফসিরে এটাই যে, কেবলা সন্দেহযুক্ত হওয়ার অবস্থা উদ্দেশ্য। অনেকে এটাকে বাহনের ওপর নফল নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। প্রত্যেকের তাফসিরের সমর্থনে অনেক হাদিস[২৪৭] রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেনোনা, কেবলার দিকে মুখ করার ফরজ দায়িত্ব সামর্থ্যের সঙ্গে বিশেষিত। সুতরাং যেখানে সামর্থ্য হবে না, সেখানে যেদিকে ফেরার শক্তি আছে সেটাই কেবলা হবে। তাইই দুররে মুখতারে আছে وقبلة العاجز عنها جهة قدرته। এমনকি যদি কেবলার দিকে মুখ করার ফলে জান কিংবা মালের প্রবল আশংকা হয় তখনও যেদিকে ফেরার ক্ষমতা আছে সেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে পারে। এই সবগুলো পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত আয়াতের অর্থে।

---

[২৪২] পৃষ্ঠা : ৫/১৫৬, ছাপা, দায়িরাতুল মাআরিফিন নিজামিয়া, হায়দারাবাদ, দাক্ষিনাত্য, ভারত, ১৩২১ হিজরি। আবু দাউদ- আশ'আছ ইবনে সাইদ আবুর রবি' ও আমর ইবনে কায়স-আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহ-আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবি'আ-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা সফর অবস্থায় মারাত্মক অন্ধকারে নিপতিত হলাম। কেবলার দিক আমাদের কাছে সংশয়পূর্ণ হয়ে গেলো। তারপর আমাদের প্রত্যেকেই যার যার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করলেন। যখন অন্ধকার দূরীভূত হলো, তখন দেখা গেলো আমাদের অনেকে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়েছেন, আর অনেকে পড়েছেন কেবলার দিকে ফিরে। এ বিষয়টি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের নামাজ হয়ে গেছে। তখন আয়াত নাজিল হয়েছে- 'যেদিকেই তোমরা মুখ করো না কেনো সেদিকেই আল্লাহর সত্তা রয়েছেন।' (আমের ইবনে রবিআ আল-বদরীর হাদিস সমূহ।) -রশিদ আশরাফ।

[২৪৩] ২/১১, جماع ابواب استقبال القبلة، باب استبيان الخطاء بعد الا جتهاد -সংকলক।

[২৪৪] ১/২৭১, كتاب الصلوة، باب الا جتهاد فى القبلة و التحرى فى ذلك বায়হাকি সুনানে কুবরা (২/১০ باب الاختلاف فى القبلة عند التحرى وباب استبيان الخطاء بعد الإجتهاد ص ١١) -সংকলক।

[২৪৫] বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, তাতে রয়েছে ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিস। -দুররে মানসুর : ১/১০৯। এর সনদ জয়িফ। ইবনে মারদুওয়াইহ হতে এটি বর্ণিত। -মাআরিফুস্ সুনান : ৩/৩৮১ -সংকলক।

[২৪৬] তাছাড়া এ সম্পর্কে মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) হতেও একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতে মেঘ বাদলের দিনে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে ছিলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের নামাজ যথার্থরূপে আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হয়েছে। হায়ছামি রহ. বলেন, এটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে ইবরাহীমের পিতা আবু আবালা নামক একজন রাবি। ইবনে হাব্বান তাকে সেকাহদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তার নাম শিম্‌র ইবনে ইয়াকজান। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৫, باب الإجتهاد فى القبلة

বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে : ৩/৩৮১ এ হাদিসটি সম্পর্কে লিখেন, এই বিষয়ে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটি সর্বোত্তম হওয়ার কাছে। -সংকলক।

[২৪৭] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং সুনানে দারাকুতনিতে (১/২৭১) বর্ণিত জাবের (রা.) এর হাদিস দ্বারা প্রথম তাফসিরটির সমর্থন হয়। দ্বিতীয় তাফসিরটির সমর্থন হয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) -এর বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনের ওপর আরোহণ করে মক্কা হতে মদিনার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বাহনের ওপর হতে নামাজ পড়ছিলেন যেদিকে বাহন যাচ্ছিল সেদিকে ফিরে। বর্ণনাকারি বলেন, এ বিষয়েই নাজিল হয়েছিলো- فأينما تولوا فثم وجه الله সহিহ মুসলিম (১/২৪৪) باب جواز صلوة النافلة على الدابة بالسفر حيث توجهت - كتاب صلوة المسافرين وقصرها، رشيد اشرف، وفقه الله لمايحب ويرضاه

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلِّي إِلَيْهِ وَفِيهِ

অনুচ্ছেদ– ১৪১ : নামাজ পড়ার মাকরূহ দিক ও স্থান প্রসংগে (মতন পৃ. ৮১)

٣٤٦– عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ.

৩৪৬। হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত জায়গায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। ১. আবর্জনার স্থানে, ২. কসাইখানায়, ৩. কবরস্থানে, ৪. রাস্তার মাঝে, ৫. গোসলখানায় ৬. উটশালায়, ৭. বায়তুল্লাহর ছাদের ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٣٤٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَنَحْوَهُ.

৩৪৭। **অর্থ :** 'আলি ইবনে হুজর ... ইবনে উমর রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর সমার্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে আবু মারছাদ, জাবের ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি তেমন শক্তিশালী নয়। জায়দ ইবনে জাবিরা সম্পর্কে স্মরণশক্তির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। লাইছ ইবনে সাদ এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমারি হতে নাফে' সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।'

দাউদ-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি লাইছ ইবনে সাদের হাদিস অপেক্ষা হকের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল ও বিশুদ্ধতম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমারীকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে অনেক মুহাদ্দিস জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান।

দরসে তিরমিযী

اَلْمُقْرِئُ : আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আবু আবদুর রহমান আল-মুকরি। মুকরি বলা হয়, কোরআনে করিম শিক্ষাদাতাকে। আর مُقْرَائِيٌّ বলা হয় মুকরার অধিবাসীকে। এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়।

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى فى سبعة مواطن [২৪৮]

---

[২৪৮] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৩/৩৮৪) বলেছেন, আল্লামা নাজমুদ্দিন আত্ তরসূসি রহ. হাদিসের এই সাতটি বিষয় কাব্য আকারে পেশ করেছেন 'মানজুমাতুল ফাওয়াইদে'। তিনি বলেছেন,

نهى الرسول أحمد خير البشر * عن الصلوة فى بقاع تعتبر

معاطن الجمال ثم مقبرة * مزبلة طريق مجزرة

المزبلة : مزبلة এর অর্থ ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান। زبل শব্দ হতে এটি নির্গত।

مجزرة বলা হয় কসাইখানাকে। যেখানে জন্তু-জানোয়ার জবাই করা হয়। এ দুটি স্থানে নামাজ মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, নাপাক লেগে যাওয়ার শংকায়।

مقبرة : দ্বারা কবরস্থান উদ্দেশ্য। এখানে মাকরূহ হওয়ার কারণ, হয়ত কবরপূজারিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য অথবা কবর মাড়ানোর আশংকা।

قارعة الطريق : এর দ্বারা রাস্তার মধ্যখান উদ্দেশ্য। এখানে মাকরূহ হওয়ার কারণ, লোকজনের কষ্ট হবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে।

وفوق ظهر بيت الله : এখানে মাকরূহ হওয়ার কারণ, বেয়াদবী। অবশ্য হানাফিদের মতে এখানে নামাজ হয়ে যাবে। শাফেয়িদেরও এ মত। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে ফরজ আদায় হবে না নফল আদায় হয়ে যাবে। মালেক রহ. এর মতে বিতর তাওয়াফের দু'রাকাত ও ফজরের সুন্নতও আদায় হবে না। সাধারণ, মসজিদগুলোর ছাদের ওপরও বিনা প্রয়োজনে আরোহণ করা ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ লিখেছেন। অবশ্য যদি জায়গা না হয় তাহলে মসজিদের ছাদের ওপর বিনা মাকরূহহীন বৈধ।

بَابَ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ : বকরী এবং উটশালায় নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮১)

٣٤٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانَ الْإِبِلِ".

৩৪৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বকরিশালায় নামাজ পড় তবে উটশালায় নামাজ আদায় করো না।

٣٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ أَخْبَرنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ.

৩৪৯। **অর্থ :** 'আবু কুরাইব ... আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে জাবের ইবনে সামুরা, সাব্‌রা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল, ইবনে উমর ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

فوق بيت الله والحمام * والحمدُ لله على التمام

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নেযুক্ত কয়েকটি স্থানে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন- ১. উটশালায়, ২. কবরস্থানে ৩. আবর্জনাস্থানে ৪. পথিমধ্যে ৫. কসাইখানায়. ৬. বায়তুল্লাহর ওপরে ও ৭. গোসল খানায়। আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো পূর্ণ হলো।-সংকলক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আমাদের সঙ্গীদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। আবু সালেহ-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে আবু হাসিনের বর্ণনাটি গরিব।

ইসরাইলও এটি আবু হাসিন-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। আবু হাসিনের নাম উসমান ইবনে আসেম আল-আসাদি।

٣٥٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

৩৫০। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরিশালায় নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবুত্ তাইয়্যাহ জুবাইর নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনে হুমাইদ।

দরসে তিরমিযী

مَعْطِن : এ শব্দটির ط এর নীচে জের। আর عَطَنٌ উটশালাকে বলা হয়।

مَرْبِض : শব্দটির ب' এর নীচে জের। বকরি বাঁধার জায়গা। উটশালাতে নামাজ মাকরূহ হওয়ার কারণ হয়তো, উট দুষ্ট জন্তু এবং এটি দৌড় দেওয়ার আশংকায় নামাজে ক্রটি আসার আশংকা রয়েছে; তবে বকরি বাঁধার স্থানে এমন আশংকা নেই। কিংবা এর কারণ, উটশালাতে নাপাক বেশি থাকে। বকরি বাঁধার জায়গাতে কম থাকে। সারকথা, উটশালাতে নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে কেউ যদি সেখানে কোনো পবিত্র জায়গা দেখে নামাজ পড়ে নেয় তাহলে জমহুরের মতে নামাজ হয়ে যায়। অবশ্য আহমদ ও জাহেরি সম্প্রদায়ের মতে নামাজ হবে না।

আল্লামা ইবনে হাজম রহ বকরি বাঁধার জায়গাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে লিখেছেন, যখন মসজিদ নির্মিত হয়নি, তখন এ হুকুম দেওয়া হয়েছিলো যে, তোমরা বকরি বাঁধার স্থানে নামাজ আদায় করো। -ফাতহুল বারি : باب ابوال الابل, ১/২৯৪

শাফেয়ি রহ. এর কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, মদিনা তায়্যিবার জমিন সাধারণত সমতল ছিলো না। তবে বকরি বাঁধার স্থান সমতল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো। তাই মসজিদ নির্মাণের আগে সেখানে পছন্দ করা হয়েছে নামাজ আদায়কে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৩৮৯-৩৯২।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

অনুচ্ছেদ–১৪৩ : জন্তু যে দিকে ফিরে তার ওপর আরোহণ করে সেদিকে নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮১)

٣٥١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ".

৩৫১। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তার কাছে যখন এলাম তখন তিনি নামাজ পড়ছেন বাহনের ওপর পূর্বদিকে ফিরে। আর সেজদা ছিলো রুকু অপেক্ষা নীচু।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত আনাস, ইবনে উমর, আবু সাইদ ও আমের ইবনে রবি'আ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এই হাদিসটি একাধিক সূত্রে জাবের রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে তাদের মাঝে মতপার্থক্য সম্পর্কে আমরা জানি না। কেউ তার বাহনের ওপর আরোহণ করে সেটি যেদিকেই ফিরুক না কেন, চাই কেবলার দিকে তার চেহারা থাকুক কিংবা অন্য দিকে- তারা কোনো দোষ মনে করেন না সর্বাবস্থায় নফল নামাজ পড়াতে।

দরসে তিরমিযী

وهو يصلي على راحلته نحو المشرق : ফুকাহায়ে কেরাম এখান হতে মাসআলা উৎসারণ করেছেন যে, নফল নামাজ জন্তু এবং বাহনের ওপর সাধারনভাবে বৈধ। এতে কেবলার দিকে মুখ ফিরানো শর্ত নয়। রুকু-সেজদার ও শর্ত নেই। বরং রুকু-সেজদার জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। বরং দুররে মুখতারে লিখেছেন, যদি জিনের ওপর প্রচুর নাপাকও থাকে তবুও বৈধ। চাকা বিশিষ্ট যানবাহনেরও একই হুকুম। এর ওপর নফল নামাজ সাধারণত বৈধ। দুররে মুখতারে (শামিসহ ১/৩৭২, باب الوتر والنوافل) এ বিষয়ে স্পষ্টাকারে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাস, ট্রেন এবং মোটরগাড়িতে কেবলার দিকে মুখ না করেও নফল নামাজ পড়া যেতে পারে ইঙ্গিত দ্বারা।

ফরজ নামাজের ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি বাহন এমন হয় যার মধ্যে কেবলার দিকে মুখ করা, দাঁড়ানো এবং রুকু-সেজদা করা যায়, তাহলে দাঁড়িয়ে পড়া বৈধ। তবে যদি দাঁড়ানো এবং রুকু-সেজদা করা সম্ভব না হয় এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে নেমে নামাজ পড়াও সম্ভব না হয় তাহলে বসেও যেভাবে সম্ভব হয় নামাজ পড়ে নিতে পারে। আর যদি প্রচুর ওয়াক্ত থাকে তবে ওয়াক্তের শুরুতেই বসে নামাজ পড়ে নেয়, নামার অপেক্ষা না করে তবুও শামি রহ. এর ঝোঁক হলো, নামাজ বৈধ হওয়ার দিকে। যদিও আফজল এটাই যে, সেসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত হয়ত দাঁড়িয়ে পড়ার ওপর সক্ষম হয়ে যাবে, কিংবা ওয়াক্ত খতম হয়ে যাওয়ার আশংকা হবে। দ্র. ফাতাওয়া শামি ১/৪৭১,

بَابُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ : বাহনের দিকে ফিরে নামাজ পড়া (মতন পৃ. ৮১)

٣٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيْرِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ".

৩৫২। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট অথবা বাহনের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন। তিনি বাহনের ওপর আরোহন করে এটি যেদিকে ফিরত সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটা অনেক আলেমের মাজহাব। তারা উটের দিকে ফিরে নামাজ পড়াতে কোনো দোষ মনে করেন না। তথা এটি দূষণীয় নয়, সুতরাং হিসেব থাকা।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَاحَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ–১৪৫ : রাতের খাবার যখন হাজির হয় এবং নামাজের ইকামত হয় তখন রাতের খাবার খেয়ে নাও (মতন পৃ. ৮১)

٣٥٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ".

৩৫৩। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বিকেলের খানা উপস্থিত হয় আর এদিকে নামাজের ইকামত দেওয়া হয় তখন আগে খেয়ে নাও বিকেলের খানা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা, ইবনে উমর, সালামা ইবনুল আকওয়া' ও উম্মে সালামা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আলেম সাহাবির মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে রয়েছেন, হজরত আবু বকর, উমর ও ইবনে উমর রা.। এমতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা বলেছেন, আগে বিকেলের খানা খেয়ে নিবে। যদিও জামাতে নামাজ ছুটে যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে এই হাদিস সম্পর্কে বলতে শুনেছি, বিকেলের খানা আগে খাবে যখন খাবার নষ্ট হবার শংকা হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা প্রমুখ হতে অনেক আলেম যে মত পোষণ করেছেন সেটি অনুসরণের জন্য অধিক সামঞ্জস্যশীল। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তি যেনো, কোনো কিছু নিয়ে মন ব্যস্ত থাকা অবস্থায় নামাজে না দাঁড়ায়। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা অন্তরে কোনো কিছু সম্পর্কে ব্যস্ততা রেখে নামাজে দণ্ডায়মান হই না।

٣٥٤–وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ".

৩৫৪। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, যখন বিকেলের খানা রাখা হয় এদিকে নামাজের ইকামত হয় তখন আগে বিকেলের খানা খাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. ইমামের কেরাত শুনছেন তখন বিকেলের খানা খেয়েছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমাদেরকে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, হান্নাদ-আবদা- উবায়দুল্লাহ-নাফে'-ইবনে উমর রা. সূত্রে।

দরসে তিরমিযী

إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء : সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম একমত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির হুকুমের ব্যাপারে। তবে সবার মতে যদি এমন স্থানে খানা পরিহার করে নামাজ পড়ে নেয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

কাজি শাওকানি, ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব বর্ণনা করেছেন যে, এমন স্থানে প্রথমে খানা খেয়ে নেওয়া ওয়াজিব। যদি নামাজ পড়ে নেয় তবে তা আদায় হবে না।

তবে হাম্বলিদের কিতাব মুগনি -ইবনে কুদামা ইত্যাদি দ্বারা জানা যায় যে, তাদের মতেও নামাজ দুরুস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং কাজি শাওকানি রহ. হাম্বলিদের যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন সেটির ওপর তাদের মতে ফতওয়া নয়। সুতরাং নামাজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য হয়ে গেলো।

বিরাট বিতর্ক

তবে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এই মাসআলাটির কারণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, খানা সামনে আসার পর প্রথমে খানা খেয়ে নেওয়ার হুকুম কেন দেওয়া হয়েছে?

১. ইমাম গাজালি রহ. এই হুকুমের কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, খানা সামনে আসার পর যদি নামাজে রত হয়ে যায় তাহলে খাবার নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. ওয়াকি' ইবনে জাররাহ রহ. এর বক্তব্যেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতে যদি খাবার নষ্ট হওয়ার আশংকা না হয় তাহলে নামাজে শরিক হওয়াই উত্তম হবে।

২. অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের মতে কারণ হলো মুখাপেক্ষিতা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী এবং পরবর্তীতে খানা পাওয়ার আশা না থাকে এ হুকুম তার জন্য।

৩. মালেকিদের হতে বর্ণিত আছে যে, এর কারণ হলো, খাদ্যের স্বল্পতা। অর্থাৎ, এই হুকুম তখনকার জন্য যখন খানা কম থাকবে আর নামাজের পর নিজের খাবার খাওয়ার জন্য কিছু বাকি না থাকার শংকা থাকে। -হাশিয়া কাওকাব্দি : ১/১৬৪।

৪. হানাফিদের মতে এর কারণ হলো, খানা না খেয়ে নামাজে রত হলে মন মস্তিষ্ক খানার প্রতি লেগে থাকবে এবং নামাজের মধ্যে খুশু ও খুজু সৃষ্টি হবে না। মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে (২/৬৯) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন لأن يكون طعامي كله صلوة أحب إلي من أن يكون صلوتي كلها طعاما 'আমার পূর্ণ খাবার নামাজে পরিণত হওয়া আমার পূর্ণ নামাজ খাবারে পরিণত হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।'

দুররে মুখতারে এ কারণে আছে যে, নামাজ মাকরূহ তখন হবে যখন কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে এবং নামাজে মন না লাগার ধারণা হয়।

হানাফিদের এ কারণ অনেক হাদিস ও আছর দ্বারা সমর্থিত। তাই ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর এ আছরটি বর্ণনা করেছেন- لا نقوم الى الصلوة وفى انفسنا شيئ (মনের মধ্যে অন্য কোনো ব্যস্ততা রেখে আমরা নামাজে দাঁড়াই না।) এটিও এর সমর্থক। হজরত ইবনে উমর রা. হতেও

বর্ণিত আছে- لأن أجعل طعامي صلوة أحب الي من أن اجعل صلوتي طعاما -মিশকাত শরিফ[২৪৯]।

আর এই কারণের সমর্থন একটি মারফূ' হাদিস দ্বারাও হয়। সহিহ ইবনে হাব্বান, মু'জামে আওসাত তাবারানি এবং মুশকিলুল আছার - তাহাবিতে আনাস রা. মারফূরূপে বর্ণনা করেন,

اذا اقيمت الصلوة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلوة المغرب ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح

'তোমাদের কেউ যখন রোজাদার হয়, আর নামাজের ইকামত বলা হয়, তখন সে যেনো মাগরিব নামাজের পূর্বে আগে বিকালের খাবার খেয়ে নেয়।' -মাজমাউজ যাওয়ায়িদ[২৫০] -হায়ছামি। তাবারানি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি।

এ হাদিসটিতে এই হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে শুধু রোজাদারের জন্য। এর একটাই কারণ, যে রোজাদার সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর বিকেলে তার খাবার চাহিদা বেশি অনুভব করে। তা না হলে রোজাদারকে বিশেষিত করার কোনো কারণ ছিল না।[২৫১]।

এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মূল কারণ খাবার চাহিদা। আর যেখানে এ কারণ থাকবে না সেখানে হুকুম হলো, নামাজ দেরি না করা। তাই আবু দাউদ শরিফে[২৫২] জাবের রা. হতে মারফূ আকারে বর্ণিত হয়েছে- لاتؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره[২৫৩] 'খাবার বা অন্য কোনো কারণে নামাজ দেরি করো না।'

যদি এ হাদিসটি শুদ্ধ হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন খাবারের চাহিদা এতোটুকু না হয় যে, নামাজের খুশু ও একাগ্রতা নষ্ট করে দিবে। হজরত গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিররুহু বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু খুবই কম আহার করতেন তাই খাবার চাহিদাও বেশি হতো। এবং খেয়ে জলদি অবসরও হয়ে যেতেন। সুতরাং আজকাল আমাদের উচিত হলো, সাহাবায়ে কেরামের ওপর কিয়াস করে খানা সামনে আসার পর সর্বদা নামাজ দেরি না করা। বরং শুধু তখনই বিলম্ব করা যখন খাবার চাহিদা এত অধিক হয় যে নামাজে একাগ্রতা না আসার আশংকা হয়[২৫৪]। -আল-কাওকাবুদ্ দুররী : ১৬৪।

---

[২৪৯] হাদিস গ্রন্থাবলিতে আমার অসম্পূর্ণ তালাশ দ্বারা হজরত ইবনে উমর (রা.) এর এ আছরটি পেলাম না। -সংকলক।

[২৫০] ২/৪৬-৪৭ باب الاعذار في ترك الجماعة-সংকলক।

[২৫১] এর সমর্থন নাফে' রহ. এর বর্ণনা দ্বারাও হয়। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা.)-এর সঙ্গে অনেক সময় আমরা সাক্ষাত করতাম। তিনি রোজাদার থাকতেন। তার কাছে বিকালের খাবার পেশ করা হতো। তখন মাগরিবের নামাজের আজান দেওয়ার পর ইকামত দেওয়া হতো। তিনি শুনতেন (অর্থাৎ, নামাজের ইকামত।) তবে তিনি বিকালের খাবার পরিহার করতেন না। খাবার শেষ করার আগ পর্যন্ত তাড়াহুড়াও করতেন না। এরপর বের হয়ে নামাজ পড়তেন। তিনি বলতেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে বিকালের খাবার পেশ করা হয়, তখন তোমরা এই খাবার রেখে তাড়াহুড়া কর না। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১/৫৭৫, হাদিস নং ২১৮৯, باب اذا قرب العشاء ونودي بالصلوة -সংকলক।

[২৫২] ২/৫২৭-৫২৮ باب اذاحضرت العشاء -সংকলক।

[২৫৩] শরহুস্ সুন্নায় আরেকটি বর্ণনা এমন বর্ণিত আছে- لا تؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره -মিশকাতুল মাসাবিহ : ১/৯৬, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ, বাবুল জামাতি ওয়া ফাজলিহা।-সংকলক।

[২৫৪] গাঙ্গুহী রহ. এর বক্তব্যের সমর্থন আবু দাউদের (২/৫২৮ باب اذا حضرت الصلوة والعشاء) একটি হাদিস দ্বারা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছিলাম ইবনে জুবায়র (রা.) এর শাসনকালে আমার পিতার সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর পাশে। তখন আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা.) বললেন, আমরা শুনেছি,

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ : তন্দ্রা অবস্থায় নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮১)

٣٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ".

৩৫৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাজরত অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে তবে যেনো সে ঘুমিয়ে পড়ে– যাতে তার হতে ঘুম দূরীভূত হয়ে যায়। কেনোনা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাজ পড়ে হতে পারে সে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে যেয়ে নিজেকে গালি দিতে শুরু করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّي بِهِمْ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ প্রসংগ : কোনো সম্প্রদায়ের সাক্ষাত করতে গিয়ে যেনো তাদের ইমামতি না করে (মতন পৃ. ৮১)

٣٥٦- عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ، رَجُلٌ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فِيْ مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ. حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ".

৩৫৬। **অর্থ :** হজরত আবু আতিয়্যাহ বলেন, মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ আমাদের নামাজের স্থানে এসে আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন নামাজের সময় হলো, তাকে আমরা বললাম, আপনি সামনে যান। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের কারো উচিত সামনে অগ্রসর হওয়া। যাতে আমি তোমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতে পারি, কেনো আমি সামনে গেলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় সে যেনো তাদের ইমামতি না করে। উচিত তাদের মধ্য হতে কারো ইমামতি করা।

নামাজের পূর্বে আগে বিকেলের খানা খেয়ে নিতে হয়। শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন, ধ্বংস হোক তোমার! তাদের কোনো বিকেলের খাবার ছিলো না। তুমি কি তোমার বাপের বিকেলের খাবারের মতো মনে করেছ? বিভিন্ন প্রকারের খাবার ও বিভিন্ন ধরণের খাঞ্চার প্রাচুর্য হতো? যার কারণে নামাজ হতে অবসর হওয়ার পরেই এগুলো হতে তারা অবসর হতো? -বযলুল মাজহুদ : ৪/৩৪৮, ছাপা, সাহারানপুর। -রশিদ আশরাফ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, বাড়ির মালেক সাক্ষাতকারি অপেক্ষা ইমামতির জন্য অধিক হকদার। অনেক আলেম বলেছেন, যখন তাকে বাড়ির মালেক অনুমতি দিবে তখন তার ইমামতিতে কোনো দোষ নেই। ইসহাক রহ. মালেক ইবনুল হুয়াইরিছের হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তিনি বাড়ির মালেকের ইমামতি অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যদিও বাড়ির মালেক তাকে অনুমতি দেন। তিনি বলেছেন, এমনভাবে মসজিদে অন্য কেউ এসে নামাজ পড়াবে না যখন কেউ সেখানে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসে। তিনি বলেন, তাদের ইমামতি করবে মসজিদের লোকজন হতে কোনো একজন।

দরসে তিরমিযী

من زار قوما فلا يؤمهم : পেছনে এর সমার্থবোধক হাদিস এসেছে- ولايؤم الرجل فى سلطانه[১৫৫] এর নির্যাস হলো, এ আদব শিখানো যে, ঘরের মালেকের অধিকার জেনে তাকে সামনে বাড়িয়ে দাও। এ কারণে এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, শরি'আতে ইমামতির জন্য উত্তম ব্যক্তির যেসব স্তর বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সবচেয়ে বড় আলেম, তারপর সবচেয়ে বড় ক্বারি ইত্যাদি- ঘরের মালেক এবং মসজিদের ইমাম তার হতে ব্যতিক্রমভুক্ত। অর্থাৎ, মসজিদের ইমাম এবং বাড়ির মালেক সর্বাবস্থায় ইমামতির অধিক হকদার। চাই মুক্তাদিদের মধ্যে তার চেয়ে বড় আলেমও মওজুদ থাকুন না কেন। তবে শর্ত হলো, ঘরের মালেকের মধ্যে ইমামতির শর্তাবলি পাওয়া যেতে হবে। তারপর যদি বাড়ির মালেক অনুমতি দেন তবে অধিকাংশ ফকিহের মতে সাক্ষাতকারিও ইমামতি করতে পারেন। তবে হজরত মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ রা. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করতে গিয়ে তাই ইমামতি হতে পরহেজ করেছেন যে, বাড়ির মালেকের অনুমতিতে যদিও অন্য ব্যক্তি ইমামতি করতে পারে, তবে হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা মনে হয় ঘরের মালেকের ইমামতি আফজাল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ : ইমাম শুধু নিজের জন্য বিশেষ করে দোয়া করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮২)

٣٥٧- عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ".

---

[১৫৫]. দ্র. জামে' তিরমিযী : ১/৫৪, باب من احق بالامامة فى حديث ابن مسعود الانصارى (رضــ) সংকলক।

৩৫৭। **অর্থ :** হজরত ছাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বাড়ির মালেকের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জন্যই কারো ঘরে নজর দেওয়া বৈধ নয়। যদি নজর পড়ে তাহলে সে যেনো তার ঘরেই প্রবেশ করলো। কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করলে তাদের বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবে শুধু নিজের জন্য যেনো কেউ দোয়া না করে। যদি অনুরূপ করে তবে সে তাদের সঙ্গে খেয়ানত করলো। আর কেউ যেনো প্রস্রাব পায়খানার বেগ নিয়ে নামাজে না দাঁড়ায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও আবু উমামা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ছাওবান রা. এর হাদিসটি حسن। এই হাদিসটি মু'আবিয়া ইবনে সালেহ-সাফ্‌র ইবনে নুসাইর-ইয়াজিদ ইবনে শুরাইহ-আবু উমামা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। যেনো, ইয়াজিদ ইবনে শুরাইহ-আবু হাই আল-মুয়াজ্জিন-ছাওবান সূত্রে বর্ণিত এ বিষয়ক হাদিসটি সনদগত ভাবে আফজাল এবং মশহুর।

দরসে তিরমিযী

ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانه : বাহ্যত এর উদ্দেশ্য মনে হয় এটাই যে, ইমামের উচিত, দোয়া সমূহে বহুবচন উত্তম পুরুষ ব্যবহার করা। এক বচন উত্তম পুরুষের শব্দ হতে দূরে থাকা চাই।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, নামাজের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যেসব দোয়া বর্ণিত হয়েছে, এগুলোতে বেশির ভাগ একবচন উত্তম পুরুষের শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু গুটি কয়েক দোয়ার মধ্যে বহুবচন উত্তম পুরুষের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে[২৫৬]। সুতরাং ওপরযুক্ত অর্থ সঠিক হতে পারে না।

সমাধান : তারপর এ হাদিসের অর্থ নির্ধারণের জন্য ব্যাখ্যাতাগণ অনেক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. অনেকে বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু সেসব দোয়া যেগুলো নামাজে পড়া হয়। যেমন দোয়া কুনুত ইত্যাদি। এগুলোতে একবচন উত্তম পুরুষের শব্দ ব্যবহার করা বৈধ নয়।

২. আবার কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের জন্য দোয়া করা আর অন্যের জন্য বদ দোয়া করা। এটা অবৈধ[২৫৭]।

৩. হজরত শাহ সাহেব রহ. এর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হলো, ইমামের উচিত সেসব জায়গায় দোয়া না করা যেখানে মুক্তাদি দোয়া করে না। যেমন, রুকু, সেজদা, কওমা বা রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মাঝে বৈঠকে। এসব জায়গায় সাধারণত দোয়া করা হয় না। যদি ইমাম এখানে দোয়া করেন, তাহলে দোয়াতে তিনি একাকি হবেন। চাই যে কোনো শব্দই ব্যবহার করুন না কেন। যেহেতু এ দোয়াতে মুক্তাদিরা অংশ গ্রহণ করে না, তাই এটা নিষেধ করা হয়েছে।

---

[২৫৬] যেমন আনাস (রা.) এর বর্ণনায় আছেاللهم اسقنا সহিহ বোখারি : ১/১৩৯, ابواب الاستسقاء، باب الاستسقاء فی المسجد الجامع

[২৫৭] এই বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এর প্রবক্তাও অজ্ঞাত, তেমনি এর উৎসও। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪০৭, ৪০৮। -সংকলক।

৪. আহকারের অসম্পূর্ণ মতে এসব অর্থের তুলনায় অন্য আরেকটি অর্থ প্রধান মনে হচ্ছে। এটি যদিও কোথাও বর্ণিত দেখিনি তবে রুচিগতভাবে সঠিক মনে হয়। সেটি হলো, এতে এমন দোয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে যেগুলো শুধু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ধরণের চাহিদা ও খাহেশ সম্বলিত এবং এগুলোর অর্থে কোনো ব্যাপকতা নেই। যেমন, আয় আল্লাহ! অমুক মেয়েটি আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। অথবা আয় আল্লাহ! আমাকে অমুক বাড়িটি দিয়ে দাও ইত্যাদি।

বাকি রইলো, এমন দোয়া যেগুলোতে ব্যাপকতা হতে পারে সেগুলোতে নিষিদ্ধ নয়। চাই একবচন উত্তম পুরুষের সঙ্গে হোক, যেমন, اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ইত্যাদি। কেনোনা, ইমাম হলো জাতির প্রতিনিধি। এই হিসেবে তিনি যদি একবচন উত্তম পুরুষের শব্দও ব্যবহার করেন, তার অর্থে পুরো কওম শরিক হবে। অথচ প্রথম প্রকার দোয়াতে এটা হতে পারে না। কেনোনা, ব্যাপকতার সম্ভাবনাই এতে নেই।

لايقوم الصلوة وهو حقن : حقن এবং حاقن বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যে পেশাব আটকে রেখেছে। আর হাকিন বলা হয়, যে পায়খানা আটকে রেখেছে[২৫৮]। এখানে حاقن দ্বারা উদ্দেশ্য উভয়টিই। আর পেশাব আটকে রেখে নামাজ পড়ার বিষয়টি পেছনে আলোচিত[২৫৯]।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ প্রসংগ : যে মুসল্লিদের অসন্তুষ্টি নিয়ে ইমামতি করে (মতন পৃ. ৮২)

٣٥٨- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَاِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ".

৩৫৮। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন জনের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন- ১. যে কওমের ইমামতি করেছেন তাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, ২. যে মহিলা রাত যাপন করেছে এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী তার প্রতি নারাজ, ৩. যে ব্যক্তি حى على الفلاح শুনেছে কিন্তু এরপর জবাব দেয়নি (নামাজের জামাতে উপস্থিত হয়নি)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, ত্বালহা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু উমামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, এটি হাসান সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আপত্তি তুলেছেন। তাঁকে জয়িফ বলেছেন। তিনি হাফেজ নন।

---

[২৫৮] যে দূষিত হাওয়া আটকে রেখেছে তাকে বলা হয়, حازق আর যে পেশাব পায়খানা দুটিই আটকে রেখেছে তাকে বলে حاقم, অনেকে বলেছেন, তাকে حازقও বলা হয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪০৬। -সংকলক।

[২৫৯] দ্র. দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড : ১/৩৮১, باب ماجاء اذا اقيمت الصلوة ووجد احد كم الخلاء

একদল আলেম কোনো ব্যক্তি কোনো জামাতের এমন অবস্থায় ইমামতি করা মাকরূহ মনে করেছেন, যখন তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। যখন ইমাম জালিম না হবেন তখন গুহাহ হবে শুধু সেসব লোকের যারা ইমামকে খারাপ মনে করেছে, তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এ সম্পর্কে বলেছেন, যখন একজন অথবা দুই জন অথবা, তিনজন তাকে অপছন্দ করে তবে লোকজনের ইমামতি করাতে কোনো অসুবিধা নেই, যতোক্ষণ না তাকে অপছন্দ করে কওমের অধিকাংশ লোক।

٣٥٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا إِثْنَانِ: اِمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ".

৩৫৯। **অর্থ** : হজরত আমর ইবনুল হারেস ইবনুল মুসতালিক বলেছেন, বলা হতো, কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে দুজনের- ১. যে মহিলা তার স্বামীর অবাধ্যতা করেছে। ২. কওমের সেই ইমাম যার প্রতি তারা অসন্তুষ্ট, তাকে অপছন্দ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হান্নাদ বলেছেন, জারির বলেছেন, মানসুর বলেছেন, তারপর আমরা ইমামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন আমাদেরকে বলা হলো, এর দ্বারা জালেম শাসক উদ্দেশ্য করেছেন। তবে যে ইমাম সুন্নত কায়েম করেন, (সেখানে ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে) যে অসন্তুষ্ট ও ইমামকে অপছন্দ করে গুনাহ কেবল তারই হবে।

٣٦٠- أَخْبَرَنَا أَبُوْ غَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: اَلْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ".

৩৬০। **অর্থ** : আবু উমামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কান হতে অতিক্রম করে না- ১. পলাতক গোলাম ফিরে আসা পর্যন্ত। ২. যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত যাপন করেছে। ৩. যে ইমামের প্রতি কওম নারাজ।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সনদে حسن غريب। আবু গালিবের নাম হলো হাযাওয়ার।

দরসে তিরমিযী

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل ام قوم وهم له كارهون

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির হুকুম তখন, যখন লোকজন কোনো ইমামকে তার বিদআত, অজ্ঞতা, ফাসেকি কিংবা অন্য কোনো দোষের ভিত্তিতে অপছন্দ করে। তবে যদি তাদের অপছন্দের কারণ, পার্থিব কোনো শত্রুতা হয় তাহলে এই হুকুম নয়। যেমন এ বিষয়ে মিরকাতে (২/৯১) স্পষ্ট বর্ণনা। তাছাড়া মোল্লা আলি ক্বারি রহ. এটাও লিখেছেন যদি অপছন্দকারি লোক অনেক ব্যক্তি হয়, তাহলে ধর্তব্য হবেন আলেম, যদিও তিনি একাই হোন না কেনো। আর অনেকে বলেছেন, ধর্তব্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তবে সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওলামায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কেনোনা, অজ্ঞদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধর্তব্য না।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا

অনুচ্ছেদ–১৫০ প্রসংগ : ইমাম যখন বসে নামাজ পড়ে তখন তোমরাও বসে নামাজ পড় (মতন পৃ. ৮৩)

٣٦١- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: "خَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ".

৩৬১। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া হতে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর চামড়া ছিলে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বসে বসে আমাদের ইমামতি করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বসে বসে নামাজ আদায় করলাম। তারপর নামাজ হতে ফিরে আমাদের বললেন, ইমাম বানানো হয়েছে তো শুধুমাত্র তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম যখন তাকবির বলে তখন তোমরাও তাকবির বলো। আর যখন রুকু করে তখন তোমরাও রুকু করো। যখন মাথা উত্তোলন করে তোমরাও মাথা উঠাও। আর যখন سمع الله لمن حمده বলে তখন তোমরা বলো ربنا ولك الحمد। আর যখন ইমাম সেজদা করে তখন তোমরাও সেজদা করো। আর যখন বসে নামাজ আদায় করে তখন তোমরাও সবাই বসে নামাজ আদায় করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা, আবু হুরায়রা, জাবের, ইবনে উমর ও মু'আবিয়া রা. হতে হাদিস এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস 'তিনি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোড়া হতে পড়ে গিয়েছিলেন ফলে চামড়া ছিলে গিয়েছিলো' حسن صحيح।

এ হাদিসে যা বলা হয়েছে তাই অনেক সাহাবির মত। তার মধ্যে রয়েছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উসাইদ ইবনে হুজাইর, আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এ হাদিস অনুযায়ীই মত পোষণ করেন। অনেক আলেম বলেছেন, ইমাম যখন বসে নামাজ পড়বেন তখন তার পেছনে মুক্তাদিরা কেবল দাঁড়িয়েই নামাজ পড়বে। যদি বসে নামাজ আদায় করে তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش : جحش এর অর্থ হলো, চামড়া ছিলে যাওয়া। আবু দাউদের[২৬৩] বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পার্শ্ব ছিলে

---

[২৬৩] باب الامام يصلى من قعود, ১/৮৮-৮৯

গিয়েছিলো। হাফেজ ইবনে হাব্বান রহ. বলেছেন, এই ঘটনাটি ঘটেছিলো পঞ্চম হিজরির জিলহজ্জ মাসে[২৬১]। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য বিনা ওযরে ফরজ নামাজ বসে আদায় করা বৈধ নয়। এমন করলে তার নামাজ আদায় হবে না। অবশ্য যদি ইমাম সাহেব ওজরের কারণে বসে নামাজ আদায় করেন, তাহলে মুকতাদিদের ইকতিদা এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। তিনটি বক্তব্য এ সম্পর্কে মশহুর।

১. ইমাম মালেক রহ. এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, যে ইমাম বসে নামাজ আদায় করছেন, তার ইকতিদা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। না বসে, না দাঁড়িয়ে। অবশ্য যদি মুক্তাদিও মা'জুর হয়, দাঁড়াতে না পারে, তাহলে সে এমন ইমামের ইকতিদা করতে পারে। (আল্লামা ইবনে রুশদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি ইবনুল কাসিম বর্ণনা করেছেন।) এই মাজহাবটি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত। তারপর ইমাম মুহাম্মদ, ইবনুল কাসিম এবং অধিকাংশ মালেকি মুক্তাদিদের মা'জুর অবস্থায়ও যে ইমাম রুগ্ন ও বসে নামাজ আদায় করছেন তার পেছনে ইকতিদা করা মাকরূহ বলেছেন। বরং অনেক মালেকি তো এটি অবৈধ বলে বক্তব্য করেন।

মালেক রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনাটিকে মানসুখ মনে করেন। তিনি শা'বি রহ. এর মারফু' বর্ণনা দ্বারাও দলিল পেশ করেন। যেটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন-[২৬২]لايؤمن رجل بعدى جالسا। তবে জমহুর বলেন, এ হাদিসটি নির্ভর করে জাবের জু'ফির ওপর। যিনি সর্বসম্মতিক্রমে জয়িফ। ইমাম দারাকুতনি রহ. এই হাদিস সম্পর্কে বলেন, 'শা'বি হতে এ হাদিসটি জাবের জু'ফি ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি অপাংক্তেয়। হাদিসটি মুরসাল। এর দ্বারা দলিল হতে পারে না[২৬৩]।' সুতরাং এই হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না।

২. দ্বিতীয় মাজহাব-ইমাম আহমদ, আওজায়ি, ইসহাক রহ. এবং জাহেরি সম্প্রদায়ের। তাদের মতে ইমাম যদি রুগ্ন হন এবং বসে ইমামতি করেন, তবে তার ইক্তিদা করা বৈধ। মুক্তাদির জন্যও প্রয়োজন হলো, বসে নামাজ পড়া।

শরহুত্ তাকরিরে হাফেজ ইরাকি রহ., আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. আল-মুগনিতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ রহ.এর মতে মুক্তাদিদের বসে ইকতিদা করার জন্য রয়েছে কয়েকটি শর্ত,

১. প্রথম হতেই বসে নামাজ পড়ছেন। অর্থাৎ, তার ওজর শুরু হতেই, নামাজের মাঝখানে এই ওজর যোগ হয়নি।

২. ইমাম সুনির্দিষ্ট।

৩. তার ওজর দূর হওয়ার আশা করা যায়।

আহমদ রহ. প্রমুখের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামাজ বসে পড়াননি; বরং অন্যদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন- 'যখন ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ান তখন তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করো।'

৩. তৃতীয় মাজহাব-আবু হানিফা, শাফেয়ি, আবু ইউসূফ, সুফিয়ান সাওরি, আবু সাওর এবং ইমাম বোখারি রহ. এর। তাঁদের মতে যে ইমাম বসে নামাজ পড়ান তার পেছনে ইকতিদা করা বৈধ। তবে যাদের ওজর নেই এ

---

[২৬১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪১৬, ফাতহুল বারি : ২/১৪৯ সূত্রে। -সংকলক।

[২৬২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৪৬৩, হাদিস নং ৪০৮৭-৪০৮৮ باب هل يؤم الرجل جالسا সুনানে দারাকুতনি : ১/৩৯৮ باب هل صلوة المريض جالسا بالما مؤمين ولفظه لا يؤمن احد بعدى جالسا-সংকলক।

[২৬৩] সুনানে দারাকুতনি : ১/৩৯৮।

ধরণের মুক্তাদিদের জন্য জরুরি হলো, এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। বসে ইকতিদা করা বৈধ নয়। ইমাম হাজেমি রহ. এটাকে অধিকাংশ আলেমের মাজহাব সাব্যস্ত করেছেন।[২৬৪]

তাদের দলিল, কোরআনে কারিমের আয়াত-[২৬৫] وقوموا لله قانتين[২৬৬] لايكلف الله نفسا الا وسعها (আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।) (বাকারা : ২৮৬) আয়াতের আলোকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবে। তবে যারা সুস্থ- মা'জুর নয়, তাদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার কোনো কারণ নেই। তারপর সেসব হাদিসও জমহুরের দলিল যেগুলোতে দাঁড়ানোর ওপর সক্ষম ব্যক্তিকে বসে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদিসে[২৬৭] রয়েছে,

كان بى الناصور فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.

'আমার নাসুর (প্রবহমান স্থায়ী যখম) হয়েছিলো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করো। যদি এর ওপর সক্ষম না হও তবে বসে পড়ো। যদি তাও না পারো তবে আদায় করো পার্শ্বে শুয়ে।'

জমহুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত রোগের ঘটনা।[২৬৮] তাতে তিনি বসে ইমামতি করেছেন। সমস্ত সাহাবা ইক্তিদা করেছেন দাঁড়িয়ে। যেহেতু এটি ওফাত রোগের ঘটনা সেহেতু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির জন্য এটি মানসুখকারি। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির প্রথম জবাব হানাফি এবং শাফেয়িদের পক্ষ হতে এই দেওয়া হয় যে, এটি ওফাত রোগের ঘটনা দ্বারা মানসুখ।

প্রশ্ন : এর ওপর হাম্বলিদের পক্ষ হতে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[২৬৯] আতা হতে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে ইমামতি করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করেছেন। শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما صليت الا قعودا بصلوة امامكم ماكان يصلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا–

'আমি যার সম্মুখীন হয়েছি ভবিষ্যতে যদি আমি -এর সম্মুখীন হই তাহলে তোমাদের ইমামের অনুসরণ করে কেবল বসেই নামাজ পড়বো। ইমাম যে নামাজ দাঁড়িয়ে পড়ে তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়ো। আর যদি বসে পড়ে তবে তোমরাও বসে পড়ো।'

---

[২৬৪] باب ما ذكر من ايتمام الماموم بامامه اذا صلى جالسا ,১০৯ : كتاب الايتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار সংকলক।

[২৬৫] সূরা বাকারা : ২ পারা, আয়াত : ২৩৮। -সংকলক।

[২৬৬] সূরা বাকারা : ৩ পারা, আয়াত : ২৮৬। -সংকলক।

[২৬৭] সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৭, باب فى صلوة القاعد

[২৬৮] সহিহ বোখারি : ১/৯৫-৯৬, كتاب الاذان باب انما جعل الامام ليؤتم به সহিহ মুসলিম : ১/১৭৭, ১৭৮ كتاب الصلوة، باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من عرض وسفر وغيرهما الخ. -সংকলক।

[২৬৯] ১/৪৬৮, হাদিস নং ৪০৭৪, باب هل يؤم الرجل جالسا

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ রায় ছিলো এমতাবস্থায় মুক্তাদি বসেই নামাজ পড়বে।

জবাব : এ হাদিসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই যে, এটি ওফাত রোগেরই ঘটনা। বরং স্পষ্ট এটাই যে, এটাও ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কেনোনা, এই ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন হজরত আয়েশা রা. এর রুমে[২৭০] অবস্থান করছিলেন। তাই এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আধবার এমনভাবে নামাজ পড়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে ইকতিদা করেছেন। পর অবশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়ের পরিবর্তন হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বসে নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তবে ওফাত রোগের ঘটনা এটাকে মানসুখ করে দিয়েছে।

এই বর্ণনাটি তাছাড়া মুরসাল। আতা ইবনে আবু রাবাহের মুরসালগুলোকে হজরত হাসান বসরি রহ. এর মুরসালগুলোর মতো মনে করা হয়। তাই, তাদের দুজনের মুরসালগুলো সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে,

ليس فى المرسلات اضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن ابى رباح[২৭১]

'হজরত হাসান এবং আতা ইবনে আবু রাবাহের মুরসাল অপেক্ষা জয়িফ আর কোনো মুরসাল নেই।'

সুতরাং এটা সম্ভব যে, আতা এর এই বর্ণনায় কোনো বর্ণনাকারির ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনা এবং ওফাত রোগের ঘটনাকে গড়বড় করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেনোনা, দুটি ঘটনাই সামঞ্জস্যশীল।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় আরেকটি হাম্বলিগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আবু দাউদ[২৭২]ইত্যাদির বর্ণনায় আছে- إذا صلى الإ مام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى قائما صلوا قياما এর হুকুমের সঙ্গে সুস্পষ্ট এই বিবরণও বিদ্যমান রয়েছে যে, ولا تفعلوا كما يفعل فارس بعظمائها 'পারস্যবাসী তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যে আচরণ করে তোমরা করো না।

যা দ্বারা বোঝা যায় যে, মুক্তাদিদের বসে ইকতিদা করার কারণ, পারস্যবাসীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য অবলম্বন হতে বেঁচে থাকা এবং এই কারণ, এখনও অবশিষ্ট আছে। তাই এই হুকুম মানসুখ হওয়ার কী প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে?

জবাব : ১. হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. জবাব দিয়েছেন যে, মূলত প্রথম দিকে যখন সাধারণ মানুষ ইসলামি জীবন-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে সারেনি এবং তাদের মন মগজে ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাস ও ইসলামি সামাজিকতা পরিপক্ক হয়ে উঠেনি তখন অমুসলিমদের সঙ্গে সাধারণ সাধারণ সামঞ্জস্য হতেও নিষেধ করা হয়েছিলো। তবে যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ইসলামি আকাইদ ও ইসলামি সামাজিকতা সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন আর এর প্রয়োজন থাকেনি। এ কারণে ওফাত রোগের ঘটনা এটাকে মানসুখ করে দেয়।

২. জমহুরের পক্ষ হতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, এই বর্ণনাটি নফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই নফল নামাজে মুক্তাদিও বসে ইমামতিকারির ইকতিদা বসেই করতে পারে।

তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আবু দাউদের একটি বর্ণনায় নামাজ ফরজ হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। যেমন, হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে,

---

[২৭০] দ্র. সুনানে আবু দাউদ : ১/৮৯, باب الامام يصلى من قعود

[২৭১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪২০, তাদরিবুর রাবি -সুয়ুতি, কিফায়া -খতিব : ৩৮৮ এর বরাতে।

[২৭২] باب الإمام يصلى من قعود, ১/৮৯

ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة (رضـــ) يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلوة قال اذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوساالخ.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মদিনায় অশ্বারোহণ করলে ঘোড়াটি তাঁকে একটি খেজুরের ডালে ফেলে দিলো। ফলে তার পাঁ পৃথক হয়ে গেলো। তারপর আমরা তার শুশ্রূষার জন্য এলাম। আমরা তাকে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর রুমে বসে নামাজরত পেলাম। বর্ণনাকারি বলেন, ফলে আমরা তার পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের ব্যাপারে নীরব রইলেন। তারপর আরেকবার তার শুশ্রূষার জন্য এলাম। তিনি ফরজ নামাজ বসে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি ইঙ্গিত দিলে আমরা বসে পড়লাম। এরপর যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন, তখন বললেন, ইমাম বসে নামাজ পড়ে তখন তোমরাও বসে নামাজ আদায় করো...।'

বিবরণ স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় নামাজটি ছিলো ফরজ।

হানাফি এবং শাফেয়িগণ এর এই জবাব দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদিও ফরজ নামাজ ছিলো তবে সাহাবায়ে কেরাম তাতে নফলের নিয়তে অংশীদার হয়েছিলেন। যার দলিল হলো, ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন পর্যন্ত হজরত আয়েশা রা. এর রুমে অবস্থান করছিলেন। মসজিদে আসতে পারেননি। বস্তুত এটা খুবই অযৌক্তিক যে, এই সবগুলো দিনে মসজিদে নববী জামাত শূন্য ছিলো। তারপর হজরত আয়েশা রা. এর রুম এতো প্রশস্ত ছিলো না যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সেখানে তাঁর পেছনে ইকতিদা করবেন। তাই স্পষ্ট এটাই যে, সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে যথা সময়ে জামাত সহকারে নামাজ পড়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আর যখন তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখেছেন তখন তার ইকতিদার ফজিলত অর্জন করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে শরিক হয়েছিলেন নফলের নিয়তে।

৩. শাহ সাহেব রহ. অনুচ্ছেদের হাদিসটির তৃতীয় একটি জবাব দিয়েছেন। সেটি হলো, এ হাদিসটি মাসবুকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে সহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি এই ছিলো যে, মাসবুক দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইক্তিদার পরিবর্তে স্বীয় রাকাত সংখ্যা গণনা করতেন। অর্থাৎ, যদি ইমামের দ্বিতীয় রাকাত হতো আর মাসবুকের প্রথম রাকাত তাহলে ইমাম সেজদার জন্য বসে যেতেন। আর মাসবুক দাঁড়িয়ে যেতেন। আর যদি ইমামের তৃতীয় রাকাত হতো আর মাসবুকের দ্বিতীয় রাকাত, তাহলে ইমাম দাঁড়িয়ে যেতেন আর মাসবুক বসে যেত। তবে একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এই পদ্ধতির বিপরীত দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইক্তিদা করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,[২৭৩] ان ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها ইবনে মাসউদ তোমাদের জন্য একটি সুন্নত চালু করেছে। তোমরা এই সুন্নতের অনুসরণ করো।

হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, হতে পারে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 'যখন ইমাম বসে নামাজ পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে নামাজ আদায় করো' সম্পৃক্ত মাসবুকের এই সূরতের সঙ্গে।

---

[২৭৩] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/২২৯, باب الذى يكون له وتر وللامام شفع

৪. অনুচ্ছেদের চতুর্থ জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, এই হুকুমটি শুধু সে পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষিত ছিলো যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইমাম ছিলেন। এর দলিল কানযুল উম্মালে[২৭৪] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে হজরত উরওয়া রহ. এর এই বক্তব্য বর্ণিত আছে- بلغنى انه لاينبغى لاحد غير النبى صلى الله عليه وسلم -'অন্যদের জন্য বসে ইমামতি করা নবী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয়'- এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে।

হজরত উরওয়া সপ্ত ফকিহ এবং মহান তাবেয়িনের একজন ছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছা হাদিসগুলো নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। তবে মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের[২৭৫] যে কপিটি কিছুদিন পূর্বে মজলিসে এলেমী হতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই বক্তব্যটি উরওয়ার পরিবর্তে আবু উরওয়ার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যেটি মা'মার ইবনে রাশেদের উপনাম। যিনি হজরত আবদুর রাজ্জাকের উস্তাদ। সারকথা, এই বর্ণনাটি বিশেষত্বের স্পষ্ট নিদর্শন।

প্রশ্ন : অবশ্য এই জবাবের ওপর আবু দাউদের[২৭৬] একটি বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন হয়।

عن محمد بن صالح ثنى حصين من ولد سعد بن معاذ عن اسيد بن حضير أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله! ان امامنا مريض فقال اذا صلى قا عدا فصلوا قعودا

"হজরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. তাদের ইমামতি করতেন। রাবি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অসুস্থ) উসাইদের শুশ্রূষার জন্য এলেন। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ইমাম অসুস্থ। জবাবে তিনি বললেন, ইমাম যখন বসে নামাজ পড়ে তখন তোমরাও বসে নামাজ আদায় করো।"

জবাব : ইমাম আবু দাউদ এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, و هذا الحديث ليس بمتصل يعنى لم يسمع حصين عن اسيد بن حضير তথা, এই হাদিসটি মুত্তাসিল নয়। তথা, হুসাইন উসাইদ ইবনে হুজাইর হতে শুনেননি।

সারকথা, নামাজে দাঁড়ানোর হুকুম কোরআনে কারিমের সুস্পষ্ট আয়াত وقوموا لله قانتين দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বিভিন্ন প্রকার সম্ভাবনা রয়েছে- মানসুখ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, আবার নফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও, এমনিভাবে মাসবুকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনাও, এমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং এতগুলো সম্ভাবনাযুক্ত খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট হুকুম বর্জন করা যায় না।

তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ওপরযুক্ত চারটি সম্ভাবনা হতে আহকারের মতে মানসুখ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রধান। এটি প্রধান হওয়ার একটি কারণ এটিও যে, মেনে নেই যদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের হুকুম মানসুখ নাও হতো, তাহলে এটা কিরূপে সম্ভব ছিলো যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত রোগে বসে নামাজ পড়িয়েছেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কোনো একজনও বসার ইচ্ছা পর্যন্ত

---

[২৭৪] ৪/২৫৮, মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪২৩, -সংকলক।

[২৭৫] ২/৪৬০, নং ৪০৭৮باب هل يؤم الرجل جالسا

[২৭৬] ১/৮৯, باب الإمام يصلى من قعود

করলেন না। বরং সবাই নিজ অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেন! এটা এর লক্ষণ যে, মুক্তাদিদের বসে থাকার হুকুম মানসুখ হয়ে গিয়েছিলো। যেটি সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জানতেনও। তাছাড়া স্বয়ং ইমাম আহমদ রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে আংশিকভাবে মানসুখ মানার জন্য বাধ্য। কেনোনা, যদি বসার ওজর নামাজে যোগ না হয়, কিংবা ইমাম নির্দিষ্ট না হন অথবা ওজর দুরীভূত হওয়ার আশা থাকে তবে তাদের মতে এসব সূরতেও বসে নামাজ পড়া ওয়াজিব হয় না। অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত انما جعل الإمام ليؤتم به-এর কারণের দাবি হলো, এসব অবস্থায়ও বসা ওয়াজিব হওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আহমদ রহ. এগুলোর ব্যতিক্রমভুক্তি ওফাত রোগের ঘটনা দ্বারাই করেছেন। যার অর্থ এই হলো, স্বয়ং ইমাম আহমদ রহ.ও আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে আংশিকভাবে মানসুখ স্বীকার করেন। সুতরাং যদি জমহুর কোরআন হাদিসের দলিলাদি এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের ভিত্তিতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে সম্পূর্ণরূপে মানসুখ মানেন তবে এটা কোনো ক্রমেই যুক্তিহীন না।

بَابٌ مِّنْهُ

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ : ১৫১ (মতন পৃ. ৮৩)

٣٦٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ قَاعِدًا".

৩৬২। **অর্থ :** জনাব আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে আক্রান্ত হয়ে ওফাত লাভ করেছেন সে রোগে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পেছনে বসে নামাজ আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن, সহিহ, গরিব।

আয়েশা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বসে নামাজ পড়ে তখন তোমরাও বসে নামাজ আদায় করো।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে ঘর হতে বের হলেন। আবু বকর রা. তখন লোকদের নামাজের ইমামতি করছিলেন। তখন তিনি আবু বকর রা. এর পার্শ্বে নামাজ পড়লেন। লোকজন আবু বকর রা. এর ইকতিদা করছিলো। আর আবু বকর রা. ইকতিদা করছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. এর পেছনে বসে নামাজ আদায় করেছেন।

আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. এর পেছনে বসে নামাজ আদায় করেছেন।

٣٦٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ".

৩৬৩। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে আবু বকর রা. এর পেছনে বসে একটি কাপড় বগলের নীচে দিয়ে বের করে কাঁধের ওপর রেখে নামাজ আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এই হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়্যুব হুমাইদ-সাবেত-আনাস রা. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আরো একাধিক ব্যক্তি হুমাইদ হতে আনাস রা. সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা 'সাবেত হতে' এ কথাটি উল্লেখ করেননি। যাদের বর্ণনায় 'সাবেত হতে' শব্দটি আছে সেটি আসাহ্।

দরসে তিরমিযী

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر يأتم بالنبى صلى الله عليه وسلم : এই বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ওফাত রোগের এই নামাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পিছে পড়েছিলেন। অর্থাৎ, হজরত আবু বকর রা. ইমাম ছিলেন আর তিনি ছিলেন মুক্তাদি। আর এই অনুচ্ছেদের একটি বর্ণনা পর পরবর্তী একটি হাদিসে হজরত আয়েশা রা. হতেই বর্ণিত আছে,

فصلى الى جنب ابى بكر والناس يأتمون بأبى بكر وابو بكر يأتم بالنبى صلى الله عليه وسلم.

হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, নামাজের শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর রা. এর ইকতিদা করেছিলেন। তারপর যখন আবু বকর রা. পেছনে সরে আসেন তিনি তখন ইমাম হন।[২৭৭]

তবে এই দুটি বর্ণনাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস আলাদা আলাদা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম ইবনে সা'দ রহ. তাবাকাতে লিখেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত রোগ প্রায় ১৩ দিন পর্যন্ত ছিলো। এসব দিনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ হালকা মনে হতো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইমামতি করতেন। আর যদি ভারি মনে হতো তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। সারকথা, ওফাত রোগের দিনগুলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতি এবং আবু বকর রা. এর ইকতিদা উভয়টি প্রমাণিত।[২৭৮] সুতরাং উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই।

---

[২৭৭] সুতরাং অনেকে এর প্রথম অবস্থা আর অনেকে শেষ অবস্থা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই এমন অবস্থা উল্লেখ করেছেন যেটি অন্য রাবি উল্লেখ করেননি। এ কারণে মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. উভয় ঘটনাকে এক ধরেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৩১-৪৩২ -সংকলক।

[২৭৮] এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হলে -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/১৭৪-১৭৯ এবং ৪৩০-৪৩২ باب فى القراءة فى المغرب এর শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ– ১৫২ প্রসংগ : ভুলক্রমে ইমাম যদি দু'রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে যায় (মতন পৃ. ৮৩)

٣٦٤– عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ.

৩৬৪। **অর্থ :** শাবি বলেন, মুগিরা ইবনে শু'বা রা. আমাদের নামাজের ইমামতি করলেন। তিনি দু'রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ফলে লোকজন বললো, সুবহানাল্লাহ! আবার তিনিও বললেন তাদের সঙ্গে সুবহানাল্লাহ! তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন সালাম ফিরালেন। তারপর বসে দুটি সেজদায়ে সাহু করলেন। তারপর তাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সঙ্গে নিয়ে অনুরূপ করেছেন যেমন তিনি করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এর হাদিসটি একাধিক সূত্রে মুগিরা ইবনে শু'বা রা. হতে বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক আলেম স্মরণশক্তির দিক হতে ইবনে আবু লায়লা সম্পর্কে আপত্তি করেছেন। আহমদ রহ. বলেছেন, ইবনে আবু লায়লার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, ইবনে আবু লায়লা সত্যবাদী। তবে আমি তার হতে এই হাদিস বর্ণনা করি না। কেনোনা, তার সহিহ হাদিস জয়িফ হাদিস হতে পৃথক করে জানা যায়নি। আর যেসব রাবি এধরণের তাদের হতে আমি কোনো হাদিস বর্ণনা করি না।

এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে মুগিরা ইবনে শু'বা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান, জাবের-মুগিরা ইবনে শুবাইল-কায়স ইবনে আবু হাযিম-মুগিরা ইবনে শু'বা রা. সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। জাবের আল-জু'ফিকে অনেক আলেম জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ তাকে পরিহার করেছেন। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কোনো ব্যক্তি যখন দু'রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন নামাজ পূর্ণ করবে। আর দুটি সেজদা (সাহু) করবে। তার মধ্যে কারো কারো মত হলো, সালামের পূর্বে আবার কারো মত হলো, সালামের পরে সেজদায়ে সাহু করবে। যার মত সালামের পরে সেজদায়ে সাহু করা তার হাদিসটি বিশুদ্ধতম। কেনোনা, হাদিস বর্ণনা করেছেন জুহরি ও ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-আনসারি আবদুর রহমান আল-আ'রাজ-আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. সূত্রে।

٣٦٥– عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: "صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" .

৩৬৫। হজরত জিয়াদ ইবনে ইলাকা বলেন, মুগিরা ইবনে শু'বা রা. আমাদের নামাজের ইমামতি করলেন। দু'রাকাত পড়ে তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। ফলে তার পেছনের মুকতাদিরা সুবহানাল্লাহ পড়লেন। শুনে তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত দিলেন, তোমরাও দাঁড়িয়ে যাও। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন তখন সালাম ফিরালেন এবং দুটি সেজদায়ে সাহু করলেন ও সালাম ফিরালেন এবং বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটি একাধিক সূত্রে মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন বর্ণিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِقْدَارِ الْقُعُوْدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوْلَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ : প্রথম দু'রাকাতে বসার পরিমাণ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৪)

٣٦٦- أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوْلَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ". قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَقُوْلُ حَتَّى يَقُوْمَ فَيَقُوْلُ حَتَّى يَقُوْمَ.

৩৬৬। **অর্থ** : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখন প্রথম দু'রাকাতে বসতেন, তখন যেনো তিনি বসতেন গরম পাথরের ওপর। শু'বা বলেছেন, তারপর সাদ রা. কিছু বলে তার দুটি ঠোঁট নেড়েছিলেন। তখন আমি বলছিলাম, 'তাঁর দাঁড়ানো পর্যন্ত'? জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তার দাঁড়ানো পর্যন্ত।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। তবে আবু উবায়দা তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি। আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। কেউ নামাজের প্রথম দু'রাকাতের বৈঠকে দীর্ঘ বৈঠক না করা ও প্রথম দু'রাকাতে তাশাহহুদের আতিরিক্ত কিছু না পড়ার বিষয়টিই তাঁরা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি তাশাহহুদের ওপর অতিরিক্ত কিছু পড়ে তাহলে তার ওপর দুটি সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে। শা'বি প্রমুখ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ : নামাজে ইঙ্গিত করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৫)

٣٦٧- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: "مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ".

৩৬৭। **অর্থ :** সুহাইব রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। আমি তাকে সালাম করলাম, তখন তিনি আমাকে জবাব দিলেন ইঙ্গিতে। বর্ণনাকারি বলেন, আমি শুধু এটাই জানি যে, তিনি বলেছেন, 'তার আঙুলে ইঙ্গিত করে'।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত বিলাল, আবু হুরায়রা, আনাস ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٣٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ.

৩৬৮। হজরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে থাকতেন তখন লোকজন তাকে সালাম করলে তিনি তাদের জবাব দিতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি হাতে ইঙ্গিত দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আর সুহাইবের হাদিসটি حسن। এটি আমরা লাইছ হতে বুকাইর সূত্রেই কেবল জানি।

জায়দ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি বিলাল রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, বনু আমর ইবনে আউফের মসজিদে লোকজন যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিচ্ছিলেন তখন তিনি কিরূপ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, ইঙ্গিতে জবাব দিতেন।

আমার মতে এ দুটি হাদিস সহিহ। কেনোনা, সুহাইবের হাদিসের ঘটনা ও বিলালের হাদিসের ঘটনা দুটি আলাদা আলাদা। যদিও ইবনে উমর রা. উভয় হতে বর্ণনা করেছেন। হতে পারে এটি উভয় হতে তিনি শুনেছেন।

দরসে তিরমিযী

مورت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد لى إشارة.

এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের একমত যে, নামাজে সশব্দে সালামের জবাব দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য হাসান বসরি, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং কাতাদার মতে এরও অনুমতি আছে। তারপর এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, ইঙ্গিত দ্বারা সালামের জবাব নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়[২৭৯]। বরং ইমাম শাফেয়ি রহ. এটাকে মুস্তাহাব বলেন। ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এটাকে বিনা মাকরূহ বৈধ বলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এটি বৈধ তবে مكروه।

---

[২৭৯] তবে এই হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, 'এই হাদিসটি ভ্রম। যদি মেনে নিই এ হাদিসটি প্রামাণ্য তবুও হজরত আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এর ভাষায় হাদিসটির অর্থ হবে শরয়ি প্রয়োজন ব্যতীত ইঙ্গিত করা। আর এমন কাজে নামাজ ফাসেদ হওয়া আমাদের মতে স্পষ্ট। দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৪০। -রশিদ আশরাফ।

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস তিন ইমামের দলিল

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ঘটনা হানাফিদের দলিল।[২৮০] তিনি যখন হাবশা হতে ফিরে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে ছিলেন। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, فسلمت عليه فلم يرد على[২৮১] তথা, আমি তাঁকে সালাম করলাম, তবে তিনি আমার সালামের জবাব দেননি।

সালামের শুরুর ঘটনা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বিবৃত হয়েছে। যখন নামাজে এই ধরণের কাজকর্ম করা বৈধ ছিলো। যেনো হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর ঘটনা এর মানসুখকারির মর্যাদা রাখে। ইমাম তাহাবি রহ. এর ঝোঁক এদিকে যে, নামাজের মধ্যে কথাবার্তা মানসুখ হওয়ার সঙ্গে ইঙ্গিতের মাঝে সালামের জবাব দেওয়ার বিধানও মানসুখ হয়ে গেছে।

মনে হয় হানাফিদের মাজহাব এই কারণটির আলোকেও প্রধান।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ : পুরুষদের বেলায় সুবহানাল্লাহ আর নারীদের বেলায় হাতে তালি প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৫)

٣٦٩- عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ".

৩৬৯। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষের জন্য সুবহানাল্লাহ পড়া আর মহিলাদের জন্য হাতে তালি দেওয়া।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, সাহল ইবনে সাদ, জাবের, আবু সাইদ ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত আলি রা. বলেছেন, আমি যখন নামাজরত অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতাম তখন তিনি সুবহানাল্লাহ পড়তেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

---

[২৮০] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২২০, باب الإشارة فى الصلوة

[২৮১] তাহাবিতে (১/২২০) এর আগের বর্ণনাটিতে হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত- 'তখন আমি সালাম করলাম। তবে তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন, নামাজে ব্যস্ততা রয়েছে।'

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ : নামাজে হাই তোলা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৫)

٣٧٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

৩৭০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজে হাই তোলা হয় শয়তানের কারণে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাই তুলে তখন যেনো তা দমন করে যথাসাধ্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ খুদরি এবং আদি ইবনে সাবেত রা. এর দাদা হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এক দল আলেম নামাজে হাই তোলা মাকরূহ মনে করেছেন। ইবরাহিম বলেছেন, আমি হাই প্রতিহত করি গলা খাকরানোর মাধ্যমে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ প্রসংগ : বসে নামাজ আদায়কারির সওয়াব দাঁড়িয়ে আদায়কারির অর্ধেক (মতন পৃ. ৮৫)

٣٧١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".

৩৭১। **অর্থ :** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বলেলেন, যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে সে উত্তম। আর যে বসে নামাজ আদায় করে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে আদায়কারির অর্ধেক। আর যে শুয়ে নামাজ পড়ে তার সওয়াব বসে আদায়কারির অর্ধেক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, সাইব ও ইবনে উমর রা. থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٣٧٢- وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

৩৭২। **অর্থ :** ইবরাহিম ইবনে তাহমান হতে এই হাদিসটি এই সনদে বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোগীর নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করো। যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পার তাহলে বসে পড়ো। যদি তাও না পার তাহলে পার্শ্বে শুয়ে পড়ো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হান্নাদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওয়াকি'-ইবরাহিম ইবনে তাহমান-হুসাইন আল-মু'আল্লিম হতে এই সূত্রে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হুসাইন আল-মু'আল্লিম হতে ইবরাহিম ইবনে তাহমানের বর্ণনার মতো বর্ণনা করতে আর কাউকে আমরা জানি না।

হজরত আবু উসামা সহ আরো একাধিক ব্যক্তি হুসাইন আল-মু'আল্লিম হতে ঈসা ইবনে ইউনুসের বর্ণনার মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এ হাদিস দ্বারা নফল নামাজ উদ্দেশ্য।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-ইবনে আবু আদি-আশ'আছ ইবনে আবদুল মালেক- হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কেউ ইচ্ছে করলে নফল নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারবে, বসে পড়তে পারবে, আবার শুয়েও পড়তে পারবে।

দরসে তিরমিযী

আলেমগণ রোগীর নামাজ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। যখন বসে নামাজ পড়তে পারবে না তখন অনেকে বলেছেন, ডান পার্শ্বে শুয়ে নামাজ পড়বে। আর অনেকে বলেছেন, চিত হয়ে ঘাড়ের ওপর শুয়ে নামাজ পড়বে। পা দুটি থাকবে কেবলার দিকে। এ হাদিসের তথা 'যে বসে নামাজ পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে আদায়কারির অর্ধেক' সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, এটা হলো, ওজরহীন সুস্থ ব্যক্তির জন্য। তবে যার রোগ-ব্যাধি অথবা অন্য কোনো ওজর থাকে সে যদি বসে নামায় আদায় করে তবে তার সওয়াব হলো দাঁড়িয়ে আদায়কারির মতো। অনেক হাদিসে সুফিয়ান সাওরি রহ. এর মাজহাবের মতো বর্ণিত আছে।

ومن صليها قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صليها نائما فله نصف اجر القاعد.

প্রশ্ন : উক্ত হাদিসের ওপর একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন হলো, এটি ফরজ আদায়কারি সম্পর্কে, না নফল আদায়কারি সংক্রান্ত? যদি এটাকে ফরজ আদায়কারি সংক্রান্ত মানা হয় তবে সে যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে তো তার জন্য বসে নামাজ আদায় করাই অবৈধ। সুতরাং তার বসে নামাজ পড়ার কথা কীভাবে উল্লেখ করা হলো? আর যদি ফরজ আদায়কারি দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহলে তার বসে নামাজ আদায় তার সওয়াব হ্রাস পাওয়ার কারণ নয়। তাই জমহুরের মাজহাবও এটাই যে, মা'জুর পূর্ণ সওয়াব লাভ করে। আর যদি এই হাদিসটিকে সুস্থ্য-ওজরবিহীন[২৮২] নফল আদায়কারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয় তাহলে من صليها قائما এর কোনো অর্থ হয় না। কেনোনা, শুয়ে নামাজ পড়া সুস্থ ওজরহীন নফল আদায়কারির জন্যও জমহুরের মতেও বৈধ নয়। অবশ্য হাসান বসরি রহ. এর মাজহাবের ওপর কোনো প্রশ্ন হয় না। কেনোনা, তিনি নফল নামাজ শুয়ে পড়া বৈধ সাব্যস্ত করেন, চাই বিনা ওযরেই হোক না কেন।

জবাব : এর জবাবে হজরত শাহ সাহেব প্রমুখ বলেন, বস্তুত মা'জুর দুই প্রকার,

---

[২৮২] এটাকে যদি ওজর বিশিষ্ট নফল আদায়কারির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখনও তার ক্ষেত্রে সওয়াব অর্ধেক হওয়ার কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না। কেনোনা, সেও পূর্ণ সওয়াব অর্জন করে। -সংকলক।

১. যে দাঁড়ানো ও বসার একেবারেই ক্ষমতা রাখে না।

২. যে এর ওপর সক্ষম তবে নেহায়েত কষ্ট তাকলীফ করে দাঁড়াতে ও বসতে পারে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ রয়েছে। অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ভীষণ কষ্ট করে দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম, তার জন্য বসা অথবা শোয়া তো বৈধ তবে আজিমত তথা দৃঢ়তার ওপর আমল করা উত্তম। সুতরাং এখানে অর্ধেক সওয়াব দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, সুস্থ্যদের তুলনায় সে অর্ধেক সওয়াব পাবে। বরং অর্থ এই যে, যদি সে ব্যক্তি ভীষণ কষ্ট করে দৃঢ়তার ওপর আমল করে এমতাবস্থায় তার যতটুকু সওয়াব অর্জিত হতো রুখসত বা সুযোগের ওপর আমল করার অবস্থায় এর অর্ধেক সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্ধেকও সুস্থদের সওয়াবের সমান হবে। যেনো, আজিমত বা দৃঢ়তার অবস্থায় এমন ব্যক্তি সুস্থদের দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারি হবে। রুখসত অবস্থায় শুধু একগুণ সওয়াব পাবে, যেটি আজিমতের সওয়াবের অর্ধেক।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন[২৮৩] বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এবং মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আনাস রা. এর বর্ণনা[২৮৪] দ্বারা হয়। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদিসটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, যখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বসে নামাজ পড়তে দেখেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো, ওজরবিশিষ্ট লোকজনের ক্ষেত্রে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির প্রয়োগ হয়েছে।

بَابُ فِيْ مَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

অনুচ্ছেদ-১৫৮ প্রসংগ : যে ব্যক্তি বসে নফল নামাজ আদায় করে (মতন পৃ. ৮৬)

٣٧٣- عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ يُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا".

৩৭৩। **অর্থ :** 'আনসারি ... প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী হজরত হাফসা রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের এক বছর আগ পর্যন্ত তাকে আমি নফল নামাজ বসে আদায় করতে দেখিনি। ওফাতের এক বছর আগে তিনি নফল নামাজ বসে পড়তেন। সূরা পড়তেন এবং ধীরে ধীরে পড়তেন। ফলে সে সূরাটি লম্বা হয়ে যেতো তার চেয়ে দীর্ঘতম সূরা অপেক্ষাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে সালামা ও আনাস ইবনে মালেক রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাফসা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাত্রে নামাজ বসে পড়তেন। যখন তার কেরাতে ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে কেরাত পড়তেন। তারপর রুকু করতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে করতেন অনুরূপ।

---

[২৮৩] পৃষ্ঠা : ১১৯, فضل صلوة القائم على صلوة القاعد

[২৮৪] **ইবনে জুরাইজ**-ইবনে শিহাব সূত্রে বর্ণিত। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৪৮। -সংকলক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বসে নামাজ আদায় করতেন যখন দাঁড়িয়ে কেরাত পড়তেন তখন রুকু এবং সেজদা করতেন দাঁড়িয়ে। আর যখন বসে কেরাত পড়তেন তখন রুকু-সেজদা করতেন বসে।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, এই দুটি হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। যেনো, তাদের দু'জনের মত হলো, এই দুটি হাদিস বিশুদ্ধ। এগুলোর ওপর আমল চলছে।

٣٧٤- عَنْ عَائِشَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ".

৩৭৪। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামাজ আদায় করতেন। তখন কেরাত পড়তেন বসে। যখন তার কেরাতে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকতো তখন দাঁড়িয়ে কেরাত পড়তেন। তারপর রুকু ও সেজদা করতেন। তারপর অনুরূপ করতেন দ্বিতীয় রাকাতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٣٧٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: "سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَطَوُّعِهِ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ".

৩৭৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, আমি আয়েশা রা. কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেনআবার দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বসে নামাজ আদায় করতেনযখন দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন তখন রুকু-সেজদা করতেন দাঁড়িয়ে। আর যখন বসে কেরাত পড়তেন তখন রুকু-সেজদা করতেন বসে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِنِّيْ لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ : প্রসংগ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজে বাচ্চার কান্না শুনে আমি তা সংক্ষেপ করে দিই (মতন পৃ. ৮৬)

٣٧٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ".

৩৭৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি নামাজে শিশুর কান্না শুনি তখন আমি নামাজ সহজ করে দেই তার মায়ের ফিৎনায় পড়ার আশংকায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু কাতাদা, আবু সাইদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ-১৬০ : প্রসংগ : মহিলার নামাজ দোপাট্টা ব্যতীত কবুল হয় না (মতন পৃ. ৮৬)

٣٧٧- عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ " .

৩৭৭। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোপাট্টা ব্যতীত বালেগা মহিলার নামাজ কবুল হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে الحائض শব্দ দ্বারা বালেগা মহিলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যখন সে মাসিকগ্রস্থ হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن। আলেমদের মতে এর ওপর আমল। কোনো মহিলা যখন নামাজ পড়ে আর এই নামাজ পড়া অবস্থায় তার চুলের কিছু অংশ খোলা থাকে, তখন তার নামাজই বৈধ নয়। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলার শরিরের কোনো অংশ অনাবৃত থাকা অবস্থায় তার নামাজ বৈধ হয় না।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, অনেকে বলেছেন, যদি মহিলার পায়ের পিঠ খোলা থাকে তবে তার নামাজ বৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ : নামাজের মধ্যে সদল করা (কাপড় ঝুলিয়ে রাখা) প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৭)

٣٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ".

৩৭৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে সদল (কাপড় লটকে রাখতে) নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জুহাইফা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আতার হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. হতে ইস্‌ল ইবনে সুফিয়ান ব্যতীত অন্য কারো হতে মারফু' আকারে আমরা জানি না। ওলামায়ে কেরাম নামাজে সদল সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে নামাজে সদলকে মাকরূহ বলেছেন। তারা বলেছেন, এমন কাজ ইহুদিরা করে। আর অনেকে বলেছেন, নামাজে সদল তখন মাকরূহ যখন তার গায়ে শুধু মাত্র একটি কাপড় থাকে। তবে যদি জামাতে সদল করে তবে কোনো ক্ষতি নেই। এটা হলো, ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব। ইবনে মুবারক রহ. মাকরূহ মনে করেছেন নামাজে সদল।

দরসে তিরমিযী

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة : সদলের তিনটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে-

১. চাদর কিংবা রুমাল ইত্যাদি স্বীয় মাথা অথবা উভয় কাঁধের ওপর রেখে এর উভয়দিক নীচে ছেড়ে দেওয়া।

২. নিজেকে একটি কাপড়ে আবৃত করে দুহাত ভেতরে রেখে দেওয়া এবং এ অবস্থায় রুকু-সেজদা আদায় করা।

৩. লুঙ্গি টাখনুদ্বয়ের নীচে ঝুলিয়ে রাখা।

প্রথম ও দ্বিতীয় তাফসিল অনুযায়ী এই মাকরূহ নামাজের সঙ্গে বিশেষিত। নামাজ ব্যতীত অন্য অবস্থায় এটা বৈধ। তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই নিষিদ্ধতা ও মাকরূহ নামাজের সঙ্গে বিশেষিত হবে না।

ইমাম আহমদ রহ. এর মতে যদি জামার ওপর সদল হয় অর্থাৎ, জামা পরিধান করে এর ওপর চাদর অথবা রুমাল ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে মাকরূহ হবে না। যেমন ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সদল মাকরূহ হওয়া নির্ভর করে এক কাপড়ের ওপর। কেনোনা, এমতাবস্থায় সদল করার ফলে মুসল্লির দৃষ্টি স্বীয় লজ্জাস্থানের ওপর পতিত হওয়ার আশংকা আছে, এটা مکروہ। তবে ইমামত্রয় সদল মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি অপ্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে কাপড় ব্যবহার করার ওপর নির্ভর সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে তাঁদের মতে জামা এবং লুঙ্গির ওপরও সদল مکروہ হবে।[২৮৫] আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর এ মাজহাবই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ : নামাজে পাথর ছোঁয়া (অপসারণ করা) মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৭)

٣٧٩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ".

---

[২৮৫] ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, জামা ও লুঙ্গির ওপরও সদল করা মাকরূহ। তিনি আরো বলেছেন, কেনোনা, এটা হলো, আহলে কিতাবের কাজ। সুতরাং যদি পায়জামা ব্যতীত সদল হয় তাহলে এর মাকরূহ হওয়ার কারণ রুকুর সময় সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর যদি লুঙ্গিসহ হয় তাহলে এর মাকরূহ হওয়ার কারণ, আহলে কিতাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য। সুতরাং এটা ব্যাপক আকারে মাকরূহ। চাই অহংকারের জন্য হোক অথবা না হোক। কেনোনা, এখানে কোনো রকম পার্থক্য ব্যতীতই এটা নিষেধ করা হয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৬৩ -রশিদ আশরাফ।

৩৭৯। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন যেনো সে, পাথর না ছোঁয়। কেনোনা, আল্লাহর রহমত আকৃষ্ট হয় তার দিকে। (আহ-৮/নং ২১৩৯০, ২১৫০৪, দা-সালাত : ১৭১, না-সাহভ, অনুচ্ছেদ : ৬২, ই-ইকামত, অনুচ্ছেদ : ৬২, দা.মী-সালাত, অনুচ্ছেদ : ১১০)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. এর হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাজে পাথর অপসারণ মাকরূহ মনে করেছেন এবং বলেছেন, অগত্যা যদি তোমাকে তা করতেই হয় তবে শুধু একবার। যেনো, একবার সরানোর অনুমতি তার হতে বর্ণিত হয়েছে। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

٣٨٠- عَنْ مُعَيْقِيْبٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً".

৩৮০। **অর্থ :** মুআইকিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজে পাথর অপসারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, অগত্যা যদি তোমাকে তা করতেই হয় তবে শুধু একবার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি সহিহ। এই অনুচ্ছেদে আলি ইবনে আবু তালেব, হুজায়ফা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও মু'আইকীব রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. এর হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাজে পাথর অপসারণ মাকরূহ মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, অগত্যা যদি তোমাকে তা করতেই হয় তবে শুধু একবার। যেনো, তার হতে একবারের অনুমতি বর্ণিত হয়েছে। এর ওপর আলেমদের মতে আমল চলছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ : নামাজে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৭)

٣٨١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ".

৩৮১। **অর্থ :** হজরত উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফলাহ নামক আমাদের একটি গোলামকে দেখলেন সে যখন সেজদা করে তখন (জমিনে) ফুঁক দেয়। ফলে তিনি বললেন, আফলাহ! তোমার চেহারা হোক ধুলায় লুণ্ঠিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আহমদ ইবনে মানী' বলেছেন, আব্বাদ ইবনুল আওয়াম নামাজে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি নামাজে ফুঁক দেয় তবে তা তার নামাজকে নষ্ট করে ফেলবে। আহমদ ইবনে মানী' বলেছেন, আমরা গ্রহণ করি এটাই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেকে আবু হামজা রা. হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, 'আমাদের আজাদকৃত একটি গোলাম যাকে রাবাহ বলা হতো'।

٣٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُوْنَ أَبِيْ حَمْزَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْـوَهُ. وَقَالَ غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ.

৩৮২। **অর্থ :** 'আহমদ ইবনে আবদা' আজ্জাব্বী-হাম্মাদ ইবনে জায়দ-মায়মূন আবু হামজা এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, আমাদের একটি দাস যাকে রাবাহ নামে ডাকা হতো। (আবু হামজা মায়মূন জয়িফ। হাদিসটি সহিহ ইবনে হাব্বানে রয়েছে।)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে সালামা রা. এর হাদিসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। মায়মুন আবু হামজাকে অনেক আলেম জয়িফ বলেছেন। বস্তুত নামাজে ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, যদি নামাজে ফুঁ দেয় তবে নামাজ পুনরায় নতুনভাবে পড়বে। এটা হলো, সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। আর অনেকে বলেছেন, নামাজে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ। কেউ নামাজে ফুঁ দিলে তার নামাজ ফাসেদ হবে না। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব ৩টি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১৬৪ প্রসংগ : নামাজে কোমরে হাত বাঁধা নিষেধ (মতন পৃ. ৮৭)

٣٨٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا".

৩৮৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখতিসার তথা কোমরে হাত বেঁধে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেম নামাজে কোনো ব্যক্তির কোমরে হাত রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। ইখতিসার হলো, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নামাজে তার কোমরে হাত রাখা। অথবা দু'কোমরে তার দুহাত রাখা। আর অনেকে পুরুষের জন্য কোমরে হাত রেখে চলা মাকরূহ মনে করেছেন। বর্ণনা করা হয় যে, ইবলিস যখন চলতে শুরু করে তখন চলে কোমরে হাত বেঁধে।

দরসে তিরমিযী

نهى أن يصلي الرجل مختصرا : ইখতিসারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তিনটি। অনেকে বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেরাত সংক্ষিপ্ত করা। অনেকে বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য লাঠির ওপর ভর করা। আর অনেকে বলেছেন, কোমরের ওপর হাত রাখা। এই শেষোক্ত বক্তব্যটি প্রধানতম। এবং গরিষ্ঠ মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহার পছন্দনীয় অভিমত।[২৮৬]

---

[২৮৬] প্রথম বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন, হিরবি রহ.। দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন খাত্তাবি রহ.। এখানে আরো অনেক বক্তব্য আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৬৭ -সংকলক।

এই তৃতীয় বক্তব্য অনুযায়ী নিষেধের (মাকরূহে তাহরিমির) বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হলো, ইবলিস মারদূদ বা বিতাড়িত হওয়ার পর জমিনে এই অবস্থায়ই অবতরণ করেছিলো। কেউ এই কারণ বর্ণনা করেছেন, এটা হবে জাহান্নামিদের বিশ্রাম নেওয়ার ধরন। এ দুটি কারণের দাবি হলো, নামাজের অবস্থা এবং নামাজের বাইরের অবস্থা উভয়টিতেই এটি مطروه। অনেকে বলেছেন, মাকরূহ হওয়ার করণ হলো, এটি খুশু খুজু অবস্থার বিপরীত। এ আবেদন হলো, এই مطروه নামাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ : নামাজে চুল বাঁধা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৭)

٣٨٤- عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا فَقَالَ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذٰلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ.

৩৮৪। **অর্থ :** হজরত আবু রাফে রা. হতে বর্ণিত, একবার তিনি হাসান ইবনে আলি রা. এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তখন নামাজরত ছিলেন এবং তার চুল পেছনের তথা ঘাড়ের দিক দিয়ে বাঁধা ছিলো। তারপর তিনি তা খুলে ফেললেন, তারপর হাসান রা. তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকালেন তখন আবু রাফে রা. বললেন, নামাজের প্রতি মনোনিবেশ করো তুমি। ক্রুদ্ধ হয়ো না। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি শয়তানের গিরা বাঁধার স্থান এটা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে হজরত উম্মে সালামা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু রাফে রা. এর হাদিসটি حسن। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা মনে করেছেন পুরুষের জন্য চুল বেঁধে নামাজ পড়া মাকরূহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমরান ইবনে মুসা হলেন, কুরাশি মক্কি। তিনি আইয়ুব ইবনে মুসার ভ্রাতা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ : নামাজে বিনয় প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৭)

٣٨٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ. يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا".

৩৮৫। **অর্থ :** হজরত হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজ দু'রাকাত দু'রাকাত। প্রতিটি রাকাতে তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু, বিনয় ও মিনতি, মিসকিনি ভাব থাকবে এবং উঠে পড়ে দোয়া করা। তোমার দুহাত উত্তোলন করবে। অর্থাৎ, তোমার দুহাত তোমার প্রতিপালকের দিকে উঠাবে। হাতের তালু থাকবে তোমার চেহারার দিকে এবং তুমি বলবে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! আর যে এমন করবে না সে এমন, এমন, তার নামাজ অপূর্ণাঙ্গ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মুবারক ব্যতীত অন্যরা এ হাদিসে বলেছেন, যে এমন না করবে তার নামাজটি অপূর্ণাঙ্গ থাকবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, শু'বা এই হাদিসটি আবদে রাব্বিহি ইবনে সাইদ হতে বর্ণনা করেছেন। এতে কয়েকটি স্থানে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আনাস ইবনে আবু আনাস হতে' অথচ তিনি হলেন 'ইমরান ইবনে আবু আনাস'। তিনি বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস হতে' অথচ বাস্তব হলো, 'ইবনে নাফে' ইবনুল আমাইয়া রবি'আ ইবনুল হারেস হতে'। আর শু'বা বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস-মুত্তালিব-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে' অথচ সনদ হলো এখানে 'রবি'আ ইবনুল হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-ফযল ইবনে আব্বাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

রাবি মুহাম্মদ বলেছেন, লাইছ ইবনে সাদের হাদিসটি বিশুদ্ধ তথা শু'বার হাদিসের চাইতেও আসাহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ التَّشَبُّكِ بَيْنَ الْاَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ : নামাজে দু'হাতের আঙুল পরস্পরে ঢুকানো মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৮)

٣٨٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ".

৩৮৬। হজরত কাব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সুন্দর করে ওজু করে তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে তখন সে যেনো তার আঙুলগুলো প্রবিষ্ট না করায়। কেনোনা, সে আছে নামাজ অবস্থায়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কাব ইবনে উজরা রা. এর হাদিসটি একাধিক রাবি ইবনে আজলান হতে লাইছের হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শুরাইক মুহাম্মদ ইবনে আজলান সূত্রে তার পিতার সনদে আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে শুরাইকের হাদিসটি কিন্তু অসংরক্ষিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي طُوْلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১৬৮ : নামাজে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৮)

٣٨٧– عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ".

৩৮৭। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ নামাজ শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি ও আনাস ইবনে মালেক রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এটি একাধিক সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت : কুনুত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আনুগত্য, ইবাদত, সালাত, দো'আ, দাঁড়ানো, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো ও নীরবতা।

জমহুর এখানে দাঁড়ানোর অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন।[২৮৭] তারপর এখানে মতপার্থক্য রয়েছে যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো উত্তম, না রাকাত বেশি করা উত্তম। ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হলো, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর মতে রাকাত বেশি করা উত্তম। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতও অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দ্বিতীয় রেওয়ায়তটিও অনুরূপ। তবে প্রথম বক্তব্যটি[২৮৮] মুতাবেকই তাঁর ফতওয়া।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মতে দিনে রাকাত বেশি করা উত্তম, আর রাত্রে দীর্ঘ কিয়াম। তবে যদি কেউ রাতের নামাজের জন্য কিছু সময় খাস করে নেয় তাহলে রাত্রেও দীর্ঘ রাকাত সংখ্যা বাড়ানো কিয়ামের পরিবর্তে উত্তম। ইমাম আহমদ রহ. এই মাসআলাতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফি এবং শাফেয়িদের দলিল। পক্ষান্তরে ইবনে উমর রা. ও তার সমমনাদের মাজহাবের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ماجاء فى كثرة الركوع والسجود) বর্ণিত হজরত সাওবান রা. এর বর্ণনা-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة–

তবে প্রথমত এই বর্ণনাটি ইবনে উমর রা. এর মাজহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া সেজদা দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে পূর্ণ নামাজ।[২৮৯]

---

[২৮৭] এর সমর্থক আবু দাউদে বর্ণিত আবদুল্লাহ আল-হুবশীর বর্ণনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, সর্বোত্তম আমল কোনোটি? জবাবে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ কিয়াম। -মা'আরিফুল সুনান : ৩/৪৭৯।-সংকলক।

[২৮৮] শরহুল মুহাজ্জাব : ৩/২৬৭ শরহে মুসলিম নববী باب مايقال فى الركوع والسجود-মা'আরিফুস সুনান: ৩/৪৮০।-সংকলক।

[২৮৯] মোটকথা, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবে দাঁড়ানো উত্তম। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ : বেশি বেশি রুকু-সেজদা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৮)

٣٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللهُ الْجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّيْ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً".

৩৮৮। **অর্থ :** হজরত মা'দান ইবনে ত্বালহা আল-ইয়া'মুরি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাস ছাওবান রা. এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে আমি বললাম, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। তারপর তিনি কতোক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সেজদাকে আবশ্যক করে নাও। কেনোনা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে কোনো বান্দা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সেজদা করে তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার একটি দরজা বুলন্দ করেন। আর এর ফলে একটি গুনাহ মিটিয়ে দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٣٨٩- قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً"

৩৮৯। **অর্থ :** 'মা'দান ইবনে ত্বালহা বলেন, তারপর আমি আবুদ্ দারদা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তাকেও আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে বিষয়ে ছাওবান রা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ফলে তিনি বললেন, সেজদাকে আবশ্যক করো। কেনোনা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে কোনো বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একটি সেজদা করবে তদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার একটি দরজা বুলন্দ করবেন এবং মিটিয়ে দিবেন তার একটি গুনাহ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মা'দান ইবনে ত্বালহা ইয়া'মুরীকে ইবনে আবু ত্বালহাও বলা হয়।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আবু উমামা ও আবু ফাতেমা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অধিক রুকু ও সেজদা সংক্রান্ত ছাওবান ও আবুদ্ দারদা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অধিক রুকু-সেজদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর অনেকে বলেছেন, অধিক রুকু-সেজদা দীর্ঘ কিয়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রুকু এবং সেজদা অপেক্ষা কিয়াম দীর্ঘ করতেন। কেনোনা, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় জিকির হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াত। আর এটা রুকু এবং সেজদার জিকির অপেক্ষা উত্তম। মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৮০ ইষৎ পরিবর্তন সহকারে।-সংকলক।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, এ বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি।

হজরত ইসহাক রহ. বলেছেন, দিনে অধিক রুকু ও সেজদা আর রাত্রে দীর্ঘ কিয়াম। তবে এমন কোনো ব্যক্তি যদি হয়, যার রাত্রি জাগরণের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে অধিক রুকু-সেজদা আমার কাছে তার ক্ষেত্রে অধিক প্রিয়। কেনোনা, সে তার নির্দিষ্ট সময়ও পূর্ণ করবে আবার লাভবান হবে রুকু-সেজদা করেও।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ কথাটি বলেছেন ইসহাক রহ.। কেনোনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজের বিবরণ অনুরূপ প্রদান করা হয়েছে এবং দীর্ঘ কিয়ামের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। তবে দীর্ঘ কিয়ামের বিবরণ দিনের নামাজে দেওয়া হয়নি, রাতের নামাজের ক্ষেত্রে যেমনটি দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ قَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৭০ : নামাজে সাপ বিচ্ছু হত্যা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৯)

٣٩٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اَلْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ".

৩৯০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন নামাজে দুটি কালো জীব তথা সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু রাফে রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন। আবার অনেক আলেম নামাজে সাপ বিচ্ছু মারা মাকরূহ মনে করেছেন। হজরত ইবরাহিম রহ. বলেছেন, নামাজে রয়েছে আলাদা ব্যস্ততা। কিন্তু প্রথম বক্তব্যটি اصح।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭১ : সালামের আগে দুই সেজদায়ে সাহু করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৮৯)

٣٩١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيْفُ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ".

৩৯১। **অর্থ :** বনু আবদুল মুত্তালিবের মিত্র আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আল-আসাদি বর্ণনা করেছেন যে, একটি বৈঠক বাকি থাকা অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন নামাজ শেষ করলেন তখন দুটি সেজদা করলেন। প্রত্যেক সেজদায় তাকবির দিলেন সালাম দেওয়ার আগে বসে বসে। যে বৈঠক ভুলে গিয়েছিলেন তার পরিবর্তে এই দুই সেজদা তাঁর সঙ্গে অন্য লোকজনও করেছিলেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার, আবদুল আ'লা, আবু দাউদ-হিশাম-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব আল-ক্বারি সালামের আগে দুটি সেজদায়ে সাহু আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে বুহাইনার হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটাই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মত। তিনি সালামের পূর্বে দুটি সেজদায়ে সাহু দেওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এটিই হলো, অন্যান্য হাদিসকে মানসুখকারি এবং তিনি বলেন, এটি ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, কেউ যদি দু'রাকাত হতে দাঁড়িয়ে যায় সে সালামের পূর্বে দুটি সেজদায়ে সাহু করবে ইবনে বুহাইনার হাদিস অনুযায়ী। বস্তুত আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা। মালেক হলেন তাঁর পিতা। আর বুহাইনা তাঁর মাতা। আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক্ব ইবনে মানসুর আলি ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদিনি রহ. হতে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সেজদায়ে সাহু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন যে, এ দুটি সেজদা সালামের আগে করবে, না পরে। কারো কারো মত হলো, এ দুটি সেজদা সালামের পরে করবে। এটা হলো, সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীদের মত। আর অনেকে বলেছেন, এই সেজদাটি করবে সালামের পূর্বে। এটা হলো, মদিনাবাসী অধিকাংশ ফকিহের মত। যেমন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ, রবি'আ অনেকে।

এমতই পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ি রহ.। আর অনেকে বলেছেন, যদি নামাজে বৃদ্ধির কারণে সেজদা করতে হয় তবে সালামের পর। আর যদি হ্রাসের কারণে করতে হয় তবে সালামের পূর্বে। এটা হলো মালেক ইবনে আনাস রা. এর মত।

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুই সেজদায়ে সাহু সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির ওপরেই যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে আমল করা হবে। তিনি এমত পোষণ করেন যে, যখন দু'রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে ইবনে বুহাইনার হাদিস অনুযায়ী সেই এই দুটি সেজদা করবে সালামের আগে। আর যখন জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়ে তখন দুই সালামের পর সে দুই সেজদা করবে।

তবে যদি জোহর ও আসরের দু'রাকাতে সালাম ফিরায় সে এই দুটি সেজদা করবে সালামের পর। প্রতিটি হাদিসের ওপর ঠিক যেভাবে আছে সেভাবে আমল করতে হবে। আর যেসব ভুল সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো আলোচনা নেই তাতে সেজদায়ে সাহু হবে সালামের পূর্বে। পক্ষান্তরে ইসহাক রহ. এ সব ক্ষেত্রে আহমদ রহ. এর বক্তব্যের মতো বক্তব্য করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, যেসব ভুলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো আলোচনা নেই, সেগুলোতে দেখতে হবে যদি নামাজে বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে তবে এই দুই সেজদা করবে সালামের পর। আর যদি কম হয় তবে এই দুই সেজদা করবে সালামের আগে।

দরসে তিরমিযী

عن عبد الله ابن بحينة الأ سدى : বুহাইনা তাঁর মায়ের নাম। (অনেকের মতে তাঁর পিতার নাম।) তাঁর পিতার নাম মালেক। সুতরাং عن عبد الله ابن بحينة এর মধ্যে ابن এর হামজা লেখা আবশ্য। কেনোনা, শুধু সে অবস্থায় الف পড়ে যায় দুটি পরস্পর ঔরসগত নামের মাঝখানে যখন হয়।

فلما اتم صلوته سجد سجدتين يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم

এই মাসআলাটিতে মতপার্থক্য আছে যে, সেজদায়ে সাহু সালামের আগে হওয়া উচিত না পরে।

১. হানাফিদের মতে সেজদায়ে সাহু সাধারণত সালামের পরে হবে।

২. আর ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে সাধারণত সালামের আগে।

৩. ইমাম মালেক রহ. এর মতে এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি নামাজে কোনো হ্রাসের কারণে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তাহলে সালামের পূর্বে সেজদায়ে সাহু হবে। আর যদি কোনো বৃদ্ধির কারণে ওয়াজিব হয়, তাহলে সালামের পরে হবে। তাঁর মাজহাব স্মরণ রাখার জন্য কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়- القاف بالقاف والدال بالدال অর্থাৎ,হ্রাসের কারণে সেজদায়ে সাহু আগে হবে, আর বৃদ্ধির কারণে হবে পরে।

৪ আহমদ রহ. এর মাজহাব হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যেসব সুরতে সাহু সেজদা সালামের পূর্বে প্রমাণিত সেখানে পূর্বে সালাম দেওয়ার ওপর আমল করা হবে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রথম বৈঠক তরক করার ওপর। আর যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালামের পরে প্রমাণিত সেসব সূরতে পরে সালাম দেওয়ার ওপর আমল করা হবে। যেমন, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর সূরতে। যেমন, যুল ইয়াদাইনের হাদিসে[২৮০] এসেছে। আর যেসব সূরতে কিছুই প্রমাণিত হয়নি, সেখানে শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী সালামের পূর্বে সেজদা। ইসহাক রহ. এর মাজহাবও এটাই। অবশ্য যে সুরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছু প্রমাণিত নয় সেখানে ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব মুতাবেক القاف بالقاف والدال بالدال এর ওপর আমল করেন। সারকথা, ইমামত্রয় কোনোনা কোনো অবস্থায় সালামের পূর্বে সেজদায়ে সাহুর প্রবক্তা। অথচ আবু হানিফা রহ. সর্বাবস্থায় সালামের পর সেজদায়ে সাহুর ওপর আমল করেন। এখানে মনে রাখা উচিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালামের পূর্বে ও পরে (সেজদায়ে সাহুর) উভয় পদ্ধতি প্রমাণিত আছে। এই মতপার্থক্য শুধু উত্তমতার ক্ষেত্রে। ইমামত্রয়ের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. এর হাদিস– যাতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বৈঠক ছুটে যাওয়ার কারণে সালামের আগে সেজদা করেছেন। এর বিপরীত হানাফিদের দলিলগুলো নিম্নেযুক্ত,

১. পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত হাদিস শীঘ্রই আসছে,

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

---

[২৮০] জামি' তিরমিযী ১/৯৮, باب ماجاء فى الرجل يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر

২. ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার[২৯১] সব কিতাবেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে,

واذا شك أحدكم فى صلوته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.

'তোমাদের কারো নামাজে যখন সংশয় বা সন্দেহ হয় তাহলে কোনটি ঠিক এ বিষয়ে যেনো অবশ্যই চিন্তা করে, তারপর নামাজ পূর্ণ করে, তারপর দুটি সেজদা আদায় করে।'

৩. আবু দাউদ[২৯২], ইবনে মাজাহতে[২৯৩] হজরত সাওবান রা. হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে- لكل سهو سجدتان بعدما يسلم

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এই হাদিসটি নির্ভর করে ইসমাইল ইবনে আইয়াশের ওপর যিনি জয়িফ।

জবাব : জবাব হলো, ইসমাইল ইবনে আইয়াশ শামের হাফেজে হাদিসদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে পেছনে সিদ্ধান্তমূলক এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর বর্ণনা শামবাসীদের হতে গ্রহণযোগ্য, অন্যদের হতে নয়। আর এ হাদিসটি তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-কিলায়ি হতে। যিনি শামিদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ হাদিসটি মকবুল।

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রা. এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুনানে নাসায়ি[২৯৪] ও আবু দাউদে[২৯৫],

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك فى صلوته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم.

'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার নামাজে সন্দেহ করবে সে যেনো সালামের পর দুটি সেজদা (সাহু) আদায় করে।'

৫. তিরমিযীতে (পৃষ্ঠা ৭৩ باب ماجاء فى الإ مام يهض فى الركعتين ناسيا) -এর অধীনে শা'বি রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে,

قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالسٌ ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل

'হজরত শা'বি বলেন, আমাদের নামাজের ইমামতি করলেন মুগিরা ইবনে শু'বা রা.। তিনি দু'রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। তারপর নামাজ শেষ করে সালাম দেওয়ার পর বসে দুটি

---

[২৯১] সহিহ বোখারি : ১/৫৭, ৫৮, كتاب الصلوة باب التوجه نحو القبلة والحيث كان সহিহ মুসলিম : ১/২১১, ২১২,باب السهو فى الصلوة والسجود له সুনানে নাসায়ি : ১/৮৪,كتاب السهو باب التحرى সুনানে আবু দাউদ : ১/১৪৬ باب اذاصلى خمسا সুনানে ইবনে মাজাহ : ৮৫ باب ماجاء فى من سجدهما بعد السلام -রশিদ আশরাফ।

[২৯২] ১/১৪৮, ১৪৯, باب من نسى ان يتشهد وهو جالس

[২৯৩] পৃষ্ঠা : ৮৫, باب ماجاء فى من سجدهما بعد السلام

[২৯৪] ১/১৮৫, باب التحرى، كتاب السهو

[২৯৫] ৫. ১/১৪৮, باب من قال بعد التسبيح

সেজদায়ে সাহু করলেন। তারপর তাদেরকে হাদিস বর্ণনা করলেন যে, তিনি যেমন করেছেন, অনুরূপ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে।'

এই বর্ণনার সালামের পর সেজদায়ে সাহুর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

৬. হজরত জুল ইয়াদাইন রা. এর ঘটনায়ও[২৯৬] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সালামের পর সেজদায়ে সাহু বলা হয়েছে। এই ঘটনায় বর্ণিত শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد الخ

'তিনি আরো দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবির দিয়ে সেজদা করলেন ....।

হানাফিদের এসব দলিলে বাচনিক ও ক্রিয়াবাচক উভয় প্রকার হাদিস রয়েছে। এর বিপরীত ইমামত্রয়ের কাছে শুধু ক্রিয়াবাচক হাদিস রয়েছে। (যেগুলো বৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।) সুতরাং হানাফিদের দলিলাদি প্রাধান্য পাবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, এটি বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, এখানে 'সালামের পূর্বে' দ্বারা সে সালাম উদ্দেশ্য, যেটি দেওয়া হয় সেজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ পড়ার পর সর্বশেষে।

ويقول اى الشافعى (رحـــ) هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.

এর অর্থ হলো, শাফেয়ি রহ. এর মতে 'সালামের পর' সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো মানসুখ এবং তিনি এগুলোর জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. এর আলোচ্য হাদিসটিকে মনে করেন ناسخ।

তবে মানসুখ হওয়ার এই দাবি বিশুদ্ধ নয় এবং দলিল সাপেক্ষ্য। অথচ এখানে কোনো দলিল নেই। যদিও ইমাম শাফেয়ি রহ. منسوخ হওয়ার প্রমাণে ইমাম জুহরি রহ. এর বক্তব্য[২৯৭] বর্ণনা করেছেন যে, 'সালামের পূর্বে সেজদা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল।' তবে ইমাম জুহরি রহ. এর এই বক্তব্যটি মুনকাতে'। তাছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ কাত্তানের বিবরণ অনুযায়ী ইমাম জুহরি রহ. এর মুরসালগুলো সম্পূর্ণরূপে মর্যাদাহীন বা সেকাহ কোনো কিছুই নয়।[২৯৮] সুতরাং এর দ্বারা উক্ত হুকুম منسوخ হওয়ার ওপর দলিল দেওয়া যায় না।

---

[২৯৬] তিরমিযি : ১/৭৮, باب ماجاء فى الرجل يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر

[২৯৭] জুহরি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায়ে সাহু সালামের পূর্বেও করেছেন এবং পরেও। আর সর্বশেষ আমলটি ছিলো সালামের পূর্বে। তবে স্বয়ং আল্লামা আবু বকর হাজেমি শাফেয়ি রহ. 'কিতাবুল ই'তিবার ফি বায়ানিন্ নাসিখি ওয়াল মানসুখি মিনাল আছারে' : ১১৫, باب سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه অধীনে ইমাম জুহরি রহ. এর উক্ত বক্তব্য বর্ণনা করার পর সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, ইনসাফের পথ হলো, যেসব হাদিসে মানসুখ হওয়ার বিবরণ রয়েছে সেগুলোতে সনদগত বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সুতরাং (সালামের পর সেজদা) সাব্যস্তকারি হাদিসগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। আর সালামের পূর্বে ও পরে অন্যান্য সেজদা সংক্রান্ত হাদিস বাচনিক ও ক্রিয়াবাচক। সুতরাং এগুলো যদি প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ হয়, তাহলে এগুলোতে এক প্রকার পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। তাতে কোনোটিকে অপরটির ওপর কোনো সহিহ মুত্তাসিল বর্ণনা দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে সত্যের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল হলো, হাদিসগুলোকে উদারতা ও দুটি বিষয় বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। -রশিদ আশরাফ।

[২৯৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৯১ কিফায়া -খতিব এর বরাতে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ : সালাম কালামের পর সেজদায়ে সাহু প্রসংগে (মতন পৃ. ৯০)

٣٩٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ".

৩৯২। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়লেন। তখন তাঁকে বলা হলো, নামাজে কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? না আপনি ভুলে গেছেন? তখন তিনি সালাম ফিরানোর পর দুটি সেজদা সাহু আদায় করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٣٩٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ رضـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ".

৩৯৩। হজরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলার পর দুটি সেজদায়ে সাহু করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, মু'আবিয়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٣٩٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ".

৩৯৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুটি সেজদা করেছেন সালামের পর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আইয়্যুব ও একাধিক ব্যক্তি ইবনে সিরিন হতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। যখন কেউ জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করবে তার নামাজ বৈধ হবে। সে দুটি সেজদায়ে সাহু আদায় করবে। যদিও চতুর্থ রাকাতে না বসুক না কেনো। এটাই শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, যখন কেউ জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করবে আর চতুর্থ রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসবে না তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরি ও অনেক কুফাবাসীর মত এটা।

দরসে তিরমিযী

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم"

এখানে দুটি জিনিস আলোচনার বিষয়–

১. নামাজে কথাবার্তা বলার হুকুম কী? দুটি অনুচ্ছেদের পরেই এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

২. যদি চতুর্থ রাকাত হতে কোনো ব্যক্তি অবসর হয়ে পঞ্চম রাকাত এর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে তবে এর দুটি

সুরত রয়েছে- ১. লোকটি চতুর্থ রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসেছিলো। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ দুরস্ত হয়ে গেছে। এতে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই। ২. দ্বিতীয় সুরত হলো, লোকটি চতুর্থ রাকাতে একদম বসেনি। এতে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফিদের মতে তখন নামাজ ফরজ থাকবে না; বরং নফল হয়ে যাবে। তার উচিত আরো এক রাকাত মিলিয়ে ছয় রাকাত নফল বানিয়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে ইমামত্রয়ের মতে তখন সেজদায়ে সাহু যথেষ্ট এবং নামাজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা তাঁরা দলিল পেশ করেন যে, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজে পাঁচ রাকাত পড়েছেন এবং শুধু সেজদায়ে সাহু করেছেন। হানাফিদের বক্তব্য হলো, শেষ বৈঠক সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। সুতরাং এটি পরিহার করলে নামাজের ফরজ আদায় হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে?

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি সম্পর্কে হানাফিদের বক্তব্য হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো চতুর্থ রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসেছিলেন।

প্রশ্ন : তবে এখানে প্রশ্ন হয় এক বর্ণনায়[২৯৯] সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ রাকাতে বসেননি। বরং সোজা পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

জবাব : এর জবাব শাহ সাহেব রহ. এই দিয়েছেন যে, এই বর্ণনায় শব্দাবলিতে এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জন্য বসেননি; বরং শেষ বৈঠক করে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন। এই ব্যাখ্যাটি যদিও যুক্তির কাছাকাছি নয়। তবে শেষ বৈঠকের ফরজিয়্যাতের আলোকে এটা গ্রহণ ব্যতীত কোনো পথ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ : সেজদায়ে সাহুতে তাশাহহুদ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯০)

٣٩٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ".

৩৯৫। **অর্থ :** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত যে, একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইমামতি করেছেন। নামাজে ভুল হয়েছিলো। অতপর তিনি দুটি সেজদা করেছেন। তারপর সালাম ফিরিয়েছেন তাশাহহুদ পড়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب صحيح। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন আবু কিলাবার চাচা আবুল মুহাল্লাব হতে এটি ব্যতীত অন্য একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন খালেদ হাজ্জা-আবু কিলাবা-আবু মুহাল্লাব সূত্রে। আবুল মুহাল্লাবের নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে উমর। তাকে মু'আবিয়া ইবনে আমরও বলা হয়। আবদুল ওয়াহ্হাব আস্ সাকাফী, হুশাইম এছাড়া একাধিক ব্যক্তি এ হাদিসটি বিস্তারিত আকারে খালেদ হাজ্জা হতে আবু কিলাবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি ইমরান ইবনে

---

[২৯৯] যাতে বর্ণিত আছে- فنقض فى الرابعة ولم يجلس حتى صلى الخامسة আল্লামা আইনি তাবারানির শব্দে উমদাতুল কারিতে (২/৩১১) এটি উল্লেখ করেছেন। ইষৎ পরিবর্তণ সহকারে মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৪৯৪ হতে চয়নকৃত।

হুসাইন রা. এর হাদিস যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজে তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। খিরবাক নামক এক ব্যক্তি তখন দাঁড়ালেন...।

দুই সেজদায়ে সাহুতে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, উভয়টিতে তাশাহহুদ পড়বে ও সালাম ফিরাবে। আর অনেকে বলেছেন, এই দুটিতে তাশাহহুদও নেই সালামও নেই। আর যখন সালামের পূর্বে এই দুটি সেজদা করবে তখন তাশাহহুদ পড়বে না। এটা হলো, ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা দুজন বলেছেন, যখন সালামের আগে দুটি সেজদায়ে সাহু করবে তখন তাশাহহুদ পাঠ করবে না।

দরসে তিরমিযী

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.

জমহুরের দলিল এ হাদিসটি যে, সেজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ পড়া উচিত এবং সালামও ফিরানো উচিত। অনেক সাহাবি ইবনে সিরিন এবং ইবনে আবু লায়লা প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা যে, সেজদায়ে সাহুর পর তাশাহহুদ পড়া হবে না। বরং তৎক্ষণাৎ সালাম ফিরানো হবে। আর অনেকে (আনাস রা. হাসান বসরি, আতা, তাউস রহ. প্রমুখ) বলেন যে, সেজদায়ে সাহুর পর না তাশাহহুদ হবে, না সালাম। তাদের মতে সেজদায়ে সাহুর পর নামাজ নিজে নিজেই শেষ হয়ে যাবে। সারকথা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এসব মাজহাবের বিরুদ্ধে দলিল। তাই জমহুর এটা গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

অনুচ্ছেদ–১৭৪ : যার কমতি-বাড়তিতে সন্দেহ হয় (মতন পৃ. ৯০)

٣٩٦- عَنْ عَيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ سَعِيْدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّيْ فَلَا يَدْرِيْ كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

৩৯৬। **অর্থ :** হজরত ইয়াজ ইবনে হিলাল বলেন, আমি আবু সাইদ রা. কে বললাম, আমাদের কেউ নামাজ পড়ে তার মনে থাকে না কিরূপ নামাজ আদায় করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে কিরূপ আদায় করেছে তা তার মনে নেই, তবে সে বসে দুটি সেজদা করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত উসমান, ইবনে মাসউদ, আয়েশা ও হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হুসাইন রা. এর হাদিসটি حسن। এই হাদিসটি এই সূত্র ব্যতীত আরো একাধিক সূত্রে আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এক রাকাত এবং দু'রাকাতের ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে এ দু'রাকাতকে এক রাকাত গণ্য করবে। আর যখন দু'রাকাতে এবং তিন রাকাতে সন্দেহ হয় তখন এর ফলে সালাম ফিরানোর আগে দুটি সেজদা করবে। এর ওপর আমাদের শাফেয়িগণের মাজহাব অনুসারে আমল অব্যাহত আছে। আর

অনেক আলেম বলেছেন, যখন কেউ তার নামাজে সন্দেহ করে- কতো রাকাত আদায় করলো তা তার জানা নেই, তখন যেনো অবশ্যই সে নামাজ দ্বিতীয়বার আদায় করে।

٣٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُم فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

৩৯৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান তোমাদের কারো কাছে নামাজের মধ্যে এসে তার নামাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সে মনে রাখতে পারে না যে, কতো রাকাত আদায় করেছে। তোমাদের কেউ যখন এটা বুঝে তখন যেনো সে বসে দুটি সেজদা আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح।

٣٩٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ: "إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".

৩৯৮। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ নামাজে ভুলে যায়, ফলে এক রাকাত পড়েছে না দু'রাকাত সেটা জানা থাকে না, তবে সে যেনো, অবশ্যই এক রাকাতের ওপর ভিত্তি করে। যদি দুই রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত পড়েছে তা জানা না থাকে, তবে দু'রাকাতের ওপর ভিত্তি করবে। আর যদি তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে তা না জানে, তবে তিন রাকাতের ওপর ভিত্তি করবে এবং সালাম দেওয়ার পূর্বে দুটি সেজদা আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب صحيح। এই হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে এই সূত্রটি ব্যতীতও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। জুহরি, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আতবা-ইবনে আব্বাস-আবদুর রহমান ইবনে আউফ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالسٌ : রাকাত সংখ্যার নামাজের সন্দেহ হওয়ার ক্ষেত্রে আওজায়ি, শা'বি প্রমুখের মাজহাব হলো, সর্বাবস্থায় নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। ব্যতিক্রম শুধু তখন যখন রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে একিন হয়ে যায়। আর হজরত হাসান বসরি রহ. এর মাজহাব হলো, সর্বাবস্থায় সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব। চাই কমের ওপর ভিত্তি করুক অথবা বেশির ওপর। ইমামত্রয় এর মাজহাব হলো, এমন কর্মের ওপর ভিত্তি করা ওয়াজিব এবং এমন প্রতিটি রাকাতে বসা জরুরি যার সম্পর্কে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি শেষ রাকাত হতে পারে। তাছাড়া সেজদায়ে সাহুও ওয়াজিব।

আবু হানিফা রহ. এর মতে এই মাসআলাটিতে তাফসিল রয়েছে- তাহলো, যদি মুসল্লির এই সন্দেহ শুধু প্রথমবার হয়ে থাকে তবে তার ওপর নামাজ দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। আর যদি সবসময় এ ধরণের সন্দেহ

আসতে থাকে তাহলে তার ওপর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়।[৩০০] বরং তার জন্য আবশ্যক চিন্তা-ফিকির করা। চিন্তা-ফিকির করে যেদিকে প্রবল ধারণা হয় তার ওপর আমল করবে। আর যদি কোনো দিকে প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কমের ওপর ভিত্তি করবে এবং শেষে সেজদায়ে সাহু করবে। তাছাড়া কমের ওপর ভিত্তি করার সুরতে যেসব রাকাতে সর্বশেষ রাকাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোতে বসাও আবশ্যক।

মূলত এই মাসআলাতে মতপার্থক্যের কারণ হলো, এমন সুরত সম্পর্কে বর্ণনাগুলোর মতপার্থক্য। অনেক বর্ণনায় নামাজ দোহরানোর হুকুম রয়েছে। যেমন, ইবনে উমর রা. এর বর্ণনায়[৩০১]। আবার সহিহ বোখারি ও মুসলিমে[৩০২] ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা দ্বারা চিন্তা ফিকিরের নির্দেশ বোঝা যায়,

إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى او اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى او أربعا فليبن على ثلاث [৩০৩]

অনেক বর্ণনায় নির্দেশ রয়েছে কমের ওপর ভিত্তি করার। যেমন, তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ করেছেন এ হাদিসটি,

إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الإثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين.

এই হাদিসটি হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন,

إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى او اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى او أربعا فليبن على ثلاث

অনেক বর্ণনায় সেজদায়ে সাহুর হুকুম রয়েছে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিসটি নিম্নেযুক্ত,

إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس".

এসব হাদিসের মধ্য হতে ইমামত্রয় কমের ওপর ভিত্তি করার হাদিসগুলো অবলম্বন করেছেন। আর সেজদায়ে সাহুকে এর ওপর প্রয়োগ করেছেন। আওজায়ি এবং শা'বি রহ. নতুনভাবে নামাজ পড়ার হাদিসগুলো

---

[৩০০] তাউস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি নামাজ পড় আর কতো রাকাত পড়েছ তা তোমার জানা না থাকে, তবে এই নামাজ পুনরায় দোহরিয়ে নাও। যদি আবার তোমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আর তা দোহরিয়ে নাও। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : من قال اذا شك فلم يدر كم صلى فعاد -রশিদ আশরাফ।

[৩০১] ইবনে উমর রা. যে মুসল্লি তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে তা সে জানে না এমন মুসল্লি সম্পর্কে বলেছেন, সে নামাজ দোহরিয়ে নিবে। যতোক্ষণ না নিশ্চিতভাবে মনে আসে। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/২৮, من قال اذا شك فلم يدر كم صلى اعاد -সংকলক।

[৩০২] বোখারি : ১/৫৮ باب التوجه نهو القبلة حيث كان মুসলিম : ১/২১১, ২১২ باب السهو فى الصلوة والسجود

[৩০৩] তাছাড়া আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনায় কমের ওপর ভিত্তি করার বিবরণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কারো যদি তার নামাজে সন্দেহ হয়, সে জানে না যে, সে কয় রাকাত পড়লো, তিন রাকাত না চার রাকাত? তাহলে সন্দেহ বর্জন করবে। যতোটুকুর ওপর একিন হয় ততোটুকুর ওপর ভিত্তি করবে। সহিহ মুসলিম : ১/২১১, باب سجود السهو فى الصلوة والسجود

গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্টগুলো বর্জন করেছেন। হাসান বসরি রহ. সেজদায়ে সাহুর হাদিসটি অবলম্বন করেছেন। আবু হানিফা রহ. এ সবগুলো হাদিসের ওপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদিসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদিসের মাঝে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি ইবনে উমর রা. এর ওপরযুক্ত হাদিসটিকে (যাতে নামাজ দোহরানোর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।) প্রথমবার সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আর চিন্তা-ফিকিরের হুকুম ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল করেছেন। কমের ওপর ভিত্তি এবং সেজদায়ে সাহুর হুকুম সেসব হাদিস দ্বারা দলিল করেছেন, যেগুলো আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর বরাত পেছনে দেওয়া হয়েছে। হানাফিদের মাজহাবের প্রাধান্যের কারণ হলো, তাদের মাজহাব অনুসারে সমস্ত হাদিসের ওপর আমল হয়। তবে ইমামত্রয়ের মাজহাবের ভিত্তিতে আমল হয় না পুনরায় নামাজ পড়া এবং চিন্তা-ফিকিরের হাদিসগুলোর ওপর।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭৫ প্রসংগ : জোহর আসরে যে দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলে (মতন পৃ. ৯০)

٣٩٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ".

৩৯৯। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত পড়ে নামাজ হতে ফিরে গেলেন। তারপর তাকে জুলইয়াদাইন জিজ্ঞেস করলেন, নামাজ কি সংক্ষেপ করা হয়েছে? না কি আপনি ভুলে গেছেন? হে আল্লাহর রাসূল! এতদশ্রবণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জুলইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তখন লোকজন বললো, হ্যাঁ। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আরো দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফেরালেন। এরপর তাকবির বললেন। তারপর সেজদা করলেন তার সেজদার মতো অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতম। তারপর তাকবির বললেন, তারপর মাথা উত্তোলন করলেন তারপর তার সেজদার মতো কিংবা এর চেয়ে দীর্ঘতম সেজদা দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন, ইবনে উমর ও জুলইয়াদাইন রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এই হাদিসটি নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন, অনেক কুফাবাসী বলেছেন, যখন কেউ নামাজে ভুলে অথবা অজ্ঞতাবশত অথবা অন্য কোনো কারণে কথাবার্তা বলে সে নামাজ দোহরিয়ে নিবে। তাঁরা এ ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন যে, এ হাদিসটি ছিলো নামাজে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এ হাদিসটিকে সহিহ বলে মত পোষণ করেন। তিনি এর প্রবক্তা। তিনি বলেছেন, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত রোজাদার সংক্রান্ত

একটি হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। যাতে বলা হয়েছে যে, রোজাদার যখন ভুলক্রমে খেয়ে ফেলে সে রোজা কাজা করবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত রিজিক। আল্লাহ তাকে প্রদান করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসের কারণে তারা রোজাদারের খাওয়ার বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ও ভুলের মাঝে পার্থক্য করেছেন।

আহমদ রহ. আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন, যদি ইমাম নামাজের কোথাও কথা বলে অথচ তিনি মনে করেন যে, নামাজ পরিপূর্ণ করে ফেলেছেন, অথচ পরে জানতে পেরেছেন যে, তিনি নামাজ পূর্ন করেননি। আর যে ইমামের পেছনে কথা বলেছে এ কথা জেনে যে, তার ওপর নামাজের আরো কিছু অবশিষ্ট অংশ আছে। তাকে সে নামাজ নতুনভাবে পড়তে হবে। তিনি দলিল পেশ করেছেন যে, ফরজসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হ্রাস বৃদ্ধি করা হতো। জুলইয়াদাইন কথা বলেছেন। কেনোনা, তার একিন ছিলো যে, তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে এমন নয়। কারো জন্য বৈধ নয় যুলয়াইদাইন যেভাবে কথাবার্তা বলেছেন সেভাবে কথাবার্তা বলা। কেনোনা, বর্তমানে ফরজগুলোতে হ্রাস বৃদ্ধি করা হয় না।

আহমদ রহ. অনুরূপ কথা বলেছেন। এ বিষয়ে ইসহাক রহ. আহমদ রহ. এর মতো মত পোষণ করেছেন।

নামাজে কথা বলার শরয়ি বিধান

عن ابى هريرة (رضـــ) أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد الخ

নামাজে কথাবার্তা বলার বিষয়টি এই হাদিসটির অধীনে আলোচনায় আসে। কেনোনা, জুলইয়াদাইন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যে কথাবার্তা হয়েছে এগুলো নামাজের মাঝে হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেক দু'রাকাতের ওপর ভিত্তি করেছেন। তাই এই মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে যে, নামাজে কথাবার্তা বলা কোন্ পর্যায়ের? এখানে এই মাসআলাটির সারনির্যাস পেশ করা হচ্ছে।

কথাবার্তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হয় এবং নামাজ সংশোধনের জন্য না হয়, তাহলে এটি নামাজ ভঙ্গের কারণ তারপর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা হোক বা বিস্মৃতি বা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার কারণে কিংবা ভুলের কারণে, নামাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যে হোক- কিংবা না হোক- এটি নামাজ ভঙের কারণ।

শাফেয়ি রহ. বলেন, কথাবার্তা যদি বিস্মৃতির কারণে অথবা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার কারণে হয়ে থাকে তবে সেটি নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ নয়। তবে সত্য হলো, দীর্ঘ কথাবার্তা না হতে হবে। এ ব্যাপারে নববী রহ.[৩০৪] সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

আওজায়ি রহ. এর মাজহাব হলো, কথাবার্তা যদি নামাজ সংশোধনের জন্য হয় তাহলে নামাজ ফাসেদকারি নয়। এক বর্ণনা মুতাবেক মালেক রহ. এর মাজহাবও এটাই। মালেক রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, হানাফিদের অনুরূপ। ইমাম আহমদ রহ. হতে এ বিষয়ে চারটি বর্ণনা রয়েছে- তিনটি বর্ণনা তো তিনটি মাজহাবের মতো। আর চতুর্থ বর্ণনা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এটা না জেনে কথা বলে যে, এখনও তার নামাজ পূর্ণ হয়নি, তবে

---

[৩০৪] ইমাম নববী রহ. বলেন, তৃতীয় সুরত হলো, বিস্মৃতির ফলে কথা বলবে তবে দীর্ঘ হবে না। এমতাবস্থায় আমাদের মাজহাব হলো, এটি নামাজকে বাতিল করবে না। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাজহাবও এটাই। তন্মধ্যে রয়েছেন হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়র, আনাস, উরওয়া ইবনে জুবায়র, আতা, হাসান বসরি, শা'বি, কাতাদা ও সমস্ত মুহাদ্দিসিন, মালেক, আওজায়ি ও এক বর্ণনায় আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর রহ.। -আল মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৪/১৭।

এমন কথাবার্তা নামাজ ফাসেদের কারণ হবে। চাই সে কথাবার্তা ইমামকে নামাজ পূর্ণ করার জন্য হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্যে হোক না কেনো। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি এই একিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে, তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে সে জানতে পেরেছে যে, এখনও তার নামাজ পূর্ণ হয়নি, তাহলে এমন কথাবার্তা নামাজ ভাঙে না।

সারকথা, ইমামত্রয় কোনো না কোনো সুরতে নামাজের মধ্যে কথোপকথন নামাজ না ভাঙার প্রবক্তা। তারা জুলইয়াদাইনের ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। শাফেয়ি রহ. বলেন যে, জুলইয়াদাইনের এই কথাবার্তা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়েছিলো। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাবার্তা হয়েছিলো বিস্মৃতির ভিত্তিতে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিলো নামাজ সংশোধনের জন্য। আহমদ রহ. বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিলো নামাজ পূর্ণ হয়েছে মনে করে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এটা মনে করেই কথাবার্তা বলেছেন যে, চার রাকাত নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর হজরত জুলইয়াদাইন রা. এটা মনে করেই কথাবার্তা বলেছিলেন যে, নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কেনোনা, তখন এই সম্ভাবনাই ছিলো যে, হ্রাস করা হয়েছে নামাজের রাকাত সংখ্যা।

তাঁদের বিপরীত হানাফিগণ এই ঘটনাকে منسوخ সাব্যস্ত করে নিম্নেযুক্ত দলিলাদি পেশ করেন,

১. কোরআনের আয়াত- وقوموا لله قانتين

এখানে قنوت এর অর্থ নীরবতা। প্রচুর বর্ণনা এর সাক্ষী যে, এই আয়াতটি নামাজে কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নাজিল হয়েছে। এতে কোনো তাফসিল নেই। সুতরাং এর আলোকে সাধারণের কথাবার্তাই নিষিদ্ধ হবে।

২. সিহাহে[৩০৫] হজরত জায়দ ইবনে আকরাম রা. এর হাদিস রয়েছে,

كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه فى الصلوة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام-

হজরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামির বর্ণনা[৩০৬] দ্বারাও হানাফিরা দলিল পেশ করেন,

قال بينا انا اصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمانى القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت قبله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابى هو وامى ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ماكهرنى ولا ضربنى ولاشتمنى ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القر ان الخ.

---

৩০৫ শব্দ সহিহ মুসলিমের : ১/২০৪, باب تحريم الكلام فى الصلوة ووصف ما كان فى اباحته এ হাদিসটি বোখারিও সহিহ বোখারিতে (২/২৫০وقوموا لله قانتين كتاب التفسير، باب قوله) বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে বর্ণনা করেছেন : ১/১৩৬, باب النهى عن الكلام فى الصلوة -সংকলক।

৩০৬ সহিহ মুসলিম : ১/২০৩ باب تحريم الكلام فى الصلوة ووصف ما كان فى اباحته সুনানে নাসায়ি : ১/১৭৯, ১৮০ باب الكلام فى الصلوة

'বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় কওমের এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো। আমি বললাম, يرحمك الله তখন কওম আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো। আমি বললাম, হায়! যদি আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলতেন! কি হলো তোমাদের? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো! তখন তারা তাদের হাত উরুর ওপর মারতে লাগলো। তারপর আমি যখন দেখলাম, তারা আমাকে নিরব করতে চাইছে, তখন আমি নিরব হলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করলেন, তার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। এমন শিক্ষক তাঁর পূর্বাপরে আমি আর কাউকে দেখিনি, যার শিক্ষা তাঁর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে ধমকাননি। আমাকে মারেননি, আমাকে গালিও দেননি। তারপর তিনি বললেন, এই নামাজে মানুষের কোনো কথাবার্তা সংগত নয়। এটাতো তাসবিহ, তাকবির ও কোরআন পাঠ ...।'

৪.

عن [৩০৭]ابن مسعوه (رضـــ) قال كنا نسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من ارض الحبشة فسلمت عليه فلم يرده على فاخذنى ما قرب [৩০৮]وما بعد فجلست حتى اذا قضى الصلوة قال ان الله يحدث من امره ما يشاء وانه قد احدث من امره ان لا يتكلم فى الصلوة–

'হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদেরকে জবাব দিতেন। (হাবশার হিজরত হতে ফিরে আসার পূর্বে।) তারপর আমরা আবিসিনিয়া হতে (মদিনায়) আগমন করলাম। এসে তাঁকে সালাম করলাম। তবে তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। ফলে আমার মনে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অনেক চিন্তা ঢুকলো। তারপর আমি বসে রইলাম। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তার নতুন হুকুম করেন। তিনি একটি নতুন হুকুম করেছেন, নামাজে যেনো কালাম না করা হয়।'

হানাফিদের বক্তব্য হলো, ওপরযুক্ত দলিলাদি সব ধরণের কথাবার্তা মানসুখ করে দিয়েছে। জুলইয়াদাইনের হাদিসটিও এসব প্রমাণাদির ফলে منسوخ হয়ে গেছে।

আপত্তি : শাফেয়িগণ এর ওপর এই দাবি করেছেন যে, জুলইয়াদাইনের ঘটনা কথাবার্তার হুকুম মানসুখ হওয়ার পরবর্তী কালের। সুতরাং এটি ওপরযুক্ত হাদিস সমূহ দ্বারা মানসুখ হতে পারে না। যার দলিল হলো, ইবনে মাসউদ রা. যখন হাবশা হতে ফিরে আসেন তখন নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হাবশা হতে মক্কা মুকার্‌রামায় তাশরিফ এনেছিলেন। এতে বোঝা গেলো, কথাবার্তা মানসুখ হয়েছে মক্কা মুকার্‌রামায়। অথচ মদিনা মুনাওয়ারায় জুলইয়াদাইনের ঘটনা ঘটেছিলো।

জবাব : কথাবার্তা মানসুখ হওয়ার ব্যাপারে এই দাবিটি ঠিক না। এটি হিজরতের পূর্বেই হয়েছিলো। বরং

---

[৩০৭] শব্দ নাসায়ির : ১/১৮১باب الكلام فى الصلوة এ হাদিসটি ইমাম তাহাবিও ইষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহকারে শরহে মা'আনিল আছারে (باب الكلام فى الصلوة لما يحدث فيها من السهو ১/২১৮) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৩০৮] فاخذنى ما قَرُب وما بَعُد এটি তখন বলা হয়, যখন কোনো কিছু মানুষের মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। যেনো, লোকটি তার দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফিকির করে যে, কোনো জিনিসটি সালামের জবাব দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধকতার কারণ ছিলো? মাজমাউল বিহার -সুনানে নাসায়ির টীকা হতে চয়নকৃত।

বাস্তব ঘটনা হলো, কথাবার্তা منسوخ হয়েছে বদর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে মদিনা তায়্যিবায়। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ রা. এর হিজরত সংক্রান্ত বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হলো, তিনি হাবশায় দুবার হিজরত করেছেন। প্রথম হিজরতের পর হাবশাতে তিনি লোক মুখে এই প্রচার শুনেছেন যে, পুরো কুরাইশ বংশ মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে তিনি রমজানে পঞ্চম নববী সনে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। তবে যখন এই সংবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার তিনি মুসলমানদের সঙ্গে হাবশা অভিমুখে হিজরত করেন। এই দ্বিতীয় হিজরত হতে মদিনা মুনাওয়ারায় তার প্রত্যাবর্তন হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে।

মুসা ইবনে উকবা তাঁর মাগাজিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। মুহাদ্দিসিনের মতে তার মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) হলো, সবচেয়ে বিশুদ্ধতম। এ কারণে শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের মধ্য হতে হাফেজ ইবনে হাজার, ইবনে আছির এবং অন্যান্য আলেম ও মুহাদ্দিস স্বীকার করেছেন যে, ইবনে মাসউদ রা. মদিনা তায়্যিবায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ২য় হিজরি সনে।[৩০৯]

তাত্ত্বিক এই আলোচনার পর আমাদের দাবি হলো, কথাবার্তা মানসুখ হওয়ার হুকুম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের কিছু আগে অবতীর্ণ হয়েছে। যার সমর্থন হয় হজরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামির হাঁচিদাতার জবাবদানের ওপরযুক্ত ঘটনা দ্বারা। এই ঘটনাটিও মদিনাতেই ঘটেছিলো। যার নিদর্শন হলো, মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম রা. আনসারি সাহাবি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর এই ঘটনা হিজরতের পরই সংঘটিত হয়ে থাকবে। তার এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, কথাবার্তা হারাম হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিলো এই ঘটনার কিছুদিন আগে।

এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, وقوموا لله قانتين আয়াতটি মদিনা তায়্যিবায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। সুয়ুতি রহ. আল-খাসায়িসুল কুবরায় (২/২৮০) সুনানে সাইদ ইবনে মানসুরের বরাতে মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজির বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يتكلمون فى الصلوة فى حوائجهم كما يتكلم اهل الكتاب فى الصلوة فى حوائجهم حتى نزلت هذه الاية وقوموا لله قانتين.[৩১০]

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখনও লোকজন তাদের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে নামাজে কথাবার্তা বলতো। যেমন কথাবার্তা বলতো আহলে কিতাব নামাজে তাদের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে وقوموا لله قانتين আয়াত নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত। এতে সুস্পষ্ট কথাবার্তা হারাম হয়েছিলো মদিনা তায়্যিবায়।[৩১১]

---

[৩০৯] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে (২/৬০) বলেন, হাদিসে এসেছে, তিনি মদিনা তায়্যিবায় তখনই এসেছিলেন যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইবনে কাসির রহ. তার তারিখে (৩/৬৯) হাবশায় হিজরতকারিদের আলোচনায় মুসনাদে আহমদ হতে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তাতে হিজরতকারিদের অন্তর্ভুক্ত যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.ও ছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাড়াহুড়া করে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, এ কথাও আছে। ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, এর এই সনদটি উত্তম শক্তিশালী। জায়লায়ি মুসা ইবনে উকবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫১০-৫১১ হতে সংক্ষেপিত।

[৩১০] অনুরূপ বিবরণ দুররে মানসুরেও (১/৩০৬) আছে। -দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫০৯ -সংকলক।

[৩১১] তাছাড়া পেছনে হজরত জায়দ ইবনে আরকাম রা. এর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায়, নামাজে কথাবার্তা হারাম হয়েছে وقوموا لله قانتين দ্বারা। আর এই আয়াতটি যে মাদানি এটা সুনিশ্চিত। সুতরাং কথাবার্তা যে, মদিনা মুনাওয়ারায় মানসুখ হয়েছে এ বিষয়েও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হলো। -সংকলক

আপত্তি : শাফেয়িগণ এর ওপর বলেন, যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, কথাবার্তা মানসুখ হয়েছে মদিনা মুনাওয়ারায় বদরের কিছুদিন পূর্বে, তবুও জুল ইয়াদাইনের ঘটনা এর পরবর্তী। যার দলিল হলো, এই ঘটনার একজন বর্ননাকারি হজরত আবু হুরায়রা রা. ও। তাঁর বর্ণনার অনেক সূত্রে আছে صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [৩১২] কোনোটিতে আছে-[৩১৩] لصلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم আর কোনোটিতে আছে-[৩১৪] بينا انا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم বাক্য। এতে বোঝা যায় যে, হজরত আবু হুরায়রা রা. স্বয়ং যুল ইয়াদাইন রা. এর ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত এটি সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয় যে, হজরত আবু হুরায়রা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরিতে। সুতরাং এই ঘটনাটি সপ্তম হিজরির পরে হতে পারে। তখনও দুই হিজরির আগে সংঘটিত কথাবার্তা মানসুখ হওয়ার হাদিসগুলো এই ঘটনার জন্য মানসুখকারি হতে পারে না।

জবাব : জুলইয়াদাইনের ঘটনা অবশ্যই দ্বিতীয় হিজরির পূর্বেকার। যার দলিল হলো, হজরত জুলইয়াদাইন রা. বদরি সাহাবি এবং বদরের যুদ্ধেই শহিদ হয়েছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বদর যুদ্ধের পূর্বেকার। দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধ হয়েছে।

জুলইয়াদাইন জুশশিমালাইন একই মনীষীর দুই উপাধি

আপত্তি : ইমাম শাফেয়ি রহ. এখানে কিতাবুল উম্মে এই জবাব দিয়েছেন যে, বস্তুত এখানে দুই মনীষী আলাদা আলাদা। একজন জুলইয়াদাইন, যার নাম খিরবাক ইবনে আমর। ইনি বনু সুলায়ম গোত্রের। আর দ্বিতীয় জন জুশশিমালাইন তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর। তিনি হলেন বনু খুজা'আ গোত্রের লোক। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনাটি হলো, জুলইয়াদাইনের। বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন জুশশিমালাইন, জুলইয়াদাইন নন। অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী শাফেয়ি রহ. এর এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসের বক্তব্যেও পেশ করেছেন।[৩১৫]

জবাব : বস্তুত জুলইয়াদাইন এবং জুশশিমালাইন একই মনীষীর দুটি লকব। বাস্তব ঘটনা হলো, তাঁর আসল নাম হলো উবায়দ ইবনে আমর। বর্বরতা যুগে তাঁর উপাধি ছিলো খিরবাক। ইসলাম যুগে তিনি জুলইয়াদাইন জুশশিমালাইন দুটি উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বনু সুলায়ম যেহেতু বনু খুজাআরই একটি শাখা, তাই উভয় গোত্রের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক। যেহেতু তার হাত খুব লম্বা ছিলো সেহেতু ইসলামের শুরুর দিকে তাঁর উপাধি জুশশিমালাইন প্রসিদ্ধ হয়েছিলো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা পরিবর্তন করে জুলইয়াদাইন করে দেন। সুনানে নাসায়িতে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি বর্ণনায় দুটি উপাধি একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ইবনে আমরও বলা হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত,[৩১৬]

صلى رسول الله صلى عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فى ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو انقصت الصلوة ام نسيت؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما يقول ذواليدين! فقال صدق يا نبى الله فاتم بهم! الركعتين اللتين نقص.

---

[৩১২] যেমন, মুসলিমের (১/২১৩ فصل من ترك الركعتين او نحو هما فليتم ما بقى ويسجد سجدتين بعد التسليم বর্ণনায় আছে। -সংকলক।

[৩১৩] যেমন, নাসায়ির (১/১৮১ما يفعل من سلم من اثنتين ناسيا وتكلم) বর্ণনায় আছে। -সংকলক।

[৩১৪] যেমন, মুসলিমের (১/২১৪ فصل من فرك الركعتين او نحوهما فليتم ما بقى) বর্ণনায় আছে। -সংকলক

[৩১৫] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫২২ -সংকলক।

[৩১৬] সুনানে নাসায়ি : ১/১৮৩, ما يفعل من سلم من اثنتين ناسيا و تكلم -সংকলক।

'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসর নামাজ পড়লেন। তিনি দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন এবং নামাজ হতে ফিরলেন। তখন জুশশিমাইলাইন ইবনে আমর বললেন, নামাজ কি কমানো হয়েছে। না আপনি ভুলে গেছেন? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জুলইয়াদাইন কি বলছে? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! তিনি সত্য বলেছেন? তখন তাঁদের নিয়ে তিনি ঘাটতি দুরাকাত পড়লেন।'

প্রশ্ন : অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই বিবরণটি জুহরি রহ. এর একার।

জবাব : তবে বাস্তবতা হলো, এই প্রশ্নটি ঠিক নয়। স্বয়ং সুনানে নাসায়িতেই ইমরান ইবনে আবু আনাস রা. জুহরি রহ. এর মুতাবা'আত করেছেন। তার বিবরণের শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم فى ركعتين ثم انصرف فادركه ذو الشمالين.

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ আদায় করলেন। তিনি দু'রাকাতে সালাম ফিরালেন। তারপর নামাজ হতে ফিরলেন। তখন তাকে পেলেন জুশশিমালাইন।'

এই হাদিসের শেষে আছে- اصدق ذو اليدين؟ তাছাড়া ইমরান ইবনে আবু আনাস ব্যতীতও তাহাবিতে[৩১৭] এই বর্ণনাটি ইবরাহিম ইবনে মুনকিজ-ইদরিস- আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ-ইবনে হুরমুজ-আবু হুরায়রা রা. সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[৩১৮] এই বর্ণনাটি ইকরামা সূত্রেও বর্ণিত আছে। যাতে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলিও আছে- اكذالك يا ذا اليدين! وكان يسمى ذو الشمالين

তাহাবি রহ. ইবনে উমর রা. এর একটি আছর ও বর্ণনা করেছেন।[৩১৯] انه ذكر له حديث ذى اليدين وقال كان اسلام ابى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين এই বর্ণনাটির সমস্ত রাবি সেকাহ। অবশ্য আবদুল্লাহ আল-উমারী একজন বিতর্কিত রাবি। যাকে সেকাহও বলা হয়েছে, বিতর্কিতও বলা হয়েছে। জাহাবি রহ. মিজানুল ই'তিদালে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্তকারি এই বক্তব্য লিখেছেন- صدوق فى حفظه شيئ তথা, সত্যবাদী, তবে তাঁর স্মরণশক্তিতে কিছু সমস্যা আছে। এমন শব্দ যার সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তার হাদিস হয়ে থাকে حسن।

তাছাড়া জাহাবি রহ. দারেমি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন- قلت لابن معين كيف حاله فى نافع قال صالح ثقه[৩২০] 'আমি ইবনে মাইনকে বললাম, নাফে' এর ব্যাপারে তাঁর হাল অবস্থা কেমন? বললেন, নেককার সেকাহ।[৩২১] ইমাম তাহাবি রহ. এই হাদিসটি নাফে' -এর সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি

---

[৩১৭] ১/২১৫, باب الكلام فى الصلوة لما يحدث فيها من السهو-সংকলক।

[৩১৮] ২/৩৭, ما قالوا فيه اذا انصرف وقد نقص من صلوته وتكلم-সংকলক।

[৩১৯] ১/১১৮, باب الكلام فى الصلوة لما يحدث فيها من السهو-সংকলক।

[৩২০] এর সনদ নিম্নেযুক্ত- حدثنا ابن ابى داود قال حدثنا سعيد بن ابى مريم قال اخبر نا الليث بن سعد قال حدثنى عبد بن وهب عن عبد الله العمرى عن نافع بن عمر-তাহাবি : ১/২১৮, সংকলক।

[৩২১] আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ১৪৩, باب ما استدل به على ان كلام الساهى وكلام من ظن التمام لا يبطل الصلوة-সংকলক।

গ্রহণযোগ্য। এর ফলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, জুলইয়াদাইন ও জুশশিমালাইন একই ব্যক্তির দুটি উপাধি। তিনি বদর যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. তার শাহাদাতের অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : এবার প্রশ্ন হতে যায়, যদি হজরত জুলইয়াদাইন রা. বদর যুদ্ধে শহিদ হয়ে থাকেন, তাহলে আবু হুরায়রা রা. জুলইয়াদাইনের ঘটনায় কিভাবে বললেন, صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم[৩২২] অথচ, তিনিতো ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ ঘটনার কয়েক বছর পর?

জবাব : ইমাম তাহাবি রহ. এই জবাব দিয়েছেন যে, এখানে صلى بنا দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমানদের নিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। বর্ণনা সমূহে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে কোনো বর্ণনাকারি স্বয়ং অকুস্থলে উপস্থিত থাকেন না, তা সত্ত্বেও উত্তম পুরুষ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় মুসলিম জামাত। যেমন, হজরত নাজাল ইবনে সাবুরা রহ. বলেন, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف الخ অথচ নাজাল ইবনে সাবরা রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেননি। সুতরাং তার বক্তব্যতে قال لنا দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে উদ্দেশ্য হলো, আমাদের কওমকে বলেছেন। তাছাড়া তাউস রহ. বলেন- قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا অথচ যখন মু'আজ রা. ইয়ামানে আগমন করেছেন, তখন তাউস্ রহ. জন্মও লাভ করেননি। সুতরাং قدم علينا দ্বারা উদ্দেশ্য قدم على قومنا -তথা, আমাদের কওমে আগমন করেছেন। হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, خطبنا عتبة بن غزوان অথচ যখন উতবা ইবনে গাজওয়ান বসরায় খুতবা দিয়েছিলেন, তখন হাসান বসরায় আগমন করেননি। সুতরাং خطبنا দ্বারা خطب اهل البصرة উদ্দেশ্য। তথা তিনি বসরাবাসীদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। এসমস্ত আছার আল্লামা তাহাবি রহ. উল্লেখ করেছেন শরহে মা'আনিল আছারে[৩২৩]।

তাছাড়া মদিনার ইহুদিদের বহিষ্কার সম্পর্কে স্বয়ং আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে,

بينا[٣٢٤] نحن فى المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود

আবু হুরায়রা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন বনু কুরায়জার অনেক পরে।

বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[৩২৫] এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম উত্তম পুরুষ বহুবচনের শব্দ সাধারণ মুসলমানদের অর্থে ব্যবহার করেছেন। অথচ স্বয়ং বক্তা সে দল হতে বহির্ভূত। আবু হুরায়রা রা. এর জুলইয়াদাইন সংক্রান্ত বর্ণনার তাই রয়েছে।

থেকে যায় শুধু একটি বর্ণনা। যাতে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর দিকে নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো সম্বন্ধযুক্ত,[৩২৬]

بينا انا اصلى مع رسول لله صلى الله عليى وسلم

---

[৩২২] নাসায়ির বর্ণনা : ১/১৮১, ما يفعل من سلم من اثنتين ناصيا وتكلم-সংকলক।

[৩২৩] ২. দ্র. ১/২১৮।

[৩২৪] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪২৩, باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة ،كتاب الخراج والفيئ والامارة-সংকলক।

[৩২৫] দ্র. ৩/৫১২-৫১৬।

[৩২৬] মুসলিমের বর্ণনা : فصل من ترك الركعتين او نحوهما فليتم ما بقى -সংকলক।

এর জবাবে শাহ সাহেব রহ. বলেন, উত্তম পুরুষ একবচনের শব্দ শুধু একজন রাবি তথা শায়বানের একক বিবরণ। তিনি ব্যতীত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কোনো ছাত্র بينا انا الصلى শব্দ বর্ণনা করেন না। এমন মনে হয় যে, আসল বর্ণনায় صلى بنا ছিলো। আবু হুরায়রা রা. ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী জমা মুতাকাল্লিম (উত্তম পুরুষ বহুবচন) এর শব্দ ব্যবহার করেছেন। বর্ণনাকারি বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থগত বিবরণ দেওয়ার সময় এতে তাসাররুফ করেছেন। তথা, ওয়াহিদে মুতাকাল্লিম দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। হাদিস সমূহে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, মুস্তাদরাকে হাকিমে[৩২৭] সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদিস বর্ণিত আছে- যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- دخلت على رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم অথচ রুকাইয়্যাহ রা. আবু হুরায়রা রা. এর ইসলাম গ্রহণের ৫ বছর আগে ওফাত লাভ করেছেন। সুতরাং হজরত আবু হুরায়রা রা. এর তাঁর কাছে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এখানে এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় যে, আসল শব্দ ছিলো- دخلنا আর অর্থ ছিলো মুসলমানগণ প্রবেশ করেছেন। রাবি তাতে তাসার্‌রুফ করে دخلت বানিয়ে দিয়েছেন।

বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[৩২৮] এ ধরণের আরো অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সুতরাং শুধু এই একটি ওয়াহেদ মুতাকাল্লিমের শব্দ অকাট্য দলিলাদিকে রদ করে দিতে পারে না। যেগুলো এই ঘটনা দুই হিজরি আগে সংঘটিত হওয়ার দলিল পেশ করছে।

তারপর হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, আমার কাছে আরো এমন অনেক দলিল আছে, যেগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত জুলইয়াদাইন রা. এর ঘটনা ২য় হিজরির অনেক পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। যেমন, সিহাহের বর্ণনায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ছিলেন-[৩২৯] فقام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكا عليها كانه غضبان তথা তিনি মসজিদে স্থিরকৃত একটি কাঠের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি এর ওপর ঠেস লাগালেন। যেনো তিনি ক্ষুব্ধ।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদে রাখা কাঠটি ছিলো উস্তুয়ানায়ে হান্নানাহ[৩৩০]। এ দিকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, উস্তুয়ানায়ে হান্নানাহ কাঠটিকে মিম্বর তৈরির পর দাফন করে দেওয়া হয়েছিলো।[৩৩১] সুতরাং এই ঘটনা মিম্বর তৈরি হওয়ার পূর্বেকার হতে পারে। মিম্বর তৈরি করা হয়েছিলো দ্বিতীয়

---

[৩২৭] ৪/৪৬, -মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫১৭ -সংকলক।

[৩২৮] ৩/৫১৭ -সংকলক।

[৩২৯] সহিহ বোখারি : ১/৬৯, باب تشبيك الاصابع فى المسجد وغير كتاب الصلوة এবং মুসলিমের বর্ণনায় শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- ثم اتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا باب السهو فى الصلوة والسجود সংকলক।

[৩৩০] মুসনাদে আহমদের (২/২৪৮) বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- ثم اتى جذعا فى قبلة المسجد كان يسند اليه ظهره فا سنده اليه ظهره الخ মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫২৮। এতে كان يسنه اليه ظهره শব্দটি স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, সে রাখা কাঠটি ছিলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেলান দেওয়ার জন্যই। আর উস্তুয়ানায়ে হান্নানাহ ও এই উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিলো। এতে বোঝা গেলো, এই কাঠটি দ্বারা উদ্দেশ্য উস্তুয়ানায়ে হান্নানাই। والله العلم -রশিদ আশরাফ।

[৩৩১] যেমন, আনাস রা. এর হাদিসটিতে (মুসনাদে) আবু আওয়ানা, ইবনে খুজায়মা ও আবু নুআইমে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে রয়েছে, তারপর এটিকে দাফন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে দাফন করে দেওয়া হয়। এমনভাবে দারেমিতে আবু সাইদ রা.এর বর্ণনায় আছে- 'তারপর মাটি খনন করে এটিকে দাফন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। ৬/৪৪৩ মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫২৯ হতে চয়নকৃত। -সংকলক।

হিজরিতে। কেনোনা, বর্ণনাগুলোতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর হতে কেবলা পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৩৩২] আর কেবলা পরিবর্তন হয়েছিলো ২য় হিজরিতে।[৩৩৩]

সুতরাং জুলইয়াদাইনের ঘটনা অবশ্যই দ্বিতীয় হিজরির পূর্বেকার এবং কথাবার্তা منسوخ হওয়ার হাদিসগুলো এর জন্যও মানসুখকারি। এই পুরো আলোচনা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির একটি জবাবের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। অর্থাৎ, জুলইয়াদাইনের ঘটনা মানসুখ হয়ে গেছে।

অনেকে এ হাদিসটির অন্য রকম আরেকটি জবাব দিয়েছেন, সেটি হলো, এই হাদিসটির মুলপাঠ মুজতারিব। অনেক বর্ণনায় আছে, এটি জোহরের[৩৩৪] ঘটনা। আর কোনোটি দ্বারা বোঝা যায় এই ঘটনা আসরের[৩৩৫] নামাজে

---

[৩৩২] যেমন, বাজ্জার, তাবারানি কাবিরে সাইদ ইবনুল মু'আল্লার বর্ণনায় আছে- 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সকালে সেখানে যেতাম, মসজিদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতাম, তাতে নামাজ পড়তাম। সুতরাং একদিন আমরা সেদিক দিয়ে অতিক্রম করলাম।' 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন মিম্বরের ওপর উপবিষ্ট।' 'তারপর তিনি বললেন, আজকে এক নতুন মহা ঘটনা ঘটেছে। তারপর আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলাম। তারপর তিনি- قد نرى تقلب وجهك فى السماء আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। আল্লামা হায়ছামি মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে (২/১২, ১৩ باب ماجاء فى القبلة) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, আবু সাইদের হাদিসটিতে লাইছের লেখক আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ নামক রাবি রয়েছেন। অধিকাংশ আলেম তাকে জয়িফ বলেছেন। আবদুল মালেক ইবনে শু'আইব ইবনে লাইছ বলেন, 'তিনি সেকাহ, নিরাপদ'। এই হাদিসটি কেবলা পরিবর্তন এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে মিম্বরের অস্তিত্ব দলিল করে। আবদুল্লাহ ইবনে সালিহের কারণে এতে যদিও এক পর্যায়ের দুর্বলতা পাওয়া যাচ্ছে, তবে সমর্থকরূপে এটাকে অবশ্যই পেশ করা যেতে পারে। আর পঞ্চম হিজরি অথবা এর পূর্বে মিম্বরের অস্তিত্বতো বোখারি-মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কেনোনা, আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে। (সহিহ বোখারি : ২/৫৯৫, কিতাবুল মাগাজি, বাবু হাদিসিল ইফকি) আর মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ঘটেছিলো পঞ্চম হিজরিতে। মোটকথা, মিম্বর দলিলের ঘটনাটি পঞ্চম হিজরিতেই হোক কিংবা দ্বিতীয় হিজরিতে কিংবা এর পূর্বে- সর্বাবস্থায়ই এটা এর দলিল যে, জুলইয়াদাইনের ঘটনায় হজরত আবু হুরায়রা রা. স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। কেনোনা, সর্ব সম্মতিক্রমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন ৭ম হিজরিতে। -রশিদ আশরাফ।

[৩৩৩] কেনোনা, বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, হিজরতের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন। এরপর কেবলা পরিবর্তনের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। এবং বায়তুল্লাহ শরিফের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা আরম্ভ হয়েছে। এজন্য হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر الى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة

আহমদ, তাবারানি কাবির, বাজ্জার -এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : باب ماجاء فى القبلة বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে باب ماجاء فى ابتداء القبلة তে। -রশিদ আশরাফ।

[৩৩৪] সহিহ মুসলিমে (১/২১৪ باب السهو فى الصلوة والسجود) হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় আছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের দু'রাকাত নামাজ আদায় করে।' -সংকলক।

[৩৩৫] সহিহ মুসলিমে (২/২১৩) আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আসর নামাজের দু'রাকাত নামাজ পড়ানোর পর সালাম ফিরালেন। -সংকলক।

সংঘটিত হয়েছিলো। অনেক বর্ণনায় 'মাগরিব[৩৩৬] ও এশার[৩৩৭] কোনো একটি' শব্দ এসেছে। কোনোটিতে আছে, হজরত আবু হুরায়রা রা. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমি এই নামাজটি সুনির্দিষ্ট করতে ভুলে গেছি।[৩৩৮] কোনোটিতে আছে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. তো এটি কোনো নামাজ ছিলো তা সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তবে আমি ভুলে গেছি।[৩৩৯]

তারপর এ ব্যাপারেও ইজতিরাব পাওয়া যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে কোনো রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনাগুলোতে দুরাকাত পরে সালাম ফিরানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসেও অনুরূপ এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর বর্ণনায়[৩৪০] তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এ ব্যাপারেও ইজতিরাব রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর কতোটুকু পর্যন্ত তাশরিফ নিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় আছে-[৩৪১] وقام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها। এতে বোঝা যায় যে, তিনি মসজিদে অবস্থিত কাঠ পর্যন্ত তাশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের বলার পর পুনরায় চলে এসেছেন। আর ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর বর্ণনা[৩৪২] দ্বারা বোঝা যায়; তিনি হুজরায় ঢুকেছিলেন।

আর এ বিষয়েও ইজতিরাব রয়েছে যে, অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায়ে সাহু করেছিলেন কি না? অনেক বর্ণনায়[৩৪৩] সেজদায়ে সাহু করার আর কোনোটিতে[৩৪৪] সেজদায়ে সাহু না করার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

---

৩৩৬ اَلْعَشِيُّ শব্দের অর্থ আল্লামা আজহারির বক্তব্য মতে আরবদের কাছে সূর্য হেলার পর হতে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। -শরহে মুসলিম -নববী : ১/২১৩। -সংকলক।

৩৩৭ যেমন, বোখারি-মুসলিমের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে। দ্রষ্টব্য সহিহ বোখারি : ১/১৬৪ باب يكبر فى سجدتى السهو সহিহ মুসলিম : ১/২১৩। -সংকলক।

৩৩৮ আহকার অসম্পূর্ণ তালাশের পরে এমন বর্ণনা পেলো না। যাতে হজরত আবু হুরায়রা রা. নামাজ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

৩৩৯ যেমন সহিহ বোখারিতে (১/৬৯ باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره) আছে। -সংকলক।

৩৪০ সহিহ মুসলিম : ১/১৬৪ باب كبر فى سجدتى السهو-সংকলক।

৩৪১ সহিহ বোখারি : ১/১৬৪ باب يكبر فى سجدتى السهو। -সংকলক।

৩৪২ সহিহ মুসলিমের হাদিস (১/২১৪ ثم قام فدخل الحجرة الخ) -সংকলক।

৩৪৩ বোখারি-মুসলিমের বর্ণনায় আছে। দ্র. সহিহ বোখারি : ১/১৬৩, ১৬৪, সহিহ মুসলিম : ১/২১৩, ২১৪।

৩৪৪ সুনানে আবু দাউদে (১/১৪৫ باب سجدتى السهو) হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি সহিহ বর্ণনা সহিহ সনদে حدثنا اسماعيل لنا شبابة نا ابن ابى ذئب عن سعيد بن ابى سعيد بن ابى معيد المقبرى عن ابى هريرة) বর্ণিত আছে। এতে হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, তারপর তিনি আরো দু'রাকাত আদায় করেন। তারপর নামাজ হতে ফিরে যান। সেজদায়ে সাহু করেননি। তাছাড়া সুনানে নাসায়ির (১/১৮৩ باب ما يفعل من سلم من اثنتين ناسيا وتكلم وفكر الاختلاف على ابى هريرة) একটি বর্ণনায় সেজদা না করার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন না সালামের পূর্বে সেজদা করেছেন, না তার পরে। -সংকলক।

এসব ইজতিরাব[৩৪৫] এতো কঠিন যে, অনেক মুহাদ্দিস এই ঘটনাটিকে সেসব ইজতিরাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব।[৩৪৬]

সারকথা, এসব কঠিন ইজতিরাবের বর্তমানে জুলইয়াদাইনের ঘটনায় এতোটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না যে, এটাকে قوموا لله قانتين পেশ করা যেতে পারে এবং নামাজে কথাবার্তা নিষেধের সুস্পষ্ট ও সহিহ হাদিসগুলোর বিপরীতে।

তাছাড়া এ বিষয়টিও দেখতে হবে যে, এই হাদিসটির সর্বাংশের ওপর কারো আমল নেই। বিশেষত ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এর দ্বারা কোনোক্রমেই প্রমাণিত হয় না। কেনোনা, তাদের মতেও নামাজের মাঝে কথাবার্তা এমতাবস্থায় নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়, যখন বিস্মৃতি অথবা অজ্ঞতার কারণে হয়। আর এই ঘটনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সাহাবি বিশেষত জুলইয়াদাইনের ব্যাপারে বলা যায় না যে, তাঁরা ভুলে কথাবার্তা বলেছিলেন।[৩৪৭]

আর এ ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে অবস্থিত কাঠ পর্যন্ত তাশরিফ নেওয়া বরং হুজরাতে প্রবেশ করা এবং সেখান হতে ফিরে আসা, এমনকি অনেক তাড়াহুড়াকারি[৩৪৮] ব্যক্তির মসজিদ হতে

---

[৩৪৫] ইজতিরাব সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল মুগিছ : ১/২২৫। ছাপা, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৮৮ হিজরি, আছারুস্ সুনান : আত্‌লিকুল হাসান সহ : ১৪০-১৪২, মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫৩৬, ৫৩৭, -সংকলক।

[৩৪৬] অনেকে এটাকে বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে বলেছেন যে, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনাগুলোতে যে জোহর ও আসরের বিরোধ রয়েছে- বস্তুত এখানে দুটি আলাদা আলাদা ঘটনা। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. যে ঘটনাটি বর্ণনা করছেন সেটি তৃতীয় আরেকটি ঘটনা। আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে : ১/১৪০ এ সম্পর্কে বলেন,

'পাঠক এর ওপর সন্তুষ্ট নন। এর দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয় না। কারণ, প্রশ্নকর্তা এবং তার প্রশ্নের ধরণ ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের ধরণ এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের ধরণ সবগুলোই এই বর্ণনায় একই। এবং ইবনে সিরিন রহ. আবু হুরায়রা ও ইমরান রা. হাদিসটিকে এক মনে করতেন।' সুনানে আবু দাউদে (১/১৪৪ باب سجدتى السهو) হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনার পর উল্লেখ রয়েছে যে, মুহাম্মদ ইবনে সিরিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভুলের পর সালাম ফিরিয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আবু হুরায়রা রা. হতে তা আমি মনে রাখতে পারিনি। তবে আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেছেন, 'তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছেন' এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের মতে হজরত আবু হুরায়রা রা. এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর বর্ণনা একই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

[৩৪৭] তারপর সাহাবায়ে কেরামের কথাবার্তাকে হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ধরা যায় না। কেনোনা, শাফেয়িদের বক্তব্য মতে জুলইয়াদাইনের ঘটনা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা রহিত হওয়ার পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এই জামাতের আলোচনা যেটিতে হজরত আবু বকর, উমর ও অন্যান্য মহান সাহাবায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেছিলেন কথাবার্তা হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কে অনবহিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। কেনোনা, এই ঘটনায় সমস্ত কিংবা বেশিরভাগ সাহাবি কথাবার্তা বলেছেন। এজন্য বোখারির বর্ণনায় (১/১৬৩ باب اذا سلم فى ركعتين او فى ثلاث فسجد سجدتين الخ) আছে- 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জুলইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্য? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। তাছাড়া মুসলিমের (১/২১৩ باب السهو فى الصلوة والسجود) একটি বর্ণনার শব্দ নিম্নেযুক্ত- 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জুলইয়াদাইন কি বলছে? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। আপনি শুধু দু'রাকাত নামাজ পড়েছেন। -রশিদ আশরাফ।

[৩৪৮] سَرَعَانُ যারা তাড়াতাড়ি মসজিদ হতে বের হচ্ছিল। আর অনেকে سرعان শব্দটির س এর ওপর পেশ আর ر এর ওপর জযম দিয়েছেন। এটি سريع এর বহুবচন। যেমন, قَفِيزٌ وقُفْزَانٌ -রশিদ আশরাফ।

বাইরে বেরিয়ে যাওয়া প্রমাণিত[৩৪৯] আছে। যাতে অবশ্যই আমলে কাছিরও হয়েছে এবং কেবলার দিক হতেও ফিরে যেতে হয়েছে। পক্ষান্তরে আমলে কাছির শাফেয়িদের মতেও পছন্দনীয় বক্তব্য অনুযায়ী নামাজ ভেঙে যায়।[৩৫০]

সারকথা, যখন এই ঘটনার এসব অংশের ওপর আমল পরিহার করা হতে পারে, সুতরাং শুধু কথাবার্তাই কেন আদিষ্ট বিষয় হয়ে থাকবে? সারকথা এই যে, জুলইয়াদাইনের ঘটনা একটি শাখাগত বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। যাতে মানসুখ[৩৫১] হওয়ার শক্তিশালী সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এতে ইজতিরাব ও পারস্পরিক বিরোধও প্রচুর। আর এর বিভিন্ন অংশের ওপর আমল সামগ্রিকভাবে পরিত্যাক্ত। এমন অবস্থায় এ ঘটনাটিকে কোনো স্বতন্ত্র ফিকহি মাসআলার বুনিয়াদ বানানো যেতে পারে না। হানাফিগণ তাই এ মাসআলাতেও এ বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির পরিবর্তে কোরআনের আয়াত ও সেসব হাদিসের ওপর আমল করেছেন যেগুলো বর্ণনা করছে বাচনিক এবং মৌলিক নীতিমালা।[৩৫২]

---

[৩৪৯] যেমন, সহিহ বোখারি ও মুসলিমে আছে। দ্রষ্টব্য সহিহ বোখারি : ১/১৬৪, باب يكبر فى سجدتى السهو সহিহ মুসলিম : ১/২১৩।

[৩৫০] তবে নববী রহ. বলেছেন, নামাজের মধ্যে ভুলকারি যে আমল করে তা যদি বেশি হয়, তবে তাতে দুটি ব্যাখ্যা আছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো, নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। গ্রন্থকার ও জমহুর এর ওপর দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এখানে শুধু এই একটি সুরতই আছে। আর দ্বিতীয়টিতে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে ভুলবশত কথাবার্তা উচ্চারণকারির মতো। এটি বর্ণনা করেছেন, তাতিম্মা গ্রন্থকার। তিনি বলেছেন, বিশুদ্ধতম হলো যে, এর ফলে নামাজ বাতিল হয় না। জুলইয়াদাইনের ঘটনায় বর্ণিত সহিহ হাদিসের কারণে। -মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৪/২৬, ২৭। সুতরাং তাতিম্মা গ্রন্থকারের বক্তব্য মতে এই প্রশ্নটি শাফেয়ি মতাবলম্বীদের ওপর উত্থাপিত হয় না।

[৩৫১] তাহাবি রহ. জুলইয়াদাইনের ঘটনা রহিত হওয়ার একটি দলিল এই বর্ণনা করেছেন যে, হজরত উমর রা. জুলইয়াদাইনের ঘটনায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। (যেমন, অনেক বর্ণনা এর দলিল) সহিহ বোখারিতে (১/১৬৬, باب يكبر فى سجدتى السهو) আছে- 'তাদের মধ্যে ছিলেন, আবু বকর ও উমর রা.। তাঁরা দুজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। -সংকলক। তারপর এ ধরণের ঘটনা স্বয়ং হজরত উমর রা. এর সঙ্গে তার খেলাফত আমলে সংঘটিত হয়েছিলো। হজরত উমর রা. দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি ইরাক হতে সেনাবাহিনীর একটি দলকে তাদের আসবাব পত্রসহ প্রস্তুত করেছি। শেষে মদিনায় এসে পৌঁছেছি।' তারপর উমর রা. নতুনভাবে তাদের সঙ্গে চার রাকাত আদায় করেছেন এবং এই দলের ইমামতি করেছেন। তাহাবি রহ. এই ঘটনাটি সনদ সহকারে বর্ণনা করার পর বলেন, হজরত উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল এ ধরণের ক্ষেত্রে কি হয়েছিলো- এটা জানা সত্ত্বেও তিনি তার বিপরীত আমল করেছেন। এটা তাঁর মতে কথাবার্তার হুকুম মানসুখ হওয়ার দলিল। তাছাড়া এর দলিল যে, এ ধরণের ঘটনায় জুলইয়াদাইনের ঘটনার দিনে যে ধরণের হুকুম ছিলো তার বিপরীত হুকুম ছিলো উমর রা. এর ঘটনায়। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, হজরত উমর রা. এ কাজটি করেছেন, সেসব সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে যাদের অনেকে জুলইয়াদাইনের নামাজের দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সংক্রান্ত এই আমলের সময় উপস্থিত ছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও তারা এই বিষয়টির প্রতিবাদ করেননি। তারা এ কথা বলেননি যে, আপনি যা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলইয়াদানের ঘটনার দিনে এর বিপরীত আমল করেছেন। -দ্র. শরহে মা'আনিল আছার : ১/২১৭, باب الكلام فى الصلوة ইমাম তাহাবি রহ.। ওপরযুক্ত দলিল সংক্রান্ত অতিরিক্ত আলোচনা মা'আরিফুস্ সুনানে (৩/৫৩৪) দ্রষ্টব্য।

[৩৫২] এ আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে অধ্যয়ন করতে চাইলে মা'আরিফুস্ সুনান : ৩/৫৪১-৫৪৪ দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ–১৭৬ : জুতো পরে নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯১)

৩৯৮– عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

৪০০। **অর্থ :** হজরত সাইদ ইবনে ইয়াজিদ বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা.কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতো পরে নামাজ পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাবিবা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আমর ইবনে হুরাইছ, শাদ্দাদ ইবনে আউস নাতানি, আবু হুরায়রা, বনু শায়বার জনৈক ব্যক্তি আতা হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

এই অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী রহ. হজরত আনাস রা. এর হাদিস[৩৫৩] উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতো পরিহিত অবস্থায় নামাজ পড়তেন? জবাবে তিনি বলেলেন, হ্যাঁ।

এ হাদিস দ্বারা জুতো পরে নামাজ পড়া বৈধ বোঝা যায়। তবে শর্ত হলো, জুতো পবিত্র হতে হবে। এর দ্বারা মসজিদ অপবিত্র ও ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতে হবে। বরং ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে আবু দাউদে[৩৫৪] একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن شداد بن اوس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم.

'শাদ্দাদ ইবনে আউসের পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো। কেনোনা, তারা জুতা মোজা পরে নামাজ পড়ে না।'

এবং মু'জামে তাবারানির একটি বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত-صلوا فى نعالكم فلا تشبهوا باليهود এ হাদিসের ভিত্তিতে অনেক হাম্বলি এবং আহলে জাহের জুতা পরে নামাজ পড়া মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। হানাফিদের অনেক কিতাবেও মুস্তাহাবের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তবে হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি অধিকাংশ ফকিহের মতে এটা শুধু মুবাহ, মুস্তাহাব নয়। তাও এই শর্তে যে, মসজিদ অপবিত্র ও ময়লা হওয়ার আশংকা থাকবে না এবং জুতা পাক-পবিত্র থাকবে।

---

[৩৫৩] হজরত সাইদ ইবনে জায়দ ইবনে আবু সাল্লাম বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা. কে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতা পরে নামাজ পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিরমিযী : ১/৭৮ -সংকলক।

[৩৫৪] ১/৯৫, باب الصلوة فى النعل -সংকলক।

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. এর হাদিসের সনদে প্রথমত মারওয়ান ইবনে মু'আবিয়া মুদাল্লিস এবং তিনি عنعن করে হাদিস বর্ণনা করছেন। তাছাড়া এতে রয়েছেন ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ। যার সম্পর্কে হাফেজ জাহাবি রহ. বলেছেন, অনেক ইমাম তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয়ত এই হাদিসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, জুতো পরে নামাজ পড়ার এই হুকুম দেওয়া হচ্ছে ইহুদিদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে। যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, মূলত এ কাজটি মুবাহ ছিলো। তবে বাইরের একটি কারণে মুস্তাহাব হয়েছে। আজকাল ইহুদি খৃষ্টানরা জুতা পরে ইবাদত করে। তাই বিরোধিতার দাবি হলো, জুতা খুলে ফেলা। ফাতহুল মুলহিমে শায়খ উসমানি রহ.[৩৫৫] এ বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথমত রিসালত যুগে সাধারণত এমন জুতো পরিধান করা হতো যেগুলো সেজদায় পায়ের আঙুল জমিনে মুড়িয়ে লাগা হতে প্রতিবন্ধক হতো না। দ্বিতীয়ত মসজিদে নববীর মেঝে পাকা ছিলো না। তৃতীয়ত সড়কগুলোতে নাপাক থাকতো না এবং জুতা পবিত্র রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো। এর বিপরীত বর্তমানে এসব বিষয় নেই। তাই বর্তমানে আদবের দাবি হলো, জুতা খুলে নামাজ পড়া। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। কোরআনে কারিমের আয়াত- فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى[৩৫৬] দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কেনোনা, পবিত্র স্থানগুলোতে জুতা খুলে ফেলাই আদব। সারকথা, মূলত এই হুকুমটি ছিলো সর্বোচ্চ মুবাহের জন্যই। তবে ইহুদিদের বিরোধিতার কারণে এই হাদিসে ওপরযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার যেহেতু সেই কারণ অবশিষ্ট নেই সুতরাং হুকুমও অবশিষ্ট নেই।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হতে পারে সুয়ুতি রহ. দুররে মানসুরে[৩৫৭]- خذوا زينتكم عند كل مسجد এর অধীনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন-

---

[৩৫৫] আল জামি'উস্ সগির ফি আহাদিসিল বাশিরিন্ নাযির : ২/৪৪, ছাপা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, লাইলপুর, ফয়সলাবাদ। নির্দেশ্টি ط ب (তাবারানি মু'জামে কাবির) এবং নির্দেশ্টি صح (সহিহ)। -সংকলক।

[৩৫৬] সূরা ত্বাহা আয়াত : ১২, পারা ১৬, (قال الم ...قوله فاخلع نعليك)

হজরত মুসা (আ.) কে এই নিদের্শ এজন্যই দেওয়া হয়েছিলো যে, তার জুতাদ্বয় ছিলো অসংস্কৃত মৃত গাধার চামড়া দ্বারা তৈরি। যেমন, হজরত সাদিক রা., ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দি, মুকাতিল, জাহহাক ও কালবি হতে বর্ণিত। আরেকটি গরিব হাদিসে গাধার চর্ম দ্বারা তৈরি বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. সূত্র সহকারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যেদিন মুসা আলাইহিস্ সালাম তার প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন, সেদিন তার গায়ে ছিলো একটি পশমি চাদর ও একটি পশমি জুব্বা, ছোট টুপি এবং পশমি পায়জামা। আর তার জুতোদ্বয় ছিলো গাধার চর্ম দ্বারা তৈরি। হাসান, মুজাহিদ, সাইদ ইবনে জুবায়র ও ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত যে, জুতোদ্বয় ছিলো জবাইকৃত একটি গাধির চর্ম নির্মিত। তবে মুসা (আ.)কে এই জুতাদ্বয় খোলার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছিলো যাতে তিনি তার কদমদ্বয় দ্বারা সরাসরি মাটি স্পর্শ করেন, আর পবিত্র উপত্যকার বরকত লাভ করতে পারেন। আসাম রহ. বলেছেন, খালি পায়ের দখল বিনয়ে ও উত্তম আদবে সবচেয়ে বেশি। এজন্য সলফে সালেহিন খালিপায়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতেন। এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয়, যারা জুতা পরে নামাজ উত্তম বলেন, যেমন কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের মতে এটা সম্ভব নয়। হতে পারে আসাম এ হাদিসটি শুনেননি। কিংবা তার কোনো জবাব দিতেন। হজরত আবু মুসলিম রহ. বলেছেন, এর কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অভয় দান করেছিলেন, এবং পবিত্র স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতাদ্বয় পরিধান করেছিলেন, নাপাক হতে বাঁচার জন্য এবং কীট-পতঙ্গের ভয়ে। আর অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হলো, আপনি আপনার অন্তর পরিবার ও ধনসম্পদ হতে বিমুক্ত করুন। আর অনেকে বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাত হতে অন্তরকে শূণ্য করুন। -রুহুল মা'আনি ফি তাফসিরিল কোরআনিল আজিম ওয়াস্ সাবইল মাসানি' : ৯/১৬৯, পারা- ১৬ -রশিদ আশরাফ।

[৩৫৭] ৩/৭৮, ৮৯, আল্লামা সুয়ুতি রহ. এখানে خذوا زينتكم عند كل مسجد আয়াত : ৩১, সূরা আ'রাফের তাফসিরে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মূলপাঠে উক্ত হাদিসটি ব্যতীতও হজরত আলি ইবনে আবু তালেব ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর অনেক বর্ণনাও বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের বরাতে সসূত্রে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা দ্বারা যেখানে জুতা পরে নামাজ মুস্তাহাব বলে বোঝা যায় সেখানে এটাও বোঝা যায় যে, জুতা পরে নামাজের হুকুমের মূল কারণ, নামাজের জন্য সাজ-সজ্জা। ইহুদি- খৃষ্টানদের বিরোধিতা নয়। তবে 'আদ-দুররুল মানসুর ফিত্ তাফসিরিল মা'সূরে'র এসব বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিয়ে আপত্তি আছে। বরং এগুলোর অধিকাংশ বর্ণনা নেহায়েত জয়িফ। والله اعلم -সংকলক।

عن ابى هريرة (رضـــ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زينة الصلوة، قالوا وما زينة الصلوة؟ قال البسوا نعالكم فصلوا فيها-

'হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাজের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, নামাজের সাজ কী? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের জুতা পরিধান করে নামাজ আদায় করো।'

যা দ্বারা বোঝা যায়, জুতা পরে নামাজ পড়ার হুকুম ছিলো সাজ-সজ্জার উদ্দেশে। ইহুদিদের বিরোধিতার জন্য নয়।

জবাব : হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ হাদিসটি কামিল ইবনে আদি এবং ইবনে মারদুওয়াইহ এর বরাতে উল্লেখ করার পর লিখেছেন, 'এটি নেহায়েত জয়িফ হাদিস।' -মা'আরিফুস্ সুনান : ৭/৪, কাজি শওকানি রহ. এটাকে আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমু'আ ফিল আহাদিসিল মাওজু'আতে (১/২৪) ইবনে আদি, উকায়লী, ইবনে হাব্বান এবং খতিব বাগদাদীর বরাতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইবনে আদি ইবনে হাব্বানের সনদে মারাত্মক মিথ্যুক রাবি রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ–১৭৭ : ফজর নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পাঠ প্রসংগে (মতন পৃ. ৯১)

٤٠١– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ".

৪০১। **অর্থ :** হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও মাগরিব নামাজে কুনুত পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আলি, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, খুফাফ ইবনে ঈমা ইবনে রাহাযা আল-গিফারি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম ফজর নামাজে কুনুত সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। এটা মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। আহমদ রহ. বলেছেন, মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদাপদ আপতিত হওয়ার সময়ই কেবল কুনুত পড়া যাবে। যখন কোনো বিপদাপদ অবতীর্ণ হয় তখন ইমাম মুসলমান সেনাবাহিনীর পক্ষে দোয়া করতে পারবেন।

দরসে তিরমিযী

নামাজে কুনুতের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে- ১. বিত্‌রে কুনুত পড়া, ২. সর্বদা ফজর নামাজে কুনুত পড়া, ৩. কুনুতে নাজেলা।

বিত্‌র নামাজে দোয়ায়ে কুনুতের বিবরণ ইনশাআল্লাহ বিত্‌র পর্বে আসবে। ফজর নামাজে কুনুত পড়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হলো, ফজর

নামাজে দ্বিতীয় রুকুর পর কুনুত পূর্ণ বছর বিধিবদ্ধ।[৩৫৮] তারপর ইমাম মালেক রহ. এর মতে এটা শুধু মুস্তাহাব। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে এটা সুন্নত।

এ ব্যাপারে হানাফি ও হাম্বলিদের মাজহাব হলো, সাধারণ অবস্থায় ফজর নামাজে কুনুত সুন্নত নয়। অবশ্য যদি মুসলমানদের ওপর কোনো ব্যাপক মুসিবত আপতিত হয়, তখন ফজর নামাজে কুনুত পড়া সুন্নত। যেটাকে বলে কুনুতে নাজিলা।

শাফেয়ি প্রমুখের দলিল , হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস,

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقنت فی صلوة الصبح و المغرب[৩৫৯]

২৩ তাছাড়া হজরত আনাস রা. এর নিম্নেযুক্ত হাদিসটিও তার দলিল,

ما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقنت فی الفجر حتّی فارق الدنیا.

'দুনিয়া ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ফজর নামাজে কুনুত পড়তেন।'[৩৬০]

শাফেয়িদের আরেকটি দলিল , বোখারি শরিফে[৩৬১] বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

---

[৩৫৮] শাফেয়িগণ সারাবছর রুকুর পর ফজরের নামাজে হাত উত্তোলন করে কুনুত পড়েন। ইমাম কেরাত পড়েন আর মুকতাদিরা এর ওপর আমিন বলে। ইমাম যখন فانك تقضی و لا یقضی علیك পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন ইমাম সাহেব নীরবতা অবলম্বন করেন, আর মুকতাদিরা নিজে নিজে কেরাত পড়তে আরম্ভ করে। -আল-কাওকাবুদ্ দুররি - ১/১৭৭ -সংকলক।

[৩৫৯] যেনো ফজরের নামাজে এই বর্ণনার ওপর আমল করতেন। আর মাগরিবের নামাজে এই বর্ণনার ওপর আমল বর্জন করতেন। মাগরিব নামাজের ক্ষেত্রে তিনি এটিকে রহিত মনে করতেন। অথবা এ হাদিসটি তার মতেও হানাফিদের মতো কুনুতে নাজেলা সংক্রান্ত।

[৩৬০] সুনানে দারাকুতনি : ২/৩৯, কিতাবুল বিতর, বাবু সিফাতিল কুনুত ওয়া বায়ানি মাওজাইহি। -সংকলক।

[৩৬১] বোখারি শরিফে হুবহু এই শব্দে কোনো বর্ণনা আহকারের অসম্পূর্ণ তালাশে পাওয়া গেলো না। অবশ্য সহিহ বোখারিতে (১/১০৯,১১০ শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ) হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদিস নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

لأنا اقربکم صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم ی أی لأتینکم بما یشبه صلوة النبی صلی الله علیه وسلم وما یقرب من صلوته فکان ابو هریرة یقنت فی الرکعة الاخیرة من صلوة الظهر وصلوة العشاء وصلوة الصبح بعد ما یقول سمع الله لمن حمده فیدعو للمؤمنین ویلعن الکفار.

আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে (৬/৬২,৬৩, اخفاء القنوت فی الوتر ووتر القاطه وان القنوت فی الفجر لم یکن الا للنازلة) এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এতে বিপদ আপতিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের বিবরণ রয়েছে। এর দলিল ویلعن الکفار বাক্যটি। কাফিরদের প্রতি লা'নত সংক্রান্ত কুনুত স্থায়ী (মুয়াক্কাদা) বিষয়ে ছিলোনা। কেনোনা, মূলপাঠের হাদিসে আছে। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে দোয়া করেননি। ফলে এ বিষয়ে আমি তার কাছে আলাপ করলে তিনি বললেন, তুমি যে দেখনি তারা তাদের আমল পাঠিয়ে দিয়েছে? আল্লামা হাজমির বক্তব্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. ও কাফিরদের প্রতি লা'নত সংক্রান্ত কুনুত সর্বদা পাঠের প্রবক্তা নন। সুতরাং আবু সালামা সূত্রে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি শুধু বিপদের সময় নামাজের বিবরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

لأنا اقربكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت فى الركعة الاخيرة من صلوة الصبح.

'আমি তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। আর ফজর নামাজের শেষ রাকাতে আবু হুরায়রা রা. কুনুত পড়তেন।'

শাফেয়িদের মাজহাবের ওপর সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিস হলো, ইবনে আবু ফুদাইকেরটি। হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-মাকবুরি-তার পিতা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত,

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع من صلوة اصبح فى الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء[٣٦٢] اللهم اهدنى فيمن هديت الخ.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাকাতে রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন দুহাত তুলে করে নিম্নেযুক্ত দোয়া পড়তেন, اللهم اهدنى فيمن هديت الخ

হানাফি এবং হাম্বলিদের আরেকটি দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা[৩৬৩],

لم يقنت رسول الله صلى اله عليه وسلم الا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র এক মাস পর্যন্ত কুনুত পড়েছেন। এর পূর্বে আর কখনও কুনুত পড়েননি, না এর পরে।'

এই হাদিসটিকে শাফেয়িগণ আবু হামজা কাস্‌সাবের কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ভুল করতেন প্রচুর।

হানাফিগণ জবাব এই দিয়েছেন যে, এই হাদিসটি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহ. হাম্মাদ-ইবরাহিম-আলকামা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩৬৪] আর এই সনদটি সম্পূর্ণ নির্মল।[৩৬৫] তারপর হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাটির সমর্থন হজরত আনাস[৩৬৬] রা. এর হাদিস দ্বারাও হয়। তিনি বলেন,

انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح شهرا يدعو على رَعْلَوَذكوان.

সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (২/২০৬, باب الدليل على انه يقنت بعد الركوع হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি বর্ণনা প্রায় এমন শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে শব্দগুলো উস্তাযে মুহতারামের তাকরীরে এসেছে। অর্থাৎ, لانا أقربكمصلوة الخ والله। তবে এর শেষে فيدعو للمؤمنين ويلعن الكارين শব্দগুলো এটাকেও কুনুতে নাজেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করছে। والله اعلم -রশিদ আশরাফ।

[৩৬২] ফাতহুল কাদির ১/৩০৬, ছাপা, আল-মাকতাবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, মিসর, باب صلوة الوتر -সংকলক।

[৩৬৩] শরহে মা'আনিল আছার : ১/১২০, باب القنوت فى صلوة الفجر وغيرها، حدثنا فهد بن سليمان قال نا ابو غسان قال ثنا شريك عن ابى حمزة عن ابراهيم عن عبد الله رضى الله تعالى عنه -সংকলক।

[৩৬৪] আবু হানিফা রহ. এর বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت فى الفجر قط الا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وانما قنت فى ذلك الشهر يدعو على الناس من المشركين দ্র. ফাতহুল কাদির : ১/৩০৮, ই'লাউস্ সুনান : ৬/৬৬, باب اخفاء القنوت فى الوتر وذكر الفاظها وان القنوت فى الفحر لم يكن الا للناز لة -সংকলক।

[৩৬৫] ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদিরে (১/৩০৮) অনুরূপ বলেছেন। -সংকলক।

[৩৬৬] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৩১০ من كان لا يقنت فى الفجر -সংকলক।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র একমাস ফজরের নামাজে কুনুত পড়েছেন। তাতে তিনি রি'ল ও জাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছেন।'

খতিব রহ. এ হাদিসটি কায়স ইবনে রবি' সূত্রে আসেম হতে বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত,

قلنا لأنس ان قوما يزعمون ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت فى الفجر فقال كذبوا انما قنت شهرا واحدا يدعو على حى من أحياء المشركين[৩৬৭]

'আমরা আনাস রা. কে বললাম, একদল লোক মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ফজরের নামাজে কুনুত পড়তেন। প্রতি জবাবে তিনি বললেন, তারা মিথ্যে বলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কেবল মাত্র এক মাস কুনুত পড়েছেন। সে কুনুতে তিনি পৌত্তলিকদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতেন।'

আর আনাস রা. এরই আরেকটি বর্ণনা[৩৬৮] দ্বারা ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটির সমর্থন হয়। হাদিসটি নিম্নেযুক্ত,

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعى لقوم او دعى على قوم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কওমের জন্য দোয়া করতেন কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের জন্য বদ দোয়া করতেন তখন ব্যতীত অন্য কোনো সময় কুনুত পড়তেন না। তানকিহুত্ তাহকিক গ্রন্থকার এই সনদটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা জায়লায়ি রহ. এ বিষয়ে তার গ্রন্থে (২/১৩০) সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। -সংকলক।

হানাফিদের আরেকটি দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে[৩৬৯] বর্ণিত আবু মালেক আশজায়ির বর্ণনা। তিনি বলেন,

قلت لأبى يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبى طالب ههنا بالكوفة نحوا من خمسين سنة اكانوا يقنتون؟ قال اى بنى! محدث.

বাকি রইল, শাফেয়ি প্রমূখের দলিলাদি। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি প্রযোজ্য কুনুতে নাজিলার ক্ষেত্রে। আর كان শব্দটি সর্বদা বুঝায় না। যেমন, আল্লামা নববী রহ. শরহে মুসলিমে একাধিক স্থানে এর সুস্পষ্ট বিবরণ

---

[৩৬৭] জাফর আহমদ উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে : ৬/৫৮ باب اخفاء القنوت فى الوتر و ذكر الفاظها الخ এর অধীনে এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, কায়েস যদিও জয়িফ তবে মিথ্যার অভিযোগ তার প্রতি আরোপিত হয়নি। -আত্ তালখিসুল হাবির। ইবনুল কায়্যিম রহ. জাদুল মা'আদে বলেছেন, ইয়াহইয়া যদিও কায়সকে জয়িফ বলেছেন, তবে অন্যরা তাকে সেকাহ বলেছেন। আমি বলি, তার হাদিস হাসান। -সংকলক।

[৩৬৮] খতিব বাগদাদি রহ. এ হাদিসটি তার কিতাবে কুনুত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। নসবুর রায়াহ (باب صلوة الوتر ২/১৩০) তাছাড়া এই স্থানেই আল্লামা জায়লায়ি রহ. সহিহ ইবনে হাব্বানের বরাতে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। যেটি হজরত আনাস রা. এর উক্ত হাদিসের সমার্থবোধক- عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت فى صلوة الصبح الا ان يدعو لقوم او على قوم

তানকিহ গ্রন্থকার এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ও সহিহ বলেছেন। নসবুর রায়ার টীকা বাকিয়্যাতুল আলমাই ফি তাখরিজিজ্ জায়লাইতে আছে- 'ইবনে হাব্বান রহ. এর এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর হাফেজ রহ. দিরায়াতে (পৃষ্ঠা : ১১৭) বলেছেন, ইবনে খুজায়মাতে আনাস রা. হতে অনুরূপ হাদিস আছে এবং সবগুলোর সনদ সহিহ। -রশিদ আশরাফ।

[৩৬৯] باب فى ترك القنوت পৃষ্ঠা : ৭৯। -সংকলক।

দিয়েছেন। আর হজরত আনাস রা. এর হাদিস-[৩৭০] ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر الخ বর্ণনা যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মা'মূলরূপে ফজরের কুনুত সম্বন্ধযুক্ত সেগুলোতে কুনুত দ্বারা উদ্দেশ্য দীর্ঘ কিয়াম,[৩৭১] প্রসিদ্ধ কুনুত নয়। পক্ষান্তরে বোখারিতে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা-لأنا اقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت الخ এই বর্ণনাটি মওকুফ। সুতরাং এটি দলিল হতে পারে না।[৩৭২]

অবশিষ্ট আছে ইবনে আবু ফুদাইকের বর্ণনা, এটি জয়িফ। কেনোনা, ফাতহুল কাদিরে[৩৭৩] ইবনুল হুমাম রহ. এর সতর্কবানী অনুযায়ী এতে আবদুল্লাহ মাকবুরি নামক একজন জয়িফ বর্ণনাকারি আছেন।

সারকথা, শাফেয়িদের পেশকৃত দলিলগুলো হয়ত সূত্রগত ভাবে সহিহ নয়, অথবা কুনুতে নাজেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিংবা সেগুলোতে কুনুত দ্বারা দোয়ায়ে কুনুত পড়া উদ্দেশ্য নয়, বরং দীর্ঘ কিয়াম উদ্দেশ্য। আবার অনেক হানাফি শাফেয়িদের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ফজর নামাজে কুনুত পড়ার হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাটি এর জন্য মানসুখকারি। এ জবাবটি প্রশ্নবিদ্ধ।[৩৭৪]

---

[৩৭০] সুনানে দারাকুতনি : ২/৩৯,باب صفة القنوت الخ -সংকলক।

[৩৭১] এতে সন্দেহ নেই যে, ফজর নামাজে অন্যান্য নামাজের তুলনায় কিয়াম অতি দীর্ঘ হয়। আর কুনুত শব্দটি কিয়ামের অর্থেও এসেছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ باب ماجاء فى طول القيام فى الصلوة অধীনে হজরত জাবের রা. এর হাদিস এসেছে- قال قيل للنبى صلى الله عليه وسلم اى الصلوة افضل قال طول القنوت এই হাদিসে জমহুরের মতে طول القنوت দ্বারা উদ্দেশ্য দীর্ঘ কিয়াম, এখানেও তাই। সুতরাং এবার হজরত আনাস রা. হাদিসের অর্থ এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ পর্যন্ত ফজরের নামাজে সর্বদা দীর্ঘ কিয়াম করতেন। -সংকলক।

[৩৭২] হজরত আবু হুরায়রা রা. এর ওপরযুক্ত হাদিস এবং এর জবাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা পূর্বের টীকায় করা হয়েছে।

[৩৭৩] ১/৩০৭, তারপর তিনি বলেছেন, এর প্রথমত জবাব হলো, ইবনে আবু ফুদাইকের হাদিসটি, যেটি তাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ে নস (স্পষ্ট), এটি জয়িফ। কেনোনা, এই সনদের আবদুল্লাহ দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না।

তাছাড়া স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তালখিসুল হাবিরে (১/২৪৯, নং ৩৭১) মুসতাদরাকে হাকিমের বরাতে আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-মাকবুরির ওপরযুক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর লিখেন, 'হাকেম বলেছেন, এটি সহিহ।' বস্তুত হাকিমের বক্তব্য যথার্থ নয়। এটি আবদুল্লাহর কারণে জয়িফ। যদি এই রাবি সেকাহ হতেন তবে হাদিসটি সহিহ হতো ......। -রশিদ আশরাফ।

[৩৭৪] আমাদের কোনো কোনো আলেম যে জবাব দিয়েছেন যে, ফজরের নামাজে কুনুত রহিত হয়ে গেছে, এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেনোনা, এটা ছিলো তার রহমত নীতির বিপরীত। যেহেতু তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ভাগ্যের লিখন ছিলো যথার্থ সময়ে তাদের ইসলাম গ্রহণ সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তা হতে তাঁকে নিষেধ করেছেন। ফজরে কুনুত বর্জন করার জন্য নয়। আর তা হতেই পারে বা কিভাবে? যদি ব্যাপারটি অনুরূপ হতো, তাহলে তো আমাদের মাজহাব অনুসারে বিপদাপদের সময়েও কুনুতে নাজিলা পড়া বৈধ হতো না। অথচ এর বিপরীত এটা আমাদের মাজহাব। -আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/১৭৭ -সংকলক।

কুনুতে নাজেলা[৩৭৫] প্রসংগে

কুনুতে নাজেলা আমাদের মতে শুধু ফজর নামাজে সুন্নত। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই সুন্নত।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর হাদিস-

ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقنت فی صلوة الصبح و المغرب–[৩৭৬]

হানাফিগণ বলেন, অধিকাংশ বর্ণনা ফজর নামাজে কুনুতে নাজিলা পড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এগুলো দ্বারাই সুন্নত প্রমাণিত হবে। অবশ্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস কিংবা এ ধরণের হাতে গোনা কয়েকটি বর্ণনা দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হতে পারে। আমরা এটা অস্বীকার করি না।[৩৭৭]

---

[৩৭৫] জেনে রাখতে হবে যে, কুনুতে নাজিলা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে- ১. এর স্থান বিশেষভাবে শুধু ফজরের নামাজ? নাকি সশব্দে কেরাত বিশিষ্ট নামাজ? নাকি সব নামাজ? ২. কুনুতে নাজিলা রুকুর পরে না পূর্বে? ৩. এটি সশব্দে না আস্তে? ৪. মুকতাদিরাও কি কুনুত পড়বে? না তারা শুধু আমীন বলবে? ৫. তারা আমিন কি আস্তে বলবে, না জোরে? ৬. কুনুতের পূর্বে হাত তুলবে কি না? ৭. এর জন্য তাকবির বলতে হবে কি না? ৮. তা পাঠ করার সময় হাত বেঁধে রাখবে না ছেড়ে দিবে? ৯. তা পাঠ করার সময় নামাজের বাইরে দোয়ার সময় যেমন দুহাত উত্তোলন করা হয় এমনভাবে দুহাত উত্তোলন করতে হবে কি না? ১০. বিপদের সময় কুনুত আমাদের মতে বিধিবদ্ধ কি না? এসব বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হলে দ্রষ্টব্য ই'লাউস্ সুনান تتمة فی بقية احكام قنوت النازلة، تحت باب إخفاء القنوت فی الوتر وذكر الفاظه، وان القنوت بالفجر لم يكن الا (৬/৭২-৭৮) للنازلة –রশিদ আশরাফ।

[৩৭৬] তাছাড়া ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দলিল হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনাও, যাতে জোহর, এশা এবং ফজরের কথা উল্লেখ রয়েছে। حدثنی او سلمة بن عبد الرحمن نا ابوهريرة قال والله لاقربن بكم صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان ابوهريرة يقنت فی الركعة الأخرة من الصلوة الظهر وصلاة العشاء الأخرة وصلوة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. আবু দাউদ ১/২০৩ باب القنوت فی الصلوات যেহেতু আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর হাদিসে মাগরিবের আলোচনাও আছে, সেহেতু উভয় বর্ণনার সমষ্টি দ্বারা ফজর, জোহর, মাগরিব এবং ইশাতে কুনুতে নাজিলা প্রমাণিত হয়ে যায়। তাছাড়া ইমাম শাফেয়ি রহ. এর আরেকটি দলিল হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর আরেকটি বর্ণনা, যাতে পাঁচটি নামাজের কথাই আলোচিত হয়েছে- عن ابی عباس رضی الله تعالی عنه قال قنت رسول الله صلی الله عليه وسلم شهرا متتابعا فی الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح دبر كل صلوة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخرة يدعو علی احياء من بنی سليم علی رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. সুনানে আবু দাউদ : ১/২০৪, باب القنوت فی الصلوات উপরযুক্ত দুটি বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ ই'লাউস্ সুনানে : ৬/৭৬,৭৭ تتمة فی بقية قنوت النازلة শিরোনামের অধীনে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

[৩৭৭] অবশ্য কোনো কোনো হানাফি বলেন যে, কুনুতে নাজিলা প্রথমত সমস্ত নামাজে বিধিবদ্ধ ও মাসনুন ছিলো। পরবর্তীতে ফজর নামাজ ব্যতীত সমস্ত নামাজে এর বিধিবদ্ধতা রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থন হয় সুনানে দারাকুতনিতে (২/৩৯ باب صفة القنوت وبيان موضعه হাদিস নং ১০) বর্ণিত হজরত আনাস রা. এর বর্ণনা দ্বারা। যেটি উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা-আবু জা'ফর রাজি-রবি ইবনে আনাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- ان النبی صلی الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه واما فی الصبح فلم يزل يقنت حتی فارق الدنيا (لفظ النيسا بوری) (আমাদের মতে হাদিসটির অর্থ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগের আগ পর্যন্ত বিপদের সময় কুনুত পড়তেন। يدعو عليهم শব্দটি এর দলিল।

জা'ফর আহমদ উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে লিখেন, তারপর আমরা সাহাবায়ে কেরামের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম, তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ফজর নামাজে কুনুত পড়েছেন। সুতরাং বিপদের সময় কুনুতে

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقُنُوْتِ

অনুচ্ছেদ-১৭৮ : কুনুত না পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯১)

٤٠٢- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ، نَحْوًا مِّنْ خَمْسِ سِنِيْنَ، أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ.

৪০২। **অর্থ :** হজরত আবু মালেক আশজাই রা. বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বা! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আবু বকর, উমর, উসমান রা. এর পেছনে এবং আলি রা. এর পেছনে এখানে কুফায় প্রায় পাঁচ বছর নামাজ পড়েছেন। তাঁরা কি কুনুত পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, বৎস! এটি বিদআত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, ফজরে কুনুত পড়লে ভালো, না পড়লেও ভালো। তবে তিনি কুনুত না পড়াই পছন্দ করেছেন। ইবনে মুবারক রহ. ফজরে কুনুতের পক্ষে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু মালেক আশজাইর নাম হলো, সাদ ইবনে তারেক ইবনে আশইয়াম।

٤٠٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

৪০৩। হজরত সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ, আবু আওয়ানা-আবু মালেক আল-আশজাই সূত্রে এই সনদে করেছেন অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ প্রসংগ : নামাজে যে হাঁচি দেয় (মতন পৃ. ৯১)

٤٠٤- عَنْ عَمِّ أَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى، فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا

নাজিলা বিধিবদ্ধ হওয়ার দিকটিই ব্যাপক আকারে রহিত হওয়ার ওপর প্রাধান্য পাবে। তবে এটা শুধু মাত্র ফজর ব্যতীত অন্যত্র প্রমাণিত হয় না। এতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ফজর ব্যতীত অন্য নামাজে কুনুত ব্যাপক আকারে রহিত। অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম অন্য নামাজে কুনুত পড়তেন। -সংকলক।

وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا".

৪০৪। **অর্থ :** হজরত রিফা'আহ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ আদায় করেছি। আমি হাঁচি দিয়ে বলেছিলাম- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ে ফিরে বললেন, নামাজে কে কথা বলেছে? তখন কেউ কোনো কথা বললো না। পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার এ প্রশ্ন করলেন, নামাজে কে কথা বলেছে? তখনও কেউ টু শব্দ করলো না। তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন, নামাজে কে কথা বললো? তখন রিফা'আহ ইবনে রাফে ইবনে আফরা রা. বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, কেমন বলেছিলে? জবাবে আমি বললাম- الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জান ৩০শের উর্ধ্বে ফেরেশতা এই কালিমাটির দিকে এগিয়ে এসেছে- কে এটাকে নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করবে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, ওয়াইল ইবনে হুজর ও আমের ইবনে রবি'আ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, রিফা'আর হাদিসটি حسن। যেনো, অনেক আলেমের মতে এ হাদিসটির প্রয়োগক্ষেত্র নফল নামাজ। কেনোনা, একাধিক তাবেয়ি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন ফরজ নামাজে হাঁচি দিবে তখন সে মনে মনেই কেবল আল্লাহর প্রশংসা করবে। এর বেশি সুযোগ তাঁরা দেননি।

দরসে তিরমিযী

সমস্ত উম্মত এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, হাঁচি দিয়ে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে নামাজ ফাসেদ হয় না। এবং এটা কোনো প্রকার মাকরূহও নয়।[৩৭৮] এমনভাবে যদি মৌখিক আলহামদুলিল্লাহ বলে তবুও নামাজ ফাসেদ হয় না। এ বক্তব্যটির ওপরেই ফতওয়া। তবে এ বিষয়টিও সর্বসম্মত যে, হাঁচিদাতার জন্য নামাজে মৌখিক আলহামদুলিল্লাহ বলা পছন্দনীয় নয়। তবে এর বিপরীত আলোচ্য অনুচ্ছেদের বর্ণনা দ্বারা পছন্দনীয় মনে হচ্ছে।

শাহ সাহেব রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন, কোনো আমল শুধু কোনো বিচ্ছিন্ন বা শাখাগত ঘটনা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় না। বিশেষত যখন সমস্ত উম্মতের আমল এর বিপরীত থাকে। এটাও সম্ভব যে, এই বর্ণনাতে কোনো সূত্রে[৩৭৯] যেটি আমাদের জানা নেই এমন কোনো শব্দ রয়েছে যেটি অপছন্দীয় হওয়ার বিষয়টি দলিল

---

[৩৭৮] হজরত আবদুর রাজ্জাক-সাওরি-মানসুর-ইবরাহিম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তুমি যখন নামাজরত অবস্থায় হাঁচি দাও তখন মনে মনে আল্লাহর প্রশংসা করো। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৩৩১, নং ৩৫৭৫, باب العطاس فى الصلوة - সংকলক।

[৩৭৯] বিন্নোরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২৬) বলেছেন, এই সূত্রটি সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। অবশ্য তাবারানির মতে আবু আইয়ুব রা. এর একটি হাদিস আছে। তাতে রয়েছে 'তারপর লোকটি নীরব হয়ে গেলো। সে মনে করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অপছন্দীয় কোনো কাজ সে করে ফেলেছে। ফলে তিনি বললেন, লোকটি কে? সেতো সঠিক কথা ব্যতীত আর কিছুই বলেনি। শুনে লোকটি জবাবে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। আমি এটি কল্যাণের আশায়ই বলেছি। -ফাতহুল বারি : ২/২৩৮ -সংকলক।

করে। অন্যথায় গোটা উম্মতের কোনো একজনও এটাকে পছন্দীয় সাব্যস্ত করবেন না- এটা খুবই অযৌক্তিক। অবশিষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এটা পছন্দনীয় হওয়ার বহিঃপ্রকাশের বিষয়টি। বস্তুত এটি এই কালেমার ফজিলতের বিবরণ, এই আমলের ফজিলত নয়। সুতরাং এই হাদিসটি প্রযোজ্য সর্বোচ্চ বৈধতার ক্ষেত্রে।

অবশিষ্ট কোনো হাঁচি দাতার হাঁচির জবাবে রহমতের দোয়া প্রদান- এটা সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ ফাসেদের কারণ। কেনোনা, কালামুন্নাস তথা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত এটি।[৩৮০]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৮০ : নামাজে কথা বলার হুকুম রহিত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯২)

٤٠٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُوْمُوْا لِلهِ قَانِتِيْنَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ".

৪০৫। **অর্থ :** হজরত জায়দ ইবনে আরকাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আমরা নামাজে কথাবার্তা বলতাম। قوموا لله قانتين আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী তার অপর সঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর আমাদেরকে নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো, নিষেধ করা হলো কথাবার্তা বলতে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ ও মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে আরকাম রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ নামাজে ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমে কথা বলে তখন সে নামাজ দোহরিয়ে নিবে। সাওরি এবং ইবনে মুবারক রহ. এর মাজহাব এটাই। আর অনেকে বলেছেন, যখন কেউ নামাজে ইচ্ছাকৃত কথা বলবে তখন নামাজ দোহরাবে। আর যদি ভুলক্রমে কিংবা অজ্ঞতাবশত কথা বলে তবে তার জন্য সেটা যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ : তওবাকালীন নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ৯২)

٤٠٦- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ: إِنِّيْ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ

---

[৩৮০] কেউ যদি মনে মনে বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। হে আমার আত্মা! তাহলে নামাজ ফাসেদ হবে না। কেনোনা, এতে অন্যের প্রতি সম্বোধন নেই। সুতরাং এটি কালামুন্নাসরূপে ধর্তব্য হবে না। -রাহরুর রায়েক, দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫ -সংকলক।

مِّنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُوْ بَكْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ". ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

৪০৬। **অর্থ :** হজরত আসমা ইবনুল হাকাম ফাজারি রহ. বলেছেন, আলি রা. কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো হাদিস শুনতাম, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছেমতো আমাকে তার দ্বারা উপকৃত করতেন। আর যখন আমার কাছে তাঁর কোনো সাহাবি হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে শপথ চাইতাম। যখন সে শপথ করতো তখন আমি তার সত্যায়ন করতাম। আবু বকর রা. হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর আবু বকর রা. সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে তারপর প্রস্তুত হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর নামাজ পড়ে তারপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি নিম্নেযুক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ, আবুদ্ দারদা, আবু উমামা, মু'আজ, ওয়াসিলা ও ইয়াসার তথা কাব ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن। এটি আমরা এই সূত্রে উসমান ইবনে মুগিরা ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। তার হতে শু'বা ও আরো একাধিক ব্যক্তি আবু আওয়ানার হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটিকে মারফু' রূপে উল্লেখ করেছেন। তবে সুফিয়ান সাওরি ও মিসআরও এটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন, মারফু' রূপে নয়। আবার মিসআর হতে হাদিসটি মারফুরূপে বর্ণিত আছে। আমরা আসমা ইবনুল হাকামের এটি ব্যতীত অন্য কোনো মারফু' হাদিস জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ مَتٰى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৮২ : কখন শিশুকে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হবে? (মতন পৃ. ৯২)

٤٠٧ - عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلِّمُوْا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرَةٍ".

৪০৭। **অর্থ :** হজরত সাবরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত বছরের বাচ্চাকে নামাজ শিখাও। দশ বছরে তাকে প্রহার করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাবরা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক

আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এমতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.। তারা বলেছেন দশ বছর পর শিশু যে নামাজ বাদ দিবে সেগুলো পুনরায় আদায় করবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাবরা হলেন, ইবনে মা'বাদ আল-জুহানি রহ.। তাকে ইবনে 'আওসাজাও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৩ প্রসংগ : তাশাহহুদের পর যে ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হয়ে যায় (মতন পৃ. ৯৩)

٤٠٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ".

৪০৮। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হয়ে যায় অর্থাৎ, নামাজে শেষ বৈঠকের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে, তবে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নয়। এর সনদে ইজতিরাব রয়েছে। অনেক আলেম এমতই পোষণ করেছেন যে, তাশাহহুদ পরিমাণ যখন বসবে আর সালামের পূর্বে ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হয়ে যাবে তখন তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন তাশাহহুদের অথবা সালামের পূর্বে ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হয়ে যাবে তখন নামাজ পুনরায় পড়বে। এটা শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, যখন তাশাহহুদ না পড়ে সালাম ফিরাবে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সালাম ফেরানো হলো, নামাজ বিপরীত কাজ হালাল হওয়ার কারণ। আর তাশাহহুদ এর চেয়ে সহজতর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত পড়ে দাঁড়িয়ে গেছেন তারপর নামাজ সম্পূর্ণ করেছেন, তবে তাশাহহুদ পড়েননি। ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. বলেছেন, যখন শুধু তাশহাহুদ পড়বে, সালাম ফিরাবে না তখন সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'যখন তুমি এ হতে অবসর হলে তখন তুমি আদায় করে ফেললে তোমার ওপর অর্পিত দায়িত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে জিয়াদই হলেন, ইফরিকি। অনেক মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ বলেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.।

দরসে তিরমিযী

إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".[৩৮১]

---

[৩৮১] অনেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বাহ্যিক অর্থটিই মাজহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ মুসল্লির নামাজ বিনা মাকরূহে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, তাশাহহুদের পর যদি কেউ অপবিত্র হয়ে যায় তবে

এ হাদিসটি সালাম নামাজের রোকন না হওয়ার ব্যাপারে হানাফিদের দলিল।[৩৮২] তবে এখানে এ বিষয়টিও স্মর্তব্য যে, হানাফিদের মতেও সালাম যেহেতু ওয়াজিব সেহেতু হাদিসে উল্লেখিত সুরতে নামাজ পুনরায় দোহরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব হতে যাবে। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে নাপাক সংযুক্ত হয় তাহলে ওজু করে বিনা করে সালাম ফিরানোই যথেষ্ট হবে। নামাজ দোহরানো লাগবে না।

হাদিসটিকে এ অনুচ্ছেদের ইমাম তিরমিযী রহ. আবদুর রহমান ইবনে জিয়াদ ইফরিকির কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তবে বাস্তবে তিনি একজন বিতর্কিত রাবি। যেখানে অনেকে তাকে জয়িফ বলেছেন,[৩৮৩] সেখানে অনেকে তাঁকে সেকাহও বলেছেন।[৩৮৪] সুতরাং এই হাদিসটি কমপক্ষে হাসান অবশ্যই[৩৮৫] এবং হানাফিগণ কর্তৃক সালাম রোকন না হওয়ার ওপর দলিল দেওয়া সঠিক।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

অনুচ্ছেদ-১৮৪ : বৃষ্টির সময় ঘরে নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৩)

٤٠٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ" فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِيْ رَحْلِهِ".

৪০৯। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ ইচ্ছে করলে সে তার ঘরে নামাজ আদায় করতে পারে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর, সামুরা, আবুল মালিহ তাঁর পিতা হতে এবং আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম বৃষ্টি ও কাদাতে জুমআ এবং জামাতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি আবু জুর'আ রহ. কে বলতে শুনেছি আফ্ফান ইবনে মুসলিম আমর ইবনে আলি রা. হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু জুর'আ রহ. বলেছেন, বসরাতে আমি আলি ইবনুল

তার ওপর ওজু করে বিনা করে সালাম ফিরানো ওয়াজিব। আর কেউ যদি ইচ্ছা করে অপবিত্র হয়ে যায়, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো নামাজ দোহরানো। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩২

[৩৮২] প্রকাশ থাকে যে, শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের মতে সালাম ফরজ। তাঁদের দলিল وتحليلها التسليم তিরমিযী : ১/৫৫ باب ماجاء فى تحريم الصلوة وتحليلها -এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা দরসে তিরমিযী উর্দু (১/৪৯৯) তে হয়েছে। -সংকলক।

[৩৮৩] যেমন ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। -সংকলক।

[৩৮৪] যেমন ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, আহমদ ইবনে সালেহ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান রহ. প্রমুখ। বরং তাহজিবে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. হতে বর্ণিত আছে, 'আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে তার বিষয়টিকে শক্তিশালী করতে দেখেছি। তিনি বলছেন, তিনি মুকারিবুল হাদিস। (মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৪)

[৩৮৫] বিশেষত যখন একাধিক সূত্রের ভিত্তিতেও এ হাদিসটির শক্তি অর্জিত হচ্ছে। এসব সূত্র বিস্তারিত দেখার জন্য দ্রষ্টব্য শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৩৪, باب السلام فى الصلوة هل هو من فروضها اومن سننها -সংকলক।

মাদিনি, ইবনে শাজকুনি, আমর ইবনে আলি। এই তিন জনের চেয়ে বড় হাফেজ কাউকে দেখিনি। আবুল মালেক ইবনে উসামার নাম হলো আমের। তাঁকে জায়দ ইবনে উসামা ইবনে উমাইর আল-হুজালিও বলা হয়।

দরসে তিরমিযী

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطرٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شاء فليصل في رحله

এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেলো যে, জামাত তরক করার একটি ওজর বৃষ্টি। অবশ্য কতোটুকু বৃষ্টি ওজর হতে পারে এর বিস্তারিত কোনো বিবরণ হাদিসে দেওয়া হয়নি। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এ ক্ষেত্রে মুবতালাবিহির (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির) রায় ধর্তব্য। যখন এতোটুকু বৃষ্টি হবে যে, মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া কষ্টকর অথবা ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়ে, তখন ঘরে নামাজ পড়া বৈধ। যদিও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে এই হাদিসের অধীনে লিখেছেন যে, জামাআত এমতাবস্থায়ও আফজাল।

একটি বাক্য এই আলোচ্য বিষয়ের ওপর হাদিসরূপে প্রসিদ্ধ-[৩৮৬] اذا ابتلت النعال فالصلوة فى الرحال তথা, যখন জুতো ভিজে যায় তখন নামাজ হবে ঘরে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তালখীসে[৩৮৭] বলেন, এই হাদিসটি কোনো হাদিস গ্রন্থে আমি পাইনি। অবশ্য আল্লামা ইবনে আছীর রহ. আন্ নিহায়ায় এটাকে হাদিস হিসেবে লিখেছেন।

তবে ইবনে মাজাতে (৬৬, ৬৭ باب الجماعة فى الليلة المطيرة) একটি হাদিস হজরত আবুল মুলীম রা. হতে বর্ণিত আছে,

لقد رأينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية واصابتنا سماء لم تبل اسافل نعالنا، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه سلم صلوا فى رحالكم.

'আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো। তাতে আমাদের চপ্পলের নিম্নাংশ ভিজেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা দিলেন, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে নামাজ আদায় করো।'

এই হাদিসটি সে প্রসিদ্ধ বাক্যটির মূল কারণ হতে পারে। এই হাদিস দ্বারা যদিও মা'মুলি বৃষ্টিতেও বাসস্থানে নামাজ পড়ার বৈধতা বোঝা যায়, তবে সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, বৃষ্টি তেজ হওয়ার নিদর্শন ছিলো এবং নামাজের সময়ও আরো দীর্ঘ রয়েছিলো। হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে এই ঘোষণা করিয়েছিলেন। কেনোনা, ঘোষণা দেওয়াও প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মুশকিল হতো।

---

[৩৮৬] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে : ৪/৩৬ এই হাদিসটি সম্পর্কে লিখেন, এই শব্দে হাদিসটি দলিল। এটি সম্পর্কে সিহাহে এবং জাওয়ায়িদে হায়ছামি, কানজুল উম্মাল এবং মুসনাদে কোথাও আমি অবগত হতে পারলাম না। তবে ইবনুল আছির নিহায়ায় (২/৭৭ রাহ্ল ও না'ল (৪/১৬৭) -এর অধীনে) উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে اذا ابتلت النعال فصلوا فى الرحال। লিসানুল মীজানেও (১৪/১৯২) না'লের অধীনে এর উল্লেখ রয়েছে। -সংকলক।

[৩৮৭] ২/৩১, হাদিস নং ৫৬৫ কিতাবু সালাতিল জামাহ। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১৮৫ : নামাজ শেষে তাসবিহ (মতন পৃ. ৯৪)

٤١٠– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا سُبْحَانَ اللهِ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ لِلهِ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ مَرَّةً وَاللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ مَرَّةً وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ".

৪১০। **অর্থ** : হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কিছু সংখ্যক ফকির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো, তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা নামাজ পড়ে আমরাও নামাজ পড়ি। তারা রোজা রাখে আমরাও রোজা রাখি। তাদের সম্পদ আছে যা দ্বারা গোলাম আজাদ করে এবং দান সাদকা করে। জবাবে তিনি বললেন, যখন তোমরা নামাজ পড়ে নাও তখন তোমরা পড়ো- সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার। কেনোনা, এর দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদেরকে ধরতে পারবে। আবার তোমাদের পরবর্তীরাও তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত কাব ইবনে উজরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জায়দ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, ইবনে উমর ও আবু জর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن غريب। আবু হুরায়রা রা. ও মুগিরা রা. হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন– 'দুটি স্বভাব যে কোনো মুসলমান ব্যক্তি সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে আর ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, এমনভাবে শোয়ার সময় ১০ বার পড়বে এবং ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে, আল্লাহু আকবার পড়বে ১০ বার।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ–১৮৬ : বৃষ্টি এবং কাদায় বাহনের ওপর নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৪)

٤١١– عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيْقٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوْا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُوْمِيْءُ إِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ".

৪১১। **অর্থ :** হজরত মুররা রা. হতে বর্ণিত যে, তাঁরা এক সফরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গিয়ে পৌছলেন একটি সংকীর্ণ স্থানে। তখন নামাজের সময় হয়েছে। আকাশ হতে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। আর নীচে (জমিন) ছিলো ভিজা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারির ওপর হতেই আজান ও ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর বাহনের ওপরে হতে তিনি সামনে চলে গেলেন। তাদের সঙ্গে নামাজ পড়লেন ইঙ্গিত করে। তিনি সেজদা করতেন রুকুর চেয়ে নীচু হয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি গরিব। উমর ইবনুর রিমাহ আল বলখি এই হাদিসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি তার সূত্র ব্যতীত অজানা। একাধিক আলেম তাঁর হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাদা-পানিতে তার বাহনের ওপর নামাজ পড়েছেন। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.।

দরসে তিরমিযী

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, বাহনের ওপর নফল নামাজ পড়া ব্যাপক আকারে বৈধ। চাই অবতরণ করা সম্ভব হোক কিংবা না হোক। তাছাড়া এ ব্যাপারেও ইমাম চতুষ্টয় একমত যে, যখন কোনো ওজরের কারণে অবতরণ করা কষ্টকর হয় তখন ফরজ নামাজও বাহনের ওপরে একাকি পড়া বৈধ আছে। ওজর যেমন এটা হতে পারে যে, অবতরণ করলে জানমাল অথবা ইজ্জত-আবরু হারাবার আশংকা আছে। অথবা বৃষ্টির কারণে কাদা এত প্রচুর হয়েছে যে, চেহারা ময়লা হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় এবং কোনো জায়নামাজ ইত্যাদি বিছালে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে শুধু মা'মুলি ভিজে যাওয়ার আশংকা ওজর না।

ওজরের সূরতে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব হলো, বাহনের ওপর নামাজ একাকি পড়া। জামাত সহকারে পড়া বৈধ নয়। তবে যদি ইমাম মুক্তাদি উভয়েই একই জন্তুর ওপর আরোহি হয় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সালাতুল খাওফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোরআনের আয়াত[৩৮৮] فان فخفتم فرجالا او ركبانا দ্বারা দলিল পেশ করেন। কেনোনা, অপর একটি আয়াত[৩৮৯] واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة الخ ভয়ের অবস্থায় জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং فرجالا اوركبانا আয়াতটি একাকি অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে।[৩৯০] তাছাড়া যুক্তিগতভাবেও স্থানের এককত্ব ব্যতীত ইকতিদা দুরুস্ত হতে পারে না।[৩৯১]

তবে ইমামত্রয় এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে জামাআতেও নামাজ আদায় করা যায়। তাদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

---

[৩৮৮] সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৩৯ -সংকলক।

[৩৮৯] সূরা নিসা, আয়াত নং ১০২ -সংকলক।

[৩৯০] আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এই- সুতরাং যদি তোমরা পায়দল অথবা আরোহি অবস্থায় আশংকা করো, অর্থাৎ, যদি রীতিমত জামাআতের সঙ্গে নামাজ পড়াতে তোমাদের কোনো শত্রু ইত্যাদির আংশকা হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বাহনের ওপর আরোহন করে যেভাবে সম্ভব নামাজ পড়ে নাও। সুতরাং رجالا او ركبانا এর হুকুম জামাআতের অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থাতে হবে। والله اعلم-সংকলক।

[৩৯১] অন্যান্য নস দ্বারাও ইমামতি ও ইকতিদায় স্থান এক হওয়ার শর্ত দলিল করে। যদি ইমাম মুক্তাদি আলাদা আলাদা সওয়ারির ওপর আরোহণ করে তাহলে স্থান এক থাকে না।

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء

صلى بهم يومىء إيماء বাক্যটি এতে দলিল করছে জামাআত সহকারে নামাজ।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. এর পক্ষ হতে এ হাদিসের জবাব হলো, প্রথমত এই হাদিসের সনদে দু'জন রাবির ব্যাপারে আপত্তি আছে। একজন উমর ইবনুর রিমাহ। অনেক মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ বলেছেন। অপর জন আমর ইবনে উসমান। যার অবস্থা গোপন। ইবনে হাব্বান রহ. তাকে যে সেকাহ বলেছেন- এটা তাই ধর্তব্য নয় যে, ইবনে হাব্বানের মতে অজ্ঞাত রাবিও সেকাহ হয়ে যান। মুকাদ্দামায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যদিও আল্লামা নববী রহ. এ হাদিসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন তবে এটি এ স্তরের নয় যে, এর ভিত্তিতে বর্জন করা যায় কোরআনের আয়াত কিংবা মৌলিক মূলনীতি।

তারপর একটি সহিহ ব্যাখ্যা এ হাদিসটির দেওয়াও সম্ভব। সেটি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি ইমামতির ভিত্তিতে ছিলো না। বরং সাহাবায়ে কেরাম একাকি নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে রেখেছেন। صلى بنا শব্দের অর্থ ইমামতি করা নয়। বরং সঙ্গে নামাজ পড়া। ইমামতি ব্যতীত সামনে অগ্রসর হওয়ার যে বিষয়টি তার একটি নজির ফাতহুল কাদিরের এই মাসআলাটি যে, সেজদায়ে তিলাওয়াতে সুন্নত হলো, তিলাওয়াতকারি সামনে দাঁড়াবে এবং শ্রোতাগণ পেছনে। অথচ এখানে ইকতিদার কোনো প্রশ্নই নেই। আর صلى بنا শব্দটির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়েছেন- এর কিছু নজির হজরত শাহ সাহেব রহ. পেশ করেছেন। যেমন, সহিহ মুসলিমে তাবুক হতে ফেরার সময় হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর ইমামতির ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতা অর্জনে দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ইমামতি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. তাশরিফ আনার পর এক রাকাত হয়ে গিয়েছিলো। এই ঘটনায় এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি ইমামতি করেননি। বরং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.ই ইমামতি করছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসবুক রূপে নামাজ পড়েছিলেন।[৩৯২] তবে সহিহ মুসলিমে একটি সূত্রে[৩৯৩] আবদুর রহমান সম্পর্কে মুগিরা ইবনে শু'বা রা. বলেন, ثم صلى بناএখানে এই বাক্যটির অর্থ صلى بعنا ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসেও হতে পারে এই ব্যাখ্যাটিই।

---

[৩৯২] দ্র. সহিহ মুসলিম : ১/১৩৪ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

[৩৯৩] মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এক বর্ণনায় বলেন, তারপর তিনি আরোহণ করলেন। আমিও আরোহণ করলাম। তারপর আমরা কওমের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁরা তখন নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তাদের ইমামতি করছিলেন। তিনি তাদের নিয়ে এক রাকাত আদায় করে ফেলেছেন। যখন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন বলে টের পেয়েছেন, তখন পেছন দিকে সরে আসতে চাইলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইঙ্গিত দিলেন (না সরার জন্য)। তারপর তিনি তাদের সঙ্গে নামাজ পড়লেন। আবদুর রহমান রা. যখন সালাম ফিরালেন তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালাম। তারপর প্রথমে আমাদের যে রাকাতটি ছুটে গেছে সেটি আদায় করলাম। -মুসলিম : ১/১৩৪ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১৮৭ : নামাজে পরিশ্রম করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৪)

٤١٢- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَامَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا".

৪১২। **অর্থ :** হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি তাঁর পদযুগল ফুলে গেছে। ফলে তাঁকে বলা হলো, আপনি এতো কষ্ট করেন, অথচ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! জবাবে তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قداماه فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدا شكورا

এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদিস এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসআলার ব্যাখ্যা উস্তাদে মুহতারাম দা. ই. এর তাকরির এবং আমালিতে (লেখানো পাণ্ডুলিপিতে) মওজুদ ছিলো না। বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা মা'আরিফুল কোরআন ও মা'আরিফুস্ সুনানের সহায়তায় লিপিবদ্ধ করা হলো। -সংকলক।

وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر : এখানে ذنب শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এতে প্রধান বক্তব্য হলো, এর দ্বারা উত্তমের বিপরীত[৩৯৪] অনুত্তম উদ্দেশ্য। (উমদাতুল কারি : ৩/৬০১ অনেক আলেম হতে বর্ণিত।)

হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে حسنات الأبرار سيئات المقربين তথা নেককারদের নেক কাজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য গুনাহের কাজ।

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রসংগে আলোচনা

এখানে নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মাসআলাটি আলোচনায় আসে। এ ব্যাপারে তাহকিক হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ছোট হোক বা বড়, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত, সমস্ত গুনাহ হতে মা'সুম ও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুরে উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কেউ যে বলেন[৩৯৫], সগীরা গুনাহ আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হতে সংঘটিত হতে পারে- এটা অধিকাংশ উম্মতের মতে বিশুদ্ধ নয়।

এর কারণ হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্সালামকে মানুষের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি বানিয়ে প্রেরণ করা হয়। যদি তাদের হতেও কোনো কাজ আল্লাহর মর্জির খেলাফ চাই কবিরা গুনাহ হোক, চাই সগিরা গুনাহ-সংঘটিত হতে পারে, তাহলে নবীগণের বচন ও ক্রিয়া হতে নিরাপত্তা উঠে যাবে। এগুলো সেকাহ থাকবে

---

[৩৯৪] এখানে আরো অনেকগুলো বক্তব্য রয়েছে। এগুলো আপনি পাবেন কাজি ইয়াজের শিফা নামক গ্রন্থে প্রথম অধ্যায় তৃতীয় প্রকারে এর একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৫০ -সংকলক।

[৩৯৫] আশআরিগণের মাজহাব হলো, নবীগণ হতে নবুওয়াতের পরেও ভুলক্রমে সগিরা গুনাহ সংঘটিত হওয়া বৈধ। তাকি সুবকি রহ. মা'তুরিদিদের হতে নবুওয়াতের পর এটা বৈধ নয় বলে বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৫০ -সংকলক।

না। আর যখন আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস্ সালামের ওপরই সেকাহত ও ইতমিনান থাকবে না, তখন আর দীনের ঠিকানা কোথায় থাকবে?

প্রশ্ন : তবে এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআনে কারিমের বহু আয়াতে বহু নবী সম্পর্কে এমন ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁদের হতে গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আবার কখনও ভর্ৎসনা ব্যতীতই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, আদম (আ.), মুসা (আ.), ইউনুস (আ.) প্রমুখ। যদি নবীগণ ছোট বড় সর্ব প্রকার গুনাহ হতে মা'সূম হয়ে থাকেন, তাহলে এ ধরনের ঘটনা দ্বারা কি বুঝায়?

জবাব : এমন ঘটনাবলির সারমর্ম উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে এই যে, কোনো ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভুল-বিস্মৃতির কারণে কখনও কখনও এ ধরণের পদস্খলন যদিও এসব মহামনীষী হতেও হয়ে যায়, তবে কোনো পয়গাম্বর জেনে বুঝে কখনও আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমের বিপরীত আমল করেন না। ভুল ইজতিহাদগত হয়ে থাকে, অথবা ভুল-বিস্মৃতির কারণে ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে। যেটাকে শরিয়তের পরিভাষায় গোনাহ বলা যায় না। আর এই ভুল-বিস্মৃতি তাদের হতে এমন কাজে হতে পারে না, যেগুলোর সম্পর্ক তাবলিগ, তা'লিম এবং শরয়ি বিধিবিধানের সঙ্গে। অবশ্য তাদের হতে ব্যক্তিগত কাজে এমন ভুল বিস্মৃতি হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে যেহেতু নবীগণের মর্যাদা অনেক উঁচু পর্যায়ের, আর বড়দের হতে ক্ষুদ্র ভুল হলেও এটাকে অনেক বড় ভুল মনে করা হয় সেহেতু কোরআনে কারিমে এ ধরণের ঘটনাবলিকে মা'সিয়াত এবং গুনাহরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর ওপর ভর্ৎসনাও করা হয়েছে। যদিও মূলত এগুলো পাপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফায়দা : এখানে স্মর্তব্য যে, যদিও সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াসসালাম ক্ষমাপ্রাপ্ত ও নিষ্পাপ তবে পূর্বাপরের সমস্ত পদস্খলনের ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দুনিয়াতে শুধু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই শোনানো হয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো নবীকে দুনিয়াতে এই সুসংবাদ প্রদান করা হয়নি। এই সংবাদ প্রেরণে এই হিকমত উদ্দেশ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো কিয়ামতের দিন মহা শাফা'আতের জন্য (যেটি তাঁর জন্যই বিশেষিত হবে) সামনে অগ্রসর হতে পারেন। তাই ইমাম খাফাজি রহ. নাসিমুর রিয়াজে (৪/১৭০) লিখেছেন,

قال ابى عبد السلام رحمه الله تعالى لم يخبر الله احد من الانبياء عليهم الصلوة والسلام بالمغفرة ولذا قالوا فى الموقف : نفسى اذهبوا الى محمد فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

'আল্লামা ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে মাগফিরাতের সংবাদ দেননি। তাই তাঁরা মাওকিফে তথা কিয়ামতের ময়দানে তাদের অবস্থান স্থলে দাঁড়িয়ে বলবেন, نفسى، نفسى অর্থাৎ, আমি নিজেই আজকে শাফা'আতের যোগ্য। তোমরা যাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন তার পূর্বাপরে সমস্ত ত্রুটি। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৫১।

قوله افلا اكون عبدا شكورا : জমখশরির মতে এখানে হামজায়ে ইসতিফহামের পর এবং 'ف' এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য বের হবে। উহ্য ইবারতটি এমন হবে- اأترك صلوتى فلا اكون عبدا شكورا؟। কারো কারো মতে উহ্য ইবারতটি হবে এমন- افلا اكون عبدا شكورا باكثار العبادة এমতাবস্থায় অস্বীকার বাচক হামজায়ে ইসতিফহামের ওপর নফী প্রবিষ্ট হবে এবং এতে অস্তিত্বের ফায়দা দিবে। অর্থ এই হবে- আমি পছন্দ করি ইবাদত বন্দেগি করে শোকর গুজার বান্দা হতে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ-১৮৮ প্রসংগ : কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে (মতন পৃ. ৯৪)

٤١٣- عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ".

৪১৩। **অর্থ :** হজরত হুরাইস ইবনে কাবিসা বলেন, আমি মদিনায় আগমন করলাম। তারপর দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন নেককার বন্ধু সহজে মিলিয়ে দাও। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর আমি আবু হুরায়রা রা. এর কাছে এসে বসলাম। আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করেছি, যেনো তিনি আমাকে মিলিয়ে দেন একজন নেককার বন্ধু। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন, এমন একটি হাদিস আমাকে বর্ণনা করুন। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা দ্বারা উপকৃত করবেন। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে বান্দার আমল হতে নামাজ সম্পর্কে সর্ব প্রথম হিসেব নেওয়া হবে। যদি নামাজ ভালো হয় তাহলে সে অবশ্যই সফলকাম ও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যদি নামাজ বিনষ্ট হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি তার ফরজ নামাজে কোনো ত্রুটি থাকে তবে প্রভু আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল আছে কি না? তখন এর দ্বারা তার ফরজের ত্রুটি পূর্ণ করবেন। তারপর অন্যান্য আমলও অনুরূপ হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب। এই হাদিসটি এই সূত্র ব্যতীতও অন্য সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। হাসান রহ. এর অনেক ছাত্র হাসান সূত্রে কাবিসা ইবনে হুরাইস হতে এই হাদিসটি ব্যতীত অন্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ হলো, তিনি কাবিসা ইবনে হুরাইছ। আনাস ইবনে হাকেম সূত্রে আবু হুরায়রা রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

إن أول ما يحاسب به العبد الخ : এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, কিয়ামতে সর্ব প্রথম নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। তবে সহিহ বোখারির[৩৯৬] রিকাক পর্বে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে- اول ما يقضى بين الناس من بالدماء। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, সর্ব প্রথম হিসেব হবে খুন সংক্রান্ত।

---

[৩৯৬] باب القصاص يوم القيامة, ২/৯৬৭

বাহ্যিক এই পরস্পর বিরোধ অবসানের জন্য অনেকে বলেছেন, সর্ব প্রথম নামাজ সম্পর্কে হিসেব হবে। আর সর্ব প্রথম ফয়সালা হবে হত্যা সংক্রান্ত। তবে বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, হুক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম হিসেব নামাজের, আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম হিসেব হবে হত্যার। তাই নাসায়ি শরিফে[৩৯৭] এ দুটি বর্ণনা এক সঙ্গে রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اول ما يحاسب به العبد الصلوة، اول ما يقضى بين الناس بالدماء 'সর্ব প্রথম বান্দার নামাজের হিসেব হবে। আর সর্ব প্রথম মানুষের মাঝে খুন সংক্রান্ত ফয়সালা হবে।'

فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة.

অনেক আলেম এর দ্বারা দলিল পেশ করে বলেছেন, পরকালে ফরজগুলোর ক্ষতিপূরণ নফল দ্বারা হতে পারে। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি রহ. এর বক্তব্য এটাই। তবে অন্যান্য আলেম যেমন ইমাম বায়হাকি রহ. এর মত হলো, ফরজগুলোতে যদি পরিমাণগত ত্রুটি হতে যায় অর্থাৎ, ফরজগুলো যদি ছুটে যায় তবে এগুলোর ক্ষতিপূরণ হাজার হাজার নফলও করতে পারে না। হ্যাঁ, যদি ধরণগত ত্রুটি হতে যায় তবে নফলগুলো দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে ধরণগত ত্রুটি উদ্দেশ্য। এর সমর্থন হয় মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ,[৩৯৮] باب فرض الصلاة এ একটি হাদিস দ্বারা। এটি তাবারানি কবির সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত রা. হতে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে-[৩৯৯] من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من من سبحته -কেউ যদি কোনো নামাজ অপূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে তবে তার নফল হতে তাতে বৃদ্ধি করা হবে। আল্লামা হায়ছামি রহ. এই হাদিসের রাবিদের সেকাহ বলেছেন।

ইবনে আবদুল বার রহ. দুটি বক্তব্যের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, যদি ফরজগুলো ভুলক্রমে ছুটে যায় তবে নফল দ্বারা এগুলোর ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আর যদি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হতে পারে না।

আমার কথা হলো, এসমস্ত আলোচনা মূলনীতি সংক্রান্ত। আল্লাহর রহমত কোনো মূলনীতির পাবন্দ নয়। তিনি যদি নফলগুলোর মাধ্যমে ফরজ সমূহের পরিমাণ ও ধরণগত ত্রুটি উভয়ের ক্ষতিপূরণ করে দেন, তবে সেটা অযৌক্তিক নয়। তবে দুনিয়াতে আমল মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা আবশ্যক।

---

[৩৯৭] كتاب المحاربة، باب تعظيم الدم، عن طريق سريج بن عبد الواسطى الخصى قال حدثنا اسحاق بن يوسف ২/১৬২, الأ زرق عن شريك عن عاصم عن ابى وائل عن الله ان رسول الله صلى الله عليه قال اول ما يحاسب الخ এ হাদিসটি তালাশ করার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি। আলহামদুলিল্লাহ এখন সফল হলাম। -রশিদ আশরাফ।

[৩৯৮] ১/২৯১ -সংকলক।

[৩৯৯] مجمع الزوائد (১/২৮৮-২৯১) অন্যান্য হাদিসও এ বিষয় সংক্রান্ত বর্ণিত আছে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ وَ مَالَهُ فِيْهِ مَنَّ

অনুচ্ছেদ–১৮৯ প্রসংগ : যে দিন-রাত বারো রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে তার জন্য কী ফজিলত আছে? (মতন পৃ. ৯৪)

٤١٤– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".

৪১৪। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বারো রাকাত সুন্নত নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বদা আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দু'রাকাত জোহরের পর, আর দু'রাকাত মাগরিবের পর, দু'রাকাত এশার পর, ফজরের পূর্বে দু'রাকাত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে হাবিবা আবু হুরায়রা, আবু মুসা ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে গরিব। অনেক আলেম স্মরণশক্তির দিক দিয়ে মুগিরা ইবনে জিয়াদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন।

٤١٥– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

৪১৫। জনাব উম্মে হাবিবা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিবা-রাত্রি বার রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দু'রাকাত এরপর, দু'রাকাত মাগরিবের পর, দু'রাকাত এশার পর, আর দু'রাকাত ফজর নামাজের পূর্বে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে হাবিবা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে আম্বাসার হাদিসটি حسن صحيح। আম্বাসা হতে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে একাধিক সূত্রে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ–১৯০ : ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত)-এর ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৪)

٤١٦– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ".

৪১৬। হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব হতে আফজল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি ইবনে, উমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আহমদ ইবনে হাম্বল হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ তিরমিযী হতে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْفِيْفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا

অনুচ্ছেদ–১৯১ : ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) সংক্ষিপ্ত করা এবং এগুলোতে নবী করিম (সা.) -এর কেরাত পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৫)

٤١٧– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ".

৪১৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মাস দেখেছি, তিনি ফজরের দু'রাকাতে (সুন্নতে) قل يا أيها الكافرون ও قل هو الله أحدٌ পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, হাফসা ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن। এটিকে আমরা সাওরি-আবু ইসহাক এর হাদিসরূপে শুধু আবু আহমদ সূত্রেই জানি। তবে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হলো, ইসরাইল-আবু ইসহাক এর হাদিস।

আহমদ রহ. হতে আবু ইসরাইল সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। আবু আমর জুবাইরি সেকাহ হাফেজ।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি বুনদারকে বলতে শুনেছি, আবু আহমদ জুবায়রি অপেক্ষা উত্তম কণ্ঠস্থকারি আর কাউকে আমি দেখিনি। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রি আল-আসাদি আল-কুফি।

দরসে তিরমিযী

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস[৪০০] দ্বারা ফজরের সুন্নত সংক্ষিপ্ত করা সুন্নত প্রমাণিত হয়। কেনোনা, হজরত ইবনে উমর রা. বলছেন, এক মাস পর্যন্ত আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিলাম, তিনি ফজরের সুন্নতে সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করছিলেন। তাই অধিকাংশ ফকিহের মতে এর

---

[৪০০] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال رمقت النبى صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد

ওপর আমল অব্যাহত। হানাফিদের গ্রন্থরাজি যেমন, বাহরুর্ রায়েক ইত্যাদিতেও এটা সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব লিখেছেন। অবশ্য ইমাম তাহাবি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর এই বর্ণনা বর্ণনা করেছেন যে, তার মতে এটা দীর্ঘায়িত করা মুস্তাহাব।

হজরত হাসান ইবনে জিয়াদ রহ. এ বর্ণনা বর্ণনা করেছেন-[৪০১] سمعت ابا حنيفة يقول قرأت في ركعتي الفجر جزئين من القران 'আমি আবু হানিফা রহ.কে বলতে শুনেছি, আমি কোরআনের দু'পারা পড়েছি ফজরের দু'রাকাতে।'

তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. এই বর্ণনাটিকে তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন যখন কেউ তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়। এবং কোনো দিন তাহাজ্জুদ ছুটে যায় তখন এর ক্ষতিপূরণ করবে ফজরের সুন্নতে কেরাত লম্বা করে। সাধারণ হুকুম সংক্ষিপ্ত করাই। ইমাম সাহেব রহ. এর ওপরযুক্ত বক্তব্যতে ربما قرأت শব্দটি এর দলিল পেশ করছে।

এ বিষয়টিও এখানে প্রকাশ থাকে যে, অনেক বিশেষ নামাজে যেসব বিশেষ বিশেষ সূরা পড়ার বিবরণ রয়েছে এগুলো সম্পর্কে বাহরুর রায়িকে (امر صفة الصلوة قبيل باب الامامة) লিখেছেন, অধিকাংশ সময় এ মুতাবেক আমল করা উচিত। তবে কখনও কখনও এটা ছেড়েও দেওয়া উচিত। যাতে আবশ্যক না হয় অন্যান্য সূরা হতে বিমুখ হওয়া।

মালেক রহ. এর মাজহাব ফাতহুল বারিতে[৪০২] (৩/৩৮) বর্ণিত হয়েছে যে, ফজরের সুন্নতগুলোতে সূরা মিলানোর বিষয়টি নেই। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি তার বিরুদ্ধে দলিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১৯২ : ফজরের দু'রাকাত পড়ে কথাবার্তা বলা প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৬)

٤١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ".

৪১৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করতেন, আমার প্রতি তার কোনো প্রয়োজন থাকলে তখন আমার সঙ্গে কথা বলতেন। অন্যথায় বেরিয়ে যেতেন নামাজের দিকে।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবায়ে কেরাম প্রমুখের মধ্যে অনেকে ফজর উদয়ের পর ফজরের নামাজ পড়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলা মাকরূহ মনে করেছেন। তবে আল্লাহর জিকির অথবা কোনো জরুরি বিষয়ে কথাবার্তা বলার হুকুম ব্যতিক্রম। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

---

[৪০১] শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৪৬, باب القراءة فی رکعتی الفجر، ابن أبی عمر ان قال حدثنی محمد بن شجاع عن الحسن بن زیاد

[৪০২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৬০ -সংকলক

ইমাম তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদটি সেসব ফকিহের মত খণ্ডনে কায়েম করেছেন, যাদের মাজহাব হলো, ফজরের সুন্নতের পর যদি কেউ কথাবার্তা বলে তবে এর ফলে তার সুন্নত বাতিল হয়ে যায়। এই বক্তব্যটি আহমদ ইসহাক রহ. এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। দুররে মুখতার এবং বাহরুর রায়েকে অনেক হানাফিরও এই মাজহাব বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ হানাফির মতে এই বক্তব্যটি পছন্দনীয় নয়। এ কারণে দুররে মুখতারেই স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, এর ফলে সুন্নত বাতিল হয় না। অবশ্য সওয়াব হ্রাস পায়। ফতওয়া এরই ওপর। আর এই বক্তব্যটি গৃহীত হয়েছে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি হতে। কেনোনা, আয়েশা রা. বলেন, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة এতে বোঝা গেলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রয়োজনে কথা বলতেন না। স্পষ্ট বিষয় হলো, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হয় এগুলোর মাধ্যমে যেনো আল্লাহর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। হুজুরে কলব-একাগ্রতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে ফরজগুলোতে অংশ গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে সুন্নতের পর কথাবার্তা বললে এই উদ্দেশ্য ফওত হওয়ার আশংকা হয়। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তাকে সাধারণ মানুষের কথাবার্তার ওপর কিয়াস করা যায় না। সুতরাং উত্তম হলো, শুধু ফজরের নামাজেই নয়; বরং অন্যান্য সুন্নতেও এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেনো, ফরজের পূর্বে অপ্রয়োজনে কোনো কথাবার্তা না হয়। বাহরুর রায়েকে মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে।

بَابُ مَا جَاءَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ–১৯৩ প্রসংগ : ফজর উদয়ের পর শুধু দু'রাকাত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ নেই (মতন পৃ. ৯৬)

٤١٩– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ".

৪১৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের পর দু'সেজদা তথা দুরাকাত ব্যতীত আর কোনো নামাজ নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসের অর্থ হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) ব্যতীত আর কোনো নামাজ নেই। এই অনুচ্ছেদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও হাফসা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি গরিব। এটি আমরা শুধু কুদামা ইবনে মুসা সূত্রেই জানি। একাধিক ব্যক্তি এটি তাঁর হতে বর্ণনা করেছেন। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা ফজর উদয়ের পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ পড়া মাকরূহ মনে করেছেন।

দরসে তিরমিযী

لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين : ইবনে উমর রা. এর এ হাদিসটি জমহুরের দলিল যে, ফজর উদয় হওয়ার পর ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো নফল পড়া মাকরূহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এর ওপর ইজমা বর্ণনা করেছেন। তবে শাফেয়িদের মাজহাব এর বিপরীত। ইমাম নববী রহ. শাফেয়িদের যে বক্তব্যের ওপর ফতওয়া সে মাজহাবটি এই বর্ণনা করেছেন যে, ফজর উদয়ের পর ফজরের ফরজ পড়ার পূর্বে নফল পড়া কোনো রকম মাকরূহ নয়। তাছাড়া ইমাম মালেক রহ. মুদাওয়ানাতে (১/১১৮) লিখেছেন,[৪০৩] যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত এবং

---

[৪০৩] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৬৪ -সংকলক।

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারেনি, তার জন্য ফজর উদয়ের পর নফল পড়ার অনুমতি আছে। তবে সাধারণ হুকুম হলো, নফল আদায় করা মাকরূহ ফজর উদয়ের পর।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইবনে উমর রা. এর হাদিস জমহুরের দলিল, যাতে স্পষ্টাকারে ফজরের পর ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য নামাজ হতে বারণ করা হয়েছে। ইবনে উমর রা. এর এ হাদিসটির ওপর অনেকে আপত্তি তুলেছেন, তবে হাফেজ যায়লাই রহ. নসবুর রায়াতে[৪০৪] এই হাদিসটি তিনটি আলাদা আলাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন, এর দ্বারা তিরমিযী রহ. এর এই বক্তব্য খণ্ডন হয়ে যায় যে, এই হাদিসটি কুদামা ইবনে মুসা ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেননি। তাছাড়া এই হাদিসটির সমর্থন বোখারি-মুসলিমে বর্ণিত হাফসা রা. এর বর্ণনা দ্বারাও হয়, [৪০৫] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين

হাফেজ জায়লায়ি রহ. ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রসিদ্ধ হাদিসটি[৪০৬] দ্বারাও জমহুরের মাজহাবের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। যাতে বলা হয়েছে,

لا يمنعن احدكم (او احدا منكم) اذان بلال من سحوره فانه يوذن (اوينادى) بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم.

'বিলালের আজান তোমাদের কাউকে যেনো সেহরি হতে বারণ না করে। কেনোনা সে রাতে আজান দেয়। তোমাদের তাহাজ্জুদগুজারকে ফিরিয়ে আনা এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করানোর জন্য।' দলিলের কারণ হলো, যদি ফজরের পর নফল বৈধ হতো তাহলে ليرجع قائمكم বলার কোনো কারণ ছিলো না।

অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী নফল বৈধ হওয়ার ওপর আবু দাউদ[৪০৭] ও নাসায়িতে[৪০৮] বর্ণিত হজরত আমর ইবনে আম্বাসা সুলামি রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

قال قلت يا رسول الله! أى الليل اسمع؟ قال : جوف الليل الأخر، فصل ما شئت فإن الصلوة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح (اللفظ لأبى داود)

'তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের কোন অংশের দোয়া আল্লাহর দরবারে বেশি মকবুল? জবাবে তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝে। সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা নামাজ আদায় করো। কেনোনা, নামাজের সময় ফেরেশতারা সাক্ষী থাকে এবং নামাজ লিপিবদ্ধ হয় তোমার ফজর পড়া পর্যন্ত।'

---

[৪০৪] ১/২৫৫, ২৫৬ দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত ফজর উদয়ের পর অন্য কোনো নফল না পড়ার বর্ণনা সমূহ। প্রথম সূত্র সেটিই যেটি তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় সূত্র ইমাম তাবারানি রহ. মু'জামে আওসাতে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় সূত্রটিও তাবারানি রহ. নিজ মু'জামে উল্লেখ করেছেন। -নসবুর রায়াহ -জায়লায়ি। -সংকলক।

[৪০৫] শব্দগুলো মুসলিমের (১/২৫০, باب استحباب ركعتى الفجر والحث عليهما الخ) বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتبة وباب ركعتين قبل الظهر الخ ১/১৫৭) কিছু শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন। নাসায়ি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিমের শব্দে। (باب الصلوة بعد طلوع الفجر ১/৯৭) -সংকলক।

[৪০৬] সহিহ বোখারি (كتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر ১/৮৭), মুসলিম (كتاب الصيام باب بيان ان الدخول فى ১/২৫০ الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ) -সংকলক।

[৪০৭] ১/১৮১ باب من رخص فيه اذا كانت الشمس مرتفعة -সংকলক।

[৪০৮] ১/৯৭, ৯৮ كتاب المواقيت باب اباحة الصلوة الى ان يصلى الصبح -সংকলক।

তবে হজরত মাওলানা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[৪০৯] বলেছেন যে, এই হাদিসটি মুসনাদে আহমদে (৪/১১১, ২৮৫) অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

قلت أى الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الأخر، ثم الصلوة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلى الفجر[৪১০]

এ বিষয়টি এর দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফজর উদিত হওয়ার পর নফল পড়ার অনুমতি নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১৯৪ : ফজরের সুন্নতের পর পাশে শোয়া প্রসংগে[৪১১] (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ".

৪২০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করে, তখন যেনো ডান পাশে শয়ন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن صحيح গরিব। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করতেন তখন ডান কাতে একটু শুয়েছেন। অনেক আলেমের মত হলো, এমন করা মুস্তাহাবরূপে।

দরসে তিরমিযী

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ফজরের দু'রাকাত সুন্নতের পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্বে শয়ন করা প্রমাণিত। তবে হানাফি এবং জমহুরের

---

[৪০৯] ৪/৬৭ -সংকলক।

[৪১০] মুসনাদে আহমদেই এ হাদিসটি বর্ণিত আছে মুররা ইবনে কাব অথবা কাব ইবনে মুররা রা. হতেও। যার শব্দ নিম্নেযুক্ত- الصلوة المقبولة حتى يطلع الصبح ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس الخ। তাছাড়া এরই সমার্থবোধক একটি বর্ণনা মু'জামে তাবারানি কাবিরে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে বর্ণিত আছে। যার শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত ثم الصلوة مقبولة حتى يطلع الفجر لا صلوة حتى تكون الشمس قدر رمح او رمحين الخ দ্রষ্টব্য মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/২২৫, ২২৯ باب النهي عن الصلوة بعد الفجر وغير ذلك-সংকলক।

[৪১১] ফজরের সুন্নতের পর শোয়ার ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তীগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এখানে আটটি বক্তব্য রয়েছে- ১. এটা সুন্নত, ২. মুস্তাহাব, ৩. ওয়াজিব, এছাড়া ফজরের নামাজ সহিহ হবে না। ৪. বিদ'আত, ৫. অনুত্তম, ৬. সত্তাগতভাবে এটি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো, (ফরজ এবং সুন্নতের মাঝে) বিচ্ছেদ করা- পাশে শোয়ার মাধ্যমে অথবা কথাবার্তার মাধ্যমে, কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে। ৭. এটা ঘরে মুস্তাহাব, মসজিদে নয়। ৮. এটা রাত্রি জাগরণকারির জন্য মুস্তাহাব বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য সাধারণভাবে নয়। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৬৮,৭০ -সংকলক।

মতে এই শয়ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসগত সুন্নত ছিলো, শরয়ি সুন্নত ছিলো না। অর্থাৎ, রাতের নামাজে কষ্ট হওয়ার ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষন আরাম করতেন। সুতরাং যদি কেউ এই অভ্যাসগত সুন্নতের ওপর আমল না করে তাহলে কোনো গুনাহ নেই। আর যদি অভ্যাসগত সুন্নতের অনুসরণের প্রতি লক্ষ করে কেউ পার্শ্বে শয়ন করে তবে তা সওয়াবের কারণ। তবে শর্ত হলো তাকে রাত্রে তাহাজ্জুদে রত থাকতে হবে। তবে এটাকে শরয়ি সুন্নত মনে করা, লোকজনকে এর প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং এটা তরক করার ফলে প্রতিবাদ করা আমাদের মতে বৈধ নয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ. হানাফিদের বিপরীতে ফজরের সুন্নত দু'রাকাতের পর পার্শ্বে শয়নকে শরয়ি সুন্নত সাব্যস্ত করেন। ইবনে হাযম রহ. ও অনেক আহলে জাহের এ ব্যাপারে এতটা বাড়াবাড়ি করেছেন যে, এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। অনেকে তো এই পর্যন্ত বলেছেন যে, পার্শ্বে শোয়া ফরজ সহিহ হওয়ার শর্ত। অর্থাৎ, যদি শয়ন না করে তাহলে সহিহ হবে না ফরজও।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত ওপরযুক্ত হাদিস যাতে নির্দেশ সূচক শব্দ এসেছে শাফেয়ি প্রমূখের দলিল।

হানাফি এবং জমহুরের পক্ষ হতে জবাব হলো, নির্দেশ সূচক শব্দের বর্ণনা শায তথা নগন্য। মূলত এই বর্ণনাটি ছিলো ক্রিয়াবাচক। এতে শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বর্ণিত হয়েছে। তাই হজরত আয়েশা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলটি বর্ণনা করেছেন ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا صلى ركعتى الفجر اصطجع على يمينه كما ذكر الترمذى فى الباب এভাবে।

সমস্ত হাফিজে হাদিস তাই এ শয়নকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলরূপে বর্ণনা করেন। নির্দেশ সূচক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেন না। এটাকে বাচনিক হাদিসরূপে নির্দেশ সূচক শব্দে একমাত্র আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জিয়াদ বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জিয়াদ যদিও হাসান হাদিসের রাবি, তবে 'আমাশ হতে তার বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে। বস্তুত তার এই বর্ণনা আ'মাশ হতেই বর্ণিত। যদি মেনে নেই, তিনি সাধারণভাবেই সেকাহ তাহলে এখানে তিনি অন্যান্য সেকাহ বর্ণনাকারির বিরোধীতা করেছেন। সুতরাং তার এই বর্ণনাটি শায। এ কারণে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জিয়াদের একক বিবরণের কারণে এর ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। সুয়ুতি রহ. 'তাদরীবুর রাবি'তে শাজের উদাহরণে এই হাদিসটি পেশ করেছেন। শাজের ন্যূনতম হুকুম হলো, এটি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা। আর যদি মেনে নিয়ে এ হাদিসটিকে সহিহ স্বীকার করা হয় তখনও এই নির্দেশটি মমতা ও পথ নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার দলিল হলো, আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন,

كان [৪১২]رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلوة لم يصطجع لسنة ولكنه كان يدأب (الدأب معناء الجد والتعب) ليله فيستريح–

'যখন ফজর উদয় হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করতেন। তারপর ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন মুয়ায্যিন আসা পর্যন্ত। মুয়াযযিন এসে তাঁকে নামাজ সম্পর্কে অবহিত করতেন। তিনি সুন্নতের কারণে শয়ন করতেন না, বরং তিনি রাতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যেতেন। (এ কারণে শয়ন করতেন।-সংকলক) ফলে আরাম করতেন।'

---

[৪১২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৪৩, নং ৪৭২২, باب الضجعة بعد الوتر وبعد النافلة من الليل-সংকলক।

যদিও এ হাদিসের বর্ণনাকারির নাম অজ্ঞাত,[৪১৩] তবে এই বর্ণনাটি আমল দ্বারা সমর্থিত। কেনোনা, সাহাবায়ে কেরাম হতে কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা সুন্নতরূপে এ আমলটির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন,[৪১৪] এর পাবন্দি করেছেন। বরং অনেক সাহাবি এবং অনেক তাবেয়ি তো এটাকে বিদ'আত সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রা. আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, ইবরাহিম নাখয়ি, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, সাইদ ইবনে জুবায়র রহ. প্রমুখ। তাছাড়া চতুষ্টয়ের মধ্য হতে ইমাম মালেক রহ. এরই প্রবক্তা। বরং কাজি ইয়াজ রহ. তো এটাকে জমহুর ওলামার বক্তব্য সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরি রহ. এটাকে যদিও বিদ'আত সাব্যস্ত করেননি তা সত্ত্বেও তিনি অনুত্তম হওয়ার পক্ষে।

তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শয়নের এই আমলটির বিবরণের ক্ষেত্রে জুহরি রহ. এর ছাত্রদের মতপার্থক্য রয়েছে। আওজায়ি, ইবনে আবু জি'ব, উকাইল, ইউনুস, শুআইব এবং তাদের অধিকাংশ ছাত্র বর্ণনা করেছেন যে, এই শয়ন কার্যটি হতো ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাতের) পর।[৪১৫] অথচ ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেন যে, এই শয়ন কার্যটি হতো তাহাজ্জুদের পরে ফজরের দু'রাকাত সুন্নতের পূর্বে।২[৪১৬] হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. ইমাম মালেক রহ. এর বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, জুহরির ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বড় এবং মজবুত হাফেজ। তবে অন্যান্য আলেম অন্যদের বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেনোনা, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সারকথা, মালেক রহ. এর বর্ণনাটি প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ার পর হানাফিদের এই বক্তব্যটির আরো বেশি সমর্থন হয়ে যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাজের ক্লান্তি ও অবসন্নতার কারণে এই শয়ন ছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলটির মর্যাদা অভ্যাসগত সুন্নত পর্যায়ের, শরয়ি সুন্নতের মতো নয়।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

অনুচ্ছেদ–১৯৫ প্রসংগ : নামাজের ইকামত হয়ে গেলে ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ নেই (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢١– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَـلَا صَـلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ".

৪২১। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাজের ইকামত বলা হয় তখন আর ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ নেই।'

---

[৪১৩] তবে নাম অজানা বর্ণনাকারিও এই শ্রেণীর সেকাহ যে, ইবনু জুরাইজ রহ. তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, اخبرنى من اصدّق عن عائشة قالت الخ দ্র. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৪৩, باب الضجعة بعد الوتر নং ৪৭২২ -সংকলক।

[৪১৪] অবশ্য কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের মতে এই আমলটি মুস্তাহাব ছিলো অবশ্যই। যেমন, হজরত আবু মুসা, আবু হুরায়রা, রাফে ইবনে খাদিজ ও আনাস রা. এর মত। দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৬৮ -রশিদ আশরাফ।

[৪১৫] যেমন ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রাসংগিকভাবে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) পড়তেন তখন বাম পার্শ্বে শয়ন করতেন। -সংকলক।

[৪১৬] যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেকে (পৃষ্ঠা : ১০২ صلوة النبى صلى الله عليه وسلم فى الوتر আছে,

مالك عن ابى شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منه بواحدة فاذا اضطجع على شقه الأيمن.

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে বুহাইনা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস, ইবনে আব্বাস ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن। আইয়্যুব, ওয়ারকা' ইবনে উমর, জিয়াদ ইবনে সা'ব, ইসমাইল ইবনে মুসলিম, মুহাম্মদ ইবনে জুহাদা, আমর ইবনে দিনার-আতা ইবনে ইয়াসার-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাম্মাদ ইবনে জায়দ ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দিনার হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। তবে মারফু' হাদিসটিই আমাদের মতে বিশুদ্ধতম। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয় তখন আর কেউ ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ পড়বে না।

আবু হুরায়রা সনদে এই হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আইয়াশ ইবনে আব্বাস কিতবানি মিসরি আবু সালামা সূত্রে আবু হুরায়রা রা. সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয় তখন আর কেউ ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ পড়বে না। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة : জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, এই চার নামাজে তো এই হুকুমটি ইজমায়ি যে, জামাত দাঁড়ানোর পর সুন্নত পড়া বৈধ নয়। অবশ্য ফজরের সুন্নত সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে ফজরেও এই হুকুমই যে, জামাত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নতও পড়া বৈধ নয়। তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তবে হানাফি এবং মালেকিগণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের হুকুম হতে ফজরের সুন্নতকে ব্যতিক্রমভুক্ত সাব্যস্ত করেন। তাদের মতে হুকুম হলো, জামাত দাঁড়ানোর পর মসজিদের কোনো কোনে অথবা সাধারণ জামাত হতে সরে ফজরের সুন্নত পড়ে নেওয়া বৈধ। তবে শর্ত হলো, জামাত সম্পূর্ণরূপে ফওত হওয়ার আশংকা না থাকতে হবে। হানাফি এবং মালেকিদের দলিল প্রথমত সেসব হাদিস যেগুলোতে ফজরের সুন্নতের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে।[৪১৭] দ্বিতীয়ত বহু ফকিহ সাহাবি হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ফজরের সুন্নত জামাত দাঁড়ানোর পরেও আদায় করতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো,

---

[৪১৭] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত (সুন্নত) এর প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করতেন অন্য কোনো নফলে এতো ভীষণ গুরুত্বারোপ করতেন না। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত (সুন্নত) যতো দ্রুত পড়তেন অন্য কোনো নফলের ব্যাপারে আমি তাঁকে এমন দেখিনি।

তাঁর হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরেকটি হাদিসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসবের চেয়ে উত্তম। হজরত আয়েশা রা. এর আরেকটি বর্ণনা আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদয় হওয়ার পর দু'রাকাত (সুন্নত) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, এ দু'রাকাত আমার কাছে গোটা দুনিয়া হতে অধিক প্রিয়। এসব হাদিসের জন্য দ্রষ্টব্য সহিহ মুসলিম : ১/২৫১, باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب ان يقرأ فيهما তাছাড়া ফজরের সুন্নতের প্রতি তাকিদ সংক্রান্ত একটি হাদিস আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) ছেড়ো না। যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নেয়। আহমদ, আবু দাউদ, সনদ সহিহ। -আছারুস্ সুনান : ১৮০, باب فى تاكيد ركعتى الفجر -রশিদ আশরাফ।

১. তাহাবিতে[৪১৮] নাফে' রা. বলেন,

ايقظت ابن عمر (رضـــ) لصلاة الفجر وقد اقيمت الصلوة فقام فصلى الركعتين.

'ইবনে উমর রা. কে আমি ফজর নামাজের জন্য জাগিয়ে দিলাম। তখন নামাজের ইকামত হয়ে গেছে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন।'

২.[৪১৯] عن ابى اسحاق قال حدثنى عبدالله بن ابى مو سى عن ابيه حين دعا ابا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود قبل ان يصلى الغداة ثم خرجوا من عنده وقد اقيمت الصلوة فجلس عبدالله الى اسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل فى الصلوة

'হজরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, সাইদ ইবনুল আস রা. যখন তাদেরকে ডেকে ছিলেন, তখন আবু মুসা-হুজাইফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে ডেকেছিলেন। তারপর তাঁরা সাইদ ইবনে আস রা. এর কাছ হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। তখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছিলো। ফলে আবদুল্লাহ মসজিদের একটি স্তম্ভের কাছে এসে বসলেন। তারপর দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর নামাজে অন্তর্ভুক্ত হলেন।

৩. আবু উসমান আনসারি রহ. বলেন[৪২০],

جاء عبدالله بن عباس والإمام فى صلوة الغداة ولم يكن صلى الركعتين، فصلى عبد الله بن عبا س الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم.

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এমন সময় এলেন, যখন ইমাম ফজরের নামাজে রত। অথচ ইবনে আব্বাস রা. দু'রাকাত (সুন্নত) নামাজ আদায় করেননি। তখণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ইমামের পেছনে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর ফরজ নামাজে প্রবেশ করলেন তাদের সঙ্গে।'

৪. তাহাবিতে[৪২১] আবু দারদা রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلوة الفجر فصلى الركعتين فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى الصلوة.

'এমন সময় তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন যখন লোকজন ফজরের নামাজে কাতারে অবস্থান করতেন। তখন তিনি মসজিদের এক পাশে দু'রাকাত নামাজ পড়ে কওমের সঙ্গে নামাজে প্রবেশ করতেন।'

---

[৪১৮] ১/১৮৩, الخ باب الرجل المسجد والإمام فى صلوة الفجر ولم يكن ركع أيركع او لايركع-সংকলক।

[৪১৯] শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৮৩, الخ باب الرجل يدخل المسجد والإ مام فى صلوة الفجر ইমাম তাহাবি রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, ইনি (আবদুল্লাহ) এই আমল করেছেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন হুজায়ফা রা.ও। তাঁরা তাঁর প্রতি কোনো প্রকার প্রতিবাদ জানাননি। এতে তাঁদের দুজন আবদুল্লাহ রা. এর অনুকূল ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়।

এই বর্ণনাটি হাফেজ আবদুর রাজ্জাকও মুসান্নাফে শাব্দিক কিছু পার্থক্য সহকারে উল্লেখ করেছেন। দ্র. ২/৪৪৪, নং ৪০২১ باب هل يصلى ركعتى الفجر اذا اقيمت الصلوة

[৪২০] তাহাবি : ১/১৮৩, لخ باب الرجل يدخل المسجد-সংকলক।

[৪২১] ১/১৮৩ باب الرجل يدخل المسجد الخ

৫. তাহাবিতে[৪২২] আছে, আবু উসমান নাহদি রহ. বলেন,

أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلوة الفجر فصلى الركتعين فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى الصلوة.

'হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর কাছে আমরা আসতাম ফজরের নামাজের পূর্বে দু'রাকাত (সুন্নত) নামাজ আদায়ের আগে। তখন তিনি নামাজে রত থাকতেন। তখন আমরা মসজিদের শেষের দিকে দু'রাকাত নামাজ পড়তাম। তারপর কওমের সঙ্গে তাদের ফরজ নামাজে প্রবেশ করতাম।'

এগুলোর সনদ সহিহ। এগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিলো, তাঁরা জামাত দাঁড়ানোর পরেও ফজরের সুন্নত পড়ে নিতেন। তাছাড়া যখন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ফজরের সুন্নত হলো, সবচে বেশি তাকিদপূর্ণ, আর ফজরে কেরাত ও দীর্ঘ হয়ে থাকে, তাই যদি ফজরের সুন্নতের হুকুম আলোচ্য হাদিসের হুকুম হতে ব্যতিক্রম হয়, তবে এটা যৌক্তিক।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা বলবো, এর ওপর পরিপূর্ণরূপে শাফেয়িগণও আমল করেন না। কেনোনা, যদি কেউ জামাত দাঁড়ানোর পর নিজ ঘরে সুন্নত পড়ে রওয়ানা দেয়, তাহলে এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতেও বৈধ।[৪২৩] অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের হুকুমে এটিও অন্তর্ভুক্ত। এতে ঘর এবং মসজিদের কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়ত الا المكتوبة শব্দে ছুটে যাওয়া নামাজও অন্তর্ভুক্ত। যার দাবি হলো, নামাজের ইকামতের পর ছুটে যাওয়া নামাজ পড়াও বৈধ। অথচ শাফেয়িগণ এটাকেও বৈধ বলেন না। যেনো, এ হাদিসটি ব্যাপক তবে তার হতে কিছু কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে, তথা علم خص عنه البعض এর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যদি হানাফিগণ ফুকাহায়ে সাহাবার আমলের ভিত্তিতে এতে অতিরিক্ত কোনো তাখসিস (বিশেষিত করণ) সৃষ্টি করেন, তাতে কি অসুবিধা?

হানাফিদের মাজহাবের স্বপক্ষে অনেকে বায়হাকির[৪২৪] একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তাতে فلا صلوة الا المكتوبة -এর পরে الا ركعتى الصبح ব্যতিক্রমভুক্তি মওজুদ রয়েছে। তবে এই বর্ণনাটি নেহায়েত জয়িফ। ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটির উদ্ধৃতির পর বলেন, এই অতিরিক্ত অংশটি ভিত্তিহীন।

এমনভাবে অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী একটি বর্ণনা পেশ করেন যাতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির পর উল্লেখ রয়েছে- প্রশ্ন করা হলো,[৪২৫] ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফজরের দু'রাকাতও নয়? জবাবে তিনি বললেন, ফজরের দু'রাকাতও নয়। তবে এই বর্ণনাটির দুর্বলতা প্রথমটির চেয়ে আরো বেশি। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো, সূত্রগতভাবে এ দুটি বর্ণনা অপ্রামাণ্য।

---

[৪২২] সূত্র ঐ

[৪২৩] প্রবল ধারণা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এই বক্তব্য হলো, হজরত ইবনে উমর রা. এর আমলের আলোকে। হজরত নাফে' হতে বর্ণিত আছে, হজরত ইবনে উমর রা. ফজরের নামাজের জন্য পোশাক পরছিলেন। এমতাবস্থায় ইকামত শুনলেন। তারপর তিনি হুজরাতে ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে এসে লোকজনের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। বর্ণনাকারি বলেন, ইবনে উমর রা. যখন এ দু'রাকাত না পড়ে ইমামকে নামাজরত অবস্থায় পেতেন তখন তিনি ইমামের সঙ্গে শরিক হতেন। তারপর এ দু'রাকাত সূর্যোদয়ের পর পড়ে নিতেন। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৪৪৩, নং ৪০১৯, باب هل يصلى ركعتى الفجر اذا اقيمت الصلوة -সংকলক।

[৪২৪] ২/৪৮৩, باب كراهية الإشتغال بهما بعد ما اقيمت الصلوة -সংকলক।

[৪২৫] সুনানে কুবরা -বায়হাকি। সূত্র ঐ

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ–১৯৬ প্রসংগ : ফজরের সুন্নত দু'রাকাত ছুটে গেছে সে তা আদায় করে নিবে ফজরের নামাজের পর (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٢– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ: "خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلاً يَا قَيْسُ أَصَلاَتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، قَالَ: فَلاَ إِذَنْ".

৪২২। **অর্থ :** কায়স রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরুলেন, তারপর নামাজের ইকামত বলা হলো। আমি তার সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করলাম। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাজ হতে) ফিরে আমাকে নামাজ অবস্থায় পেলেন। তাই তিনি বললেন, থাম হে কায়স! দুই নামাজ কি এক সঙ্গে? জবাবে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) পড়তে পারিনি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তবে তখন নামাজ আদায় করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাদ ইবনে সাইদ সূত্র ব্যতীত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিমের হাদিসটি অনুরূপ আমরা জানি না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ এই হাদিসটি সাদ ইবনে সাইদ রা. হতে শুনেছেন। এই হাদিসটি শুধু মুরসালরূপে বর্ণনা করা হয়। মক্কাবাসী একটি সম্প্রদায় এই হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তারা ফরজ নামাজের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে দু'রাকাত (সুন্নত) নামাজ পড়াতে কোনো দোষ মনে করেন না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাদ ইবনে সাইদ হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-আনসারির ভাই। কায়স হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদের দাদা। তাঁকে কায়স ইবনে আমরও বলা হয়। আবার বলা হয়, তিনি কায়স ইবনে ফাহদ। এই হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম তাইমি কায়স হতে হাদিস শুনেননি। অনেকে এই হাদিসটি সাইদ ইবনে সাইদ সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে কায়সকে দেখেছেন। এটি আবদুল আজিজ-সাদ ইবনে সাইদ সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম।

দরসে তিরমিযী

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে যদি কেউ ফরজের পূর্বে ফজরের সুন্নত আদায় না করতে পারে তাহলে সে ফরজের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে আদায় করতে পারে। তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ فلا اذن শব্দটিকে فلا بأس اذن [৪২৬](তখন কোনো ক্ষতি নেই) এর অর্থে প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ, যদি ছুটে যাওয়া এ দু'রাকাত পড়ে নেয় তাহলে কোনো অসুবিধা

---

[৪২৬] مهلا يا قيس আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাকে এ কথাটি নামাজ শুরু করার পূর্বে বলেছিলেন না পরে? না নামাজ পড়ার সময়? প্রথমটি হাদিসের নস বিপরীত আর তৃতীয়টি সুস্থ অভিরুচির বিপরীত। সুতরাং দ্বিতীয়টি নির্দিষ্ট হলো। এটাই স্পষ্ট। সম্ভবত তিনি নামাজ শেষে ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, مهلا يا قيس অর্থাৎ, থাম, বিরত হও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে বারণ কামনা করেছিলেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৯০

নেই। তাছাড়া অনেক বর্ণনায় এখানে فلا اذن এর স্থলে فسكت النبي صلى الله عليه وسلم[৪২৭] শব্দ, আর কোনোটিতে فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى ولم يكن شيئا[৪২৮] শব্দ এসেছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত কায়স রা. এর ওজর গ্রহণ করেছিলেন। হাদিসের এসব শব্দ দ্বারা শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখ দলিল পেশ করেন।

হানাফি এবং মালেকিদের মতে ফজরের ফরজের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নত পড়া বৈধ নয়। বরং এমতাবস্থায় সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করা উচিত এবং এর পর সুন্নত পড়া চাই।

হানাফিদের সমর্থনে সেসব হাদিস পেশ করা যায় যেগুলোতে ফজরের পর নামাজ নিষিদ্ধ দলিল করছে[৪২৯]

---

[৪২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৮০, باب ماجاء فی من فاتته الركعتان قبل صلوة الفجر متى يقضيهما -সংকলক।

[৪২৮] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৪৪২, নং ৪০১৬ باب هلى يصلى بعدركعتى الفجر اذا اقيمت الصلوة

[৪২৯] বিন্নৌরি রহ. معارف السنن (৪/৯২) লিখেন, শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেছেন, আর অনেক বর্ণনায় আছে- فضحك النبى صلى الله عليه وسلم। তবে আমি কোনো বর্ণনায় فضحك শব্দটি পাইনি। ফলে শব্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। এটি কে বর্ণনা করেছেন তা দেখা উচিত।

আলহামদুলিল্লাহ! আহকার সংকলক হাসির এই রেওয়ায়তটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (২/২৫৪, باب فى ركعتى الفجر اذا فاتته) পেয়ে গেছে-

حدثنا هيشم قال اخبر نا عبد الملك عن عطاء أن رجلا صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلوة قام الرجل صلى الركتعين فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما هاتان الركعتان؟ فقال يا رسول الله! جئت وانت فى الصلاة ولم اكن صليت الركعتين قبل الفجر فكرهت ان اصليهما وانت تصلى فلما قضيت الصلوة قمت فصليت الصلوة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ولم ينهه

'আতা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করলেন, তখন সেই লোকটি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'রাকাত কিসের? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন নামাজরত তখন আমি উপস্থিত হয়েছি। ফজরের আগের দু'রাকাত আমি পড়তে পারিনি। সুতরাং আপনি নামাজরত অবস্থায় আমি দু'রাকাত পড়া অপছন্দ করি। তারপর আপনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে সে নামাজ আদায় করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। না তাকে নির্দেশ দিলেন, না তাকে নিষেধ করলেন।

প্রবল ধারণা বিন্নৌরি রহ. এই হাদিসটি না পাওয়ার কারণ এই বর্ণনাটির তাহকিকের সময় তার কাছে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা বিদ্যমান ছিলো না। অথচ এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেই বর্ণিত আছে। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, প্রায় নয়টি অনুচ্ছেদের পর باب ما جاء ان صلوة الليل مثنى مثنى এর অধীনে ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা সম্পর্কে হজরত বিন্নৌরি রহ. লিখেন, قال الراقم ليس عندى المصنف। দ্রষ্টব্য معارف السنن : ৪/১২০ -রশিদ আশরাফ।

এর সমার্থবোধক কয়েকটি হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হলো,

এবং অর্থগতভাবে এগুলো মুতাওয়াতির। তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে[৪৩০] বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদিস হানাফিদের একটি দলিল,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس–

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এই হাদিসটি আমর ইবনুল আসেম আল-কিলাবির একক বিবরণ।

জবাব : আমর ইবনুল আসেম সত্যবাদী রাবি।[৪৩১] সুতরাং তার এ হাদিসটি حسن হতে নিম্নস্তরের নয়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস সম্পর্কে আমরা বলব, প্রথমত তিরমিযী রহ. এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক এটি

وعن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس– رواه الشيخان–

'ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবি হতে শুনেছি- তন্মধ্যে একজন হলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। আর তিনি ছিলেন, আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।' (বোখারি ও মুসলিম)

وعن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس– رواه الشيخان

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোনো নামাজ নেই। এমনিভাবে ফজর নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কোনো নামাজ নেই। (বোখারি ও মুসলিম)

وعن ابى هريرة رضــــ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس– رواه الشيخان

'আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত, এমনিভাবে সকালের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।' (বোখারি ও মুসলিম)

وعن عمرو بن عنبسة السلمى قال قلت يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله واجهله أخبرنى عن الصلوة، قال صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس الخ رواه مسلم واحمد.

আমর ইবনে আমবাসা সুলামি রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিখিয়েছেন, অথচ আমি সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাকে নামাজ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি ফজরের নামাজ পড়ো, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ হতে বিরত থাক। .... (মুসলিম ও আহমদ)

এই বর্ণনাগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য আছারুস্ সুনান -নিমবি ১৭৮,১৭৯ باب كراهية التطوع بعد صلوة العصر وصلوة الصبح- রশিদ আশরাফ।

[৪৩০] باب ماجاء فى اعادتهما بعد طلوع الشمس ১/৮২ -সংকলক।

[৪৩১] আমর ইবনে আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-কিলাবি আল-কায়সি আবু উসমান আল-বসরি সত্যবাদী। তবে তার স্মরণশক্তিতে কিছুটা অসুবিধা ছিলো। নবম শ্রেণীর ছোটদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইন্তিকাল করেছেন ১১৩ হিজরি সনে। মিম্বী 'আইন'। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/৭২, নং ৬১৩। -সংকলক।

মুনকাতে'। তাই তিনি বলেন, 'এ হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। দ্বিতীয়ত[৪৩২] فلا اذن শব্দের অর্থ আমাদের মতে فلا بأس اذن নয়। বরং এর অর্থ فلا تصل اذن। তথা তখন নামাজ পড়ো না। আর এই ব্যাখ্যাটির দিকে যদিও মন দ্রুত এগিয়ে যায় না; বরং এর বিপরীত তবে ওপরযুক্ত দলিলাদির কারণে এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ–১৯৭ : সুর্যোদয়ের পর দু'রাকাত সুন্নত পুনরায় আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٣– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ".

৪২৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়লো না সে যেনো অবশ্যই এ দু'রাকাত সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি আমরা এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। ইবনে উমর রা. হতে তাঁর কর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক ও ইবনে মুবারক রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমরা এই হাদিসটি হাম্মাম হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করতে আমর ইবনে আসেম কিলাবি ব্যতীত অন্য কাউকে জানি না। কাতাদার হাদিস প্রসিদ্ধ হলো, নজর ইবনে আনাস-বশির ইবনে নাহিক-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা। তিনি এরশাদ করেছেন, সূর্যোদয়ের আগে যে ফজরের নামাজের এক রাকাত পাবে সে ফজরের নামাজ পাবে পুরোটাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ–১৯৮ : জোহরের পূর্বে চার রাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٤– عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ: "كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ".

৪২৪। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত (সুন্নত) পড়তেন।

---

[৪৩২] এই শব্দটি কি স্বীকারোক্তির জন্য, না প্রত্যাখ্যানের জন্য- এতদসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৯২-৯৫ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা ও উম্মে হাবিবা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن। আবু বকর আল-আত্তার বলেছেন, আলি ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ সূত্রে সুফিয়ান হতে। তিনি বলেছেন, আমরা হারিসের হাদিসের ওপর আসেম ইবনে জামরার হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব জানতাম। সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়ার বিষয়টি পছন্দ করেছেন। এটাই সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। অনেক আলেম বলেছেন, রাত ও দিনের নামাজ দু' দুরাকাত করে। তাঁরা প্রতি দু'রাকাত আলাদা পড়ার মত পোষণ করেন। এমতই পোষণ করেন, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.।

দরসে তিরমিযী

عن علي رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين

এই হাদিস অনুযায়ী হানাফি এবং মালেকিদের মতে জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত। ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও একটি বক্তব্য এটিই। মুহাজ্জাবে তো শাফেয়ি রহ. এর এই বক্তব্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ শাফেয়ি রহ. নিজস্ব প্রসিদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী এবং আহমদ রহ. এর প্রবক্তা যে, জোহরের পূর্বে সুন্নত শুধু দু'রাকাত। তাদের দলিল- পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ماجاء فى الر كعتين بعد الظهر) বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা,[৪৩৩]

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها

জমহুরের বক্তব্য হলো, অধিকাংশ বর্ণনা চার রাকাত সুন্নত হওয়ার দলিল। যেমন, ১. আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আলি রা. এর বর্ণনা, যেটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. হজরত আবু আইয়্যুব আনসারি রা. এর বর্ণনা,[৪৩৪]

قال ادمن[٤٣٥] رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تدمن هؤلاء الأربع ركعات قال يا ابا ايوب! اذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلن[٤٣٦] ترتج حتى

---

[৪৩৩] তাছাড়া তাদের দলিল হজরত আয়েশা, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা সমূহও। হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনাও এই আলোচ্য বিষয়ের শেষেই পরবর্তীতে আসছে। হজরত আবু হুরায়রা রা.এর বর্ণনা সুনানে ইবনে মাজাহতে (পৃষ্ঠা : ৮০ (باب ماجاء فى ثنتى عشرة ركعة من السنة) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে দিনে বার রাকাত (সুন্নত) পড়বে দু'রাকাত ফজরের পূর্বে আর দু'রাকাত জোহরের পূর্বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাটি তিরমিযীতে (১/৮৩ باب ماجاء انه يصليهما (اى الركعتين بعدالمغرب) এর অধীনে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দশ রাকাত নামাজের কথা স্মরণ রেখেছি। এই দশ রাকাত তিনি রাত দিনে আদায় করতেন- দু'রাকাত জোহরের পূর্বে আর দু'রাকাত এর পরে। ..... রশিদ আশরাফ।

[৪৩৪] তাহাবি (১/১৬৫ باب التطوع بالليل والنهار كيف هى)-সংকলক।

[৪৩৫] ادمن الشيء এর অর্থ হলো, কোনো কাজ সর্বদা করা। -সংকলক।

[৪৩৬] ৪. মাজহুল শব্দ অর্থাৎ, আর বন্ধ করা হয় না। -সংকলক।

يصلى الظهر فاحب ان يصعد لى فيهن عمل صالح قبل ان ترتج فقلت يا رسول الله! او فى كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل؟ قال لا إلا التشهد.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলার পর সর্বদা চার রাকাত আদায় করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সর্বদা এই চার রাকাত আদায় করেন? এবং জবাবে তিনি বললেন, আবু আইয়্যুব! যখন সূর্য হেলে যায় তখন আসমানের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এগুলো জোহরের নামাজ পড়া পর্যন্ত আর বন্ধ করা হয় না। সুতরাং আমি এ সময়ে দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার নেক আমল ওপরে উত্থিত হোক তা পছন্দ করি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর প্রতি রাকাতে কি কেরাত রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এগুলোর মাঝে কি ব্যবধানকারি সালাম রয়েছে? তিনি বললেন, না, আর কোনো সালাম নেই তাশাহহুদ ব্যতীত।'

৩. পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অনুচ্ছেদে[৪৩৭] বর্ণিত উম্মে হাবিবা রা. এর বর্ণনা। তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار.

৪. আয়েশা রা. এর বর্ণনা,

قالت [٤٣٨] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر [٤٣٩] على اثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة دخل الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাকাত তথা, জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও এর পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত, এশার পর দু'রাকাত ও ফজরের পর দু'রাকাত সুন্নত সর্বদা আদায় করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে।'

৫. পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে[৪৪০] বর্ণিত আয়েশা রা. এর বর্ণনা,

عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصل اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.

ওপরযুক্ত হাদিস সমূহ তাছাড়া আরো প্রচুর বর্ণনা চার রাকাত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল।

ইবনে উমর রা. এর হাদিসের জবাবে আমরা বলবো, এতে জোহরের পূর্বেকার সুন্নতের বিবরণ নয়; বরং অন্য একটি নামাজের বিবরণ রয়েছে। যেটাকে বলা হয় 'সালাতুজ্ জাওয়াল'। এ দুটি রাকাত ছিলো নফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'রাকাত সূর্য হেলার তাৎক্ষণিক পর আদায় করতেন। এর দলিল হলো, আয়েশা রা. হতে একাধিক বর্ণনা জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর

---

[৪৩৭] باب ماجاء فى الركعتين بعد الظهر صلاهن بعدها পৃষ্ঠা ৮৩ এর পর অন্য আরেকটি অনুচ্ছেদ। -সংকলক।

[৪৩৮] সুনানে নাসায়ি : ১/২৫৬, ثواب من صلى فى اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة سواى المكتوبة الخ -সংকলক।

[৪৩৯]. ثابر-يثابر-مثابرة কোনো কথা বা কাজের প্রতি লোভ এবং এগুলোকে আবশ্যক করে নেওয়া-সর্বদা করা। টীকা নাসায়ি (১/২৫৬) -সংকলক।

[৪৪০] অন্য আরেকটি অনুচ্ছেদ : ১/৮২ -সংকলক।

থেকেই জোহরের পূর্বে দু'রাকাতের আলোচনাও অনেক বর্ণনায় এসেছে। তাই তিরমিযীতেই[৪৪১] আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

سألت عائشة رضى الله عنها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين الخ.

'আয়েশা রা.কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, তিনি জোহরের পূর্বে দু'রাকাত ও পরে দু'রাকাত আদায় করতেন .....।'

সুতরাং স্পষ্ট হলো, জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং জোহরের পূর্বে দু'রাকাত দুটি নামাজই ভিন্ন ভিন্ন। চার রাকাত ছিলো জোহরের পূর্বেকার সুন্নত। আর দু'রাকাত সালাতুজ্ জাওয়াল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

ইবনে জারির তাবারি রহ. বলেছেন,[৪৪২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুটি বিষয়ই প্রমাণিত। জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়াও আবার দু'রাকাত আদায় করাও। অবশ্য চার রাকাতের বর্ণনা বেশি। দু'রাকাতের বর্ণনা কম। সুতরাং উভয় পদ্ধতি বৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ–১৯৯ : জোহরের পর দু'রাকাত (সুন্নত) প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا".

৪২৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জোহরের পূর্বে দু'রাকাত ও পরে দু'রাকাত আদায় করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি বিশুদ্ধ।

بَابٌ آخَر مِنْهُ

অন্য একটি অনুচ্ছেদ : ২০০ (মতন পৃ. ৯৬)

٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا".

---

[৪৪১] ১/৮৩, باب ماجاء فى الركعتين بعد العشاء -সংকলক।

[৪৪২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১০৫

৪২৬। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তে পারতেন না তখন জোহরের পর এ চার রাকাত আদায় করে নিতেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। এটি ইবনে মুবারক হতে এই সূত্রেই কেবল জানি। এটি কায়স ইবনুর রবি' শু'বা সূত্রে খালেদ হাজ্জা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা হতে কায়স ইবনুর রবি' ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٤٢٧- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضـ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".

৪২৭। হজরত উম্মে হাবিবা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জোহরের পূর্বে চার রাকাত (সুন্নত) আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে হারাম করে দিবেন জাহান্নামের জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। এই সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٨- عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِيْ أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".

৪২৮। হজরত আম্বাসা ইবনে আবু সুফিয়ান বলেছেন, আমি আমার বোন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী উম্মে হাবিবা রা. কে বলতে শুনেছি, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত (সুন্নত) সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হারাম করে দিবেন জাহান্নামের ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن صحيح غريب। কাসিম হলেন, আবদুর রহমানের ছেলে। তার উপনাম হলো, আবু আবদুর রহমান। তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মু'আবিয়ার আজাদকৃত দাস। তিনি শামের অধিবাসী সেকাহ। আবু উমামা রা. এর ছাত্র।

দরসে তিরমিযী

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصل اربعا قبل الظهر صَلَّاهُنَّ بعدها.

অধিকাংশের মাজহাব হলো, যদি জোহরের পূর্বেকার সুন্নত ছুটে যায় তবে এগুলো পরে পড়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে আদায় করা সম্পর্কে হানাফিদের দুটি বক্তব্য রয়েছে,

১. এগুলো আদায় করবে পরবর্তী দুই রাকাতের পূর্বে। এই বক্তব্যটি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। সাধারণ মূলপাঠগুলোতে এটাকেই পছন্দ করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় বক্তব্য যেটি আবু হানিফা রহ. এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। সেটি হলো, এই চার রাকাত আদায় করবে জোহর পরবর্তী দু'ই রাকাতের পর। এই বক্তব্যটির ওপরই ফতওয়া। আয়েশা রা. এর একটি হাদিস[৪৪৩] দ্বারাও এর সমর্থন হয়।

قالت كان رسول الله صلى الله وسلم اذا فاتتها الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعين بعد الظهر و الله اعلم.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ–২০১ : আসরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٢٩– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ".

৪২৯। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এগুলোর মাঝে ব্যবধান করতেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা এবং তাদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনদের প্রতি সালাম পাঠায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن। ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আসরের পূর্বে চার রাকাতের মাঝে ব্যবধান না করা পছন্দ করেছেন। এ হাদিসটি দ্বারা তিনি দলিল পেশ করেছেন। ইসহাক রহ. বলেছেন, 'তিনি সালাম দ্বারা এগুলোর মাঝে ব্যবধান করতেন' -এ বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে তাশাহহুদ পড়া। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. দিন ও রাতের নামাজ দু'রাকাত দু'রাকাত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ব্যবধানের বিষয়টিও পছন্দ করেছেন।

٤٣٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَحِمَ اللهُ اِمْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا".

৪৩০। হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন যে, আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়েছে।

---

[৪৪৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা ৮০ باب فائتة الأربع قبل الظهر আবু আবদুল্লাহ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, এই হাদিসটি কেবল কায়সই শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, কায়স একজন সত্যবাদী রাবি। এজন্য হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাকরিবুত্ তাহজিবে (২/১২৮ হরফ ق হাদিস নং ১৩৯) লিখেন- قيس بن الربيع الأسدى ابو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر তথা কায়স ইবনুর রবি' আসাদি আবু মুহাম্মদ কুফি সত্যবাদী। তবে বয়স্ক হয়ে যাওয়ার পর স্মরণশক্তিতে কিছু পরিবর্তন এসেছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

كان النبى صلى الله عليه سولم قبل اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين و المؤمنين

بالتسليم দ্বারা প্রসিদ্ধ সালাম উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য তাশাহহুদ। কেনোনা, তাশাহহুদে السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين শব্দও আছে। সুতরাং এই দু'রাকাত একই সালামে পড়তে হবে। অবশ্য শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে আলাদা আলাদা সালামে পড়া উত্তম। ইমাম তিরমিযী রহ. সতর্ক করেছেন এ বিষয়ে।

رحم الله امرأ صلى قبل العر أربعا : হাকেমুল উম্মত রহ. বলেন যে, এই চার রাকাতের সুনির্দিষ্ট কোনো ফজিলত বর্ণনা করার পরিবর্তে সাধারণ রহমতের উল্লেখ এর দলিল যে, এগুলোর সওয়াব এতো বেশি যে এগুলো ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةُ فِيهِمَا

অনুচ্ছেদ-২০২ : মাগরিবের পর দু'রাকাত এবং এ দুটোর কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ".

৪৩১। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি গণনা করতে পারবো না কতোবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিব নামাজের পর দু'রাকাতে এবং ফজর নামাজের পূর্বে দু'রাকাতে قل يا أيها الكافرون ও قل هو الله أحدٌ পড়তে শুনেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি তাঁর হাদিসের মধ্যে গরিব। আবদুল মালেক ইবনে মা'দান সূত্রেই আসেম হতে আমরা এ হাদিসটি জানি।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-২০৩ প্রসংগ : এই দু'রাকাত নামাজ পড়বে ঘরে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣٢- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ".

৪৩২। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর ঘরে মাগরিবের পর দু'রাকাত আদায় করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত রাফে ইবনে খাদিজ ও কাব ইবনে উজরা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٤٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيْهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ".

৪৩৩। হজরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দশ রাকাত নামাজের কথা মনে রেখেছি। তিনি এগুলো আদায় করতেন -জোহরের পূর্বে দু'রাকাত, এরপর দু'রাকাত, মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত এশার পূর্বে দু'রাকাত। বারি বলেন, হাফসা রা. আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফজরের পূর্বে দু'রাকাত আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসটি حسن صحيح।

٤٣٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ.

৪৩৪। **অর্থ :** 'হাসান ইবনে আলি ... ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

সমস্ত নফল, সুন্নত ঘরে পড়া। অবশ্য যদি ঘরে এসে বিভিন্ন কাজে মশগুল হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তবে মসজিদেই পড়ে নিবে। আজকাল যেহেতু অলসতা প্রবল, সেহেতু মসজিদে পড়ার জন্য ফতওয়া দেওয়া হয়েছে। তবে যার ঘরে গেলে সুন্নত ফওত না হওয়ার ভরসা হয় আজকালও তার জন্য ঘরে আদায় করা আফজাল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ২০৪ : মাগরিবের পর ছয় রাকাত নফলের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً".

৪৩৫। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবে এগুলোর মাঝে কোনো খারাপ কথা বলবে না। তার এই নামাজ গণ্য করা হবে বার বছরের ইবাদতের সমতুল্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ২০ রাকাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি গরিব। আমরা কেবল জায়দ ইবনুল হুবাব-উমর ইবনে আবু খাছআম সূত্রেই এটি জানি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে আমি বলতে শুনেছি, উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু খাছআমের হাদিস মুনকার। তিনি তাকে নেহায়েত জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।

দরসে তিরমিযী

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة

মাগরিবের পর ছয় রাকাতের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো বারো বছরের ইবাদতের সমান। এই নামাজটিকে সাধারণ আওয়াবীন নামাজ বলে। তবে সহিহ হাদিসগুলোতে চাশতের নামাজগুলোকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে সালাতুল আওয়াবীন।[888]

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন যে, চাশতের নামাজের এই নাম সে আয়াত হতে গৃহীত, যাতে হজরত দাউদ (আ.) এর জন্য বলা হয়েছে-[885] إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَهُ এতে ইশরাকের ওয়াক্তে তাসবিহের উল্লেখ রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, والطير محشورة

---

[888] مصنف ابن ابى شيبة (২/৪০৬, باب من كان يصليها أى صلوة) হজরত জায়দ ইবনে ইতবান রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের কাছে বেরিয়ে এলেন, তখন তারা চাশতের নামাজ পড়ছিলেন। ফলে তিনি বললেন, সালাতুল আওয়াবীন যখন সূর্যের তাপের করণে উটের বাচ্চাগুলোর পা গরম হয়ে যায় (তখন এর আদায়ের সময়)। مصنف ابن ابى شيبة (২/৪০৮) হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন চাশতের নামাজ আদায়ের জন্য। কেনোনা, এটি আওয়াবীনের নামাজ। এমনিভাবে مصنف ابن ابى شيبة (২/৪০৮, باب أى الساعة تصلى الضحى) হজরত আলি রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি দেখলেন, সূর্যোদয়ের সময় লোকজন চাশতের নামাজ আদায় করছে। ফলে তিনি বললেন, তারা কেনো এটি পরখ করলো না। সূর্য যখন এক নেজা বা দুই নেজা পরিমাণ ওপরে উঠতো (তখন আদায় করতো!)। কেনোনা, এটি সালাতুল আওয়াবীন। -রশিদ আশরাফ।

[885] আয়াত নং ১৮, সূরা সোয়াদ, পারা ২৩, অর্থ 'নিশ্চয় আমি পাহাড়গুলোকে অনুগত বানিয়েছি। তার সঙ্গে এগুলো আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতো। বিকেলে এবং সূর্যোদয়ের পর। (তরজমা শাহ রফি উদ্দিন রহ.) -সংকলক।

كل له اواب[৪৪৬] মাগরিব পরবর্তী নফলগুলোর জন্য সালাতুল আওয়াবীন শব্দ হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজিতে পাওয়া যায় না। তবে হালবি রহ. শরহে মুনইয়া কবিরিতে[৪৪৭] মাবসুতের বরাতে হজরত ইবনে উমর রা. এর একটি মারফু' হাদিস বর্ণনা করেছেন,

من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وتلاإنه كان للأ وابين غفورا

'মাগরিবের পর যে ব্যক্তি ছ'রাকাত (নফল) আদায় করবে তাকে আওয়াবীনের তালিকাভুক্ত করা হবে। তারপর তিনি । إنه كان للأوابين غفورا আয়াত পাঠ করেন।'

তবে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[৪৪৮] বলেন, আমি এর কোনো সূত্র হাদিসের গ্রন্থরাজিতে পাইনি।[৪৪৯] সারকথা, পরিভাষায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। সুতরাং এই নাম দ্বারা এই নামাজটিকে আখ্যায়িত করলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই ছয় রাকাত সুন্নতে মু'আক্কাদা দুই রাকাত ব্যতীত হবে? না এগুলো সহকারে ছয় রাকাত গণ্য হবে? ফুকাহায়ে কেরামের দুটি বক্তব্যই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সতর্কতা হলো, সুন্নত দু'রাকাত ব্যতীত আরো ছয় রাকাত পড়া। তবে হাদিসের শব্দে সুন্নত দুই রাকাতকে অন্তর্ভুক্ত করে ছয় রাকাত গননা করারও অবকাশ রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ–২০৫ : এশার পর দু'রাকাত নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣٦– عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ".

৪৩৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক রহ. বলেছেন, আমি আয়েশা রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বললেন, তিনি জোহরের পূর্বে দু'রাকাত, পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পরে দু'রাকাত, এশার পরে দু'রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকাত আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে শাকিকের হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৪৪৬] আয়াত : ১৯, সূরা সোয়াদ, পারা ২৩, অর্থ, 'আর জন্তুগুলো একত্রিত, প্রতিটি তার ডাকে সাড়া দিচ্ছিলো। -ঐ

[৪৪৭] গুনইয়াতুল মুসতামলি ফি শরহি মুনইয়াতিল মুসল্লি : ৩৮৫, فصل فى النوافل, ছাপা, সুহাইল একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান। -সংকলক।

[৪৪৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১১৩ -সংকলক।

[৪৪৯] পাইনি। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে- من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها من صلوة الأوابين 'যে এশা ও মাগরিবের মাঝে নামাজ আদায় করবে সেটি সালাতুল আওয়াবীন'। দ্রষ্টব্য জমউল জাওয়ামি', ছাপা, আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ লিল কিতাব : ১/৭৯৪ -সংকলক

দরসে তিরমিযী

দু'রাকাত নামাজ এশার পর মুআক্কাদা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আরো দু'রাকাত রয়েছে অস্থায়ী। স্থায়ী দু'রাকাতের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস- আর এর সঙ্গে আরো মু'আক্কাদা দু'রাকাতের দলিল সহিহ বোখারির কিতাবুল ইলমে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস ধরা হয়-

فصلى النبى صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى اربع ركعات ثم نام.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর এশার নামাজ আদায় করলেন। তারপর তার বাড়িতে এলেন। তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করলেন তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।'

অবশ্য এশার পূর্বে চার রাকাতের দলিল হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। যদিও সমস্ত ফুকাহায়ে হানাফিয়্যাহ এশার পূর্বে চার রাকাতকে অস্থায়ী (অমু'আক্কাদা) সুন্নতের মধ্যে আবশ্যকীয়রূপে উল্লেখ করেন। কবিরি শরহে মুনইয়াতুল মুসল্লিতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন,

من صلى قبل العشاء أربعا كأنما تهجد فى ليلته

'এশার পূর্বে চার রাকাত পড়লো সে যেনো, ওই রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করলো।'

এবং সুনানে সাইদ ইবনে মানসুরের বরাত দিয়েছেন। তবে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[৪৫০] দলিল করেছেন, যে এখানে কবিরি গ্রন্থকারের ভুল[৪৫১] হয়েছে। আসল হাদিসটি এমন- من صلى قبل الظهر أربعا كأنما تهجد من ليلته সুতরাং এর দ্বারা দলিল সঠিক না।

---

[৪৫০] ৪/১১৫, এশার পূর্বে চার রাকাত সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ باب ماجاء فى التطوع ست ركعات بعد المغرب য়েছে। -সংকলক।

[৪৫১] আল্লামা হলোবী রহ. কবিরীর বর্ণনায় من صلى قبل العشاء أربعا كانما تهجد فى ركعته শব্দসহকারে উল্লেখ করেননি। বরং নিম্নেযুক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন-

عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا كان كانما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر.

এই বর্ণনাটি সাইদ ইবনে মানসুর সুনানে সাইদ ইবনে মানসুরে বর্ণনা করেছেন। বিন্নৌরি রহ. কর্তৃক কবিরী গ্রন্থকারের দিকে ভুলের সম্বোধন করা বাহ্যত সঠিক মনে হচ্ছে না। কেনোনা, তিনি এই বর্ণনাটি অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতোই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, من صلى قبل الظهر أربعا বরং কবিরী গ্রন্থকার তো সামনে যেয়ে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, وأما الاربع قبلها اى العشاء তথা, এশার পূর্বে চার রাকাতের হাদিস কোনো হাদিস গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে মুহাদ্দিসিনের এক জামাত যে আমভাবে বর্ণনা করেছেন তদ্বারা দলিল পেশ করা যায়। হাদিসটি হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক আজান ও ইকামতের মাঝে নামাজ রয়েছে। প্রত্যেক আজান ও ইকামতের মাঝে নামাজ রয়েছে। তারপর তৃতীয়বারে বললেন, 'যে ইচ্ছা করে তার জন্য' সুতরাং এটি এই নামাজের পূর্বে নফল পড়া হতে প্রতিবন্ধকতা না থাকার ফলে মুস্তাহাবের ফায়দা দেয়। তবে এটি চার রাকাত হওয়া আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেনোনা, এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে উত্তম। কাজেই নামাজ শব্দটিকে এর ওপর প্রয়োগ করা হবে মুতলাক বা ব্যাপক বস্তুকে সত্তা ও গুণগত পূর্ণাঙ্গ জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। -কবিরী শরহে মুন্ইয়াতুল মুসল্লি : ৩৮৫, ছাপা, সুহাইল একাডেমী, লাহোর, নাওয়াফিল অনুচ্ছেদ।

ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, তার মতেও এশার পূর্বে চার রাকাত সুন্নতের ওপর আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. এর ব্যাপক বর্ণনা بين كل اذانين صلوة الخ ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস প্রমাণিত নয়। এটা হতেও পারে কিভাবে যে, তিনি من صلى قبل الظهر أربعا এর স্থলে من صلى قبل العشاء أربعا বর্ণনা করে দিবেন! والله اعلم -রশিদ আশরাফ।

এশার পূর্বে চার রাকাতের দলিল সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. এর এই প্রসিদ্ধ হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করা যায়। এরশাদ হয়েছে- بين كل اذانين صلوة لمن شاء [৪৫২] 'প্রত্যেক আজান ও ইকামাতের মাঝে নামাজ রয়েছে যার ইচ্ছা তার জন্য। এর দ্বারা বোঝা গেলো, এশার পূর্বেও নামাজ প্রমাণিত এবং চার রাকাত সুনির্দিষ্ট করা এভাবে সম্ভব যে, সমস্ত নামাজে নামাজ পূর্ববর্তী সুন্নতের সংখ্যা সে ওয়াক্তের ফরজগুলোর সমান হয়ে থাকে। তাই ফজরে দু'রাকাত, জোহরে চার রাকাত, আসরে চার রাকাত পড়া সুন্নত। এর দাবি হলো, এশার পূর্বে চার রাকাত হওয়া। অবশ্য মাগরিবের নামাজের ব্যতিক্রমভুক্তি এই হাদিসেরই অনেক সূত্রে[৪৫৩] আছে। ওপর সবিস্তারে আলোচনা ভিন্ন অনুচ্ছেদে[৪৫৪] হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ–২০৬ প্রসংগ : রাতের নামাজ নিশ্চয়ই দু'রাকাত দু'রাকাত করে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣٧- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا".

৪৩৭। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের নামাজ দু'দু রাকাত। যখন সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাকাত দ্বারা বিতর আদায় করবে। তোমার বিতরকে সর্বশেষ নামাজ বানাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হররত আমর ইবনে আম্বাসা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, রাতের নামাজ দু'দু' রাকাত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوة الليل [৪৫৫] مثنى مثنى

---

[৪৫২] জামে' তিরমিযী : ১/৪৬, باب ماجاء فى الصلوة قبل المغرب

[৪৫৩] সুনানে দারাকুতনি ১/২৬৪, باب الحث على الركوع بين الاذانين فى كل صلوة والركعتين قبل المغرب والا ختلاف فيه সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ২৪৭৪ باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين শিরোনামের অধীনে এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- إن عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلوة المغرت، (وفى البيهقى ما خلا المغرب) -সংকলক।

[৪৫৪] দ্র. উর্দু দরসে তিরমিযী : ১/৪৩০, ৪৩২, প্রথম প্রকাশ, باب ماجاء فى الصلوة قبل المغرب

[৪৫৫] قوله صلوة الليل مثنى مثنى এই বাক্যটি সীমাবদ্ধতা বুঝায়। কেনোনা এখানে মুবতাদা খবরের মধ্যে সীমিত। শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এখানে সীমাবদ্ধতার ওপর প্রয়োগ করেছেন উত্তমতার জন্য। অনুরূপ প্রয়োগ করেছেন জমহুর। -ফাতহুল বারি : ২/৩৯৮, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, এই সীমাবদ্ধতা বৈধতার বিবরণের জন্য। অর্থাৎ, রাত্রে এ ব্যতীত অন্য রকম (করা) বৈধ নয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১১৮ -সংকলক।

এই হাদিস অনুযায়ী জমহুর[৪৫৬] এবং ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব হলো, রাতের নফল দু'রাকাত দু'রাকাত করে পড়া উত্তম। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি চার রাকাত করে পড়া উত্তম বলতেন।

তাঁদের দলিল : সহিহ বোখারি মুসলিমে[৪৫৭] বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস। তিনি বলেন,

من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن ولا طولهن ثم يصلى ثلاثا (اللفظ للبخارى)

'রমজান ও অরমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি এই নামাজ চার রাকাত করে পড়তেন। সুতরাং তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। তিন রাকাত তারপর আদায় করতেন। (শব্দ বোখারির)

তবে জমহুরের পক্ষ হতে একটি জবাব এই দেওয়া হয় যে, সহিহ মুসলিমের[৪৫৮] বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এই চার চারটি রাকাত তিনি দু'দু' সালামে পড়তেন।

শাহ সাহেব রহ. বলেন, আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। অবশ্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর একটি আছর বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা তিনি দলিল পেশ করতে পারেন-[৪৫৯] من صلى أربعا بتسليمة بالليل عدلن بقيام ليلة القدر

[৪৬০]'যে ব্যক্তি রাত্রে চার রাকাত এক সালামে পড়বে সেগুলো লায়লাতুল কদরে দাঁড়িয়ে নফল পড়ার সমান।

---

[৪৫৬] মালেক রহ. চার রাকাত নফল এক সঙ্গে পড়া নাজায়েজ বলেন। ইবনে দাকিকুল ইদ শরহুল উমদাতে, ইরাকি শরহুত্ তাকরিবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য মাআরিফুস্ সুনান : ৪/১১৭ -সংকলক।

[৪৫৭] সহিহ বোখারি : ১/১৫৪ كتاب التهجد، باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم الليل فى رمضان وغيره সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪ باب صلوة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل الخ-সংকলক।

[৪৫৮] ১/২৫৪, باب صلوة الليل وعدد ركعات صلى الله عليه وسلم فى الليل وان الوتر ركعة وان الركعة صلاة صحيحة বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত- হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ (যাকে লোকজন আতামা বলে) হতে অবসর হওয়ার পর এবং ফজরের নামাজ পর্যন্ত ১১ রাকাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকাতের মাঝে সালাম দিতেন। আর এক রাকাত দিয়ে বিত্র পড়তেন। -সংকলক।

[৪৫৯] হজরত বিন্নৌরি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের সমর্থনে আরো কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তবে সবকটি বর্ণনাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের ব্যাপারে অস্পষ্ট। জমহুরের পক্ষ হতে এগুলোর জবাব দেওয়া যেতে পারে। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১২০ ১২১ সংকলক।

[৪৬০] হজরত বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে এই আছরটি এই শর্তেই বর্ণনা করেছেন, তবে সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন- 'লেখক বলেন, আমার কাছে মুসান্নাফ নেই। আমি ইবনে মাসউদ রা. এর এই বর্ণনাটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। আহকার সংকলক মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (২/৪৩,باب فى أربع ركعة بعد العشاء এই বর্ণনাটি ওয়াকি'-আবদুল জাব্বার ইবনে

তবে জমহুরের পক্ষ হতে এটারও এই জবাব দেওয়া হয় যে, এটা এশার পূর্ববর্তী চার রাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাতের তথা তাহাজ্জুদের নামাজের[৪৬১] ক্ষেত্রে নয়। দলিলের দিক দিয়ে জমহুরের মাজহাবই প্রধান। আবু হানিফা রহ. হতেও একটি বর্ণনা এটিই। এর ওপরেই ফতওয়া দিয়েছেন পরবর্তীগণ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২০৭ : রাতের নামাজের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৮)

٤٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ".

৪৩৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাসের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো, আল্লাহর মাস মুহার্‌রম। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলো, রাতের নামাজ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত জাবের, বিলাল ও আবু উমামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু বিশরের নাম হলো, জা'ফর ইবনে ইয়াস। তিনি হলেন, জাফর ইবনে আবু ওয়াহশিয়্যাহ। আবু ওয়াহশিয়্যাহর নাম হলো ইয়াস।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২০৮ : নবী করিম (সা.) -এর রাতের নামাজের বর্ণনা প্রসংগে (মতন পৃ. ৯৯)

٤٣٩- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ: "مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَلَى حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَلَى حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ

আইয়াশ-কায়স ইবনে ওয়াহাব-মুররা-আবদুল্লাহ সূত্রে আরো বেশি স্পষ্ট শব্দে পেয়ে গেছে - من صلى اربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بشليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر -রশিদ আশরাফ সাইফি।

(এ হাদিসটি যদিও মওকুফ তবে এ ধরণের ক্ষেত্রে এটি মারফূ' পর্যায়ের। কেনোনা, কোনো আমলের ফজিলত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান শরিয়ত প্রবর্তক তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে অবহিত করানো ব্যতীত সম্ভব নয়। -মাআরিফুস্ সুনান : ৪/১২০ -সংকলক।)

[৪৬১] তবে পেছনে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টীকায় যে শব্দে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে এই জবাব চলতে পারে না। কেনোনা, তাতে بعد العشاء স্পষ্ট মওজুদ আছে। -সংকলক।

ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".

৪৩৯। **অর্থ :** হজরত হজরত আয়েশা রা. কে আবু সালামা রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন, রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ কিরূপ ছিলো? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ও গর রমজানে এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তারপর চার রাকাত পড়তেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিন রাকাত আদায় করতেন। তারপর আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমান? জবাবে তিনি বললেন, আয়েশা! আমার দুচোখ ঘুমায়, আমার হৃদয় ঘুমায় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٤٤٠- عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ" .

৪৪০। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে এগারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তার মধ্যে এক রাকাত দ্বারা বিতর পড়তেন। যখন এ হতে অবসর হতেন তখন ডান কাতে শয়ন করতেন। (মু.মা-সালাত, নং ৮, মু-সালাত, নং ১২১, ১২২,)

٤٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ.

৪৪১। **অর্থ :** 'কুতায়বা মালেক সূত্রে ইবনে শিহাব হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن, সহিহ।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ. এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজ সম্পর্কে একাধিক অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। এসব হাদিসের সারনির্যাস হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও স্বতঃস্ফূর্ততা অনুযায়ী কখনও কম রাকাত আদায় করতেন কখনও বেশি। ফলে এই সবগুলো বর্ণনার ওপর আমল করা বৈধ আছে। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনাগুলোতে বিতরসহ তের রাকাতের বেশি প্রমাণিত নয়। তবে এর চেয়ে বেশিতে কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই এবং এসব অনুচ্ছেদে এক রাকাত আদায় করার যে উল্লেখ রয়েছে এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ আসবে বিতর পর্বে।

بَابٌ مِنْهُ

একই বিষয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ : ২০৯ (মতন পৃ. ১০০)

٤٤٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْـلِ ثَـلَاثَ عَشَـرَةَ رَكْعَةً".

৪৪২। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে ১৩ রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু জামরা আজ্ জুবায়ির নাম হলো, নাসর ইবনে ইমরান আজ্ জুবায়ি।

باب منه

একই বিষয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ : ২১০ (মতন পৃ. ১০০)

٤٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ".

৪৪৩। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে নয় রাকাত নামাজ পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, জায়দ ইবনে খালেদ, ও ফজল ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে হাসান, গরিব।

٤٤٤-وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هٰذَا حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

৪৪৪। **অর্থ :** 'সুফিয়ান সাওরি আ'মাশ হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মাহমুদ ইবনে গায়লান, ইয়াহইয়া ইবনে আদম-সুফিয়ান-আ'মাশ সূত্রে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রাতের নামাজ সম্পর্কে সর্বোচ্চ তের রাকাত বিতরের বর্ণনা আছে। আর সর্বনিম্ন তাঁর রাতের নামাজ বর্ণিত হয়েছে নয় রাকাত।

٤٤٥- سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَـهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

৪৪৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (নফল) নামাজ না পড়তেন ঘুম প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে, অথবা চোখ (এর নিদ্রা) প্রবল হওয়ার কারণে, তখন দিনে বার রাকাত পড়ে নিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাদ ইবনে হিশাম হলেন, ইবনে আমের আল-আনসারি। হিশাম ইবনে আমের হলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি।

হজরত আব্বাস (তিনি হলেন, আবদুল আজিম আল-আম্বারির ছেলে)-আত্তাব ইবনুল মুসান্না-বাহজ ইবনে হাকেম জুরারা ইবনে আওফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, জুরারা ইবনে আওফা ছিলেন, বসরার বিচারপতি। তিনি বনু কুশাইরের ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ফজরের নামাজে فاذا نقر فى الناقور–فذاك يومئذ يوم عسير– আয়াতটি পাঠ করলেন। এ আয়াত পাঠ করে তিনি ইনতেকাল করে জমিনে পড়ে গেলেন। তাঁকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বহনকারিদের অন্তর্ভুক্ত (বাহজ) ছিলাম আমের।

بَابُ فِيْ نُزُوْلِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ–২১১ : আল্লাহ তা'আলার প্রথম আকাশে প্রতি রাতে অবতরণ প্রসংগে (মতন পৃ. ১০০)

٤٤٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُضِيْءُ الْفَجْرَ".

৪৪৬। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশের দিকে অবতরণ করেন যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, আমি সম্রাট। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তার দোয়া কবুল করবো। কে আছে আমার কাছে আবেদন করবে? আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ বলতে থাকেন ফজর আলোকিত হওয়া পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, আবু সাইদ, রিফা'আহ আল-জুহানি, জুবায়র ইবনে মুতয়িম, ইবনে মাসউদ, আবুদ্ দারদা ও উসমান ইবনে আবুল 'আস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। বহু সূত্রে এই হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় অবতীর্ণ হন। এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা।

দরসে তিরমিযী

অনুচ্ছেদের হাদিসটির লক্ষ্য উদ্দেশ্যতো স্পষ্ট যে, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বান্দাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর উদ্দেশ্য হলো, বান্দা যেনো এই সময়টি দ্বারা উপকৃত

হয়, এটাকে ইবাদত, দোয়া ও মুনাজাতে ব্যয় করে। হাদিসের আমলি পয়গাম তো এটাই। মূল গুরুত্ব এই সংবাদটিরই রয়েছে। তবে যেহেতু হাদিসে শব্দ বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা রজনীর তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন'- তাই এই হাদিসটিতে মহা বিতর্কিত আকিদাগত বিষয়াবলি সৃষ্টি হয়। যেগুলো কোনো কালে বহস-মুনাজারা ও বাদানুবাদের কারণ হয়েছিলো। এখন যদিও সেসব বিষয়ে প্রচণ্ডতা অবশিষ্ট নেই এবং সেসব সম্প্রদায়ও খতম হয়ে গেছে, যাদের কারণে এসব আলোচনা তুঙ্গে উঠেছিলো; তবে যেহেতু এসব মাসায়িলের আলোচনায় পূর্বের কিতাবাদি পরিপূর্ণ এবং মূল বিষয়টির হাকিকত অনুধাবন করাও জরুরি তাই এই আলোচনার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারনির্যাস তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ তা'আলার অবতরণ অথবা এমন কোনো ক্রিয়া[৪৬২] যেসব হাদিসে দলিল করা হয়েছে যেটি বাহ্যত নশ্বরের গুণ সে সম্পর্কে মৌলিকভাবে চারটি মাজহাব মশহুর,

১. প্রথম মাজহাব মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের যারা এ ধরণের শব্দরাজিকে বাহ্যিক এবং প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করেন এবং তারা বলেন, নাউযুবিল্লাহ এসব সিফাত আল্লাহর তা'আলার জন্য এমনভাবে প্রমাণিত যেমন নশ্বর জিনিসে প্রমাণিত। এই মাজহাবটি নিরেট বাতিল এবং জমহুরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সর্বদা এটি রদ করে আসছেন।

২. দ্বিতীয় মাজহাব, মু'তাজিলা ও খারিজীদের। যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলার অবতরণের হাদিস এবং এ ধরণের অন্যান্য হাদিসকে সহিহ স্বীকার করে না। এ মাজহাবটিও সম্পূর্ণ বাতিল।

৩. তৃতীয় মাজহাব, জমহুরে সলফ ও মুহাদ্দিসিনের। তাদের বক্তব্য হলো, এসব হাদিস মুতাশাব্বিহাতের অন্তর্ভুক্ত। নুজুল বা অবতরণের বাহ্যিক অর্থ যেটি আল্লাহ তা'আলার সামঞ্জস্যকে আবশ্যক করে তা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার জন্য অবতরণ নসের অনুসরণ করে স্বীকার করা হবে। তবে এর উদ্দিষ্ট অর্থ এবং এর ধরণ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। এটি নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করা যাবে না। তাদেরকে বলা হয় মুফাওভিজা।

৪. চতুর্থ মুতাকাল্লিমিনের মাজহাব। যারা বলেন, এসমস্ত শব্দের বাহ্যিক অর্থ কখনও উদ্দেশ্য নয়। কেনোনা, এটা আল্লাহ তা'আলার সামঞ্জস্যকে আবশ্যক করে। এগুলোর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন, নুজুলের অর্থ রহমত অবতরণ, কিংবা ফেরেশতা অবতরণ। তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয় মু'আওভিলা বলে। তাদের আবার দুটি প্রকার রয়েছে। অনেকে এসব শব্দের এমন ব্যাখ্যা করেন যেটি আভিধানিক ও ব্যবহারিক ভাবে অকৃত্রিম। আবার অনেকে যুক্তি বহির্ভূত ব্যাখ্যা বের করেন, যা অনেক সময় বিকৃতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

প্রথম দুটি তো বাতিল এই চারটি মাজহাবের মধ্যে। আহলে হক ওলামায়ে কেরামের কেউ এর প্রবক্তা হননি। অবশ্য আহলে হকের মাঝে তাফভিজ এবং তা'বিলের মতপার্থক্য অব্যাহত আছে। মুহাদ্দিসিনের সাধারণ ঝোঁক তাফভিজের দিকে, আর মুতাকাল্লিমীনের তা'বিলের দিকে। অনেক মুহাদ্দিস উভয়ের মাঝে এমন সামঞ্জস্য

---

[৪৬২] যেমন হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিসে এরশাদ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত নিকটে আসে, তখন আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। আর যখন সে আমার এক হাত সান্নিধ্যে আসে আমি তার দুই হাত নিকটে আসি। আর সে যখন আমার কাছে হেটে আসে আমি তার কাছে আসি দৌড়ে। -সহিহ মুসলিম : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب الى الله تعالى وحسن الظن به ২/৩৪৩, -রশিদ আশরাফ সাইফি।

বিধান করেছেন, যে যেখানে অকৃত্রিম ভাবে তা'বীল-ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন। আর যেখানে অকৃত্রিমভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়; বরং সেখানে কৃত্রিমতা অবল্‌ম্বন করতে হয় সেখানে তাফভিজ আফজাল।

শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব শে'রানি রহ. নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহিরে (১/১০৪) লিখেছেন যে, এই দুটি মাজহাবের মধ্যে তাফভিজ উত্তম। কেনোনা, আমরা যে কোনো ব্যাখ্যা করবো, চাই সেটি যতোই অকৃত্রিম হোক না কেনো আমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত হবে। আর এতে ভুলের সম্ভাবনাও থাকবে। এতে মতপার্থক্যও হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার সিফাতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নসের সঙ্গে নিজের রায়ের সংঘর্ষ আবশ্যক হবে। বস্তুত তাফভিজে এই আশংকা নেই। অবশ্য শায়খ শে'রানি রহ. শায়খে আকবার মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি রহ. এর এই বক্তব্যটির সমর্থন করেন যে, যে ব্যক্তির এই আশংকা হয় যে, তার সামনে ব্যাখ্যা না দিলে সে কোনো সন্দেহ বা কোনো বদ আকিদায় লিপ্ত হতে পারে তার জন্য ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করার অবকাশ রয়েছে। এই মাসআলাটিতে এ হলো, মাজহাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর অবস্থান প্রসংগে[৪৬৩]

এবার এখানে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর অবস্থানও অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ কথাটি খুব প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, নাউজুবিল্লাহ তিনি তাশবিহ বা সাদৃশ্যের প্রবক্তা, অথবা কমপক্ষে এর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। এবং এই ঘটনাও প্রসিদ্ধ যে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যার সময় স্বয়ং মিম্বর হতে দুই সিঁড়ি নিচে অবতরণ করে বলেছেন-ينزل كنزولى هذا তথা আল্লাহ তা'আলার অবতরণ আমার এই অবতরণের মতো হয়ে থাকে।'

এই ঘটনাটি যদি প্রমাণিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে এটি চরম ভয়ঙ্কর- আশংকাজনক বক্তব্য এবং এর দ্বারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার তাশবিহ তথা সাদৃশ্যের প্রবক্তা হওয়া আবশ্যক হয়। তবে বাস্তব ঘটনা হলো, তত্ত্বানুসন্ধানের পর এই ঘটনাটির সম্বোধন ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর দিকে প্রমাণিত হয় না। এই ঘটনটি কোনো সেকাহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এটি সর্ব প্রথম ইবনে বতুতা রহ. নিজ সফরনামায় (১/৫৭) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং ইবনে তাইমিয়াহ রহ.কে দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরের ওপর বক্তব্য রাখতে দেখেছি। তিনি তার ব্যক্তব্যের মাঝে মিম্বর হতে দু'সিঁড়ি নেমেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে অবতীর্ণ হন যেমনভাবে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ ইবনে বতুতার এ সফর নামার এই বিবরণটিকে সেকাহ স্বীকার করেন না। যার কারণ হলো, এই সফরনামার (১/৫০) স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, ইবনে বতুতা রহ. ৯ই রমজান বৃহস্পতিবার ৭২৬ হিজরিতে দামেশকে পৌঁছেছেন। অথচ ইবনে তাইমিয়াহ রহ. শা'বান ৭২৬ হিজরির শুরু দিকেই দামেশকের কিল্লায় বন্দি হয়েছিলেন এবং এ বন্দি অবস্থায় ২০ জিলকদ ৭২৮ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। সুতরাং এ বিষয়টি বিষয়টি সম্ভব মনে হচ্ছে না ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে রমজান ৭২৬ হিজরিতে দামেশকের জামে মসজিদে খুতবা প্রদানের।

ইবনে বতুতার সফরনামা এদিকে স্বয়ং ইবনে বতুতা কর্তৃক লিখিত নয়; বরং তার ছাত্র ইবনে জুজাই আল-কালবি সংকলন করেছেন। তিনি ইবনে বতুতা হতে জবানি অবস্থা শুনে নিজশব্দে লিপিবদ্ধ করতেন। তাই এতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে আমরা বলবো, এ বিষয়ে তার একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে যেটি 'শরহু হাদিসিন্‌ নুজুল' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. তাশবিহের

---

[৪৬৩] আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মাজহাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে 'মিরকাতুত তারিম' নামক তাঁর পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। -মা'আরিফুস্‌ সুনান : ৪/১৪৯ -সংকলক।

বিষয়টিকে কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। যেমন, ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন- 'তার অবতরণ পৃষ্ঠ হতে জমিনের দিকে বনি আদমের দেহের অবতরণের মতো নয়, যার ফলে ছাদ হতে যাবে তাদের ওপরে, বরং আল্লাহ তা'আলা এ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।'

এই কিতাবে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর দাবি হলো, তার মাজহাব এ প্রসঙ্গে হুবহু সেটিই যেটি জমহুরে সলফ এবং মুহাদ্দিসিনের। তবে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অধ্যয়নের পর আহকার এই ফল পর্যন্ত পৌছেছে যে, তাঁর মাজহাবে এবং জমহুরে মুহাদ্দিসিনের মাজহাবেও একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সেটি হলো, জমহুরে মুহাদ্দিসিন অবতরণকে প্রমাণিত স্বীকার করে এটাকে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) মানেন এবং এর ব্যাখ্যা হতে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। তার মধ্যে অনেকে তো বলেন, নুজুল বা অবতরণের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর যে অর্থ উদ্দেশ্য সেটি আমাদের জানা নেই। আর অনেকে এটা বলা হতেও নীরবতা অবলম্বন করেন যে, এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য, না রূপকার্থ? বরং সম্পূর্ণ নীরব থাকেন নুজুলের ব্যাখ্যা হতে।

তবে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর পূর্ণ আলোচনা হতে এই ফল বের হয় যে, হাদিসে নুজুলের প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ দেহের অবতরণের মতো নয়। যাতে এক স্থান হতে সরে অপর স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক হয়; বরং সৃষ্টিকর্তার অবরতণ নশ্বরের এগুণ হতে পূত ও পবিত্র। আমাদের অনুধাবনের উর্ধ্বে এর ধরণ।

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর বক্তব্য হলো, নুজুল كلى مشكك[৪৬৪] পর্যায়ের। সুতরাং এর ধরণ ও আনুসাঙ্গিক বিষয়াবলি অবতরণকারিদের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে যখন এর সম্পর্ক নশ্বরের দিকে হবে তখন তার আনুসাঙ্গিক বিষয়াবলি আলাদা হবে। আর যখন এর সম্পর্ক নশ্বরের দিকে হবে তখন এর আনুসাঙ্গিক বিষয়াবলি হবে ভিন্ন রকমের। তবে উভয় অবস্থাতে নুজুল বা অবতরণ প্রকৃত অর্থেই থাকবে। তাই নশ্বরের নুজুল বা অবতরণের জন্য এক স্থান হতে অপর স্থানের শুণ্যতা আবশ্যক। তবে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ এ হতে পবিত্র। তবে উভয় প্রকার নুজুল-অবতরণ, স্বীয় নুজুলের ক্ষেত্রে অংশীদার বা যৌথ। যেমনভাবে এলেম বা জ্ঞান নশ্বরেরও গুণ হয়। আবার আল্লাহ তা'আলারও। উভয়ের হাকিকতে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এলেম শব্দের প্রয়োগ প্রকৃত অর্থে উভয়ের মাঝে যৌথ। এমনভাবে কিয়াস করা যায় নুজুলকেও।

তবে হয় এটা যে, যেহেতু আমরা দিব্যি দর্শনের দ্বারা শুধু নশ্বরের অবতরণ চিনতে পারি, আর আল্লাহ তা'আলার অবতরণের প্রত্যক্ষ দর্শন আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের উর্ধ্বে, তাই আমরা নুজুল বা অবতরণের কল্পনা এক স্থান হতে অপর স্থানে শূন্যতা ব্যতীত করতে পারি না, আর আল্লাহ তা'আলার জন্য নুজুল শব্দের প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ আমাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়। তবে এর উদাহরণ এমন যেমন জান্নাতে খেজুর, ফল, মধু ইত্যাদির অস্তিত্বের আলোচনা কোরআনে কারিমে আছে। অথচ এই ফল পার্থিব জগতের ফলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হবে। কারণ এগুলো

مالا [৪৬৫] عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

---

[৪৬৪] ব্যাপক একটি জিনিস দি কোনো বস্তুর ওপর পার্থক্যের সঙ্গে প্রয়োগ হয় তাকে বলে কুল্লি মুশক্কিক। যেমন সাদা, এটি বরফ এবং হাতির দাঁত উভয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। অথচ হাতির দাঁত অপেক্ষা বরফ অধিক শুভ্র।-অনুবাদক

[৪৬৫] আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু লাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন নাজ-নেওয়ামত তৈরি করেছি যেগুলো কেনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি, কোনো মানুষের কল্পনাও আসেনি।-সহিহ বোখারি : ১/৪৬০, كتاب بدء الخلق، باب ما جاء فى صفة الجنة وانها مخلوقة

(যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, যার উদয় কোনো মানুষের কল্পনায়ও ঘটেনি) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুতরাং দুনিয়ার ফল আর আখিরাতের ফলে হাকিকতের দিকে লক্ষ্য করলে অনেক পার্থক্য, তবে প্রকৃত অর্থে ফল হওয়ার দিক দিয়ে উভয়টি যৌথ বা একই রকম। এমনভাবে নশ্বরের অবতরণ এবং সৃষ্টিকর্তার অবতরণের মাঝে সেই পার্থক্য যেটি নশ্বর ও অবিনশ্বরের মাঝে হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তার অবতরণের ক্ষেত্রে 'নুজুল' শব্দের ব্যবহার রূপক নয়; বরং হাকিকি।

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর মতবাদের সার সংক্ষেপ। যা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবনে তাইমিয়াহ রহ. নজুল শব্দের ব্যাখ্যা হতে নীরবতা অবলম্বন করেন না; বরং 'নুজুল' শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করে এর ধরণ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেন। অথচ জমহুরে মুহাদ্দিসিনের বক্তব্যের সারনির্যাস এই মনে হয় যে, তাঁরা 'নুজুল' শব্দের ব্যাখ্যা হতেই নীরবতা অবলম্বন করেন। এটা বলেন না যে, এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য, আবার এটাও বলেন না যে, এর রূপকার্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লামা হজরত ইবনে তাইমিয়ার এ দাবি প্রশ্নসাপেক্ষ যে, তাঁর মাজহাব হুবহু সেটিই যেটি অধিকাংশ পূর্ববর্তীদের। বরং তাঁর অবস্থান এবং জমহুরে মুহাদ্দিসিনের অবস্থানে সে সূক্ষ্ম পার্থক্য পাওয়া যায়, যার ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। অবশ্য এই পার্থক্য নাউজুবিল্লাহ তাশবিহ (সাদৃশ্য প্রদান) এবং তানজিহের (পবিত্রতা বর্ণনা) নয়; বরং তানজিহেরই ভাব প্রকাশের পার্থক্য। সুতরাং জমহুরে আহলে সুন্নত হতে এই মাসআলায় তাঁকে আলাদা সাব্যস্ত করে নিন্দা করা ঠিক হবে না।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের বিষয়াবলিতে নিরাপদ পথ হলো, জমহুরে সলফের, যারা এসব শব্দের ব্যাখ্যা সর্ম্পকেই নীরবতা অবলম্বন করেন। কেনোনা, ব্যাখ্যার শুরুতেই মানুষ এই কণ্টকাকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে যায় যেখানে চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা হতে আঁচল বাঁচানো মুশকিল হয়ে যায়। হজরত ইবনে খালদুন রহ. মুকাদ্দামায় খুব সুন্দর কথা লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সিফাতের বিষয়াবলি বিবেকের অনুধাবনের উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি বিবেকের মাধ্যমে এসব বিষয়ের সমাধান করতে চায় তার উদাহরণ সে আহমকের মতো, যে পাহাড় মাপতে চায় স্বর্ণের কাটায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ–২১২ : রাতের কেরাতের প্রসংগে (মতন পৃ. ১০০)

٤٤٧– عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ "مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: ارْفَعْ قَلِيلًا. وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: اخْفِضْ قَلِيلًا".

৪৪৭। **অর্থ** : আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার কাছে দিয়ে অতিক্রম করেছি। তুমি কেরাত পড়ছিলে নীচু স্বরে (এর কারণ কি?)। জবাবে তিনি বললেন, আমি যার সঙ্গে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে তো শুনিয়েছি। জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরো সামান্য একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়ো। আর উমর রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার কাছে দিয়ে অতিক্রম করেছি, তুমি কেনো জোর আওয়াজে তিলাওয়াত করছিলে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তন্দ্রাচ্ছন্নকে জাগাচ্ছিলাম, আর শয়তানকে বিতাড়িত করছিলাম। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তিলাওয়াত করো আরো সামান্য একটু নীচু স্বরে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা, উম্মে হানি, আনাস, উম্মে সালামা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটিকে শুধু মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক হাম্মাদ ইবনে সালমা হতে। তবে অধিকাংশ রাবি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাবেত-আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ সূত্রে মুরসাল আকারে।

٤٤٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً".

৪৪৮। আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরিফের একটি আয়াত একবার পুরো রাত ভরে তিলাওয়াত করছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

٤٤٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَمَا جَهَرَ فَقُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً".

৪৪৯। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স রহ. বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরাত কিরূপ ছিলো? তিনি কি কেরাত আস্তে পড়তেন, না জোরে? জবাবে তিনি বললেন, উভয় ধরণেরই হতো। কখনও কেরাত আস্তে কখনও জোরে। এতদশ্রবণে আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর এ বিষয়ে যিনি দান করেছেন উদারতা।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب।

أَبْوَابُ الْوِتْرِ

বিতর অধ্যায়[৪৬৬] : (৩)

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে)

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ

অনুচ্ছেদ–২ প্রসংগ : বিতর ওয়াজিব নয় (মতন পৃ. ১০৩)

٤٥٣ عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ: اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ".

৪৫৩। **অর্থ :** হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বিতর তোমাদের ফরজ নামাজের মতো অবশ্য কর্তব্য নয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য সুন্নত বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং হে আহলে কোরআন! তোমরা বিতর আদায় করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. এর হাদিসটি حسن।

٤٥٤– وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ: "اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

৪৫৪। **অর্থ :** 'সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ আবু ইসহাক-আসেম ইবনে জামরা-আলি রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিতর ফরজ নামাজের মত আবশ্যক নয়। তবে এটি সুন্নত। এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাব্যস্ত করেছেন সুন্নত।

---

[৪৬৬] মনে রাখতে হবে, বিতর সংক্রান্ত আলোচনা সুদীর্ঘ। সালাতুল বিতর সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নেযুক্ত- ১. ওয়াজিব সংক্রান্ত ২. রাকাত সংখ্যা সংক্রান্ত ৩.তাতে নিয়তের শর্ত সংক্রান্ত ৪. কেরাতের সঙ্গে বিশেষিত হওয়া সংক্রান্ত ৫. তার পূর্বে জোড় নামাজ শর্ত সংক্রান্ত ৬. এর শেষ ওয়াক্ত সংক্রান্ত ৭. বাহনের ওপর সফর অবস্থায় এই নামাজ সংক্রান্ত ৮. এর কাজা সংক্রান্ত ৯. তাতে কুনুত সংক্রান্ত ১০. কুনুতের স্থান সংক্রান্ত ১১. তাতে কি পড়বে? ১২. মিলিয়ে পড়বে না পৃথক পড়বে? ১৩. এর পর দু'রাকাত সুন্নত কি না? ১৪. বসে নামাজ পড়া ১৫. তার প্রথম ওয়াক্ত ১৬. এটাই কি উত্তম না স্থায়ী সুন্নত, না ফজরের দু'রাকাত বিশেষভাবে? ১৭. তিন রাকাত এক সঙ্গে পড়লে এক তাশাহহুদে উত্তম না দুই তাশাহহুদে?

এখানে রয়েছে মোট ১৭টি ইখতিলাফ। প্রথম সাতটি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনুত্ তীন রহ. হতে। আর পরবর্তী নয়টি বিষয় তিনি অতিরিক্তভাবে সংযুক্ত করেছেন। আর ১৭ নং টি শায়খ বিন্নোরি রহ. সংযুক্ত করেছেন শরহুল মুহাজ্জাব হতে। وباالله التوفيق-মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১৬৬ -রশিদ আশরাফ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত বুনদার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-সুফিয়ান-আবু ইসহাক সূত্রে এ হাদিসটি আমাদের বর্ণনা করেছেন। এটি আবু বকর ইবনে আইয়াশের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। মনসুর ইবনুল মু'তামির আবু ইসহাক হতে এটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আইয়াশের বর্ণনার মতো।

দরসে তিরমিযী

قال: "إن الله وترٌ يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن".

বিতর নামাজ সংক্রান্ত এই মতপার্থক্য প্রসিদ্ধ যে, এটি ইমামত্রয়ের কাছে ওয়াজিব নয়, শুধু সুন্নত।[৪৬৭] অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. এটিকে সাব্যস্ত করেন ওয়াজিব হিসাবে।

হানাফিদের দলিলগুলো

১ সুনানে আবু দাউদে[৪৬৮] একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে,

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.

'হজরত বুরায়দা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এর রাবি আবুল মুনির উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আতাকী জয়িফ।[৪৬৯]

জবাব : ইমাম বোখারি রহ. প্রমুখ যদিও তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন, তবে ইবনে মাইন রহ. তাঁকে সেকাহ বলেন। ইমাম আবু হাতেম রহ. তাকে 'সালিহুল হাদিস' সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম বোখারি রহ. এর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন যে, তিনি তাঁকে জয়িফদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিভাবে।

ইবনে আদি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'আমার মতে তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।' সারকথা, সমালোচকদের তুলনায় তাঁকে যারা সেকাহ বলেছেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ রহ. এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেটি তাঁর মতে হাদিস সহিহ বা হাসান হওয়ার দলিল। ইমাম হাকেম রহ.ও এটাকে সাব্যস্ত করেছেন বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ।[৪৭০]

---

[৪৬৭] আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাবও এটাই। হিদায়া গ্রন্থকার তাদের মাজহাব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, তাঁরা দুজন বলেছেন, এটি সুন্নত। কেনোনা, সুন্নতের নিদর্শন তাতে স্পষ্ট। এজন্য তার অস্বীকারকারিকে কাফের সাব্যস্ত করা হয় না এবং আজান দেওয়া হয় না এর জন্য। -হিদায়া : ১/১৪৪, باب صلوة الوتر -সংকলক।

[৪৬৮] সুনানে আবু দাউদ : ১/২০১, باب فيمن لم يوتر

[৪৬৯] ইমাম নাসায়ি, ইবনে হাব্বান ও উকায়লি রহ. তার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। অন্যরা তাকে সেকাহ বলেছেন। দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/১১২, باب صلاة الوتر আছারুস্ সুনান : পৃষ্ঠা : ১৫৪ باب ما استدل به على وجوب صلوة الوتر ই'লাউস্ সুনান : ৬/১, ابواب الوتر باب وجوب الوتر وبيان وقته

[৪৭০] আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে (৬/১ باب وجوب الوتر وبيان وقته) এর অধীনে হজরত বুরায়দা রা. এর এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'এটি ইমাম হাকেম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, الوترحق বলার ফলে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। কেনোনা, হক শব্দের অর্থ হলো প্রমাণিত।

জবাব : حق শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এখানে সে অর্থই উদ্দেশ্য। তাই হজরত আবু আইয়্যুব রা. এর মারফু' হাদিসে এটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,[৪৭১] الوتر واجب على كل مسلم

২ হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনা।[৪৭২]

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله اذا اصبح او ذكره.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তা ভুলে যায়, সে যেনো, সকাল হলে অথবা যখন স্মরণ হয় তখন তা আদায় করে নেয়।

বিতর নামাজ কাজা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে। আর কাজার নির্দেশ হয় ওয়াজিবগুলোতে, সুন্নতে নয়।

৩ পেছনের অনুচ্ছেদে খারেজা ইবনে হুজাফা রা. এর হাদিস[৪৭৩] এসেছে। তিনি বলেন,

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلوة هى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلوة العشاء إلى ان يطلع الفجر.

এতে امد শব্দটির অর্থ সংযুক্ত করা ও সাহায্য পৌছানো। এর সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দিকে। এটি যদি শুধু সুন্নত হতো তাহলে এটিকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে করা হতো। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত হাদিস আছে,

كتب[٤٧٤] الله عليكم صيامه أى شهر رمضان وسننت لكم قيامه.

'তোমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা (রমজান মাসে) রোজা ফরজ করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নত করেছি তারাবিহ।'

আরো বলেছেন, 'আবু মুনির আল-আতাকি মারওয়াজি রহ. সেকাহ। তাঁর হাদিস সংকলন করা যায়। তবে বোখারি-মুসলিম তাঁর হাদিস বর্ণনা করেননি।' -সংকলক।

[৪৭১] এ হাদিসটি আহমদ, ইবনে হাব্বান ও তিরমিযী ব্যতীত সমস্ত সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'আদ্ দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া' গ্রন্থে এই বক্তব্য করেছেন। -তালখিসু নসবির রায়াহ : ১/১৯০ باب صلاة الوتر আবু দাউদ তায়ালিসিও এটি মুসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালিসির দ্বিতীয় খণ্ডে ৮১ নং পৃষ্ঠায় মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- الوتر حق او واجب

[৪৭২] সুনানে দারাকুতনি : ২/২২, كتاب الوتر–من نام عن وتره اونسيه

[৪৭৩] জামি' তিরমিযী : ১/৮৫, باب ماجاء فى فضل الوتر

[৪৭৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯৪, باب ماجاء فى قيام شهر رمضان

সুতরাং إن الله امد كم এ আল্লাহ তা'আলার দিকে সংযুক্ত করার দ্বারা বিত্‌র ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

৪ হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বলা হয়েছে- فاوتروا يا اهل القران [৪৭৫] এটি নির্দেশ সূচক শব্দ। যেটি প্রমাণ করে ওয়াজিব।

৫. বিত্‌র তরক করা ব্যতীত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এটি আদায় করেছেন এবং এর তরককারির প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'যে বিতর পড়বে না[৪৭৬] সে আমাদের দলের না।

জমহুরের দলিলসমূহ

বিপরীত দলিল : ১. আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আলি রা. এর বাণী প্রথম দলিল- الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتو بة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم

জবাব : এর জবাবে হানাফিগণ বলেন, এখানে ওয়াজিব নয় বরং ফরজিয়্যাতকে অস্বীকার করা হয়েছে। كصلاتكم المكتوبة এর দলিল। তাই আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো এর ফরজিয়্যাতের প্রবক্তা নই। এর অস্বীকারকারিকে কাফের বলি না।

---

[৪৭৫] قوله فاوتروا يا اهل القران অনেকের মতে আহলে কোরআন দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমানদারগণ। এই বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, সমস্ত মুমিনের ওপর বিতর ওয়াজিব। কেনোনা, নির্দেশসূচক শব্দের মূল অর্থ হলো, ওয়াজিব বুঝানো। তাঁদের বক্তব্য হলো, যদি আহলে কোরআন দ্বারা হাফিজে কোরআন এবং কোরআনে পারদর্শি ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শুধু তাঁদের ওপরেই বিত্‌র ওয়াজিব মানতে হবে, সাধারণ মু'মিনদের ওপরে নয়। তবে আল্লামা কাশ্মীরি রহ. প্রমুখের ঝোঁক এদিকেই যে, আহলে কোরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হাফিজে কোরআনগণ। হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর একটি মারফু' হাদিস দ্বারা এর সমর্থন হয়- 'আল্লাহ তা'আলা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং হে আহলে কোরআন! তোমরা বিত্‌র পড়ো। তারপর এক বেদুইন বললো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? তিনি বললেন, এটা তোমার জন্য নয় এবং তোমার কোনো সঙ্গীর জন্যও নয়।'

ইবনে নছর আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১৮০, আবু দাউদও তার সুনানে (১/২০০, ২০১ باب استحباب الوتر) এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে (৩/৪ নং ৪৫৭১ باب وجوب باب نكربيان ان لا فرض فى اليوم والليلة من الصلوات الوتر هل شيء من التطوع واجب) বায়হাকি সুনানে কুবরায় (২/৪৬৮ لست من اهله الوتر تطوع এবং বায়হাকি (২/৪৬৮) এরই একটি বর্ণনায় اكثر من خمس وان الوتر تطوع শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আহলে কোরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হাফেজগণ। সুতরাং এ হিসেবে বিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বিতর সহকারে রাতের নামাজ। রাতের নামাজ তথা তাহাজ্জুদকে বিতর করে নামকরণ করা হয়েছে শেষের দিকে লক্ষ্য করে। এই হিসেবে শুধু হাফেজদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দানের কারণ তাদের পার্শ্বদেশ রাতের একটি অংশ বিছানা হতে পৃথক থাকে। কারণ, হাফেজ সাহেব রাত্রি জাগরণ করেন। অবশ্য কিছু অংশ তথা অর্ধাংশ অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা তার চেয়ে কিছু বেশি সময় আরামও করেন। আর কোরআন ধীরে ধীরে, থেমে থেমে তিলাওয়াত করেন। তবে যাঁরা হাফেজ নন তাঁরা কোরআন তিলাওয়াত কম করেন। এই তাফসিলের আলোকে فاوتروا يا اهل القران বাক্য দ্বারা হানাফি মাজহাবের ওপর দলিল পেশ করা মুশকিল হবে। والله اعلم

আল কাওকাবুদ্ দুররি ও এর টীকা (১/১৮৯), মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১৭৯-১৮১ এর সার সংক্ষেপ সংকলকের পক্ষ হতে ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে। -সংকলক।

[৪৭৬] সুনানে আবু দাউদ ১/২০১, باب فيمن لم يوتر

বিপরীত দলিল : ২- সেসব বর্ণনা[৪৭৭] যেগুলোতে নামাজের সংখ্যা পাঁচ বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, যদি বিতর ওয়াজিব হতো তাহলে নামাজের সংখ্যা হয়ে যেত ছয়।

জবাব : প্রথমত বিতর এশার অধীনস্থ বলে এটাকে স্বতন্ত্র গণ্য করা হয়নি। দ্বিতীয়ত পাঁচ সংখ্যা হলো, ফরজ নামাজের। বিতর তো ওয়াজিব কিন্তু ফরজ নয়।

বিপরীত দলিল : ৩. হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর আছর ইমামত্রয়ের তৃতীয় দলিল। তার কাছে আলোচনা করা হয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি বিতরকে ওয়াজিব বলেন, তখন তিনি তার ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, 'সে মিথ্যা বলেছে।'

ইমাম আবু দাউদ[৪৭৮] রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

জবাব : জবাব এটাই যে, তিনি ফরজিয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন, ওয়াজিবকে নয়।

বাস্তবতা হলো, কার্যত শুধু শব্দগত মতপার্থক্যের পর্যায়ে এই ইখতিলাফ। এর উদ্দেশ্য হলো, ইমামত্রয়ের মতে সুন্নত এবং ফরজের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোনো স্তর নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তর[৪৭৯] রয়েছে। তাই ইমামত্রয়ও বিতরকে সবচেয়ে তাকিদপূর্ণ সুন্নত মনে করেন। আর হানাফিগণও এর ফরজিয়্যাতের প্রবক্তা নন। ফলে এতে অস্বীকারকারিকে তাঁরা কাফির বলার প্রবক্তা নন। যেনো এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত যে, বিতরের স্তর সাধারণ সুন্নতে মুয়াক্কাদার ঊর্ধ্বে ফরজের চেয়ে নীচে। যেহেতু ইমামত্রয়ের মতে ফরজ এবং সুন্নতের মাঝে মধ্যবর্তী কোনো স্তর ছিলো না, তাই তাঁরা এর জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর আবু হানিফা রহ. এর মতে যেহেতু মাঝখানে ওয়াজিবের স্তর রয়েছে, এ কারণে তিনি এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং উভয়ের মাঝে যেনো কোনো পার্থক্য নেই।

অবশ্য অনেক শাখাগত মাসআলায় এই মতানৈক্যের প্রভাব প্রকাশিত হয়। যেমন, বাহনের ওপর বিতর নামাজ পড়ার মাসআলা। ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করা হবে।

---

[৪৭৭] যেমন আনাস রা. এর হাদিস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপর কতো ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পূর্বে বা পরে কোনো কিছু আছে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। ফলে লোকটি শপথ করে বললো, এর ওপর সে আর মোটেও হ্রাস-বৃদ্ধি করবে না। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। -সুনানে নাসায়ি : ১/৮০, باب كم فرضيت فى اليوم و الليلة

[৪৭৮] ১/২০১, باب فيمن لم يوتر -সংকলক।

[৪৭৯] বাদাইউস্ সানায়ি' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বসরার শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ইমাম শাফেয়ি রহ. এর উস্তাদ ইউসুফ ইবনে খালেদ আস্ সিমতি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, এটা ওয়াজিব। শুনে তিনি তাঁকে বললেন, আবু হানিফা! আপনি কুফরি করেছেন। কেনোনা, তার ধারণা ছিলো তিনি বলবেন ফরজ। জবাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, তুমি যে আমাকে কাফির সাব্যস্ত করছো তা কি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে? অথচ আমি ফরজ আর ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য জানি, যেমন, আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। তারপর তিনি এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের বিশদ বিবরণ দিলেন। ফলে তিনি তাঁর কাছে ওজরখাহি করলেন এবং এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যে তার কাছে বসলেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১৯২ باب ماجاء فى فضل الوتر -রশিদ আশরাফ।

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ–৩ : বিতরের আগে ঘুমানো মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৩)

٤٥٥– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".

৪৫৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঘুমানোর আগে বিতর পড়ার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ঈসা ইবনে আবু আজ্জাহ বলেছেন, শা'বি রহ. প্রথম রাত্রে বিতর পড়তেন। তারপর ঘুমাতেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب। আবু সাওর আল-আজদির নাম হলো, হাবিব ইবনে আবু মুলাইকা। সাহাবা ও তৎপরবর্তী একদল আলেম পছন্দ করেছেন বিতরের পূর্বে না ঘুমানো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে শেষ রাত্রে সজাগ না হওয়ার আশংকা করে সে যেনো অবশ্যই প্রথম রাত্রে বিতর পড়ে। আর যে শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশা করে সে যেনো শেষ রাত্রে বিতর পড়ে। কেনোনা, শেষ রাত্রে কোরআন তিলাওয়াতের সময় (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হন। আর এটাই আফজাল।

হান্নাদ-আবু মু'আবিয়া-আ'মাশ-আবু সুফিয়ান-জাবের-সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

অনুচ্ছেদ–৪ : প্রথম রাতে ও শেষ রাতে বিতর আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৩)

٤٥٦– عَنْ مَسْرُوْقٍ "أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ فِي وَجْهِ السَّحَرِ".

৪৫৬। **অর্থ :** হজরত মাসরূক আয়েশা রা. কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, তিনি রাত্রের সব অংশেই- প্রথমাংশে, মধ্যমাংশে ও শেষাংশে। তাঁর বিতর ওফাতের সময় সাহরির সময় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হাসিনের নাম হলো, উসমান ইবনে আসেম আল-আসাদি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আলি জাবের, আবু মাসউদ আনসারি ও আবু কাতাদা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এটি তথা শেষ রাত্রে বিতর পছন্দ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ–৫ প্রসংগ : বিতরের নামাজ সাত রাকাত (মতন পৃ. ১০৩)

٤٥٧– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ".

৪৫৭। **অর্থ :** হজরত উম্মে সালামা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত বিতর পড়তেন। যখন বয়স্ক ও জয়িফ হয়ে গেলেন তখন সাত রাকাত বিতর আদায় করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে সালামা রা. এর হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিতর তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাকাত বর্ণিত আছে।

হজরত ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, হাদিসে যে 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত বিতর পড়তেন বলে বর্ণিত আছে' এর অর্থ হলো, তিনি রাত্রে বিতর সহ তের রাকাত পড়তেন। সুতরাং তাহাজ্জুদের নামাজ বিতরের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রা. হতে একটি হাদিসও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এরশাদ- 'হে আহলে কোরআন! তোমরা বিতর পড়ো' দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামুল্লাইল তথা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া। তিনি বলতে চান, আসহাবুল কোরআন বা আহলে কোরআনের দায়িত্ব হলো, তাহাজ্জুদ আদায় করা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسٍ

অনুচ্ছেদ–৬ প্রসংগ : বিতর পাঁচ রাকাত (মতন পৃ. ১০৪)

٤٥٨– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فِي آخِرِهِنَّ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".

৪৫৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজ ছিলো তের রাকাত। তার মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতর আদায় করতেন। আর সর্বশেষ রাকাত ব্যতীত অন্য কোথাও বসতেন না। মুয়াজজিন যখন আজান দিতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে হালকা দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু আইয়্যুব রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি সহিহ। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম পাঁচ রাকাত বিতরের মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এগুলোর শুধু শেষেই বসবে অন্যত্র নয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি আবু মুসআব মাদিনিকে 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাকাত ও সাত রাকাত বিতর আদায় করতেন'- এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিলাম, তিনি

কিভাবে নয় রাকাত ও সাত রাকাত বিতর পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, দু'রাকাত দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন, আর বিতর পড়তেন এক রাকাত দ্বারা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ–৭ : তিন রাকাত বিতর প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৬)

٤٥٩– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ، آخِرُهُنَّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}".

৪৫৯। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন। এগুলোতে মুফাস্সালের নয়টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। তিনটি সূরা পড়তেন প্রতিটি রাকাতে। সর্বশেষ قل هو الله أحدٌ পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমরান ইবনে হুসাইন, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আবু আইয়ুব, আবদুর রহমান ইবনে আবযা- উবাই ইবনে কাব রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবজা সূত্রেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করা হয়। অনুরূপভাবে অনেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে 'উবাই রা. হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি। অনেকে উল্লেখ করেছেন, 'আবদুর রহমান ইবনে আবজা সূত্রে উবাই রা. হতে'।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহাবা প্রমুখ একদল আলেম এই মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে বিতর পড়বে তিন রাকাত।

হজরত সুফিয়ান বলেছেন, ইচ্ছে করলে পাঁচ রাকাত বিতর পড়বে। মনে চাইলে তিন রাকাত, আবার মনে চাইলে পারবে এক রাকাত পড়তে।

হজরত সুফিয়ান বলেছেন, আমি তিন রাকাত বিতর পড়া মুস্তাহাব মনে করি। এটাই ইবনে মুবারক ও কুফাবাসীর মত।

হজরত সাইদ ইবনে ইয়াকুব আত্ তালাকানি-হাম্মাদ ইবনে জায়দ-হিশাম-মুহাম্মদ ইবনে সিরিন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তাঁরা পাঁচ রাকাত, তিন রাকাত ও এক রাকাত বিতর পড়তেন। তারা ভালো মনে করতেন সবগুলোকেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ–৮ : এক রাকাত বিতর প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৬)

٤٦٠– عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: أُطِيْلُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانُ فِيْ أُذُنِهِ يَعْنِيْ يُخَفِّفُ".

৪৬০। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে সিরিন বলেন, ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি ফজরের দু'রাকাত দীর্ঘ করবো? জবাবে তিনি বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দু'দু' রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন। আর এক রাকাত দ্বারা বিতর আদায় করতেন। তিনি আজান কানে পড়ছে এমতাবস্থায় দু'রাকাত (ফজরের সুন্নত) আদায় করতেন। অর্থাৎ, আদায় করতেন হালকাভাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আয়েশা, জাবের, ফজল ইবনে আব্বাস, আবু আইয়্যুব ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা তাবেয়িন, অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা দু'রাকাত ও তৃতীয় রাকাতে ব্যবধান ও এক রাকাত বিতরের মত পোষণ করেন। মালেক, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ প্রসংগ : বিতরে কি কেরাত পড়বে? (মতন পৃ. ১০৬)

٤٦١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ".

৪৬১। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরে এক এক রাকাতে পড়তেন - قل هو الله أحدٌ ও الأعلى، وقل يا أيها الكافرون।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আয়েশা, আবদুর রহমান ইবনে আবজা, সূত্রে উবাই ইবনে কাব রা. হতে এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিতরের তৃতীয় রাকাতে সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাস তিলাওয়াত করেছেন। سبح اسم ربك সাহাবা ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেম পছন্দ করেছেন- قل هو الله أحدٌ ও الأعلى، وقل يا أيها الكافرون তিলাওয়াত করা- এগুলো হতে কোনো একটি সূরা পাঠ করা প্রত্যেক রাকাতে।

٤٦٢- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ".

৪৬২। **অর্থ :** হজরত আবদুল আজিজ ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দিয়ে বিতর পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, প্রথম রাকাতে পড়তেন- سبح اسم ربك الأعلى দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন- قل يا أيها الكافرون তৃতীয় রাকাতে পড়তেন, قل هو الله أحد এবং সূরা নাস ও ফালাক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। এই আবদুল আজিজ ইবনে জুরাইজের পিতা আতার ছাত্র। ইবনে জুরাইজের নাম হলো, আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে জুরাইজ। এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-আনসারি আমরা সূত্রে আয়েশা রা. সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. এখান হতে বিতরের রাকাত সংখ্যার বিবরণের জন্য একাধিক অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে প্রকাশ থাকে যে, হাদিস সমূহে ايتار শব্দটি দুই অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে– ১. শুধু বিতরের জন্য, ২. পুরো রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজের জন্য।

বিতর সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান

প্রকাশ থাকে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিতরের সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনাগুলো বিচিত্রধর্মী। এক রাকাত হতে নিয়ে ১৭ রাকাত পর্যন্ত আলোচনা হাদিসগুলোতে এসেছে।[৪৮০]

ফাতহুল মুলহিমে[৪৮১] উসমানি রহ. এসব বর্ণনার মাঝে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ মা'মূল ছিলো তিনি রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ শুরু করতেন সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত[৪৮২] দ্বারা। এরপর দীর্ঘ আট[৪৮৩] রাকাত আদায় করতেন। এরপর তিন রাকাত[৪৮৪]

---

[৪৮০] দেখুন সুনানে নাসায়ি এক হতে নিয়ে ১৩ পর্যন্ত বর্ণনাগুলোর জন্য : ১/২৪৮-২৫১, كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بواحدة ، وباب كيف الوتر بثلاث وباب كيف الوتر بخمس، وباب كيف الوتر بسبع، وباب كيف الوتر بتسع، وباب كيف الوتر باحدى عشرة ركعة، وباب كيف الوتر بثلاث عشرة ركعة

আহকার সংকলক ১৫ রাকাত কিংবা ১৭ রাকাত বিতরের বর্ণনাগুলো অনেক অনুসন্ধানের পরেও পেলোনা। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আত্তালখীসুল হাবীরে : ২/১৪ম باب صلوة التطوع ইমাম রাফিঈ রহ. এর বক্তব্য '১৩ এর উর্ধ্বে কোনো হাদিস বর্ণিত নেই' নং ৫১৪ -এর অধীনে লেখেন যেনো তিনি এটা গ্রহণ করেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আবু দাউদের পেছনের হাদিস হতে এবং '১৩ এর উর্ধ্বেও বর্ণনা নেই'- এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। মুনজিরীর হাশিয়াগুলোতে আছে, অনেকে বলেছেন, রাতের নামাজ সম্পর্কে সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা ১৭ বর্ণিত হয়েছে। এটি হলো, রাত দিনের রাকাত সংখ্যা। ইবনে হাব্বান, ইবনুল মুনজির ও হাকেম রহ. ইরাক সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। তোমরা পাঁচ অথবা সাত কিংবা নয় বা এগারো অথবা এরচে' বেশি রাকাত বিতরের নামাজ পড়ো।

ইবনে হাজার রহ. এর এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বিতরের রাকাত সংখ্যার উল্লেখ হাদিস সমূহে সতের পর্যন্ত এসেছে। والله اعلم -রশিদ আশরাফ।

[৪৮১] ২/২৮ باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل -সংকলক।

[৪৮২] তাহাবির মতে শরহে মা'আনিল আছারে (১/১৩৭ باب الوتر) বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা- 'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে উঠতেন তখন হালকা দুরাকাত দ্বারা নামাজ শুরু করতেন। এরপর আট রাকাত পড়তেন। তারপর আদায় করতেন বিতর। আয়েশা রা. বলেন, পূর্বের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

[৪৮৩] . পেছনের টীকায় বরাত উল্লেখ করা হয়েছে আবার পরবর্তিতেও আসছে। -সংকলক।

বিতর পড়তেন। তারপর দু'রাকাত নফল[৪৮৫] বসে আদায় করতেন, এরপর ফজর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফজরের দু'রাকাত[৪৮৬] আদায় করতেন। এভাবে মোট ১৭ রাকাত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম যখন এসব রাকাত বর্ণনা করতে চাইতেন তখন বলেছেন, ১৭ রাকাত[৪৮৭] বিতর আদায় করেছেন। তারপর অনেক সময় অনেকে ফজরের সুন্নত বাদ দিয়েছেন। কেনোনা, এটি বস্তুত তাহাজ্জুদের নামাজ ছিলো না। তাই তিনি বলেছেন, ১৫ রাকাত বিতর পড়েছেন।[৪৮৮]

আবার অনেকে সূচনা পর্বের হালকা দু'রাকাত আর বিতর পরবর্তী নফলগুলোকে বাদ দিয়ে ফজরের সুন্নতকে এর অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, ১৩ রাকাত বিতর পড়েছেন।[৪৮৯] আর অনেকে শুরুর হালকা দু'রাকাত আর বিতর পরবর্তী নফলগুলোকে বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজরের সুন্নত দু'রাকাতও খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে তিনি বলেছেন ১১ রাকাত।

[৪৯০] পক্ষান্তরে শেষ বয়সে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক ভারী হয়ে গিয়েছিলো তখন তিনি কোনো সময় ৬ রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। এর সঙ্গে বিতরের তিন রাকাত মিলে মোট নয় রাকাত হয়েছে। অনেকে এ সময়কার আমল বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, তিনি ৯ রাকাত বিতর

---

[৪৮৪] আয়েশা রা. এর বর্ণনায় আছে তিনি চার রাকাত পড়তেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস কর না। তারপর চার রাকাত পড়তেন। তারপর চার রাকাত পড়তেন। তারপর তিন রাকাত আদায় করতেন। -সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪, باب صلوة الليل الخ -সংকলক।

[৪৮৫] আয়েশা রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তের রাকাত পড়তেন। তার মধ্যে নয় রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করতেন আর দু'রাকাত পড়তেন বসে। যখন রুকু করতে চাইতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু এবং সেজদা করতেন। এমন করতেন বিতরের পরে। তারপর যখন ফজরের আজান শুনতেন তখন দাঁড়িয়ে হালকা দু'রাকাত আদায় করতেন। -নাসায়ি : ১/২৫৩, كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب اباحة الصلوة بين الوتر وبين ركعتى الفجر -রশিদ আশরাফ।

[৪৮৬] সূত্র পেছনের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

[৪৮৭] মুনজিরির টীকাগুলোতে রয়েছে। দ্র. আত্ তালখিসুল হাবির : ২/১৪, হাদিস নং ৫১৪ باب صلوة التطوع -সংকলক।

[৪৮৮] পূর্বের মতো এই হাদিসটি পাওয়া গেলো না।

[৪৮৯] উম্মে সালামা রা. এর হাদিসে আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত বিতর পড়তেন। যখন তাঁর বয়স ভারি হয়ে গেলো এবং জয়িফ হয়ে পড়লেন, তখন নয় রাকাত বিতর পড়েছেন। (নাসায়ি : ১/২৫১, باب الوتر بثلاث عشرة ركعة)। আর তের রাকাত বিতর সংক্রান্ত মূলপাঠে উল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থন হয় সহিহ মুসলিমে (১/২৫৫, باب صلاة الليل الخ) বর্ণিত আয়েশা রা. এর হাদিস দ্বারা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে দশ রাকাত পড়তেন। আর এক সেজদা তথা এক রাকাত দ্বারা বিতর পড়তেন (অর্থাৎ, দু'রাকাত জোড়ের সঙ্গে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর পড়তেন। কেনোনা, তাহাজ্জুদ নামাজ পুরোটা দু'রাকাত দু'রাকাত করেই হতো। আর তিন রাকাতের শুরু শেষ রাকাতটি হতো বেজোড়।) আর ফজরের প্রথম দু'রাকাত। এই মোট ১৩ রাকাত হলো। -রশিদ আশরাফ।

[৪৯০] ইমাম তাহাবি : ১/১৩৯, বাবুল বিতর। তাছাড়া আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ও গর রমজানে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। চার রাকাত আদায় করতেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। তারপর চার রাকাত আদায় করতেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। তারপর চার রাকাত আদায় করতেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। তারপর পড়তেন তিন রাকাত........। সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪,(باب صلوة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم الخ) -সংকলক।

পড়েছেন।[৪৯১] অনেক সময় তিনি আরো অনেক কমিয়েছেন। তাহাজ্জুদ শুধু চার রাকাত পড়েছেন। তখন তাঁর আমল 'সাত রাকাত বিতর আদায় করেছেন' বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৯২]

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর একটি বর্ণনা যদিও শাফেয়িদের মতো তবে বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২২০) বর্ণনা করেছেন যে, তার একটি বর্ণনা হানাফিদের মত। সুতরাং এক রাকাত বিতরের প্রতি জোর দেওয়ার মতো চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র শাফেয়ি রহ. ব্যতীত আর কেউ রইলেন না। -রশিদ আশরাফ।

প্রথমেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, ايتار শব্দটি শুধু বিতর নামাজের অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আবার পূর্ণ তাহাজ্জুদের নামাজের অর্থেও। তারপর এই বিষয়টি স্পষ্ট থাকে যে, আলোচ্য ওপরযুক্ত সবগুলো বর্ণনায় ايتار দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ।

অবশ্য যেসব বর্ণনায় পাঁচ রাকাত বিতরের কথা এসেছে সেগুলোতে ايتار দ্বারা শুধু উদ্দেশ্য বিতরের নামাজ।

এতে পরবর্তী দু'রাকাত নফলকে বিতরের অধীনস্থ বানিয়ে এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং اوتر بثلاث বর্ণনাটিকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ اوتر بواحدة এর অর্থ হলো যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ দু'দু রাকাত করে পড়তে থাকতেন, আর যখন বিতরের ওয়াক্ত আসতো তখন তিনি দু'রাকাতের সঙ্গে এক রাকাত অতিরিক্ত শামিল করে নিতেন।

এমন নয় যে, শুধু এক রাকাত আদায় করতেন। এমনভাবে উত্তম সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায় সমস্ত বর্ণনার মাঝে।

---

[৪৯১] 'নয় রাকাত বিতর আদায় করেছেন।' যেমন পেছনের টীকায় উম্মে সালামা রা. এর বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত বিতর পড়তেন। যখন বয়স ভারি হয়ে গেলো ও তিনি জয়িফ হয়ে পড়লেন তখন নয় রাকাত বিতর পড়েছেন। (নাসায়ি : ১/২৫১, باب الوتر بثلاث عشرة ركعة، اوتربتسع সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দলিল করছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস যেটি সহিহ মুসলিমে (১/২৬১, باب صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل) বর্ণিত আছে- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন, তিনি মিসওয়াক করলেন, আর ওজু করলেন, তখন তিনি নিম্নেযুক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন-

ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لأولى الألباب এ আয়াতগুলো পড়ে সূরা শেষ করেছেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়েছেন। তাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম, রুকু, সেজদা করেছেন। তারপর নামাজ হতে ফিরে এসে ঘুমালেন এমনকি নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন। তারপর তিনি এমন করলেন তিনবার ছয় রাকাত। প্রতিবার তিনি মিসওয়াক করতেন, ওজু করতেন এবং এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর আদায় করেছেন। -রশিদ আশরাফ।

[৪৯২] আয়েশা রা. এর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাকাত বিতর পড়তেন। তারপর দু'রাকাত বসে পড়তেন। যখন তিনি জয়িফ হয়ে পড়েছেন তখন তিনি সাত রাকাত বিতর পড়েছেন। -নাসায়ি : ১/২৫০, باب كيف الوتر بسبع। সাত রাকাত বিতর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দলিল করছে আয়েশা রা. এর অপর একটি হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামাজ পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত পড়তেন। এরপর আরো দু'রাকাত এরচেয়ে দীর্ঘ আদায় করতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। এগুলোর মাঝে ব্যবধান করতেন না। অর্থাৎ, একসঙ্গে আদায় করতেন। এ হাদিসটি ইমাম আহমদ সেকাহ সনদে বর্ণনা করেছেন। -আছারুস্ সুনান : ১৬২ باب الوتر بثلاث ركعات -সংকলক।

বিতর তিন রাকাত সম্পর্কিত বিবরণ

বিতরের রাকাত সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমামত্রয়ের মতে এক[৪৯৩] হতে নিয়ে সাত রাকাত পর্যন্ত বিতর বৈধ। এরচে বেশি নয়। সাধারণত তাঁদের আমল হলো, দুই সালামে এই তিন রাকাত আদায় করেন। দুই রাকাত এক সালামে আর আরেক সালামে এক রাকাত।

বিতরের তিন রাকাত সুনির্দিষ্ট হানাফিদের মতে। তাও এক সালামে। দুই সালামে তিন রাকাত পড়া হানাফির মতে বৈধ নয়।

সে সব বর্ণনা দ্বারা ইমামত্রয় দলিল পেশ করেন, যেগুলোতে 'এক রাকাত বিতর পড়েছেন' হতে নিয়ে 'সাত রাকাত বিতর পড়েছেন' পর্যন্ত হাদিসে বর্ণিত আছে।

হানাফিদের দলিল নিম্নেযুক্ত

১ সহিহ বোখারি-মুসলিমে[৪৯৪] আয়েশা রা. এর একটি হাদিস রয়েছে। যেটি তিরমিযীতেও[৪৯৫] পেছনে এসেছে,

عن ابى سلمة (رضــ) ابن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا الخ.

স্পষ্ট ভাষায় এতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর তাহাজ্জুদ হতে পৃথক পড়তেন।

২ আলি রা. এর হাদিস সামনে আসছে তিরমিযীতে,[৪৯৬]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ فى كل ركعة بثلاث سور اخرهن قل هو الله أحد–

৩ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে তিরমিযীতেই,[৪৯৭] (باب ماجاء فيما يقرأ فى الوتر)

---

[৪৯৩] শাফেয়ি রহ. শুধু এক রাকাত বিতর বৈধ হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এক রাকাত বিতর বৈধ আছে তবে এটি নেহায়েত জয়িফ। মুয়াত্তা ইমাম মালেকের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, এক রাকাত বিতর তার মতে বৈধই নেই। মুয়াত্তায় (১১০, باب الأمر بالوتر) হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এশার নামাজের পর এক রাকাত বিতর পড়তেন। এরপর ইমাম মালেক রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ রয়েছে যে, এর ওপর আমাদের মতে আমল নয়। তবে বিতরের ন্যূনতম সংখ্যা হলো তিন।

[৪৯৪] সহিহ বোখারি : ১/১৫৪০ كتاب التهجد، باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم، بالليل فى رمضان وغير সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪, باب صلوة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل-সংকলক।

[৪৯৫] ১/৮৪ باب ماجاء فى وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل -সংকলক।

[৪৯৬] ১/৮৬ باب ماجاء فى الوتر بثلاث

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فى ركعة.

৪. باب ماجاء فيما يقرأ فى الوتر[৪৯৮] এর অধীনে একটি হাদিস বর্ণিত আছে,

عن عبد العزيز ابن جريج قال سألت عائشة باى شيئ كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يقرأ فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثا نية بقل ياأيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد و المعوذتين–

৫. সুনানে আবু দাউদে[৪৯৯] আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স রা. হতে বর্ণিত আছে,

قالت قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بانقص من سبع و لا باكثر من ثلاث عشرة –

'তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো রাকাত বিতর পড়তেন। জবাবে তিনি বললেন, চার রাকাত ও তিন রাকাত, ছয় রাকাত ও তিন রাকাত, আট রাকাত ও তিন রাকাত, দশ রাকাত ও তিন রাকাত বিতর পড়তেন। সাত রাকাতের কম, তের রাকাতের বেশি তিনি বিতর পড়তেন না।'

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা পরিবর্তিত হতো তবে বিতরের রাকাত সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন হতো না; বরং এর রাকাত সংখ্যা সর্বদা তিনই হতো। বিতর তিন রাকাত হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট এসব হাদিস।[৫০০]

---

[৪৯৭] ১/৮৬ তাছাড়া এই অর্থবোধক দুটি সহিহ হাদিস হজরত উবাই ইবনে কাব ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবজা রা. হতেও বর্ণিত আছে। দ্র. আছারুস্ সুনান : ১৬১ باب الوتر بثلاث ركعات-সংকলক।

[৪৯৮] ১/৮৬ -সংকলক।

[৪৯৯] باب فى صلاة الليل১/১৯৩ -সংকলক।

[৫০০] তিন রাকাত বিতরের একটি দলিল ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক তাঁর খালার গৃহে রাত যাপনের ঘটনাও। (যেটি পেছনের টীকাতেও এসেছে।) যাতে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- 'তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন তাতে দীর্ঘ কিয়াম রুকু ও সেজদা করলেন। তারপর ফিরে এসে ঘুমালেন এমনকি নাক ডাকলেন। তারপর এমন তিনি তিনবার করলেন। ছয় রাকাত এভাবে আদায় করলেন। প্রত্যেকবার মিসওয়াক করতেন, ওজু করতেন এবং এসব আয়াত তিলাওয়াত করতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর পড়লেন। -সহিহ মুসলিম : (১/২৬১ باب صلاة النبى صلى الله عليه وسلم و الدعاء بالليل)

তাছাড়া আরেকটি বর্ণনা পেছনে গেছে। এটি হাসান-সাদ ইবনে হিশাম-আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামাজ পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। এরপর এরচেয়ে অনেক দীর্ঘ আরো দু'রাকাত আদায় করতেন। পড়তেন ব্যবধান ব্যতীত তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। এ হাদিসটি ইমাম আহমদ রহ. সেকাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -আছারুস্ সুনান : ১৬২ باب الوتر بثلاث ركعات

ওপরযুক্ত দুটি বর্ণনা যেখানে বিতর তিন রাকাত পড়ার দলিল সেখানে এ কথারও দলিল যে, বিতরের তিন রাকাত এক সালামে হবে, দুই সালামে নয়। এগুলো ব্যতীতও আরো বহু হাদিস হানাফিদের দলিল রয়েছে। কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় সেগুলো বাদ দেওয়া হলো। -রশিদ আশরাফ।

তিন ইমাম দলিলগুলোর জবাব হলো যে, বর্ণনাসমূহে এক রাকাত বিতর হতে নিয়ে ১৩ রাকাত বিতর (বরং ১৭ রাকাত বিতর -সংকলক) পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। সুতরাং যেসব বর্ণনায় নয় রাকাত বিতর কিংবা ১১ রাকাত বিতর অথবা ১৩ রাকাত বিতরের কথা এসেছে, সেগুলোতে ইমামত্রয় এ ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য যে, এখানে বিতর দ্বারা পুরো তাহাজ্জুদের নামাজ উদ্দেশ্য। যেগুলোর মধ্যে তিন রাকাত বিতরের আর অবশিষ্ট তাহাজ্জুদের। তাই ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

'معنى ما روى' أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة قال (اى اسحاق) انما معناه انه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل الى الوتر-

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত বিতর পড়তেন' এ বর্ণনার অর্থ ইসহাক রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সহকারে রাত্রে তের রাকাত নামাজ আদায় করতেন। সুতরাং রাতের নামাজকে বিতরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।'

আমরা বলি ইমামত্রয় যেই ব্যাখ্যা ১৩ রাকাত, ১১ রাকাত ও ৯ রাকাত বিশিষ্ট হাদিসগুলোতে করেছেন, সেই ব্যাখ্যাই আমরা সাত রাকাত বিশিষ্ট হাদিসেও করি। অর্থাৎ, এই সাত রাকাত হতে ৪ রাকাত ছিলো তাহাজ্জুদের আর ৩ রাকাত ছিলো বিতরের। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বিশদ বিবরণ দিয়েছি।

যে ব্যাখ্যা ইমামত্রয় ১৩, ১১ এবং নয় রাকাত বিশিষ্ট হাদিসগুলোতে করেছেন, সেই ব্যাখ্যাই আমরা ৭ রাকাত বিশিষ্ট হাদিসেও করি। অর্থাৎ, সে ৭ রাকাত হতে চার রাকাত ছিলো তাহাজ্জুদের, আর তিন রাকাত ছিলো বিতরের। যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

হানাফিদের এই ব্যাখ্যার ওপর অবশ্য আয়েশা রা. হতে বর্ণিত তিরমিযীর[৫০১] একটি বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,

قالت كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شيئ منهن الا فى آخرهن.

এ থেকে বোঝা যায়,[৫০২] পাঁচ রাকাত এক সালামে বরং এক বৈঠকে হবে।

জবাব এই দেওয়া হয়েছে[৫০৩] যে, আসলে এগুলোতে তিন রাকাত বিতরের সঙ্গে সঙ্গে দু'রাকাত নফলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর لا يجلس দ্বারা দীর্ঘ বৈঠক অস্বীকার করা উদ্দেশ্য, যেটি দোয়া-জিকিরের জন্য হয়, মূল বৈঠকের নয়। এ কারণে মা'মুল এটাই যে, বিতরের পর দোয়া করা হয় না। বরং নফলের পর করা হয়।

২ আল্লামা উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে[৫০৪] এই দিয়েছেন দ্বিতীয় জবাব যে, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো,

ما كان يلى شيئا من هذه الصلوة جالسا الا الر كعتين الاخير تين فإنه كان يصليهما جالسا [৫০৫]

---

[৫০১] ১/৮৬ باب ماجاء فى الوتر بخمس সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪, باب صلوة الليل وعدد ركعات من النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل الخ. -সংকলক।

[৫০২] এতে আমাদের ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা চলতে পারে না। কেনোনা, এতে তাহাজ্জুদের নামাজ এবং বিতর পাঁচ রাকাত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। -সংকলক।

[৫০৩] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/১৮৭, ১৮৮। -সংকলক।

[৫০৪] ২/২৯১, باب صلوة الليل

তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নামাজের মধ্য হতে শুধুমাত্র শেষ দু'রাকাত বসে আদায় করতেন। অন্যগুলো বসে পড়তেন না। এই ব্যাখ্যাটি আফজল।[৫০৬]

আরেকটি ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে এ হাদিসটির যে, এখানে বসা দ্বারা সালামের জন্য বসা উদ্দেশ্য। এর উদ্দেশ্য হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন তো অবশ্যই, তবে সালাম শুধু পঞ্চম রাকাতেই দিতেন। তবে যদি এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয় তাহলে সে মুতাবেক বলতে হবে যে, বিতরের তিন রাকাত এবং পরবর্তী দুই নফল এক সালামে পড়া যায়। অথচ এটি হানাফিদের মাজহাব না।

---

[৫০৫] উসমানি রহ. এর আলোচনার আলোকে এই ব্যাখ্যাটির অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পরবর্তী নফল এবং কোনো সময় বিতর পূর্ববর্তি তাহাজ্জুদ নামাজ বসে আদায় করতেন এবং দাঁড়িয়ে নামাজের পরিবর্তে বসে নামাজ পড়তেন। বিতর পরবর্তী দু'রাকাত বসে পড়ার দলিল নাসায়িতে (১/২৫৩ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب اباحة الصلوة بين ركعتى الفجر وبين ركعتى الفجر) বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ রাকাত, ৯ রাকাত দাঁড়িয়ে পড়তেন। তার মধ্যে বিতরের নামাজও পড়তেন। আর দু'রাকাত পড়তেন বসে। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু করতেন, সেজদা করতেন। বিতরের পরেও অনুরূপ করতেন। আবার কোনো কোনো কোনো সময় তাহাজ্জুদের নামাজ বসে পড়ার বিষয়টিও হজরত আয়েশা রা. এর আরেকটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেটি সহিহ বোখারিতে (১/১৫০ ابواب تقصير الصلوة باب اذا لى قاعدا ثم صح او وجد خفة الم ما بقى) বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি কখনও তাহাজ্জুদের নামাজ বসে পড়তে দেখনি বয়স ভারি হওয়া পর্যন্ত। তখন তিনি বসে কেরাত পড়তেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়াতেন। এই দুটি বর্ণনার সমষ্টি দ্বারা বোঝা গেলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পরবর্তী দু'রাকাত নফল এবং কোনো কোনো সময় তাহাজ্জুদের নামাজ বসে পড়তেন।

পাঁচ রাকাত বিশিষ্ট আলোচ্য বর্ণনায় হজরত আয়েশা রা. একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সে বৈঠক যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় দাঁড়ানোর স্থলে অবলম্বন করতেন ৫ রাকাত (বিতরের তিন রাকাত নফলের দু'রাকাত) হতে শুধু শেষ দু'রাকাতেই হতো। অর্থাৎ, বিতর পরবর্তী দু'রাকাত নফল তো তিনি বসে আদায় করতেন। তবে বিতরের রাকাতগুলো আদায় করতেন দাঁড়িয়ে। কেনোনা, যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম, তার জন্য বিতরের নামাজ বসে পড়া বৈধ নয়। যেনো, পাঁচ রাকাতের বৈঠক এবং সালাম অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একথা প্রকাশ করা যে, বিতরের রাকাতগুলো তিনি দাঁড়িয়ে পড়তেন, বসে নয়। -রশিদ আশরাফ সাইফি।

[৫০৬] শাফেয়ি রহ. নিজ মুসনাদে (১২৪) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবদুল মজীদ-ইবনে জুরাইজ-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা সূত্রে মারফু' আকারে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫ রাকাত বিতর পড়তেন। সর্বশেষ ব্যতীত অন্যত্র তিনি বসতেনও না, সালামও দিতেন না।

জাফর আহমদ উসমানি রহ. এর রাবিদের সম্পর্কে লিখেন, এর রাবিগণ সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারি। তবে বোখারি আবদুল মাজীদের কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। অবশ্য তিনি সেকাহ। ইমাম মুসলিম প্রমুখ তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। -ই'লাউস্ সুনান : ৬/৪৪, باب الايتار بثلاث موصولة وعدم الفصل بينهن بسلام। এ হাদিসটিকে যদি বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে পাঁচ রাকাত হতে শুধু শেষ রাকাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন এবং এতেও তিনি সালাম ফিরাতেন। বাকি কোনো রাকাতে না বসতেন, না সালাম ফিরাতেন। এই অর্থের আলোকে ওপরযুক্ত দুটি ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়ে যাবে। কেনোনা, প্রথম তো ব্যাখ্যাটি নির্ভর করেছিলো لا يجلس দ্বারা বিতরের পর দীর্ঘ বৈঠক অস্বীকার করার ওপর, আসল বৈঠক ও সালাম অস্বীকারের ওপর নয়। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও বৈঠক ও সালাম প্রমাণিত নেই। হাদিসের অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছিলো যে, বসে বসে বিতর না পড়ার কথা বুঝানো উদ্দেশ্যে। সুতরাং মুসনাদে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বর্ণনা لا يجلس ولا يسلم الافى الا خرة منهن দ্বারা দুটো ব্যাখ্যাই রদ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মুসনাদে শাফেয়ির ওপরযুক্ত এই অর্থ হয় যে, সালামের জন্য বসতেন না এবং সালাম দিতেন শুধু শেষ রাকাতে, তাহলে এর দ্বারা মূলপাঠে আসন্ন তৃতীয় ব্যাখ্যাটির সমর্থন হবে। এজন্য উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে (৬/৪৪) এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেন, এটি সালাম সহ বৈঠক অস্বীকারের ব্যাখ্যার সমর্থক। والله اعلم وعلمه اتم واحكم -রশিদ আশরাফ।

হজরত আয়েশা রা. হতে সহিহ মুসলিমে[৫০৭] বর্ণিত সাদ ইবনে হিশামের বর্ণনাটিও হানাফিদের মাজহাব এবং তাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে না। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম,

يا أم المؤ منين البئينى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكطه وطهوره فيعثه الله ما شاء من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلى تسع ركعات لايجلس فيها الا فى الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم ويصلى التاسعة ثم يقوم ويصلى التا سعة ثم يقعد فيذ كر الله ويحده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا- ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة يا بنى-

আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে অবহিত করুন 'হে উম্মুল মু'মিনিন! ফলে তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিসওয়াক ও ওজুর পানি তৈরি করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাত্রের যে অংশে ইচ্ছা সে অংশে জাগ্রত করে দিতেন।

তারপর তিনি মিসওয়াক করতেন, ওজু করতেন এবং ৯ রাকাত নামাজ আদায় করতেন বসতেন শুধু অষ্টম রাকাতে। তখন আল্লাহর জিকির করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে দোয়া করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে যেতেন সালাম না ফিরিয়ে। তারপর দাঁড়াতেন এবং নবম রাকাত পড়তেন। তারপর বসে আল্লাহর জিকির করতেন। তার হামদ করতেন, তার কাছে দোয়া করতেন। তারপর আমাদের শুনিয়ে সালাম দিতেন। তারপর সালাম বাদ বসে বসে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এই হলো, ১১ রাকাত নামাজ হে আমার আদরের সন্তান!'

এই হাদিসটি খুবই জটিল। কেনোনা, এর দাবি হলো, বৈঠক শুধু অষ্টম রাকাতে হওয়া এবং তাহাজ্জুদ ও বিতরের মাঝে সালামের ব্যাবধান না থাকা।

ফাতহুল মুলহিমে[৫০৮] উসমানি রহ. হানাফিদের পক্ষ হতে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন যে, মূলতঃ এই এগারো রাকাতে ছয় রাকাত তাহাজ্জুদের আর তিন রাকাত বিতরের। আর দু'রাকাত বিতর পরবর্তী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। لايجلس فيها الا فى الثامنة বাক্যে সাধারণ বৈঠক অস্বীকার করা হয়নি; বরং এমন বৈঠক অস্বীকার করা হয়েছে যারপর সালাম নেই। উদ্দেশ্য এই যে, আট রাকাতের আগে আগে তিনি প্রতিটি বৈঠকে সালাম ফিরাতেন। অবশ্য অষ্টম রাকাতে তিনি শুধু বৈঠক করতেন আর সালাম ব্যতীত নবম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। যেটি হতো বিতরের তৃতীয় রাকাত। তারপর বিতর শেষ করে তিনি দু'রাকাত নফল আদায় করতেন। এই ব্যাখ্যার পরে এই হাদিসটিও হানাফিদের মাজহাব মুতাবেক মিলে যায়।[৫০৯] এই ব্যাখ্যা ব্যতীত কোনো

---

[৫০৭] ১/২৫৫, ২৫৬ باب صلوة الليل الخ তাছাড়া দ্র. সুনানে নাসায়ি : ১/২৫০ باب صلوة الليل الخ -সংকলক।

[৫০৮] ২/৩০৩, باب صلوة الليل الخ -সংকলক।

[৫০৯] আইনি রহ.ও এই বর্ণনার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (উমদা : ৭/৮, বাবু সা'আতিল বিতরের সামান্য আগে) সেটি হলো, প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটি ছিলো বিতর নামাজ সংক্রান্ত, তাহাজ্জুদ নামাজ সংক্রান্ত নয়। এজন্য আয়েশা সিদ্দিকা রা. মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে সংক্ষেপে কাজ সেরেছেন। তিনি বিতরের বৈঠক ও সালামের উল্লেখতো করেছেন, বাকি রাকাতগুলোর বৈঠক ও সালাম বাদ দিয়েছেন। অন্যথায় তাঁর উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদ নামাজে বৈঠক ও সালাম অস্বীকার করা নয়; বরং এটার বিবরণ উদ্দেশ্য যে, তাহাজ্জুদের নামাজও বিতরের সমষ্টির মধ্য হতে অষ্টম রাকাত, যেটি বিতরের দ্বিতীয় রাকাত হতো, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম সহ বৈঠক করতেন না। বরং এর সঙ্গে এক রাকাত মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পূর্ণ করতেন। যেনো, অন্যান্য অনেক হাদিসের

গত্যন্তরও নেই। কেনোনা, স্বয়ং আয়েশা রা. হতে এমন প্রচুর বর্ণনা[৫১০] বর্ণিত আছে, যেগুলো দ্বারা বোঝা যায়

মতো এই হাদিসে বিতরের দু'রাকাতের পর সালাম না ফিরানোর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য অন্য বর্ণনায় সাদ ইবনে হিশামই হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। -নাসায়ি : ১/২৪৮, باب كيف الوتر بثلاث

আবু দাউদে (১/১৯০ باب في صلاة الليل) এই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট রাকাত দ্বারা বিতর পড়তেন। বসতেন শুধু অষ্টম রাকাতে। তারপর দাঁড়াতেন তারপর আরেক রাকাত পড়তেন। বসতেন শুধু অষ্টম ও নবম রাকাতে। সালাম ফিরাতেন শুধু নবম রাকাতে তারপর দুরাকাত বসে আদায় করতেন। প্রিয় বৎস! এ হলো, মোট এগারো রাকাত।

এই বর্ণনা এবং এ ধরনের অন্যান্য বর্ণনা সম্পর্কে জাফর আহমদ উসমানি রহ.ও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ধরণের হাদিসের ব্যাখ্যা তিনি এই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দীর্ঘ বৈঠক করতেন না এবং জোরে সালাম ফিরাতেন না। বসতেন অষ্টম রাকাতে। সেখানে দীর্ঘ বৈঠক করতেন। তবে সালাম ফিরাতেন না। তারপর নবম রাকাত পড়ে বসতেন, এরপর জোরে সালাম ফিরাতেন। এর দ্বারা ষষ্ঠ রাকাতে সালাম তরক করা এবং প্রতি দুই রাকাতে বৈঠক বর্জন করা আবশ্যক হয় না। বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। বরং এখানে সর্বোচ্চ আবশ্যক হয় অষ্টম ও নবম রাকাতের পূর্বে দীর্ঘ বৈঠক ও জোরে সালাম পরিহার করা। -ই'লাউস্ সুনান : ৬/৪৪ باب الايتار بثلاث موصولة الخ। যার সারমর্ম হলো, এ ধরণের বর্ণনাগুলোতে দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক ও সালাম অস্বীকার করা নয় বরং এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট রাকাতের পূর্বে দীর্ঘ বৈঠক করতেন না। যদিও সংক্ষিপ্ত বৈঠকের সঙ্গে সালাম ফিরাতেন। অবশ্য অষ্টম রাকাতে দীর্ঘ বৈঠক করতেন এবং সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর নবম রাকাত পড়ে খুব জোরে এত উচ্চৈঃস্বরে সালাম ফিরাতেন যে, এর পূর্বে কোনো রাকাতে সালাম ফিরাতেন না এতো জোরে।

উসমানি রহ. এর ব্যাখ্যার প্রথমাংশের (যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম রাকাতের পূর্বে দীর্ঘ বৈঠক করতেন না।) সমর্থন মুসলিমের (১/২৫৬) يصلى تسع ركعت لا يجلس فيها الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ثم ينهض ولايسلم বাক্য দ্বারা হয়। আর দ্বিতীয় অংশের সমর্থন হয় আবু দাউদের (১/১৯০ باب صلوة الليل) একটি বর্ণনা (যেটি স্বয়ং ব্যাখ্যাতাও বর্ণনা করেছেন।) দ্বারা। বর্ণনাটি হলো, ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه

উসমানি রহ. স্বীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখেন, যদি আমরা সবগুলো বর্ণনাকে বাহ্যিক অবস্থার ওপর প্রয়োগ করি তাহলে আমার ব্যাখ্যার ওপর আমল করা এবং এটিকে ধর্তব্যে আনা সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য হবে। বিশেষত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজের ধরণ সংক্রান্ত ক্রিয়াবাচক বর্ণনাগুলো সুনিশ্চিত বিচিত্র ধর্মী। বিশেষ করে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর বর্ণনা। কেনোনা এতে প্রচুর ইখতিলাফ রয়েছে। যার ফলে এগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। যারা আমার আলোচ্য বিষয়গুলোতে চিন্তা করবেন এবং হাদিসের বিভিন্ন সূত্র ও শব্দরাজি তালাশ করবেন তাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। -ই'লাউস্ সুনান : ৬/৪৪, ৪৫ - সংকলক।

[৫১০] যেমন, আয়েশা রা. এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামাজ পড়তেন, তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত আদায় করতেন। তারপর এর চেয়ে দীর্ঘ দু'রাকাত আদায় করতেন। তারপর একই সঙ্গে তিন রাকাত বিতর নামাজ পড়তেন মাঝে কোনো ব্যবধান থাকতো না। আহমদ রহ. এ হাদিসটি সেকাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -আছারুস্ সুনান : ১৬২, باب الوتر بثلاث ركعات

আয়েশা রা. সুদীর্ঘ একটি মারফু' হাদিসে বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দু'রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। -মুসলিম : ১/১৯৪, باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتتح به

ইবনে উমর রা. এর মারফু' বর্ণনায় আছে, রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত। -তিরমিযী : ১/৮৪, باب ماجاء ان صلاة الليل مثنى مثنى

এ ধরণের সমস্ত বর্ণনা এর দলিল যে, হজরত আয়েশা রা. হতে সাদ ইবনে হিশামের বর্ণনা- لا يجلس فيها الا في الثامنة স্বীয় বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। والله اعلم وعلمه اتم واحكم

যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দু'রাকাতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন। আর শেষ বিতর হিসেবে তিন রাকাত আদায় করতেন।[৫১১]

তিন রাকাত বিতর এক সালামে আদায় করার বর্ণনা

বিতরের তিন রাকাত বিষয়টি পরিষ্কার হলো। এখন বিষয় হলো তিন রাকাত বিতর এক সালামের সঙ্গে হবে, না দুই সালামে -এই বিষয়টি। হানাফিদের বক্তব্য হলো, এই তিন রাকাত একই সালামে ছিলো যার দলিল হলো, তিন রাকাত বিতরের যেসব বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করা হলো, দুই সালামের উল্লেখ সেগুলোর কোথাও নেই।[৫১২]

---

[৫১১] বিতর নামাজ বেজোড় পড়া সম্পর্কে হানাফিদের ব্যাখ্যার ওপর হজরত আবু আইয়্যুব আনসারি রা. এর বর্ণনা দ্বারাও প্রশ্ন হয়। যেটি সুনানে নাসায়িতে (১/২৪৯, باب ذكر الإختلاف على الزهرى فى حديث ابى ايوب فى الوتر تحت باب كيف الوتر بثلاث) বর্ণিত আছে। আবু আইয়্যুব রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিতর হক। কেউ চাইলে সাত রাকাত বিতর পড়বে। আর কেউ চাইলে পাঁচ রাকাত পড়বে। আর কেউ চাইলে তিন রাকাত পড়বে। আর কেউ চাইলে এক রাকাত বিতর পড়বে। এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ বিতর আদায়কারির এক হতে নিয়ে সাত রাকাত পর্যন্ত বিতর পড়ার ইখতিয়ার আছে। এ হাদিসে اوتر بواحدة এ এই ব্যাখ্যা চলতে পারে না যে, পূর্বের জোড় সংখ্যাকে এক রাকাত মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পূর্ণ করে নিবে। কেনোনা, হানাফিদের ব্যাখ্যার আলোকে اوتر بواحدة এর অর্থ হবে اوتر بثلاث অথচ এই اوتر بثلاث হাদিসে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে اوتر بواحدة ও اوتر بثلاث একটিকে অপরটির বিপরীতে রাখা এ কথার দলিল যে, প্রত্যেকটি একটি অপরটি হতে।

শরহে মা'আনিল আছারে তাহাবি রহ. (১/১৪২ باب الوتر) এর একটি জবাব দিয়েছেন, যার সারনির্যাস হলো, এ হাদিস দ্বারা যে ইখতিয়ার বোঝা যায় উম্মতে মুহাম্মদির ইজমা এর বিপরীত। সুতরাং এই ইজমা' এটি মানসুখ হওয়ার দলিল। এই ইজমার বিস্তারিত বিবরণ পরে দিব ইনশাআল্লাহ। -রশিদ আশরাফ।

[৫১২] মুস্তাদরাকে হাকিমে অবশ্য শাবাবা ইবনে সাইয়্যার সূত্রে বর্ণিত আয়েশা রা. এর একটি হাদিস রয়েছে, এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে এক রাকাত বিতর পড়তেন। বর্ণনার শব্দগুলো নিম্ন- كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة মা'আরিফুস্ সুনান: ৪/২৬৪ باب ما جاء فى الوتر على الراحلة تحت عنوان خاتمة بحث الوتر

এই বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাশ্মীরি রহ. এর এই বক্তব্য বিন্নৌরি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, আশ্চর্যের ব্যাপার! শাফেয়িগণ এ হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করেননি। অথচ হাদিসটি শক্তিশালী। আর হানাফিগণ এটির জবাবের দিকে মনোযোগ দেননি। অথচ এটি জটিল। আমি সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছর পর্যন্ত এটি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করছিলাম। তারপর আমার কাছে একটি প্রশান্তিদায়ক ও যথেষ্ট জবাব প্রতিভাত হয়েছে। আল্লামা কাশ্মীরি রহ. এর এই জবাবটি আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২০৩, باب ماجاء فى الوتر بخمس) এর ব্যাখ্যার অধীনে উল্লেখ করেছেন। যার সারনির্যাস হলো, এই হাদিসে কথা বলা দ্বারা উদ্দেশ্য বিতর এবং ফজরের সুন্নতের মাঝে কথোপকথন করা। অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজ এবং বিতর হতে অবসর হয়ে ফজর পূর্ববর্তী সুন্নত আদায়ের পূর্বে কথাবার্তা বলতেন। যেনো এই হাদিসে- كان يوتر بركعة স্বতন্ত্র একটি বাক্য। যেটি বর্ণনা করছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাত দ্বারা নামাজ বেজোড় পড়তেন। তথা দু'রাকাতের সঙ্গে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর পূর্ণাঙ্গ করে নিতেন। দ্বিতীয় বাক্য وكان يتكلم بين الر كعتين والركعة বাক্যটিও স্বতন্ত্র। যাতে দু'রাকাতের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র হলো, ফজর পূর্বেকার দু'রাকাত। আর এক রাকাত দ্বারা বাস্তবে বুঝানো হয়েছে সে রাকাত যা দ্বারা বিতর পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, দু'রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সুন্নত। বিতরের শুরুর দু'রাকাত নয়। সম্ভবত এ জন্যই বলা হয়নি হাদিসে وكان يتكلم بين الركعتين والركعة من الوتر শব্দ।

মোটকথা, এই হাদিসটি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। এর ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি। অন্যথায় যদি এটিকে বাহ্যিক অর্থের ওপর রেখে দেওয়া হয় তাহলে অন্য বহু হাদিসের সঙ্গে এর বিরোধ আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেনোনা, এটি বাহ্যিক অর্থে দলিল করছে যে বিতরের

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা'মুল দুই সালামের সঙ্গে তিন রাকাত পড়া হতো, তবে এটি হতো একটি অসাধারণ ব্যাপার। সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই এর বিস্তারিত আলোচনা করতেন।

আর বর্ণনাগুলোতে দুই সালামের উল্লেখ নেই, তাই এটাই বলা হবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত মা'মুল অনুযায়ী মাগরিব নামাজের মতো একই সালামে আদায় করতেন।[৫১৩] সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে[৫১৪] যে, তিনি বিতরের তিন রাকাত দুই সালামে আদায় করতেন এবং এই আমলটিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করতেন। তবে তত্ত্বানুসন্ধানের পর এমন মনে হয় যে, তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন নামাজ পড়তে হয়ত দেখেননি। কেনোনা, কোথাও এটি প্রমাণিত নয় যে, তিনি এই আমলটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

শুরুর দু'রাকাত এবং শেষ রাকাতের মাঝে ব্যবধান হবে অথচ অন্যান্য প্রচুর বর্ণনা এ কথা দলিল করছে যে, উভয়ের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। যেমন, হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় ثم اوتر بثلاث لا يفصل بينهن এই বাক্যে হাদিসটি ইমাম আহমদ রহ. সেকাহ সনদে বর্ণনা করেছেন। -আছারুস্ সুনান : ১৬২,باب الوتر بثلاث ركعات। তাছাড়া আয়েশা রা. এর দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনা- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر সুনানে নাসায়ি : ১/২৪৮, باب كيف الوتر بثلاث

মুস্তাদরাকে হাকেমের বর্ণনাটির একটি ব্যাখ্যা এটিও সম্ভব যে, এটাকে সালাতে বুতাইরা (এক রাকাত বিশিষ্ট নামাজ) নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লামা শায়খ সুবহান মাহমুদ দা. বা. এই বক্তব্য করেছেন। বুতাইরার হাদিসটি হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. আত্-তামহিদে উল্লেখ করেছেন,

عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتير اء ان يصلى الر جل واحدة يوتر بها

দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/১২০, باب صلوة الوتر ২/১৭২, باب صلاة السهو বুতায়রা সংক্রান্ত হাদিসটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা পরে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত মুস্তাদরাকের হাদিসটির দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অবশ্য হজরত কাশ্মীরি রহ. এর ব্যাখ্যা অস্বীকার মূলক। আর উস্তাদে মুহতারমের ব্যাখ্যা স্বীকারোক্তিমূলক। বিষয়টি অবশ্যই চিন্তা করুন। -রশিদ আশরাফ।

[৫১৩] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। -নাসায়ি : ১/২৪৮, باب كيف الوتر بثلاث তাছাড়া আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিতর তিন রাকাত মাগরিবের তিন রাকাতের মতো। হায়ছামি রহ. বলেছেন, এটি ইমাম তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছেন, আবু বাহর আল-বাকরাবি। তার সম্পর্কে প্রচুর আপত্তি আছে। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৪২, باب عدد الوتر। তবে আবু বাহর বাকরাবির দুর্বলতা সত্ত্বেও এ হাদিসটি প্রামাণ্য হতে পারে। কেনোনা, এ হাদিসটির অর্থ একাধিক সাহাবায়ে কেরাম যেমন, হজরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রা. হতে মওকুফ সূত্রে বর্ণিত আছে। দ্র. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১৪৬, باب السلام فى الوتر

[৫১৪] তিনি জোড় দু'রাকাত এবং বিতরের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। আল্লামা নিমবি রহ. বলেছেন, এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাবি। তবে এর সনদে কিছু আপত্তি রয়েছে। -আছারুস্ সুনান : ১৫৮, باب الوتر بركعة এমনিভাবে হজরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বোখারি শরিফে (১/১৩৫ البواب الوتر باب ماجاء فى الوتر) বর্ণিত আছে, كان يسلم بين الركعة والركعتين فى الوتر حتى يأمربيعض حاجته

ইবনে উমর রা. ব্যতীত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি এক রাকাত বিতর পড়তেন এশার নামাজের পরে, এর বেশি নয়। এমনকি মধ্য রাতে জাগ্রত হতেন। ফলে রাতের মাঝে জাগ্রত থাকতেন। নিমবি রহ. বলেছেন, বায়হাকি এটি মা'রিফাতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ। -আছারারুস্ সুনান : ১/১৫৯باب الوتر ركعة । -সংকলক।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শিখেছেন। অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন; বরং সহিহ মুসলিমে[৫১৫] তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই الوتر ركعة من آخر الليل এরশাদ।

স্পষ্ট হলো তিনি এই এরশাদের অর্থ এই বুঝে নিয়েছেন যে, এক রাকাত আলাদাও পড়া যাবে। যেহেতু তিন রাকাত বিতরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত ছিলো, সেহেতু উভয় বর্ণনার মাঝে তিনি সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, এই তিন রাকাত দুই সালামে পড়া যাবে। এই ইজতিহাদ তার নিজস্ব।[৫১৬]

---

[৫১৫] ১/২৫৭باب صلوة الليل সুনানে নাসায়ি : ১/২৪৭, باب كم الوتر

[৫১৬] তবে মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত এর রদ হয়ে যাচ্ছে। কেনোনা, এটি বাহ্যত দলিল করছে যে, বিতরের দু'রাকাতের ও এক রাকাতের মাঝে ব্যবধান করা হজরত ইবনে উমর রা. এর ইজতিহাদ নয়; বরং বাস্তবেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল, যেটি তিনি বর্ণনা করেছেন- আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর এবং জোড় দু'রাকাতের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। আর এই সালাম আমাদেরকে শোনাতেন। নিমবি রহ বলেন, এ হাদিসটি ইমাম আহমদ শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন। -আছারুস্ সুনান : ১৫৮,باب الوتر بر كعة

আমরা তাহাবির (১/১৩৬) বরাতে ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছি যে, তিনি জোড় দু'রাকাত ও বিতরের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। হজরত ইবনে উমর রা. বলেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন। এই সালাম সম্পর্কে ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, হতে পারে এই সালাম দ্বারা তার উদ্দেশ্য তাশাহহুদ। মানে এই সালাম দ্বারা তাশাহহুদের সালাম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ السلام عليك ايها النبى الخ। যার ব্যাখ্যা এই যে, হজরত ইবনে উমর রা. তাশাহহুদের এই সালামকে নামাজ শেষ (ফসখ) করা মনে করতেন। এজন্য মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে (২/২০৪, নং ৩০৭৪, বাবুত্ তাশাহহুদ) বর্ণিত আছে, তিনি প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। এটাকে তিনি নামাজ ফসখ মনে করতেন। তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (১/২৯৩, ২৯৪, باب فى التشهد فى الصلوة كيف هو) হজরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি দু'রাকাতে السلام عليك ايها النبى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين পড়তেন না। উভয় হাদিসের সমষ্টি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইবনে উমর রা. প্রথম তাশাহহুদে السلام عليك ايها النبى পড়াকে নামাজ শেষ করা মনে করতেন। সুতরাং হতে পারে হজরত ইবনে উমর রা. যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি প্রথম তাশাহহুদে এই শব্দগুলো পড়তেন তখন তিনি মনে করেছেন যে, নবীজি স্বীয় নামাজ হতে বেরিয়ে গেছেন। যদিও এটি নামাজ শেষ করার সালাম ছিলো না। সুতরাং ইবনে উমর রা. বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দু'রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। তারপর তাশাহহুদের এই সালামকে কখনও হয়তো জোরে পড়েছেন, এজন্য ইবনে উমর রা. বর্ণনা করতে শুরু করে দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোড় দুই রাকাত এবং বিতরের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন এবং এই সালাম আমাদেরকে শোনাতেন। কাজেই হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিসগুলোর ভিত্তি তার ধারণা ও ইজতিহাদের ওপর।

মুসনাদে আহমদে এই ব্যাখ্যার আলোকে বর্ণিত ইবনে উমর রা. ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারাও হানাফি মাজহাবের ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। তাছাড়া মূল পাঠে উল্লেখিত ব্যাখ্যাও ঠিক হয়ে যাবে অকৃত্রিমভাবে।

প্রশ্ন হয় যে, মুয়াত্তা ইমাম মালেকে (৭৩, باب التشهد فى الصلوة) বর্ণিত হজরত নাফে' রহ. এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হজরত ইবনে উমর রা. প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক উভয়টিতে السلام على النبى ورحمة الله وبركاته বলতেন। এ কারণে নাফে' হজরত ইবনে উমর রা. এর সে তাশাহহুদ যাতে السلام على النبى الخ আছে। সেটি বর্ণনা করার পর ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বলেন, যে, তিনি প্রথম দু'রাকাতে তা পড়তেন এবং তাশাহহুদ পড়ার পর যা ইচ্ছা দোয়া করতেন। আবার যখন নামাজের শেষে বৈঠক করতেন তখনও এমন তাশাহহুদ পড়তেন। এভাবে হজরত ইবনে উমর রা. এর উভয় বর্ণনার মাঝে বিরোধ হয়ে যায়।

এর বিপরীত হানাফিগণ الوتر ركعة من آخر الليل এর এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, তাহাজ্জুদের জোড় তথা দু'রাকাতের সঙ্গে এক রাকাত মিলিয়ে তিন রাকাত বানিয়ে দেওয়া হবে। এটা নয় যে, এক রাকাত আলাদা করা হবে। হানাফিদের বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যা আর মাজহাবের সমর্থন হয় নিম্নেযুক্ত দলিলাদি দ্বারা,

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. الوتر ركعة من آخر الليل এর রাবি।[৫১৭] তা সত্ত্বেও তিনি তিন রাকাত বিতর এক সালামে পড়ার প্রবক্তা।[৫১৮] যা দ্বারা এই ফল বের হয় যে, তিনি الوتر ركعة من آخر الليل এর অর্থ সেটাই বুঝেছেন হানাফিগণ বর্ণনা করেছেন যেটা।

২. আয়েশা রা. ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত এবং তার বর্ণনাগুলোতে তিন রাকাত বিতরের উল্লেখ সাধারণভাবে এসেছে। তিনি কোথাও দুই সালামের উল্লেখ কথা বলেননি।[৫১৯]

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে প্রমাণিত নেই যে, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

কাশ্মীরি রহ. তাই বলেন, সুতরাং বিষয়টি আমার কাছে জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পন্থা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। এবং ইবনে উমর রা. এর মাজহাবের তাফসিলও বাইর হতে আমি পাইনি। যার ফলে প্রশ্নের অপনোদন হয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২১১

তবে হজরত কাশ্মীরি রহ. 'আল-কাশফে' বলেন, 'যেনো, তিনি (ইবনে উমর রা.) তা হতে রুজু করেছেন। অথবা তার মনে সেখানে তাফসিল রয়েছে। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ নফলের মধ্যে ব্যবধানের নিয়তে সালাম ফিরাতেন, ফরজের মধ্যে নয়। এর নিদর্শন হলো, মুয়াত্তার বর্ণনা পৃষ্ঠা ৭৪। 'তারপর ইমামের প্রতি সালাম দিতেন।' মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২১১ অর্থাৎ, সম্ভবত হজরত ইবনে উমর রা. শুরুতে তাশাহহুদের মধ্যে সালামের শব্দ বলে থাকবেন। পরবর্তীতে তিনি প্রথম তাশাহহুদে সালামের শব্দ বলা পরিহার করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি নফলে ব্যবধানের উদ্দেশ্যে সালামের শব্দগুলো বলতেন আর ফরজে প্রথম দুই রাকাতে তাশাহহুদের সালাম দ্বারা ব্যবধান করতেন না। ثم يرد الإمام শব্দ দ্বারা এর সমর্থন হয়।

পূর্ণ আলোচনা মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২২০-২২১। ২২১ হতে সংকলকের পক্ষ হতে কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সহকারে গৃহীত হয়েছে।

[৫১৭] সহিহ মুসলিমে (১/২৫৭, বাবু সালাতিল লাইল...) হজরত আবু মিজলায রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, জবাবে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (বিতর) শেষ রাতে এক রাকাত। -সংকলক।

[৫১৮] এজন্য তাঁর খালার ঘরে রাত্রি যাপন সংক্রান্ত বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণ দেওয়ার পর বলেছেন, 'তারপর তিনি তিন রাকাত বিতর পড়েছেন।' -সহিহ মুসলিম : ১/২৬১, باب صلوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل এই বর্ণনার স্পষ্ট অর্থ এটাই যে, এই তিন রাকাত এক সালামের সঙ্গেই পড়া হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর এতে অংশ গ্রহণের কথা হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। তাছাড়া মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে (১৪৬, باب السلام في الوتر) ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'বিতর মাগরিব নামাজের মতো।' যার অর্থ হলো, হজরত ইবনে আব্বাস রা. বিতরের তিন রাকাত মাগরিবের মতো এক সালামে পড়ার প্রবক্তা। -রশিদ আশরাফ।

[৫১৯] অবশ্য মুসতাদরাকে হাকেমে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত, 'তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাকাত বিতর পড়তেন এবং দুই রাকাত ও এক রাকাতের মাঝে কথা বলতেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৬৪ বিতরের আলোচনার পরিশিষ্ট। তবে এই বর্ণনার জবাব এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা সবিস্তারে আমরা পেছনের টীকায় উল্লেখ করেছি। -সংকলক।

ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাজ অথবা সালাতুল বিতর প্রত্যক্ষ করেছেন।[৫২০] এর বিপরীত হজরত আয়েশা রা. ধারাবাহিকভাবে এটা প্রত্যক্ষ করে আসছেন। (হাদিসের গ্রন্থাবলি তার বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ) তাছাড়া হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতেও এর প্রত্যক্ষ্য করার বিষয়টি প্রমাণিত।[৫২১] সুতরাং তাদের মাজহাব ও বর্ণনাগুলোতে প্রাধান্য হবে ইবনে উমর রা. এর মাজহাব ও বর্ণনার বিপরীতে।

৪. এক রাকাত বিতর পড়ার উদ্দেশ্য যদি সেটি না নেওয়া হয়, যেটি হানাফিগণ নিয়েছেন, তাহলে এসব বর্ণনা সে হাদিসের বিপরীত হয়ে যাবে যাতে রয়েছে,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل واحدة [৫২২]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুতায়রা হতে নিষেধ করেছেন। বুতায়রা অর্থ হলো, এক রাকাত বেজোড় নামাজ পড়া।'

এ হাদিসটির সনদে যদিও আপত্তি আছে তবে এটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৫২৩] হাফেজ ইবনে হাজার

---

[৫২০] অবশ্য মুসনাদে আহমদের একটি বর্ণনা দ্বারা এমন মনে হয় যে, হজরত ইবনে উমর রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর নামাজ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারণে তিনি বলেন, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها

নিমবি রহ. বলেছেন, ইমাম আহমদ রহ. এটি শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন। আছারুস্ সুনান : ১৫৮, باب الوتر بركعة। তবে এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, ব্যবধানের বর্ণনা হজরত ইবনে উমর রা. এর একার। অথচ হজরত ইবনে মাসউদ রা. উবাই ইবনে কাব, আনাস, আয়েশা ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবি এক সালামে তিন রাকাত বিতরের প্রবক্তা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর বর্ণনাকারি। সুতরাং তাদের হাদিসগুলোর প্রাধান্য হবে। তাছাড়া বেজোড় এক রাকাত সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদিস যেটি মূলপাঠে পরবর্তীতে আসছে এটি হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা বিপরীত। বুতাইরার (বেজোড় এক রাকাত) এই বর্ণনাটি বাচনিক। অথচ ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাটি ক্রিয়াবাচক। বস্তুত বাচনিক বর্ণনা সর্ব সম্মতিক্রমে ক্রিয়াবাচক বর্ণনার ওপর অগ্রাধিকার পায়। তাছাড়া ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা বৈধকারি। বুতাইরার হাদিস হারামকারি। আর এই দুটির মাঝে যখন বিরোধ হয় তখন হারামকারির প্রাধান্য হয়। সুতরাং এসব বিষয়ের আলোকে হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা আমাদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ই'লাউস্ সুনান : ৬/৫৫, ৫৬ বাবু উজুবিল কুনুতের সামান্য পূর্বে। হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা সংক্রান্ত কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বের টীকায়ও করেছি। -রশিদ আশরাফ।

[৫২১] দ্র. সহিহ মুসলিম : ১/২৬১, باب صلوة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل-সংকলক।

[৫২২] এ হাদিসটি ইবনে আবদুল বার কিতাবুত্ তামহিদে বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য নসবুর রায়াহ : ২/১২০باب سجود السهو ২/১৭২ باب سجود السهو সংকলক।

[৫২৩] নায়লুল আওতারে (২/২৭৮, মুহাম্মাদ ইবনে কাব কুরাজি হতেও এই বর্ণনাটি মুরসাল আকারে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ই'লাউস্ সুনান : ৬/৫৪, বাবু উজুবিল কুনুতের সামান্য আগে। এই বর্ণনাটি যদিও জয়িফ মুরসাল। তবে পূর্বে মূলপাঠে উল্লেখিত হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন হয়। হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর আছরটিও এর সমর্থক। হোসাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ রা. এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, সাদ রা. এক রাকাত বিতর পড়েন। শুনে তিনি বললেন, কখনও এক রাকাত যথেষ্ট হয়নি। হায়ছামি বলেছেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। আর হুসাইন ইবনে মাসউদ রা. কে পাননি। এর সনদ হাসান। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৪২, বাবু আদাদিল বিতর। হাফেয জায়লায়ি রহ. ও এই বর্ণনাটি মু'জামে তাবারানি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানে হোসাইন এবং ইবনে মাসউদ রা. এর মাঝে ইবরাহীমের সূত্র উল্লেখ করেছেন। দেখুন নসবুর রায়াহ : ২/১২১ باب صلاة الوتر আদ্ দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া : ১/১৯২ باب صلوة الوتر تحت عنو ان ومن الاثار فى الوتر بثلاث ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও এই বর্ণনাটি মুয়াত্তায় (১/১৪৬, باب السلام فى الوتر) উল্লেখ করেছেন, তবে শুধু নিম্নোক্ত শব্দে ما اجزأت ركعة واحدة قط فى الوتر

রহ. লিসানুল মিজানে[৫২৪] উসমান ইবনে মুহাম্মাদের জীবনীর অধীনে এ হাদিসটির একটি সনদ উল্লেখ করেছেন, যার সবকজন রাবি সেকাহ। অবশ্য উসমান ইবনে মুহাম্মদ[৫২৫] একজন বিতর্কিত রাবি। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে সেকাহ বলেছেন।

শুধু উকায়লি রহ. তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হলো, তিনি সমালোচনার ব্যাপারে কট্টর। তা সত্ত্বেও তিনি তার ব্যাপারে সমালোচনার জন্য হালকা শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ,[৫২৬] الغالب على حديثه الوهم 'তার হাদিসে ভুল বেশি।'

সুতরাং তার হাদিস হাসান হতে নিম্ন পর্যায়ের নয় এবং এক রাকাত বেজোড় নামাজ পড়া নিষেধ প্রমাণিত হলো।[৫২৭]

---

[৫২৪] দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৩৪ شرح باب ماجاء في الوتر بركعة -সংকলক।

[৫২৫] হজরত উসমান ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ই'লাউস্ সুনান : ৬/৫৩, ৫৪, বাবু উজুবিল কুনুতের সামান্য পূর্বে দেখুন। আরো দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৬৩৪, ২৩৭, ২৩৮ -সংকলক।

[৫২৬] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৩৭ -সংকলক।

[৫২৭] জাফর আহমদ উসমানি রহ. বলেন, বুতায়রার হাদিস প্রমাণে তাহাবিতে বর্ণিত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ মাখজুমীর বর্ণনা দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন- 'এক ব্যক্তি ইবনে উমর রা. কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি তাকে ব্যবধান করার নির্দেশ দিলেন। আর লোকটি বললো, আমি আশংকা করি লোকজন বলবে, এটা বুতায়রা (এক রাকাত বেজোড় নামাজ)। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, তুমি আল্লাহর সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত কামনা করছো। এটা আল্লাহর সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল।'

উসমানি রহ. বলেন, ইবনে উমর রা. এই কথাটি (انى لأخاف ان يقول الناس هى البتيراء) এ ব্যক্তি হতে শুনেছেন। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেননি এবং এ কথা বলেননি যে, বুতায়রা হতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ভিত্তিহীন। এটা দলিল করে যে, বুতায়রা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তখন মুসলমানদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। এজন্য লোকটি বলেছে, আমি আশংকা করি লোকজন বলবে এটা বুতায়রা। -ই'লাউস্ সুনান : ৬/৫৪, বাবু উজুবিল কুনুতের সামান্য পূর্বে।

হজরত ইবনে উমর রা. এর এ বক্তব্য هذه سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم এর যে বিষয়টি এটি তার মাজহাব মুতাবেক। আর তাঁর মাজহাবের বিস্তারিত বিবরণ এবং এটার অপ্রাধান্যও প্রধান বিষয়ের প্রাধান্যসহ পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, البتيراء শব্দটি بتراء এর তাসগীর (ক্ষুদ্রার্থক বিশেষ্য)। যেটি بتر তথা القطع মানে কর্তন করা হতে গৃহীত। তারপর বুতায়রা নামাজের দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। একটি হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত- 'বুতায়রা হচ্ছে, নামাজের একটি পূর্ণাঙ্গ রাকাত রুকু-সেজদা কিয়াম সহকারে আদায়ের পর অপর রাকাতে দাঁড়িয়ে তার রুকু-সেজদা এবং কিয়াম পূর্ণ না করা। -সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৩/২৬, باب الوتر بركعة واحدة ومن اجاز الخ

তবে বায়হাকির যে বর্ণনায় এই ব্যাখ্যটি বিদ্যমান সেটি জয়িফ হাদিস। আল্লামা উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে (৬/৫৪,৫৫) এই বক্তব্য করেছেন।

বুতায়রা নামাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে ما كانت على ركعة অর্থাৎ, এক রাকাত নামাজ। হানাফিদের মতে এই ব্যাখ্যাটিই প্রধান। কেনোনা, হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর মারফূ' বর্ণনায় সালাতুল বুতায়রার এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ان يصلى الرجل بواحدة يوتر بها (প্রকাশ থাকে যে, এই ব্যাখ্যটিও মারফূ' হাদিসের অংশ। আর যদি মেনে নিই, এটা আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণিত ব্যাখ্যা, তবুও হাদিসের রাবির ব্যাখ্যা অন্যদের ব্যাখ্যার বিপরীতে প্রধান হয়ে থাকে। সুতরাং সালাতুল বুতায়রা সম্পর্কে যদি হজরত ইবনে উমর রা. এর ব্যাখ্যা প্রমাণিতও হয় তবুও আবু সাইদ খুদরি রা. এর ব্যাখ্যার বিপরীতে প্রাধান্য পাবে না। বরং জয়িফ হবে। কেনোনা, ইবনে উমর রা. বুতায়রার হাদিসের রাবি নন। والله اعلم

৫. সাহাবাদের একটি বিরাট দল, যাঁদের অন্তর্ভুক্ত আবু বকর সিদ্দিক,[৫২৮] হজরত উমর ফারূক,[৫২৯] হজরত আলি,[৫৩০] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ[৫৩১], হজরত ইবনে আব্বাস[৫৩২], হজরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান[৫৩৩], আনাস[৫৩৪] এবং উবাই ইবনে কাব রা.[৫৩৫] এর মতো সুমহান সাহাবিগণ। তাঁরা সবাই এক সালামের সঙ্গে তিন

---

[৫২৮] আহকার হাদিস গ্রন্থাবলিতে অনুসন্ধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো আছর পায়নি।-রশিদ আশরাফ।

[৫২৯] উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনেক লাল উটের বিনিময়েও তিন রাকাত বিতর ছেড়ে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১৪৫, ১৪৬, باب السلام فی الوتر। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন, আমরা আবু বকরকে রাত্রে দাফন করেছি। তখন উমর রা. বললেন, আমি বিতর পড়িনি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন, আমরা তার পেছনে কাতার বাঁধলাম। তিনি আমাদের তিন রাকাত বিতর পড়ালেন। সালাম দিলেন শুধুমাত্র শেষ রাকাতে। তাহাবি : ১/১৪৩باب الوتر। আছারুস্ সুনানে (باب الوتر بثلاث ركعات ১৬৩) আছে- 'এর সনদ বিশুদ্ধ।' -সংকলক।

[৫৩০] হজরত আলি রা. এর বর্ণনা পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, তিরমিযী : ১/৮৬ باب ماجاء فی الوتر بثلاث তাছাড়া জাজান আবু আমর হতে বর্ণিত যে, আলি রা. তিন রাকাত বিতর পড়তেন। -কানজুল উম্মাল : ৮/৪২, ৯/২৮৫, বিতর। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/২৯৩, من كان يوتر بثلاث او اكثر -সংকলক।

[৫৩১] হজরত আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিতরের সবচেয়ে সহজ স্তর হলো তিন রাকাত। -মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১৪৬, باب السلام فی الوتر আইনি রহ. ইবনে আবু শায়বার বরাতে বর্ণনা করেছেন, হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এক রাকাত বিতর পড়লে ইবনে মাসউদ রা. তার প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, এটি কি বুতায়রা? যেটি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জানতাম না? -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২২৫ -সংকলক।

[৫৩২] ইবনে আব্বাস রা. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা পেছনে গেছে।

ইবনে আব্বাস রা. হতে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেও (২/২৯৯باب فی الوتر مايقرأ فيه) বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তাতে সূরা سبح اسم ربك الأعلى এবং قل ياايها الكا فرون ও قل هو الله احد পড়তেন। তাছাড়া হজরত সাইদ ইবনে জুবায়র রহ. হজরত ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সূরা صبح اسم ربك الاعلى এবং قل يا ايها الكافرون ও قل هو الله احد দ্বারা তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন। সূত্র ঐ।

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, বিতর মাগরিব নামাজের মতো। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১৪৬, باب السلام فی الوتر -রশিদ আশরাফ।

[৫৩৩] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২২৬, باب ماجاء فی الوتر بركعة এর সামান্য আগে) বিতর হজরত হুজায়ফা রা. এর হাদিসে তিন রাকাত। উমদাতুল কারি (৩/৬২২كشف الستر) হতে এটাই স্পষ্ট হয়। -সংকলক।

[৫৩৪] সাবেত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রা. বলেছেন, হে আবু মুহাম্মদ! আমার কাছ হতে তুমি গ্রহণ কর (শিখ)। কেনোনা, আমি তা গ্রহণ করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা হতে। কখনও তুমি আমার চেয়ে বেশি মেকাহ কোনো ব্যক্তি হতে গ্রহণ করতে পারবে না। রাবি বলেন, তারপর তিনি আমাকে নিয়ে এশার নামাজ পড়লেন। তারপর ছয় রাকাত আদায় করলেন। দুই রাকাতের মাঝে সালাম দিতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন, সালাম ফিরাতেন সর্বশেষে। এ হাদিসটি রুইয়ানি ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। -কানজুল উম্মাল : ৮/৪২, ৪৩ নং ২৮৮, বিতর।

সাবেত বলেন, আনাস রা. আমাকে নিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন, আমি তার ডান দিকে আর তাঁর উম্মে ওয়ালাদ ছিলেন আমাদের পেছনে। সালাম ফিরিয়েছেন শুধু শেষ রাকাতে। আমি ধারণা করেছি, তিনি আমাকে শেখানোর ইচ্ছা করছিলেন। -তাহাবি : ১/১৪৪, বাবুল বিতর, আছারুস্ সুনান : ১৬৩, সনদ সহিহ। -সংকলক।

রাকাত পড়ার প্রবক্তা। তাদের বর্ণনা ও আছরগুলো মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, তাহাবি ইত্যাদিতে রয়েছে। বিশেষভাবে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনাগুলো[৫৩৬] দ্বারা তো হাদিসের গ্রন্থাবলি ভরপুর। সুতরাং হানাফিদের এই ব্যাখ্যা আছারে সাহাবা দ্বারা সমর্থিত।[৫৩৭]

৬. মাগরিবের নামাজকে বলা হয়েছে দিনের বিতর। আর বিতরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে রজনির বিতর।[৫৩৮]

---

[৫৩৫] উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাতে سبح اسم ربك الاعلى দ্বিতীয় রাকাতে قل يا ايها الكافرون তৃতীয় রাকাতে قل هو الله احد পড়তেন। কুনুত পড়তেন রুকুর পূর্বে ......। -নাসায়ি : ১/২৪৮ باب كيف التسليم بالوتر بثلاث

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে (২/২৫, ২৬, নং ৪৬৫৯ باب كيف التسليم بالوتر) হাসান রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হজরত উবাই ইবনে কাব রা. তিন রাকাত বিতর পড়তেন। আর সালাম ফিরাতেন মাগরিবের মতো শুধুমাত্র তৃতীয় রাকাতে। -রশিদ আশরাফ।

[৫৩৬] যেমন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফেরাতেন না।' -নাসায়ি : ১/২৪৮, باب كيف الوتر بثلاث আয়েশা রা. এর কয়েকটি বর্ণনা পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[৫৩৭] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে অনুরূপ (২/২৯৪ من كان يوتر بثلاث او اكثر) হাসান বসরি রহ. হতে বর্ণিত আছে, মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বিতর তিন রাকাত। সালাম ফিরাবে শুধু শেষ রাকাতে। এতে 'মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন' দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবা ও তাবেয়িনের ইজমা। কেনোনা, এর রাবি হাসান বসরি রহ. যিনি স্বয়ং সুমহান তাবেয়ি। এই বর্ণনার সনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ই'লাউস্ সুনান : ৬/৪১, باب الايتار بثلاث موصولة الخ এবং মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২২১, ২২২, باب ماجاء فى الوتر بثلاث) দ্র.। যদি এটা সনদগতভাবে জয়িফও হয় তবুও অন্যান্য বর্ণনাও আছার দ্বারা এর সমর্থন হয়।

তাহাবিতে তাই (১/১৪৩, বাবুল বিতর) আবু খালদা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আলিয়াকে জিকির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, বিতর মাগরিব নামাজের মতো। তবে এতে আমরা তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়ি। সুতরাং এটা রাতের বিতর, আর ওটা হলো দিনের বিতর।'

তাছাড়া বোখারিতে (১/১৩৫, ابواب الوتر باب ماجاء فى الوتر) বোখারি রহ. বর্ণনা করেছেন, কাসিম রহ. বলেছেন, আমরা অনেক লোককে দেখেছি যখন হতে আমরা তাদেরকে তিন রাকাত বিতর পড়তে পেয়েছি এবং প্রত্যেকটারই সুযোগ রয়েছে। আমি আশা করি এর কোনোটিতে কোনো অসুবিধা নেই।' এর দ্বারাও হজরত হাসান রহ. এর কথার সমর্থন হয়। তারপর তার বক্তব্য 'প্রত্যেকটিরই সুযোগ রয়েছে-' এটা সম্পর্কে উসমানি রহ. লেখেন, এটা হলো, কাসিম রহ. এর ইজতিহাদ। আর তাবেয়ির ইজতিহাদ দলিল নয়। -ই'লাউস্ সুনান : ৬/৩৮, باب الايتار بثلاث موصولة الخ

তাছাড়া মদিনার সপ্ত ফকিহের মাজহাবও এটাই যে, বিতর তিন রাকাত। সালাম ফিরাবে শুধু শেষ রাকাতে। তাহাবি : ১/১৪৫, باب الوتر قبيل باب القراءة فى ركعتى الفجر তাছাড়া আবুজ্ জিনাদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. মদিনাতে তিন রাকাত বিতর স্থির করেছেন। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য মুতাবেক তাতে সালাম ফিরাবে শুধু শেষ রাকাতে। -সূত্র ঐ ও আছারুস্ সুনান : ১৬৪, باب الوتر بثلاث ركعات সনদ সহিহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে এমনিভাবে : ২/২৯৪, ২৯৫, من كان يوتر بثلاث او اكثر আবু ইসহাক হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, আলি রা. ও আবদুল্লাহ রা. এর শিষ্যগণ বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

সারকথা, এসব বর্ণনা ও আছর দ্বারা যদি ইজমা প্রমাণিত নাও হয়, তবুও এ বিষয়টি অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়িনের মাজহাব হানাফিদের মত। -রশিদ আশরাফ।

[৫৩৮] যেমন ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনায় সুনানে দারাকুতনিতে (২/২৭, ২৮ الوتر ثلاث كثلاث المغرب) আছে- তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রাতের বিতর তিন রাকাত। দিনের বিতর মাগরিবের নামাজের মতো। বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২২৪) এ হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরামের এ হাদিসটি মারফু' হওয়ার

সুতরাং এটিকে যদি মাগরিবের ওপর কিয়াস করা হয় তবুও তিন রাকাত এক সালামে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন : তবে প্রশ্ন হয়, অনেক বর্ণনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিতর সম্পর্কে এই শব্দ বর্ণিত আছে-[৫৩৯] لا تشبهوا بصلاة المغرب 'এটিকে মাগরিবের নামাজের মতো আদায় করো না।'

জবাব : ফাতহুল মুলহিমে উসমানি রহ. এর এই জবাব[৫৪০] দিয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাতের বিতরে মাগবির নামাজের মতো শুধু তিন রাকাত পড়ে ক্ষান্ত হবে না। বরং এর পূর্বে তাহাজ্জুদও আদায় করো।[৫৪১] কেনোনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যখন এ তিন রাকাত বিতর আদায় প্রচুর বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন পূর্বে এসেছে। সেহেতু لاتشبهوا بصلاة المغرب এর এই অর্থ উদ্দেশ্য করা যে, সালাতুল বিতরের রাকাতগুলো মাগরিবের নামাজের মতো তিন না হওয়া উচিত- কোনো ক্রমেই সঠিক হতে পারে না এটা।

৭. সবগুলো বর্ণনায় হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। অথচ শাফেয়িদের মাজহাব মতে অনেক বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হয়।[৫৪২]

হানাফিদের দলিলাদির সারনির্যাস বিতরের রাকাত সংখ্যা বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাস্তব ঘটনা হলো, বিতরের বর্ণনাগুলো হাদিস ভাণ্ডারে জটিলতম এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্য হতে এমন কোনো মাজহাব নেই যেটি এসব বর্ণনার ব্যাপারে অকৃত্তিমভাবে খাপ খেয়ে যায়। প্রতিটি মাজহাবে অনেক বর্ণনায় স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা করতে হয়। বিতরের রাকাতের মাঝে ব্যবধান সংক্রান্ত যে বিষয়টি এ

ক্ষেত্রে প্রশ্ন আছে। তাঁরা এটাকে মওকুফরূপে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য আয়েশা রা. এর মারফূ' হাদিস এর শাহিদ রয়েছে। আল-মু'জামুল আওসাত -তাবারানি, দ্র. মাজমাউজ্‌যাওয়িদ : ২/২৪২, باب عدد الوتر -সংকলক।

এমনভাবে ইবনে উমর রা. এর হাদিসটিও শাহিদ। ইবনে উমর রা. এই মারফূ' হাদিসটি আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এই স্থানেই সামনে অগ্রসর হয়ে সুনানে কুবরা -নাসায়ির বরাতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাগরিব হলো, দিনের বিতর নামাজ। সুতরাং তোমরা রাতের বিতর নামাজ আদায় করো। -সংকলক।

[৫৩৯] সুনানে দারাকুতনি : ২/২৫, তোমরা মাগরিব নামাজের সঙ্গে বিতর নামাজের উপমা দিও না। পূর্ণ হাদিসটি নিম্নরূপে বর্ণিত- আবু হুরায়রা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, তোমরা তিন রাকাত বিতর পড়োনা। পাঁচ রাকাত অথবা সাত রাকাত বিতর পড়ো। মাগরিবের নামাজের সঙ্গে একে উপমা দিওনা। -সংকলক।

[৫৪০] আল্লামা উসমানি রহ. এই জবাবটি ইমাম তাহাবি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জবাবে অতিরিক্ত ও বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ফাতহুল মুলহিম : ২/২৯৩, باب -সংকলক।

[৫৪১] হজরত আয়েশা রা. এই অর্থটুকু নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তিন রাকাত বেজোড় বিতর পড়ো না। এর পূর্বে দু'রাকাত অথবা চার রাকাত পড়ো। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/২৯৪, من كان يوتر بثلاث او اكثر তাছাড়া তাহাবিতে (১/১৪১, বাবুল বিতর) হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর আছর- إني لأكره أن يكون بتراء ثلاثا ولكن سبعا او خمسا এর অর্থও এটাই। -সংকলক।

[৫৪২] যেমন নয় রাকাত বিতরের বর্ণনা (দেখুন সুনানে নাসায়ি : ১/২৫০, باب كيف الوتر بتسع) এবং ১১ রাকাত বিশিষ্ট বর্ণনা, যাতে এরশাদ রয়েছে যে, তিনি চার রাকাত ও তিন রাকাত (অর্থাৎ, সাত রাকাত) এবং আট রাকাত ও তিন রাকাত (অর্থাৎ, এগারো রাকাত) বিতর পড়তেন ......। -তাহাবি : ১/১৩৯, বাবুল বিতর। আর তের রাকাত বিতরের বর্ণনা (সুনানে নাসায়ি : ১/২৫১, باب الوتر بثلاث عشر ركعة) এমনভাবে পনের রাকাত বিতর এবং সতের রাকাত বিতর বিশিষ্ট বর্ণনাগুলো (আত্‌তালখিসুল হাবির : ২/১৪, باب صلوة التطوع নং ৫১৪)। তাছাড়া বুতায়রার হাদিস (নসবুর রায়াহ : ২/১২০, বাবু সালাতিল বিতর : ২/১৭২, বাবু সুজুদিস্ সাহভি) ইত্যাদি। والله اعلم بالصراب وإليه المرجع والماب -রশিদ আশরাফ।

সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে হাদিসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার পর এমন মনে হয় যে, হাদিসগুলোতে মিলিয়ে পড়া এবং পৃথকভাবে আদায় করা উভয়টির অবকাশ ছিলো। তবে আবু হানিফা রহ. এর কর্মপদ্ধতি এ ধরনের স্থানগুলোতে সাধারণত এই হয় যে, তিনি সে পদ্ধতি অবলম্বন করেন যেটি মৌলিক মূলনীতি মুতাবেক হয়। যেহেতু তিন রাকাতে আসল হলো, ব্যবধান ব্যতীত একত্রে পড়া, যেহেতু সাধারণ মূলনীতির অনুকূল পদ্ধতি ব্যবধান ব্যতীত একত্র করাই, সেহেতু ইমাম আবু হানিফা রহ. এটা অবলম্বন করেছেন, দ্বিতীয় পদ্ধতি ছেড়ে দিয়েছেন। সর্তকতার দাবিও এটাই যে, পরস্পর বিরোধের সময় সে পন্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে নামাজের বিশুদ্ধতা নির্মল থাকে। ব্যবধানহীন একত্রে পড়ার সময় নামাজের বিশুদ্ধতা এমনই নির্মল। আর ব্যবধানের সুরতে মূলনীতি বিপরীত হওয়ার কারণে সংশয়পূর্ণ হতে যায়। তাই হানাফিগণ ব্যাখ্যার পন্থা অবলম্বন করেছেন এতে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ–১০ : বিতরে কুনুত পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৬)

٤٦٣– عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: "عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَإِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ".

৪৬৩। **অর্থ :** হজরত হাসান ইবনে আলি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতোগুলো কালিমা শিখিয়েছেন যেগুলো আমি বিতরে পাঠ করি اللهم اهدني فيمن هديت الخ

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলি রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। আমরা এই হাদিসটি শুধুমাত্র এই সূত্রে আবুল হাওরা সাদী হতে জানি। তার নাম হলো, রবি'আ ইবনে শায়বান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুনুত সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমরা জানি না।

দরসে তিরমিযী

বিতরের কুনুত সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. পূর্ণ বছর বিতরে কুনুত পড়ার মত পোষণ করেছেন। আর রুকুর পূর্বে কুনুত অবলম্বন করেছেন। এটা অনেক আলেমের মত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, ইসহাক ও কুফাবাসী এমতই পোষণ করেন। আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু মাত্র রমজানের শেষ অর্ধ্যাংশে কুনুত পড়তেন এবং তিনি কুনুত পড়তেন রুকুর পরে। অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেছেন।

علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن فى الوتر তিনটি বিতর্কিত মাসআলা রয়েছে এই অনুচ্ছেদে।

প্রথম মাসআলা

হানাফিদের মতে প্রথম বিষয়টি হলো, বিতরের কুনুত পুর্ণ বছর বিধিবদ্ধ।[৫৪৩] মালেক রহ. এর মতে শুধু রমজানে ওয়াজিব। আর শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মাঝে রমজানেরও শেষ অর্ধাংশে বিধিবদ্ধ।[৫৪৪] বাকি দিনগুলোতে নয়। (অথচ অনেকে রমজানের কুনুত শুধু প্রথম অর্ধাংশে বিধিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে।)

শাফেয়ি ও তার অনুসারীদের দলিল

আলি রা. এর আছর। তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদেই[৫৪৫] এটি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রমজানে শুধু শেষ অর্ধাংশেই কুনুত পড়তেন।' হানাফিদের দলিল হাসান ইবনে আলি রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস,

علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات اقولهن فی الوتر

রমজান ও গাইরে রমজানের কোনো বিশেষত্ব নেই এতে। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে পূর্ণ বছর বিতরের কুনুত পড়া প্রমাণিত আছে।[৫৪৬]

যে ব্যাপারটি আলি রা. এর বর্ণনার সেটি তার নিজস্ব ইজতিহাদ হতে পারে। আবার এখানে কুনুত দ্বারা দীর্ঘ কিয়াম উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। (এর অর্থ হলো, হজরত আলি রা. রমজানের শেষ অর্ধাংশে যে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করতেন এ পরিমাণ করতেন না সাধারণ দিনগুলোতে। -সংকলক।)

দ্বিতীয় মাসআলা

হানাফিদের মতে বিতরের কুনুত বিধিবদ্ধ রুকুর পূর্বে। এটাই মালেক, সুফিয়ান সাওরি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

কুনুত রুকুর পরে সুন্নত মনে করেন শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ। এক বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে পড়ার ইখতিয়ারের প্রবক্তা। তাদের দলিল এই দ্বিতীয় বিষয়টিতেও হজরত আলি রা. হতেই বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের আছর- إنه كان لا يقنت الا فی النصف الأخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع

ইবনে মাজায় বর্ণিত হজরত উবাই ইবনে কাব রা. এর বর্ণনা হানাফিদের দলিল- إن رسول الله صلی الله

---

[৫৪৩] শাফেয়ি রহ. এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। অহমদ রহ. এরও প্রসিদ্ধ বর্ণনা এটাই। তাছাড়া সুফিয়ান সাওরি এবং ইমাম ইসহাক রহ. এর মাজহাবও অনুরূপ। -দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৪১ -সংকলক।

[৫৪৪] এটা শাফেয়ি রহ. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা। হাম্বলিদের বর্ণনা অপ্রসিদ্ধ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৪২ -সংকলক।

[৫৪৫] ১/৮৭। তাছাড়া তাদের দলিল ইবনে উমর রা. এর আছরও- انه كان لا يقنت الا فی النصف يعنی من رمضان -দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৩০৫। من قال القنوت فی النصف من رمضان -সংকলক।

[৫৪৬] যেমন মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে (২/২৪৪, باب القنوت فی الوتر) আছে- عن النخعی ان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه كان يقنت السنة كلها فی الوتر হায়ছামি বলেছেন, এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি। আর নাখয়ি ইবনে মাসউদ রা. হতে শ্রবণ করেননি। অনুরূপ বর্ণিত আছে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় (২/৩০৬من قال القنوت فی النصف من رمضان)।

আসওয়াদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিতরের শেষ রাকাতে কেরাত পড়তেন। (قل هو الله احد) তারপর দুহাত উত্তোলন করতেন। তারপর রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। হায়ছামি বলেছেন, এর সনদে লাইস ইবনে আবু সুলায়ম রয়েছেন। তিনি মুদাল্লিস। অবশ্য সেকাহ। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৪৪। হানাফিদের কিছু দলিলাদি পরবর্তী মাসআলার অধীনে আসবে। -সংকলক।

عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পড়তেন তাতে কুনুত পড়তেন রুকুর পূর্বে।'

তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে আলকামা হতে বর্ণিত আছে- إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع 'হজরত ইবনে মাসউদ রা. ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ রুকুর পূর্বে বিতরে কুনুত পড়তেন।'

যা দ্বারা বোঝা গেলো, হানাফিদের কাছে আলোচ্য বিষয়টিতে মারফু' হাদিসও আছে। আরো আছে সাহাবায়ে কেরামের আমল। অথচ বিরোধীদের কাছে রয়েছে শুধু আলি রা. এর আছর। এরও জবাব দেওয়া যায় যে, এটা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। যার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুনুতে নাজেলা রুকুর পর হয়তো পড়তে দেখেছেন। আর এর ওপর কুনুতে বিতরকে কিয়াস করে নিয়েছেন। কুনুতে নাজেলাতে আমরাও রুকুর পর কুনুত পড়ার পক্ষে।

তৃতীয় মাসআলা

তৃতীয় বিষয়টি হলো, শাফেয়ি অনুসারীদের মতে কুনুতের দোয়া হলো- اللهم اهدنى فيمن هديت الخ।

পক্ষান্তরে হানাফিদের মতে- اللهم انا نستعينك الخ। এই মতপার্থক্য শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে। অন্যথায় উভয় পক্ষের মতে উভয় দোয়া বৈধ। অবশ্য হানাফিগণ ইসতি'আনত বা সাহায্য প্রার্থনা করার দোয়াকে তাই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এটি কোরআনের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। বরং সুয়ুতি রহ. আল-ইতকানে[৫৪৭] বর্ণনা করেছেন যে, এটি سورة الخلع والحفد নামে কোরআনে কারিমে দুটি স্বতন্ত্র সূরা ছিলো।[৫৪৮] যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে।

মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব হলো, কুনুতের কোনো দোয়া খাস নেই। বরং যে কোনো দোয়া ইচ্ছা পড়তে পারে। তবে শর্ত হলো, সেটি যেনো না পৌঁছে কালামুন্নাসের সীমা পর্যন্ত।[৫৪৯]

---

[৫৪৭] এটি তিনি উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭ নং প্রকারে, হুসাইন ইবনে মানাবি হতে তার কিতাব 'আন্ নাসেখ ওয়াল মানসুখে'। তিনি বলেছেন, 'কোরআনের যেসব সূরা বা আয়াত লেখা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে, অন্তরের স্মরণশক্তি হতে তুলে দেওয়া হয়নি কুনুতের দুটি সূরা তার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে سورة الخلع والحفد করে নামকরণ করা হয়।' আল্লামা সুয়ুতি রহ. আদ্ দুররুল মানসূরে ষষ্ঠ অংশে পরিশিষ্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ দুটি সূরা উবাই ইবনে কাব, আবু মুসা ও ইবনে আব্বাস রা. এর মুসাহাফগুলোতে রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এই দুটি দোয়ায়ে কুনুত পড়েছেন, হজরত উমর, আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। আনাস ইবনে মালেক রা. কে যখন বিতরের কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তখন তিনি এই দোয়ায়ে কুনুত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৪৪। -সংকলক।

[৫৪৮] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে এর সমর্থন হয় (২/৩১৪, ৩১৫, باب ما يدعو به في قنوت الفجر) বর্ণিত উবাইদ ইবনে উমাইরের বর্ণনা দ্বারা- قال سمعت عمر يقنت في الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا نكفر ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد الخ-রশিদ আশরাফ।

[৫৪৯] কুনুত সংক্রান্ত মাসায়িলের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ই'লাউস্ সুনান : ৬/৫৭-৯৪, باب وجوب القنوت في آخر الوتر الخ، وباب اخفاء القنوت في الوتر وذكر الفاظه الخ-সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ وَ يَنْسٰى

অনুচ্ছেদ–১১ প্রসংগ : বিতর না পড়ে যে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা তা ভুলে যায় (মতন পৃ. ১০৬)

٤٦٤ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ".

৪৬৪। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে গেছে কিংবা তা ভুলে গেছে সে যেনো, তা আদায় করে নেয় যখন স্মরণ হয় এবং ঘুম হতে জেগে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٤٦٥– أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ".

৪৬৫। হজরত জায়দ ইবনে আসলাম রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে গেছে সে যেনো তা আদায় করে নেয় সকালে।

দরসে তিরমিযী

প্রথম হাদিসটি অপেক্ষা এটি বিশুদ্ধতম। আমি আবু দাউদ সিজ্জি তথা সুলায়মান ইবনুল আশ'আছকে বলতে শুনেছি, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, 'তার ভাই আবদুল্লাহর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।'

মুহাম্মদকে আমি আলি ইবনে আবদুল্লাহ হতে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলামকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম সেকাহ।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক কুফাবাসী এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বিতর পড়বে যখন স্মরণ হয়। যদিও সুর্যোদয়ের পরেই স্মরণ হোক না কেনো। সুফিয়ান সাওরি রহ. এ মতই পোষণ করেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر او استيقظ

যেহেতু হানাফিদের মধ্যে বিতর ওয়াজিব তাই এর কাজাও ওয়াজিব। পক্ষান্তর ইমামত্রয়ের মতে যেহেতু বিতর ওয়াজিব নয়, তাই এর কাজাও নেই। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফিদের দলিল।

প্রশ্ন : তবে ইমামত্রয় এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এটি নির্ভরশীল আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলামের ওপর, যিনি জয়িফ।[৫৫০]

---

[৫৫০] এজন্য হাফেজ ইবনে হাজার রা. তাকরিবুত্ তাহজিবে (১/৪৮০, নং ৯৪১) তার সম্পর্কে লিখেন, 'তিনি জয়িফ। অষ্টম শ্রেণীর রাবি। ৮২ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেছেন।' মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২৪৯) আছে- 'তাহজিবে ইবনে আদি হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, তাঁর তথা আবদুর রহমান ইবনে জায়দের অনেক হাসান হাদিস রয়েছে। তাঁকে লোকজন গ্রহণ করেছেন। অনেকে তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন, তাঁর হাদিস লেখা যায়। -সংকলক।

জবাব : আবদুর রহমান ইবনে জায়দ এই হাদিসটির বিবরণে একা নন। তাঁর দুজন মুতাবে' রয়েছেন। একজন মুতাবে' স্বয়ং তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, আবদুর রহমান ইবনে জায়দের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম। যার সম্পর্কে তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদে আহমদ রহ. এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর তথা আবদুর রহমান ইবনে জায়দের ভাই আবদুল্লাহর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তাছাড়া বোখারি রহ. এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম সেকাহ। (তবে এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ্য।

কেনোনা, জায়দ ইবনে আসলামের সবগুলো ছেলে জয়িফ। -তাহজিব) আর দ্বিতীয় মুতাবি' হলেন, সুনানে আবু দাউদে[৫৫১] মুহাম্মদ ইবনে মুতার্‌রিফ। বরং দারাকুতনিতে[৫৫২] তো ইবনে মুতার্‌রিফের সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাও তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। সুতরাং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য। এর দ্বারা কাজা ওয়াজিবের ওপর দলিলের সঙ্গে সঙ্গে বিতর ওয়াজিব হওয়ার ওপরও দলিল হয়।

بَابُ مَا جَاءَ لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ–১৩ প্রসংগ : এক রাতে দুই বিতর নেই (মতন পৃ. ১০৭)

٤٦٨ م –عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ".

৪৬৯। **অর্থ :** হজরত তাল্‌ক ইবনে আলি রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, এক রাত্রে দুই বিতর নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن غريب। যে প্রথম রাতে বিতর পড়েছে তারপর শেষ রাতে জাগ্রত হয়েছে তার সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা ও তৎপরবর্তী অনেক আলেম বিতর ভেঙে ফেলার মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এর সঙ্গে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিবে এবং যা ইচ্ছা নামাজ আদায় করবে, তারপর সর্বশেষে বিতর পড়বে। কেনোনা, এক রাতে দুই বিতর নেই। এ মতই পোষণ করেন ইসহাক রহ.। আর সাহাবা ও তাবেয়ি কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, যখন প্রথম রাত্রে বিতর পড়বে তারপর ঘুমিয়ে শেষ রাত্রে জাগ্রত হবে তখন যা ইচ্ছে নামাজ পড়বে। বিতর ভঙ্গ করবে না। বিতর যেভাবে ছিলো সেভাবেই রাখবে। এটা হলো সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, কুফাবাসী ও আহমদ রহ. এর মাজহাব।

এটা বিশুদ্ধতম। কেনোনা, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পর নামাজ আদায় করেছেন।

٤٧٠– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضـ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ".

৪৭০। **অর্থ :** হজরত উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর দু'রাকাত পড়তেন।

---

[৫৫১] ১/২০২ باب فى الدعاء بعد الوتر -সংকলক।

[৫৫২] ২/২২ من نام عن وتره ونسيه -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে, আবু উমামা আয়েশা রা. প্রমুখ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران فى ليلة অর্থাৎ, দুই বিতরের নামাজ পড়া এক রাত্রে বৈধ নয়। এই হাদিসটি বিতর ভেঙে দেওয়ার মাসআলায় জমহুরের দলিল। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি রাতের শুরুতে এশার ফরজের পর বিতর পড়ে শুয়ে যায়, তারপর রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ে, তবে ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুরের মতে বিতর দোহরানোর প্রয়োজন নেই এবং তাহাজ্জুদ নামাজ বিতর ব্যতীত পড়ে নেওয়া দুরস্ত আছে। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এমতাবস্থায় বিতর ভেঙে দেওয়ার প্রবক্তা। যার অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে প্রথমে এক রাকাত নফলের নিয়তে পড়বে। এই এক রাকাত এশার সঙ্গে আদায়কৃত বিতরের সঙ্গে মিলে দু'রাকাত হয়ে যাবে। আর প্রথম রাতে আদায়কৃত বিতর ভেঙে যাবে। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে বিতরের নামাজ পড়ার পর সর্বশেষে নতুন ভাবে বিতর পড়তে হবে।

তাঁদের দলিল : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ,[৫৫৩]

اجعلوا آخر صلوتكم فى بالليل وترا

'তোমাদের রাতের সর্বশেষ নামাজ তোমরা আদায় করো বিতর।'

এ ব্যাপারে তাদের অনুসৃত ব্যক্তি হলেন হজরত ইবনে উমর রা.। কেনোনা, তিনিও বিতর ভেঙে ফেলার প্রবক্তা ছিলেন। এ কারণে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে,

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه انه كان اذا سئل عن الوتر قال فلو اوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلى بالليل شفعة بواحدة ما مضى من وتر ثم صليت مثنى مثنى فاذا قضيت صلاتى اوترت بواحدة[৫৫৪]

'হজরত ইবনে উমর রা.কে যখন বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তিনি তখন বলতেন, যদি আমি ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ি তারপর রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা করি তাহলে আমি রাত্রে যে বিতর পড়েছি তা এক রাকাত পড়ে জোড় করে দিই। তারপর দু'রাকাত দু'রাকাত করে পড়ি। তারপর যখন নামাজ শেষ করি তখন এক রাকাত বিতর আদায় করি।'

তবে জমহুর এই বিতর ভাঙা বৈধ সাব্যস্ত করেন না। তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا وتر ان فى ليلة যার বাহ্যিক অর্থ এটাই যে, এক রাতে একবার বিতর পড়া যথেষ্ট এবং তাঁরা اجعلوا أخر صلوتكم بالليل وترا[৫৫৫] এর নির্দেশকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কেনোনা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বিতরের পর দু'রাকাত পড়ার প্রমাণ আছে।[৫৫৬]

ইবনে উমর রা. এর আমলের যে ব্যাপারটি মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াজি কিতাবুল বিতরে বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং ইবনে উমর রা. বলেছেন, বিতর ভাঙার মাসআলাটি আমি নিজ রায় দ্বারা উৎসারণ করেছি, (প্রবল ধারণা اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وتراএর আলোকে। -সংকলক।) এর ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৫৫৩] সহিহ বোখারি : ১/১৩৬।باب ليجعل اخر صلوته وترا সহিহ মুসলিম ১/২৫৭, باب صلوة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم الخ-সংকলক।

[৫৫৪] হায়ছামি বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। এর সনদে রয়েছেন ইবনে ইসহাক। তিনি মুদাল্লিস, অবশ্য সেকাহ। আর এর অবশিষ্ট রাবিগণ সহিহ হাদিসের রাবি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৪৬, باب فيمن اوتر ثم اراد ان يصلى -রশিদ আশরাফ।

[৫৫৫] বোখারি : ১/১৩৬, باب ليجعل آخر صلوته وترا -সংকলক।

[৫৫৬] কেনোনা, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা এই অনুচ্ছেদে পরে আসছে। যেটি হজরত উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত। -সংকলক।

ওয়াসাল্লাম হতে আমার কাছে কোনো বর্ণনা নেই।[৫৫৭] একারণে অন্যান্য সাহাবি হজরত ইবনে উমর রা. এর এই রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত[৫৫৮] আছে, যখন তার কাছে ইবনে উমর রা. এর এই আমল পৌঁছে, তখন তিনি বলেন, এভাবে তো একই রাত্রে তিনি তিনবার বিতর পড়েন। অথচ দুবার বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস অনুযায়ী।

عن ام سلمة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين.

বিতরের পর দু'রাকাত ইমাম মালেক রহ. অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, [৫৫৯] لااصليهما তথা আমি দু'রাকাত পড়ি না। আবু হানিফা ও শাফেয়ি রহ. হতে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। আহমদ রহ. হতে শুধু একবার পড়া প্রমাণিত আছে।[৫৬০]

তবে বাস্তবতা হলো, অনেক হাদিস রয়েছে এ দু'রাকাত প্রমাণে,

১. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস।

২. আবু উমামা রা. এর হাদিস,[৫৬১]

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتروهو جالس يقرأ فيها اذا زلزت وقل يا ايها الكافرون.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পর এ দু'রাকাত বসে বসে পড়তেন। তাতে اذا زلزت وقل يا ايها الكافرون পড়তেন।'

৩. আয়েশা রা. এর হাদিস[৫৬২],

---

[৫৫৭] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫৭, মাসরূক বলেন, ইবনে উমর রা. বলেছেন, এটি এমন কাজ যা আমি আমার মত মতো করছি। বর্ণনা করছি না। -সংকলক।

[৫৫৮] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে (৩/৩০, باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد ان يصلى قال الزهرى فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال ان ابن عمر ليوتر فى الليلة ثلاث مرات তাছাড়া হজরত আয়েশা রা. বলেন, 'যারা তাদের বিতর ভেঙে দেয় তারাই তাদের নামাজ নিয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করে।' অনুরূপ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে- 'সেই তার বিতর নিয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করে।' -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫৭

আবু বকর সিদ্দিক রা. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, তিনি প্রথম রাত্রে বিতর পড়তেন এবং শেষ রাত্রে জোড় পড়তেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুরা'আত দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন, বিতর ভাংতেন না। -কানযুল উম্মাল : ৮/৩৮ নং ২৫২। নির্ঘণ্ট : فى বিতর।

আম্মার, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হজরত আবু হুরায়রা রা. প্রমুখের মাজহাবও হানাফিদের মতো। মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫৫ -মুগনি ইবনে কুদামা : ১/৭৯৯ -রশিদ আশরাফ।

[৫৫৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫৮ -সংকলক।

[৫৬০] বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, বোখারি রহ. যদিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তা সত্ত্বেও এ দু'রাকাতের ওপর কোনো অনুচ্ছেদ কায়েম করেননি। বোঝা গেলো, এ দু'রাকাত তাঁর মাজহাব নয়। ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিম ইত্যাদিতে শুধু বৈধ লিখেছেন। কেনোনা, এ দু'রাকাতের কথা হাদিসে আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৫৮ -সংকলক।

[৫৬১] তাহাবি : ১/১৬৮, باب التطوع بعد الوتر -সংকলক।

[৫৬২] সহিহ মুসলিম : ১/২৫৪ باب صلوة الليل

كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعلت ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس فاذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والاقامة من صلوة البح.

'তের রাকাত আদায় করতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আট রাকাত পড়তেন তারপর বিতর পড়তেন। তারপর দু'রাকাত বসে আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু করতেন। তারপর ফজর নামাজের আজান ও ইকামতের মাঝে দু'রাকাত পড়তেন।'

৪. সাওবান রা. হতে বর্ণিত[৫৬৩] –

قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال : ان السفر جهد وثقل، فإذا اوتر أحد كم فلركع ركعتين فان استيقظ و الا كانتاله.

'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় সফর কষ্টের ও ভারি কাজ। যখন তোমাদের কেউ বিতর পড়ে তাহলে সে যেনো অবশ্যই দু'রাকাত পড়ে। তারপর যদি ঘুম হতে সজাগ হয় তবে তো ভালো অন্যথায় এ দু'রাকাত তার জন্য কল্যাণকর হবে।'

৫. বায়হাকিতে[৫৬৪] আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত,

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ويقرأ فى الركعة الاولى بأم القران و إذا زلزلت وفى الثانية 'قل يا ايها الكافرون'

' বিতরের পর দু'রাকাত পড়তেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা ও اذا زلزلت আর দ্বিতীয় রাকাতে قل يا ايها الكافرون পড়তেন।'

এসব বর্ণনা বিতরের পর দু'রাকাত দলিল করছে। তারপর যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ দু'রাকাত বসে পড়া প্রমাণিত সেহেতু অনেকে বলেছেন, এ দু'রাকাতে সুন্নত হলো বসে পড়া, দাঁড়িয়ে নয়। শাহ সাহেব রহ. বলেন,

لو ثبت الركعتين بعد الوتر فالسنة فيهما الجلوس دون القيام فان الجلوس فيهما قصدى غير ان لى ترددا فى ثبوتهما لما تقدم–

তথা, বিতরের পর যদি দু'রাকাত দলিল হয় তবে তাতে সুন্নত হলো বসা, দাঁড়ানো নয়। কেনোনা, তাতে বসা ছিলো ইচ্ছাকৃত। তবে এ দু'রাকাত প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে আমার দোদুল্যমানতা রয়েছে পূর্বোক্ত কারণে।[৫৬৫]

তারপর অনেকে এই দু'রাকাতেও দাঁড়ানো উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদিসটি ব্যাপক,[৫৬৬]

---

[৫৬৩] সুনানে দারাকুতনি : ২/৩৯ باب فى الركعتين بعد الوتر সুনানে বায়হাকি : ৩/৩২২ باب فى الركعتين بعد الوتر সংকলক।

[৫৬৪] ৩/৩৩ باب فى الركعتين بعد الوتر -সংকলক।

[৫৬৫] মা'আরিফ : ৪/২৫৯ হজরত শাহ সাহেব রহ. এর দ্বিধা ও দ্বিধার কারণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২০৪, ২০৫ باب ماجاء فى الوتر بخمس -সংকলক।

[৫৬৬] সুনানে তিরমিযী : ১/৭৪ باب ماجاء ان صلوة القاعد على النصف من صلاة القائم -সংকলক।

قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد من صلى قائما فهو افضل ومن صلاها قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلاها نائما فله نصف اجر القاعد-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কারো বসে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে সে উত্তম। আর যে তা বসে আদায় করবে তার দাঁড়িয়ে আদায়কারির অর্ধেক সওয়াব। আর যে শুয়ে পড়বে বসে আদায়কারির সওয়াবের অর্ধেক তার সওয়াব।'

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : বাহনের ওপর বিতর আদায় প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৮)

٤٧١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ".

৪৭১। **অর্থ** : হজরত সাইদ ইবনে ইয়াসার বলেন, এক সফরে আমি ইবনে উমর রা. এর সঙ্গে ছিলাম। তারপর তার হতে পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? বললাম, বিতর আদায় করেছি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তমাদর্শ নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি বাহনের ওপর বিতর পড়তে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন,** ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবি প্রমুখ অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। তাদের রায় হলো, বাহনের ওপর বিতর পড়তে পারবে।, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

আর অনেক আলেম বলেছেন, বাহনের ওপর বিতর পড়বে না। বিতর পড়তে মনস্থ করলে বাহন হতে নেমে জমিনের ওপর বিতর পড়বে। অনেক কুফাবাসীর মত এটা।

দরসে তিরমিযী

كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت: أوترت، فقال أليس لك في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.

করে ইমামত্রয় বাহনের ওপর বিতর নামাজ বৈধ সাব্যস্ত করেন এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ। আর আবু হানিফা রহ. এর মতে এটা বৈধ নয়; বরং নীচে নামা জরুরি। কেনোনা, বিতর নামাজ ওয়াজিব। সুতরাং বাহনের ওপর তা আদায় করা যায় না।

ইমাম সাহেব রহ. এর দলিল হজরত ইবনে উমর রা. এর একটি হাদিস। যেটি তাহাবিতে[৫৬৭] উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি তাহাজ্জুদের নামাজ বাহনের ওপর আদায় করতেন। তারপর যখন বিতরের সময় আসতো তখন বাহন হতে নীচে জমিনে অবতরণ করে বিতর আদায় করতেন। এবং এই আমলটিকে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতেন।

এভাবে হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাগুলোতে বিরোধের পর যদি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বিতর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাজ উদ্দেশ্য।

[৫৬৮] আর সর্বসম্মতিক্রমে বাহনের ওপর তাহাজ্জুদ নামাজ বৈধ।

এই সামঞ্জস্য বিধানের ওপর যদি প্রশান্তি না আসে তাহলে 'যখন দুই প্রমাণে বিরোধ হয় তখন উভয়টি বাতিল হয়ে যায়-' মূলনীতির ওপর আমল হয় এবং শরণাপন্ন হতে হয় কিয়াসের। যেটি হানাফিদের সমর্থন করে। ইমাম তাহাবি[৫৬৯] রহ. বলেন, এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, দাঁড়িয়ে পড়ার সামর্থ থাকলে বিতর নামাজ বসে পড়া বৈধ নয়। যার দাবি হলো, বাহনের ওপর বিতর পড়া উত্তমরূপে অবৈধ হওয়া। কেনোনা, বাহনের ওপর নামাজ শুধু কিয়াম হতেই নয়, কেবলামুখী হওয়া এবং বসার সুন্নত তরিকা হতেও শূন্য হয়ে থাকে।[৫৭০]

---

[৫৬৭] ১/২০৮, باب الوتر هل يصلى فى السفر على الراحلة ام لا হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাহনের ওপর নামাজ পড়তেন। এবং জমিনে বিতর পড়তেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন। -রশিদ আশরাফ

[৫৬৮] ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি রহ. বলেন, আমি বলি, এখানে সহিহ মুসলিমের (১/২৪৪ باب جواز صلوة النافلة على الدابة فى السفرحيث توجهت مرتب) একটি বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সাঈদ ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা. এর সঙ্গে মক্কার কাছে চলছিলাম। সাঈদ বলেন, যখন আমি সকাল হওয়ার আশংকা করলাম, তখন নেমে বিতর পড়লাম। তারপর তাকে ধরলাম......। কেনোনা, এখানে 'যখন আমি সকালের আশংকা করলাম' এই বক্তব্যটি বাহ্যত দলিল করছে যে, সাঈদ ইবনে ইয়াসার রহ. এর উদ্দেশ্য পারিভাষিক বিতর। আর ইবনে উমর রা. এর পক্ষ হতে এর প্রতিবাদ হয়েছে। এর চেয়েও সুস্পষ্টতর হলো, সহিহ বোখারির (১/১৩৬ باب الوتر فى السفر، مرتب) বর্ণনা। নাফে' ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বাহনের ওপরে নামাজ পড়তেন। যেদিকে বাহন যেত সেদিকে ফিরে ইঙ্গিত করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, ফরজ নয়। আর বিতর পড়তেন বাহনের ওপর। এখানে বিতরের নামাজকে তাহাজ্জুদের নামাজ হতে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো হানাফি বলেছেন, সম্ভবত বাহনের ওপর বিতরের নামাজ পড়ার এই ঘটনা তখনকার, যখন বিতরের নামাজের কোনো তাকিদ ছিলো না। তবে এটি দলিল সাপেক্ষ বিষয়। এ কথার দলিল পেশ করতে হবে যে, বিতর কোনো সময় (অথবা ইসলামের প্রথম দিকে) ওয়াজিব ছিলো না, সুন্নত ছিলো; বরং দলিল দ্বারা এর উল্টা প্রমাণিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মদদ করেছেন, এমন একটি নামাজ দ্বারা ....। -তিরমিযী : ১/৮৫, باب ماجاء فى فضل الوتر-সংকলক।

অনেকে এর জবাব দিয়েছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজটি ওজরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন বৃষ্টি, কাদা ইত্যাদি। এবং আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করেছেন যে, অধিকাংশ শাফেয়ির মতে তাহাজ্জুদের নামাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিলো। তা স্বত্তেও তিনি তা বাহনের ওপর আদায় করেছেন। এখানে আপনাদের যে জবাব বিতরের ক্ষেত্রে আমাদেরও সেই জবাব। -ফাতহুল মুলহিম ইষৎ পরিবর্তিত : ২/২৫৯, باب جواز صلوة النافلة على الدابة الخ

আমি বলব, এ বিষয়টিও প্রশ্ন সাপেক্ষ। সুতরাং চিন্তা করা দরকার। -মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানি।

[৫৬৯] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২০৯, باب الوتر هل يصلى فى السفر على الراحلة املا-সংকলক।

[৫৭০] হানাফিদের মাজহাবের সমর্থনে বর্ণনা এবং আছরগুলো দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৩০৩। باب من كره الوتر على الراحلة -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ–১৫ : চাশতের নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৮)

٤٧٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي مُوْسٰى بْنُ فُلَانٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ".

৪৭২। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বার রাকাত চাশতের নামাজ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য স্বর্ণের একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত উম্মে হানি, আবু হুরায়রা, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আবু জর, আয়েশা, আবু উমামা, উতবা ইবনে আবদ্ আস্ সুলামি, ইবনে আবু আওফা, আবু সাইদ, জায়দ ইবনে আরকাম ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি غريب। এটিকে আমরা শুধু এই সূত্রেই জানি।

٤٧٣– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ: "مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ".

৪৭৩। **অর্থ :** হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেছেন, উম্মে হানি রা. ব্যতীত আর কেউ আমাকে এই সংবাদ দেননি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামাজ পড়তে দেখেছেন। উম্মে হানি রা. হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে প্রবেশ করেছেন তারপর গোসল করে আট রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। আমি কখনও এর চেয়ে হালকা সংক্ষিপ্ত নামাজ তাঁকে পড়তে দেখিনি। তবে তিনি রুকু-সেজদা পরিপূর্ণ আদায় করতেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। যেনো আহমদ রহ. এই অনুচ্ছেদে উম্মে হানি রা. এর হাদিসটিকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মনে করেছেন। নু'আইম সম্পর্কে আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি নু'আইম ইবনে খাম্মার, আর অনেকে বলেছেন, ইবনে হাম্মার, আবার ইবনে হাব্বারও বলা হয়। বলা হয় ইবনে হাম্মামও। তবে বিশুদ্ধ হলো, ইবনে হাম্মার। আবু নুআইম তাঁর সম্পর্কে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনে খাম্মার। এতে তিনি ভুল করেছেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, 'নু'আইম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।'

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমাকে আবদ ইবনে হুমাইদ এ সংবাদ দিয়েছেন আবু নু'আইম হতে।

٤٧٤– عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ: "اِبْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ".

৪৭৪। **অর্থ :** হজরত আবুদ্ দারদা ও আবু জর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার উদ্দেশ্যে দিনের প্রথম ভাগে চার রাকাত নামাজ আদায় করো। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

٤٧٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

৪৭৫। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে চাশতের জোড়া নামাজ সংরক্ষণ করবে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার গুনাহগুলো, সেগুলো যদিও সমুদ্রের ফেনার মতো হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওয়াকি', নজর ইবনে শুমাইল ও একাধিক ইমাম এই হাদিসটি নাহ্হাস ইবনে কাহ্ম হতে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাঁর সূত্রেই আমরা এটি জানি।

٤٧٦- عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّيْ".

৪৭৬। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাজ আদায় করতেন। ফলে আমরা বলতাম, এটি তিনি ছাড়বেন না। আবার এই নামাজ তিনি ছেড়ে দিতেন। ফলে আমরা বলতাম, এটি তিনি আর পড়বেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا فى الجنة من ذهب ضحوة

চাশতের নামাজ সেসব নফলকে বলা হয় যেগুলো ضحوة كبرى -এর পর সূর্য হেলার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সময় পড়া হয়। তাহাজ্জুদের মতো এরও কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই। দুই হতে নিয়ে বার রাকাত পর্যন্ত যা ইচ্ছা আদায় করতে পারে।

এই নামাজটির শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে।[৫৭১] কেউ এটাকে বিদআত[৫৭২] সাব্যস্ত করেন, কেউ সুন্নত,[৫৭৩] কেউ মুস্তাহাব। হানাফিদের মতে সহিহ হলো, এটা মুস্তাহাব[৫৭৪] অথবা সুন্নতে গায়রে মু'আক্কাদা।

---

[৫৭১] এ ব্যাপারে ৬ বা ততোধিক বক্তব্য রয়েছে। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৬৭ -সংকলক।

[৫৭২] এটি ইবনে উমর, আনাস, আবু বকরা রা. হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৬৭ আরো দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৪০৫, ৪০৬, من كان يصلى الضحى-সংকলক।

[৫৭৩] অধিকাংশ শাফেয়ির মতে। আবু ইসহাক শিরাজী রহ. মুহাজ্জাবে এটাকে স্থায়ী সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৬৭। -সংকলক।

কেনোনা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দায়েমি আমল করেননি। এই অনুচ্ছেদেই হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. এর হাদিসে বর্ণিত আছে,

كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقو لايدع ويدعها حتى نقول لايصلى.

হজরত আয়েশা রা. হতে এ ব্যাপারে দুটি বিপরীতধর্মী বর্ণনা বর্ণিত আছে। একটিতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে চাশতের নামাজ প্রমাণিত হয়েছে।[৫৭৫] অপরটিতে না করা হয়েছে।[৫৭৬]

তবে উভয়টিতে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হলো, হজরত আয়েশা রা. এর সামনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজ পড়তেন না।[৫৭৭] বরং প্রবল ধারণা অন্যদের কাছ হতে হজরত আয়েশা রা. এটা জানতে পেরেছেন। সুতরাং না করেছেন নিজের দর্শনের প্রতি লক্ষ্য করে, আর দলিল করেছেন, বাস্তবে নামাজ আদায় করা।

অনেকে চাশতের নামাজ বিধিবদ্ধ হওয়ার ওপর কোরআনের আয়াত দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন- انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق -সূরা সোয়াদ : ১৮, পারা : ২৩।

সালাতুল আওয়াবিনও বলা হয় এই নামাজটিকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ[৫৭৮]-১৬ : সূর্য হেলার সময় নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৮)

٤٧٧- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَّصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

---

[৫৭৪] যেমন হানাফি, মালেকি ও হাম্বলিগণ। -মা'আরিফুস্ সুনান ঐ। -সংকলক।

[৫৭৫] হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত চাশতের নামাজ পড়তেন। আর মাশাআল্লাহ তার চেয়ে বেশিও পড়তেন। -সহিহ মুসলিম : ১/২৪৯, বাবু ইসতিহবাবি সালাতিজ্ জুহা -সংকলক।

[৫৭৬] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাজ পড়তেন না, আমিও পড়ি না। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৪০৬, من كان يصلى الضحى, মুসলিমে (২/২৪৯, باب استحباب صلوة الضحى) হজরত আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কখনও চাশতের নামাজ পড়তে দেখিনি এবং আমিও তা পড়িনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় আমল পছন্দ করা সত্ত্বেও তা ছাড়তেন শুধু এই আশংকায় যে, লোকজন এর ওপর আমল করবে তারপর তা তাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হবে। -রশিদ আশরাফ।

[৫৭৭] আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, একমাত্র উম্মে হানি ব্যতীত আমাকে কেউ এ সংবাদ দেননি যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামাজ পড়তে দেখেছেন। তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আট রাকাত নামাজ পড়েছেন। -সংকলক।

[৫৭৮] চাশতের নামাজ সম্পর্কিত আরো কিছু আলোচনা باب ماجاء فى فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب এর অধীনে হয়েছে। এই নামাজ সংক্রান্ত বিস্তারিত হাদিসগুলোর জন্য দেখুন সহিহ মুসলিম : ১/২৪৮-২৫০, باب استحباب صلوة الضحى الخ, তিরমিযী : ১/৮৭, ৮৮, باب ماجاء فى صلوة الضحى মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৭৪-৮১, باب صلوة الضحى মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৪০৫- ৪০৮, باب من كان لايصلى الضحى و باب من كان يليها মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৩৪-২৩৯, باب صلوة الضحى

৪৭৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে সাইব রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে সূর্য হেলার পর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তারপর তিনি বলেছেন, এটি এমন একটি সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আমি ভালোবাসি এ সময় যেনো, আমার কোনো নেক আমল উত্থিত হোক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাইবের হাদিসটি حسن غريب। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে তিনি সূর্য হেলার পর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। শুধু শেষেই সালাম ফিরাতেন।

দরসে তিরমিযী

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر فقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء، واحب ان يصعد لى فيها عمل صالح.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى اربع ركعات بعد الزوال، لا يسلم الا فى آخرهن.

ওপরযুক্ত দুটি হাদিসে যে চার রাকাত নামাজের উল্লেখ রয়েছে এগুলো দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে জোহর পূর্ববর্তী চার রাকাত সুন্নত উদ্দেশ্য। শাফেয়িদের মতে এগুলো হলো, সূর্য হেলার পরবর্তী সুন্নত। ইমাম গাজালি রহ. এর ইহইয়াউল উলুমে কিতাবুল আওরাদে এগুলো মুস্তাহাব বলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইরাকি রহ. ওপরযুক্ত চার রাকাতকে জোহর পূর্ববর্তী চার রাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন।

এদিকে গাঙ্গুহি রহ. এর ঝোঁকও যে, ওপরযুক্ত চার রাকাত বাস্তবে জোহরের পূর্ববর্তী চার রাকাত সুন্নত নয়। তিনি বলেন,[৫৭৯]

قال بعضهم : هذه سنن الظهر، والحق انها غيرها، اما عند الشافعية فظاهر اذهم قائلون بان سنة الظهر ركعتان وهذه اربع بتسليمة، واما عندنا فلما ورد من اتصال السنن بالفرائض[৫৮০]

'অনেকে বলেছেন, এগুলো জোহরের সুন্নত। হক কথা হলো, এগুলো জোহরের সুন্নত ব্যতীত ভিন্ন নামাজ। শাফেয়িদের মতে তো স্পষ্ট। কেনোনা, তাঁরা বলেন যে, জোহরের সুন্নত দু'রাকাত। আর এখানে তো এক

---

[৫৭৯] ব্যাখ্যা সংকলকের পক্ষ হতে।

[৫৮০] 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, কেউ যদি ফরজ আর জোহরের মাঝে কথা বলে তবে এটা সুন্নতকে বাতিল করবে না, তবে এর সওয়াব হ্রাস পাবে। এমনভাবে সেসব আমল যেগুলো তাহরিমার বিপরীত- বিশুদ্ধতম বক্তব্য অনুযায়ী। 'খুলাসা' নামক গ্রন্থে আছে, 'কেউ যদি বেচা কেনা কিংবা খাওয়া-দাওয়াতে রত হয়'

আল্লামা শামি রহ. বলেছেন, قوله وقيل تسقط অর্থাৎ, এর কারণে তা দোহরিয়ে পড়বে। যদিও পূর্বের নামাজই হোক না কেনো। অথবা পরবর্তী নামাজ হোক না কেনো। স্পষ্ট হলো, এই নামাজ নফল হবে। এটা পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না এই বক্তব্য মতে। বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার মুহিত হতে বর্ণনা করেন, যদি দু'রাকাত ফজর উদয়ের পর দুইবার পড়া হয় তবে সুন্নত শেষের দু'রাকাত। কেনোনা, এটি ফজরের অধিক নিকটবর্তী। এই দুইয়ের মাঝে নামাজ এবং সুন্নত আসেনি। যেগুলো ফরজের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়। -তা'লিকাত আলাল কাওকাবিদ্ দুররি (১/১৯৩ - সংকলক।) -শায়খ মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভী রহ.।

সালামে চার রাকাত। আর আমাদের মতে এ কারণে যে, হাদিস শরিফে সুন্নতকে ফরজের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার কথা এসেছে। কারণ, এটাই আসল। আর আমাদেরকে গরমকালে জোহর দেরিতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দুটি এক হয় কি করে? উভয়ের মঝে অনেক দূরত্ব ও দীর্ঘ সময় রয়েছে- ...।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ[৫৮১]-১৭ : সালাতুল হাজত প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৮)

٤٧٨- عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلٰى أَحَدٍ مِّنْ بَنِيْ آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ".

৪৭৮। **অর্থ :** হজরত ফাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার আল্লাহর নিকট অথবা কোনো আদম সন্তানের কাছে হাজত থাকে সে যেনো ভালোরূপে ওজু করে, তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ আদায় করে তারপর নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পড়ে,

لااله الا الله الحليم .... الخ

'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরম সহিষ্ণু, দয়ালু। পবিত্রতা মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার। সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রশংসা। আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার রহমত লাভের উপায়, তোমার ক্ষমা লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিটি নেক কাজের ফল, প্রতিটি গুনাহ হতে নিরাপত্তার দরখাস্ত করছি। আমার প্রতিটি অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতিটি দুঃশ্চিন্তা তুমি দূর করে দাও এবং যে হাজত তোমার সন্তোষ লাভের কারণ, সেগুলো পূরণ করো। হে আরহামুর রাহিমীন!

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب এর সনদে আপত্তি রয়েছে। ফাইদ ইবনে আবদুর রহমানকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। ফাইদ হলেন ওয়ার্কার পিতা।

দরসে তিরমিযী

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أحد من بني[٥٨٢] آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي

---

[৫৮১] সংকলক।

[৫৮২] উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে হাজত চাই এমন হোক যার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে, কোনো বান্দার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অথবা এমন কোনো ব্যাপার যার সম্পর্ক বাহ্যত কোনো বান্দার সঙ্গে যদিও আসলে এর সম্পর্কও আল্লাহরই সঙ্গে মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা হতে নিজ হাজত পূর্ণ করানোর সর্বোত্তম এবং সেকাহ পদ্ধতি হলো, সালাতুল হাজত। -সংকলক

صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

ওপরযুক্ত হাদিসটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের যদিও জয়িফ। তবে বিভিন্ন শাহিদ[৫৮৩] ও উম্মতের আমলের[৫৮৪] কারণে এটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। তাই উসমান ইবনে হুনাইফ রা. হতে বর্ণিত আছে-[৫৮৫]

ان رجلا ضرير البصر اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال، ادع الله لى ان ينافينى، فقال : ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت، فقال ادعه، امره ان يتوضأ فيحسن وضوء، ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى اللهم فشفعه فى.

'এক কম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনি আমার জন্য সুস্থ্যতার দোয়া করুন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে (এই দোয়া) আমি তোমার জন্য পিছিয়ে দেবো। এটা তোমার জন্য ভালো। আর যদি তুমি চাও তাহলে দোয়া করবো। তারপর তিনি বললেন, আপনি দোয়া করুন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, ওজু করতে এবং সুন্দর করে ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায়ের পর নিম্নেযুক্ত দোয়া পড়তে- اللهم انى اسئلك الخ

আর হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত আছে-

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا حزبه أمر صلى.

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক চিন্তায় পড়তেন তখন নামাজে মশগুল হতেন।' এবং হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত আছে-[৫৮৬] قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতেন অথবা তিনি কোনো চিন্তায় পড়তেন তখন মশগুল হতেন নামাজে।

হজরত আবু দারদা রা. হতে মুসনাদে আহমদ এবং মু'জামে কাবিরে হাসান সনদে একটি হাদিস[৫৮৭] বর্ণিত আছে। এর দ্বারাও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির সমর্থন হয়।

---

[৫৮৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯৯, باب ماجاء فى صلوة الحاجة আবু ইসহাক বলেছেন, এই হাদিসটি সহিহ। ইমাম তাবারানি রহ. এই বর্ণনায় উসমান ইবনে আফ্ফান রা. এর ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। দেখুন মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৭৯, باب صلوة الحاجة -সংকলক।

[৫৮৪] দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ২৭৪, ২৭৫ -সংকলক।

[৫৮৫] ইবনে মাজাহ : ৯৯, باب ماجاء فى صلوة الحاجة

[৫৮৬] মা'আরিফুল হাদিস : ৩/৩৬৫, সুনানে আবু দাউদ সূত্রে। -সংকলক।

[৫৮৭] দ্র. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৭৮, باب صلوة الحاجة-সংকলক।

মোটকথা, সালাতুল হাজত দয়াল প্রভুর কাছে হতে স্বীয় হাজতগুলো পূর্ণ করানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি। যেসব বান্দার ঈমানি হাকিকতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা এটাই তাঁরা এই নামাজটিকে খোদায়ি ভাণ্ডার সমূহের চাবি পেয়েছেন। তারপর এই নামাজটি কোরআনের আয়াত- استعينوا بالصبر والصلوة তে প্রদত্ত খোদায়ি শিক্ষা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : ইস্তিখারার নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৯)

٤٧٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

৪৭৯। **অর্থ** : হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ইস্তিখারা শিখাতেন যেমন শিখাতেন কোরআনের সূরা। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কোনো কাজে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ো তখন ফরজ ব্যতীত দু'রাকাত নামাজ পড়ো। তারপর নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পাঠ করো- اللهم انى استخيرك الخ।

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কল্যাণ কামনা করছি জ্ঞানের সাহায্যে। তোমার শক্তির সাহায্যে শক্তি কামনা করছি। তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেনোনা, তুমি ক্ষমতাবান। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি জান আমি জানি না। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারি। আয় আল্লাহ! যদি তুমি জান যে এ কাজটি আমার জন্য দীনি বিষয়ে ও জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং পরিণতির ক্ষেত্রে কল্যাণকর, আরো বলেছেন, আমার পার্থিব বিষয়ে ও পরকালীন বিষয়ে (কল্যাণকর) তবে তা আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো। আর যদি তুমি জানো এ কাজটি আমার জন্য ও আমার দীনি ব্যাপারে, জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ও আমার পরিণতিতে অথবা বলেছেন, আমার পার্থিব বিষয়ে ও পরকালীন ক্ষেত্রে অনিষ্টকর, তবে সেটিকে আমার হতে ফিরিয়ে দাও, তা হতে আমাকেও ফিরিয়ে রাখো। আর যেখানে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে তা নির্ধারণ করে দাও। তারপর আমাকে তুষ্ট করে দাও তা দ্বারা।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

রাবি বলেন, ('আমার এ কাজটি'র স্থানে) তার হাজতের কথা সুনির্দিষ্ট করে বলবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু আইয়্যুব রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটি আমরা আবদুর রহমান ইবনে আবুল মাওয়ালির সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সনদে জানি না। তিনি সেকাহ মাদীনি শায়খ। তার হতে সুফিয়ান একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবদুর রহমান হতে একাধিক ইমাম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن

মানুষের এই অভ্যাস ছিলো বর্বরতার যুগে যখন তারা সফর ইত্যাদি কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হতো কিংবা বিয়ে, বেচাকেনা ইত্যাদি লেনদেনের প্রয়োজন হতো এমনভাবে নিজের ভাগ্য অথবা ভবিষ্যতের কোনো কাজ উপকারি হবে, না ক্ষতিকর হবে সেটা জানার প্রয়োজন হতো, এমন সমস্ত অবস্থায় তারা তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করতো। আর এর ফলে (তাদের নিজস্ব ধারণা মুতাবেক) যে কাজটি ভালো বলে মনে হতো সেটি গ্রহণ করতো। আর ক্ষতিকর বলে মনে হতো যেটি বর্জন করতো সেটি।

أَزْلَامٌ শব্দটি زَلَمٌ এর বহুবচন। زلم সে তীরকে বলে যার মাধ্যমে আরবের বর্বরতার যুগে ভাগ্য পরীক্ষা করা হতো। এমন তীর ছিলো সাতটি। তার মধ্যে একটির ওপর نعم (হ্যাঁ) অপরটির ওপর لا (না) এমন ধরণের অন্যান্য শব্দ লেখা থাকতো। আর এ তীরগুলো বায়তুল্লাহ শরিফের সেবকের কাছে থাকতো। যখন কেউ নিজের কোনো কাজ উপকারি, না ক্ষতিকর তা জানতে চাইতো তখন কাবা শরিফের সেবকের কাছে গিয়ে কিছু অর্থকড়ি তাকে নজরানা হিসেবে দিতো। সেবক সেই তীরগুলো তীরের থলে হতে এক একটি করে বের করতো। যদি نعم বা হ্যাঁ বিশিষ্ট তীরটি বেরিয়ে আসতো তাহলে সে মনে করতো এই কাজটি তার জন্য উপকারি। আর যদি لا বা না বের হতো তাহলে মনে করতো এই কাজটি তার না করা উচিত। তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। কোরআনে করিম এসব হতে বারণ করেছে নিজ অনুসারীদেরকে।[৫৮৮]

তারপর যেহেতু বান্দাদের জ্ঞান ক্রুটিপূর্ণ। অনেক সময় এমন হয় যে, কেউ একটা কাজ করতে চায় অথচ এর পরিণতি তার জন্য ভালো হয় না। তাই তার নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভালোমন্দ জানার খুব ফিকির হয়। তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ হতে বারণ করেন এবং এর পরিবর্তে ইস্তিখারার নামাজের তা'লিম দিয়েছেন।[৫৮৯] বলেছেন, যখন কোনো বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে আসে তখন দু'রাকাত নামাজ নফলের নিয়তে আদায় করে আল্লাহ তা'লার কাছে দিক নির্দেশনা ও কল্যাণ কামনা করবে এবং ইস্তিখারার দোয়া পড়বে।[৫৯০]

বান্দা যখন তার অক্ষমতা এবং অজ্ঞতার অনুভব এবং স্বীকারোক্তি করে স্বীয় সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারি, মালেক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দিক নির্দেশনা কামনা করবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করবে যে, যেটা তার নিকট উত্তম হয় সেটাই যেনো করে দেন। তাহলে এটা চরম অযৌক্তিক যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় এই বান্দার দিক নির্দেশনা ও মদদ করবেন না। হাদিসে এদিকে কোনো ইঙ্গিত নেই যে,

---

[৫৮৮] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মা'আরিফুল কোরআন উর্দু : ৩/৩১ সূরা মায়িদা।

[৫৮৯] যেমন, শায়খ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহ. এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : ২/১৯, আন্ নাওয়াফিলে আছে- (مبحث فى النفل) وحكمة تشريعها যেটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। দোয়াটি টীকায় উল্লেখ করা হয়েছিলো। যেহেতু আমরা মূলপাঠে উল্লেখ করে দিয়েছি এজন্য এখানে বর্ণনা করা হলো না। -অনুবাদক।

[৫৯০] দ্র. মা'আরিফুল হাদিস : ৩/৩৬৫-৩৬৮। -সংকলক।

এই দিক নির্দেশনা বান্দাদের কিভাবে অর্জিত হবে। তবে আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের অভিজ্ঞতা হলো, এই দিক নির্দেশনা অনেক সময় স্বপ্ন ইত্যাদিতে কোনো অদৃশ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। আবার কখনও এমনও হয় যে, নিজে নিজে এ কাজটি করার আগ্রহ ও চাহিদা অন্তরে প্রচণ্ড আকারে তৈরি হয়। কিংবা এর বিপরীত এদিক হতে বিলকুল অন্তর হটে যায় এমতাবস্থায় এ দুটি অবস্থা আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে এবং দোয়ার ফল মনে করা উচিত। আর যদি ইস্তিখারার পর দোদুল্যমান অবস্থা থাকে তাহলে ইস্তিখারা বারবার করবে। আর কোনো দিকে ততোক্ষণ পর্যন্ত ঝোঁক সৃষ্টি না হবে পদক্ষেপ নিবে না।[৫৯১]

ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ করা আর হারাম ও মাকরূহ বর্জন করার জন্য কোনো ইস্তিখারা নেই। কেনোনা, প্রথম দুটি কাজ করা আর শেষ দুটি বর্জন করা সুনির্দিষ্ট। আর ইস্তিখারা শুধু কোনো বৈধ কাজ করা না করার দুটি দিক হতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য করা হবে। কিংবা করা হবে কোনো অনির্দিষ্ট ওয়াজিবে সময় নির্ধারনের জন্য।[৫৯২]

٤٨٢ - عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَمِّ أَلَا أَصِلُكَ أَلَا أَحْبُوْكَ أَلَا أَنْفَعُكَ قَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: يَا عَمِّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: اَللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَهَا فِيْ يَوْمٍ؟ قَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِيْ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِيْ جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِيْ جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ حَتّٰى قَالَ فَقُلْهَا فِيْ سَنَةٍ".

৪৮২। **অর্থ** : হজরত আবু রাফে রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা.কে বললেন, হে চাচা! আমি কি আপনার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না? বা আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপকৃত করবো না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদশ্রবণে তিনি বললেন, চাচাজান! আপনি চার রাকাত নামাজ পড়ুন। প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতেহা ও অপর একটি সূরা পড়বেন। যখন কেরাত শেষ হয়ে যাবে তখন রুকুর পূর্বে পনের বার পড়ুন الله اكبر والحمد لله وسبحان الله তারপর রুকু করুন। এ কালেমাটি তাতে দশবার পড়ুন। তারপর দ্বিতীয় সেজদা করুন। তাতে এটি পড়ুন দশবার। তারপর মাথা উঠান। তখন দাঁড়ানোর আগেই এটি দশবার পড়ুন। এখানে সর্বমোট ৭৫বার হলো, প্রতিটি রাকাতে। আর চার রাকাতে তিনশত বার। যদি আপনার গুনাহ বিশাল টিলা পরিমাণও হয় তবুও আল্লাহ তা'আলা আপনার সেসব অপরাধ মাফ করে দিবেন। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এই কালেমাগুলো প্রতিদিন কে পড়তে পারবে? জবাবে বললেন, যদি আপনি প্রতিদিন পড়তে না পারেন তবে অন্তত প্রতি শুক্রবারে (সপ্তাহে একবার) পড়ুন। যদি প্রতি শুক্রবারে একবার পড়তে না পারেন তবে প্রতি মাসে একবার পড়ুন। এভাবে তিনি তাকে বলতে থাকলেন। সর্বশেষে বললেন, (যদি সম্ভব না হয়, তাহলে) প্রতি বছরে একবার করে।

---

[৫৯১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৭৮ -সংকলক।

[৫৯২] তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/২৮৬ নং ১৪৮৩ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি আবু রাফে সূত্রে غريب।

যতোগুলো বর্ণনা সালাতুত তাসবিহ সংক্রান্তএসেছে সবগুলো সূত্রগত ভাবে জয়িফ। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসটিও মুসা ইবনে উবায়দার[৫৯৩] কারণে জয়িফ। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদিসের দুর্বলতার কারণে আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. এই নামাজটির বিধিবদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আল-আ'মালুল মুকাফফিরায় লিখেছেন যে, একাধিক সূত্রের কারণে এ হাদিসটি হাসান লিগায়রিহীতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তা'আমুল দ্বারাও এটি সমর্থিত। সুতরাং সালাতুত্ তাসবিহকে বিদ'আত অথবা খেলাফে সুন্নত বলা অথবা এর ফজিলতকে অস্বীকার করা ঠিক না।

তারপর সালাতুত্ তাসবিহতে মৌলিক কথা হলো, প্রতিটি রাকাতে ৭৫ বার سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ পড়বে।[৫৯৪]

এর দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায়[৫৯৫] বর্ণিত হয়েছে। যেটি অনুযায়ী কিয়ামে ১৫বার এরপর সেজদা পর্যন্ত প্রতিটি নকল ও হরকতে দশবার দশবার এই তাসবিহ পড়া হবে। আর দ্বিতীয় সেজদার পর বিশ্রামের বৈঠক করা হবে। এতেও এই তাসবিহ দশবার পড়া হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি (এই অনুচ্ছেদেই) হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক হতে বর্ণিত আছে। এতে বিশ্রামের বৈঠক নেই। এর পরিবর্তে কিয়ামে ২৫ তাসবিহ- ১৫টি কেরাতের পূর্বে, আর ১০টি কেরাতের পর। এই দুটি পদ্ধতি বিনা মাকরূহ বৈধ।

বিশ্রামের বৈঠক হানাফিদের মতে যদিও মুস্তাহাব নয়, তবে সালাতুত্ তাসবিহে।

---

[৫৯৩] এই সূত্রগুলো হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো সূত্রের বরাত আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী টীকায় উল্লেখ করবো। -সংকলক।

[৫৯৪] যেমন ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় সুনানে আবু দাউদে (১/১৮৪ باب صلوة التسبيح) রয়েছে; তবে হজরত আবু রাফে রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে- الله اكبر والحمد لله وسبحان الله শব্দ বর্ণিত আছে। আর সুনানে আবু দাউদে (১/১৮৪ باب صلوة التسبيح) হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনায় তাঁর এই এরশাদ বর্ণিত আছে, দশবার তাসবিহ, দশবার হামদ, দশবার তাকবির, দশবার তাহলিল তথা لا اله الا الله পড়া ব্যতীত (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়িও না। যার স্পষ্ট অর্থ হলো, সালাতুত্ তাসবিহতে পঠিতব্য দোয়া চাই যে কোনো ধরনের শব্দেই হোক না কেন তাতে তাসবিহ, হামদ, তাকবির এবং তাহলিল থাকা উচিত।

[৫৯৫] দ্র. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৮৩, ১৮৪, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯৯,باب ما جاء فى صلوة التسبيح ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনার সূত্রটি আবু রাফে রা. এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। -দ্রষ্টব্য সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯৯ جاء فى صلوة التسبيح আর হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনার এই সূত্রটিই বর্ণিত আছে। দ্রষ্টব্য সুনানে আবু দাউদ : ১/১৮৪, باب صلوة التسبيح তাছাড়া হজরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রা. এর বর্ণনার এই সূত্রটি বর্ণিত আছে। -দ্রষ্টব্য মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/১২৩, নং ৫০০৪, باب الصلوة التى تكفر -রশিদ আশরাফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-[৫৯৬] ২০ : নবী (সা.) -এর ওপর দুরূদ পড়ার বিষয় প্রসংগে (মতন পৃ. ১১০)

৪৮২- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ".

৪৮৩। **অর্থ :** কাব ইবনে উজরা রা. বলেন, আপনার প্রতি এ সালাম তো আমরা জানতে পারলাম। আপনার প্রতি সালাম কিরূপ? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা বলো, اللهم صل على محمد الخ।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত মাহমুদ বলেছেন, আবু উসামা বলেছেন, যায়িদা আ'মাশ-হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেছেন, আর আমরা বলি, 'তাদের সঙ্গে আমাদের ওপরও' (রহমত বর্ষণ করুন)

হজরত আলি, আবু হুমাইদ, আবু মাসউদ, ত্বালহা, আবু সাইদ, বুরাইদা, জায়দ ইবনে খারেজা- তাকে ইবনে জারিয়াও বলা হয় এবং আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কাব ইবনে উজরার হাদিসটি حسن صحيح। আর আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লার উপনাম ইমাম। ইয়াসার আবু লায়লার নাম।

عن كعب بن عجرة قال، يا رسول الله! هذا السلام [৫৯৭] عليك قد عملنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما [৫৯৮] صليت على ابر اهيم وعلى ال ابر اهيم إنك حميد مجيد.

দরূদ শরিফ নামাজের শেষ বৈঠকে পড়ার কি মর্যাদা এতে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফি, মালেকি, হাম্বলি এবং অধিকাংশের মাজহাব হলো, এটা সুন্নত। শাফেয়ি রহ. এটাকে ফরজ বলেন।[৫৯৯] ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব এক বক্তব্য মুতাবেক এটাই। ইসহাক রহ. এর মাজহাব হলো, যদি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে

---

[৫৯৬] এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৫৯৭] এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাশাহহুদে আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌ নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবরাকাতাহু পড়া। এটাই স্পষ্ট বিশুদ্ধ। -বায়হাকি -ইবনে আবদুল বার, কাজি ইয়াজ প্রমুখ এটাই অবলম্বন করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ হতে হালাল হওয়ার জন্য সালাম। তবে এটা অযৌক্তিক। -মা'আরিফ : ৪/২৯৩, ২৯৪ -সংকলক।

[৫৯৮] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, قوله كما صلاة الخ। লোকজনের কাছে উপমার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন হয়েছে। কেনোনা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বনি আদমের সরদার এবং হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তার বংশ অপেক্ষা উত্তম। বিশেষত এখানে আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিষয়টি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ সেহেতু তার প্রতি কাম্য সালাত অন্য সবের প্রতি প্রেরিত সালাতের তুলনায় উত্তম হবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এখানে জবাবের ক্ষেত্রে ১৩টি সুরত উল্লেখ করেছেন। এর জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারি : ১১/১৩৬, باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৯৬ -সংকলক।

[৫৯৯] এই বক্তব্য তিনি করেছেন কিতাবুল উম্মে। -ফাতহুল বারি : ১১/১৩৯- মা'আরিফ : ৪/২৯০ -সংকলক।

দেয় তাহলে নামাজ হবে না।[৬০০] এই মাসআলাতে শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের ওপর অনেক তানকিদ[৬০১] করা হয়েছে। তার দলিলাদির বিস্তারিত বিবরণ ও জবাবের জন্য দ্রষ্টব্য গুনইয়াতুল মুসতামলি[৬০২] শরহে মুনইয়াতুল মুসল্লি। তারপর সারা জীবনে একবার দরূদ শরিফ পড়া ফরজ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার সময় ওয়াজিব। যদি এক মজলিসে এই নামটি বারবার উচ্চারিত হয় তবে তাতে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম তাহাবি রহ.এর মাজহাব অনুসারে প্রতিবার ওয়াজিব। শামছুল আয়িম্মা কারখী রহ. এর মতে একবার ওয়াজিব তারপর সুন্নত। বর্ণনা সমূহ দ্বারা ইমাম তাহাবি রহ. এর মাজহাবের সমর্থন হয়। সুনানে তিরমিযীতে[৬০৩] হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে- رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على। তিরমিযীর[৬০৪] আরেকটি বর্ণনায় হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে আরেকটি বর্ণনায় মারফু' আকারে বর্ণিত আছে- البخيل من الذى ذكرت عنده فلم يصل على ইবনুস্ সুন্নি রহ. উত্তম সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন- من ذكرت عنده فليصل على[৬০৫]

অবশ্য সহজতার দাবি হলো, এক মজলিসে শুধু একবার ওয়াজিব হওয়া।[৬০৬]

প্রকাশ থাকে যে, ওপরযুক্ত বিস্তারিত বিবরণ, তখনকার জন্য ছিলো যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের আলোচনা মজলিসে এসে যায়। সাধারণ অবস্থাতে দরূদ শরিফ বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব।

প্রচলিত দরূদ সালাম এবং শরয়ি বিধান

অনেক মসজিদে কিছু সংখ্যক লোক নামাজের পর বিশেষত জুমআর নামাজের পর আবশ্যকীয়ভাবে জামাত তৈরি করে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে নিম্নেযুক্ত ভাষায় সালাত-সালাম পড়ে- صلى الله عليك يا رسول الله! سلام عليك يا رسول ইত্যাদি। তার মধ্যে বহু লোকের আকিদা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে তাশরিফ আনয়ন করেন, অথবা প্রতিটি স্থানে হাজির-নাজির এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[৬০০] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৯০, গুনইয়াতুল মুসতামলি : ৩৩৩,صفة الصلاة –সংকলক।

[৬০১] ইমাম শাফেয়ি রহ. এই বক্তব্যে একক। পূর্বে কেউ এ ধরণের বক্তব্য করেননি এবং এই সুন্নতের অনুসারীও কেই নেই। এর ওপর অনেকেই বিভিন্ন রকমের মন্দ বক্তব্য করেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন তাবারি, কুশাইরি এবং এ বিষয়ে তার বিরোধিতা করেছেন, তার মাজহাব পন্থীদের মাঝে ইমাম খাত্তাবি। তিনি আরো বলেছেন, আমি এতে তার অনুসরণের কোনো বিষয় জানি না। -কবিরী : ৩৩৩, صفة الصلاة -সংকলক।

[৬০২] এটি কবিরি নামে প্রসিদ্ধ। পৃষ্ঠা : ৩৩৩, ৩৩৪, باب صفة الصلاة সংকলক।

[৬০৩] ২/২১৬, শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ। আবওয়াবুদ্ দা'ওয়াত। -সংকলক।

[৬০৪] সূত্র ঐ দরূদ শরিফের ফাজায়িল সংক্রান্ত হাদিসগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য -ফাজায়িলে দরূদ শরিফ -কৃত, হজরত শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা জাকারিয়া রহ.। -সংকলক।

[৬০৫] গুনইয়াতুল মুসতামলি : ৩৩৪, باب صفة الصلاة -সংকলক।

[৬০৬] কাফিতে বলেছেন, সহিহ বক্তব্য অনুসারে এটা শুধু একবার ওয়াজিব করেছেন। কেনোনা, তাঁর নামের পুনরাবৃত্তি ওয়াজিব, তার সে সুন্নত সংরক্ষণের জন্য যেটির ওপর শরিয়তের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। যদি প্রতিবার দরূদ ওয়াজিব হয় তবে এটা মানুষকে কষ্টের দিকে পৌছে দিবে। বারবার দরূদ পড়া মুস্তাহাব। তবে সেজদায়ে তিলাওয়াত এর বিপরীত। -শরহুল মুনইয়াতিল কাবির : ৩৩৪ -সংকলক।

সালাম শুনেন এবং জবাব দেন। যারা তাদের সঙ্গে এই আমলে শরিক হয় না তাদের ভর্ৎসনা করে বিভিন্ন প্রকার নিন্দা করে। যার ফলে সাধারণত মসজিদগুলোতে ঝগড়া-বিবাদ হয়। বিশেষত আমাদের এই ফিৎনাপূর্ণ যুগে। প্রকাশ থাকে যে, এই পদ্ধতিটি সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং গোমরাহি। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

কোনো নামাজের পরে সমবেতভাবে আবশ্যকীয়রূপে উচ্চৈঃস্বরে দরূদ-সালাম পড়া না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত, না সাহাবা ও তাবেয়িন হতে, না আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন, আর না পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্য হতে কারো হতে। যদি এই আমলটি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কাছে প্রসংশিত ও ভালো হতো তাহলে সাহাবা ও তাবেয়িন এবং আয়িম্মায়ে দীন পূর্ণ পাবন্দির সঙ্গে তা করতেন। অথচ তাদের পূর্ণ ইতিহাসে একটি ঘটনাও এমন পাওয়া যায় না। এর দ্বারা বোঝা গেলো, দরূদ ও সালামের জন্য সমাবেশ এবং এটাকে আবশ্যক মনে করাকে তাঁরা বিদ'আত ও নাজায়েজ মনে করতেন। যার সম্পর্কে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হজরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[৬০৭]

'যে আমাদের এই দীনি ব্যাপারে নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করলো যা দীনের অংশ নয় সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাছাড়া আয়েশা রা. হতে মারফু' আকারে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে- من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد[৬০৮]

'যে এমন কোনো কাজ করলো যার ওপর আমাদের দীন প্রতিষ্ঠিত নেই সেটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

হুজায়ফা রা. বলেন,

[৬০৯]كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها (الى قوله) وخذوا بطريق من كان قبلكم.

' সাহাবায়ে কেরাম যে ধরণের ইবাদত করেননি তোমরাও সেটাকে ইবাদত মনে করো না; বরং স্বীয় পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরামের পথ অবলম্বন করো। তারপর দরূদ ও সালামে সম্বোধনের যে সমস্ত শব্দ- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, এই আমলটি যদি এই বিশ্বাস নিয়ে করা হয় যে, যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র হাজির নাজির প্রতিটি স্থান ও কালে বিদ্যমান, সৃষ্টির প্রতিটি আওয়াজ শ্রবণ করেন। প্রতিটি গতি দর্শন করেন এমনভাবে (নাউজুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসব খোদায়ী সিফাতে অংশীদার- এটা সুস্পষ্ট শিরক। ও খৃষ্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহর মর্যাদা দেওয়ার নামান্ত র। আর যদি এই আমল (সম্বোধন ও কিয়াম) এই আকিদা সহকারে হয় যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মজলিসে তাশরিফ আনয়ন করেন, তাহলে এমন হওয়া যদিও অলৌকিক রূপে সম্ভব, তবে এর জন্য আবশ্যক হলো, কোরআন কিংবা হাদিস দ্বারা এর দলিল। অথচ কোনো আয়াত অথবা হাদিসে নিশ্চিতরূপে এর উল্লেখ নেই।[৬১০] আর দলিল দলিল ব্যতীত নিজের পক্ষ হতে কোনো মু'জিজা বানিয়ে নেওয়া রাসূলে করিম

---

[৬০৭] সহিহ মুসলিম : ২/৭৭, كتاب الأقضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور -সংকলক।

[৬০৮] সহিহ মুসলিম : ২/৭৭, كتاب الأقضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور -সংকলক।

[৬০৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ্ : ১/২১৩, ২১৪, কিতাবুল ই'তিসাম লিশ্ শাতিবির বরাতে। পৃষ্ঠা : ২/৩১১। -সংকলক।

[৬১০] বরং এর উল্টা প্রমাণিত। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আমার রওযার কাছে আমার প্রতি দরূদ পড়ে সেটি আমি শুনতে পাই। আর যে দূরবর্তীতে হতে দরূদ পড়ে সেটি দূর হতে আমার

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ। যে এমন করবে সে হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান- من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار [৬১১] এর বাস্তবরূপ। আর যদি ওপরযুক্ত দুটির কোনো আকিদাই না থাকে, তবুও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারক হওয়ার কারণে এমন শব্দ নিষিদ্ধ। সুতরাং এগুলো হতেও বেঁচে থাকা জরুরি। বিশেষত যখন এগুলো দ্বারা কোনো ফাসেদ আকিদার পথ তৈরি হয়। এ কারণেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুনিবকে রাব্বি শব্দে এবং নিজ গোলামকে আবদি শব্দে ডাকতে নিষেধ করেছেন। তাই এরশাদ রয়েছে-[৬১২] لا يقل احدكم ربى وليقل سيدى و مولاى ولا يقل احدكم عبدى وامتى وليقل فتايا، فتاتى، غلامى এসব শব্দ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এটাই যে, এগুলো শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারক।

সারকথা, দরূদ সালামে সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার যদি কোনো ভ্রান্ত আকিদার কারণে নাও হয়, তবুও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারক ও মিথ্যারোপ হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। অবশ্য পবিত্র রওজার সামনে সম্বোধনের শব্দ সহকারে সালাম পড়া সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুস্তাহাব।[৬১৩] কেনোনা, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সালাম শোনা এবং জবাব দেওয়া হাদিসের অনেক বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত।[৬১৪]

তারপর দরূদ সালামে কিয়ামকে জরুরি মনে করাও ভুল। কেনোনা, যেমনভাবে আল্লাহর জিকির ও কোরআনে করিম তিলাওয়াত দাঁড়িয়ে, বসে বরং শুয়েও সব রকম বৈধ, এমনভাবে দরূদ শরিফও সর্বপ্রকার বৈধ। তবে যদি কেউ দাঁড়িয়ে পড়াকে জরুরি এবং এর খেলাফকে বেয়াদবি সাব্যস্ত করে তাহলে এটা অনাবশ্যক বিষয়কে নিজের পক্ষ হতে ওয়াজিব বা আবশ্যক সাব্যস্ত করার কারণে নাজায়েজ। বিশেষত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দরূদ শরিফ বসে পড়ার সুন্নত চালু করেছেন, তখন বসে দরূদ সালাম পড়াকে আদবের খেলাফ বলা এবং কিয়ামকে জরুরি সাব্যস্ত করা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিরোধী। এটা ঠিক এমন যেমন কেউ বললো যে, কোরআনে করিম শুধু দাঁড়িয়ে পড়া উচিত, বসে পড়া বেয়াদবি হয়।

যদি দরূদ সালাম বা মিলাদের মজলিসে এই আকিদা রেখে কিয়াম করা হয় যে, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি উপস্থিত হন তাহলে এর সম্পর্কে আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি, এমন কোনো

কাছে পৌছনো হয়। -মিশকাতুল মাসাবিহ : ১৮৭, باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وفضلها শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাকির বরাতে। এ হাদিসের সারকথা হলো, যে ব্যক্তি আমার রওযার কাছে দরূদ সালাম পাঠ করে সেটি আমি নিজে শুনি। আর যে দূর হতে দরূদ সালাম পাঠ করে সেটা (ফেরেশতাদের মাধ্যমে) আমার কাছে পৌছে দেওয়া হয়। এমনভাবে হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, জমিনে আল্লাহ তা'আলার অনেক পর্যটক ফেরেশতা আছে, তারা আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌছায়। - মিশকাত : ১/৮৬, সুনানে নাসায়ি ও দারেমির বরাতে। -সংকলক।

[৬১১] মিশকাত : ১/৩৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, কিতাবুল এলেম, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজার বরাতে। -সংকলক।

[৬১২] সহিহ মুসলিম : ২/২৩৮, كتاب الألفاظ من الادب وغيرها، باب حكم اطلاق لفظة العبد والامة والمو لى والسيد; - সংকলক।

[৬১৩] জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ : ১/২১৫, তবে আহকারের অসম্পূর্ণ তালাশ দ্বারা এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা আছর পেলো না।

[৬১৪] পেছনের টীকায় হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। من صلى على عند قبرى سمعته الخ মিশকাত : ৮, তাছাড়া হজরত আবু হুরায়রা রা. হতেই মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে- ما من احد يسلم على الا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام মিশকাত : ৮৬, সুনানে আবু দাউদ ও আদ্ দাওয়াতুল কাবির লিল বায়হাকির বরাতে। -সংকলক।

মজলিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বয়ং তাশরিফ আনয়ন কোনো শরয়ি দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়।[৬১৫] অসম্ভবকে মেনে নিয়ে যদি দলিল দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাশরিফ আনয়নও প্রমাণিত হয়ে যায়, তবুও এর দ্বারা এটা কোথায় আবশ্যক হয় যে, কিয়াম করা জরুরি? কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবদ্দশায়ও নিজের জন্য দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না। তাই হজরত আনাস রা. বলেন,

[৬১৬] لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقو موا لما يعلمون من كراهيته لذالك.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্তা অপেক্ষা প্রিয়তম আর কেউ ছিলো না। তবে যখন তারা তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেনোনা, তাঁরা জানতেন তিনি এ কাজটি অপছন্দ করেন।

তারপর নামাজ সমূহের পর মসজিদে জোরে দরূদ শরিফ পড়ার যে বিষয়টি তাও যথার্থ নয়। বরং বিদ'আত। কেনোনা, মসজিদ গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের যৌথ ইবাদতগাহ। তাতে কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত এমন কোনো আমলের অনুমতি কখনও দেওয়া যায় না যা অন্য লোকজনের ব্যক্তিগত ইবাদত নামাজ, তাসবিহ, দরূদ, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। যদিও সে আমল সবার মতে সম্পূর্ণ বৈধ এবং উত্তমই হোক না কেনো। তাই ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত বা জোরে জিকির যা দ্বারা অন্যদের নামাজ অথবা তাসবিহ ও তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়- তা নাজায়েজ। (শামি খুলাসাতুল ফাতাওয়া)

প্রকাশ থাকে যে, যখন কোরআন এবং আল্লাহর জিকির উচ্চৈঃস্বরে মসজিদে করার অনুমতি নেই তখন দরূদ সালামের জন্য কিভাবে অনুমতি হতে পারে? তাই হজরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

[৬১৭] إنه اخرج مهاعة من المسجد يهللون ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين

অর্থাৎ, হজরত ইবনে মাসউদ রা. একদল লোককে মসজিদ হতে শুধু তাই বহিষ্কার করেছেন যে, তারা উচ্চৈঃস্বরে لا اله الا الله এবং দরূদ শরিফ পড়ছিলো তাদেরকে তিনি বলেছেন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু বিদ'আতিই মনে করি।

যুগের পরিবর্তন দেখুন, আজকে যারা উচ্চৈঃস্বরে জামাতে মিলে দরূদ শরিফ পড়ে না বিদ'আতিরা তাদেরকে মসজিদ হতে বহিষ্কার করে। অথচ, হজরত ইবনে মাসউদ রা. মসজিদে জোরে দরূদ শরিফ পাঠকারিদেরকে মসজিদ হতে বহিষ্কার করেছিলেন। বলেছিলেন যে, আমার মতে তোমরা বিদ'আতি। এতে চক্ষুষ্মনদের জন্য অবশ্যই উপদেশ রয়েছে।

---

[৬১৫] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. -তাবরিদুন্ নাওয়াজির, লেখক মাওলানা সরফরাজ খান সফদার, (মু. জি.) -সংকলক।

[৬১৬] সুনানে তিরমিযী : ২/১১৮ ابواب الاستيذان والاداب، باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل -সংকলক।

[৬১৭] আল-মিনহাজুল ওয়াজিহ : ১২৭, শামির (২/২৫০) বরাতে এবং ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া ফাতাওয়া হিন্দিয়্যার টীকার ওপর। -সংকলক।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২১ নবী করিম (সা.) এর ওপর দরূদ পাঠের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১০)

٤٨٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً".

৪৮৪। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি হবে যে আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ পাঠকারি।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন এবং এর বিনিময়ে তার জন্য লেখেন দশটি নেকি।

٤٨٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا".

৪৮৫। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আমের ইবনে রবি'আহ, আম্মার, আবু তালহা, আনাস ও হজরত উবাই ইবনে কাব রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সুফিয়ান সাওরি ও একাধিক আলেম হতে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, রব তথা আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ হলো, রহমত। আর ফেরেশতাদের সালাতের অর্থ হলো, ইসতিগফার করা।

٤٨٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৮৬। হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝে স্থগিত থাকে, দোয়ার কোনো অংশই ওপরে উঠে না, যতোক্ষণ না তোমার নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করো।

٤٨٦- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا يَبِيْعُ فِيْ سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّيْنِ.

৪৮৭। হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, আমাদের বাজারে দীন সম্পর্কে যেনো কেবল বেচাকেনা করে জ্ঞান অর্জনকারি ব্যক্তিই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। আব্বাস হলেন, আবদুল আজিমের ছেলে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আলা ইবনে আবদুর রহমান হলেন, ইয়াকুবের ছেলে। তিনি হলেন, হুরাকার আজাদকৃত দাস। আলা তাবেয়ি। তিনি আনাস ইবনে মালেক রা. প্রমুখ হতে (হাদিস) শ্রবণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব আলার পিতা। তিনি তাবেয়ি। আবু হুরায়রা ও আবু সাইদ খুদরি রা. হতে তিনি (হাদিস) শুনেছেন। ইয়াকুব একজন বড় তাবেয়ি। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে পেয়েছেন এবং হাদিস বর্ণনা করেছেন তার থেকে।

জুমআ অধ্যায় : (৪)

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ–১ : জুমআর দিবসের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১০)

٤٨٨– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ".

৪৮৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, সূর্যোদয় যেসব দিবসে ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিবস হলো, শুক্রবার। তাতে আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিবসেই তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। কিয়ামত কায়েম হবে শুক্রবারেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু লুবাবা, সালমান, আবু জর, সাদ ইবনে উবাদা, ও আউস ইবনে আউস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

جمعة শব্দটির 'জীমের ওপর পেশ,[৬১৮] একটি বর্ণনা মীমের ওপর সাকিন সহকারেও আছে। ইমাম আ'মাশ রহ. এর কেরাতও এটাই।[৬১৯] অনেকে মীমের ওপর জবর সহকারেও এ শব্দটি লিখেছেন।[৬২০] যাজ্জাজের বক্তব্য হলো, এ শব্দটি জের সহকারে পড়া হয়েছে।[৬২১] জাহিলিয়্যাতের যুগে এ দিবসটির নাম ছিলো يوم العروبة।[৬২২] পরবর্তীতে এর নাম হয়ে গেছে يوم الجمعة বা জুমআর দিন। কারো কারো ধারণা হলো, এটি ইসলামি নাম।

---

[৬১৮] ভাষা সাহিত্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে উচ্চমানের এবং এটিই সর্বাধিক প্রচলিত। জমহুরের কেরাত এটি। রূহুল মা'আনি : ১৪, পারা : ২৮, পৃঃ ৯৯, আয়াত নং ৯। সূরা জুমআহ। -সংকলক।

[৬১৯] ইবনে জুবায়র, আবু হাইওয়াহ, ইবনে আবু আবালা ও জায়দ ইবনে আলি রা. এই কেরাত পড়েছেন। রূহুল মা'আনি, সূত্র ঐ -সংকলক।

[৬২০] এমন কেরাত পড়া হয়নি। -রূহুল মা'আনি, সূত্র ওই -সংকলক।

[৬২১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩০৩, মোটকথা, جمعة শব্দটিতে চারটি লুগাত আছে। ১. الْجُمُعَةُ ২. الْجُمْعَةُ এ দুটি অবস্থায় এর অর্থ হবে المجموع অর্থাৎ, يوم الفوج المجموع বা সমবেত বাহিনী দিবস। ৩. الْجُمَعَةُ এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে للجنفي বা সমবেতকারি। অর্থাৎ, يوم الوقت الجامع বা সমবেতকারি সময় দিবস। ৪. الْجُمِعَةُ দ্র. রূহুল মা'আনি, পারা ২৮, পৃষ্ঠা : ৯৯ -রশিদ আশরাফ।

[৬২২] العروبة শব্দটি সুরিয়ানি। আরবিকৃত। সুহাইলি রহ. বলেছেন, عروبة শব্দের অর্থ কোনো কোনো আলেম হতে আমাদের কাছে পৌছেছে 'রহমত'। তবে এ শব্দটি বহুল প্রচলিত নয়, মনে রাখুন। রূহুল মা'আনি হতে চয়নকৃত ইষৎ পরিবর্তন সহকারে। -সূত্র ঐ -সংকলক।

এর নামকরণের কারণ হলো, লোকজন সেদিন নামাজের জন্য সমবেত হয়।[৬২৩] অনেকে বলেছেন, জুমআ নাম করণ তাই করা হয়েছে। কারণ, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি সেদিনেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সবকিছু সেদিনে জমা করা হয়েছে। অনেকে এই কারণ বর্ণনা করেছেন, যেহেতু কাব ইবনে লুওয়াই এদিন লোকজনকে সমবেত করে উপদেশ করতেন। তাই এ দিনটির নাম জুমআ।[৬২৪]

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجمعة وفيه اخرج منها.

আদম (আ.)কে জান্নাত হতে বের করার বিষয়টির সঙ্গে বাহ্যত ফজিলতের কোনো সম্পর্ক নেই। কেনোনা, ফজিলত উৎসারিত হয় কল্যাণের ফলে। অথচ আদম (আ.)কে জান্নাত হতে বের করা হয়েছিলো ভর্ৎসনারূপে।

১ এর এক জবাব দেওয়া হয়েছে এই- وفيه اخرج منها দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, সেদিনে বড় বড় ঘটনাবলি প্রকাশ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। প্রকাশ থাকে যে, একটি বড় ঘটনা আদম (আ.) -এর বহিষ্কারের ঘটনাটিও।

২ দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, আদম (আ.) এর বহিষ্কার দুনিয়াতে কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হয়েছে। কেনোনা, তাঁর পৃষ্ঠ হতে লাখ লাখ নবী সৃষ্টি হয়েছেন। যাদের জন্ম কল্যাণই কল্যাণ। -মা'আরিফুস্ সুনান (৪/৩০৫)

জুমআর দিন না আরাফার দিন? কোন্টি অধিক উত্তম

ওলামায়ে কেরামের মতভেদ এ সম্পর্কে রয়েছে যে, শুক্রবার দিবসের ফজিলত বেশি, না আরাফাত দিবসের? একদল আরাফাত দিবসকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। এটি হলো, শাফেয়িগণের মতে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। আর হানাফিগণের মাজহাবও এটাই। আরেকদল জুমআর দিনকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। আহমদ রহ. এবং মালেকিদের মধ্য হতে ইবনে আরাবি রহ. এরই প্রবক্তা। ইখতিলাফের ফল প্রকাশ পাবে বছরের শ্রেষ্ঠ দিনে মানত মানার ক্ষেত্রে, অথবা তালাক প্রদান, আজাদ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩০৩। বিস্ত ারিত বিবরণের জন্য দেখুন- আল কাওকাবুদ্ দুররি : ১/১৯৫,১৯৬।

بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২ : শুক্রবারের কাঙ্ক্ষিত ওয়াক্ত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১১)

٤٨٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِلْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَــوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ".

---

[৬২৩] হজরত ইবনে সিরিন রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের পূর্বে এবং জুমআর হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগেই মদিনাবাসী জুমআ আদায় করেছেন। তারাই এটাকে জুমআ নাম দিয়েছেন। তখন আনসারিগণ বললেন, ইহুদিদের একটি দিবস রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে তারা সেদিন সমবেত হয়। খৃষ্টানদেরও অনুরূপ একটি দিবস রয়েছে। সুতরাং চলো, আমরাও এমন একটি দিবস বানিয়ে নেই। তাতে আমরা সমবেত হবো এবং আল্লাহ তা'আলার জিকির করবো। নামাজ পড়বো ও তাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো। বা এ ধরণের শব্দ বলেছেন। তারা বললেন- শনিবার দিবস ইহুদিদের, রবিবার দিবসটি খৃষ্টানদের। সুতরাং তোমাদের দিবস কর শুক্রবার। তাঁরা জুমআর দিনটিকে يوم العروبة বলতেন। সুতরাং তাঁরা আস'আদ ইবনে যুরারা রা. এর কাছে সমবেত হলেন। সেদিন তিনিই তাদের ইমামতি করলেন এবং তাদের নসীহত করলেন। ফলে এ দিনটির নাম দেওয়া হলো, জুমআ...। -মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১৫৯, নং ৫১৪৪, كتاب الجمعة باب اول من جمع -সংকলক।

[৬২৪] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩০৩, ৩০৪। -সংকলক।

৪৮৯। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, তোমরা জুমআর দিনে কাঙ্খিত সময়টি অন্বেষণ করো আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে غريب। এ হাদিসটি আনাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সনদ ব্যতীত অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবনে আবু হুমাইদকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। অনেক আলেম স্মরণশক্তির দিক দিয়ে তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁকে হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদও বলা হয়। আবার আবু ইবরাহিম আনসারিও বলা হয়। তার হাদিস মুনকার। অনেক সাহাবি আলেম প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন যে, কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসরের পর হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

আহমদ রহ. বলেছেন, কাঙ্খিত সময়, যেটিতে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় সেটি হচ্ছে আসরের পরবর্তী ওয়াক্ত। অধিকাংশ হাদিসে এমন বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সূর্য হেলার পরেও দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

٤٩٠- أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِيْنَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِّنْهَا".

৪৯০। **অর্থ :** হজরত আমর ইবনে আউফ মুজানি রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, শুক্রবারে এমন একটি সময় রয়েছে, যে বান্দা তাতে যে কোনো কিছুই প্রার্থনা করুক না কেনো আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দান করবেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময়টি কখন? জবাবে তিনি বললেন, যখন নামাজ কায়েম করা হয় সে সময় হতে নামাজ হতে ফেরা পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু মুসা, আবু জর, সালমান, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আবু লুবাবা ও সাদ ইবনে উবাদা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমর ইবনে আউফের হাদিসটি حسن غريب।

٤٩١- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّيْ فَيَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".

৪৯১। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিবসে সূর্যোদয় ঘটেছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো শুক্রবার দিন। এ দিবসেই আদম (আ.)কে সৃজন করা হয়েছে। এ দিনেই তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। এ দিবসেই জান্নাত হতে তাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দিবসেই এমন একটি সময় রয়েছে যে কোনো মুসলমান বান্দা এ সময়ে নামাজ পড়বে তারপর আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দান করবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, তারপর আমি সাক্ষাত করলাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর সঙ্গে। তাঁর কাছে আমি এই হাদিসটি আলোচনা করলাম। তাই তিনি বললেন, সে সময়টি সম্পর্কে আমি অধিক জ্ঞাত। আমি বললাম, আমাকে সে সময়টি সম্পর্কে বলুন। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কৃপণতা করবেন না। জবাবে তিনি বললেন, এটি হলো, আসরের পর হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমি বললাম, এটি আসরের পর কিভাবে হয়? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে সময়টিতে যে কোনো মুসলমান বান্দাই নামাজ আদায় করুক'- সে সময়টিতে কি নামাজ পড়া হয়? তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এরশাদ করেননি? 'যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে নামাজের অপেক্ষা করে সে বস্তুত নামাজে রত?' জবাবে বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা তাই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসে দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر الى غيبو بة الشمس

এই দোয়া কবুল হওয়ার সময়টি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। এক দলের মতে এই বরকতময় সময়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সঙ্গে বিশেষিত ছিলো। অথচ অধিকাংশের মত হলো, এই সময়টি কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট। তারপর জমহুরের মধ্যে এটি নির্দিষ্ট করা না করার ব্যাপারে ভীষণ মতপার্থক্য রয়েছে। বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/৩০৬, ৩০৭) লিখেন, এই প্রত্যাশিত, প্রশংসিত সময়টি সম্পর্কে ৪৫টি বক্তব্য রয়েছে।[৬২৫] এগুলো উল্লেখ করেছেন ইমাম সুয়ুতি রহ. 'তানবীরুল হাওয়ালিকে'। বিন্নৌরি রহ. এই স্থানে এসব প্রচুর বক্তব্যের মৌলিক উসুলও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন,

وقد اختلفت الصحابة والتابعون ومن بعدهم هل هذه الساعة باقية او رفعت؟ وعلى الأول هل هى فى كل جمعة او واحدة؟ باقية او رفعت؟ وعلى الأول هل هى وقت معين او مبهم؟ وعلى التعيين : هل يستوعب الوقت او مبهم؟ وعلى الابهام : ما ابتداءه وما انتهاءه؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت او بعضه؟ وهذه هى اصول الاقوال اهـ.

এ বিষয়ে 'সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তীগণ মতপার্থক্য করেছেন যে, এই সময়টি অবশিষ্ট আছে না তুলে নেওয়া হয়েছে? প্রথম সুরতে এটি কি প্রতি শুক্রবারে, না বছরের কোনো এক শুক্রবারে? প্রথম সূরতে এটির জন্য কি কোনো নির্ধারিত সময় আছে, না অস্পষ্ট? যদি নির্ধারিত হয়, তাহলে পূর্ণ সময়, না কি অস্পষ্ট? যদি অস্পষ্ট থাকে তবে তার শুরু কি এবং শেষ কি? সর্বাবস্থায় পূর্ণ ওয়াক্তকে এটি অন্তর্ভুক্ত করবে, না কি কোনো ওয়াক্তকে? এ হল এসব বক্তব্যের মূল বিষয়টি।'

---

[৬২৫] আল-কাওকাবুদ্ দুররির টীকায় (১/১৯৬) রয়েছে, মুহাক্কিকীনের বা তত্ত্বজ্ঞানীদের বক্তব্য এ সম্পর্কে ৫০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। বড় বড় গ্রন্থকারগণ এসব উল্লেখ করেছেন। যেমন, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'ফাতহুল বারিতে,' শায়খ খলিল আহমদ সাহাবানপুরী রহ. 'বজলুল মাজহুদে' ইত্যাদি। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ১১টি বক্তব্য। এগুলো ইবনুল কাইয়িম রহ. উল্লেখ করেছেন, সংক্ষিপ্ত আকারে আমি এগুলো 'আওজাযুল মাসালিকে' উল্লেখ করেছি। তবে এসব বক্তব্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো, দুটি। এই দুটি বক্তব্য আমরা ইনশাআল্লাহ মূলপাঠে উল্লেখ করবো। -রশিদ আশরাফ।

মোট ৪৫টি বক্তব্যের মধ্যে ১৫টি বক্তব্য প্রসিদ্ধ। এগুলো উল্লেখ করেছেন, ইবনুল কাইয়িম রহ.। তার মধ্যে দুটি বক্তব্য প্রসিদ্ধতম। যেগুলো বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/৩০৮) উল্লেখ করেছেন,

১. এ আসরের নামাজের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।[৬২৬]ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ বক্তব্যটি অবলম্বন করেছেন।

২. এ হলো, ইমাম সাহেব (খুতবার জন্য মিম্বরে) বসার পর হতে নিয়ে নামাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত।[৬২৭] শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এ বক্তব্যটি অবলম্বন করেছেন।

প্রথম বক্তব্যের দলিল তিরমিযীর আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত আনাস রা. এর হাদিস। তাছাড়া সুনানে নাসায়িতে[৬২৮] বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। যাতে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর বক্তব্য বর্ণিত আছে,

انی لاعلم تلك الساعة، فقلت یااخی! حدثنی بها، قال هی امر ساعة من یوم الجمعة قبل ان تغیب الشمس، فقلت الیس قد سمعة رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لایصادفها مؤمن وهو فی الصلاة ولیس تلك الساعة صلوة؟ قال الیس قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : من صلی وجلس ینتظر الصلاة فهو فی الصلوة حتی تأتیه الصلاة التی تلیها–قلت بلی! قال : فهو كذلك اهـ.

'সে সময়টি আমি জানি। ভাইয়া! আমাকে আপনি সে হাদিসটি বর্ণনা করুন। ফলে তিনি বললেন, এটি হলো, শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের পূর্বে সর্বশেষ ওয়াক্ত। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেননি- 'যে কোনো মুমিন নামাজরত অবস্থায় সে সময়টি পাবে.......। অথচ এ সময়ে তো কোনো নামাজ নেই। জবাবে তিনি বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেননি, যে নামাজ পড়ে অপর নামাজের অপেক্ষায় থাকে তার পরবর্তী নামাজ আসার পূর্ব পর্যন্ত সে নামাজেই থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এটা এমনই।'

সহিহ মুসলিমে দ্বিতীয় বক্তব্যটির দলিল [৬২৯] বর্ণিত, আবু মুসা আশআরি রা. এর বর্ণনা,

عن ابی بردة بن ابی موسی الاشعری (رضـ) قال قال لی عبد الله بن عمر (رضـ) اسمعت اباك یحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شان ساعة الجمعة؟ قال قلت : نعم! سمعته یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : هی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاة.

---

[৬২৬] ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে (২/৩৪৮) হাফেজ আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে (৩/৩২৭) এ ৩৫ নং এ যে বক্তব্যটি করেছেন, এটি হলো সেটি।

[৬২৭] ইবনে হাজার ও বদরুদ্দিন আইনি রহ. ২৫নং এ যে বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন এটি সেটি। অনেকে বলেছেন, দ্বিতীয় বক্তব্য মুতাবেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এটি তো দোয়ার সময় নয়।

এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মতে খুতবার মাঝে নীরবতা কালে দোয়া করা বৈধ আছে। এমনিভাবে দোয়ায়ে মাসূরা ব্যতীত অন্য দোয়াও তাঁদের মতে নামাজের ভেতরে করা বৈধ আছে। তাদের মতে কালামুন্ নাস (মানুষের কাছে চাওয়া যায় এমন) বিশিষ্ট দোয়া করার ব্যাপারে উদারতা রয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত আমাদের মতে তাতে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। সুতরাং আমাদের মতে কালামুন্নাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোনো দোয়ার ফলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

[৬২৮] ১/২১০, ২১১, باب ذكر الساعة التی یستجاب فیها الدعاء یوم الجمعة সংকলক।

[৬২৯] ১/২৮১, كتاب الجمعه فصل فی ذكر الساعة التی تقبل فیها دعوة العبد اذا وافقها وبیان وقتها সংকলক।

'হজরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, ইবনে উমর রা. আমাকে বললেন, আপনি কি আপনার পিতাকে জুমআর দিনের সেসময়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছেন? রাবি বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি- সে সময়টুকু হলো, ইমাম সাহেবের (মিম্বরে) বসা হতে নিয়ে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত।'

আর তিরমিযীতে[৬৩০] বর্ণিত আমর ইবনে আউফ রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারাও সমর্থন হয় এ দ্বিতীয় বক্তব্যটির ,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان فى الجمعة ساعة لايسئل الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه قالوا يا رسول الله! اية ساعة هى؟ قال حين تقام الصلاة الى انصراف منها.

সারকথা, উভয় প্রকার হাদিসগুলোর মাঝে অনেকে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।[৬৩১] তবে অধিকাংশ আলেম এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির প্রাধান্যের প্রবক্তা। শাফেয়িগণ সুনানের হাদিসের ওপর মুসলিমের হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হানাফি ও হাম্বলিগণ প্রাধান্য দিয়েছেন সুনানের হাদিসটিকে।[৬৩২]

সারকথা, আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত জুমআর দিন দোয়া জিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপ হওয়াই চাই। সঙ্গে সঙ্গে জুমআর নামাজের খুতবা হতে নিয়ে নামাজ হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত যদি দোয়া করা সম্ভব হয় তাহলে উচিত তার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ–৩ : জুমআর দিন গোসল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১১১)

٤٩٢– عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "من أتى الجمعة فليغتسل".

৪৯২। **অর্থ :** উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন, যে জুমআতে আসবে সে যেনো গোসল করে নেয়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ, উমর, জাবের, বারা, আয়েশা ও আবু দারদা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৬৩০] ১/৯১, সংকলক।

[৬৩১] যেমন, কবুলিয়্যাতের সময় এ দুটি ওয়াক্তেই সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে (সামঞ্জস্য বিধানকারিদের মধ্যে) রয়েছেন ইবনুল কাইয়িম রহ.। যেমন, আল হুদায় (হুদাস্ সারীতে) তিনি বলেছেন, হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (২/২৫১) তার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ.। তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় জুম'আর বিবরণে বলেছেন, ওপরযুক্ত দুটি ওয়াক্তের কথা আলোচনা করার পর 'আমার মতে দুটো ওয়াক্তই কাছেতম দোয়া কবুলের সময়। এটা সুনির্দিষ্ট নয়। ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা এ দুটি সময় সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। والله اعلم শায়খ বলেছেন, এটাই পছন্দনীয় বক্তব্য। মা'আরিফুস সুনান : ৪/৩১০, ৩১১ হতে চয়নকৃত। -সংকলক।

[৬৩২] বিস্তারিত দলিলাদির জন্য দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩০৯, ৩১০। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٤٩٣- وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا.

৪৯৩। **অর্থ :** 'জুহরি-আবদুল্লাহ ইবনে উমর-উমর- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

কুতায়বা-লাইছ ইবনে সাদ-ইবনে শিহাব-আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর-তাঁর পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ বলেছেন, জুহরি-সালেম-তাঁর পিতার হাদিসটি এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-তাঁর পিতার হাদিস- উভয়টি বিশুদ্ধ।

জুহরির অনেক ছাত্র জুহরি হতে বলেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. হতে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও জুমআর দিনে গোসল সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটি حسن صحيح।

٤٩٤- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ "عُمَرُ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ: "وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسْلِ".

৪৯৪। **অর্থ :** হজরত সালেম তার পিতা ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একবার জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি প্রবেশ করলেন। তারপর উমর রা. বললেন, এটি কোনো সময়? তিনি বললেন, আমার বেশি দেরি হয়নি। আজান শুনেছি। তারপর শুধু ওজু করেই চলে এসেছি। উমর রা. বললেন, ওজুও? অথচ, আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন গোসলের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবান-আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-জুহরি সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

٤٩٥-قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৪৯৫। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন,** আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান... আবু সালেহ আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ-লাইছ-ইউনুস-জুহরি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'

দরসে তিরমিযী

من اتى الجمعة فليغتسل

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ রহ. সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, জুমআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। অবশ্য জাহেরিদের মতে এটা ওয়াজিব। ইমাম মালেক রহ. এর দিকেও এ বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত।

যারা ওয়াজিবের প্রবক্তা তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে উল্লেখিত فليغتسل শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাছাড়া সহিহ বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত, হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর নিম্নেযুক্ত বর্ণনাটিও তাদের দলিল,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (اللفظ للبخارى)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমআর দিনে গোসল করা প্রতিটি বালেগের ওপর ওয়াজিব।'

জমহুরের দলিলাদি নিম্নেযুক্ত,

১. তিরমিযীতে (১/৯১) হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. এর বর্ণনা,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل–

২. তিরমিযীতে (১/৯২) বর্ণিত, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا واستمع وانصت غفرله ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام–

এই হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ওজুর কথা আলোচনা করেছেন, গোসলের কোনো উল্লেখ নেই।

৩. হজরত উসমান রা. এর ঘটনা দ্বারাও জমহুরের দলিল হয়। সহিহ মুসলিমে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال بينما عمر بن الخطاب (رضـــ) يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان (رضـــ) فعرض به عمر (بضـــ) فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا امير المؤمنين! مازدت حين سمعت النداء ان توضات ثم اقبلت فقال عمر (رضـــ) والوضوء ايضا، الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احد كم الى الجمعة فليغتسل–

প্রমাণ সূত্র স্পষ্ট যে, যদি জুমআর দিন গোসল ওয়াজিত হতো তাহলে উসমান রা. অবশ্যই গোসলকে ছাড়তেন না এবং উমর রা. পুনরায় গোসল করে আসার নির্দেশ দিতেন। গোসল ওয়াজিব পক্ষাবলম্বীদের প্রমাণাদির উত্তর হলো, গোসলের আদেশ শুরুতে একটি জটিলতার কারণে ছিলো। যখন এ জটিলতা চলে গেছে তখন হুকুমের কার্যকারিতাও শেষ হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা মুসনাদে আহমাদ (مجمع الزوائد খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭২) ইত্যাদির বর্ণনায় বিদ্যমান।

عن ابن عباس (رضـــ) وسأله رجل عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال لا، وساحد ثكم عن بدء الغسل– كان الناس محتاجين و كانوا يلبسون الصوف وكانوا يسقون النخل على ظهورهم وكان مسجد

النبى صلى الله عليه وسلم ضيقا متقارب السقف فراح الناس فى الصوف فعرقوا و كان منبر النبى صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو ثلاث درجات فعرف الناس فى الصوف فثارت ارواحهم ارواح الصوف فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت ارواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا ايها الناس اذا جئتم الجمعة فاغتسلوا وليمس احد كم من اطيب طيب ان كان عنده (قال الهيثمى) فى الصحيح بعضه رواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

এছাড়াও ওয়াজিব হওয়ার পক্ষাবলম্বীদের প্রমাণাদির আরেক জবাব এ-ও হতে পারে যে, হাদিসের মধ্যে গোসল সম্পর্কে যতো জায়গায় আমরের صيغه ব্যবহার হয়েছে তা ওয়াজিবের ওপর নয়, মুস্তাহাব হওয়ার ওপর সাব্যস্ত।

بَابُ مَاجَاءَ مِنْ كَمْ يُؤْتِي الْجُمُعَةَ

অনুচ্ছেদ–৮ প্রসংগ : জুমআতে কতো দূর হতে উপস্থিত হবে (মতন পৃ. ১১২)

٥٠١– عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ.

৫০১। **অর্থ :** হজরত কুবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন কুবা হতে জুমআতে হাজির হওয়ার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেটি বিশুদ্ধ নয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই সূত্র ব্যতীত এই হাদিসটি অন্য কোনো সূত্রে জানি না। এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছুই সহিহ নয়। হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেন, জুমআ তার ওপর যাকে রাত্র তার পরিবারে আশ্রয় দেয়।

উক্ত হাদিসের সনদ জয়িফ। এটি মু'আরিক ইবনে আব্বাদ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ মাকবুরি হতেই কেবল বর্ণনা করা হয়। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান হাদিসের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ মাকবুরিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জুমআ কার ওপর ওয়াজিব এ ব্যাপারে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, রাতে যাকে তার ঘর আশ্রয় দেয় তার ওপর জুমআ ওয়াজিব। আর অনেকে বলেছেন, যে আজান শুনে শুধু মাত্র তার ওপরই জুমআ ওয়াজিব। এই মাজহাব ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর।

٥٠٢– سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوْا عَلٰى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فِيْهِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ أَخْبَرَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ" فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ، وَقَالَ: اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ.

৫০২। **অর্থ :** আহমদ ইবনুল হাসান রহ. কে আমরা বলতে শুনেছি, আমরা আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে ছিলাম। লোকজন আলোচনা করলো, কার ওপর জুমআ ওয়াজিব। তখন ইমাম আহমদ রহ. এ ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কিছুই উল্লেখ করলেন না। আহমদ ইবনুল হাসান রহ. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে বললাম, এ ব্যাপারে তো আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা আছে। এতদশ্রবণে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আহমদ ইবনে হাসান রহ. বলেন, حدثنا الحجاج بن نصير أخبرنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله। এতদশ্রবণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাই এটা করেছেন যে, তিনি এ হাদিসটিকে কিছুই মনে করেননি এবং এটিকে সনদের সমস্যার করণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।

দরসে তিরমিযী

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء : এখানে দুটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, যারা গ্রামে কিংবা শহর হতে দূরে থাকে। তাদের ওপর কতো দূর হতে জুমআর নামাজের জন্য অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক?

শাফেয়ি রহ. এর দিকে এই বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত, যে শহর হতে এতো দূরে থাকে যে, শহরে জুমআর নামাজের জন্য এসে রাত্রের আগে আগে নিজ বাড়িতে পুনরায় পৌছতে পারে, তার ওপর জুমআতে অংশ গ্রহণ করা ওয়াজিব। যে এর চেয়ে বেশি দূরে থাকে তার ওপর জুমআতে অংশ গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। হানাফি অনেক আলেমের মতও এটাই। আবু ইউসুফ রহ. এর একটি বক্তব্যেও অনুরূপ। তাঁদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা- الجمعة على من آواه الليل إلى أهله তবে ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখ এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এ সম্পর্কে তাঁর মাজহাব হলো, জুমআ তার ওপর ওয়াজিব যে জুমআর আজান শুনে। অর্থাৎ, যে শহর হতে এত দূরে থাকে যার ফলে আজানের আওয়াজ শুনতে পায় না, তার ওপর জুমআ ওয়াজিব নয়। ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এবং ইবনুল আরাবি রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবও এটাই বর্ণনা[৬৩৩] করেছেন।[৬৩৪]

---

[৬৩৩] উমদাতুল কারি, দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৪৫। -সংকলক।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, শহরের অধিবাসী অথবা শহরের পার্শ্ববর্তী তথা উপশহরে অবস্থানকারি ব্যক্তির ওপর জুমআ ওয়াজিব। যারা উপশহরের বাইরে থাকে তাদের ওপর জুমআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। উপশহর বা পার্শ্ববর্তীর কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই; বরং শহরের প্রয়োজনাদি যতোটুকু পর্যন্ত পূর্ণ হয় ততোটুকু এলাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত। এই অনুচ্ছেদে এই মাসআলাটিই বর্ণনা করা ইমাম তিরমিযী রহ. এর উদ্দেশ্য ছিলো।

গ্রামে জুমআ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

হানাফিদের মতে জুমআ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শহর শর্ত। গ্রাম ইত্যাদিতে জুমআ বৈধ নয়। তারপর শহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাশায়িখে হানাফিয়ার বিভিন্ন রকম বক্তব্য রয়েছে। অনেকে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, এমন জনপদ যাতে রাজা (সরকার প্রধান) অথবা তার স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান। অনেকে বলেছেন, এমন জনপদ যেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদ এর অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয় না। অনেকে বলেছেন, এমন জনপদ যাতে বাজার থাকে।[৬৩৫]

সারকথা, এ ধরণের বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে তাত্ত্বিক কথা হলো, শহরের ব্যাপক আকারে কোনো যথার্থ ও সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বরং এটি নির্ভর করে ওরফের ওপর। যদি ওরফে কোনো জনপদকে শহর অথবা ছোট শহর (কসবা) মনে করা হয় সেখানে (জুমআর) নামাজ বৈধ, অন্যথায় নয়।

শাফেয়ি রহ. প্রমুখের মতে জুমআর জন্য শহর শর্ত নয় বরং গ্রামেও জুমআ হতে পারে। এ বিষয়টিতে আমাদের যুগের গায়রে মুকাল্লিদরা নেহায়েত বাড়াবাড়ি করেছে। তারা শুধু গ্রামে নয়; বরং ময়দান-জঙ্গলেও জুমআর পক্ষে।

বৈধতার পক্ষে যারা তাদের দলিলসমূহ

১. তাদের প্রথম দলিল কোরআনের আয়াত-[৬৩৬] اذ انودى للصلاة من يوم الجمعة فا سعوا الى ذكر الله

وذروا البيع এ فاسعوا শব্দের ব্যাপকতা।[৬৩৭]

---

[৬৩৪] তাঁদের দলিল প্রবল ধারণা মতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত সুনানে আবু দাউদ (১/১৫১ باب من تجب عليه الجمعة) এর বর্ণনাটি الجمعة على كل من سمع النداء। -সংকলক।

[৬৩৫] আর অনেকে বলেছেন, যাতে চার হাজার পুরুষ থাকে। -আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/১৯৯। জামিউর্ রুমুজে মুজমারাত হতে এক হাজার পুরুষের বক্তব্যেও রয়েছে। টীকা আল কাওকাবুদ্ দুররি : ১/১৯৯। -সংকলক।

[৬৩৬] পারা ২৮, আয়াত নং ৯, সূরা জুমআ। -সংকলক।

[৬৩৭] তবে এই আয়াত দ্বারাই হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসিম নানুতুবি রহ. হানাফিদের মাজহাব প্রমাণ করেছেন। এ কারণে যখন হজরত গাঙ্গুহি রহ. এর পুস্তিকা 'আওসাকুল উরা ফিল জুমআতি ফিল কুরা' তার খেদমতে পেশ করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, ভাই! আমি তো বেশি জানি না, তবে এতোটুকু বলি যে, গ্রামে জুমআর অবৈধতা কোরআন মাজিদ দ্বারা প্রমাণিত হয়। দেখ, বলা হয়েছে يا ايها الذين امنوا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرو البيع এতে জুমআর জন্য সায়ী (দ্রুত যাওয়া) -এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, দৌড়ে যাওয়া, দ্রুত চলা। এটার সুযোগ সেখানেই আসে, যেখানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। গ্রামে এমন হয় না। এরপর বলা হয়েছে وذرو البيع অর্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। বোঝা গেলো, জুমআর হুকুম এমন স্থানের জন্যই যেখানে কোনো বড় বাজার বা মার্কেট ইত্যাদি থাকবে এবং লোকজন সেখানে বেচাকেনা লেনদেনে খুব বেশি ব্যস্ত থাকবে। গ্রামে এমন ব্যস্ততাপূর্ণ বাজার কোথায়?

এরপর বলা হয়েছে- فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله অর্থাৎ, নামাজের পর আয়- রোজগার আমদানির উপকরণে এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতেও বোঝা যায় যে, এমন স্থানে এ ধরণের ব্যস্ত

আমাদের পক্ষ হতে জবাব হলো, এই আয়াতে জুমআর দিকে দৌড়ে যাওয়াকে আজানের ওপর মওকুফ বা নির্ভরশীল সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এতে এটা বর্ণনা করা হয়নি যে, আজান কোথায় হওয়া উচিত, আর কোথায় নয়। যেহেতু গ্রামে নিদা তথা আজান হবে না সেহেতু জুমআর জন্য দ্রুত যাওয়াও ওয়াজিব হবে না।

২. তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো, আবু দাউদ[৬৩৮] ইত্যাদিতে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা। তিনি বলেন,

ان اول جمعة بعد جمعة فی مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوائی

(علی وزن فُعالٰی) قرية من قری البحرين قال عثمان (شيخ ابی داود) قرية من قری عبد القيس

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে জুমআ আদায়ের পর ইসলামে সর্ব প্রথম জুমআ হলো, বাহরাইনের একটি গ্রাম জুয়াছায় আদায়কৃত জুমআ। উসমান (আবু দাউদের উস্তাদ) বলেন, জুয়াছা আবদুল কায়স গোত্রের একটি গ্রাম।'

এতে জুয়াছাকে গ্রাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। বোঝা গেলো গ্রামে জুমআ হতে পারে।

জবাব হলো, قرية শব্দটি আরবি বাগধারায় অনেক সময় শহরের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কোরআনে কারিমে মক্কা মুকার্‌রমা ও তায়েফের[৬৩৯] জন্য قرية শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার দলিল হলো, জুয়াছা সম্পর্কে ইমাম জাওহারি রহ. 'সিহাহে', আল্লামা জমখশরি 'কিতাবুল বুলদানে' লিখেছেন, عن جوائی اسم حصن بالبحرين اعبد القيس (যেনো দুর্গের নামে সেই এলাকার নাম পড়ে গেছে।) আর কিল্লা বা দুর্গ ছোট গ্রামে হয় না; বরং বড় শহরগুলোতে হয়ে থাকে। বাস্তব ঘটনাও এটাই যে, জুয়াছা একটি বড় শহর ছিলো।[৬৪০] বরং আছারুস্ সুনানে নিমবি রহ. অনেক সিরাত গ্রন্থকারের বরাতে দলিল করেছেন যে, এই শহরটি বর্বরতার যুগ হতেই বাণিজ্যিক বিরাট কেন্দ্র ও বাজার ছিলো। জাহিলিয়্যাতের কবিরাও তাদের কাব্যসমূহে এভাবেই এর আলোচনা করেছেন। হজরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর শাসনামলে আলা ইবনে হাজরামি রা. এখানকার গর্ভনর ছিলেন। সুতরাং জুয়াছা শহর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনাটি হানাফিদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। বরং এই বর্ণনাটিতেও স্বয়ং হানাফিদের দলিল হয়। এ ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৩. গ্রামে জুমআর বৈধতার প্রবক্তাদের তৃতীয় দলিল হলো, আবু দাউদে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক রা. এর বর্ণনা। তিনি তার পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

كان اذا سمع النداء يوم الجمعة تر حم لاسعا : بن زرارة (ای دعاله بالرحمة) فقلت له اذا سمعت

তা প্রচুর পরিমাণে ব্যাপক বিস্তৃত হওয়া চাই। -মাসিক আল-বালাগ, খণ্ড : ১৬, সংখ্যা : ২. সফর : ১৪০২, পৃষ্ঠা ৪১, ৪২, দারুল উলূম দেওবন্দ কি ফিকহি খিদমাত। -রশিদ আশরাফ

[৬৩৮] ১/১৫৩, বাবুল জুমআতি ফিল কুরা, ইমাম বোখারি রহ. এটি সহিহ বোখারিতে (১/১২২,কিতাবুল জুমআত ফিল কুরা ওয়াল মুদুন) ইষৎ পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৬৩৯] وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩১, পারা : ২৫। এ আয়াতে قريتين দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা ও তায়েফ। রূহুল মা'আনিতে من القريتين এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে- من احدى القريتين مكة والطائف (তথা, মক্কা এবং তায়েফ এ দুটির কোনো একটি জনপদ হতে।)। দ্র. খণ্ড : ১৩, পারা : ২৫, পৃষ্ঠা : ৭৮, সূরা জুখরুফ, আয়াত নং ৩১। -সংকলক।

[৬৪০] আল্লামা নিমবি রহ. বর্ণনা করেন, আল্লামা আইনি উমদাতুল কারিতে বলেছেন, অনেকে বলেছেন, 'তাতে চার হাজারের বেশি লোক বসবাস করতো। অথচ গ্রাম তো অনুরূপ হবে না।'

এই স্থানে আল্লামা নিমবি রহ. লিখেছেন, আবু উবাইদ আল-বকরি তার মু'জামে বলেছেন, এটি বাহরাইনে অবস্থিত আবদুল কায়স গোত্রের একটি শহর। ইবনুত্ তীন রহ. শায়খ আবুল হাসান আল-লাখমি হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটি শহর। এমনভাবে মাবসুতে বলেছেন, এটি বাহরাইনের একটি শহর। -আছারুস্ সুনান ওয়াত্ তা'লিকুল হাসান : ৩৩১, বাবু ইকামাতিল জুম'আতি ফিল কুরা। -রশিদ আশরাফ।

النداء ترحمت لاسعد بن زرار   لانه اول من جمع بنافى هزم [٦٤١] النبيت من حرة بينى بياضة فى نقيع [٦٤٢] يقال له نقيع الخضمات   كم انتم يومئذ قال اربعون[٦٤٣]

এর দ্বারা বোঝা গেলো, ৪০ ব্যক্তির কোনো গ্রামেও জুমআ পড়া যেতে পারে।

জবাব হলো, তাঁরা এই জুমআ নিজ ইজতিহাদ মুতাবেক জুমআ ফরজ হওয়ার পূর্বেই পড়েছিলেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[৬৪৪] সহিহ সনদে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. হতে বর্ণিত আছে।

তিনি বলেন,

جمع اهل المدينة قبل ان تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة فقالت الانصار : لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى ايضا مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع ونذكر الله ونصلى ونشكر فيه ان كما قال، فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا الى اسعد ابن زرارة فصلى بهم يومئذ وذكرهم فسموه الجمعة حتى اجتمعوا اليه فذبح لهم اسعد بن زرارة شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحد وذلك لقلتهم فانزل الله فى ذلك 'اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله'.

এই হাদিসটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, এই জুমআ সাহাবায়ে কেরাম নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ীই পড়েছিলেন। তখন পর্যন্ত জুমআর আহকামও নাজিল হয়নি।

সুতরাং এই ঘটনা দ্বারা কোনো দলিল দেওয়া যায় না।

৪. শাফেয়িদের চতুর্থ দলিল, সমস্ত রাবিদের এ ব্যাপারে একমত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম জুমআ কুবা হতে আসার সময় বনু সালেম মহল্লায়[৬৪৫] আদায় করেছিলেন।

---

[৬৪১] هزم শব্দের অর্থ হলো, নীচু জমিন। নাবিত হলেন, ইয়ামানের একজন গোত্র নেতা। حرة অর্থ হলো, কালো প্রস্তরময় জমিন। حرة بنى بياضة মদিনা হতে এক মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। বনু বায়াজা হলো, আনসারিদের একটি গোত্র। التهذيب لابن القيم فى ذيل مختصر سنن ابى داود للمنذرى والمعالم للخطابى (جـ٢ صـ ١٠، باب الجمعة فى القرى)-রশিদ আশরাফ।

[৬৪২] নাকি' শব্দের অর্থ হলো, জমিনের মধ্যভাগ যাতে একটি কাল পর্যন্ত পুকুরের মতো পানি থাকে। যখন পানি শুকিয়ে যায় তখন বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মায়। মুহাদ্দিসিন কখনও ভুল করে বসেন। ফলে নাকি এর স্থলে বাকি' বর্ণনা করে ফেলেন। অথচ বাকি' হলো, মদিনার একটি কবরস্থান। -মা'আলিমুস্ সুনান লিল খাত্তাবি ফি জায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরি। -সংকলক।

[৬৪৩] হাদিসটির অর্থ হলো, আস'আদ ইবনে জুরারা হাযমুন্ নাবিত নামক গ্রামে জুমআ আদায় করেছেন। এটি ছিলো বনু বায়াজার কালো প্রস্তরময় ভূমিতে অবস্থিত, যেখানে পানি জমে থাকতো এর নাম হলো, নাকিউল খাজমাত। এটি ছিলো মদিনা হতে এক মাইল দূরে। তাহজিব -ইবনুল কাইয়ুম। আল-মুখতাসার ওয়াল মা'আলিম লিল মুনজিরী ওয়াল খাত্তাবি এর টীকায়। ২/১০, باب الجمعة فى القرى

[৬৪৪] ৩/১৫৯, ১৬০, كتاب الجمعة باب اول من جمع হাদিস নং ৫১৪৪, সংকলক।

[৬৪৫] আল্লামা কান্দলভী রহ. সীরাতুল মুস্তাফাতে (پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ) লেখেন, 'কুবাতে কয়েকদিন অবস্থান করার পর জুমআর দিন মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার জন্য মনস্থ করেন। উটনীর ওপর আরোহণ করলেন। পথিমধ্যে পড়তো বনু সালেম মহল্লা। সেখানে পৌছার পর জুমআর সময় হলো, সেখানে জুমআর নামাজ আদায় করলেন। এটি ছিলো ইসলামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমআর নামাজ।'

আর এটি ছিলো একটি ছোট্ট গ্রাম।[৬৪৬]

জবাব হলো, বনু সালেম মহল্লা মদিনা তায়্যিবার এলাকার অন্তর্ভুক্ত[৬৪৭] ছিলো। সুতরাং এতে জুমআ পড়া মদিনা তায়্যিবায় জুমআ পড়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সিরাত গ্রন্থাবলিতে- اول جمعة صليها بالمدينة[৬৪৮] শব্দও রয়েছে।

৫. শাফেয়িদের পঞ্চম দলিল মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা[৬৪৯] ইত্যাদিতে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা,

انهم كتبوا الى عمر يسئلونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث كنتم

‘হজরত উমর রা. এর কাছে তারা জুমআর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে লিখে পাঠালো। তখন উমর রা. তাদের জবাবে লিখলেন, তোমরা যেখানে থাকো না কেনো জুমআ আদায় করো।’

এর জবাবে আইনি রহ. বলেছেন, معناء حيث كنتم من الامصار তথা এর অর্থ হলো, যে কোনো শহরেই তোমরা থাকো না কেনো। এ জবাবের সার নির্যাস হলো, এখানে حيث শব্দটি তার বাহ্যিক ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। কেনোনা, বাহ্যিক ব্যাপকতার দাবি হলো, ময়দানগুলোতে জুমআ বৈধ হওয়া। অথচ ময়দানগুলোতে জুমআ অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এ হাদিস।

ان كان هذا حديثا يعنى ثابتا ولا ادرى كيف هو فمعناء فى اى قرية كنتم، نقله البيهقى فى المعرفة

[৬৫০]

সুতরাং যেমনভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. حيث শব্দের ব্যাপকতাকে গ্রামের সঙ্গে খাস করে নিয়েছেন, এমনভাবে হানাফিগন এটাকে শহরের সঙ্গে বিশেষিত করেন। আর হানাফিদের বিশেষিত করণ তিনটি কারণে প্রধান।

কাব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম জুমআ আদায় করেছেন মদিনায় আগমন করে বনু সালেম গোত্রের মসজিদে আতিকায়। আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে : ২২২, (باب اقامة الجمعة فى القرى) এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি উমর ইবনে শুব্বা ‘আখবারুল মাদিনা’তে বর্ণনা করেছেন। তবে আমি এর সনদের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হতে পারলাম না। -রশিদ আশরাফ।

[৬৪৬] বায়হাকি রহ. ‘মা’রিফাতুল আছারি ওয়াস্ সুনানে’ বলেন, وروينا عن معاذ بن موسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق ان النبى صلى الله عليه وسلم حين ركب من بنى عمرو بن عوف فى هجرته الى المدينة مر على بنى سالم وفى قرية بين قباء - والمدينة فادرك فى الجمعة وصلى فيهم الجمعة وكانت اول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه رسلم حين قدم القرى আছারুস্ সুনান : باب اقامة الجمعة

[৬৪৭] নিমবি রহ. বলেছেন, বনু সালেম ছিলো মদিনা হতে সামান্য ব্যবধানে একটি মহল্লা। -আছারুস্ সুনান : ২৩২, তারপর আত্ তা’লিকুল হাসানে লিখেন, আমি বলি, তারা যা বলেছেন, এর দলিল , মদিনার মহল্লাগুলো ছিলো আলাদা আলাদা এবং তারা মদিনার সে স্থানটিকে মদিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন -এর দলিল তাঁরা বলেছেন, ‘তখন এটি ছিলো মদিনার মধ্যে আদায়কৃত প্রথম জুমআ।’ আর বায়হাকি যে বলেছেন, এটি কুবা ও মদিনার মাঝে একটি গ্রাম- এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহিহ হতে পারে। -রশিদ আশরাফ।

[৬৪৮] পেছনের টীকা দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[৬৪৯] ২/১০১, ১০২, من كان يرى الجمعة فى القرى وغيرها-সংকলক।

[৬৫০] আছারুস্ সুনান : ২৩৪, باب اقامة الجمعة فى القرى-সংকলক।

১. অন্যান্য দলিল জুমআর জন্য শহর শর্ত হওয়া দলিল করে। যেমন, শীঘ্রই আসবে।

২. ইমাম শাফেয়ি রহ. বিশেষত্ব প্রমাণ করার পরেও তার মাজহাব প্রমাণিত হয় না। কেনোনা, তার মতেও প্রতিটি গ্রামে নামাজ দুরস্ত হয় না। বরং শর্ত হলো তাতে ৪০ জন স্বাধীন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা; বরং অনেক বর্ণনায় তাঁরা চল্লিশটি পরিবারের শর্তও আরোপ করেছেন।

৩. এ কারণে যে, মূলত এ হাদিসটির পূর্ণ ঘটনা হলো, হজরত উমর রা. এর যুগে হজরত আবু হুরায়রা রা. কে আলা ইবনুল হাজরামী রা. এর স্থলে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়েছিলো।[৬৫১] তাঁরা সেখান হতে হজরত উমর রা. এর কাছে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা এখানে জুমআ পড়বো কি না? প্রকাশ থাকে যে, যেখানে গভর্নর অবস্থানকারি থাকবেন সেখানে জুমআ না হওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকে না। তাই জবাবে হজরত উমর রা. বলেছেন, جمعوا حيث ما كنتم অর্থাৎ, جمعوا احث ما كنتم من المدن। এই বর্ণনা দ্বারা গায়রে মুকাল্লিদরা ময়দানে-জঙ্গলে জুমআ পড়ার ওপর যে দলিল পেশ করে থাকে সেটাতো সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেনোনা, যদি জুমআ কায়েম করার ক্ষেত্রে এতোটা ব্যাপকতা থাকতো তাহলে হজরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক এই প্রশ্নের কোনো অর্থই ছিলো না।

এই প্রশ্নটি স্বয়ং দলিল করছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জুমআ সব জায়গায় বৈধ মনে করতেন না।

শাফেয়িগণ তাদের প্রমাণে অনেক আছারও[৬৫২] পেশ করেন। তবে সূত্রগত ভাবে সেগুলো সব জয়িফ। আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে[৬৫৩] এগুলোর বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন।

অবৈধতার পক্ষে যারা তাদের দলিলগুলো

১. সহিহ বর্ণনা সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদায় হজে আরাফাতে অবস্থান হয়েছিলো জুমআর দিনে।[৬৫৪]

সবগুলো বর্ণনা এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে জুমআর

---

[৬৫১] মু'জামুল বুলদান -ইবনে মারদুওয়াইহ। দ্র. আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ৩৩৪।

[৬৫২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে (৩/১৭০, كتاب الجمعة باب القرى الصغار নং ৫১৮৫) হজরত নাফে' রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইবনে উমর রা. পানি ওয়ালাদেরকে মক্কা এবং মদিনার মাঝে জুমআর নামাজ আদায় করতে দেখতেন, তবে তাদের দোষারোপ করতেন না।

তবে আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে (২৩৫) বলেছেন, আমি বলবো, তালখিসে (২/৫৪, باب اقامة الجمعة فى القرى নং ৬২১) হাফেজের বক্তব্য মুতাবেক ইবনে মুনজির রহ. এর বর্ণনাটি এর বিপরীত। ইবনে উমর রা. বলতেন, বড় মসজিদ তথা যে মসজিদে ইমাম নামাজ পড়ান, এটি ব্যতীত অন্যত্র জুমআ নেই। -রশিদ আশরাফ।

[৬৫৩] ২৩৫, باب اقامة الجمعة فى القرى -দ্র. আত্ তা'লিকুল হাসান।

[৬৫৪] যেমন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর বর্ণনায় আছে, এক ইহুদি বললো, আমিরুল মু'মিনিন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আপনারা তিলাওয়াত করেন, যদি এ আয়াতটি আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সেদিনটিকে ঈদ দিবস বানিয়ে নিতাম। জবাবে তিনি বললেন, সেটি কোন্ আয়াত? লোকটি জবাবে বললো, اليوم اكملت لكم دينكم.......الخ উমর রা. বললেন, সে দিবসটি আমি চিনি এবং সে স্থানটিও আমি চিনি, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। তখন তিনি আরাফাতে জুমআর দিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। -সহিহ বোখারি : ১/১১, كتاب الايمان، باب زيارة الايمان ونقصانه তাছাড়া অতিরিক্ত বর্ণনাসমূহ ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, 'আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান' (২৩৭, باب لا جمعة الا فى مصر جامع-নিমবি রহ.।- রশিদ আশরাফ।

নামাজ আদায় করেননি। বরং জোহরের নামাজ পড়েছেন।[৬৫৫] কেনোনা, এছাড়া আর কোনো কিছুই হতে পারে না যে, জুমআর জন্য শহর শর্ত।

জুমআ না পড়ার অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী কারণ এই বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ছিলেন। তবে এই জবাবটি ঠিক নয়। কেনোনা, তার সঙ্গে বিরাট একটি দল ছিলো মুকিমদের। কেনোনা, মক্কাবাসী সবাই তো মুকিম ছিলেন। তাদের ওপর জুমআ ওয়াজিব ছিলো। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জুমআর ব্যবস্থা কেনো করেননি? আর মুসাফিরের ওপর যদিও জুমআ ওয়াজিব হয় না, তবে তার জন্য জুমআ নাজায়েজও নয়। তাই যদি তিনি সেখানে জুমআর নামাজ পড়তেন তখন তাঁর নামাজ আদায় হয়ে যেতো, সঙ্গে সঙ্গে মুকিমদেরও নামাজ হতো। তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না শুধু নিজেই জুমআ পড়েননি; বরং মুকিমদেরকেও পড়ার নির্দেশ দেননি। অথচ, সেই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা পড়াও প্রমাণিত আছে। সুতরাং তার জুমআ না পড়ার ব্যাখ্যা শুধু এটাই হতে পারে যে, সেখানে জুমআ বৈধ ছিলো না।

২. সহিহ বোখারিতে[৬৫৬] হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে, প্রথম জুমআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে আদায় করার পর হয়েছিলো বাহরাইনের জুয়াছায় আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, জুমআ প্রথম হিজরিতে (বরং এর পূর্বে) ফরজ হয়েছিলো[৬৫৭]। আর জুয়াছাতে বনু আবদুল কায়স কর্তৃক জুমআ পড়ার ঘটনা হলো ৬ হিজরির পর। কেনোনা, বনু আবদুল কায়স জুমআ কায়েম করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ হতে ফিরে যাওয়ার পর। আর আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল এসেছিলো হজ ফরজ হওয়ার পর।

মুসনাদে আহমদে[৬৫৮] স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যেসব আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলোতে হজের হুকুমও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পক্ষান্তরে হজ ফরজ হয়েছিলো ছয়

---

[৬৫৫] হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে- তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি আরাফাতে এসেছেন, এসে পেলেন নামিরায় তার জন্য তাবু প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন, তারপর যখন সূর্য হেলে পড়লো তখন 'কাসওয়া' নামক সওয়ারি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সে বাহনের ওপর আরোহণ করে তিনি আসলেন বাতনুল ওয়াদিতে। তারপর জনসমাবেশে খুতবা তথা বক্তব্য রাখলেন। অনেক কথার সঙ্গে সঙ্গে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এ কথাও বললেন, 'তারপর তিনি (রাসূল (সা.)) আজান ও ইকামতের নির্দেশ দিলেন। তারপর জোহরের নামাজ পড়লেন। তারপর ইকামত দিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। এই দুই নামাজের মাঝে অন্য কোনো নামাজ পড়লেন না। -সহিহ মুসলিম : ১/২৯৭, কিতাবুল হজ, বাবু হাজ্জাতিন্ নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।-রশিদ আশরাফ।

[৬৫৬] ১/১২২, باب الجمعة فى القرى والمدن সুনানে আবু দাউদ : ১/১৫৩, باب الجمعة فى القرى সামান্য কিছু শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

[৬৫৭] 'মা'রিফাতুস্ সুনানি ওয়াল আছারে' ইমাম বায়হাকি রহ. বলেছেন, মু'আজ ইবনে মুসা ইবনে উকবা ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু আমর ইবনে আউফ হতে মদিনায় হিজরতের সময় বাহনে আরোহণ করে বনু সালেমের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন জুমআর নামাজের সময় হয়েছিলো। সেখানে তিনি জুমআর নামাজ আদায় করেছিলেন। মদিনায় আগমনকালে এটিই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমআ আদায়। বনু সালেম গোত্রের নিবাস হলো কুবা ও মদিনার মাঝে একটি জনপদ। -আছারুস্ সুনান : ২৩২, باب اقامة الصلاة فى القرى

[৬৫৮] দ্র. ই'লাউস্ সুনান : ৮/১৯, باب عدم جواز الجمعة فى القرى

হিজরিতে।[৬৫৯] সিরাত লেখকগণ বলেছেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল এসেছিলো অষ্টম হিজরিতে।[৬৬০] সুতরাং জুয়াছাতে জুমআ কায়েম হয়েছিলো অষ্টম হিজরির পর, অথবা কমপক্ষে ছয় হিজরির পর। এবার চিন্তার বিষয় হলো, এই ছয় অথবা আট বছর সময়ে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র কোথাও জুমআ কায়েম হয়নি। অথচ ছয় হিজরি পর্যন্ত ইসলাম দূর দূরান্তের গ্রাম-বস্তি পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। অগনিত জনপদ মুসলমানদের কব্জায় এসে গিয়েছিলো। সপ্তম হিজরিতে তো খায়বারও বিজিত হয়ে গিয়েছিলো।[৬৬১] এই দীর্ঘ সময়ে মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র জুমআ কায়েম না হওয়া এর স্পষ্ট দলিল যে, ছোট গ্রাম বা বস্তিগুলোতে জুমআ বৈধ নয়।

৩. সহিহ বোখারিতে[৬৬২] হজরত আয়েশা রা. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে,

قالت كان الناس ينتابون[৬৬৩] الجمعة من منازلهم والعوالى[৬৬৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, আহলে আওয়ালি তথা, উঁচু এলাকার বাসিন্দারা পালা নির্ধারণ করে জুমআয় অংশগ্রহণ করার জন্য মদিনা তায়্যিবায় আসতেন। যদি ছোট বস্তিগুলোতে জুমআ বৈধ হতো তাহলে তাদেরকে জুমআর জন্য পালা নির্ধারণ করে মদিনায় আগমনের প্রয়োজন ছিলোনা। বরং জুমআ কায়েম করতে পারতেন তারা উঁচু এলাকায়।

৪. হজরত আলি রা. এর আছর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[৬৬৫] বর্ণিত আছে- لا تشريق ولا جمعة الا

---

[৬৫৯] ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর আলোচনা অনুসারে হজ ফরজ হয়েছিলো বিশুদ্ধতম বক্তব্য অনুসারে ছয় হিজরিতে। -ই'লাউস সুনান : ৮/১৯, باب عدم جواز الجمعة فى القرى-সংকলক।

[৬৬০] হজরত কাজি ইয়াজ রহ. সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশও এর সমর্থক। সুতরাং তাদের আগমন সুনিশ্চিতরূপে হজ ফরজ হওয়ার পরেই হয়েছিলো। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর এই বক্তব্য যে, কাজী ইয়াজ রহ. এর অনুসরণ করেছেন ওয়াকিদী রহ. -এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, এই ওয়াকিদী মাগাযী তথা যুদ্ধ ইতিহাস এবং সিরাতের ক্ষেত্রে দলিল বিশেষভাবে। আর তার সমর্থক রয়েছেন ইবনে ইসহাক রহ.ও। কেনোনা, তিনিই আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের আলোচনা করেছেন প্রতিনিধি দলের বছরে। -সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩৬৬। সুতরাং তারা দুজন একমত হয়ে গেছেন যে, এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো হজ ফরজ হওয়ার পর। মতপার্থক্য হয়েছে শুধু সাল নির্ধারণে। ওয়াকিদী বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে। আর ইবনে ইসহাক রহ. বলেছেন, নবম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হলো যে, আবদুল কায়সে দুটি প্রতিনিধি দল ছিলো একদল এসেছিলো ফাতহে মক্কার পূর্বে অপর দল এসেছিলো ফাতহে মক্কার পরে। হাফেজ রহ. এর নিকটেও এ বিষয়টি স্পষ্ট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ই'লাউস্ সুনান : ৮/১৯, باب عدم جواز الجمعة فى القرى -সংকলক।

[৬৬১] দ্র. সিরাতুল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। -মাওলানা ইদরীস কান্দলভী রহ. : ২/৪১৪/৪২৪। -সংকলক।

[৬৬২] ১/১২৩, باب من اين تؤتى الجمعة وعلى من تجب-সংকলক।

[৬৬৩] قوله ينتابون الجمعة অর্থাৎ, পালা করে করে জুমআতে হাজির হতেন। ينتابون শব্দটি انتياب হতে উদ্ভূত। অর্থাৎ, পালা করে করে আসা। কোনো কোনো বর্ণনায় نوبة হতে ينتابون বর্ণিত হয়েছে। -বোখারির ১/১৩৩ আইনি সূত্রে। -সংকলক।

[৬৬৪] العوالى عالية এর বহুবচন। এটি মদিনার নিকটবর্তী কতোগুলো জায়গা ও গ্রাম। মদিনা হতে পূর্ব দিকে দু'মাইল হতে আট মাইল পর্যন্ত। তিনি বলেছেন, সর্ব নিম্ন হলো চার মাইল। -বোখারির টীকা : ১/১২৩।

[৬৬৫] ২/১০১, من قال لا جمعة ولا تشراق الا فى مصر جامع -সংকলক।

في مصر جامع তথা, তাকবিরে তাশরিক এবং জুমআ ব্যাপক তথা বড় শহর ব্যতীত অন্যত্র নেই। এই বর্ণনাটি যদিও মওকুফ; তবে কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে মারফু' পর্যায়ভুক্ত।

আল্লামা নববী রহ.[৬৬৬] এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই আছরটি সূত্রগতভাবে জয়িফ। তবে বাস্তব ঘটনা হলো, এই আছরটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত।[৬৬৭] তার মধ্যে হারেস আ'ওয়ারের[৬৬৮] সূত্রটি[৬৬৯] নিঃসন্দেহে জয়িফ। তবে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা[৬৭০], মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক[৬৭১] এবং কিতাবুল মা'রিফাত[৬৭২] লিল বায়হাকিতে এই আছরটি আবু আবদুর রহমান সুলামি সূত্রে বর্ণিত আছে, যেটি সম্পূর্ণ সহিহ। الدراية في تخريج احاديث الهداية[৬৭৩] গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে এই আছরটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন-'এর সনদ সহিহ।'

৫. সহিহ বোখারিতে[৬৭৪] আনাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

---

[৬৬৬] দ্র. 'আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান' : ২৩৯, باب لا جمعة الا فى مصر جامع-সংকলক।

[৬৬৭] দ্র. 'আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান' : ২৩৮-২৩৯, باب لا جمعة الا فى مصر جامع -সংকলক।

[৬৬৮] তিনি হলেন, হারেস ইবনে আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল হামাদানি, আল-হুতি, আল-কুফী আবু জুহাইর আলি রা. এর শিষ্য। তাকে ইমাম শা'বি রহ. তার মতের ব্যাপারে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করেছেন। রাফিজি আকিদার কারণে তিনি ইংগিতের মাধ্যমে এমন কথাও বলেছেন যেগুলো বাহ্যত সত্য তবে বাস্তবে মিথ্যা। তার হাদিসে দুর্বলতা আছে। নাসায়িতে তার শুধু দুটি হাদিস আছে। ইবনে জুবায়র রা. এর খিলাফত কালে ইন্তিকাল করেছেন। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/১৪১, নং ৪০, হরফ : 'হা'।

[৬৬৯] তাখরিজের টীকায় আছে- আল-হারেসুল আ'ওয়ার। তাকে খারিফীও বলা হয় হামাদানের একটি গোত্রের দিকে সম্বোধন করে। আবার হুতিও বলা হয় হামদানের একটি গোত্র হূতের দিকে সম্বোধন করে। হারেস ফকিহ ও রাফিজি ছিলেন। আলি রা. কে আবু বকর রা. এর ওপর শ্রেষ্ঠত্বদান করতেন। তিনি ছিলেন চরমপন্থী শিয়া। ইবনে মাইন, নাসায়ি, আহমদ ইবনে সালেহ, ইবনে আবু দাউদ প্রমুখ তাকে সেকাহ বলেছেন। তার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন সাওরি, ইবনুল মাদীনি, আবু জুরআ', ইবনে আদি, দারাকুতনি, ইবনে সাদ, আবু হাতিম প্রমুখ। যারা তার সমালোচনা করেছেন, তাদের সমালোচনার কারণ হয়ত শিয়া মতবাদ কিংবা অন্য কিছু। তবে সহিহ হলো, শিয়া মতবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে সমালোচনা নয়। বিষয়টি নির্ভর করে রাবির সত্যবাদিতা বা মিথ্যাবাদিতার ধারণার ওপর। আর কারণ বর্ণনা ব্যতীত শুধু সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য যারা তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তাদের কথা মিথ্যা রায় ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য জাহাবি রহ. বলেছেন, জমহুর তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করার পক্ষে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, স্পষ্ট বিষয় হলো, শা'বি রহ. তাকে হাদিসের ক্ষেত্রে নয় বরং তার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেন। -রশিদ আশরাফ।

[৬৭০] আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন, (৩/১৬৭, নং ৫১৭৫, باب القرى الصغار) এখানে শব্দটি হলো, من قال لاجمعة ولا تشريق -সংকলক।

[৬৭১] ২/১০১, من قال لا جمعة ولا تشريق الا فى مصر جامع তাছাড়া ইবনে আবু শায়বা আব্বাদ ইবনুল আওয়াম, ইবনে আমের-হাম্মাদ-ইবরাহিম সূত্রে হজরত হুজায়ফা রা. এর আছর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গ্রামবাসীর ওপর জুমআ নেই। জুমআ হলো, শহরবাসীদের ওপর। যেমন মাদায়িন (একটি শহর)।'

[৬৭২] ৩. ৩/১৬৮, নং ৫১৭৭, باب القرى الصغار

[৬৭৩] দ্রষ্টব্য আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ২৩৮। -সংকলক।

[৬৭৪] ১/১২৩, باب من اين تؤتى الجمعة او على من تجب। তাছাড়া হজরত আয়েশা বিনতে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা থাকতেন মদিনা হতে ছয় মাইল কিংবা আট মাইল দূরে। তিনি অনেক সময় মদিনায়

كان انس رضى الله عنه فى قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو (اى القصر) بالزاوية على فرسخين.

'আনাস রা. তার প্রাসাদে কখনও জুমআ কায়েম করতেন। আবার কখনও কায়েম করতেন না। এই প্রাসাদটি ছিলো জাবিয়াতে (বসরা হতে) দুই ফরসখ (এক ফরসখ প্রায় ৮ কি.মি.) দুরে।'

আর واحيانا يجمع এর ব্যাখ্যা মুসান্নাফে[৬৭৫] ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় এই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমআ আদায়ের জন্য বসরায় যেতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ–৯ : জুমআর ওয়াক্ত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৩)

٥٠٣ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ".

৫০৩। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রহ. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর নামাজ আদায় করতেন সূর্য হেলার (পরবর্তী) সময়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٥٠٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

৫০৪। হজরত আনাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সালামা ইবনুল আকওয়া' জাবের ও জুবায়র ইবুনল আওয়াম রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এর ওপরই অধিকাংশ আলেম একমত হয়েছেন যে, জুমআর ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্তের মতো যখন সূর্য হেলে যায়। এটা শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

অনেকে মত পোষণ করেছেন যে, সূর্য হেলার পূর্বে জুমআর নামাজ আদায় করা হলে তাও বৈধ হবে।

জুমআতে উপস্থিত হতেন, আবার অনেক সময় হতেন না। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/১৬৩, নং ৫১৫৭, باب من يجب على شهودالجمعة, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/২০২, باب من كم تؤتى الجمعة

[৬৭৫] من كم تؤتى الجمعة১/১০২। বাখতারি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস রা. কে দেখেছি তিনি জাবিয়া হতে জুমআর নামাজে উপস্থিত হয়েছেন। অথচ এটি ছিলো বসরা হতে দুই ফরসখ (প্রায় ১৬ কি.মি.) দূরে। যেনো বোখারির বর্ণনার অর্থ এই হলো যে, তিনি কখনও জুমআ পড়তেন। আবার কখনও বাদ দিতেন। কোনো সময় জোহর জাবিয়াতে পড়তেন আর জুমআ পড়তেন বসরার জামে মসজিদে। -সংকলক।

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, সূর্য হেলার পূর্বে কেউ জুমআর নামাজ আদায় করলে তার মতে সেটা দোহরাতে হবে না।

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس : জমহুরের মতে এ হাদিসের অর্থ হলো, সূর্য হেলার পরে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জুমআর নামাজ পড়ে নিতেন। তাই জমহুরের মতে জুমআর ওয়াক্ত সেটাই যেটা জোহরের। অবশ্য ইমাম আহমদ[৬৭৬] ও অনেক আহলে জাহেরের মতে জুমআর নামাজ সূর্য হেলার পূর্বেও বৈধ আছে। তাদের মতে চাশতের বড় সময় হতে শুরু হয়ে যায় জুমআর নামাজের ওয়াক্ত।

তাদের দলিল সাহল ইবনে সাদ রা. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা- [৬৭৭] ما كنا نتغدى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأكل الا بعد الجمعة শব্দটি আরবি ভাষায় সে খানাকে বলে যেটি সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য হেলার আগে আগে খাওয়া হয়। সুতরাং এ হাদিসের অর্থ এই বের হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম সূর্য হেলার আগের খানা জুমআ হতে অবসর হওয়ার পর খেতেন। এভাবে অবশ্যই জুমআ হবে সূর্য হেলার অনেক পূর্বে।

জবাব হলো, غداء শব্দটি অভিধানে যদিও ব্যবহৃত হয় সূর্য হেলার পূর্বে খানার জন্য, তবে যদি কেউ দুপুরের খানা সূর্য হেলার পরে খায় তবে এর ওপরেও রূপকার্থে; বরং ওরফ হিসেবে غداء শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর উদাহরণ এমন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেহরি সম্পর্কে বলেছেন,

هلموا الى الغداء المبارك [৬৭৮]'এসো তোমরা বরকতময় সকালের নাশতা সেহরির দিকে।' এর দ্বারা এ দলিল পেশ করা কারো মতেই বৈধ নাই যে, সুর্যোদয়ের পর সেহরী খাওয়া যায়। ইমাম আহমদ রহ. এর দলিলের বিপরীত হজরত ইমাম বোখারি রহ. জুমআর ওয়াক্তের ওপর সে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যাতে হজরত আয়েশা রা. বলেন, وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا فى هيئيهم [৬৭৯]এতে জুমআর জন্য رواح শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর رواح শব্দ সূর্য হেলার পর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

---

[৬৭৬] তাঁর সঙ্গে সালফে সালিহিনের ছোট্ট একটি দল রয়েছে। আর রয়েছেন, পরবর্তীদের মধ্যে আল্লামা শাওকানি রহ.। তাঁদের অনুসরণ করেছেন আত্ তা'লিকুল মুগনি গ্রন্থকার। -আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ২৪২, باب من اجاز الجمعة قبل الزوال-সংকলক।

[৬৭৭] তিরমিযী : ১/৯৫, باب فى القائلة يوم الجمعة, সহিহ বোখারি : ১/১২৮,=باب قول الله عزوجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله وافظه=ما كنا نتغدى الا بعد الجمعة সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৭, باب ماجاء فى وقت الجمعة-রশিদ আশরাফ।

[৬৭৮] পূর্ণ বর্ণনাটি এমন- عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويدعو الى السحور فى شهر رمضان قال هلموا الخ নাসায়ি : ১/৩০৪, كتاب الصيام باب دعوة السحور তাছাড়া মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে- قال عليكم بغداء السور فانه هو الغداء المبارك তাছাড়া খালিদ ইবনে মা'দান হতে বর্ণিত আছে- هلم الى الغداء المبارك يعنى السحور ... كان يقيل بعد الجمعة ويقول هى নাসায়ি : ১/৩০৪ باب تسمية السحور غداء

[৬৭৯] সহিহ বোখারি : ১/১২৩, باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس-সংকলক।

ইমাম আহমদ রহ. এর একটি শক্তিশালী দলিল আবদুল্লাহ ইবনে সিদ ামি রা. এর বর্ণনা।[৬৮০]

قال شهدت يوم الجمعة مـ بكر وكانت صلوته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكانت صلوته وخطبته الى ان ىرں انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلوته وخطبته الى ان اقول زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولانكره–

হজরত হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ হাদিসের জবাবে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সিদান জয়িফ।[৬৮১] তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন যে, হাফেজ রহ. এর এই প্রশ্ন ঠিক নয়।

বাস্তব ঘটনা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে সিদান বড় তাবেয়িনের অন্তর্ভুক্ত। হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. তাঁকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে হাব্বান রহ. তাকে সেকাহদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৬৮২] সুতরাং এ হাদিসটিকে রদ করে দেওয়া যায় না সনদের ভিত্তিতে।

অবশ্য এর জবাবে বলতে পারেন, দিনের অর্ধেক যদিও একটি মুহূর্তের বিষয় ক্ষণিকের ব্যাপার তবে রূপকার্থে এটির ব্যবহার একটি দীর্ঘ সময়ের ওপর হয়। এমনকি সূর্য হেলার পর পরবর্তী সময়টুকুকে অনেক সময় দিনের অর্ধাংশ বলা হয়। এই বর্ণনায় মূলত আবদুল্লাহ ইবনে সিদানের আসল উদ্দেশ্য তিন জনের ওয়াক্তের তারতিব বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, সিদ্দিকে আকবার রা. সূর্য হেলার পর এত জলদি নামাজ পড়তেন যে, কেউ এ কথা বলতে পারত যে, দিনের অর্ধেক হয়নি এখন পর্যন্ত।

উমর ফারুক রা. এর কিছু পরে এমন সময় নামাজ পড়তেন যখন কোনো প্রবক্তা বলতে পারতো যে, দিনের অর্ধেক এখন হচ্ছে। হজরত উসমান জিন্নুরাইন রা. জুমআর নামাজ এমন সময়ে পড়তেন যাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকতো না দিনের অর্ধেক হওয়ার ব্যাপারে।

এর নজির সুনানে নাসায়িতে[৬৮৩] বর্ণিত আছে, আনাস রা. বলেন,

كان النبى صلى الله على وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلى الظهر فقال رجل وان كانت بنصف النهار؟ قال وان كانت بنصف النهار.

এর অর্থ কারো মতে এই হতে পারে না যে, তিনি দিনের অর্ধাংশ তথা জোহরের পূর্বেই অথবা দিনের অর্ধাংশ সময়ে জোহর আদায় করে নিতেন। নিঃসন্দেহে এর অর্থ এই যে, তিনি এতো তাড়াতাড়ি জোহর পড়ে

---

[৬৮০] সুনানে দারাকুতনি : ২/১৭, كتاب الجمعة باب صلوة الجمعة قبل نصف النهار, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১০৭, من كان يقبل بعد الجمعة ويقول هى اول النهار তাছাড়া আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/২৫৬) লিখেছেন যে, এই হাদিসটি ইমাম আহমদ রহ. স্বীয় মুসনাদে এবং ইমাম বোখারি রহ. এর উস্তাদ শায়খ আবু নুআইম কিতাবুস্ সালাতে বর্ণনা করেছেন। -রশিদ আশরাফ।

[৬৮১] নিমবি রহ. আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনানে (পৃষ্ঠা ২৪৪باب من اجاز الجمعة قبل الزوال) বলেছেন, আমি বলি, হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সীদান ব্যতীত এর সবগুলো রাবি সেকাহ। আবদুল্লাহ ইবনে সীদান বড় তাবেয়ি; তবে তার আদালত (দীনদারী) প্রসিদ্ধ নয়। ইবনে আদি রহ. তাকে 'মাজহূল' (অজ্ঞাত) বলেছেন। ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন, 'তার হাদিসের কোনো মুতাবি' নেই।' জাহাবি রহ. মিজানে বলেছেন, আল্লামা লালকাঈ রহ. বলেছেন, 'তিনি অজ্ঞাত, দলিল পেশ করার মতো নন।' নববী রহ. খুলাসায় বলেছেন, 'সীদানের দুর্বলতার ব্যাপারে সবাই একমত।' -সংকলক।

[৬৮২] তাঁকে সেকাহদের অন্তর্ভুক্ত সাহাবায়ে কেরামের শ্রেণীতে উল্লেখ করেছেন। -লিসানুল মিজান : ৩/২৯৯। ইসাবাতেও তাকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাব্বান হতে বর্ণিত আছে যে, 'বলা হয়, তিনি সোহবত প্রাপ্ত তথা সাহাবি।' -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৫৬, ৩৫৭।

[৬৮৩] كتاب المو اقيت باب تعجيل الظهر فى السفر ১/৮৭,

নিতেন যার ফলে দিনের অর্ধেক হয়েছে কি না এ ব্যাপারে কারো কারো সন্দেহ হয়ে যেতো। আবদুল্লাহ ইবনে সীদান রা. এর বর্ণনায় উদ্দেশ্য এই অর্থই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ– ১০ : মিম্বরের উঠে খুতবা দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১১২)

٥٠٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَالْتَزَمَهُ فَسَكَنَ".

৫০৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন একটি গাছের ডালে হেলান দিয়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বর তৈরি করলেন, তখন সে স্ত-ম্ভটি কাঁদতে শুরু করলো। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে সেটিকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে এটি শান্ত হলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, জাবের, সাহল ইবনে সাদ, উবাই ইবনে কাব, ইবনে আব্বাস ও উম্মে সালামা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن غريب صحيح । মু'আজ ইবনুল আলা বসরার অধিবাসী। তিনি আবু আমর ইবনুল আলার ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ–১১ : দুই খুতবার মধ্য সময়ে বসা প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৩)

٥٠٦ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. قَالَ: مِثْلَ مَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ".

৫০৬। **অর্থ :** হজরহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন খুতবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। রাবি বলেন, যেমন লোকজন বর্তমানে করে থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম যে দুই খুতবার মাঝে বসবে সে মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة يجلس ثم يقوم فيخطب : مثل ما يفعلون اليوم.

আবু হানিফা রহ. এর মতে যেহেতু দুটি খুতবা সুন্নত তাই এই দুটির মাঝে বসাও মাসনুন। শাফেয়ি রহ. এর মতে যেহেতু দুই খুতবা ফরজ তাই এই বসাও ফরজ হবে। মালেক রহ. ইমাম আওজায়ি রহ., ইসহাক রহ., আবু সাওর রহ. এবং ইবনে মুনজির রহ. এর মাজহাবও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুরূপ। জমহুরের মতো আহমদ রহ. এর এক বর্ণনাও।

জমহুরের দলিল - فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ [৬৮৪]আয়াতটি ব্যাপক। তাই নামাজে জুমআর জন্য যে খুতবা শর্ত সেটি জমহুরের মতে আল্লাহর সাধারণ জিকির দ্বারা আদায় হয়ে যায়। চাই যে কোনো শব্দই হোক না কেন।[৬৮৫] আর শাফেয়ি মতাবলম্বীগন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তা তরক না করে সর্বদা এর ওপর আমল করা দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এর দলিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَصْرِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ[৬৮৬] ১২ : খুতবা সংক্ষেপ[৬৮৭] করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৩)

٥٠٧ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: "كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا".

৫০৭। **অর্থ** : হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করতাম। তাঁর নামাজ হতো সংক্ষিপ্ত ধরণের। খুতবাও হতো মধ্যম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির ও ইবনে আবু আওফা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৬৮৪] সূরা জুমআ : ৯, ইমাম সাহেব রহ. এর মাজহাব মুতাবেক দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত। আর আবু ইউসূফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মাজহাব মুতাবেক দীর্ঘ জিকির যেটাকে ওরফে খুতবা বলা যায়- এটা শর্ত। হিদায়া : ১/১৬৮, ১৬৯, باب صلوة الجمعة

[৬৮৫] ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৬৮৬] القصور এমনভাবে متعدى باب نصر হতে মাসদার القصر। এটি لازم হতে। كرم এর মত মাসদার বাবে العنب–القصر এটি লাজেমও (অকর্মক ক্রিয়া) হয় এবং মুতা'আদ্দিও (সকর্মক ক্রিয়া) হয়। -দ্র. সিহাহ ও কামুস ইত্যাদি। -মা'আরিফ : ৪/৩৬২ - সংকলক।

[৬৮৭] ১/২৮৬, كتاب الجمعة فصل فى ايجاز الخطبة واطالة الصلاة সংকলক।

দরসে তিরমিযী

عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال كنت اصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا-

সুন্নত হলো, খুতবা সংক্ষেপ করা, বেশি লম্বা না করা। এর সীমা হলো, তিওয়ালে মুফাস্‌সালের সূরাগুলোর মধ্য হতে কোনো সূরার সমান হওয়া। এর চেয়ে বেশি দীর্ঘ পড়া মাকরূহ। -শামি, বাহর, আলমগীরি। মুসলিম শরিফে[৬৮৮] মারফূ' আকারে বর্ণিত আছে হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. হতে,

ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة

অর্থাৎ, নামাজ দীর্ঘ করা, খুতবা সংক্ষেপ করা ব্যক্তির ফকিহ হওয়ার নিদর্শন। সুতরাং তোমরা নামাজ দীর্ঘ করো, আর খুতবা সংক্ষেপ করো।

তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং হজরত আম্মার রা. এর ওপরযুক্ত বর্ণনায় কোনো বিরোধ নেই। নববী রহ. মুসলিমের বর্ণনা সম্পর্কে লেখেন,[৬৮৯]

وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة فى الامر بتخفيف الصلاة لقوله فى الرواية الاخرى كانت صلوته فصدا وخطبته قصدا لان المراد بالحديث الذى نحن فيه (اى حديث عمار) ان الصلاة تكون طويلة بالنسبة الى الخطبة لا تطويلا يشق على المامو مين، وهى حينئذ قصد اى معتدلة والخطبة قصد بالنسبة الى وضعها-

'নামাজ সংক্ষেপ করার নির্দেশ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদিসগুলোর বিরোধী এই হাদিসটি নয়। কেনোনা, অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ ছিলো মধ্যম ধরণের এবং খুতবাও ছিলো মধ্যম ধরণের। কেনোনা, আমাদের আলোচ্য হাদিস তথা হজরত আম্মার রা. এর হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ খুতবা অপেক্ষা লম্বা হতো। এমন লম্বা নয় যা মুক্তাদিদের জন্য কষ্টকর হতো। তাহলে তখন প্রণয়নগতভাবে নামাজ হবে মধ্যম ধরণের, আর খুতবাও মধ্যম ধরণের হবে।'

খুতবার রুকন এবং আদব সমূহ[৬৯০]

এর রোকন শুধু দুটি- ১. জুমআর ওয়াক্ত। ২. আল্লাহর সাধারণ জিকির।

এর আদব ও সুন্নত ১৫টি- ১. পবিত্রতা : এ কারণেই ওজু ব্যতীত খুতবা পড়া মাকরূহ। আর আবু ইউসুফ রহ. এর মতে নাজায়েজ। ২. দাঁড়িয়ে খুতবা পড়া। বসে পড়া মাকরূহ। -আলমগীরি, বাহারুর্ রায়েক। ৩. কওমের দিকে মুখ করে খুতবা পড়া। এ কারণে কেবলার দিকে অথবা অন্য কোনো দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়া মাকরূহ।-আলমগীরি, বাহরুর্ রায়েক। ৪. খুতবার পূর্বে আস্তে আস্তে اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়া। ৫. খুতবা উচ্চৈঃস্বরে পড়া।[৬৯১] যাতে লোকজন শুনতে পারে। এ কারণে যদি আস্তে পড়ে নেয় তাহলে যদিও ফরজ আদায় হয়ে যায় তবে মাকরূহ হয়ে যায়। বাহরুর্ রায়েক, আলমগীরি। ৬. খুতবা সংক্ষেপ করা এটি দশটি

---

[৬৮৮] নববী শরহে মুসলিম : ১/২৮৬।

[৬৮৯] দ্র. জাওয়াহিরুল ফিকহ : ১/৩৫০, ৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৭।

[৬৯০] দ্বিতীয় খুতবা জোরে হওয়া মুস্তাহাব, প্রথমটি নয়। -মা'আরিফ : ৪/৩৬৪, সংকলক।

[৬৯১] ঐ

বিষয় সম্বলিত হবে।[৬৯২] (এক) হামদ দ্বারা শুরু করা, (দুই) আল্লাহর প্রশংসা করা, (তিন) শাহাদাতাইন পড়া। তথা তাওহিদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য দেওয়া। (চার) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা। (পাঁচ) ওয়াজ-নসিহত, উপদেশের কথাবার্তা বলা। (ছয়) কোরআন মাজিদের কোনো আয়াত পড়া। (সাত) উভয় খুতবার মাঝে সামান্য বসা (আট) দ্বিতীয় খুতবায় দ্বিতীয়বার হামদ, ছানা এবং দরূদ শরিফ পড়া। (নয়) সমস্ত মুসলিম নর-নারীর জন্য দোয়া প্রার্থনা করা। (দশ) উভয় খুতবা সংক্ষেপ করা। এমনভাবে যে, তিওয়ালে মুফাস্সালের সূরাগুলো হতে যেনো বৃদ্ধি না পায়। -বাহরুর্ রায়েক, আলমগীরি।

৭. জুমআ ও দুই ঈদের খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া। এর বিপরীত অন্যান্য ভাষায় পড়া বিদআত।[৬৯৩] মুসাফ্ফা শরহে মু'য়াত্তা -শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি, কিতাবুল আজকার -নববী, দুররে মুখতার, শুরূতুস্ সালাত, শরহুল ইহইয়া-জুবায়দি।

আরবিতে জুমআর খুতবা পড়ে এর অনুবাদ রাষ্ট্রীয় ভাষায় নামাজের আগে শোনানো বিদআত। যা হতে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। অবশ্য নামাজের পর অনুবাদ শোনালে কোনো ক্ষতি নেই বরং উত্তম। অবশ্য দুই ঈদ ইত্যাদির খুতবায় খুতবার তৎক্ষণাত পর তরজমা শোনানো যেতে পারে। কেনোনা, তাতে নামাজ খুতবার পূর্বে হয়। তারপর এতে এটাও উত্তম যে, মিম্বর হতে আলাদা হয়ে তরজমা শোনাবে যাতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকে।[৬৯৪]

জুমআ এবং দুই ঈদের খুতবার ভিন্নতা

জুমআ, দুই ঈদ, বিয়ে ইত্যাদির খুতবা এ বিষয়ে পছন্দনীয় বক্তব্য অনুযায়ী সবগুলো এক রকম অংশীদার যে, যখন খতিব খুতবা দিবেন তখন সালাম কালাম এমনকি জিকির তাসবিহ ইত্যাদি সব অবৈধ হয়ে যায়। চুপ করে বসা এবং জরুরি হয়ে যায় খুতবা শোনা।

তবে কয়েকটি বিষয়ে জুমআ ও দুই ঈদের খুতবাতে পার্থক্য আছে। শামি রহ. বলেছেন,

بيان الفرق (بين خطبة الجمعة والعيدين) وهو انها الخطبة فيهما (العيدين) سنة لاشرط وانها بعدهما لا قبلهما بخلاف الجمعة قال فى البحر حتى لولم يخطب اصلا صح واساء بترك السنة ولو قدمها على الصلاة صحت واساء ولا تعاد الصلاة–[৬৯৫]

---

[৬৯২] শাফেয়ি রহ. এর মতে তাতে চারটি বিষয় শর্ত। হামদ, সালাত, আল্লাহর তাকওয়ার ব্যাপারে ওসিয়ত ও কোরআনের আয়াত। উভয় খুতবা অথবা কোনো একটিতে। শরহুল মুহাজ্জাবে দুটি বক্তব্য রয়েছে। -মা'আরিফ : ৪/৩৬৪, باب ما جاء فى القراءة على المنبر -সংকলক

[৬৯৩] কেনোনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কখনও এর খেলাফ প্রমাণিত হয়নি। না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম হতে কখনও অনারবি ভাষায় খুতবা পড়ার দলিল পাওয়া যায়। অথচ তাঁদের মধ্য হতে অনেক মনীষী অনারবি ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এই মাসআলাটির অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আর্ রিসালুতুল উ'জুবা ফি আরাবিয়্যাতি খুতবাতিল আরুবা। -লেখক হজরত মুফতি আজম রহ.। এই পুস্তিকাটি জাওয়াহিরুল ফিকহ ১ম খণ্ডের অংশরূপে প্রকাশিত হয়েছে। -সংকলক।

[৬৯৪] কারো কারো মতে যেসব এলাকা শক্তি ব্যয় করে এবং প্রবলতা অর্জন করে বিজয় করা হয়েছে সেখানে ইমামের জন্য তলোয়ার বা কামান অথবা লাঠি হাতে রেখে খুতবা দেওয়া মাসনুন। যেমন, মক্কা মুকার্‌রামা। আর যে এলাকা সন্ধির মাধ্যমে বিজয় করা হয়েছে সেখানে তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে খুতবা দেওয়া মুস্তাহাব নয়। যেমন, মদিনা মুনাওয়ারা। আবার অনেকে তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে খুতবা দেওয়া ব্যাপক আকারে মাকরূহ বলেছেন। দেখুন -বাহরুর্ রায়েক ও তাহতাবি আলাল মারাকি : ২৮০

ইমাম শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে মাসনুন হলো, যখন খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করবে তখন কওমকে সালাম করা। তবে হানাফি ও মালেকিদের মতে এটা মাসনুন নয়। এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন উমদাতুল কারি : ৬/২২১, কিতাবুল জুমআ, باب يستقبل امام القوم واستقبال الناس الا مام اذا خطب সংকলক।

[৬৯৫] জাওয়াহিরুল ফিকহ : ১/৩৬৫, শামি, বাবুল ঈদাইনের বরাতে। ১/৫৫০

'জুমআ ও দুই ঈদের খুতবার মাঝে পার্থক্য হলো, দুই ঈদে খুতবা সুন্নত, শর্ত নয়। আর দুই ঈদে খুতবা হয় নামাজের পরে, পূর্বে নয়। জুমআ এর বিপরীত। বাহরুর রায়েকে বলেছেন, 'ফলে কেউ যদি খুতবা সম্পূর্ণ বাদ দেয় তবুও সহিহ হবে। তবে এ কাজটি মন্দ হবে সুন্নত তরক করার কারণে। যদি নামাজের আগে খুতবা দেয়, তবুও সহিহ হবে তবে সে মন্দ কাজ করলো। তবে তাকে নামাজ দ্বিতীয়বার আদায় করা লাগবে না।'

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : মিম্বরের উঠে তেলাওয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৪)

٥٠٨ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ".

৫০৮। **অর্থ :** হজরত 'ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের ওপর তিলাওয়াত করতে শুনেছি- ونادوا يا مالك

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা ও জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইয়া'লা ইবনে উমাইয়ার হাদিসটি حسن, গরিব, সহিহ। এটি ইবনে উয়াইনার হাদিস। একদল আলেম কর্তৃক খুতবাতে কোরআন শরিফের আয়াত তিলাওয়াত পছন্দ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ইমাম খুতবা প্রদানকালে তার খুতবাতে কোরআনের কোনো অংশ তিলাওয়াত না করলে এই খুতবা আবার পড়া হতো।

بَابُ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

অনুচ্ছেদ-১৪ : খুতবার সময় ইমামমুখী হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৪)

٥٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا".

৫০৯। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরের হয়ে বসতেন, আমরা তখন তার দিকে মুখ করে বসতাম।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচেছদে হাদিস বর্ণিত আছে। মানসুরের হাদিসকে আমরা কেবল মুহাম্মদ ইবনুল ফজল ইবনে আতিয়্যাহর সূত্রেই জানি। মুহাম্মদ ইবনে ফজল ইবনে আতিয়্যাহ জয়িফ। আমাদের অধিকাংশ সঙ্গীর মতে তিনি হাফেজে হাদিস নন। সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা খুতবা প্রদানকালে ইমাম মুখী হওয়া মুস্তাহাব মনে করেন। এটাই সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছুই বিশুদ্ধ নয়।

দরসে তিরমিযী

এটা খুতবার সময় সমস্ত মুসল্লিদের জন্য ইমামের দিকে মুখ করে বসা উত্তম। আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি এবং অন্যান্য ইমামের আসল মাজহাবও এটাই। তবে আমাদের যামানায় পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, খুতবা শোনা উচিত কেবলামুখী হয়ে।

কেনোনা, যদি মুসল্লিগণ ইমামের দিকে মুখ ফিরান তাহলে জামাত কায়েম করার সময় অবসর হওয়ার পর কাতার সোজা করার পর সমস্যা দেখা দিবে। -বাহরুর্ রায়েক : তাজনিস[৬৯৬] সূত্রে।

এতে বোঝা গেলো ফুকাহায়ে কেরামের মতে কাতার সোজা করা যে, ওয়াজিব এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে বর্জন করা হয়েছে ইমামের দিকে মুখ ফিরানোর বিষয়টি।

অবশ্য হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন,[৬৯৭]

ليس المراد بذلك استقبال عين الإمام بل الستقبال جهته لما يلزم على الأول من التحلق قبل الجمعة المنهى عنه بحديث آخر-

অনুচ্ছেদের হাদিসে ইস্তিকবাল দ্বারা ইমামের দিকে মুখ ফিরানো উদ্দেশ্য। তথা কেবলার দিকে মুখ ফিরানো। হুবহু ইমামের দিকে মুখ ফিরানো নয়। কেনোনা, যদি হুবহু ইমামের দিকে মুখ ফিরানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে জুমআর পূর্বে হালকা বানানো অবশ্যক হয়ে পড়বে। যেটি সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে হাদিস শরিফে,

[৬৯৮] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة واله اعلم

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন নামাজের আগে হালকা বানাতে নিষেধ করেছেন।' (সংকলক কর্তৃক)

بَابُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-১৫ : ইমামের খুতবা দানের সময় কেউ এলে তার দু'রাকাত আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৪)

٥١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ".

৫১০। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো, ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাজ পড়েছো? লোকটি জবাবে বললো, না। ফলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করো।

---

[৬৯৬] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : মা'আরিফ : ৪/৩৬৪-৩৬৬ -সংকলক।

[৬৯৭] আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২০১, ২০২ -সংকলক।

[৬৯৮] সুনানে আবু দাউদ : ১/১৫৪, باب التحلق يوم الجمعة الصلاة

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সবগুলো হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম।

٥١١ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوْهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كَادُوْا لَيَقَعُوْا بِكَ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ".

৫১১। হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. জুমআর দিন এমতাবস্থায় (মসজিদে) প্রবেশ করলেন, যখন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিল। তিনি নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন, তখন মারওয়ানের প্রহরী তাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য আসল। তিনি তা মানলেন না; বরং নামাজ আদায় করলেন। নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর আমরা তার কাছে আসলাম। আমরা বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন, তারা তো আপনাকে প্রায় কুপোকাত করে ফেলেছিলো। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাজ করতে দেখার পর এ দু'রাকাত আমি কখনও বর্জন করার মতো নই। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন যে, এক ব্যক্তি জুমআর দিন পুরনো জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরে উপস্থিত হয়েছিলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে লোকটি দু'রাকাত নামাজ আদায় করলো, অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা বলছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আবু উমর বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ইমামের খুতবাদান কালে উপস্থিত হলে দু'রাকাত আদায় করতেন এবং তিনি এর নির্দেশও দিতেন। আবু আবদুর রহমান আল-মুকরীও এ মত পোষণ করতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি ইবনে আবু উমরকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আজলান ছিলেন সেকাহ, হাদিসের ক্ষেত্রে নিরাপদ।'

তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের, সামুরা, আবু হুরায়রা, ও সাহল ইবনে সাদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদ খুদরি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। আর অনেকে বলেছেন, যখন কেউ ইমামের খুতবাদান কালে মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে বসে পড়বে। নামাজ পড়বে না। এটা সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ।

কুতায়বা আলা ইবনে খালেদ আল কুরাশি হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি হাসান বসরি রহ. কে দেখেছি, তিনি জুমআর দিন ইমামের খুতবাদানকালে মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে তারপর বসে পড়েছেন। হাসান রহ. এটা করেছেন কেবল হাদিসের অনুসরণ করেই। তিনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জাবের রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

দরসে তিরমিযী

بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجلٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فاركع

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মাজহাব এই হাদিসের ভিত্তিতে হলো, জুমআর মাঝে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। এর বিপরীত আবু হানিফা, মালেক এবং কুফার ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, জুমআর খুতবা চলাকালে কোনো প্রকার কথাবার্তা বা নামাজ বৈধ নয়।[৬৯৯] এটাই অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাবও।

হানাফিদের দলিলাদি নিম্নেযুক্ত,

১. কোরআনের আয়াত[৭০০]। এ সম্পর্কে পেছনে আলোচনা হয়েছে যে, জুমআর খুতবাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। বরং শাফেয়িগণতো এই আয়াতটিকে শুধু জুমআর খুতবার সঙ্গে বিশেষিত মনে করেন। অবশ্য আমরা দলিল করেছিলাম যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো নামাজ সম্পর্কে তবে এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপকতায় খুতবাও

২. হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা পরবর্তী অনুচ্ছেদে[৭০১] আসছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغا

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জুমআর দিন ইমামের খুতবা প্রদানকালে (কাউকে) বললো- 'তুমি চুপ করো', তবে সে নিরর্থক কথা বললো।'

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা চলাকালে সৎকাজের আদেশ হতেও নিষেধ করেছেন। অথচ সৎকাজের আদেশ করা ফরজ। আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ হলো মুস্তাহাব। সুতরাং উত্তমরূপেই নিষিদ্ধ হবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

৩. মুসনাদে আহমদে[৭০২] হজরত নুবাইশা হুবালি রা. এর হাদিসে রয়েছে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন-

ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد لايؤذى احدا، فان لم يجد الإمام خرج، صلى ما بداله، وان وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الا مام جمعته الخ.

'মুসলমান যখন জুমআর দিনে গোসল করে তারপর মসজিদের দিকে এগিয়ে যায়, কাউকে কষ্ট না দেয়, যদি ইমামকে বাইরে না পায় তবে যা ইচ্ছে নামাজ পড়বে। আর যদি ইমামকে বেরিয়ে আসা অবস্থায় পায় তখন সেখানে বসে যাবে। তারপর গভীরভাবে শুনবে এবং নিরব থাকবে যতোক্ষণ না ইমাম তার জুমআ শেষ করবে...।

---

[৬৯৯] ইমাম নববী রহ. এর শরহে মুসলিম (১/২৮৭) এর বিবরণ অনুযায়ী এটি হজরত উমর উসমান ও আলি রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। লাইছ, সাওরি রহ. হতেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কুদামা মুগনিতে (১/১৬৫) শুরাইক, ইবনে সিরিন, নাখয়ি ও কাতাদা রহ. হতে বর্ণনা করেছেন। যেমন, অপরটি বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ, ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব।) হাসান, ইবনে উয়াইনা, মাকহুল, ইসহাক, আবু সাওর ও ইবনুল মুনজির রহ. হতে। -সংকলক।

[৭০০] সূরা আ'রাফ : ৯, আয়াত : ২০৪ -সংকলক।

[৭০১] তিরমিযী (১/৯৪, باب ماجاء فى كراهية الكلام والامام يخطب) -সংকলক।

[৭০২] দ্র. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ (২/১৭১، باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك) -সংকলক।

এই হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, নামাজ তখনই বিধিবদ্ধ যখন ইমাম খুতবার জন্য বের না হন। আর যদি ইমাম বেরিয়ে যান তাহলে নীরবে বসে থাকা উচিত। হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেন,

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ احمد وهوثقة

'এটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ রহ.। এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি একমাত্র শায়খ আহমদ ব্যতীত। তিনি সেকাহ।'

অবশ্য এই বর্ণনার ওপর আল্লামা মুনজিরি রহ. একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আতা খুরাসানির শ্রবণ হজরত নুবাইশা রা. হতে হয়নি[৭০৩]। তবে এই প্রশ্নটির সারনির্যাস সর্বোচ্চ এই হবে যে, মুহাদ্দিসিনের মাঝে এই হাদিসটি সহিহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। আর এমতাবস্থায় হাদিস দলিল পেশ করার মতো হয়।

৪. মু'জামে তাবারানিতে[৭০৪] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে-

قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام-

'তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন ইমামের মিম্বরে অবস্থিত অবস্থায় তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন কোনো সালাতও নেই কালামও নেই, ইমাম যতোক্ষণ না অবসর হবেন (জুমআ হতে)।

যদিও এই হাদিসটির সনদ জয়িফ[৭০৫] তবে একাধিক নিদর্শন এর সমর্থক রয়েছে,

১. প্রথমত এ কারণে যে, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[৭০৬] ইবনে উমর রা. এর মাজহাব অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২. দ্বিতীয়ত এ কারণে আল্লামা নববী রহ. এর স্বীকারোক্তি[৭০৭] অনুযায়ী হজরত উমর, উসমান, আলি রা. এর মাজহাবও এটাই ছিলো যে, ইমামের বের হওয়ার পর নামাজ এবং কথাবার্তা কোনোটিকেই তারা বৈধ মনে করতেন না। এই মাজহাবটি অন্যান্য অনেক সাহাবি[৭০৮] ও তাবেয়ি[৭০৯] হতেও বর্ণিত আছে। আর এই মূলনীতিটি

---

[৭০৩] তিনি বলেছেন, আমার জানা মতে আতা নুবাইশা হতে শ্রবণ করেননি। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব (১/৪৮৭, নং ৮, (كتاب الجمعة الترغيب فى صلاة الجمعة والسعى اليها وما جاء فضل يومها وساعتها) -সংকলক।

[৭০৪] মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ (২/১৮৪ باب فى من يدخل المسجد والإمام يخطب) -সংকলক।

[৭০৫] আল্লামা হায়ছামি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেন- 'এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি কবিরে। এর সনদে রয়েছেন, আইয়্যুব ইবনে নাহিদ। তিনি পরিত্যাক্ত রাবি। এক জামাত তাঁকে জয়িফ বলেছেন। ইবনে হাব্বান রহ. তাঁকে সেকাহদের মাঝে উল্লেখ করেছেন। তবে বলেছেন, তিনি ভুল করে থাকেন। -জাওয়ায়িদ -হায়ছামি (২/১৮৪) -সংকলক।

[৭০৬] ২/১২৪, باب فى الكلام اذا صعد المنبر وخطب হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা জুমআর দিনে ইমাম বেরিয়ে আসার পর সালাত-কালাম মাকরূহ মনে করতেন। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমআর দিন নামাজ পড়তেন। তখন নামাজ পড়তেন না যখন ইমাম বেরিয়ে আসতেন। -রশিদ আশরাফ।

[৭০৭] দ্র. শরহে মুসলিম (১/২৮৭ فصل من دخل المسجد والإمام يخطب او خرج للخطبة فليصل ركعتين الخ) -সংকলক

[৭০৮] যেমন ইতোপূর্বেই আমরা হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছি। -সংকলক।

[৭০৯] সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. হতে বর্ণিত আছে, ইমামের বাইরে আগমন সালাত খতম করে দেয়। আর তার কালাম খতম করে দেয় কালামকে। -দ্রষ্টব্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা (২/১২৪, ১২৫ في الكلام اذا صعد المنبر وخطب) -সংকলক।

কয়েকবার পেছনে এসেছে যে, জয়িফ হাদিস যদি তা'আমুল তথা আমল দ্বারা সমর্থিত হয় তবে দলিল পেশ করার মতো হয়ে থাকে।

৩. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনা ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোথাও এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই যে, তিনি খুতবা চলাকালে আগন্তুক কোনো ব্যক্তিকে নামাজ পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইসতিসকার হাদিসে[৭১০] যে বেদুইন দুর্ভিক্ষের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলো, তারপর এক সপ্তাহ পর পুনরায় অতিবৃষ্টি তথা ঢলের অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই দুটি ঘটনাতে লোকটি খুতবা চলাকালে পৌছেছিলো[৭১১]। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামাজের নির্দেশ দেননি। তাছাড়া এক ব্যক্তি খুতবা চলাকালে গর্দান ডিঙিয়ে সামনে আসছিলো। তিনি তাকে বললেন, اجلس فقد آذيت তথা, তুমি বসে পড়ো, হ্যাঁ লোকজনকে কষ্ট দিয়েছো।

তাছাড়া আবু দাউদে[৭১২] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ঘটনা আছে,

عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم (اى جلس مستويا على المنبر) يوم الجمعة قال : اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود-

'হজরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুক্রবারে (মিম্বরের ওপর) সোজা হয়ে বসলেন, তখন বললেন, তোমরা বসো। ইবনে মাসউদ রা. এ কথাটি শুনে মসজিদের দরজাতেই বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! তুমি এদিকে এসো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেও তাঁকে নামাজের হুকুম দেননি।

তাছাড়া হজরত উমর রা. এর খুতবার মাঝে হজরত উসমান রা. তাশরিফ আনলে হজরত উমর রা. তাঁকে দেরিতে আসা এবং গোসল না করার কারণে সতর্ক করলেন। তবে নামাজের নির্দেশ দেননি।[৭১৩]

---

[৭১০] হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি জুমআর দিন মিম্বরের সম্মুখের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পথঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করলেন- اللهم اسقنا 'আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টিবর্ষণ করে তৃষ্ণা মিটাও।' ... রাবি বললেন, তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো, বর্ণনাকারি বলেন, আল্লাহর শোকর, এক সপ্তাহ পর্যন্ত তখন আমরা আর সূর্য দেখিনি। তারপর পরবর্তী জুমআতে সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পথঘাট বন্ধ হয়ে গেছে আপনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়া করুন ...। -সহিহ বোখারি (১/১৩৭ ابواب الاستسقاء باب الإستسقاء فى المسجد الجامع) -সংকলক।

[৭১১] সুনানে নাসায়ি (১/২০৭, باب النهى عن تخطى رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة) সুনানে আবু দাউদ (১/১৫৯, باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة) -সংকলক।

[৭১২] ১/১৫৬, باب الإمام يكلم الرجل فى خطبته-সংকলক।

[৭১৩] হজরত উসমান রা. এর ঘটনা পেছনে সহিহ মুসলিমের (১/২৮০. كتاب الجمعة، باب ماجاء فى الاغتسال فى يوم الجمعة) বরাতে এসেছে। -সংকলক।

এসব ঘটনা দলিল করছে যে, খুতবা চলাকালে নামাজের হুকুম ছিলো না।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনার ব্যাপারটির জবাব হলো, এই ঘটনা খুতবার পূর্বেকার। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমআর খুতবার জন্য মিম্বরের ওপর তাশরিফ এনেছিলেন। তবে এখনও খুতবা আরম্ভ করেননি। তখন সুলাইক ইবনে হুদবা আল-গাতফানি রা. নামক এক সাহাবি উপস্থিত হলেন। তার পরিধানে খুবই জীর্ণশীর্ণ পুরোনো পোষাক ছিলো। এমতাবস্থায়ই তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দরিদ্রতা ও ভুখা অবস্থা দেখে সংগত মনে করলেন যেনো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তার অবস্থা ভালো করে দেখেন। তাই তিনি তাঁকে দাঁড় করিয়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন[৭১৪]। যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি নামাজ পড়ছিলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব ছিলেন।[৭১৫] খুতবা আরম্ভ করেননি। তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাকে সদকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৭১৬] ফলে সাহাবায়ে কেরাম এই সুযোগে তাঁকে অনেক সদকা দান করেছেন।

এতে স্পষ্ট হলো, প্রথমত এ বিষয়টি ছিলো একটি বিশেষ ঘটনা, যেটিকে ব্যাপক মূলনীতির বিপরীতে পেশ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত হজরত সুলাইক রা. এর আগমনের সময় তিনি খুতবা আরম্ভ করেননি। যার দলিল হলো, সহিহ মুসলিমের[৭১৭] একটি হাদিসে নিম্মোক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে,

جاء سليك الغطفانى (رضـــ) يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلعد على المنير

'সুলাইক আল-গাতফানি রা. জুমআর দিন এমন সময় উপস্থিত হয়েছিলেন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর বসেছিলেন।'

এটা জানা কথা যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন[৭১৮]। সুতরাং বসার

---

[৭১৪] হজরত জাবের রা. এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে, فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اصليت قال لا-قال قم فاركع সুনানে নাসায়ি (১/২০৮ باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر)-সংকলক।

[৭১৫] এজন্য মুহাম্মদ ইবনে কায়স বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি তার এ দুরাকাত হতে অবসর হওয়ার পর্যন্ত খুতবা হতে বিরত থাকেন......। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১১০فى الرجل يجيئ يوم الجمعة والإمام يخطب يصلى ركعتين। আল্লামা জায়লায়ি রহ. নসবুর রায়াহ : ২/২০৪, বাবু সালাতিল জুমআতে লিখেন, ইমাম নাসায়ি রহ. সুনানে কুবরাতে হজরত সুলাইক রা. এর হাদিসের ওপর নির্ভর করে একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন 'বাবুস সালাত কাবলাল খুতবা' নামে। -রশিদ আশরাফ।

[৭১৬] এ কারণে এক বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত আছে- 'এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে সাদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। ফলে তারা তাদের কাপড় নিক্ষেপ (দান) করলেন। ... সুনানে নাসায়ি : ১/২০৮ باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته-সংকলক।

[৭১৭] ১/২৮৭, কিতাবুল জুমআ। -সংকলক।

[৭১৮] আবু উবায়দা কাব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম কর্তৃক (মসজিদে) বসে খুতবাদান কালে প্রবেশ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে বসে বসে খুতবা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, واذا رأو تجارة او لهوا انفضوا اليه وتركوك قائما -সুনানে নাসায়ি : ১/২০৭, قيام الإمام فى الخطبة। হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর বসতেন তারপর দাঁড়াতেন। যেমন, তোমরা বর্তমানে করো। -সহিহ বোখারি : ১/১২৫, باب الخطبة قائما।

অর্থ এটাই ছিলো যে, তিনি এখনও খুতবা আরম্ভ করেননি[৭১৯] এবং সুলাইক রা. খুবই জীর্ণশীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এ বিষয়টি তিরমিযীতে[৭২০] উল্লেখিত হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন, ان رجلا جاء يوم الجمعة فى هيئة بذة (اى هيئة تدل على الفقر) 'এক ব্যক্তি জুমআর দিন খুবই জরাজীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হলো (অর্থাৎ, তাঁর অবস্থা দরিদ্রতা দলিল করছিলো)।'

আর তিনি যে, তাঁর নামাজের মাঝে খুতবা হতে বিরত ছিলেন এ বিষয়টি দারাকুতনির[৭২১] বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৭১৯] হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (২/২৩৯) বলেছেন, এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মিম্বরের ওপর উপবেশন সূচনার সঙ্গে বিশেষিত নয়। বরং দুই খুতবার মাঝেও তা হতে পারে। তবে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, আসল হলো, তাঁর বসার সূচনা। আর তাঁর বসা দুই খুতবার মাঝে সম্ভাবনার পর্যায়ভুক্ত। কাজেই আসল বাদ দিয়ে এর ওপর ফয়সালা দেওয়া যায় না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, তাঁকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি নামাজ পড়েছ কি? এবং তিনি লোকজনকে তাকে সদকা করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, এতগুলো কাজ দুই খুতবার মাঝে বসার এই সংকীর্ণ সময়ে দুষ্কর মনে হয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৭০-৩৭১ হতে সংক্ষেপিত। তবে এই জবাবের (খুতবা শুরু করার পূর্বে এই নামাজ ও কথাবার্তা হয়েছিলো।) ওপর সুনানে দারাকুতনিতে (২/১৫ নং ৯,باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والإمام يخطب) বর্ণিত আনাস রা. এর বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় বনু কায়সের এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি দাঁড়াও দু'রাকাত নামাজ পড়ো। তখন তিনি তার নামাজ হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা হতে বিরত রইলেন।'

এই বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, যখন সুলাইক রা. এসেছিলেন, তখন খুতবা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি খুতবা হতে বিরত হতেছেন।

হজরত কাশ্মীরি (না.মা.) মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত বসা এবং দারাকুতনির এই বর্ণনায় এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর বসা ছিলেন এবং দাঁড়িয়ে খুতবা শুরুর উপক্রম হয়েছিলো এমন অবস্থায় সুলাইক হাজির হলেন, তখন তিনি খুতবা পিছিয়ে দিলেন এবং খুতবা হতে বিরত রইলেন। সামঞ্জস্য বিধানের এই পন্থা অযৌক্তিক নয়। লেখক শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, সুতরাং বর্ণনাকারির বক্তব্য- وكان يخطب এর ব্যাখ্যা হলো, তিনি খুতবা প্রদানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন এবং খুতবা শুরুর উপক্রম হয়েছিলো। দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময়ের জন্য বসার (তাদের) ব্যাখ্যা অপেক্ষা এই ব্যাখ্যাটি অধিক যুক্তিপূর্ণ। والله اعلم

মোটকথা, এটা হলো, সর্বাবস্থায় সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা। আবার এটাকে আপনি পূর্বোক্ত বিবরণ মুতাবেক দুটি জবাবও সাব্যস্ত করতে পারেন। মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৭১।

মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (২/১১০, باب فى الرجل يجيئ يوم الجمعة والإمام يخطب يصلى ركعتين) মুহাম্মদ ইবনে কায়সের বর্ণনায় 'তাঁর দু'রাকাত হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা হতে বিরত হতেছেন' বাক্যের সঙ্গে রয়েছে 'তারপর তিনি খুতবার দিকে ফিরে এসেছেন।' এর অর্থও এটাই বর্ণনা করা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর বসে ছিলেন। দাঁড়ানোর উপক্রম হয়েছিলো, খুতবা প্রায় আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন। তখন সুলাইক রা. উপস্থিত হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পিছিয়ে দিলেন এবং তার দু'রাকাত আদায় করে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা হতে বিরত রইলেন। তারপর খুতবা পুনরায় আরম্ভ করতে গেলেন। -রশিদ আশরাফ।

[৭২০] ১/৯৩, باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والإمام يخطب সুনানে নাসায়ি : ১/২০৮ باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته-সংকলক।

[৭২১] ২/১৫, নং ৯ باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والإمام يخطب হাদিসের শব্দগুলো আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি।

তারপর এই বর্ণনা দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদের ওপর দলিল পেশ করাও জটিল। কখনও তো তাই যে, قم فاركع [৭২২]তথা, 'দাঁড়াও নামাজ পড়' বাক্যের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে সুলাইক রা. এসে বসেছিলেন। তারপর তিনি তাকে দাঁড় করিয়েছিলেন[৭২৩]। স্পষ্ট বিষয় হলো, বসার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ ফওত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ইবনে মাজার[৭২৪] বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, اصليت ركعتين قبل ان تجيئ তথা, আগমনের পূর্বে কি তুমি দু'রাকাত পড়েছিলে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فصل ركعتين এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নির্দেশ দেননি। বরং জুমআর পূর্বেকার সুন্নতের হুকুম দিয়েছিলেন।

সারকথা, এটি ছিলো একটি বিশেষ ঘটনা। যা দ্বারা এই ব্যাপক হুকুম উৎসারণ করা ভুল যে, খুতবা চলাকালে সর্বদা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া মুস্তাহাব। আমাদের ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা হজরত সুলাইক রা. এর ঘটনার জবাব হয়ে যায়[৭২৫]।

---

[৭২২] সহিহ মুসলিম : ১/২৮৭, কিতাবুল জুম'আ -সংকলক।

[৭২৩] বরং সহিহ মুসলিমের (১/২৮৭, কিতাবুল জুম'আ) একটি বর্ণনায় এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে- 'তারপর সুলাইক নামাজ পড়ার পূর্বেই বসে গেছেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দু'রাকাত পড়েছো? লোকটি বললো, না। ফলে তিনি বললেন, দাঁড়াও, দু'রাকাত আদায় করো। -রশিদ আশরাফ।

সারনির্যাস হলো,

১. যতোক্ষণ পর্যন্ত হজরত সুলাইক রা. নামাজ পড়ছিলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব ছিলেন। যেমন মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় (২/১১০في الرجل يجئ يوم) এবং দারাকুতনির (২/১৫, নং ৯ باب في الركعتين اذا جاء الرجل الخ.) বর্ণনায় রয়েছে। আর এই নীরবতার ওপর খুতবার আহকাম জারি হবে না।

২. এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো খুতবা শুরু করার পূর্বে। যেমন, মুসলিমের বর্ণনা (১/২৮৭) দ্বারা বোঝা যায়- সুলাইক আল-গাতফানি রা. জুমআর দিন তখন উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর বসা ছিলেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো তার দরিদ্রতা সাহাবায়ে কেরামের সামনে প্রকাশ করা, যাতে তাঁরা তাকে সাহায্য করতে পারেন। আর এ বিষয়টি প্রকাশ করার সর্বোত্তম পন্থা ছিলো নামাজই।

৪. এই ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার, এতে কোনো ব্যাপকতা নেই। যেটি মৌলিক নীতির মুকাবিলা করতে পারে না।

ওপরযুক্ত চারটি জবাবের বিস্তারিত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৫. একটি জবাব এমনও দেওয়া হয়েছে যে, এই ঘটনাটি তখনকার যখন নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিলো। যেহেতু খুতবা নামাজের পর্যায়ভুক্ত, সেহেতু তাতেও তখন কথাবার্তা এবং নামাজ বৈধ ছিলো। বিস্তারিতভাবে এই জবাবটির জন্য দেখুন আত-তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ২৪৯, باب التنفل حين يخطب الإمام -সংকলক।।

[৭২৪] পৃষ্ঠা : ৭৮ باب ماجاء في من دخل المسجد والإمام يخطب - সংকলক।

[৭২৫] সহিহ বোখারি : ১/১৫৬, كتاب التهجد، باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى বোখারির বর্ণনায় হজরত সুলাইক রা. এর ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য সহিহ মুসলিমে (১/২৮৭, كتاب الجمعة) হজরত সুলাইক রা. এর ঘটনায় নিম্নেযুক্ত আলোচনা রয়েছে- 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, সুলাইক! তুমি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত আদায় করো এবং এ দু'রাকাত সংক্ষিপ্ত করো। তারপর বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিন ইমামের খুতবা চলাকালে উপস্থিত হয়, তখন যেনো দু'রাকাত আদায় করে এবং এগুলো সংক্ষেপে পড়ে নেয়। -সংকলক।

তবে এই মাসআলাটিতে শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের একটি শক্তিশালী দলিল সহিহ বোখারি-মুসলিমে[৭২৬] হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর একটি বাচনিক হাদিস রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احد كم والإمام يخطب اوقد خرج فليصل ركعتين (اللفظ للبخارى)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদানকালে বলেছিলেন, যখন তোমাদের কেউ ইমামের খুতবা চলাকালে অথবা ইমামের বেরিয়ে আসার পর উপস্থিত হয় তবে সে যেনো দু'রাকাত আদায় করে নেয়।' (শব্দরাজি বোখারির)

এই হাদিসটি বাচনিক। এতে হজরত সুলাইক রা. এর ঘটনার সঙ্গে বিশেষিত করার কোনো কথা নেই। বরং এতে ব্যাপক হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে অনেক আলেম বলেছেন যে, এই বর্ণনাটি শু'বা রহ. এর তাফাররুদ বা একক বিবরণ। আমর ইবনে দিনার হতে ওপরযুক্ত ভাষায় হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার ভুল হয়ে গেছে। আসলে এটি ছিলো হজরত সুলাইক রা. এরই ঘটনা। যেটিকে তিনি ভুলক্রমে বাচনিক হাদিস বানিয়ে ফেলেছেন।

'কিতাবুত্ তাতাব্বু' আলাস্ সহিহাইন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন দারাকুতনি রহ.। তাতে সংকলন করেছেন সহিহাইনের বিতর্কিত বর্ণনাগুলো। আর এই বর্ণনাটিও তার অন্তর্ভুক্ত। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'হুদাস্ সারি মুকাদ্দামা ফাতহুল বারিতে' দারাকুতনি রহ.এর মত দলিল সহকারে খণ্ডন করেছেন এবং তাঁর একেকটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। এর আওতায় এ হাদিসের ওপর উত্থাপিত ইমাম দারাকুতনি রহ. এর প্রশ্নের প্রশান্তিদায়ক জবাব দিয়েছেন। তাই ওলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, সহিহ বোখারি-মুসলিমে কোনো জয়িফ বর্ণনা নেই। তাদের সমস্ত হাদিস সহিহ। সুতরাং হজরত জাবের রা. এর বাচনিক হাদিস সম্পর্কে হানাফিদের ওপরযুক্ত জবাব কোনো ক্রমেই সঠিক নয়। আর হতেই বা পারে কিভাবে? কেনোনা, শু'বা রহ. হলেন আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদিস। দলিল প্রমাণ ব্যতীত তার দিকে ভুলের অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং এ হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়। বিশেষত যখন ইবনে হাজার রহ. শু'বা রহ. এর একটি মুতাবে' উল্লেখ করেছেন।[৭২৭]

সুতরাং এ হাদিসের সহিহ জবাব হলো, এই হাদিসটি কোরআনের আয়াত واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا এবং হানাফিদের প্রমাণে উল্লেখিত হাদিসগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এবার যদি সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা

---

[৭২৬] অথচ ইবনে জুরাইজ, ইবনে উয়াইনা, হাম্মাদ ইবনে জায়দ, আইয়্যুব, ওয়ারকা', হাবিব ইবনে ইয়াহইয়া এটাকে আমর ইবনে দীনার হতে বাচনিক হাদিসরূপে বর্ণনা করেন। -দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/২৭৭। -সংকলক।

[৭২৭] তারপর হাফেজ রহ. রাওহ ইবনুল কাসিম রহ., শু'বার মুতাবা'আত করেছেন বলে এর জবাব দিয়েছেন। ইমাম দারাকুতনি রহ. এর মতে তার সুনানে এই মুতাবি'টি স্বীকৃত। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮। ইমাম দারাকুতনি রহ. এই মুতাবি'টি সুনানে দারাকুতনিতে (২/১৫, নং ৮, باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والإمام يخطب) উল্লেখ করেছেন-

حدثنا محمد بن نوح الجنديسا بورى حدثنا الفضل بن العباس الصواف حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيع عن روح بن القاسم وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرا يقول الخ.

এতে বোঝা গেলো রাওহ ইবনুল কাসেম ব্যতীত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও শু'বার মুতাবা'আত করেছেন, বরং সুনানে দারাকুতনিতেই (২/১৪, নং ৩) এই বর্ণনাটি হজরত সুলাইক গাতফানি রা. হতে বর্ণিত আছে। এর সনদে না শু'বার সূত্র রয়েছে, না আমর ইবনে দীনারের। -সংকলক।

অবলম্বন করা হয় তবে বলা যেতে পারে যে, والإمام يخطب দ্বারা يريد الإمام ان يخطب অথবা كاد الإمام ان يخطب উদ্দেশ্য।

আর যদি প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহলে নিষেধাজ্ঞার বর্ণনাগুলো বহু কারণে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

নিষেধাজ্ঞার বর্ণনাসমূহের প্রাধান্যের কারণসমূহ

১. হারামকারি ও বৈধকারির মাঝে মতবিরোধের সময় হারামকারির প্রাধান্য হয়ে থাকে তাই।

২. কেনোনা, নিষেধাজ্ঞার বর্ণনাগুলো কোরআন কর্তৃক সমর্থিত।

৩. নিষেধাজ্ঞার বর্ণনাগুলো সমর্থিত মৌলিক নীতিমালা সমূহ দ্বারা।

৪. এগুলো সমর্থিত সাহাবা ও তাবেয়িনের আমল দ্বারা।[৭২৮]

৫. এগুলোর ওপর আমল করার মধ্যে সর্তকতা বেশি। কেনোনা, তাহিয়্যাতুল মসজিদ কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং এটা বর্জন করলে কারো মতেই গুনাহের কোনো সম্ভাবনা নেই। অথচ সালাত ও কালাম নিষেধের হাদিসগুলো পরিহার করলে গুনাহের আশংকা রয়েছে। হানাফিগণ এ কারণেই নিষেধাজ্ঞার দলিলাদির ওপর আমল করাতেই সতর্কতা অনুধাবন করেছেন। এ কারণেই তারা খুতবার সময় নামাজ মাকরূহ মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ–১৬ : ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় কথা বলা মাকরূহ[৭২৯] (মতন পৃ. ১১৪)

٥١٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا".

৫১২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জুমআর দিন ইমামের খুতবাদান কালে বললো, 'তুমি চুপ করে' সে নিরর্থক কাজ করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আবু আওফা ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা ইমামের খুতবাদান কালে কারো কথাবার্তা বলা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, যদি অন্য কেউ কথা বলে তবে শুধু মাত্র ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিষেধ করবে।

---

[৭২৮] যেমন, উমর, উসমান ও আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে (১/২৮৭) এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য হাদিসও আছরের জন্য দ্রষ্টব্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১১১, من كان يقول اذا خطب الإمام فلا শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৭৮-১৮১ باب الرجل يخطب المسجد يوم الجمعة الإمام يخطب هل ينبغى له ان يركع ام لا؟ يصلى -সংকলক।

[৭২৯] সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

ইমামের খুতবাদান কালে সালামের জবাব ও হাঁচিদাতার জবাব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেক আলেম ইমামের খুতবাদান কালে সালামের জবাব ও হাঁচিদাতার জবাব দেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। এটাই আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাবেয়ি প্রমুখ অনেক আলেম এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

চার ইমামের মতে খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলা বৈধ নয়। অবশ্য শাফেয়ি রহ. এর নতুন বক্তব্য মুতাবেক বৈধ। বৈধতা সম্পর্কে তার দলিল সেসব বর্ণনা যেগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কথাবার্তা বলা প্রমাণিত আছে।[৭৩০]

তারপর হানাফিদের মতে শ্রোতাদের জন্য কথা বলার অনুমতি নেই। তবে দীনি জরুরতে ইমামের জন্য কথা বলার অধিকার রয়েছে।

খুতবার সময় সালাম এবং হাঁচির জবাব দেওয়ারও অনুমতি নেই। তাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আওজায়ি ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ.ও এরই প্রবক্তা। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রমুখ সালামের জবাব প্রদান ও হাঁচিদাতার জবাব প্রদানের প্রবক্তা। তাঁদের দলিল হলো, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব এবং হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া কমপক্ষে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সুতরাং এগুলো বর্জন করার অনুমতি থাকবে না। গরিষ্ঠের দলিল- من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا। এছাড়া নীরব থাকার নির্দেশ সৎকাজের নির্দেশ হিসেবে ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিলো। যখন এটাকেও অনর্থক সাব্যস্ত করা হয়েছে কাজেই এই হুকুমই হবে সালামের জবাব ও হাঁচিদাতার জবাব দেওয়ারও।

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ–১৭ প্রসংগ : শুক্রবার দিন ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া মাকরূহ (মতন পৃ. ১১৪)

٥١٣ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلٰى جَهَنَّمَ".

৫১৩। **অর্থ :** হজরত মু'আজ ইবনে আনাস আল-জুহানি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যাবে সে জাহান্নামের পুল হবে।

---

[৭৩০] শাফেয়ি রহ. বৈধতার স্বপক্ষে কিতাবুল উম্মে এমনভাবে মুখতাসারুল মুজানি আলা হামিশিল উম্মেও রয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল হাকিকের ছেলের ঘাতকদের সম্পর্কে খুতবাতে কথাবার্তা বলেছেন এবং সুলাইক আল-গাতফানি রুকু করার পূর্বে কথা বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পক্ষ্যে শরহুল মুহাজ্জাবে হজরত আনাস রা. এর হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়েছে। তাতে কিয়ামত সম্পর্কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলো। এমনভাবে ইসতিসকা সংক্রান্ত হজরত আনাস রা. এর একটি হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. কিতাবুল উম্মে বলেছেন, 'কেউ যদি ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে কথা বলে তবে আমি তা পছন্দ করি না। তবে তা পুনরায় দোহরাতেও হবে না ....। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কথাবার্তা বলা মাকরূহ। আবার প্রয়োজনের সময় তার অনুমতি আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৮২। সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহ্‌ল ইবনে মু'আজ ইবনে আনাস আল-জুহানি রা. এর হাদিসটি গরিব। এটি আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদ এর হাদিস রূপেই জানি। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা জুমআর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া অপছন্দ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অনেক আলেম রিশদীন ইবনে সাদ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে তাকে সাব্যস্ত করেছেন জয়িফ।

দরসে তিরমিযী

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم[৭৩১] : মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া مكروه। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত। অনেকে এটাকে মাকরূহ তাহরিমি সাব্যস্ত করেছেন, আবার অনেকে মাকরূহ তানজিহি। প্রথম বক্তব্যটিই প্রধান। তবে ইমামের জন্য এর অবকাশ রয়েছে।[৭৩২]

তারপর ঘাড় ডিঙানো সংক্রান্ত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি যদিও জয়িফ, তবে যেহেতু ঘাড় ডিঙানো সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং তা হতে পরহেজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করণ সংক্রান্ত বহু হাদিস রয়েছে,[৭৩৩] সেহেতু এই হাদিসটিরও এক ধরনের শক্তি অর্জিত হয়ে যায়।[৭৩৪] -সংকলক কর্তৃক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْاِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ–১৮ : ইমামের খুতবার সময় এহতেবা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৪)

٥١٤ – عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ".

৫১৪। **অর্থ :** হজরত মু'আজ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের খুতবাদানকালে জুমআর দিন এহতেবা নিষেধ করেছেন।'

---

[৭৩১] জুমআর দিনের সঙ্গে খাস করার বিষয়টি কারো কারো বক্তব্য মতে অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। কারণ, জুমআর দিনে লোকজন বেশি হয়। এটা জুমআর বৈশিষ্ট্য। আর অনেকে বলেছেন, এটা তার মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য খাস করা হয়েছে। আর অনেকে বলেছেন, এটা শর্তের জন্যই। কাজেই জুমআর দিন ব্যতীত অন্য সময় মাকরূহ হবে না। দ্বিতীয়টিই স্পষ্টতর। অনেকে এর ওপরই ক্ষান্ত হয়েছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৮৯,৩৯০ -সংকলক।

[৭৩২] এবং যে কোনো খালি জায়গা পায়নি। জায়গা প্রশস্ত পেতে হলে এক কাতার অথবা দু'কাতার ডিঙিয়ে যেতে হবে। সেখানে ভিড় বেশি। সামনে ফাঁকা জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছে। সেখানে লোকজন বসেনি। তখন তার জন্য তা বৈধ আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৮৯ -সংকলক।

[৭৩৩] দ্র. আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব, كتاب الجمعة، باب الترغيب وباب فى صلاة الجمعة والسعى اليها وما جاء فى فضلها وساعتها الترهيب من تخطى الرقاب يوم الجمعة পৃষ্ঠা : ৫০৩, ৫০৪ -সংকলক।

[৭৩৪] এই অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৮৯-৩৯১। -সংকলক

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। আবু মারহুমের নাম হলো, আবদুর রহিম ইবনে মায়মুন। একদল আলেম জুমআর দিন ইমামের খুতবা চলাকালে দুহাত দ্বারা পায়ের নালা জাড়িয়ে বসা মাকরূহ বলেছেন। আবার অনেকে অনুমতি দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রমুখ। এমতই পোষণ করেন, আহমদ ও ইসহাক রহ.। ইমামের খুতবাদান কালে তাঁরা এহতেবা হয়ে বসাতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না।

দরসে তিরমিযী

نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب[৭৩৫] : এহতেবা হয়ে বসা সাধারণ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।[৭৩৬] তবে জুমআর খুতবার সময় আলোচ্য অনুচ্ছেদের উক্ত হাদিসের আলোকে এটা মাকরূহ মনে হয়।

একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আবু দাউদ[৭৩৭] ইত্যাদির সহিহ হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল জুমআর দিনেও এভাবে বসা মাকরূহ মনে করতেন না। এবার এ বিষয়টিতো অযৌক্তিক মনে হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের এই বিশাল জামাত এ হাদিসটি জানতেন না। তাই কেউ বলেছেন যে, হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে মাকরূহ তানজিহি বুঝানোর জন্য। আবার অনেকে কেউ বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, ঘুমের সম্ভাবনা এবং ওজু ছুটে যাওয়ার আশংকা। আর যেখানে এই কারণ থাকবে না সেখানে বৈধ।[৭৩৮]

ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতিতে ইমাম তাহাবি রহ. সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। সেটি হলো, খুতবা শুরু হওয়ার পর ওপরযুক্ত পদ্ধতিতে বসা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যদি এর পূর্বে এভাবে বসে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেসব সাহাবায়ে কেরাম হতে ওপরযুক্ত পদ্ধতিতে বসা বর্ণিত আছে তারা তা করেছেন খুতবার পূর্বে। সুতরাং এটা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না।[৭৩৯]

---

[৭৩৫] الحبوة শব্দের ح এর ওপর পেশ এবং জের উভয়টি হতে পারে। এর বহুবচন حُبًى-الاحتباء শব্দের ব্যাখ্যা হলো, দুই পা পেটের সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে পদদ্বয়কে বেঁধে বসে পড়া এবং নিতম্বদ্বয় রাখা মাটির ওপর। আবার কখনও কখনও কাপড়ের পরিবর্তে দুহাত দ্বারাও পা জড়িয়ে বসা হয় -নিহায়া -মাজমা'। আর যদি দুহাত এমতাবস্থায় জমিনের ওপর রাখে তবে তাকে বলা হবে اقعاء (কুকুরের মতো বসা) এর ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। নামাজে এর হুকুম সংক্রান্ত আলোচনাও এসেছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৯৩। তবে শর্ত হলো, সতর খুলে যাওয়ার আশংকা না থাকতে হবে, এমনিভাবে অহংকার বা তাকাব্বুরও না থাকতে হবে। -সংকলক।

[৭৩৬] তবে শর্ত হলো, সতর খুলে যাওয়ার আশংকা না থাকতে হবে, এমনিভাবে অহংকার বা তাকাব্বুরও না থাকতে হবে। -সংকলক।

[৭৩৭] হজরত ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস বলেন, আমি মু'আবিয়া রা. এর সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের জুমআর নামাজ পড়ালেন। আমি লক্ষ্য করলাম, মসজিদের অধিকাংশ লোকই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। আমি তাঁদেরকে দেখলাম দুই পায়ের নালা হাতে জড়িয়ে বসে আছেন। অথচ ইমাম খুতবা দিচ্ছেন। আবু দাউদ রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা.ও ইমামের খুতবাদান কালে এভাবে বসতেন। আনাস ইবনে মালেক, শুরাইহ, সা'সা'আহ, হাসান, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইবরাহিম নাখয়ি, মাকহুল, ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাদ এবং নু'আইম ইবনে সাল্লাম বলেন যে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আবু দাউদ বলেছেন, উবাদা ইবনে নুসাই ব্যতীত এটাকে কেউ মাকরূহ বলেছেন বলে আমার কাছে সংবাদ পৌছেনি। ১/১৫৮, باب الاحتباء والإمام يخطب-রশিদ আশরাফ

[৭৩৮] অনেকে জবাব দিয়েছেন যে, নিষেধাজ্ঞার হাদিসটি জয়িফ। আর অনেকে বলেছেন এটি মানসুখ হয়ে গেছে। -হাশিয়া আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২০২, ২০৩।

[৭৩৯] হাশিয়া আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২০৩ -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : মিম্বরে হাত তোলা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৪)

٥١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هٰكَذَا، وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ".

৫১৫। **অর্থ :** হজরত উমারা ইবনে রুয়াইবা হতে বর্ণিত, বিশর ইবনে মারওয়ান একদা খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি দোয়ার মাঝে দুহাত উঠালেন। তখন উমারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ দুটি বেঁটে-খাটো হাতকে কল্যাণ হতে দূরে সরিয়ে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, এরচে' বেশি তিনি হাত উঠাতেন না এবং হুশাইম তর্জনি আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বিষয়টি বুঝালেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

سمعت عمارة بن رويبة، وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيمٌ بالسبابة.[৭৪০]

খুতবার সময় মিম্বরে উঠে দু'হাত তোলা মাকরূহ। শাফেয়ি এবং মালেক রহ. প্রমুখের মাজহাবও এটাই। যদিও অনেক মালেকি প্রমুখ এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর খুতবায় ইসতিসকার[৭৪১] (বৃষ্টি প্রার্থনা করার) সময় দুহাত উত্তোলন করেছেন। অধিকাংশ আলেম এর এই জবাব দেন যে, এই বিচ্ছিন্ন ঘটনায় দু'হাত তোলা ছিলো একটি সাময়িক কারণে।

---

[৭৪০] সারকথা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুহাত উঠাতেন না। না দোয়াতে, না অন্য কিছুতে। তবে শাহাদত আঙুলি দ্বারা কালিমায়ে তাওহিদের দিকে ইঙ্গিত করতেন। সুতরাং বিশর ইবনে মারওয়ান দোয়াতে যে দু'হাত উঠিছেন সেটি ছিলো অবশ্যই প্রত্যাখ্যানযোগ্য বিদ'আত। -আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২০২ -সংকলক।

[৭৪১] বোখারির বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি জুমআর দিন মিম্বরের বিপরীতে অবস্থিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পথঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেনো, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত উত্তোলন করলেন ...। ১/১৩৭, باب الإستسقاء فى المسجد الجامع -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَذَانِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ : জুমআর আজান (মতন পৃ. ১১৫)

٥١٦ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: "كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ".

৫১৬। **অর্থ :** হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা. এর যুগে আজান দেওয়া হতো ইমাম বের হয়ে আসলে এবং নামাজ শুরুর প্রাক্কালে। যখন উসমান রা. এর যুগ এলো তখন তিনি যাওরায় তৃতীয় আজান প্রবর্তন করলেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء[٧٤٢] الثالث على الزوراء[٧৪৩]

نداء ثالث দ্বারা উদ্দেশ্য খুতবার আজানের পূর্বেকার আজান। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এই আজানটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় ছিলো না। তারপর এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এটা সর্ব প্রথম কে আরম্ভ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাফসিরে জুয়াইবির হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর সূচনা করেছিলেন হজরত উমর রা.।[৭৪৪] তবে হাফেজ রহ. এই বর্ণনাটিকে মুনকাতে' সাব্যস্ত করেছেন।[৭৪৫]

---

[৭৪২] এটিকে তৃতীয় বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর ও উমর রা. এর আমলে যে দুটি আজান ছিলো সে দুটির পর বাড়ানো হয়েছে। প্রথম আজানটি হলো, ইমাম কর্তৃক মিম্বরে বসার সময়। আর দ্বিতীয়টি হলো, ইকামত। ইকামতকে আজান বলা হয়েছে প্রবলতার ভিত্তিতে। যেমন, বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে 'দুই আজানের মাঝে নামাজ রয়েছে'। অথবা এ দুটি ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ এ কারণে। সারকথা, উসমান রা. এর আজান তারতিবের দিক দিয়ে প্রথম। অস্তিত্বের দিক দিয়েও প্রথম। তবে এটি তৃতীয় হয়েছে উসমান রা. এর ইজতিহাদ কর্তৃক সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তার বিধিবদ্ধতা প্রকাশ হওয়ার দিক দিয়ে। -উমদাতুল ক্বারি, ফাতহুল বারি হতে সংক্ষেপিত। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪০৫, ৪০৬। -রশিদ আশরাফ সাইফী।

[৭৪৩] الزوراء অনেকে বলেছেন, এটি মসজিদের দরজায় অবস্থিত একটি পাথর। আর কেউ বলেছেন, মদিনার একটি বাজার। আবার কেউ বলেছেন, একটি বাড়ি। প্রথম বক্তব্যটির ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন ইবনে বাত্তাল রহ.। তৃতীয় বক্তব্যটি করেছেন, ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে বলেছেন, তৃতীয় বক্তব্যটিই সেকাহ। উমদাতুল কারিতে (৩/২৯১) এর ব্যাখ্যায় মোট তিনটি বক্তব্য আছে- সর্বমোট সংখ্যা হলো ছয়টি। আল্লামা তূরপশতী রহ. ইবনে মাজার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাতে রয়েছে- 'তৃতীয় আজানটি বাজারের একটি বাড়িতে বৃদ্ধি করেছেন। যাকে বলা হয় জাওরা ...। -সংকলক। তারপর তিনি বললেন, জাওরা মদিনার বাজারে অবস্থিত একটি বাড়ি। এই বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়াতেন মুয়াযযিনগণ। এটিকে যজাওরা করে নাম করণের কারণ, সম্ভবত শহরের বিল্ডিং অপেক্ষা এটি পার্শে পড়ার কারণে। বলা হয়, قوس زوراء তথা, বাঁকা কামান। والله اعلم -আত-তা'লিকুস সাবিহ, -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৯৬।

[৭৪৪] মু'আজ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, উমর রা. দু'জন মুয়াজ্জিনকে মানুষের জন্য মসজিদের বাইরে আজান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাতে লোকজন আজান শুনতে পায়। আবার তাঁর সামনে নববী যুগে ও আবু বকরের আমলের আজানের মতো আজান

অনেকে এর সম্বোধন করেছেন হাজ্জাজ এবং জিয়াদের দিকে।[৭৪৬] তবে গরিষ্ঠসংখ্যক বর্ণনা সমর্থক উসমান রা. কর্তৃক এটা শুরু করার।[৭৪৭]

হজরত উসমান রা. এর এ আমলটিকে বিদ'আত বলা যায় না। কেনোনা, এটা খলিফায়ে রাশিদিনের ইজতিহাদ। যেটি শক্তিশালী হয় ইজমায়ে সাহাবা[৭৪৮] দ্বারা। তাছাড়া আল্লামা শাতিবি রহ. আল-ই'তিসামে[৭৪৯] লিখেছেন, খুলাফায়ে রাশিদিনের কোনো আমল বিদ'আত হতে পারে না। চাই কিতাব ও সুন্নাতে এই আমল সংক্রান্ত কোনো নস বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। কেনোনা, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতের ইত্তেবা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। বলা হয়েছে,

عليكم بسنتى وسنتى الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد [৭৫০]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২১ : মিম্বর হতে ইমাম নামার পর কথা বলা (মতন পৃ. ১১৫)

٥١٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ".

৫১৭। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বর হতে নামতেন, তখন প্রয়োজনে কথা বলতেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি আমরা জানি জারির ইবনে হাজেম সূত্রেই। তিনি আরো বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, জারির ইবনে হাজেম এ হাদিসে ভুল করেছেন। সহিহ হলো, সাবেত-আনাস সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, নামাজ কায়েম হওয়ার সময় হলো, তখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ফলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো কওমের অনেক লোক।

দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর উমর রা. বলেছেন, মুসলমান বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এ আজান উদ্ভাবন করেছি। ফাতহুল বারি : ২/৩২৭, ৩২৮ باب الأذان يوم الجمعة। উমদাতুল কারি : ৬/২১১, باب الأذان يوم الجمعة -সংকলক।

[৭৪৫] ফাতহুল বারি : ২/৩২৮ -সংকলক।

[৭৪৬] আল্লামা ফাকিহানি রহ. উল্লেখ করেছেন, সর্বপ্রথম প্রথম আজান আবিষ্কার করেছেন, মক্কাতে হাজ্জাজ, আর বসরাতে জিয়াদ। -ফাতহুল বারি : ২/৩২৭, باب الأذان يوم الجمعة

[৭৪৭] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী হজরত উসমান রা.ই এই আজানের ধারা আরম্ভ করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাগুলোর জন্য দেখুন মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/২০৬, باب الأذان يوم الجمعة -সংকলক।

[৭৪৮] আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে (৬/২১১, باب الأذان يوم الجمعة) বলেন, আমি বলব, হ্যাঁ। এই আজানটি বাস্তবে প্রথম। তবে উসমান রা. এর ইজতিহাদ মুতাবেক বিধিবদ্ধতার দিক দিয়ে এবং সাহাবায়ে কেরামের মৌন সম্মতি ও প্রত্যাখ্যান না করার দিক দিয়ে এটি তৃতীয়। সুতরাং এর ওপর নীরব ইজমা হয়ে গেলো। ... রশিদ আশরাফ সাইফি।

[৭৪৯] ১/৬২ -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৩৯৮ -সংকলক।

[৭৫০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين -সংকলক।

মুহাম্মদ বলেছেন, আসল হাদিস এটি। জারির ইবনে হাজেম কোনো বিষয়ে অনেক সময় ভুল করে ফেলেন। যদিও তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মদ বলেছেন, হাম্মাদ ইবনে জায়দ হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, আমরা সাবেত আল-বুনানির কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে হাজ্জাজ আস্ সাওয়াফ, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির, আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, 'যখন নামাজের ইকামতের সময় হয় তখন আমাকে দেখার আগ পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িয়ো না।' জারির এখানে ভুল করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে, সাবেত তাদেরকে আনাস রা. সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٥١٨ - عَنْ أَنَسٍ رضـ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامَ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُوْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُوْلِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (له)".

৫১৮। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের ইকামতের পর দেখেছি তার সঙ্গে এক ব্যক্তি তার মাঝে ও কেবলার মাঝে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। লোকটি একাধারে কথা বলছিলো। আমি লোকজনের অনেককে দেখেছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে সে লোকটির খাতিরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر : খুতবার পূর্বে ও পরে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কথাবার্তা বলা বৈধ। ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাবও এটাই। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে খুতবার সূচনা হতে নিয়ে নামাজ শেষ অবধি কোনো সালাম কালাম বৈধ নয়[৭৫১]।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস গরিষ্ঠের দলিল। তবে এই হাদিসটি জয়িফ। এ জন্য স্বয়ং তিরমিযী রহ. বলেন, 'এই হাদিসটি আমরা শুধু জারির ইবনে হাজেম সূত্রেই জানি। তারপর ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম বোখারি রহ. এর বক্তব্যেও বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদিসে জারির ইবনে হামেমের ভুল হয়ে গেছে। আসলে হাদিসটি ছিলো এই-[৭৫২] اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيد النبى صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم 'নামাজের একমত দেওয়া হয়েছে তারপর এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে দীর্ঘ

---

[৭৫১] ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল, হজরত ইবনে উমর রা. এর মারফু' হাদিস- اذا دخل احد كم المسجد... 'যখন তোমাদের কেউ ইমামের মিম্বরে অবস্থানকালে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন ইমামের (নামাজ হতে) অবসর হওয়া পর্যন্ত কোনো সালাতও নেই, কালামও নেই। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৮৪,باب فى من يدخل المسجد والإمام يخطب। এই বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা করেছি আমরা باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والإمام يخطب الخ নামক অনুচ্ছেদে। -সংকলক।

[৭৫২] ইমাম তিরমিযী : ১/৯৪, باب ماجاء فى الكلام بعد نزول الإمام الخ -সংকলক।

আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এমনকি অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এটা ছিলো এশার নামাজের ঘটনা[৭৫৩]। জারির ইবনে হাজেমের ভুল হয়ে গেছে। তিনি এটাকে জুমআর নামাজের ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। আর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিবর্তে একটি ব্যাপক অভ্যাসরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন[৭৫৪]। والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ– ২২ : জুমআর নামাজের কেরাত (মতন পৃ. ১১৭)

٥١٩ – عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى بِنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَؤُهُمَا بِالْكُوْفَةِ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا".

৫১৯। **অর্থ :** হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে বলেছেন, মারওয়ান আবু হুরায়রা রা.কে মদিনার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চলে গিয়েছিলেন মক্কায়। আবু হুরায়রা রা. তখন জুমআর দিন আমাদের ইমামতি করেছিলেন। তিনি সূরা জুমআ পাঠ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করেছিলেন اذا جاءك المنافقون। উবায়দুল্লাহ বলেছেন, তারপর আমি আবু হুরায়রা রা. কে পেলাম। আমি বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা তিলাওয়াত করেন, যে দুটি সূরা আলি রা. কুফায় পাঠ করতেন? তখন আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দুটি সূরা পাঠ করতে শুনেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস, নু'মান ইবনে বশির ও আবু ইনাবা আল খাওলানি রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমআর নামাজে তিলাওয়াত করতেন– سبح اسم ربك الاعلى ও هل اتاك حديث الغاشية।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে হলেন আলি ইবনে আবু তালেব রা. এর منشى।

---

[৭৫৩] মূলপাঠে উল্লেখিত হাদিসের- حتى نعس بعض القوم বাক্যটিও এদিকে ইঙ্গিতবাহী। তাছাড়া হাজ্জাজের বর্ণনায়- اقيمت الصلاة صلاة العشاء الأخرة বাক্য স্পষ্ট রয়েছে। -দেখুন সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৩/২২৪, باب الإمام يتكلم بعد ماينزل من المنبر -সংকলক।

[৭৫৪] তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে (১/১৫৯ باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر) জারিরের হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'আবু দাউদ বলেছেন, এ হাদিসটি সাবেত হতে মা'রূফ নয়। এটি জারির ইবনে হাজেমের একক বিবরণ। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ- ২৩ প্রসংগ : জুমআর দিন ফজরের নামাজে কোন কেরাত পড়বে? (মতন পৃ. ১১৭)

٥٢٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ تَنْزِيْلُ {السجدة} وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ".

৫২০। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন ফজরের নামাজে তিলাওয়াত করতেন الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ ও هَلْ اَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাদ, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এটি সুফিয়ান সাওরি, শু'বা আরো একাধিক ব্যক্তি মুখাওয়াল হতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ : জুমআর আগে পরের নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৭)

٥٢١ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ".

৫২১। **অর্থ :** হজরত সালেমের পিতা হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পর দু'রাকাত আদায় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নাফে' সূত্রে ইবনে উমর রা. হতেও এটি বর্ণিত আছে। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

٥٢٢ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ".

৫২২। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. যখন জুমআর নামাজ আদায় করতেন, তখন ঘরে ফিরে এসে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। তারপর তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٥٢٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".

৫২৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যে জুমআর পর নামাজ আদায় করতে চায় সে যেনো চার রাকাত আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

হাসান ইবনে আলি-আলি ইবনে মাদীনি-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা সুহাইল ইবনে আবু সালেহকে হাদিসের ক্ষেত্রে সেকাহ মনে করতাম।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমআর পূর্বে চার রাকাত, পরে চার রাকাত আদায় করতেন।

হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমআর পরে দু'রাকাত তারপর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন

হজরত সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে মুবারক রহ. ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য মতো মত পোষণ করেছেন।

হজরত ইসহাক রহ. বলেছেন, জুমআর দিন যদি মসজিদে নামাজ পড়ে তাহলে চার রাকাত পড়বে। আর যদি ঘরে পড়ে তবে পড়বে দু'রাকাত। তিনি দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পরে ঘরে দু'রাকাত পড়তেন। আর ইবনে উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে জুমআর পর দু'রাকাত আদায় করতেন। এ দু'রাকাতের পরে পড়তেন আরো চার রাকাত।

হজরত ইবনে আবু উমর, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-ইবনে জুরাইজ-আতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর রা.কে দেখেছি তিনি জুমআর পর দু'রাকাত নামাজ পড়েছেন। এরপর আরো চার রাকাত আদায় করেছেন।

হজরত সাইদ ইবনে আবদুর রহমান মাখজুমি-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আমর ইবনে দিনার হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জুহরি অপেক্ষা সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণনাকারি আমি আর কাউকে দেখিনি। আমি আর কাউকে দেখিনা যে, দিনার-দিরহাম তথা টাকা পয়সা তার কাছে সবচেয়ে তুচ্ছ। দিনার-দিরহাম তার কাছে ছিলো বিষ্ঠার মতো।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আবু উমরকে আমি বলতে শুনেছি, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি যে, আমর ইবনে দিনার ছিলেন, জুহরির চেয়ে বয়সে বড়।

দরসে তিরমিযী

عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين

জুমআর আগে পিছে সুন্নত সম্পর্কে কিছু আলোচনা

হানাফিদের মতে জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামাজ সুন্নত। অধিকাংশ ইমাম এর প্রবক্তা। অবশ্য শাফেয়িদের মতে জুমআর পূর্বে দু'রাকাত সুন্নত। যেমন, তাদের মতে জোহরের মধ্যেও দু'রাকাত সুন্নত। যাই হোক, সমস্ত ইমাম একমত জুমআর পূর্বে নামাজ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. কাবলাল জুমআ সুন্নত বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জুমআর পূর্বে কোনো নামাজ পড়া প্রমাণিত নয়। বরং বিভিন্ন বর্ণনায়[৭৫৫] এসেছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর জন্য যখন তাশরিফ আনতেন তাঁর তাশরিফ আনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই খুতবা শুরু হয়ে যেত। সুন্নত পড়ার কোনো সুযোগই আসতো না। জোহরের সুন্নতের ওপর এটাকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কেনোনা, কিয়াস দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হয় না।

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এ দাবি সঠিক নয়। কেনোনা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এসেই খুতবা আরম্ভ করতেন- এখানে এটার সম্ভাবনা পরিপূর্ণ রয়েছে যে, তিনি ঘর হতে সুন্নত পড়ে আসতেন। তাছাড়া অনেক বর্ণনা দ্বারা জুমআ পূর্ববর্তী সুন্নত প্রমাণিত হয়। সুনানে ইবনে মাজাহতে[৭৫৬] হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে,

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة اربعا لا يفصل فى شيئ منهن.

'জুমআর পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোরূপ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন।'

এই হাদিসটি যদিও সনদগত ভাবে জয়িফ[৭৫৭]। তবে সাহাবায়ে কেরামের আছরগুলো এর সমর্থন করে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, إنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا[৭৫৮]

ইমাম তাহাবি রহ. মুশকিলুল আছারে হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন,[৭৫৯] من كان مصليا فليصل قبل الجمعة وبعدها أربعا' কেউ যদি নামাজ পড়ার থাকে, সে যেনো জুমআর পূর্বাপরে চার রাকাত

---

[৭৫৫] সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (৩/২০৫, كتاب الجمعة، باب الإمام يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن عن الاذان فيخطب) ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুমআর দিন বের হতেন তারপর মিম্বরের ওপর বসতেন তখন বিলাল রা. আজান দিতেন। এতে قعد على المنبر বাক্যটির ওপর ف প্রবিষ্ট হয়েছে। এটি বিলম্বহীন তারতিববোধক। এর আলোকে হাদিসের অর্থ এটাই হয় যে, তিনি যখন মসজিদে তাশরিফ আনতেন তৎক্ষণাতই খুতবার জন্য মিম্বরের ওপর তাশরিফ রাখতেন। -সংকলক।

[৭৫৬] পৃষ্ঠা : ৭৯, با ماجاء فى الصلاة قبل الجمعة -সংকলক।

[৭৫৭] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪১৪ -সংকলক।

[৭৫৮] হাফেজ জায়লায়ি রহ. মু'জামে তাবারানি আওসাত সূত্রে এই বর্ণনাটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকাত ও জুমআর পরে চার রাকাত আদায় করতেন। তাছাড়া মু'জামে আওসাতের বরাতে এই ক্রিয়াবাচক বর্ণনাটি হজরত আলি রা. হতেও মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন শাব্দিক কিছু পরিবর্ধনসহ। -দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/২০৬, باب صلاة الجمعة، احاديث سنة الجمعة-সংকলক।

[৭৫৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪১৩।

আদায় করে। তবে এটাও যদিও জয়িফ,[৭৬০] তবুও সর্বাবস্থায়ই যথেষ্ট সমর্থনের জন্য। (তাছাড়া হজরত সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে- صلى اربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين رواه ابن سعد فى الطبقات 'তিনি জুমআর জন্য ইমামের বের হয়ে আসার পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়েছেন। তারপর ইমামের সঙ্গে আদায় করেছেন জুমআর দু'রাকাত।' এটি ইবনে সাদ তার তাবাকাতে বর্ণনা করেছেন। -নসবুর রায়াহ : ২/২০৭। -সংকলক।)

আর মুসলিম শরিফে[৭৬১] আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা দ্বারাও কাবলাল জুমআর সুন্নত নামাজের ব্যাপারে দলিল মেলে- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت الخ. অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গোসল করলো, তারপর জুমআয় হাজির হলো, তারপর তার ভাগ্যে যা আছে সে পরিমাণ নামাজ আদায় করলো, তারপর নীরব রইলো ...।

সারকথা, এসব বর্ণনা ও আছরের সমষ্টি দ্বারা বোঝা যায় যে, জুমআর পূর্বেকার মুয়াক্কাদা-স্থায়ী নামাজগুলো ভিত্তিহীন নয়। বরং এগুলোর দলিলাদি বিদ্যমান রয়েছে।[৭৬২] তাছাড়া জোহরের ওপর কিয়াসের দাবিও হলো, চার রাকাত হওয়া জুমআর পূর্বেও।

মতপার্থক্য রয়েছে জুমআ পরবর্তী সুন্নত সম্পর্কে। শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মতে জুমআর পরে শুধু দু'রাকাত সুন্নত। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত ইবনে উমর রা. এর মারফু' হাদিসটি- انه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين তাদের দলিল

আবু হানিফা রহ. এর মতে জুমআর পর চার রাকাত সুন্নত[৭৬৩]। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' সহিহ হাদিসটি- من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل اربعا তাদের দলিল

তাদের আরও দলিল হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর আমল- إنه كان يصلى قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا[৭৬৪] তথা, তিনি জুমআর পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত আদায় করতেন।

---

[৭৬০] তবে তাহাবিতে (১/১৬৪, ১৬৫, باب تطوع الليل والنهار كيف هو) জাবালা ইবনে সুহাইম হজরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বলেন, 'তিনি জুমআর পূর্বে চার রাকাত আদায় করতেন। এগুলোর মাঝে সালাম দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতেন না।' এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আল্লামা নিমবি রহ. বলেন, 'ইমাম তাহাবি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ।' আছারুস্ সুনান : ২৪৭, باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها-সংকলক।

[৭৬১] ১/২৮৩, فصل من اغتسل اوتوضأ وصلى ما قدر له الخ -সংকলক।

[৭৬২] হাফেজ জায়লায়ি রহ. জুমআর পূর্বের সুন্নত দলিলার্থে সুলাইক রা. এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন সুলাইক আল-গাতফানি হাজির হলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার আসার পূর্বে কি তুমি দু'রাকাত আদায় করেছ? জবাবে তিনি বললেন, না। শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে দু'রাকাত আদায় করো। ... নসবুর রায়াহ : ২/২০৬, باب صلاة الجمعة، احاديث سنة الجمعة-সংকলক।

[৭৬৩] শাফেয়ি রহ. এর একটি বক্তব্য অনুরূপ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪১১ -সংকলক।

[৭৬৪] তিরমিযী : ১/৯৫, باب فى الصلاة قبل الجمعة او بعدها এই বর্ণনাটি আমরা পেছনে নসবুর রায়ার (২/২০৬) বরাতে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া এর সমার্থবোধক একটি বর্ণনা হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে। এর সূত্রও পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে জুমআর পর ছয় রাকাত সুন্নত। তাদের দলিল, হজরত আতা রহ. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি- قال رايت ابن عمر رضى الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد الجمعة اربعا 'তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর রা. কে জুমআর পরে দুই রাকাত এবং পরে চার রাকাত পড়তে দেখেছি। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ. হজরত আলি রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, انه امر ان يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا[৭৬৫]

আল্লামা ইবরাহিম হালাবি রহ. মুনইয়াতুল মুসল্লির ব্যাখ্যাগ্রন্থে হানাফিদের মধ্য হতে[৭৬৬] ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্যের ওপর ফতওয়া দিয়েছেন। কেনোনা, এটি ব্যাপক বক্তব্য। আর এটি অবলম্বন করলে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায় জুমআর পর চার রাকাত[৭৬৭] ও দু'রাকাত[৭৬৮] বিশিষ্ট সমস্ত বর্ণনার মাঝে।

তারপর এই চার রাকাতের তারতিব সম্পর্কে মাশায়িখের মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক হানাফি আলেম প্রথমে চার রাকাত এবং পরে দু'রাকাত পড়ার প্রবক্তা[৭৬৯]। আর অনেকে এর বিপরীত সুরতকে উত্তম সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ, প্রথমে দু'রাকাত ও পরে চার রাকাত। এটি সমর্থিত শাহ সাহেব রহ. সর্বশেষ বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেনোনা, হজরত আলি রা.[৭৭০] ও ইবনে উমর রা.[৭৭১]-এর আছর দ্বারা।[৭৭২]

---

[৭৬৫] মু'জামে তাবারানি কাবিরে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে জুমআর পর চার রাকাত আদায়ের কথা শিক্ষা দিয়েছেন যে পর্যন্ত না আমরা আলি রা. কে ছয় রাকাতের কথা বলতে শুনেছি। আবু আবদুর রহমান বলেন, 'আমরাতো ছয় রাকাত পড়ি।' -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৯৫, باب فى سنة الجمعة ব্যতীত একটি বর্ণনা দ্বারা এমন বোঝা যায় যে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর আমলই হয়ে গিয়েছিলো পরবর্তীতে জুমআর পর ছয় রাকাত আদায়। হজরত কাতাদা ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ রা. জুমআর পর ছয় রাকাত আদায় করতেন। হায়ছামি বলেছেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন, কাতাদা ইবনে মাসউদ রা. হতে শ্রবণ করেননি।' -আজ জাওয়ায়িদ লিল হায়ছামি : ২/১৯৫, রশিদ আশরাফ।

[৭৬৬] কবিরি নামে প্রসিদ্ধ গুনইয়াতুল মুসতামলি শরহে মুনইয়াতুল মুসল্লিতে (৩৮৯, فل فى النو افل) আছে- আবু ইউসুফ রহ. এর মতে সুন্নত হলো জুমআর পর ছয় রাকাত। এটি হজরত আলি রা. হতেও বর্ণিত। উত্তম হলো, বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়া, এরপর দু'রাকাত আদায় করা। -সংকলক।

[৭৬৭] اذا صلى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعا-সুনানে নাসায়ি : ১/২১০, باب عدد الصلاة بعد الجمعة فى المسجد- সংকলক।

[৭৬৮] ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত ঘরে পড়তেন। -সুনানে নাসায়ি : ১/২১০ باب صلاة الامام بعد الجمعة -সংকলক।

[৭৬৯] এ মাজহাবই ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম তাহাবি রহ. এর। এজন্য ইমাম তাহাবি রহ. লিখেন, 'আমার ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, জুমআর পর যে সুন্নত তরক করা উচিত নয়, এমন হলো ছয় রাকাত। এটা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব। তবে তিনি বলেছেন, আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো, চার রাকাত দিয়ে শুরু করা তারপর দু'রাকাত আদায় করা। কারণ, এতে জুমআর পর অনুরূপ নামাজ (দু'রাকাত)- যা নিষিদ্ধ তা হতে বিরত থাকা হয়। তারপর ইমাম তাহাবি রহ. স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রা. জুমআর পর অনুরূপ নামাজ পড়া মাকরূহ মনে করতেন। আবু জা'ফর তাহাবি রহ. বলেছেন, এজন্য ইমাম আবু ইউসুফ রহ. দু'রাকাতের পূর্বে চার রাকাত পড়া মুস্তাহাব মনে করেছেন। কারণ, চার রাকাত দু'রাকাতের মত নয়। সুতরাং তিনি জুমআর অনুরূপ দু'রাকাত চার রাকাতের পূর্বে আদায় করা মাকরূহ মনে করেছেন। কারণ, দু'রাকাত জুমআর দু'রাকাতের মতো। -শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৬৬, باب التطوع بعد الجمعة كيف هو -রশিদ আশরাফ।

[৭৭০] হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি জুমআর পর দু'রাকাত পড়ে তারপর দু'রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। -তিরমিযী : ১/৯৫, باب فى الصلوة قبل الجمعة وبعدها।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৫ : যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকাত পায় (মতন পৃ. ১১৮)

٥٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

৫২৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যে এক রাকাত নামাজ পেল, সে নামাজ অর্জন করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, যে জুমআর এক রাকাত পায় সে এর সঙ্গে আরেক রাকাত মিলিয়ে আদায় করবে। আর যে, লোকজনকে বসা অবস্থায় পায় সে পড়বে চার রাকাত।

সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصـــلاة. ইমামত্রয় ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.[৭৭৩] এর মাজহাব হলো, যদি কোনো ব্যক্তি জুমআর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পর শরিক হয় তাহলে তার ওপর জোহরের নামাজ ওয়াজিব। فيصلى اربعا ظهرا ويبنى من غير استئناف 'সুতরাং সে চার রাকাত জোহর পড়বে এবং বিনা করবে, দরকার নেই নতুনভাবে পড়ার।'

আবু হানিফা রহ. ও আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি শেষ বৈঠকে সালামের আগে আগে অংশ গ্রহণ করে তাহলে দুই রাকাতই জুমআ হিসেবে পড়বে।

ইমামত্রয় আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বিপরীত অর্থ দ্বারা দলিল পেশ করেন।

এখানে জুমআর কথা নাসায়ির[৭৭৪] বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও আবু হানিফা রহ. এর দলিল হজরত আবু হুরায়রা রা. এর অন্য আরেকটি মারফু' হাদিস। তাতে এরশাদ রয়েছে- اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادر كتم فصلوا وما فاتكم

---

[৭৭১] আতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. যখন জুমআর নামাজ আদায় করতেন, তারপর ছয় রাকাত আদায় করতেন। প্রথমে দুই রাকাত তারপর ছয় রাকাত। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৩২, من كان يصلى بعد الجمعة ركعتين-সংকলক।

[৭৭২] তাছাড়া ইবনে মাসউদ রা. এর আমলও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে হাবিব বলেন, আবদুল্লাহ চার রাকাত পড়তেন। হজরত আলি রা. এর আগমনের পর ছয় রাকাত তথা দু'রাকাত ও চার রাকাত পড়েছেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৩২ -সংকলক

[৭৭৩] ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে দুটি বর্ণনা আছে- একটি বর্ণনা জমহুরের মতো। অপরটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতো। -বাদায়িউস্ সানায়ি' : ১/২৬৭ -সংকলক।

[৭৭৪] ১/২১০, من ادرك ركعة من صلاة الجمعة নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে জুমআর নামাজের এক রাকাত পেল সে জুমআ পেল। -সংকলক।

فاتموا[৭৭৫] 'তোমরা যখন নামাজে উপস্থিত হও তখন অবশ্যই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো। যতোটুকু পাও তা আদায় করো। আর যতোটুকু ফওত হয়ে যায় তা পূর্ণ করো।

এতে জুমআ ও গাইরে জুমআর কোনো ব্যবধান নেই। তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিলের যে বিষয়টি তার জবাব হলো, এতে মাফহুমে মুখালিফ দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছে। অথচ মাফহুমে মুখালিফ আমাদের মতে দলিল নয়।[৭৭৬]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ : জুমআর দিন কায়লুলা প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৮)

৫২৫ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ "مَا كُنَّا نَتَغَدّٰى فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَقِيْلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ".

৫২৫। **অর্থ :** হজরত সাহ্ল ইবনে সাদ রা. বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সকালের খাবার খেতাম ও কেবল জুমআর পরেই দুপুরের কায়লুলা করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহ্ল ইবনে সাদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : জুমআর দিন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে সে তার আপন স্থান হতে সরে পড়বে (মতন পৃ. ১১৮)

৫২৬ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ".

৫২৬। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে সে যেনো সরে পড়ে তার সে জায়গা হতে।

---

[৭৭৫] সহিহ বোখারি : ১/৮৮, كتاب الاذان باب ما ادركتم فصلوا وما فاتكم-সংকলক।

[৭৭৬] তাছাড়া এই বর্ণনার বাহ্যিক অর্থের ওপর কারো আমল নেই। কারণ, এর বাহ্যিক অর্থ দলিল করে যে, শুধু এক রাকাত যে পাবে পূর্ণ নামাজ সে পেয়ে যাবে। যার দাবি হলো, তাকে দ্বিতীয় রাকাত পড়তে হবে না। সুতরাং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। فقد ادرك الصلوة দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজের ফজিলত অথবা নামাজের হুকুম পেয়ে যাবে। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ : জুমআর দিন ভ্রমণ প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৮)

٥٢٧ م – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُّ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ".

৫২৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.কে এক সারিয়্যাতে প্রেরণ করেছেন। সেদিনটি ছিলো শুক্রবার। তখন তাঁর সঙ্গীগণ সকালেই বেরিয়ে পড়েন। আর তিনি বললেন, আমি পেছনে রয়ে যাবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়বো। তারপর যেয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবো। নামাজের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে তুমি সকালে চলে যেতে কী বাধা ছিলো? জবাবে তিনি বললেন, আমি মনস্থ করেছিলাম, আপনার সঙ্গে নামাজ পড়বো তারপর তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো। এতদশ্রবণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি জমিনের সব কিছু তুমি আল্লাহর পথে ব্যায় করো তবুও তাদের সকালে রওয়ানা করার ফজিলত পাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। এই সূত্রেই কেবল আমরা এটি জানি।

হজরত আলি ইবনুল মাদীনি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ বলেছেন, আর শু'বা বলেছেন, হাকাম মিকসাম হতে শুধুমাত্র পাঁচটি হাদিস শুনেছেন। সেই পাঁচটি হাদিস শু'বা গননা করেছেন। এই হাদিসটি শু'বার শুমারকৃত হাদিসগুলোর মধ্যে নেই। যেনো এই হাদিসটি হাকাম মিকসাম হতে শুনেননি।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরাম জুমআর দিনে সফর সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে নামাজের ওয়াক্ত আসার পূর্বে জুমআর দিন সফরে বের হওয়াতে কোনো দোষ মনে করেন না। আর অনেকে বলেছেন, সকাল হয়ে গেলে জুমআর নামাজ পড়ার আগে বেরুবে না।

জুমআর দিন সূর্য হেলার পূর্বে সফরে যাওয়া জমহুরের মতে বিনা মাকরূহ বৈধ। চাই জুমআর নামাজ প্রাপ্তির আশা হোক বা না হোক। অবশ্য যার ওপর জুমআ ওয়াজিব এমন ব্যক্তির জন্য সূর্য হেলার পর জুমআর নামাজ

আদায়ের পূর্বে সফরে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমি।[৭৭৭] তবে ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সূর্য হেলার পূর্বেও সফরে যাওয়া এমন মাকরূহ যেমন সূর্য হেলার পর।[৭৭৮]

ইমামত্রয়ের মাজহাবের অনুকূল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। তাছাড়া উমর রা. এর আছর[৭৭৯] এবং তাদের সমর্থন করে আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহ রা.[৭৮০] এর আমলও।

---

[৭৭৭] রদ্দুল মুহতারে রয়েছে- তবে সে সুরত ব্যতিক্রমভুক্ত করা উচিত, যখন তার সঙ্গী-সাথি ফওত হয়ে যায়, যদি সে নামাজ আদায় করতে আরম্ভ করে এবং তার পক্ষে যাওয়াও সম্ভব না হয়। গভীরভাবে চিন্তা করুন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৩ -সংকলক।

[৭৭৮] আয়েশা রা. এর একটি মওকূফ বর্ণনা দ্বারা আহমদ রহ. এর মাজহাবের সমর্থন হয়। তিনি বলেছেন, যখন তোমাকে জুমআর রাত্র পাবে তখন জুমআ পড়া ব্যতীত (ঘর হতে) বের হয়ো না। এই বর্ণনাটির জন্য এবং তাবেয়িনের অন্যান্য আছারের জন্য দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১০৬, من كره اذا حضرت الجمعة ان يخرج حتى يصلى الجمعة -সংকলক।

[৭৭৯] হজরত আসওয়াদ ইবনে কাইস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উমর রা. বলেছেন, জুমআ সফর হতে বারণ করে না। -সংকলক। সালেহ ইবনে কায়সান হতে বর্ণিত যে, আবু উবায়দা রা. তাঁর কোনো সফরে জুমআর দিন বেরিয়ে ছিলেন, জুমআর অপেক্ষা করেননি। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১০৫, من رخص فى السفر يوم الجمعة মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে : ৩/২৫০, নং ৫৫৩৬, باب رخص فى السفر يوم الجمعة একটি বর্ণনায় উমর রা. এর বক্তব্য বর্ণিত আছে, জুমআ তোমাকে সফর হতে বারণ করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এর ওয়াক্ত না হয়।

ইমাম জুহরি রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন চাশতের সময় নামাজের পূর্বে সফরে রওয়ানা করেছেন। ৩/১৫১, নং ৫৫৪০ -সংকলক।

[৭৮০] প্রাগুক্ত।

أَبْوَابُ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদ অধ্যায় (৫)

দরসে তিরমিযী

عِيْدٌ শব্দটি গৃহীত عَادَ يَعُوْدُ হতে। এটি ছিলো عِوْدٌ । واو সাকিন এবং এর পূর্বে জের থাকার কারণে ওয়াওকে يا দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন,مِيْزَانٌ। এর বহুবচন আসে أَعْيَادٌ। উচিত ছিল নিয়ম অনুসারে أَعْوَادٌ হওয়া। তবে عود তথা, লাকড়ির বহুবচন হতে পার্থক্য করার জন্য এর বহুবচন أَعْيَادٌ হয়।

১. অনেকে বলেছেন, عيد কে ঈদরূপে নাম করণ করা হয় বার বার ফিরে আসার কারণে।

২. আবার অনেকে বলেছেন, এটির প্রকরণ ঘটেছে عيد হতে। এর এই নামকরণের কারণ হলো, ঈদে প্রচুর পরিমাণ খুশবুদার লাকড়ি জ্বালানো হয়। তবে বিশুদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, এটি عاد يعود হতে গৃহীত। এর নামকরণ করা হয়েছে শুভলক্ষণ রূপে। যেনো, এটি একটি দোয়া- আল্লাহ করুন এই দিনটি যেনো বারবার ফিরে আসে। যেমনিভাবে কাফেলার নাম শুভলক্ষণরূপে কাফেলা রাখা হয়েছে।[৭৮১] অনেক সময় এই শব্দটি সাধারণ খুশির দিনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, একজন কবি বলেন,

عيد وعيد وعيد صرن مجتمعة * وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة

'ঈদ ঈদ ঈদ তথা, তিন ঈদ একত্রিত হয়েছে- প্রেমাস্পদের চেহারা, ঈদের দিন ও জুমআর দিন।'

প্রতিটি ধর্মে কিছু দিন আনন্দ-ফুর্তির জন্য নির্ধারিত থাকে। তবে ইসলাম পূর্ণ বছরে শুধু দুটি দিবস নির্ধারিত করেছে। আর এ দুটি দিনও সুমহান ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতার সময় বিধিবদ্ধ হয়েছে। ঈদুল ফিতরের সময় রমজানের রোজা পূর্ণাঙ্গ হয়। ঈদুল আজহার সময় হজ পরিপূর্ণ হয়। তারপর অন্যান্য ধর্মের বিপরীত এই দুটি দিবসকেও ইবাদতে পরিণত করা হয়েছে। দু'রাকাত ঈদের নামাজ দ্বারা এর সূচনাই হয়।

প্রসংগ : ঈদের নামাজ ওয়াজিব

ঈদের নামাজ আবু হানিফা রহ. এর মতে ওয়াজিব। হানাফি ফকিহগণ এটাকে জাহেরি বর্ণনা সাব্যস্ত করে এর ওপর ফতওয়া দিয়েছেন। আবু হানিফা রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবও অনুরূপ। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.ও এটা অবলম্বন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ. এর মতে ঈদের নামাজ ফরজে কিফায়া। ইমাম মালেক রহ. এর এক বর্ণনা অনুরূপ। এটাই অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীর মাজহাবও।

কোরআন ও হাদিস দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার সমর্থন হয়।

১. فصل لربك وانحر এতে প্রসিদ্ধ তাফসির অনুযায়ী صل দ্বারা উদ্দেশ্য ঈদের নামাজ পড়ুন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৬। আরো দেখুন রূহুল মা'আনি, পারা : ৩০, পৃষ্ঠা : ২৮৪, সূরা কাওসারের তাফসির।

---

[৭৮১] নামকরণের সর্বোত্তম ও সুন্দরতম কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রচুর নেয়ামত তাতে থাকার কারণে এটাকে ঈদ বলা হয়। -সংকলক।

২. হাদিস সমূহে মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার তরক ব্যতীত সর্বদা দুই ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। যেমন, হজরত আবু সাইদ খুদরি রহ. এর হাদিসে আছে- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى الى المصلى فيصلى بالناس 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ময়দানে বেরিয়ে আসতেন, সেখানে লোকজনকে নিয়ে নামাজ পড়তেন...। -সুনানে নাসায়ি : ১/২৩৩, استقبال الإمام بالناس بوجهه فى الخطبة

৩. সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মতের আমলও ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

৪. অনেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী لتكبروا الله على ما هداكم আয়াত (নং ১৮৫, সূরা বাকারা, পারা : ২) দ্বারাও বাস্তবে ঈদের নামাজ উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশকে ওয়াজিবের জন্য স্বীকার করেছেন। এই আয়াতটি সূরা বাকারাতে রোজার আলোচনায় এসেছে। অথচ সূরা হজ্জে (আয়াত নং ৩৭, পারা : ১৭) ওয়াও ব্যতীত কুরবানি এবং হজ্জের আলোচনায় এসেছে। প্রথম স্থানে ঈদুর ফিতরের নামাজের বিধিবদ্ধতা ও আবশ্যকতা এবং দ্বিতীয় স্থানে ঈদুল আজহার বিধিবদ্ধতা ও ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত মনে হয়।

بَابُ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : দুই ঈদে পায়ে হেঁটে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৯)

٥٣٠ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ".

৫৩০। **অর্থ :** হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেছেন, পায়ে হেঁটে ঈদের দিকে বেরিয়ে যাওয়া এবং নামাজের আগে কিছু খাওয়া করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। অধিকাংশ আলেমের মতে এই হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া, এমনভাবে ঈদের দিকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া মনে করেন মুস্তাহাব।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বিনা ওজরে কোনো যানবাহনের ওপর আরোহণ না করাও مستحب।

জুমআ ও দুই ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। বিনা ওজরে বাহনের ওপর আরোহণ করে যাওয়া যদিও সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ; তবে অনুত্তম। অন্যান্য নামাজেরও এটাই বিধান। যেমন, فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون[৭৮২] সমর্থন হয় এর দ্বারা।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে তিরমিযী রহ. যদিও হাসান বলেছেন, তবে বাস্তবে এটি জয়িফ। কেনোনা, এটি হারেস আ'ওয়ার হতে বর্ণিত। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য হাদিসের অর্থের বিষয়টি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আলেমের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন, আমি উল্লেখ করেছি ইতোপূর্বে।

---

[৭৮২] সহিহ বোখারি : ১/১২৪, باب المشى الى الجمعة-সংকলক।

যদিও কোনো সহিহ হাদিস ঈদের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফজিলত সংক্রান্ত বর্ণিত নেই। তবে জুমআর জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফজিলত সংক্রান্ত অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত আছে।[৭৮৩]

بَابُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ–৩১ : খুতবার পূর্বে দুই ঈদের নামাজ

৫৩১ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُونَ.

৫৩১। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা. দুই ঈদে খুতবার পূর্বে নামাজ আদায় করতেন তারপর খুতবা দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, দুই ঈদের নামাজ হবে খুতবার পূর্বে। বলা হয় যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম নামাজের পূর্বে সর্ব প্রথম খুতবা দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

حدثنا محمد بن المثنى عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون.

এ ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদিন, ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ উম্মত একমত যে, দু'ঈদের খুতবা নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর সুন্নত। অবশ্য হানাফি এবং মালেকিদের মতে যদি নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদান করে ফেলে তবুও দুরস্ত আছে। এটা যদিও খেলাফে সুন্নত এবং مكروه[৭৮৪]।

---

[৭৮৩] সুনানে নাসায়িতে (১/২০৫, باب فضل المشى الى الجمعة) হজরত আউস ইবনে আউস রা. এর একটি মারফূ' হাদিস রয়েছে- 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করলো ও করালো এবং সকাল সকাল উঠলো ও রওয়ানা করলো, আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে চললো এবং ইমামের নিকটবর্তী হলো ও নীরব থাকলো, কোনোরূপ নিরর্থক কথা বা কাজ করলো না, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের আমলের সাওয়াব হবে।' তাছাড়া ফজিলত সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিসের জন্য দেখুন- আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ১/৪৮৬ -৪৮৮, (الترغيب فى صلاة الجمعة والسعى اليها) -সংকলক।

[৭৮৪] এসব ব্যাখ্যা মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৭ হতে গৃহীত। শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে যদি নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়ে দেয় তাহলে নামাজ দুরুস্ত আছে। খুতবা নেই এর মতো (ধর্তব্য হবে)। এজন্য বিন্নৌরি রহ. লেখেন, 'তবে শাফেয়িদের মতে নামাজ সহিহ, খুতবা ধর্তব্য হবে না, ব্যক্তিটি গুনাহগার হবে। -শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৫। ইমাম আহমদের মাজহাবও অনুরূপ। মুগনি : ২/২৪৪। মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৭, ৪২৮ -সংকলক।

ويقال ان من اول من خطب قبل الصلوة مروان بن الحكم.[৭৮৫] এর দ্বারা বোঝা যায়, ঈদের নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদান সর্ব প্রথম আরম্ভ করেছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। অথচ অন্য এক বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, এ কাজটি করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.[৭৮৬]। আর এক বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, এ কাজটি সর্বপ্রথম করেছেন, উসমান ইবনে আফ্ফান রা.[৭৮৭]। অনেক বর্ণনায় এ ব্যাপারে হজরত মু'আবিয়া রা.[৭৮৮], আবার অনেক বর্ণনায় জিয়াদের নাম এসেছে[৭৮৯]। এমনভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়। তাছাড়া খুতবার বৈধতা বোঝা যায় ঈদের নামাজের পূবে।

এর জবাবে অনেক আলেম তাদের সম্পর্কে বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে কালাম করেছেন[৭৯০]। অনেকে বলেছেন, মূলত হজরত উসমান রা. দূর-দূরান্ত হতে আসন্ন লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে আগে খুতবা দিয়েছেন। যাতে পরবর্তীতে আগত লোকজন নামাজে শরিক হতে পারে। এ কারণে তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

[৭৯১] ذاول من خطب قبل الصلاة عثمان (رضــ) صلى بالناس ثم خطبهم يعنى على العادة، أى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أى صار يخطب قبل الصلاة.

'উসমান রা. নামাজের পূর্বে প্রথমে খুতবা দিয়েছেন। তিনি লোকদের নামাজ পড়িয়েছেন। তারপর লোকদের খুতবা দিয়েছেন। অর্থাৎ, রীতি মুতাবেক। তারপর দেখলেন কিছু সংখ্যক লোক নামাজ পায়নি। তারপর তিনি তা করলেন। অর্থাৎ, নামাজের পূর্বে খুতবা দিতে আরম্ভ করলেন।'

তবে উমর রা. এর খুতবা আগে আনার অন্য কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন,

قال[৭৯২] : كان الناس يبدون بالصلوة ثم يثنون بالخطبة حتى اذا كان عمر (رضــ) كثر الناس فى

---

[৭৮৫] মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া, আবু আবদুল মালেক আল-উমাবি আল মাদানি। তিনি খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন ৬৪ হিজরির শেষের দিকে। আর ইন্তিকাল করেছেন, রমজান মাসে ১২৫ হিজরি সনে। তখন তার বয়স ৬১ অথবা ৬৩ বছর। তার সাহাবিয়্যাত প্রমাণিত নয়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবি। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/২৩৮, ২৩৯, নং ১০১৬। -সংকলক।

[৭৮৬] আবদুর রাজ্জাক-ইবনে জুরাইজ-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, সর্ব প্রথম ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের আগে খুতবা আরম্ভ করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/২৮৩, নং ৫৬৪৪, باب اول من خطب ثم صلى -সংকলক।

[৭৮৭] দ্র. ফাতহুল বারি : ২/৩৭৬, باب المشى والركوب الى العيد والصلوة-সংকলক।

[৭৮৮] ইবনে শিহাব বলেছেন, নামাজের আগে সর্ব প্রথম খুতবা আরম্ভ করেছেন, মু'আবিয়া রা.। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৩৮৪, নং ৫৬৪৬ -সংকলক।

[৭৮৯] হাফেজ রহ. বলেছেন, ইবনুল মুনজির ইবনে সিরিন হতে বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম এ কাজটি করেছেন জিয়াদ বসরায়। ফাতহুল বারি : ২/৩৭৬। -সংকলক।

[৭৯০] এ কারণে হজরত বিন্নৌরি রহ. হজরত উমর রা. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, 'এটি শায। সহিহ বোখারি ও মুসলিমের বর্ণনার বিপরীত। এটি হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন, উসমান রা. ও ইবনে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরাও এ কাজটি করেছেন। তবে তাদের দুজন হতে এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। মা'আরিফুস্ সুনান (৪/৪২৮) হতে চয়নকৃত। -সংকলক।

[৭৯১] ইবনুল মুনজির রহ. এটি হজরত হাসান বসরি রহ. এর সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। -দ্র. ফাতহুল বারি : ২/৩৭৬, باب المشى والركوع الى العيد قبل الخطبة الخ. -সংকলক।

[৭৯২] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৭১, من رخص ان يخطب قبل الصلوة-সংকলক।

زمانه وكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس، فلما رأى ذلك عمر (رضـ) بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلوة.

'লোকজন নামাজ পড়তো আগে। তারপর খুতবা দিতেন। তারপর যখন উমর রা. এর যুগ এলো এবং তাঁর শাসনামলে লোকজন প্রচুর হলো এবং তিনি যখন খুতবা দিতে শুরু করতেন তখন গেঁয়ো লোকজন চলে যেতো। উমর রা. এই পরিস্থিতি দেখে খুতবা আগে দিতে শুরু করেন। আর শেষে নামাজ পড়তেন।'

প্রধান হলো, উমর রা. এর দিকে খুতবা এগিয়ে আনার সম্বোধন শাজ তথা নগণ্য এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বিপরীত[৭৯৩]। অবশ্য হজরত উসমান রা. হতে খুতবা এগিয়ে আনার বিষয়টি প্রমাণিত[৭৯৪]। এমনিভাবে তার পর হজরত মু'আবিয়া রা. হতেও[৭৯৫]। প্রবল ধারণা তিনি হজরত উসমান রা. এর অনুসরণে অনুরূপ করেছেন।

আর যেহেতু জিয়াদ মু'আবিয়া রা. এর যুগে বসরার গভর্নর ছিলেন, সেহেতু তিনিও হজরত মু'আবিয়া রা. এর অনুসরণে আগে খুতবা প্রদানের ওপর আমল করেছেন। এমনভাবে মদিনার গভর্নর মারওয়ানও এ যুগেই হজরত মু'আবিয়া রা. এর অনুসরণে, আবার কারো কারো বক্তব্য মতে নামাজের আগে খুতবা দেওয়ার বিষয়টি অবলম্বন করেছেন[৭৯৬] অনেক উপকারিতার ভিত্তিতে।

উসমান রা., মু'আবিয়া রা., মারওয়ান এবং জিয়াদকে বাস্তবে সর্ব প্রথম খুতবাদানকারি সাব্যস্ত করেছিলেন রাবিগণ নিজ নিজ জ্ঞান মুতাবেক। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, হজরত মু'আবিয়া রা. নিজ এলাকায় সর্ব প্রথম

---

[৭৯৩] যেমন আমরা পেছনের টীকায় মা'আরিফুস্ সুনানের বরাতে বর্ণনা করেছি। -সংকলক।

[৭৯৪] সূত্র পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ইবনে কুদামা রহ. বলেন, উসমান ও ইবনে জুবায়র রা. এ কাজটি করেছেন। তবে তাদের হতে এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৮ -সংকলক।

[৭৯৫] সূত্র পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

[৭৯৬] হাফেজ রহ. বলেছেন, মারওয়ান জনগণের ফায়দার দিক লক্ষ্য করেছেন। তাদের খুতবা শোনানোর মধ্যে তাদের উপকারিতা রয়েছে। তবে অনেকে বলেছেন, মারওয়ানের যুগে জনগণ তার খুতবা না শোনার জন্য মনস্থ করেছেন। কারণ, তাতে গালির উপযুক্ত নয় এমন লোককেও গালাগালি করা হতো এবং কোনো কোনো লোকের প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা হতো। এদিকে লক্ষ্য করলে মারওয়ান তার নিজের ফায়দার দিক লক্ষ্য করেছেন। আর হতে পারে উসমান রা. এটা কখনও কখনও করেছেন। এর বিপরীত মারওয়ান করেছেন সর্বদা। ফলে বিষয়টি তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। -ফাতহুল বারি : ২/৩৭৬, باب المشى والركوب الى العيد الخ। বোখারিতেও মারওয়ানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবু সাইদ খুদরি রা. এর ঘটনা বর্ণিত আছে- 'আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিবসে ঈদগাহের দিকে যেতেন। সর্ব প্রথম তিনি নামাজ আদায় করতেন। তারপর নামাজ হতে ফিরে জনগণের দিকে চেহারা ফিরিয়ে দাঁড়াতেন। লোকজন তাদের কাতারে বসা থাকতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওয়াজ-নসীহত করতেন, ওসিয়ত করতেন এবং তাদের নির্দেশ দিতেন। যদি কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হতো তবে তা নির্ধারণ করে পাঠাতেন বা কোনো নির্দেশ দানের প্রয়োজন হলে নির্দেশ দিতেন। তারপর প্রত্যাবর্তন করতেন। আবু সাইদ রা. বলেন, এ পদ্ধতির ওপরই লোকজন চলছিলো। তারপর আমি মারওয়ানের সঙ্গে ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিতরে বের হলাম। তখন তিনি ছিলেন মদিনার আমীর 'আমরা যখন ঈদগাহে এলাম, তখন দেখলাম কাছির ইবনে সালত একটি মিম্বর তৈরি করে ফেলেছে। মারওয়ান নামাজের আগে এর ওপর আরোহণ করতে মনস্থ করেছিলেন। ফলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। তিনিও আমার সঙ্গে টানা হেচড়া করলেন। এরপর তিনি আরোহণ করে নামাজের আগে খুতবা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম, আপনি (দীনে) পরিবর্তন সাধন করেছেন। মারওয়ান বললেন, আবু সাইদ! আপনি যা জানেন তা শেষ হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা সেটা অপেক্ষা উত্তম যেটা আমি জানি না। শুনে তিনি বললেন, লোকজন আমাদের জন্য নামাজের পর বসে থাকবে না। আমি এজন্য নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়েছি। -১/১৩১, باب الخروج الى المصلى بغير منبر، كتاب العيدين -সংকলক।

খুতবা আগে দেওয়ার ওপর আমল করেছেন। তাই তাকে সর্ব প্রথম খুতবাদানকারি (নামাজের আগে) বলা হয়েছে। আর মারওয়ান ও জিয়াদও যেহেতু ছিলেন তারই গভর্নর এবং সেই যুগেই স্ব-স্ব এলাকায় তাঁর অনুসরণ করে কিংবা কোনো ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে আগে খুতবা অবলম্বন করেছেন, সেহেতু সর্ব প্রথম খুতবাদানকারি হওয়ার সম্বোধন করা হয়েছে তাদের দিকেও।

بَابُ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

অনুচ্ছেদ–৩২ প্রসংগ : দুই ঈদের নামাজ আজান ইকামত ব্যতীত (মতন পৃ. ১১৯)

٥٣٢ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضـ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

৫৩২। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই ঈদের নামাজ এক দুবার নয় আজান ইকামত ব্যতীত পড়েছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে অব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, দুই ঈদের নামাজ ও অন্য কোনো নফল নামাজের জন্য আজান দেওয়া হবে না।

দরসে তিরমিযী

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة : এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, দুই ঈদের নামাজে আজানও নেই, ইকামতও নেই। ইবনে কুদামা রহ. আল-মুগনিতে[৭৯৭] বলেন,

ولا نعلم فى هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، الا انه روى عن ابن الزبير انه اذن واقام، وقيل اول من اذن زياد[٧٩٨] وهذا دليل على النعقاد الا جماع قبله على انه لايسن لهما اذان ولا اقامة الخ.

'এ প্রসঙ্গে কোনো সেকাহ ব্যক্তির মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। অবশ্য ইবনে জুবায়র হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আজান ও ইকামত দিয়েছেন। আর অনেকে বলেছেন, সর্ব প্রথম আজান দিয়েছেন জিয়াদ। দুই ঈদের নামাজে আজান ইকামত সুন্নত না হওয়ার ওপর পূর্বে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ওপর এটি দলিল।'

---

[৭৯৭] ২/২৩৫, মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪২৯ সংকলক।

[৭৯৮] উমদাতুল কারি : ৬/২৮২,باب المشي والركوب الى العيد والصلوة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة ফাতহুল বারিতে (২/৩৭৭, باب المشي والر كوع الخ من احدث الاذان) اول من احدث الاذان সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন, মু'আবিয়া রা., কেউ বলেছেন, জিয়াদ, কেউ বলেছেন, হিশাম। আবার কেউ বলেছেন, মারওয়ান। কেউ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র।

সারকথা, অধিকাংশ উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, ঈদের নামাজ আজান ইকামত ব্যতীত আদায় করা হবে। তবে এখানে এ বিষয়টি প্রকাশ থাকে যে, দুই ঈদের নামাজে বিশেষ পদ্ধতিতে ঘোষণা তথা আজান ইকামততো অস্বীকার করা হয়েছে। তবে মূল ঘোষণা অস্বীকার করা হয়নি। কেনোনা, সেসব নফল যেগুলো জামাতের সঙ্গে বিধিবদ্ধ যেমন, তারাবিহ, সূর্য গ্রহণের নামাজ, ইসতিসকা ইত্যাদি, যেমনভাবে এগুলোতে আজান ইকামতের পরিবর্তে ঘোষণা বিধিবদ্ধ, এমনভাবে ঈদের নামাজেও ঘোষণা ইত্যাদি করে লোকজনকে অবহিত করা বৈধ আছে[৭৯৯]।

بَابُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : দুই ঈদের নামাজে কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৯)

٥٣٣ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ، وَرُبَمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا.

৫৩৩। **অর্থ :** হজরত নু'মান ইবনে বশির রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে ও জুমআতে سبح اسم ربك الأعلى ও هل أتاك حديث الغاشية তিলাওয়াত করতেন। আবার কখনও জুমআ এবং ঈদ একই দিনে একত্রে হয়ে যেত। তখন তিলাওয়াত করতেন এ দুটি সূরা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু ওয়াকিদ, সামুরা ইবনে জুনদুব ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নু'মান ইবনে বশীরের হাদিসটি حسن صحيح। এমনভাবে সুফিয়ান সাওরি ও মুসআব ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির হতে আবু আওয়ানার হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ক্ষেত্রে যে বর্ণনায় মতপার্থক্য হয় তা হতে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির-তাঁর পিতা, হাবিব ইবনে সালেম-তাঁর পিতা-নু'মান ইবনে বশির সূত্রে সুফিয়ান হাদিস বর্ণনা করেন। অবশ্য হাবিব ইবনে সালিমের কোনো বর্ণনা তাঁর পিতা হতে জানা যায়নি। হাবিব ইবনে সালেম হলেন, নু'মান ইবনে বশিরের আজাদকৃত গোলাম। তিনি নু'মান ইবনে বশির রা. হতে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার ইবনে উয়াইনা হতে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির সূত্রে এদের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুই ঈদের নামাজে সূরা ক্বাফ ও اقتربت الساعة তিলাওয়াত করতেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এমত পোষণ করেন।

٥٣٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى؟ قَالَ: "كَانَ يَقْرَأُ بِقٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ".

---

[৭৯৯] আল্ কাওকাবুদ্ দুররি/২০৬, ২০৭।

৫৩৪। **অর্থ :** হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আবু ওয়াকিদ লাইছি রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় কি পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি –ق و القرآن المجيد এবং اقتربت الساعة و انشق القمر পাঠ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

৫৩৫ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৫৩৫। 'হান্নাদ ... এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু ওয়াকিদ লাইছির নাম হারেস ইবনে আউফ।

দরসে তিরমিযী

এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, জুমআ ও ঈদ একই দিনে একত্রিত হয়ে গেলে উভয় নামাজ আদায় করা হবে। এ কারণে অধিকাংশের মাজহাব এটাই।

তবে নিজ গ্রন্থ আল-মুগনিতে (২/২১২) ইবনে কুদামা হাম্বলি রহ. লিখেন- যদি ঈদ এবং জুমআ একই দিন একত্রিত হয়ে যায় তাহলে যারা ঈদের নামাজে অংশ গ্রহণ করবে তাদের সবার হতে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে। তবে ইমাম হতে বাতিল হবে না। তাছাড়া তিনি বর্ণনা করেন, যাঁরা জুমআ বাতিল হওয়ার বক্তব্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, শা'বি, নাখয়ি ও আওজায়ি রহ.। আর অনেকে বলেছেন, এটা হজরত উমর, উসমান, আলি, সাইদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবায়র রা. এর মাজহাব। তাছাড়া শরহুল মুহাজ্জাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় গ্রামের লোকদের ওপর হতে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য শহুরে লোকদের হতে দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর একটি বর্ণনা জমহুরের মতোই[৮০০]।

জুমআর দায়িত্ব মুক্তির প্রবক্তা যারা তাদের দলিল উসমান রা. এর (সংখ্যাগরিষ্ঠের) ঘটনা[৮০১]। আবু উবাইদ রহ. বলেন,

ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : يا ايها الناس! ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالى فلينتظر ومن احب ان يرجع فقد اذنت له–

'তারপর আমি উসমান ইবনে আফফান রা. এর সঙ্গে হাজির হয়েছিলাম। সেদিনটি ছিলো শুক্রবার। তিনি খুতবার আগে নামাজ পড়লেন তারপর খুতবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, হে লোক সকল! এটি এমন একটি

---

[৮০০] মাজহাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইলাউস্ সুনান : ৮/৭৫ -৮০, باب اذا استمع العيد و الجمعة لا تسقط الجمعة به মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৩১ -সংকলক।

[৮০১] সহিহ বোখারি : ২/৮৩৫, كتاب الاذان باب مايؤكل من لحوم الاضاحى মুয়াত্তা ইমাম মালেক : الامر للصلوة قبل الخطبة فى العيدين-সংকলক।

দিবস যাতে তোমাদের জন্য দুটি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং তোমাদের কেউ উঁচু এলাকার থাকলে তারা জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে অপেক্ষা করো। আর যে চলে যেতে চায় সে চলে যেতে পারে।'

তবে এই দলিলটি জয়িফ। কেনোনা, আওয়ালি তথা উঁচু এলাকার লোকজনের ওপর বাড়ি-ঘর দূরে থাকা এবং গ্রামের অধিবাসী হওয়ার কারণে জুমআ ওয়াজিব ছিলো না। তাই শহর বাসীদের হতে জুমআর দায় মুক্তি আবশ্যক হয় না। হজরত উসমান রা. অবকাশের ইখতিয়ার শুধু উঁচু এলাকার লোকজনকে দিয়েছিলেন এ কারণেই।

মোটকথা, অকাট্য দলিলাদি দ্বারা জুমআ প্রমাণিত। সুতরাং এর দায় মুক্তির জন্যও অকাট্য দলিল আবশ্যক হবে। অথচ এ সম্পর্কে কোনো অকাট্য দলিল বিদ্যমান হওয়া তো দূরের কথা, কোনো সহিহ স্পষ্ট মারফূ' হাদিস বিদ্যমান নেই। সুতরাং জুমআর দায়মুক্তি ধর্তব্যে এনে কিতাবুল্লাহ, খবরে মুতাওয়াতির এবং ইজমার বিরোধিতা করা যায় না।

بَابُ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ–৩৪ : দুই ঈদের তাকবির প্রসংগে (মতন পৃ. ১১৯)

٥٣٦ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ".

৫৩৬। **অর্থ :** হজরত কাছিরের দাদা হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবির দিয়েছেন। আর শেষ রাকাতে কেরাতের পূর্বে দিয়েছেন পাঁচ তাকবির।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কাছিরের দাদার হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এটিই এ অনুচ্ছেদে সর্বোত্তম হাদিস। তাঁর নাম হলো, আমর ইবনে আউফ মুজানি রা.।

হজরত সাহাবা এবং অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এমনভাবে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মদিনায় অনুরূপ নামাজ পড়েছেন। এটি মদিনাবাসীদের মাজহাব। মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি দুই ঈদের তাকবির সম্পর্কে বলেছেন, ৯ তাকবির প্রথম রাকাতে আর পাঁচ তাকবির কেরাতের পূর্বে। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত আগে শুরু করবে, তারপর রুকুর তাকবির সহ চার তাকবির দিবে। একাধিক সাহাবি হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটা কুফাবাসীর মত। সুফিয়ান সাওরি রহ. এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

মতভেদ রয়েছে এই মাসআলাতে যে, দুই ঈদে অতিরিক্ত তাকবির কয়টি। মালেক রহ. এর মতে ১১টি তাকবির। ৬টি প্রথম রাকাতে আর পাঁচটি দ্বিতীয় রাকাতে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে ১২ তাকবির। ৭টি প্রথম রাকাতে। আর ৫টি দ্বিতীয় রাকাতে। আহমদ রহ. এর মাজহাব মালেকিদের অনুরূপ। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত যে, উভয় রাকাতে তাকবির গুলো হবে কেরাতের আগে।

হানাফিদের মতে অতিরিক্ত তাকবির শুধু ৬টি। তিনটি প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে, আর তিনটি দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর।

১. ইমামত্রয়ের দলিল- كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده সূত্রে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। অবশ্য এতে ইমাম শাফেয়ি রহ. 'প্রথম রাকাতে ৭ তাকবির' বাক্যটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেন অতিরিক্ত তাকবিরের ক্ষেত্রে।

আর মালেকি ও হাম্বলিগণ বলেন, এই সাত তাকবিরে একটি তাকবিরে তাহরিমাও অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে তাদের মাঝে একটি তাকবির নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে গেলো।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হানাফিগণ এই দেন যে, এটি নির্ভর করে কাছির ইবনে আবদুল্লাহর[৮০২] ওপর। তিনি খুবই জয়িফ। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদিসটি সম্পর্কে যে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন, অন্যান্য মুহাদ্দিস এর ওপর কঠোর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন[৮০৩]।

২. তাঁদের দ্বিতীয় দলিল- হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর মারফু' হাদিস[৮০৪]-

التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما.

'ঈদুল ফিতরে প্রথম রাকাতে সাত তাকবির। দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবির। আর উভয় রাকাতে কেরাত হবে এর পরে।'

তবে এই হাদিসটি নির্ভর করে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান তায়েফির[৮০৫] ওপর। তিনিও জয়িফ।

৩. তাঁদের তৃতীয় দলিল আবু দাউদে[৮০৬] বর্ণিত আয়েশা রা. এর বর্ণনা,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والاضحى فى الاولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمسا.

'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির দিতেন। প্রথম রাকাতে সাত তাকবির ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবির দিবেন।'

---

[৮০২] শাফেয়ি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, 'মিথ্যার একটি স্তম্ভ' আবু দাউদ রহ. বলেছেন, 'বড় মিথ্যুক' ইবনে হাব্বান রহ. বলেছেন, 'তার পিতা-তার দাদা সূত্রে একটি জাল কপি বর্ণনা করেছেন। এগুলো কিতাবে উল্লেখ করাও হালাল নয়। না তার হতে বর্ণনা করা বৈধ। তবে তাজ্জবের ভিত্তিতে উল্লেখ করা বৈধ।' নাসায়ি ও দারাকুতনি রহ. বলেছেন, 'তার হাদিস বর্জনীয়।' ইবনে মাইন রহ. লিখেছেন, 'তিনি কিছুই নন' (সেকাহ নন)। ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, তার হাদিস মুনকার' 'কোনো কিছুই নয়।' আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. বলেছেন, 'আমার পিতা তার হাদিসের ব্যাপারে মুসনাদে আপত্তি তুলেছেন। তার হতে হাদিস বর্ণনা করেননি।' আবু যুরআ রহ. বলেছেন, 'তার হাদিস জয়িফ'। -আল জাওহারুন্ নাকি -ইবনুত তুরকুমানি ফি যায়লিস্ সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকি : ৩/২৮৫, باب التكبير فى العيدين -সংকলক।

[৮০৩] দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৩৬ -সংকলক।

[৮০৪] আবু দাউদ : ১/১৬৩, باب التكبير فى العيدين-সংকলক।

[৮০৫] জাহাবি রহ. বলেছেন, ইবনে হাব্বান তাকে সেকাহদের অন্তর্ভুক্তরূপে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, 'তিনি মামুলি নেককার।' আরেকবার বলেছেন, 'জয়িফ।' নাসায়ি প্রমুখ বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী নন।' অনুরূপ বলেছেন, আবু হাতেম রহ.। ইবনে আদি রহ. বলেছেন, 'তবে তার অবশিষ্ট হাদিসগুলো আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে ঠিক আছে। কাজেই তার হাদিসগুলো লেখা যাবে। আমি বলি, পরবর্তীতে তো এগুলো অন্যান্য রাবির হাদিসের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। কজেই তাতে ভুল করেছেন।' মিজানুল ই'তিদাল : ২/৪৫২ -উস্তাদে মুহতারাম।

[৮০৬] ১. ১/১৬৩, باب التكبير فى العيدين -সংকলক।

তবে এটি ইবনে লাহি'আর[৮০৭] ওপর নির্ভর করে। যার দুর্বলতা মশহুর।

আরো দলিলাদি তাঁদের মাজহাবের স্বপক্ষে আছে; তবে সবগুলোই জয়িফ[৮০৮]।

হানাফিদের দলিলগুলো

১. সুনানে আবু দাউদে[৮০৯] বর্ণিত মাকহুলের বর্ণনা হানাফিদের প্রথম দলিল,

اخبرنی ابو عائشة جليس لأبی هريرة (رضـــ) ان سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر؟ فقال ابو موسى كان يكبر أربعا، تكبيرة على الجنائز (اى مثل تكبيرة على الجائز) فقال حذيفة : دق، فقال ابو موسى كذلك كنت اكبر فى البصرة حين كنت عليهم، قال ابو عائشة وانا حاضر سعيد بن العاص.

'হজরত আবু হুরায়রা রা. এর সঙ্গী আবু আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, সাইদ ইবনুল আস আবু মুসা আশআরি রা. ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আজহা ও ফিতরে কিরূপ তাকবির দিতেন? আবু মুসা রা. বললেন চার তাকবির, জানাজার তাকবিরের মতো। হজরত হুজায়ফা রা. বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। এতদশ্রবণে আবু মুসা রা. বললেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম তখন আমি অনুরূপ তাকবির দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, আমি তখন সাইদ ইবনুল আস রা. এর কাছে উপস্থিত ছিলাম।'

চার তাকবিরের উল্লেখ রয়েছে এই হাদিসে। তার মধ্যে একটি হলো, তাকবিরে তাহরিমা। আর তিনটি অতিরিক্ত। এই হাদিসটি দুটি হাদিসের স্থলাভিষিক্ত। কেনোনা, এতে উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত হুজায়ফা রা. হজরত আবু মুসা রা. এর সত্যায়ন করেছেন।

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উঠে যে, এটি নির্ভর করে আবদুর রহমান ইবনে ছাওবানের ওপর। যাকে জয়িফ বলা হয়েছে।

জবাব : এই যে, আবদুর রহমান ইবনে ছাওবান একজন বিতর্কিত রাবি। যেখানে অনেক মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ বলেছেন,[৮১০] সেখানে একাধিক মুহাদ্দিস তাকে সেকাহও বলেছেন। হজরত দোহায়ম এবং আবু হাতেম তাকে সেকাহ সাব্যস্ত করেছেন। আবু দাউদ রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি সহিহ সালেম ছিলেন এবং

---

[৮০৭] তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ও আপত্তি দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৮০৮] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : ২/২১৬-২১৯, احاديث الخصوم المرفوعة، باب صلوة العيدين-সংকলক।

[৮০৯] ১/১৬৩, باب التكبير فى العيدين -সংকলক।

[৮১০] হজরত উসমান ইবনে সাইদ ইবনে মাইন হতে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি জয়িফ'। আহমদ রহ. বলেছেন, 'তার হাদিসগুলো মুনকার'। নাসায়ি রহ. বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী নন'। -মিজানুল ই'তিদাল : ২/৫৫১, আমর ইবনে আদি রহ. বলেছেন, 'কয়েকজন ব্যতীত শামিদের হাদিস জয়িফ। তাকে তাদের হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, সালেহ ইবনে মুহাম্মদ শামি সত্যবাদী। তবে তার মাজহাব হলো, কাদরিয়াদের মত। তার অনেকগুলো হাদিস লোকজন প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেগুলো তিনি তার পিতা হতে মাকহুল সূত্রে বর্ণনা করেন।'

ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, 'আমি বলব, তাঁর মতে আলকামার হাদিসের সনদে জিহাদ অনুচ্ছেদে তাঁর নাম এসেছে। তখন তিনি বলেছেন, ইবনে উমর রা. হতে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয় যে, 'আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার নেযার ছায়াতলে'। -আল হাদিস। আবু দাউদ রহ. আবদুর রহমান ইবনে ছাবিত ইবনে ছাওবান সূত্রে এটিকে মুত্তাসিল আকারে বর্ণনা করেছেন। -তাহজিবুত তাহজিব : ৬/১৫১, ১৫২ -উস্তাদে মুহরাতাম কর্তৃক।

ছিলেন মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াত।' ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, 'তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।' তাছাড়া সালেহ জাজরা তাকে 'সত্যবাদী' সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদি রহ. বলেন, 'দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদিস লেখা যাবে।' সুতরাং তাঁর হাদিস হাসান অপেক্ষা নিম্নস্তরের নয়।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এ হাদিসের ওপর উত্থাপন করা হয়েছে যে, এর রাবি আবু আয়েশা ইবনে হাজমও ইবনে কাত্তান রহ. এর বক্তব্য মতে অজানা।

জবাব : তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবু আয়েশা এবং মুসা ইবনে আবু আয়েশার পিতা। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর সম্পর্কে 'তাহজিবে'[৮১১] লিখেছেন, 'আবু আয়েশা উমাবি তাঁদের আজাদকৃত দাস। আবু হুরায়রা রা. এর সঙ্গী। তিনি সেকাহ, দ্বিতীয় স্তরের রাবি।'

হাফেজ রহ. তাহজিবে[৮১২] তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁর হতে মাকহুল ও খালেদ ইবনে মা'দান হাদিস বর্ণনা করেন।'

উসুলে হাদিসে সিদ্ধান্তকৃত একটি বিষয় হলো, যে ব্যক্তি হতে দুজন রাবি বর্ণনা করেন, তিনি আর অজানা থাকেন না। সুতরাং 'তিনি অজানা' বলে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নটি আর থাকলো না। এ হাদিসটি হাসানের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়[৮১৩]।

প্রশ্ন : বায়হাকি রহ.[৮১৪] এর ওপর একটি প্রশ্ন এই করেছেন যে, এই হাদিসটি মূলত ইবনে মাসউদ রা. এর ওপর মওকুফ। যার তাফসিল হলো, এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে[৮১৫] আবদুর রাজ্জাকে আলকামা এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

كان ابن مسعود جالسا، وعنده حذيفة و ابوموسى الأشعرى، فسئلهما سعيد بن العاص عن التكبير فى الصلاة له حذيفة : سل هذا-لعبد الله بن مسعود فسئله فقال ابن مسعود (رضــ) يكبر اربعا ثم يكبر فير كع ثم يقول فى الثانية، فيقرأ، ثم يكبر اربعا بعد القراءة.

'হজরত ইবনে মাসউদ রা. বসা ছিলেন, তার কাছে হুজায়ফা ও আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন। তাদের দুজনকে সাইদ ইবনুল আস ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে নামাজের তাকবির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। অপর জন বলতে লাগলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। তারপর হুজায়ফা রা. তাঁকে বললেন, এঁকে অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করুন। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. জবাব দিলেন, চার তাকবির দিবে। তারপর কেরাত পড়বে। তারপর তাকবির দিবে। তারপর রুকু করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াবে। তারপর কেরাত পড়বে। তারপর কেরাতের পর চার তাকবির দিবে।'

---

[৮১১] ২/৪৪৪, নং ২০ -সংকলক।

[৮১২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৩৯ -সংকলক।

[৮১৩] হাফেজ জায়লায়ি নসবুর রায়াতে (২/২১৪) এই বর্ণনাটি আবু দাউদ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এটি সম্পর্কে আবু দাউদ তারপর মুনজিরী রহ. তার মুখতাসারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. এটি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৮১৪] সুনানে কুবরা : ৩/২৯০, باب ذكر الخبر الذى روى فى التدبير اربعا -সংকলক।

[৮১৫] ৩/২৯৩, নং ৫৬৮৭, باب التكبير فى الصلوة فى يوم العيد প্রকাশ থাকে যে, এর সনদে না আবদুর রহমান ইবনে ছাওবানের সূত্র রয়েছে না আবু আয়েশার। -সংকলক।

বুঝা গেলো, এই বর্ণনাটি মওকুফ ইবনে মাসউদ রা. এর ওপর।

জবাব : নিমবি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন[৮১৬] যে, আবু মুসা আশআরি রা. এর মারফু' বর্ণনা এবং হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর মওকুফ হাদিসের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব যে, হজরত আবু মুসা রা. হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর সামনে প্রথমে শিষ্টাচাররূপে নীরব বসে ছিলেন। যখন হজরত ইবনে মাসউদ রা. মাসআলার শরয়ি হুকুম বলে দিয়েছেন, তখন হজরত আবু মুসা রা. তার বক্তব্যের সমর্থনে স্বীয় মারফু' বর্ণনা বর্ণনা করে দিয়েছেন। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যদি এই বর্ণনাটি শুধু ইবনে মাসউদ রা. এর ওপরই মওকুফ মনে করা হয়, তখনও কিয়াস দ্বারা অনুধাবিত না হওয়ার কারণে এটি মারফুয়ের পর্যায়ভুক্ত। তারপর এই বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরামের একটি দল হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর অনুকূল ছিলো। যার ফলে অতিরিক্ত শক্তি অর্জিত হয়ে যায় এই বর্ণনাটির।

২. হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল ইবনে আব্বাস রা.,[৮১৭] মুগিরা ইবনে শু'বা রা.[৮১৮] এবং হজরত ইবনে মাসউদ রা.[৮১৯] প্রমুখের[৮২০] আমল। আবার তাবেয়িনের একটি বিরাট সংখ্যকের মাজহাবও হানাফিদের অনুকূল[৮২১]।

৩. হানাফিদের তৃতীয় দলিল ইবরাহিম নাখয়ির বর্ণনা[৮২২]-

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلون فى التكبير على الجنائز

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হলো, অথচ লোকজন তখন জানাজার তাকবির সম্পর্কে মতপার্থক্য করছিলো।'

সামনে যেয়ে বলেন,

فكانوا على ذلك (الإختلاف) حتى قبض ابو بكر، فلما ولى عمر وراى اختلاف الناس فى ذلك، شك ذلك عليه جدا، فارسل الى رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم معاشر

---

[৮১৬] আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ৩৫৮, باب صلوة العيدين بست تكبيرات الزوائد-সংকলক।

[৮১৭] ইবনুল হারেস রা. বলেন, একবার ঈদের দিনে ইবনে আব্বাস রা. আমাদের নামাজ পড়ালেন। তাতে তিনি নয় তাকবির দিলেন। পাঁচটি প্রথম রাকাতে, চারটি শেষ রাকাতে। দুই কেরাত একের পর এক মিলিয়ে পড়েছেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৭৪ باب فى التكبير فى العيدين واختلافهم فيه সংকলক।

[৮১৮] এজন্য আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস বলেন, আমি মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি অনুরূপ করেছেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/২৯৫, নং ৫৬৮৯, باب التكبير فى الصلاة يوم العيد -সংকলক।

[৮১৯] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯৩, নং ৫৬৮৬ সংকলক।

[৮২০] এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব সাহাবির বর্ণনা অথবা তাঁদের আমল উল্লেখ করেছি তাঁরা হলেন, ১. ইবনে মাসউদ, ২. আবু মুসা আশআরি, ৩. হুজায়ফা, ৪. মুগিরা ইবনে শু'বা, ৫. ইবনে আব্বাস রা.। তারপর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার (২/১৭৪, باب التكبير فى العيدين) কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত সাইদ ইবনুল আস রা. এর ঘটনায় ৬. আবু মাসউদ আনসারি রা. এবং ৭. আবদুল্লাহ ইবনে কায়স রা. এরও উল্লেখ রয়েছে। ইবনে আবু শায়বাতে (২/১৭৪) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ৮. এবং ৯. হজরত আনাস রা. এর আমলও এমন বর্ণিত আছে। তারপর প্রশ্নকারি ১০. হজরত সাইদ রা. এর আমলও নিশ্চিতরূপে এমনই হবে। সুতরাং এখানে ১০ পূর্ণ হলো। -রশিদ আশরাফ।

[৮২১] দেখুন মুসান্নফে ইবনে আবু শায়বা ২/১৭২-১৭৬, فى التكبير فى العيدين واختلافهم فيها-সংকলক।

[৮২২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৩৯, كتاب الجنائز باب التكبير فى الجنائز كم هو -সংকলক।

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعد كم، ومتى تجمعون على امر يجتمع الناس عليه، فانظروا امرا تجتمعون عليه، فكانما ايقظهم، فانما انا بشر مثلكم فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الاضحى والفطر اربع تكبيرات فاجمع امرهم على ذلك.

'লোকজন তারপর এই ইখতিলাফের ওপর ছিলো। এভাবে আবু বকর রা. এরও ওফাত হয়ে গেলো। যখন হজরত উমর রা. শাসক নির্বাচিত হলেন, আর তিনি এ প্রসঙ্গে লোকজনের মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তার কাছে বিষয়টি খুব ভারি মনে হলো। ফলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবি মনীষির কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি সম্প্রদায়। যতোক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের সামনে মতবিরোধ করতে থাকবেন আপনাদের পরবর্তীগণও মতানৈক্যে লিপ্ত থাকবে। আর যখন কোনো বিষয়ে একমত হবেন লোকজনও তার ওপর একমত হয়ে যাবে। সুতরাং আপনারা কোনো একটি সর্ব সম্মত বিষয়ের চিন্তা করুন। যেনো তিনি তাঁদেরকে সচেতন করলেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমিরুল মু'মিনিন! আপনি যে রায় পোষণ করেন, আমাদেরকে তার পরামর্শ দিন। তখন উমর রা. বললেন, বরং আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। কেনোনা, আমি তো আপনাদেরই মতো একজন মানুষ। সুতরাং তাঁরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলেন। বাদানুবাদ করলেন। তারপর তাঁরা এ বিষয়ে একমত হয়ে জানাজার মধ্যে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের তাকবিরের মতো চার তাকবির নির্ধারণ করলেন। তাদের সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এর ওপর।'

বুঝা গেলো, হজরত উমর রা. এর জামানায় ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে দুই ঈদে চারটি করে তাকবির হওয়ার ব্যাপারে।

ইবনে রুশদ রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদে[৮২৩] লিখেছেন যে, ঈদের তাকবির সংখ্যা সম্পর্কে কোনো মারফু' হাদিস সহিহরূপে প্রমাণিত নেই। তিনি এ সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্যেও বর্ণনা করেছেন। 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুই ঈদের তাকবির সম্পর্কে কোনো সহিহ হাদিস বর্ণিত নেই।' ইবনে রুশদ বলেন, 'এ কারণে বিভিন্ন ইসলামি আইনবিদ বিভিন্ন সাহাবির আমল দ্বারা দলিল পেশ করে স্ব-স্ব মাজহাব নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া এই মতপার্থক্যটি উত্তমতার ক্ষেত্রে। নামাজ সর্ব সম্মতিক্রমে সর্বপ্রকারেই হয়ে যায়[৮২৪]। والله اعلم بالصواب

---

[৮২৩] দ্র. বজলুল মাজহুদ : ২/২০৭, ২০৮ -উস্তাদে মুহতারাম।

[৮২৪] বরং ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যদি ইমাম সাহেব ৬ এর অধিক তাকবির বলেন, তাহলে তের তাকবির পর্যন্ত মুক্তাদিদের ওপর অনুসরণ করা আবশ্যক হবে; বরং কারো কারো মতে ১৬ তাকবির পর্যন্তও অনুসরণের অবকাশ আছে। তবে এর অধিকের ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে না। -ফাতহুল কাদির : ১/৪২৮, باب صلاة العيدين فى الفروع قبيل تكبير التشريق -সংকলক।

بَابُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ–৩৫ : দুই ঈদের আগে ও পরে কোনো নামাজ নেই (মতন পৃ. ১২০)

৫৩৭ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ (؟؟عَدِيِّ؟؟) بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

৫৩৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, ঈদুল ফিতরের দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়েছেন, তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়েছেন। এরপর নামাজের আগে পরের কোনো নামাজ পড়েননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এমতই পোষণ করেন, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। একদল আলেম সাহাবায়ে কেরাম হতে দুই ঈদের পূর্বাপরে নামাজের মত পোষণ করেন। তবে প্রথম উক্তটি আসাহ।

৫৩৮ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

৫৩৮। হজরত ইবনে উমর রা. ঈদের দিন (ঘর হতে) বেরিয়েছেন, এর পূর্বাপরে কোনো নামাজ আদায় করেননি এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিয়ী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

দুই ঈদের নামাজের পূর্বে এবং পরে কোনো নামাজ নেই। উম্মতের ইজমা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য ঈদের পূর্বে ও পরে নফল পড়ার ক্ষেত্রে কিছু মতভেদ রয়েছে। যেটি সাহাবায়ে কেরামের যামানা হতে চলে আসছে। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ির মতে ঈদের পূর্বে ও পরেও নফল পড়া ব্যাপক আকারে বৈধ। এটাই ইমাম শাফেয়ি রহ.[৮২৫] এর মাজহাবও। অবশ্য তিনি ইমামের ক্ষেত্রে মাকরূহ হওয়ার পক্ষে।

তবে অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি এবং বেশির ভাগ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের মতে নফলের অনুমতি নেই। তারপর তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, হানাফিয়া, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওজায়ি এবং অন্যান্য কুফাবাসীর মাজহাব হলো, ঈদের পূর্বে তো মাকরূহ, পরে নয়[৮২৬]। (এবং পরেও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তাফসিল

---

[৮২৫] কিতাবুল উম্ম ও শরহুল মুহাজ্জাব- মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৪ -সংকলক।

[৮২৬] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৭৯, في من كان يصلى بعد العيد اربعا -সংকলক।

রয়েছে যে, ঘরে মাকরূহ নয়, ঈদগাহে মাকরূহ।[৮২৭]) হাসান বসরি ও ফুকাহায়ে বসরার মতে ঈদের নামাজের পরে তো মাকরূহ, তবে পূর্বে নয়[৮২৮]। ইমাম আহমদ, ইমাম জুহরি ও ইবনে জুরাইজ রহ. এর মতে সাধারাণত মাকরূহ[৮২৯]- ঈদের পূর্বেও পরেও। মালেক রহ. এর মতে ঈদগাহে ব্যাপক আকারে মাকরূহ[৮৩০]।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং অন্যান্য বর্ণনা[৮৩১] দ্বারা জমহুরের মাজহাবের সমর্থন হয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব যদিও অনেক সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাব দ্বারা সমর্থিত। তবে মারফূ' হাদিসের বর্তমানে মওকুফ দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না[৮৩২] এবং এই দাবিটি দলিল বিহীন এবং বিভিন্ন দলিলাদির আলোকে খণ্ডিত হয়ে যায় যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এ ধরণের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা যে মাকরূহ বোঝা যায় সেটি নির্দিষ্ট ইমামের সঙ্গে।

আবু মাসউদ রা. এর আছার রয়েছে, তিনি বলেন, ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد [৮৩৩]তথা, ঈদের দিন ইমামের বের হওয়ার পূর্বে কোনো নামাজ সুন্নত নেই। তাছাড়া আরেকটি হাদিসে- لاصلوة قبلها ولا بعدها [৮৩৪] ব্যাপক শব্দ বর্ণিত আছে। যা দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায় ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

---

[৮২৭] সুনানে ইবনে মাজাতে (৯২, باب ماجاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন হয়। তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের পূর্বে কোনো নামাজ আদায় করতেন না। ঘরে প্রত্যাবর্তন করার পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন।' এমনভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (২/১৭৯, فى من كان يصلى بعد العيد اربعا) ইবনে মাসউদ রা. এর আমল বর্ণিত আছে- 'আবদুল্লাহ রা. যখন ঈদের দিন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তাঁর ঘরে চার রাকাত আদায় করতেন।' -সংকলক।

[৮২৮] আইয়্যুব বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক ও হাসানকে ইমামের বের হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ, ঈদের দিন দুরাকাত নামাজ পড়তে দেখেছি। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : من رخص فى الصلاة قبل خروج الإمام-সংকলক।

[৮২৯] এ অনুচ্ছেদের বর্ণনায় আছে। তাছাড়া আরেকটি মারফূ' বর্ণনা لاصلاة قبل خروج الإمام (মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৪, মুগনি -ইবনে কুদামার বরাতে) দ্বারাও এ মাজহাবের সমর্থন হয়। -সংকলক।

[৮৩০] প্রবল ধারণা তাঁরা মাকরূহের বর্ণনা সমূহ দ্বারা মাকরূহ হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেন। তারপর যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঘরে নামাজ পড়া প্রমাণিত আছে, সেহেতু এই মাকরূহকে শুধু ঈদগাহ পর্যন্ত সীমিত রাখেন। والله اعلم -সংকলক

[৮৩১] দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/১৭৭, من كان لا يصلى بعد العيد ولابعده، والله اعلم-সংকলক।

[৮৩২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৪।

[৮৩৩] হায়ছামি রহ. বলেছেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২০২, باب الصلاة قبل العيد وبعدها -সংকলক।

[৮৩৪] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৪ মুগনি -ইবনে কুদামার বরাতে।

মোটকথা, ইমামত্রয় তথা, ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও মালেক রহ. এর মাজহাব প্রায় কাছাকাছি। তাঁরা কোনো না কোনো পর্যায় পর্যন্ত মাকরূহের প্রবক্তা।

بَابُ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ : দুই ঈদের নামাজে মহিলাদের শরিক হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১২০)

٥٣٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

৫৩৯। **অর্থ :** হজরত উম্মে আতিয়্যা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমারি, তরুণী, প্রাপ্ত বয়স্কা- পর্দাণশীন এবং ঋতুবতী মহিলাদেরকে দুই ঈদে ঘর হতে বের হবার নির্দেশ দিতেন। ঋতুবতীগণ ঈদগাহ হতে ভিন্ন এক পার্শ্বে সরে থাকতেন। মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হতেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি মহিলার বড় চাদর না থাকে? জবাবে তিনি বললেন, তাকে বড় চাদর ধার দিবে তার বোন।

٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ.

৫৪০। **অর্থ :** 'আহমদ ইবনে মানি' ... উম্মে আতিয়্যাহ হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে আতিয়্যাহ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। মহিলাদেরকে দুই ঈদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আবার অনেকে মনে করেছেন মাকরূহ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, বর্তমানে আমি মহিলাদের জন্য দুই ঈদে যাওয়া অপছন্দ করি। অগত্যা যদি মহিলা যেতেই চায় তবে যেনো তার স্বামী তাকে তার পুরানো কাপড় পরে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং মহিলা যেনো সাজ সজ্জা না করে। যদি এতে সে এভাবে যেতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর জন্য অবকাশ আছে যেতে বাধা দেওয়ার।

আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, মহিলারা আজকাল যেসব নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন, তবে তাদেরকে নিষেধ করতেন। যেমন, বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সুফিয়ান সাওরি হতে বর্ণনা করা হয় যে, বর্তমানে মহিলাদের জন্য ঈদে যাওয়া তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

দরসে তিরমিযী

عن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلبابٌ؟ قال: فلتعرها أختها من جلبابها

عواتق শব্দটি عاتق এর বহুবচন। বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী তথা, প্রায় বালেগা অথবা বালেগা মেয়ে। আর অনেকে বলেছেন, অবিবাহিতা রমনী-কুমারী। আর অনেকে বলেছেন, পরিবারের সম্মানিতা মহিলা।

اَلْخُدُوْرُ শব্দটি خِدْرٌ এর জমা। ঘরের কোনোয় অবস্থিত পর্দা। যার আড়ালে কুমারি মেয়ে অবস্থান করে।

اَلْجِلْبَابُ শব্দটির অর্থ হলো, ওড়না-অবগুণ্ঠন। আর অনেকে বলেছেন, চাদর অপেক্ষা ছোট প্রশস্ত কাপড়। আর অনেকে বলেছেন, কামিজ। এর বহুবচন جَلَابِيْبُ।

এই হাদিসটি নববী যুগে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে নস। এর দ্বারা মসজিদে যাওয়ার বৈধতা ও মুস্তাহাবও বুঝে আসে।

মহিলাদের দুই ঈদে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীগণের মাঝে মতপার্থক্য ছিলো। কেউ সাধারণভাবে অনুমতি দিয়েছেন[৮৩৫]। অনেকে সাধারণত নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন[৮৩৬]। আবার অনেকে এই নিষেধ যুবতীদের ক্ষেত্রে সীমিত রেখেছেন[৮৩৭]।

ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা আছে বৈধতার, অপরটি আছে অবৈধতার[৮৩৮]। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে বৃদ্ধাদের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া مستحب[৮৩৯]।

সারকথা, জমহুরের মতে যুবতীর জন্য জুমআ ও দুই ঈদে বের হয়ে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি নেই। এমনিভাবে অন্য কোনো নামাজের জন্যও অনুমতি নেই। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وقرن في بيوتكن তথা, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো। কেনোনা, ঘর হতে তাদের বের হওয়া ফিৎনার কারণ। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ফিৎনা-ফাসাদের কারণ নয়, সেহেতু দুই ঈদে তাদের ঘর হতে বেরিয়ে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি আছে[৮৪০]। অবশ্য হানাফিদের মতে তাদের বেলায়ও ঘর হতে বেরিয়ে সেখানে না যাওয়া আফজাল[৮৪১]।

তাহাবি রহ. বলেন, ইসলামের প্রাথমিক দিকে শত্রুদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের গরিষ্ঠতা দলিল করার জন্য মহিলাদেরকে নামাজের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। এই কারণটি বর্তমানে অনুপস্থিত।

আইনি রহ. বলেন, এই কারণের ভিত্তিতেও অনুমতি তখনকার জন্য ছিলো যখন নিরাপত্তার যুগ ছিলো। বর্তমানে যেহেতু উভয় কারণ খতম হয়ে গেছে, সেহেতু উচিত অনুমতি না হওয়াই।

---

[৮৩৫] তার মধ্যে রয়েছেন, হজরত আবু বকর, আলি ও ইবনে উমর রা. প্রমুখ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৫ -সংকলক।

[৮৩৬] তার মধ্যে রয়েছে, উরওয়া, কাসিম, নাখয়ি, ইয়াহয়া আল-আনসারি। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৫, সংকলক।

[৮৩৭] এটা হলো, ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব। ইবনে নাফে' মালেক রহ. হতে বর্ণনা করেছেন, মহিলাদের দুই ঈদে ও জুমআতে বেরিয়ে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই। তবে এটা ওয়াজিব নয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৫ -সংকলক।

[৮৩৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৫ -সংকলক।

[৮৩৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৬ -সংকলক।

[৮৪০] ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সাধারণ নামাজগুলোতে ফজর, মাগরিব এবং এশাতে বৃদ্ধাদের উপস্থিতিতে কোনো দোষ নেই। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. তো পাঁচ নামাজেই এর অনুমতি দিয়েছেন। -হিদায়া : ১/১২৬, باب الإمامة

[৮৪১] যখন তারা ঘর হতে বেরিয়ে আসবে তখন ঈদের নামাজ আদায় করবে আবু হানিফা রহ. হতে হাসান রহ. এর বর্ণনা অনুসারে। আর আবু হানিফা রহ. হতে আবু ইউসুফ রহ. এর একটি বর্ণনায় আছে, তারা নামাজ পড়বে না। বরং মুসলমানদের দল ভারি করবে। মুসলিমদের দোয়া দ্বারা তারা উপকৃত হবে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৪৬ -সংকলক।

আয়েশা রা. বলেন,

لو ادرك رسول الله صلى الله عيه وسلم ما احدثَ النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرئيل.[৮৪২]

'বর্তমানে মহিলারা যা করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা যদি পেতেন, তাহলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন। যেমনিভাবে বারণ করা হয়েছে বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে।'

রিসালত যুগে প্রথমত ফিৎনার সম্ভাবনা ছিলো কম, দ্বিতীয়ত মহিলারা বাইরে বের হতেন সাজসজ্জা বিহীন। তাই নামাজের জামাতে তাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিলো। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তারা সাজসজ্জার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাছাড়া ফিৎনার সুযোগও বেড়ে গেছে। সুতরাং উচিত এখন তাদের জামাতে উপস্থিত না হওয়া। যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় থাকতেন তাহলে তিনিও এ যুগে মহিলাদেরকে নামাজের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না। তাই পরবর্তী যুগে ওলামায়ে কেরামের ফতওয়া হলো, বর্তমান যুগে ঘর হতে বেরিয়ে মসজিদে যাওয়া দুরুস্ত নয়। মহিলাদের জন্য অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ وَرُجُوْعَهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ

অনুচ্ছেদ—৩৭ : ঈদে নবীজির (সা.) এক পথে বের হওয়া অন্য পথ দিয়ে ফেরা প্রসংগে (মতন পৃ. ১২০)

٥٤١ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِيْ غَيْرِهِ".

৫৪১। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদের দিন কোনো এক পথে বের হতেন ফিরতেন অন্য পথে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবু রাফে রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن غريب। আবু তুমাইলা ও ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ এ হাদিসটি ফুলাইহ ইবনে সুলায়মান সূত্রে সাইদ ইবনে হারিসের সনদে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমাম যখন কোনো এক পথে বের হন, তখন ফিরে যাবেন অন্য পথে। এই হাদিসের অনুকরণ করে অনেক আলেম এটাকে মুস্তাহাব মনে করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই। যেনো জাবের রা. এর হাদিসটি আসাহ।

---

[৮৪২]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃষ্ঠা : ১৮৪, ماجاء فى خروج النساء الى المساجد -সংকলক।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজের জন্য যে পথে ঈদগাহে তাশরিফ নিতেন প্রত্যাবর্তন কালে সেপথ ছেড়ে অন্য পথে ফিরে আসতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমল বোখারিতেও[৮৪৩] বর্ণিত আছে-

عن جابر رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق

'হজরত জাবের রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন পথ পাল্টাতেন। তথা যাওয়ার সময় এক পথ আসার সময় অবলম্বন করতেন অন্য পথ।'

দরসে তিরমিযী

ইমাম চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতে এই আমলটি মুস্তাহাব।

তারপর রাস্তা পরিবর্তনের বিভিন্ন হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে। যার সংখ্যা ২০ পর্যন্ত পৌছে[৮৪৪]। তার মধ্যে

---

[৮৪৩] ১/১৩৪, باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد-সংকলক।

[৮৪৪] হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (২/৩৯৩, باب من خالف الطريق) এবং আইনি রহ. উল্লেখ করেছেন, উমদাতুল কারিতে (৬/৩০৬, باب من خالف الطريق اذا رجع يوم عيد)।

আইনিতে এই বিশটি ব্যাখ্যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে নিম্নেযুক্ত- ১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজটি করেছেন যাতে উভয় পথ তাঁর পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। ২. যাতে উভয় পথে বসবাসকারি জিন এবং ইনসান তার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। ৩. অতিক্রমণের ফজিলত-মর্তবায় উভয় পথকে সমান করা, ৪. কারণ, ঈদগাহের দিকে তার পথ ছিলো ডান দিকে। যদি সে রাস্তা দিয়ে ফিরতেন তাহলে বাম দিক দিয়ে ফেরা হতো। সুতরাং তিনি ভিন্ন পথে ফিরে এসেছেন। ৫. ইসলামের শি'আর (প্রতিক) বা ধর্মীয় ইউনিফর্মগুলো প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। ৬. আল্লাহর জিকির প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। ৭. মুনাফিক অথবা ইহুদিদের অন্তরে ক্রোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। ৮. তাঁর অনুসারীদের আধিক্য দ্বারা তাদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। ৯. এ দুটি দলের ষড়যন্ত্র অথবা তাদের একটি দলের ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে। ১০. যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য উভয় পথের আশপাশের লোকজনের আনন্দ-খুশি ব্যাপক হয়। ১১. যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিক্রমন ও দর্শন দ্বারা তারা সবাই বরকত হাসিল করতে পারে। ১২. যাতে হাজতমন্দ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় হাজত পূর্ণ করতে পারেন। যেমন, সদকা অথবা কোনো কিছুর দিক নির্দেশনা তলব কিংবা সুপারিশ প্রার্থনা কিংবা এ ধরনের কিছু। ১৩. ধর্মীয় বিষয়ে ফতওয়া তলবকারিদের জবাব দেওয়া। ১৪. তাদেরকে সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাবের মাধ্যমে লোকজনের সওয়াব লাভ। ১৫. তাঁর জীবিত ও মৃত আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনলাভ। ১৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। ১৭. যাতে অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে শুভ লক্ষণ অর্জিত হয়। অর্থাৎ, মাগফিরাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। ১৮. কারণ, তিনি যাওয়ার সময় সদকা করতেন আর ফেরার সময় তার কাছে কিছুই থাকতো না, ফলে ভিন্ন রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করতেন যাতে ভিক্ষুকদেরকে ফেরত দিতে না হয়। ১৯. ভিড় লাঘব করার জন্য এটা করতেন। ২০. কারণ, তাঁর যাওয়ার পথ প্রত্যাবর্তনের পথের তুলনায় দূরবর্তী ছিলো। সুতরাং যাওয়ার সময় অধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সওয়াব বাড়ানোর ইচ্ছা করেছেন। কাজি আবদুল ওয়াহ্হাব মালেকি রহ. বলেছেন, এর অধিকাংশই শুধু মাত্র দাবি। -মা'আরিফ : ৪/৪৫০, আল্লামা আইনি রহ. (৬/৩০৬) এটাকে রদ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এগুলো সব উত্তম ধরণের মস্তিষ্কপ্রসূত উত্তম নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। সুতরাং এর জন্য দলিলের প্রয়োজন হয় না, জয়িফ বা সহিহ সাব্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় না।

ইবনুল কাইয়িম রহ. ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন, ওপরোল্লেখিত ডনকটতম সম্ভাব্য সব কারণে (মা'আরিফ)।

বিন্নৌরি রহ. বলেন, লেখক বলেছেন, আমার মতে সর্বোত্তম হচ্ছে কয়েকটি কারণে- ১. দুই পথের সাক্ষ্য প্রদান। ২. পথিমধ্যে অবস্থানকারি জিন এবং ইনসানের স্বাক্ষ্য প্রদান। ৩. প্রত্যেক রাস্তায় অবস্থানকারি ফেরেশতাদের স্বাক্ষ্য প্রদান। ৪. ইসলামের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ইউনিফর্মগুলো প্রকাশ করা। ৫. মুনাফিক অথবা ইহুদিদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করা। ৬. আল্লাহর যিকর প্রকাশ করা। والله اعلم -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৫০ -সংকলক।

বিশুদ্ধতম হচ্ছে, এই আমল দ্বারা ইসলামের বিশেষ ইউনিফর্ম (প্রতিক) এবং উদ্দেশ্য মুসলমানদের ঐক্য ও শান-শওকত প্রকাশ করা।

بَابُ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

অনুচ্ছেদ–৩৮ : ঈদুল ফিতরের দিন বেরুবার আগে খাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১২০)

٥٤٢ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحٰى حَتَّى يُصَلِّيَ".

৫৪২। **অর্থ :** হজরত বুরাইদা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন খাওয়ার আগে বেরুতেন না। আর ঈদুল আজহার দিন নামাজ না পড়ে খেতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরাইদা আল খুসাইফ আসলামি রা. এর হাদিসটি غريب।

মোহাম্মদ বলেছেন, এটি ব্যতীত ছাওয়াব ইবনে উতবার আর কোনো হাদিস আমি জানি না। একদল আলেম মুস্তাহাব মনে করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে বের হওয়া। তার জন্য মুস্তাহাব হলো, খেজুর খেয়ে রোজা ভাঙা। আর ঈদুল আজহার দিনে ফেরার আগে খাবে না।

٥٤٣ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلٰى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلّٰى.

৫৪৩। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর দিয়ে রোজা খুলতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب।

দরসে তিরমিযী

كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى.

জমহুর আলেমগণের অভিমত অত্র হাদিস অনুযায়ী ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত এবং আজহাতে নামাজের পূর্ব পর্যন্ত কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব। বস্তুত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই বিরতি[৮৪৫]

---

[৮৪৫] কাশ্মীরি রহ. বলেন, এতোটুকু বিরতিকেও আমি সওম বলে নামকরণ করি। -মা'আরিফ : ৪/৪৫১। অর্থাৎ, এই সামান্য সময়ের বিরতিও স্বতন্ত্র রোজার পর্যায়ভুক্ত। আর হাফসা রা. হতে যে বর্ণনাটি বর্ণিত আছে- 'চারটি জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়তেন না। আশুরার রোজা এবং জিলহজ্জের দশ দিনের রোজা ...। -সুনানে নাসায়ি : ১/৩২৮, صوم ثلاثة ايام من الشهر -এতে দশ রোজা তখনই হবে যখন জিলহজ্জের দশ তারিখেও রোজা রাখা হবে। এই তারিখে নিয়মতান্ত্রিক সুবহে

প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সুন্নত ও মুস্তাহাব হবে চাই কুরবানি করুক চাই না করুক। এটাই বিশুদ্ধতম।[৮৪৬] অবশ্য মুগনি -ইবনে কুদামাতে আহমদ রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে,

والاضحى لايأكل فيه حتى يرجع اذا كان له ذبح لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبيحته واذا لم يكن له ذبح لم يبال ان يأكل[٨٤٧] اهر

'যদি ঈদুল আজহাতে কুরবানি করে তবে নামাজ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত কিছু খাবে না। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জবাইকৃত পশুর গোশত খেতেন। আর যদি জবাই না করে তবে খেলেও কোনো সমস্যা নেই।'

নামাজ ও কুরবানির আগে ঈদুল আজহার দিন কিছু না খাওয়া যে, মুস্তাহাব, এর হিকমত বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, এ দিবসে সর্ব প্রথম কুরবানির গোশত যেনো খাওয়া হয়। যেনো এভাবে আল্লাহ তা'আলার জিয়াফতে অংশ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। ঈদুল আজহার বিপরীতে ঈদুল ফিতরে সকালে নামাজের পূর্বে কিছু খেয়ে নেওয়া প্রবল ধারণা মুতাবেক তাই মুস্তাহাব যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রমজানের পূর্ণ মাস দিনে খানা পিনা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো, আজকে যখন তার পক্ষ হতে দিনে খানা পিনার অনুমতি পাওয়া গেলো এবং এতেই তার সন্তোষ বোঝা গেলো, সুতরাং একজন মুখাপেক্ষী ও অন্বেষী বান্দার মতো সকাল সকালই তার নেওয়ামত সমূহ উপভোগ করতে শুরু করলো। বন্দেগির মাকাম এবং দাসত্বের চিহ্ন[৮৪৮]।

সাদিক হতে মাগরিব পর্যন্ত রোজা রাখা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। এবার যদি দশম তারিখে ঈদের নামাজ পর্যন্ত সময়ের বিরতিকে স্বতন্ত্র রোজার পর্যায়ে গণ্য করা হয় তাহলে দশ সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়। তাছাড়া হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, জিলহজ্জের দশ দিন আল্লাহর ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কোনো দিনের ইবাদত নয়। এর প্রতিটি দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমান গণ্য হবে। -তিরমিযী : ১/১২৪, باب ماجاء فى ايام العشر এতে 'প্রতিদিনের রোজার ওপর' আমল তখনই হতে পারে যখন দশম তারিখের ওপরযুক্ত বিরতিকে রোজা সাব্যস্ত করা হয়। والله اعلم -সংকলক।

[৮৪৬] যেমন, মা'আরিফুস্ সুনানে (৪/৪৫১) দুররে মুখতার হতে বর্ণনা করা হয়েছে। -সংকলক।

[৮৪৭] 'আরিফ : ৪/৪৫১।

[৮৪৮] মা'আরিফুল হাদিস : ৩/৪০৬, ৪০৭ -সংকলক।

أَبْوَابُ السَّفَرِ

সফর অধ্যায় (৬)

بَابُ التَّقْصِيْرِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ–৩৯ : সফরে কসর করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১২০)

٥٤٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا.

৫৪৪। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি সফর করেছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান রা. এর সঙ্গে। তাঁরা জোহর ও আসর দু'রাকাত আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ বলেছেন, যদি এর পূর্বাপরে আমি নামাজ পড়ার মতো হতাম, তাহলে আমি পূর্ণাঙ্গ করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, আলি, ইবনে আব্বাস আনাস, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن غريب। এটি আমরা কেবল ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমের হাদিসরূপেই অনুরূপ জানি।

ইমাম বোখারি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর-সুরাকা বংশের এক ব্যক্তি-ইবনে উমর রা. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আতিয়্যাহ আল আওফি সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে নামাজের আগে পরে নফল পড়তেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহিহরূপে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফরে কসর করতেন, এমনভাবে আবু বকর ও উমর এবং উসমান রা. তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে। সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে আমল অব্যাহত এর ওপর।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে পূর্ণ নামাজ পড়তেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবা হতে বর্ণিত হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। এটা শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তবে শাফেয়ি রহ. বলতেন কসর মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রুখসত বা অবকাশ। তবুও তা যথেষ্ট হবে যদি নামাজ পূর্ণ আদায় করে।

٥٤٥ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ خِلَافَتِهِ أَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৫৪৫। **অর্থ :** হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.কে মুসাফিরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ করেছি। তিনি দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। আবু বকর রা. এর সঙ্গে হজ করেছি। তিনি দু'রাকাত পড়েছেন। উমর রা. এর সঙ্গে হজ করেছি। তিনি দু'রাকাত আদায় করেছেন। আর উসমান রা. এর সঙ্গে তার খেলাফতের ছয় অথবা আট বছর হজ করেছি। তিনি দু'রাকাত আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٥٤٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ.

৫৪৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনাতে চার রাকাত জোহর পড়েছি, আর জুলহুলায়ফাতে আসর দু'রাকাত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٥٤٧ - عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

৫৪৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হতে মক্কা অভিমুখে বেরুলেন। তিনি তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যতীত আর কারো ভয় করছিলেন না। তখন তিনি দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

সফরে কসরের (চার রাকাত নামাজ অর্ধেক হওয়ার) বিধিবদ্ধতা ইজমাঈ বিষয়। অবশ্য এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, কসর ওয়াজিব, অবৈধ।

হানাফিদের মতে কসর আজিমত তথা ওয়াজিব। সুতরাং এটা ছেড়ে পূর্ণ নামাজ পড়া বৈধ নয়। মালেক, আহমদ রহ.এর একটি বর্ণনা অনুরূপ রয়েছে। অপর বর্ণনায় কসরকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর বিপরীত শাফেয়ি রহ. এর মতে কসর হলো রুখসত। তথা এর অবকাশ রয়েছে। সম্পূর্ণ পড়া শুধু বৈধ নয় বরং আফজাল[৮৪৯]।

---

[৮৪৯] শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবে তাফসিল রয়েছে। সুতরাং কিছু সংখ্যক স্থানে কসর করা উত্তম। আর কিছু কিছু স্থানে পূর্ণাঙ্গ আদায় করা উত্তম। দ্র. শরহুল মুহাজ্জাব : ৪/৩৩৫, মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৫৪।

শাফেয়িদের দলিলাদি

১. শাফেয়ি রহ. এর দলিল কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত,[৮৫০]

واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة.

'তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন তোমাদের নামাজে কসর করাতে কোনো দোষ নেই।'

এতে ليس عليكم جناح শব্দ দলিল করছে যে, কসর করাতে কোনো দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

জবাব হলো, দোষের অস্বীকৃতি এটি এমন একটি তা'বির (অভিব্যক্তি যেটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন সায়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

[৮৫১] فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما.

'কেউ যদি বায়তুল্লাহর হজ করে অথবা উমরা করে তার জন্য সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাতে কোনো দোষ নেই।'

সর্বসম্মতিক্রমে সাঈ ওয়াজিব[৮৫২]। ওপরযুক্ত আয়াত দ্বারা শাফেয়িদের দলিলের দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুত এই আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়। বরং সালাতুল খাওফ তথা শংকার নামাজ সংক্রান্ত। এ সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। যেনো এ আয়াতে কসর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধরণের ক্ষেত্রে কসর, পরিমাণের ক্ষেত্রে কসর নয়। যার দলিল হলো, এতে পরবর্তীতে ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا কয়েদ তথা, শর্ত আরোপিত আছে। অথচ সফরের কসর কারো মতেই শংকার অবস্থার সঙ্গে শর্তায়িত নয়। এমতাবস্থায় ليس عليكم جناح বাক্যটি স্বীয় প্রকৃত অর্থেই প্রযোজ্য হবে। এবং এর দ্বারা মুবাহ তথা বৈধতার অর্থ উদ্দেশ্য হবে। ইবনে জারির রহ. এবং ইবনে কাসীর রহ. এই তাফসিরটিই অবলম্বন করেছেন। হজরত মুজাহিদ ও অন্যান্য অনেক তাবেয়ি হতেও এই তাফসিরটিই বর্ণিত আছে। হানাফিদের মধ্য হতে বাদায়ে' গ্রন্থকারও প্রধান্য দিয়েছেন এটাকেই [৮৫৩]।

অবশ্য এই তাফসিরের ওপর সহিহ মুসলিমের[৮৫৪] একটি হাদিস দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এটি ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

---

[৮৫০] সূরা নিসা, পারা : ৫, আয়াত : ১০১ -সংকলক।

[৮৫১] সূরা বাকারা, পারা : ২, আয়াত : ১৫৮ -সংকলক।

[৮৫২] হাকিমুল উম্মত কু. সি. বলেন, কসর ওয়াজিব। আর কোরআনে যে এভাবে বলা হয়েছে- 'তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না' যা দ্বারা সন্দেহ হয়, কসর না করাও বৈধ- এর কারণ হলো, পূর্ণ নামাজের স্থানে অর্ধেক পড়ার ক্ষেত্রে বাহ্যত গুনাহের ওয়াসওয়াসা হতো। এজন্য তা অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এটা ওয়াজিব হওয়ার বিপরীত নয়। যেটি অন্য দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। -বয়ানুল কোরআন। -সংকলক।

[৮৫৩] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৬১ -সংকলক।

[৮৫৪] ১/২৪১, كتاب صلاة المسافرين وقصرها -সংকলক।

'তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে আমি বললাম, 'তোমাদের জন্য নামাজে কসর করাতে কোনো দোষ নেই, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের বিপদে ফেলবে।' এখন তো লোকজন নিরাপদ হয়ে গেছে। জবাবে উমর রা. বললেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছ, আমারও এ বিষয়ে বিস্ময় জেগেছিলো। অথচ আমি এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এটি সাদকা। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং তার দান তোমরা গ্রহণ করো।'

এটাই এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটিকে সফরের নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করেছেন, صلاة الخوف-এর সঙ্গে নয়।

জবাব হলো, মূলত নামাজে কসরের অনুমতি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এসেছিলো[৮৫৫]। তারপর যখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিলো তখন হজরত উমর রা. এর মনে এই সন্দেহ জন্মেছিলো যে, বোধ হয় এই আয়াত নামাজের কসরের ব্যাপক অনুমতিকে মানসুখ করে দিয়ে এটাকে সালাতুল খাওফের সঙ্গে শর্তায়িত করে দিয়েছে। এরই ভিত্তিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করেছেন, صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته যার সারনির্যাস হলো, সফরের কসর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের ওপর ছিলো একটি দান। যেটি এখনও অব্যাহত। এ আয়াতটি এটাকে মানসুখ করেনি। কেনোনা, এ আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত।

২. শাফেয়িদের দ্বিতীয় দলিল– সুনানে নাসায়িতে[৮৫৬] বর্ণিত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর একটি বর্ণনা,

انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة حتى اذا قدمت مكة قالت

يارسول الله بأبى انت وامى قصرت واتممت وافطرت وصمت قال احسنت يا عائشة! وما عاب على

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনা হতে মক্কায় এসে উমরা করলেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোন। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি নামাজ পূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোজা রাখেননি। আর আমি রোজা রেখেছি। জবাবে তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি ভালো করেছো। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

এর দ্বারা বোঝা গেলো, সফরে নামাজ পূর্ণ পড়া বৈধ বরং উত্তম।

জবাব হলো, প্রথমত এই বর্ণনায় আলা ইবনে জুহাইর নামক একজন রাবি সম্পর্কে আপত্তি[৮৫৭] রয়েছে। দ্বিতীয়ত এই হাদিসটি আল্লামা মারদিনির[৮৫৮] বক্তব্য মতে মুজতারিব। তৃতীয়ত হাফেজ জায়লায়ি রহ.এই

---

[৮৫৫] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৬১, ৪৬২। -সংকলক।

[৮৫৬] ১/২১৩, باب المقام الذى يقصر بمثله الصلاة، كتاب تقصير الصلاة فى السفر সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৩/১৪২, باب من ترك البصر فى السفر غير رغبة عن السنة-সংকলক।

[৮৫৭] জায়লায়ি রহ. বলেছেন, আলা ইবনে জুহাইর সম্পর্কে ইবনে হাব্বান রহ. বলেছেন, তিনি সেকাহ ব্যক্তিদের হতে এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করেন, যেগুলো সেকাহদের হাদিসের মধ্যে নেই। কাজেই তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা বাতিল। কিতাবুজ্ জুআফায় তিনি এ কথা বলেছেন। আবার কিতাবুস্ সিকাতেও তিনি তাকে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর কথার মধ্যে বৈপরিত্ব রয়ে গেলো। والله اعلم -নসবুর রায়াহ : ২/১৯১, باب صلوة المسافر -সংকলক।

[৮৫৮] আল জাওহারুন্ নাকি ফি জায়লিস্ সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকি (৩/১৪২, باب من ترك القصر فى السفر غير رغبة عن السنة) -সংকলক।

হাদিসটির মূলপাঠকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন[৮৫৯]। বোখারি-মুসলিমের[৮৬০] বরাতে হজরত আনাস রা. এর বর্ণনা বর্ণনা করেছেন,

حج النبی صلی اللہ علیه وسلم حجة واحدة واعتمر اربع عمر کلهن فی ذیالقعدة الا التی مع حجته

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করেছেন একবার। আর উমরা করেছেন চারবার। সবগুলোই জিলকাদাতে। শুধুমাত্র হজের সঙ্গে কৃত উমরা ব্যতীত।'

যা দ্বারা বোঝা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে কোনো উমরা করেননি। অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে পারে। কেনোনা, মক্কা বিজয় হয়েছে রমজান মাসে[৮৬১]। তবে এই ব্যাখ্যাটি এই জন্য সঠিক হতে পারে না যে, ফাতহে মক্কার সফরে হজরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন না[৮৬২]। বরং সম্মানিতা পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্য হতে উম্মে সালামা এবং জায়নাব রা. তাঁর সঙ্গে ছিলেন[৮৬৩]। সুতরাং এই বর্ণনাটি মা'লুল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সফরের সঙ্গেই খাপ খায় না। সুতরাং এর দ্বারা দলিল সঠিক নয়।

যদি মেনে নিয়ে এই হাদিসটিকে সঠিক সাব্যস্ত করে স্বীকার করা হয় যে, মক্কা বিজয়কালে হজরত আয়েশা রা.ও সঙ্গে ছিলেন, তখন এই জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে পনের দিন বা ততোধিক সময় মক্কাতে অবস্থান করেছেন। (মুকিম ছিলেন[৮৬৪]।) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামতের নিয়ত করেননি।[৮৬৫] তবে সম্ভাবনা আছে যে, আয়েশা রা. মনে করেছিলেন, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন, এ কারণে তিনিও নামাজ পূর্ণ আদায় করেছিলেন এবং রোজা রেখেছিলেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা. এর কাজ ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

৩. শাফেয়িদের তৃতীয় দলিল– সুনানে দারাকুতনিতে[৮৬৬] বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এরই অপর একটি বর্ণনা,

---

[৮৫৯] ইমাম জায়লায়ি রহ. বলেছেন, তানকিহ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, এ মূলপাঠটি মুনকার। কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে কখনও উমরা করেননি। -নসবুর রায়াহ : ২/১৯১। এর দ্বারা বোঝা যায়, বস্তুত তানকীহ গ্রন্থকার এটিকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। আর জায়লায়ি রহ. এর কর্ম দ্বারাও তানকীহ গ্রন্থকারের বক্তব্যের সমর্থন হয়। -সংকলক।

[৮৬০] সহিহ বোখারি : ১/২৩৯, ابواب العمرة، باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیه وسلم। সহিহ মুসলিম : ১/৪০৯, کتاب الحج، باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ علیه وسلم وزمانهن বোখারি, মুসলিম এই বর্ণনাটি শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উল্লেখ করেছেন।

[৮৬১] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার যুদ্ধ করেছিলেন রমজানে। -সহিহ বোখারি : ২/৬১২, کتاب المغازی، باب غزوة الفتح فی رمضان-সংকলক।

[৮৬২] ফাতহুল বারি : ৩/৩৭৪, قبیل باب الصلاة فی الکعبة -সংকলক।

[৮৬৩] মা'আরিফুস্ সুনান (৪/৪৬০, আল মাওয়াহিবের বরাতে)। কান্দলভী রহ. হজরত উম্মে সালামা ও হজরত মায়মুনা রা. এর নাম উল্লেখ করেছেন। -সিরাতুল মুস্তাফা (সা.) ৩/১৩, গাজওয়াতুল ফাতহিল আজম। মদিনা মুনাওয়ারা হতে রওয়ানা। -সংকলক।

[৮৬৪] বর্ণনার বিভিন্নতার ভিত্তিতে তিনি মক্কা মুকাররামায় ১৫, ১৭ অথবা ১৮ দিন অবস্থান করেছেন। -মা'আরিফ : ৪/৪৬০ -সংকলক।

[৮৬৫] কারণ, তিনি মনস্থ করেছিলেন. হুনাইনের দিকে বেরিয়ে যাবেন। -সংকলক।

[৮৬৬] সুনানে দারাকুতনি : کتاب الصیام، باب القبلة للصائم -সংকলক।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم

'সফরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসর করতেন এবং পূর্ণও পড়তেন। রোজা রাখতেন আবার বর্জনও করতেন।'

ইমাম দারাকুতনি রহ. সাব্যস্ত করেছেন এই হাদিসটির সনদ সহিহ।

এই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হাদিসের অর্থ এই হতে পারে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মন্‌জিলের কম সংক্ষিপ্ত সফরে নামাজ পড়তেন। আর তিন মন্‌জিলের অধিক সফরে কসর করতেন।

আয়েশা রা. এর ওপরযুক্ত দুটি বর্ণনার যৌথ একটি জবাব এই যে, হজরত আয়েশা রা. হজের সফরে পূর্ণ নামাজ পড়েছিলেন। কেউ হজরত উরওয়াকে প্রশ্ন করলেন-ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان[৮৬৭] 'আয়েশা রা. এর কি হলো যে, তিনি নামাজ পূর্ণ পড়ছেন? জবাবে তিনি বললেন, উসমান রা. যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

উসমান রা. মক্কা মুকার্‌রামায় যেই ব্যখ্যার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতেন এমন ব্যখ্যার ভিত্তিতে হজরত আয়েশা রা.ও পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতেন। এবার যদি হজরত আয়েশা রা. এর কাছে নামাজ পূর্ণ করার বৈধতার সপক্ষে কোনো মারফু' হাদিস হতো, তাহলে উরওয়া বলতেন না- تأولت ما تأول عثمان।

বরং সে হাদিসের বরাত দিতেন। উরওয়ার বক্তব্য হতে স্পষ্ট হয় যে, হজরত আয়েশা রা. এর কাছে এ সংক্রান্ত কোনো মারফু' হাদিস ছিলো না[৮৬৮]। বরং এটা তার নিজস্ব ইজতিহাদ ছিলো[৮৬৯]। সুতরাং ওপরযুক্ত যে দুটি হাদিস হজরত আয়েশা রা. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে হয়ত এগুলো সহিহ নয়। অথবা এগুলোর অন্য কোনো অর্থ রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. তো এর জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه ابن القيم فى الهدى، (جـــ ١ صـــ ١٨١)

'এটা হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. এর আল-হুদার (১/১৮১[৮৭০]) বিবরণ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ।

৪. শাফেয়িদের চতুর্থ দলিল উসমান রা. এর আমল যে, তিনি মক্কা মুকার্‌রামায় পূর্ণ নামাজ আদায় করতেন।[৮৭১]

---

[৮৬৭] সহিহ বোখারি : ১/১৪৮, ابواب تقصير الصلوة، باب يقصر اذا خرج من موضعه উরওয়ার কাছে প্রশ্নকারি ছিলেন জুহরি। যেমন, বোখারি শরিফে রয়েছে। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[৮৬৮] আত্ তালখিসুল হাবির : ২/৪৪, নং ৬০৩, كتاب صلاة المسافرين -সংকলক।

[৮৬৯] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, আয়েশা রা. এর মতে কসর নির্ভরশীল ছিলো বাস্তব কষ্টের ওপর এবং এটা ছিলো তার ইজতিহাদ। এজন্য হজরত উরওয়া হতে হজরত আয়েশা রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সফরে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি দু'রাকাত পড়তেন! (তবে কতইনা ভালো হতো!) তখন তিনি বললেন, হে আমার ভাগিনা! এটা তো আমার জন্য কষ্টের কারণ হয় না। -বায়হাকি : ৩/১৪৩. باب من ترك القصر فى السفر غير رغبة عن السنة -ফাতহুল বারি : ২/৪৭১, باب يقصر اذا خرج من موضعه। -সংকলক কর্তৃক পরিবর্তন সহকারে।

[৮৭০] মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরি : ৪/১৫৯ -সংকলক।

[৮৭১] আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হজরত উসমান রা. মিনায় চার রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। তবে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, আবদুল্লাহ রা. এর কাছে এ কথা 'পৌঁছা পর্যন্ত।' তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

জবাব হলো, উসমান রা. মক্কা মুকাররামায় ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর তার ইজতিহাদ ছিলো, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিবে তাতে পরিপূর্ণ নামাজ পড়া ওয়াজিব[৮৭২]। অনেকে বলেছেন, হজরত উসমান রা. এর পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করার কারণ ছিলো সেখানে হজের সময় বেদুইনদের সমাবেশ হতো। যদি সেখানে তিনি কসর করতেন তাহলে আশংকা ছিলো, বেদুইনরা মনে করে বসতো যে, পূর্ণ নামাজই দু'রাকাত। সুতরাং তিনি তা'লিমের উদ্দেশ্যে ইকামত তথা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামাজ আদায় করা সঙ্গত মনে করেছেন[৮৭৩]।

হানাফিদের দলিলগুলো

১. সহিহাইনে[৮৭৪] আয়েশা রা. এর বর্ণনা আছে, তিনি বলেছেন,

الصلوة اول ما فرضت ركعتان فأقرت صلوة السفر واتمت صلوة الحضر [٨٧٥] (اللفظ للبخارى)

'নামাজ সর্বপ্রথম ফরজ করা হয়েছে দু'রাকাত, তারপর সফরের নামাজ স্থির রাখা হয়েছে, আর বাড়িতে অবস্থান কালের নামাজ পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।'

মুসলিমের বর্ণনায়- وزيد في صلوة الحضر শব্দ বর্ণিত আছে।

এতে বোঝা গেলো, সফরে দু'রাকাত সহজতার ভিত্তিতে নয়; বরং স্বীয় আসল ফরজের ওপর স্থির। সুতরাং সেটি আজিমত (ওয়াজিব)- রুখসত বা অবকাশ নয়।

২. নাসায়িতে[৮৭৬] উমর রা. হতে বর্ণিত আছে,

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দু'রাকাত নামায় আদায় করেছি। -সুনানে নাসায়ি : ১/২১২, باب ، كتاب تقصير الصلاة في السفر الصلاة في المنى -সংকলক।

[৮৭২] ইবরাহিম বলেন, উসমান রা. চার রাকাত নামাজ পড়েছেন। কারণ, তিনি মক্কাতে আপন ওয়াতন বা নিবাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। -সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭০, كتاب المناسك، باب الصلاة في المنى এমনভাবে আবদুর রহমান ইবনে আবু জিয়াব বলেন, উসমান ইবনে আফফান রা. মিনাতে চার রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। লোকজন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি যখন হতে এসেছি তখন হতে মক্কাতে আমার ঘর সংসার বানিয়ে নিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে কোনো শহরে পরিবার-পরিজন বানিয়ে নেয়, সে যেনো মুকিমের মতো নামাজ পড়ে। -আহমদ। আল্লামা হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে : ২/১৫৬, باب في من سافر فتأهل في بلد এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তবে এই বর্ণনাটি শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহকারে মুসনাদে আবু ইয়ালার সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তবে এর ওপর ইকরামা ইবনে ইবরাহিমের দুর্বলতার প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। যদি এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা দলিল হয়ে যায় তাহলে হজরত উসমান রা. এর মাজহাব মারফু' হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. মুসনাদ ও বায়হাকি সূত্রে এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন, 'এ হাদিসটি সহিহ নয়। কারণ, এটি মুনকাতি'। এর রাবিগণের মাঝে গাইরে সেকাহ ও অপ্রামাণ্য বর্ণনাকারিও আছেন।' এবার যদি হাফেজ রহ. এর বক্তব্য সঠিক মনে করা হয় তবে মানতে হবে যে, হজরত উসমান রা. এর পূর্ণ নামাজ আদায় করাটা ছিলো তাঁর ইজতিহাদ। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ ফাতহুল বারিতে (২/৪৭০ ও ৪৭১ باب يقصر اذا خرج من موضعه) দেখা যেতে পারে। -রশিদ আশরাফ।

[৮৭৩] ফাতহুল বারি : ২/৪৭১ -সংকলক।

[৮৭৪] বোখারি : ১/১৪৮, ابواب تقصير الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه। সহিহ মুসলিম : ১/২৪১, كتاب صلاة المسافر وقصرها-সংকলক।

[৮৭৫] এর সমার্থবোধক একটি বর্ণনা হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ কিন্দি হতেও বর্ণিত আছে। যার সম্পর্কে আল্লামা হায়ছামি রহ. বলেন, এ হাদিসটি তাবারানি কাবিরে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের রাবি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৫৫, باب صلاة السفر-সংকলক।

صلاة الجمعة ركعتين والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبى صلى الله عيه وسلم.

'জুমআর নামাজ দু'রাকাত, ঈদুল ফিতরের নামাজ দু'রাকাত। কোরবানির নামাজ দু'রাকাত। সফরের নামাজ দু'রাকাত। পূর্ণাঙ্গ- কসর নয় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়।'

৩. নাসায়িতেই[৮৭৭] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال ان الله عز وجل فرض الصلوة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فى احضر اربعا وفى السفر ركعتين.

'তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ইকামত অবস্থায় চার রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। আর সফর অবস্থায় দু'রাকাত।'

৪. ইবনে উমর রা. এর সে হাদিসটি পেছনে এসেছে, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته[৮৭৮]

'এটি আল্লাহর দান। তিনি তোমাদের তা দান করেছেন। সুতরাং তার দান গ্রহণ করো।'

৫. মুয়াররিক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

سألت ابن عمر عن الصلوة فى السفر فقال ركعتين ركتنين من خالف السنة كفر[৮৭৯]

'ইবনে উমর রা.কে আমি সফরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বললেন দু'রাকাত। যে সুন্নতের বিরোধিতা করলো সে কুফরি করলো'

৬. অধিকাংশ সাহাবির মাজহাবও হানাফিদের মতোই[৮৮০]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ تَقْصِرُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-৪০ প্রসংগ : নামাজ কসর করা হবে কতো দূরে? (মতন পৃ. ১২২)

٥٤٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ أَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.

---

[৮৭৬] ১/২১১, كتاب تقصير الصلاة فى السفر -সংকলক।

[৮৭৭] ১/২১২ كتاب صلاة المسافرين وقصرها -সংকলক।

[৮৭৮] সহিহ মুসলিম : ১/২৪১, كتاب صلاة المسافرين وقصرها -সংকলক।

[৮৭৯] তাবারানি কাবিরে বর্ণনা করেছেন, এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৫৪, ১৫৫, باب صلاة السفر। তাছাড়া তাহাবিতে (১/২০৫, باب صلاة السفر) হজরত সফওয়ান ইবনে মুহরিস হতে বর্ণিত, তিনি হজরত উমর রা. এর কাছে সফরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, اخشى ان تكذب على ركعتين من خالف السنة كفر -রশিদ আশরাফ।

[৮৮০] দ্র. তাহাবি : ১/২০২- ২০৮, باب صلاة المسافر -সংকলক।

৫৪৮। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনা থেকে মক্কা অভিমুখে (সফরে) বেরুলাম। তারপর তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। ইয়াহইয়া বলেন, আমি আনাস রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কতোদিন অবস্থান করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, দশদিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর কোনো সফরে ১৯দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। সেখানে তিনি দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সুতরাং আমরা যখন ১৯দিন অবস্থান করবো, তখন দু'রাকাত আদায় করবো। আর এর বেশি অবস্থান করলে নামাজ পরিপূর্ণ করবো।

আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে দশ দিন ইকামত করবে, সে পরিপূর্ণ নামাজ পড়বে।

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে পনের দিন অবস্থান করবে সে নামাজ পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে। আবার তার হতে বর্ণিত আছে ১২ দিনের কথাও।

হজরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যখন চারদিন অবস্থান করবে তখন চার রাকাত নামাজ পড়বে। তার হতে এটি বর্ণনা করেছেন, কাতাদা ও আতা আল খুরাসানি। তবে দাউদ ইবনে আবু হিন্দ তার হতে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। ফলে সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসী ১৫দিন সময় নির্ধারণের মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যখন ১৫দিন ইকামত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে তখন নামাজ পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে। ইমাম আওজায়ি রহ. বলেছেন, যখন ১২দিনের ইকামতের জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে তখন নামাজ পূর্ণাঙ্গ করবে।

হজরত মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. বলেছেন, যখন চার দিনের ইকামতের দৃঢ় সংকল্প করবে তখন নামাজ পুরো পড়বে। পক্ষান্তরে ইসহাক রহ. ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটিকে এ ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী মাজহাব মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, কেনোনা, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যখন কেউ ১৯দিন ইকামতের জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে তখন পূর্ণাঙ্গ নামাজ পড়বে। তারপর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মুসাফিরের জন্য যতোক্ষণ পর্যন্ত ইকামতের দৃঢ় সংকল্প না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কসরের অধিকার রয়েছে। তার ওপর যদিও বছরের পর বছর কেটে যাক না কেনো।

٥٤٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّيْ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشَرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ! فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

৫৪৯। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফর করেছেন, ১৯দিন পর্যন্ত তিনি দু'রাকাত দু'রাকাত করে পড়েছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সুতরাং আমরাও ১৯দিন দু'রাকাত দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করবো। যখন আমরা এর চেয়ে বেশি অবস্থান করবো, তখন চার রাকাত পড়বো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب সহিহ।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ.এই অনুচ্ছেদে- كم এর তমিজ উল্লেখ করেননি। এর তমিজ, مسافة (দূরত্ব) ও হতে পারে আবার مدة ও হতে পারে। আর এই দুটি মাসআলাও মতবিরোধপূর্ণ।

কসরের মেয়াদ প্রসংগে

কসর কতোটুকু মেয়াদে বৈধ হয়? এতে ইমাম আবু হানিফা রহ.[৮৮১] এর মাজহাব হলো, কমপক্ষে তিন মনযিলের[৮৮২] সফর কসরের কারণ হয়। ইমামত্রয় ১৬ ফরসখের[৮৮৩] (এক ফরসখ তিন মাইলের কিছু বেশি তথা আঠার হাজার ফিট দুরত্ব) পরিমাণকে কসরের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আর এই দুটি বক্তব্য কাছাকাছি। কেনোনা, ১৬ ফরসখে ৪৮ মাইল হয়।

আহলে জাহেরের মতে সফরের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। বরং কসরের জন্য সাধারণ সফর হওয়াই যথেষ্ট[৮৮৪]। 'عن داود مطلق السفر وقدر بالميل معارف-٤/٤٧٣ (দাউদ হতে সাধারণ সফরের কথা বর্ণিত আছে- এটা নির্ধারণ করা হয়েছে এক মাইল দ্বারা।)

অনেক আহলে জাহের[৮৮৫] শুধু তিন মাইল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। প্রবল ধারনা তাঁদের দলিল হজরত আনাস রা. এর বর্ণনা-[৮৮৬]

---

[৮৮১] এখানে হানাফি মাশায়িখে কেরামের বক্তব্য প্রচুর। বাহরুর্ রায়েক গ্রন্থকার সেগুলো উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, ১৫ ফরসখ। আরেকটি হলো, ১৮ ফরখস। উমতাদুল ক্বারী, ফাতহুল কাদির ও ইনায়াতে আরেকটি বক্তব্য আছে। সেটি হলো ২১ ফরসখ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৭৩ -সংকলক।

[৮৮২] ১. مراحل শব্দটি مرحلة এর বহুবচন। এর অর্থ একদিনের দূরত্ব অর্থাৎ, ১২ মাইল। -সংকলক।

[৮৮৩] এক ফরসখ হলো, হাশেমী ৩ মাইল। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৭৩, শরহুল মুহাজ্জাবের বরাতে। -সংকলক।

[৮৮৪] উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে বলেছেন, যার সারনির্যাস হলো, সলফে সালিহিনের সামগ্রিক বক্তব্যসমূহ দলিল করে যে, তাঁরা জাহেরি সম্প্রদায়ের ব্যাপকতার ব্যাপারে সম্মত নন। বরং তাঁরা যেনো, এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, সফরের জন্য কোনো সময় নির্ধারণ জরুরি। এমনকি ইবনে হাজেম রহ. জাহেরিয়্যাতের ক্ষেত্রে কট্টর হওয়া সত্তেও এক মাইল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নস পাননি। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন তিন রাত মুসাফিরের জন্য মোজার ওপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাসী কোনো মহিলার জন্য এ পরিমাণ সময় কোনো মাহরাম ব্যতীত সফর করা বৈধ করেননি। এতে স্পষ্ট হলো, যে, শরয়ি সফর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মেয়াদের একটি দখল রয়েছে। সুতরাং হানাফিগণ এটাই গ্রহণ করেছেন। -ফাতহুল মুলহিম (২/২৫৩, كتاب صلاة المسافرين وقصرها) হতে সংক্ষেপিত। -উস্তাদে মুহতারাম।

[৮৮৫] ফাতহুল বারি : ২/৪৬৭, باب في كم يقصر الصلاة -সংকলক।

[৮৮৬] সুনানে আবু দাউদ : ১/১৭০, باب متى يقصر المسافر -সংকলক।

তবে জমহুর এর এই জবাব দেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, শুধু তিন মাইল সফরে কসর করতেন। বরং এর অর্থ হলো, সফর তো তিন মাইলের বেশি হতো। তবে তিনি তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ ব্যবধানেই কসর করতে আরম্ভ করতেন।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ (شعبة شك) يصلى ركعتين.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ (শু'বার সংশয় হয়েছে।) পরিমাণ সফরে বের হতেন তখন দু'রাকাত পড়তেন।'

সারকথা, এই অনুচ্ছেদে কোনো সুস্পষ্ট মারফু' হাদিস নেই। অবশ্য জমহুরের স্বপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের আছার রয়েছে[৮৮৭]।

কসরের নির্দিষ্ট সময় প্রসংগে

দ্বিতীয় মাসআলা কতো দিনের অবস্থানের নিয়ত কসরকে বাতিল করে দেয়? রবি'আতুর রায় রহ. এর মাজহাব মতে এক দিন এক রাত্রের ইকামতের নিয়ত দ্বারা মানুষ মুকিম হয়ে যায়[৮৮৮]।

শাফেয়ি[৮৮৯], মালেক[৮৯০] ও আহমদ রহ.[৮৯১] -এর মাজহাব মতে চার দিনের অতিরিক্ত ইকামতের নিয়ত করলে কসর বৈধ হবে না।

ইমাম আওজায়ি রহ.[৮৯২] -এর মতে বার দিন ইকামতের নিয়ত কসরকে বাতিল করে দেয়।

ইমাম ইসহাক রহ. এর মতে ১৯দিন[৮৯৩] সময় ধর্তব্য। মুদ্দত সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশি উদারতা হজরত হাসান বসরি রহ. এর মাজহাবে রয়েছে। তাঁদের মতে যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ওয়াতনে আসলিতে (আসল নীড়ে)

---

[৮৮৭] দৃষ্টান্ত হিসেবে সালেম হতে বর্ণিত আছে, হজরত ইবনে উমর রা. জাতুন্ নুসুব নামক স্থানের দিকে বেরিয়ে এলেন। এ স্থানটি ছিলো ১৬ ফরসখ (৪৮ মাইল) দূরে। সেখানে তিনি কসর করতে শুরু করতেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৪৪৫, في مسيرة كم يقصر الصلاة আলি ইবনে রবি'আ আল-ওয়ালিবি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, কতোটুকু দূরত্বে নামাজ কসর করা যাবে? জবাবে তিনি বললেন, তুমি কি সুয়াইদা চেনো? রাবি বললেন, আমি বললাম, না। তবে আমি এর কথা শুনেছি। জবাবে তিনি বললেন, এটি মধ্যম ধরণের সফরে তিন রাত পরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত। যখন আমরা সেদিকে বেরিয়ে যাই তখন নামাজ কসর করি। নিমবি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আছারে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ। -আছারুস্ সুনান : ২১৪, باب ماستدل على ان مسافة القصر ثلاثة ايام

উসমান ইবনে আফ্ফান, ইবনে মাসউদ, সুয়াইদ ইবনে গাফালা এবং হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা., শা'বি, নাখয়ি, সাইদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, আবু কিলাবা, সাওরি, ইবনে হুয়াই, শরিক ইবনে আবদুল্লাহ রহ. তিন দিনের মত গ্রহণ করেছেন। এটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে একটি বর্ণনাও বটে। -মা'আরিফ : ৪/৪৭৩, উমদাতুল কারির উদ্ধৃতিতে। -সংকলক।

[৮৮৮] হজরত সাইদ ইবনে জুবায়র রা. এর বক্তব্য তার চেয়েও কম। তিনি বলেছেন, তুমি যখন তোমার পা অন্য কোনো কওমের জমিতে রাখ তখন নামাজ পূর্ণ করো। -মা'আরিফ : ৪/৪৭৪ -সংকলক।

[৮৮৯] এই চার দিন প্রবেশ এবং বের হওয়ার দিন ব্যতীত গণ্য হবে। -মা'আরিফ : ৪/৪৭৪ -সংকলক।

[৮৯০] তার মতে প্রবেশ এবং বের হওয়ার দু'দিন সম্পর্কে কিছু তাফসিল রয়েছে। -মা'আরিফ : ৪/৪৭৪ -সংকলক।

[৮৯১] আহমদ রহ. এর মাজহাব হলো, ২১ নামাজের চেয়ে বেশি নিয়ত করতে হবে। যেমন, মুগনিতে রয়েছে (সূত্র ঐ)। আর ২১ নামাজের মোট সময় চার দিনের চেয়ে কিছু বেশি হয়। -সংকলক।

[৮৯২] তাদের দলিলও হজরত ইবনে উমর রা. এর আছর- 'তুমি যখন ১২ রাত ইকামত করার পাক্কা নিয়ত করবে তখন নামাজ পূর্ণাঙ্গ করবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৫৩৪, নং ৪৩৪২, باب الرجل يخرج فى وقت الصلاة-সংকলক।

[৮৯৩] তাঁদের মাজহাবও নির্ভরতাও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মারফু' বর্ণনার ওপর। যেটি ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে তা'লিক তথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন- 'তিনি তাঁর কোনো সফরে ১৯দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। সেখানে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। -সংকলক।

ফিরে না পৌছবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কসর পড়তে পারে।[৮৯৪] চাই অন্যান্য জায়গায় যতো দীর্ঘ সময়ই অবস্থান করুক না কেনো।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, ১৫দিনের কম হলো কসরের মুদ্দত। ১৫দিন অথবা ততোধিক সময় অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণাঙ্গ (নামাজ আদায় করা) জরুরি।

এই মাসআলাতে কোনো সুস্পষ্ট মারফু' হাদিস নেই। অবশ্য আছারে সাহাবা পাওয়া যায়। হানাফিদের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর আছর। এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছারে[৮৯৫] বর্ণনা করেছেন-

اخبرنا ابو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر (رضــ) قال اذا كنت مسافرا قوطنت على اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلوة و ان كنت لا تدرى فاقصر الصلاة–

'হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, যখন তুমি মুসাফির হও এবং ১৫দিন ইকামত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো তাহলে নামাজ পূর্ণাঙ্গ আদায় করো। আর যদি এ সম্পর্কে তোমার জানা না থাকে তাহলে নামাজ কসর করো।'

ইমামত্রয়ের দলিল- সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর আছর[৮৯৬]। তিনি বলেন, اذا أقام اربعا صلى اربع

ইমাম তাহাবি রহ. এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে উমর রা. ব্যতীত হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতেও বর্ণনা করেছেন।[৮৯৭] হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে আরেকটি বর্ণনা আছে ১৯ দিনের। যেটি তিরমিযী রহ. তা'লিক তথা প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন[৮৯৮]।

তবে এই বর্ণনাটি প্রথমত সনদগতভাবে প্রধান নয়[৮৯৯]। দ্বিতীয়ত এটি তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন

---

[৮৯৪] হতে পারে হজরত হাসান বসরি রা. এর দলিল হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পরিবার হতে বের হতেন তখন তাদের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত শুধু দু'রাকাতই পড়তেন। তাহাবি : ১/২০২, باب صلاة المسافر-সংকলক।

[৮৯৫] باب صلاة المسافر পৃষ্ঠা : ৩৪- বুগইয়াতুল আলমাঈ ফি জায়লি নসবির রায়াহ, পৃষ্ঠা : ২/১৮৪, باب الصلاة فى السفر

[৮৯৬] সাইদ ইবনে মুসায়্যিব রহ. এর একটি আছর হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ীও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন তুমি কোনো শহরে আসবে তারপর সেখানে ১৫দিন অবস্থান করবে তখন তুমি নামাজ পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে। আল্লামা নিমবি রহ. বলেছেন, এটি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন হুজাজে। এর সনদ সহিহ। -আছারুস্ সুনান : ২১৭, باب من قال ان المسافر يصير مقيما بنية اقامة خمسة عشر يوما-রশিদ আশরাফ।

[৮৯৭] নসবুর রায়াহ : ২/১৮৩, باب الصلوة المسافر। আদ্ দিরায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া : ১/২১১-২১২, باب صلوة المسافر। তবে আহকার এ দুজনের এ আছরটি তাহাবিতে বহু খোঁজের পরেও পেলো না। -সংকলক।

[৮৯৮] তিরমিযী রহ.ও এই বর্ণনাটি পরবর্তীতে মুত্তাসিল আকারে উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[৮৯৯] তবে এটাকে সনদগতভাবে অপ্রধান বা জয়িফ সাব্যস্ত করা মুশকিল। কেনোনা, স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. এ বর্ণনাটিকে হাসান, গরিব সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া এটি বোখারিতেও (১/১৭৪, باب ماجاء فى التقصير وكم يقيم حتى يقصر) এসেছে- তিনি বলেছেন, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৯ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। এ অবস্থায় কসর করছিলেন। সুতরাং আমরা যখন ১৯ দিন সফর করবো তখন কসর করবো। আর যদি এর বেশি সময় সফর করি তবে (নামাজ) পূর্ণাঙ্গ আদায় করবো। -সংকলক।

ইকামতের নিয়ত না করা হয়[৯০০]। (এমনভাবে যেসব বর্ণনায় ১৫ দিনের অধিক মুদ্দত উল্লেখ করা হয়েছে সেসব বর্ণনা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।) তাছাড়া হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর ১৫ দিন বিশিষ্ট বর্ণনাটি সমর্থিত ইবনে উমর রা. এর ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারাও[৯০১]।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ–৪১ : সফরে নফল পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৩)

৫৫০ – عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ".

৫৫০। **অর্থ :** হজরত বারা ইবনে আজিব রা. বলেছেন, ১৮টি সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। আমি তাঁকে সূর্য হেলার পর জোহরের পূর্বে দু'রাকাত তরক করতে দেখিনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব

হজরত ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বারা রা. এর হাদিসটি غريب।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ রহ.কে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এটি কেবল লাইছ ইবনে সাদের হাদিসরূপেই জেনেছেন। আবু বুসরা আল-গিফারির নাম তিনি জানেননি। তবে এটাকে তিনি হাসান মনে করেছেন। হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পূর্বাপরে সফরে নফল পড়তেন না। আবার ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে নফল আদায় করতেন।

তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবি সফরে নফল পড়ার মত পোষণ করেছেন। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক রহ.। আবার একদল আলেম নামাজের পূর্বাপরে নামাজ পড়ার মত পোষণ করেননি। আর সফরে যাঁরা নফল পড়েন না তাঁদের উদ্দেশ্য রুখসত গ্রহণ করা। আর যিনি নফল পড়েন তার জন্য এতে রয়েছে প্রচুর ফজিলত। এটা অধিকাংশ আলেমের মাজহাব। তাঁরা সফরে নফলকে পছন্দ করেন।

৫৫১ – عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

৫৫১। হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে জোহর দু'রাকাত এবং এরপর দুরাকাত পড়েছি।

---

[৯০০] পেছনের টীকাতে বোখারির বরাতে ইবনে আব্বাস রা. এর যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার আলোকে এই ব্যাখ্যা হাদিসের শুধু মারফু' অংশে চলতে পারে। কারণ, ইবনে আব্বাস রা. فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا وان زدنا اتممنا বলে নিজের মাজহাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাঁর মতে শুধু ১৯ দিনের বেশি সময়ের ইকামতের নিয়ত ধর্তব্য। -সংকলক।

[৯০১] ইবনে আব্বাস রা. এর সুস্পষ্ট বিবরণের পর এই সমর্থনে আর কোনো শক্তি থাকে না। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। এটি ইবনে আবু লায়লা আতিয়্যা ও নাফে' সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

৫৫২ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يُنْقِصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

৫৫২। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাড়িতে অবস্থানকালে ও সফরে নামাজ আদায় করেছি। তাঁর সঙ্গে আমি ইকামত অবস্থায় জোহর চার রাকাত ও এরপর দু'রাকাত আদায় করেছি। সফরে তাঁর সঙ্গে জোহর আদায় করেছি দু'রাকাত ও এরপর দু'রাকাত, আর আসরের নামাজ দু'রাকাত। এরপর তিনি কোনো নামাজ পড়েননি। আর মাগরিব ইকামত ও সফর অবস্থায় সমান তিন রাকাত পড়েছি। সফর এবং ইকামত অবস্থায় তিনি এর চেয়ে কম পড়েননি। বস্তুত মাগরিব হলো, দিনের বিতর। আর এরপরে আদায় করেছি দু'রাকাত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, ইবনে আবু লায়লা আমার কাছে এরচেয়ে বিস্ময়কর কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। তবে আমি তাঁর হতে কোনো হাদিস বর্ণনা করি না।

দরসে তিরমিযী

আল্লামা নববী রহ. শরহে মুসলিমে[৯০২] লিখেন,

اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة فتر كها ابن عمر واخرون واستحبها الشافعى واصحابه والجمهور[৯০৩]

---

[৯০২] ১/২৪২, كتاب صلاة المسافرين وقصرها - সংকলক।

[৯০৩] ইবনে হাজার রহ. আল্লামা নববী রহ. এরই বরাতে এই মাসআলাতে (নফল আদায়ে) তিনটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন- ১. ব্যাপক নিষিদ্ধতা। ২. ব্যাপক বৈধতা। ৩. রাওয়াতিব তথা স্থায়ী (মুয়াক্কাদা) ও সাধারণ সুন্নতের মাঝে ব্যবধান। এটাই হজরত ইবনে উমর রা. এর মাজহাব। এরপর হাফেজ রহ. আরো দুটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন- ৪. সাধারণ সুন্নতে দিন রাতে ব্যবধান করা। ৫. পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মাঝে ব্যবধান করা। অর্থাৎ, (নামাজের) আগেকার মুয়াক্কাদা সুন্নতগুলোর বৈধতা আর পরের মুয়াক্কাদা সুন্নতগুলোর অবৈধতা। কারণ, পূর্বের নফল সে (ফরজ) নামাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না। কারণ, উভয়ের মাঝে তো ইকামত এবং বেশির ভাগ সময় ইমামের অপেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা ব্যবধান করা হয়। তবে পরবর্তী সুন্নত এর বিপরীত। কারণ, এতে বেশিরভাগ পূর্ববর্তী নামাজের সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে কখনও দুটিকে এক ধারণা করা হয়। -দ্র. ফাতহুল বারি : ২/৪৭৬, باب من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلاة

'এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, সাধারণ নফল সফরে মুস্তাহাব। অবশ্য স্থায়ী নফলগুলো মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে উমর রা. প্রমুখ এসব নফল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এসব নফল মুস্তাহাব মনে করেছেন শাফেয়ি রহ., তাঁর ছাত্রগণ ও অধিকাংশ আলেম।'

সাধারণ নফল যেমন, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি মুসাফিরের জন্য সফরে পড়া সবার মতে বৈধ। অবশ্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা যেগুলোকে রাওয়াতিবও বলা হয় এগুলো সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যাদের অন্তর্ভুক্ত হজরত ইবনে উমর রা.ও। তাঁরা এগুলো ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং অধিকাংশ ইমাম ও আলেম এগুলো পড়াও মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তা। হানাফিদের মতেও যদি সুযোগ হয় তাহলে স্থায়ী সুন্নতগুলো আদায় করার মাঝে ফজিলত রয়েছে। তরক করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেনোনা, সফরের অবস্থায় স্থায়ী সুন্নতগুলোর অধিক তাকিদ খতম হয়ে যায়[৯০৪]। অবশ্য ফজরের সুন্নত এর হতে ব্যতিক্রমভুক্ত। সফরেও এর অধিক তাকিদ অবশিষ্ট হতে যায়। সুতরাং গুরুত্বারোপ করা চাই এটা আদায়ের ক্ষেত্রে।

আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, لا تدعوهما اى ركعتى الفجر وان طردتكم الخيل[৯০৫][৯০৬] 'তোমরা ফজরের দু'রাকাত বর্জন কর না। যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া হাকিয়ে নিক।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সফরে ফজরের সুন্নত দু'রাকাত আদায় করা প্রমাণিত আছে। ইমাম বোখারি রহ. বলেন[৯০৭], وركع النبى صلى الله عليه وسلم فى السفر ركعتى الفجر তথা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ফজরের দু'রাকাত আদায় করেছেন।

হজরত আবু কাতাদা রা. এর একটি সুদীর্ঘ হাদিস মুসলিম শরিফে[৯০৮] বর্ণিত আছে, তিনি সফর অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফজরের নামাজ কাজা হওয়ার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم

'তারপর বিলাল রা. নামাজের আজান দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত পড়লেন। তারপর ফজরের নামাজ পড়লেন। তারপর প্রতিদিন যা করতেন, তাই করলেন।'

একটি বক্তব্য আল্লামা হিন্দুয়ানি রহ. এরও আছে। যেটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা আইনি রহ.। ৬. বাড়িতে অবস্থানকালে এটা করা উত্তম। আর সফর অবস্থায় না করা উত্তম। দেখুন উমদাতুল কারি : ৭/১৪৪, باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلوة وقبلها-সংকলক।

[৯০৪] দ্র. ই'লাউস সুনান : ৭/২৮৯ ১/২৪২, باب التطوع فى الصلوة-সংকলক।

[৯০৫] সফর ইত্যাদিতে ফজরের সুন্নতের তাকিদের ব্যাপারে হাদিসের দলিল স্পষ্ট। কারণ, ঘোড়ার হাকানো অধিকাংশ সময় সফরে হয়ে থাকে, অন্যত্র নয়। -ই'লাউস্ সুনান (৭/১৯২, باب التطوع فى السفر) গ্রন্থকার এটাই বলেছেন।

[৯০৬] সুনানে আবু দাউদ : ১/১৭৯, باب فى تخفيفهما اى ركعتى الفجر-সংকলক।।

[৯০৭] সহিহ বোখারি : ১/১৪৯, باب من تطوع فى المفر فى غير دبر الصلوات وقبلها

[৯০৮] ১. ১/১৩৯, باب قضاء الصلاة الفائتة واستجباب تعجيل قضائها-সংকলক।

তারপর অনেকে ফজরের সুন্নতের সঙ্গে মাগরিব পরবর্তী সুন্নতকেও প্রয়োজন সাব্যস্ত করেছেন[৯০৯]।

প্রকাশ থাকে যে, সফরে নফল সংক্রান্ত ওপরযুক্ত মতপার্থক্য বর্ণনাগুলোর বিভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাগুলোও পরস্পর বিরোধী। এক বর্ণনায় তাঁর হতে বর্ণিত আছে,

صحبت [٩١٠] رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذالك-

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। তিনি সফরে দু'রাকাতের বেশি পড়তেন না। এমনিভাবে আবু বকর, উমর ও উসমান রা. এরও সঙ্গী হয়েছিলাম।'

এমনভাবে তাঁর হতে বর্ণিত আছে,

صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين (كما فى الباب)

' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি সফরে জোহরের দু'রাকাত আদায় করেছি এবং এর পর আদায় করেছি দু'রাকাত। তাছাড়া মাগরিবের নামাজ সম্পর্কেও ইবনে উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বর্ণনা করেছেন,

والمغرب فى الحضر والسفر سواء لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين.

'সফরে ও ইকামতের সময় মাগরিবের নামাজ বরাবর, তাতে ইকামতের অবস্থায় ও সফরে কোনো হ্রাস করেননি। মাগরিবের নামাজটি দিনের বিতর। আর এরপর দু'রাকাত পড়তেন।

এমনিভাবে হাফস ইবনে আসেম ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

صحبت[٩١١] ابن عمر فى طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتى، [٩١٢] يا ابن اخى! انى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى الخ.

---

[৯০৯] দ্র. ই'লাউস্ সুনান : ৭/২৮৮, উমদাতুল কারিতে আইনি রহ. বর্ণনা করেছেন, হিশাম বলেছেন, আমি মুহাম্মদ রহ.কে বহুবার দেখেছি, তিনি জোহরের পূর্বে ও পরে সফরে নফল পড়তেন না। তবে ফজর ও মাগরিবের দু'রাকাত ত্যাগ করতেন না। আমি তাঁকে আসরের পূর্বে ও এশার পূর্বে নফল পড়তে দেখিনি। তিনি এশা পড়তেন তারপর বিতর আদায় করতেন। - ৭/১৪৪, باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة وقبلها -সংকলক।

[৯১০] সহিহ বোখারি (শব্দ বোখারির) : ১/১৪৯ باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلوات وقبلها সুনানে তিরমিযী : ابواب اسفر، باب النقصر فى السفر,১/৯৭-সংকলক।

[৯১১] সহিহ মুসলিম : ১/২৪২, كتاب صلاة المسافر وقصرها -সংকলক।

[৯১২] হজরত ইবনে উমর রা. এর উদ্দেশ্য যদি নামাজ পূর্ণ আদায় করা এবং স্থায়ী (মুয়াক্কাদা) নামাজের মাঝে এখতিয়ার থাকতো তাহলে তার কাছে পূর্ণাঙ্গ আদায় করা অধিক প্রিয় হতো। তবে তিনি কসর দ্বারা লাঘব বুঝেছেন। সুতরাং স্থায়ী (মুয়াক্কাদা) সুন্নত নামাজ তিনি পড়তেন না এবং পূর্ণাঙ্গ নামাজও আদায় করতেন না। ফাতহুল বারি : ২/৪৭৬, باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة-সংকলক।

'মক্কার পথে আমি ইবনে উমর রা. এর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। রাবি বলেন, তারপর তিনি আমাদের জন্য জোহরের নামাজ দু'রাকাত পড়লেন। তারপর তিনি আমাদের সম্মুখীন হলেন, আমরা তার মুখোমুখি হলাম। এমনিভাবে তিনি তার সওয়ারির কাছে এলেন এবং বসলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। তখন তিনি যেখানে নামাজ পড়েছিলেন সেদিকে এক নজর দিয়েছিলেন। তখন দেখলেন, কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা? আমি বললাম, তাঁরা নফল নামাজ পড়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি নামাজ পড়ার হতাম, তাহলে আমার নামাজ পূর্ণাঙ্গ করতাম। হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। তিনি ওফাতের আগ পর্যন্ত দু'রাকাতের বেশি আদায় করেননি ...।

এরপর ইবনে উমর রা. ক্রমানুপাতে তিন খলিফার আমলও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, وقد قال الله تعالى لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই।'

এগুলোতো ছিলো হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা। এগুলো ব্যতীত আলোচ্য অনুচ্ছেদেই বারা ইবনে আজেব রা. এর হাদিস বর্ণিত আছে,

صحبت رسول الله صلى عليه وسلم لما نية عشر سفرا فما رأيته ترك الرلعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر.

'১৮টি সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। আমি তাকে কখনও জোহরের পূর্বে সূর্য হেলার পর দু'রাকাত তরক করতে দেখিনি।'

এমনভাবে বোখারিতে[৯১৩] ইবনে আবু লায়লা হতে বর্ণিত আছে,

ما أخبرنا أحد انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانى ذكرت ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل فى بيتها فصلى ثمانى ركعات الخ.

'হজরত উম্মে হানি রা. ব্যতীত কেউ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামাজ আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাকে বর্ণনা করেননি। উম্মে হানি রা. উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করেছেন। তারপর আট রাকাত নামাজ আদায় করেছেন।'

এসব বর্ণনায় বাহ্যত পারস্পরিক বিরোধ মনে হয়। এবার যদি হানাফিয়া এবং জমহুরের বর্ণিত ওপরযুক্ত তাফসিল গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয় যে, সফরে সাধারণ নফল এবং স্থায়ী (মুয়াক্কাদা) সুন্নতগুলো আদায়ের অনুমতি আছে, তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত স্থায়ী সুন্নতগুলো সফরে মুয়াক্কাদা হিসেবে বাকি থাকে না, অবকাশ হলে এগুলো আদায়ে ফজিলত রয়েছে, তাহলে পরস্পর বিরোধী সমস্ত বর্ণনা স্ব-স্ব প্রয়োগ ক্ষেত্রে মিলে যায়।

---

[৯১৩] باب من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلوات وقبلها, ১/১৪৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

অনুচ্ছেদ–৪২ : একত্রে দুই ওয়াক্তের নামাজ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৩)

٥٥٣ – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَّجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ".

৫৫৩। **অর্থ :** হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে যখন সূর্য হেলার পূর্বে সফর করতেন, তখন জোহর দেরি করে আসরের সঙ্গে একত্রে পড়তেন। আর যখন সূর্য হেলার পর সফর করতেন তখন আসর দেরি করে জোহরের সঙ্গে মিলিয়ে উভয়টি একত্রে পড়তেন। তারপর সফর করতেন। আর যখন মাগরিবের পূর্বে সফর করতেন তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে এশার সঙ্গে আদায় করতেন। আর যখন মাগরিবের পর সফর করতেন, তখন এশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সঙ্গে পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে উমর, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে জায়দ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সহিহ হলো, 'উসামা রা. থেকে'।

হজরত আলি ইবনুল মাদীনি আহমদ ইবনে হাম্বল সূত্রে কুতায়বা হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٥٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْأَعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ مُعَاذٍ

৫৫৪। **অর্থ :** কুতায়বা মু'আজ রা. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত মু'আজ রা. এর হাদিসটি حسن غريب। কুতায়বা এককভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কুতায়বা ব্যতীত লাইছ হতে এ হাদিসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব-আবুত্ তুফাইল-মু'আজ রা. সূত্রে লাইছের হাদিসটি গরিব। প্রসিদ্ধ হলো, ওলামায়ে কেরামের কাছে মু'আজ রা. এর হাদিস আবু জুবায়র সূত্রে আবুত্ তুফাইল হতে মু'আজ রা. হতে বর্ণিত বর্ণনাটি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন। এটি কুররা ইবনে খালেদ, সুফিয়ান সাওরি, মালেক ও একাধিক ব্যক্তি আবুজ্ জুবায়র মক্কি হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ হাদিস অনুসারেই মত পোষণ করেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেন, সফরে দুই নামাজের যে কোনো একটির ওয়াক্তে দুই নামাজ একত্রে পড়াতে কোনো দোষের কিছু না।

٥٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

৫৫৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তাঁর কাছে তাঁর কোনো স্ত্রীর মুমূর্ষ অবস্থার খবর এলো। তার কাছে ফরিয়াদ তলব করা হলো (দ্রুত আসার জন্য তাকে আহবান জানানো হলো), তখন তিনি দ্রুত পথ চলতে শুরু করলেন। মাগরিব নামাজ দেরিতে পড়লেন। এমনকি আকাশের লালিমা বা শুভ্রতা অস্তমিত হলো, তারপর তিনি অবতরণ করে দুই নামাজ একত্রে আদায় করলেন। তারপর তাঁদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন যখন তিনি দ্রুত সফর করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। লাইছ সূত্রে ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : ইস্তিসকার নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৪)

٥٥٦ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ".

৫৫৬। **অর্থ :** হজরত আব্বাদ ইবনে তামিমের চাচা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে নিয়ে ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) জন্য বের হলেন। তাঁদেরকে নিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। এ দু'রাকাতে কেরাত স্বশব্দে পাঠ করলেন। আর চাদরটি উল্টে দিলেন। দুহাত উত্তোলন করলেন। বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন কেবলামুখী হয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা আনাস ও আবুল লাহ্ম হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দের হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। আব্বাদ ইবনে তামিমের চাচার নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসেম আল মাজনি।

٥٥٧ - عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ عَنْ آبِي اللَّحْمِ "أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو".

৫৫৭। হজরত আবুল লাহ্ম হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুজ্ জাইত নামক স্থানে বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখেছেন। তখন তিনি দোয়ার উদ্দেশ্যে তার দু'হাত তুলেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কুতায়বা এ হাদিসে এমন বলেছেন, 'আবুল লাহ্ম হতে'। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাঁর এ একটি হাদিস ব্যতীত আমরা আর কোনো হাদিস জানি না।

আবুল লাহ্মের আজাদকৃত দাস উমাইর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি।

৫৫৮ - عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَرْسَلَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ، وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيْ فِي الْعِيْدِ".

৫৫৮। **অর্থ :** হজরত ইসহাক বলেন, আমাকে মদিনার আমির ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট পাঠিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসতিসকা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে। আমি তার কাছে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হলেন, সাধারণ মা'মুলি পোশাক পরে বিনয়ী ও রোনাজারি অবস্থায়। এভাবে তিনি ময়দানে চলে এলেন। সেখানে তিনি তোমাদের এই খুতবার মতো কোনো খুতবা দেননি। তবে তিনি দোয়া রোনাজারি ও তাকবিরে রত ছিলেন। এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। যেমন ঈদের নামাজ পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

৫৫৯ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيْهِ مُتَخَشِّعًا.

৫৫৯। **অর্থ :** 'মাহমুদ ইবনে গায়লান ... ইসহাক হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে এতে متخشعا (ভীত সন্ত্রস্ত) শব্দ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটি শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। তিনি বলেছেন, ইসতিসকার নামাজ দুই ঈদের নামাজের মতো পড়া হবে। প্রথম রাকাতে সাতবার তাকবির দিবে, আর দ্বিতীয়টিতে পাঁচবার। তিনি দলিল পেশ করেছেন ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মালেক ইবনে আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, দুই ঈদের নামাজে যেমন তাকবির দেয় ইসতিসকার নামাজে সেরকম তাকবির দিবে না। আবু হানিফা নু'মান রহ. বলেছেন, ইসতিসকার নামাজ আদায় করা হবে না। আমি লোকজনকে চাদর উল্টোনোর নির্দেশও দেইনি, তবে তারা দোয়া করবে এবং সবাইকে নিয়ে রুজু করবে আল্লাহর দিকে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, তিনি সুন্নতের খেলাফ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، بالقراءة فيهما.

إستسقاء এর শাব্দিক অর্থ হলো, প্রার্থনা বা বৃষ্টি কামনা[৯১৪] করা। ইসতিসকার নামাজের বিধিবদ্ধতার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এ হাদিসটি এর দলিল।

আবু হানিফা রহ. হতে যে বর্ণিত হয়েছে, ইসতিসকাতে কোনো নামাজ সুন্নত নেই[৯১৫] -এর অর্থ সাধারণত যথার্থ অনুধাবিত হয়নি। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য হলো, ইসতিসকার সুন্নত শুধু নামাজের সঙ্গেই খাস নয়। বরং শুধু দোয়া ইসতিগফারের মাধ্যমেও এই সুন্নত আদায় হয়ে যায়। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا[৯১৬]বস্তুত দোয়া ও ইসতিগফারের মাধ্যমে ইসতিসকার সুন্নত আদায় হয়ে যাওয়া আবু মারওয়ান আসলামির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেছেন,

خرجنا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستسقي فما زاد على الإستغفار[৯১৭]

'হজরত উমর রা. এর সঙ্গে আমরা বেরিয়ে ছিলাম যখন তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি ইসতিগফারের বেশি আর কিছু করেননি।'

সুতরাং আবু হানিফা রহ. এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইসতিসকার নামাজ সুন্নত নয়। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর দলিল অনস্বীকার্য।

---

[৯১৪] অথবা তৃষ্ণা নিবারণ কামনা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ পদ্ধতিতে তৃষ্ণা নিবারণ কামনা করা, যাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপর বৃষ্টি নাজিল করেন এবং দুর্ভিক্ষ ও অভাব, অনটন, শহর ও আবাদি হতে দূরীভূত করেন। -মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নোরি : ৪/৪৯১ -সংকলক।

[৯১৫] বৃষ্টির প্রয়োজন সত্ত্বেও. অনাবৃষ্টি একাধারে লেগে থাকলে সালাতুল ইসতিসকা আদায় করা হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এই নামাজে জামাত সুন্নত নয়। বরং মনে চাইলে একাকি নামাজ পড়বে। তার মতে ইসতিসকা হলো, দোয়া ও ইসতিগফারের নাম। শায়খুল ইসলাম রহ. বলেছেন, যদি জামাতে নামাজ আদায় করে তবে সেটাও বৈধ আছে। তবে এটা সুন্নত নয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসতিসকার নামাজে জামাত মাকরূহ নয়। তবে সাধারণ নফল এর বিপরীত। -গুনইয়াতুল মুসতামলী প্রসিদ্ধ কবিরী : ৪২৭, সালাতুল ইসতিসকা। -সংকলক।

[৯১৬] তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে হতে গুনাহ মাফ করাও। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। -বায়ানুল কোরআন, সূরা নূহ, আয়াত নং ১০, ১১।

[৯১৭] মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৯৪, উমদাতুল কারি সূত্রে। -আল্লামা আইনি রহ. এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার বরাতে বর্ণনা করেছেন। উমদাতুল কারি : ৭/২৫, باب الإستسقاء وخروج النبى صلى الله عليه وسلم الخ। তবে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের ছাপা কপিতে- فما زاد على الإستغفار এর পরিবর্তে فما زاد على الإستسقاء শব্দ বর্ণিত আছে। ২/৪৭৪, من قال لا يصلى فى الإستسقاء, এবার যদি فما زاد على الإستسقاء শব্দ সঠিক সাব্যস্ত করা হয় তাহলে এই বর্ণনা দ্বারা দলিল স্পষ্ট হবে না।

অবশ্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেই (সূত্র ঐ) হজরত শা'বি রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ইসতিসকার জন্য বেরিয়ে মিম্বরের ওপর আরোহণ করলেন। তারপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

استغفروا ربكم انه كان غفارا- يرسل السماء عليكم مدرارا-ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا-استغفروا ربكم انه كان غفارا.

তারপর তিনি অবতরণ করলেন। ফলে লোকজন বললেন, আমিরুল মুমিনিন! যদি বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন তবে কতইনা ভালো হতো! জবাবে তিনি বললেন, আমি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি আসমানের তারকাসমূহ দ্বারা, যেগুলো দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ কামনা করা হয়। এর দ্বারা আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের সমর্থন হয়। -সংকলক।

তারপর ইসতিসকার নামাজের পদ্ধতিতে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি রহ. এর মতে ইসতিসকার নামাজে দুই ঈদের মত ১২টি অতিরিক্ত তাকবির থাকে[৯১৮]। অথচ হানাফিদের মতে এতে অতিরিক্ত তাকবির নেই। বরং অন্যান্য নামাজের মতো শুধু একটি তাকবিরে তাহরিমা আছে[৯১৯]।

শাফেয়িদের দলিল হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। যেটি ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে- وصلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد তবে আমরা বলি, এই উপমা অতিরিক্ত তাকবিরগুলোর ক্ষেত্রে নয়, বরং নামাজের রাকাত সংখ্যা, ময়দানে বেরিয়ে পড়া ও সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে। কেনোনা, যদি এই নামাজে অতিরিক্ত তাকবিরগুলো থাকতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাষায় এর বিবরণ দিতেন[৯২০]।

وحول ردائه চাদর উল্টে দেওয়া হয়েছিলো শুভ লক্ষণের জন্য যে, আমরা যে অবস্থায় এসেছি এ অবস্থায় ফিরে যাবো না[৯২১]। তারপর এটা মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মতে ইমাম মুক্তাদি উভয়ের মতে সুন্নত। অথচ হানাফি ও অনেক মালেকির মতে এটা সুন্নত শুধু ইমামের জন্য। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া এবং সুফিয়ান সাওরি রহ. এর এ মাজহাবই।

---

[৯১৮]. এটি আহমদ রহ. হতে একটি বর্ণনা। আবার এটি ইবনুল মুসাইয়িব, উমর ইবনে আবদুল আজিজ, মাকহুল ও ইবনে জারির রহ. এর মাজহাব। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৯৯ -সংকলক।

[৯১৯] এটা মালেক, সাওরি, আওজায়ি, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, আবু ইউসুফ এবং প্রসিদ্ধ বক্তব্য মতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. প্রমুখ আবু হানিফা রহ. এর শিষ্যের মাজহাব। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৯৯ -সংকলক।

[৯২০] এজন্য ইবনে আসাকির রহ. ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন, যাতে হজরত ইবনে আব্বাস রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসতিসকার নামাজের ধরণ বর্ণনা করেছেন, তারপর তিনি কেবলামুখী হলেন। লোকজন তাকবির বললো, তিনি লোকজনকে নিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন। উভয় রাকাতে জোরে কেরাত পড়লেন। প্রথম রাকাতে পড়লেন- اذا الشمس كورت আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়লেন والضحى, তারপর চাদর উল্টে ফেললেন। যাতে দুর্ভিক্ষাবস্থার পরিবর্তন হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পড়ে দুহাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন। আয় আল্লাহ! আমাদের শহরগুলো শূন্য হয়ে গেছে। কানজুল উম্মাল : ৮/২৮০ নং ১৯৩২, সালাতুল ইসতিসকা। (আল আফ'আল।) কানজুল উম্মাল গ্রন্থকার এই বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, (এর রাবিগণ) সেকাহ। এই বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসতিসকা নামাজের ধরণ বর্ণনা করেছেন। তবে এর কোথাও অতিরিক্ত তাকবিরগুলোর উল্লেখ নেই।

তাছাড়া মু'জামে তাবারানি আওসাতে হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। তিনি নামাজের আগে খুতবা দিয়েছেন। কেবলামুখী হয়েছেন এবং তাঁর চাদর উল্টে দিয়েছেন। তারপর নেমে দু'রাকাত পড়ে নিয়েছেন। এই দু'রাকাতে শুধু একটি তাকবির দিয়েছেন। -নসবুর রায়াহ : ২৪০, ২৪১, باب الاستسقاء

তাছাড়া এই হাদিসটি হানাফিদের মাজহাবের পক্ষে স্পষ্ট। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষে তিরমিযী রহ. বলেন, মালেক ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইসতিসকার নামাজে তাকবির দিবে না, যেমন তাকবির দেওয়া হয় দুই ঈদের নামাজে। -রশিদ আশরাফ।

[৯২১] এজন্য কোনো কোনো বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন এবং চাদর উল্টে দিয়েছেন। যাতে দুর্ভিক্ষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।-সুনানে দারাকুতনি : ২/৬৬, নং ২, কিতাবুল ইসতিসকা ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন, যাতে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত আছে -'তারপর তিনি তার চাদর উল্টে দিয়েছেন যাতে দুর্ভিক্ষের পরিবর্তন ঘটে। -কানজুল উম্মাল : ৮/২৮০, নং ১৯৩২, সালাতুল ইসতিসকা, আল-আফ'আল। তাছাড়া তাবারানির তিওয়ালাতে হজরত আনাস রা. এর হাদিসে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত আছে, 'তবে তার চাদর উল্টে দিয়েছেন। যাতে দুর্ভিক্ষ প্রাচুর্য দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। -নসবুর রায়াহ : ২/২৪৩, اخر باب الاستسقاء -রশিদ আশরাফ।

হানাফিদের বক্তব্য হলো, বর্ণনা সমূহে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর উল্টানোর উল্লেখ রয়েছে[১২২]। যেহেতু এটা বিবেকের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য আমল নয়, সেহেতু এটি নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই ইমামের ওপর মুক্তাদিকে কিয়াস করা ঠিক না[১২৩]।

---

[১২২] তবে হাফেজ জায়লায়ি রহ. নসবুর রায়াতে (২/২৪৩, باب الإستسقاء বলেন, 'গ্রন্থকার রহ. এর বক্তব্য 'কওম তাদের চাদর উল্টাবে না। কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাদেরকে এমন নির্দেশ দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি'- জটিল। কারণ, বর্ণনা না থাকা বাস্তবে না হওয়ার দলিল নয়। তাছাড়া কওমের লোকজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তাদের চাদর উল্টিয়েছেন। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেননি। আর শরি'আত প্রবর্তকের অনুমোদন এটিও একটি হুকুম। যেমন মুসনাদে আহমদে (৪/৪১) আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ রা. এর হাদিসে আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর চাদর উল্টে ফেললেন। ওপরের পিঠ নীচে রেখে দিলেন। লোকজনও তা করলো তার সঙ্গে। যেনো হাফেজ জায়লায়ি রহ. تحول الناس معه বাক্য দ্বারা চাদর উল্টোনোর কাজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে লোকজনের অংশিদারিত্ব দলিল করছেন।

জাফর আহমদ উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে (الإستسقاء بالدعاء وبالصلاة) বলেন, تحول الناس معه দ্বারা এই উদ্দেশ নয় যে, লোকজনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চাদর উল্টানোর আমল করেছেন। কারণ, تحول এবং تحويل দুটির অর্থ এক নয়। বরং تحول শব্দের অর্থ হলো, ফিরে যাওয়া। সুতরাং হাদিসে চাদর উল্টানোর আমলে অংশিদারিত্ব নয়; বরং কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর ব্যাপারে অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্য। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ রা. এর বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি যখন আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ভিন্ন দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহর কাছে প্রচুর আবেদন করেছেন। রাবি বলেন, তারপর তিনি কেবলার দিকে মুখ করেছেন এবং তার চাদরটি উল্টে ফেলেছেন। এর ওপরের দিক নীচের দিকে করে ফেলেছেন। আর লোকজনও তারই সঙ্গে ফিরে গেছে।

তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, লোকজন তো প্রথম হতে কেবলার দিকে মুখ করে ছিলো সুতরাং যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা হতে অবসর হয়ে লোকজনের দিকে চেহারা ফিরিয়ে কেবলার দিকে মুখ ফিরালেন তখন কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে লোকজনের অংশীদারিত্ব কিভাবে হলো?

উসমানি রহ. এই প্রশ্নটির এই জবাব দিয়েছেন যে, খুতবা শোনার সময় (লোকজন) ইমামের দিকে এভাবে মুখ ফিরান যে, তাদের মধ্য হতে বহু লোক কেবলা হতে ফিরে যায়। এবার হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা হতে অবসর হয়ে কেবলার দিকে ফিরলেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনও যথার্থ পদ্ধতিতে কেবলার দিকে মুখ ফিরালেন। ই'লাউস্ সুনান।

[১২৩] তারপর চাদর উল্টানোর ধরণ হজরত আল্লামা উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে (২/৪৪১, كتاب صلاة الإستسقاء) হিলইয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন- 'মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, ইমাম তাঁর চাদর উল্টে দিবে যখন খুতবার প্রথমাংশ শেষ হয়। যদি চাদর চতুর্কোণ বিশিষ্ট হয় তাহলে ওপরের অংশ নীচে আর নীচের অংশ ওপরে রেখে দিবে। আর যদি গোলাকৃতির হয় তবে ডান পাশ বাম পাশের ওপর আর বাম পাশ ডান পাশের ওপর রাখবে। যদি কাবা (আলখেল্লা জাতীয় পোশাক) হয় তাহলে ভেতরের অংশ ওপরে আর বাইরের অংশ ভেতরে রাখবে। চাদর উল্টানোর অতিরিক্ত বিশ্লেষণ এবং পদ্ধতিগুলো উমদাতুল কারিতে (৭/২৫, باب الإستسقاء وخروج النبى صلى الله عليه وسلم فى الإستسقاء) দেখা যেতে পারে।

তারপর চাদর কখন উল্টানো হবে এতেও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, আমাদের মাজহাব মতে চাদর উল্টানোর সময় হলো, যখন খুতবার শুরু অংশ শেষ হয়ে যায়। এমতই পোষণ করেছেন, ইবনুল মাজিশুন রহ.। এতে ইবনুল কাসিমের একটি বর্ণনা হলো, খুতবা শেষ হওয়ার পর। আর অনেকে বলেছেন দুই খুতবার মাঝে। ইমাম মালেক রহ. হতে প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, খুতবা শেষ হওয়ার পর। এই মতই পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ি রহ.। উমদাতুল কারি : ৭/২৫, বাবুল ইসতিসকা ...।

তারপর ইসতিসকার আলোচনায় আরো অনেক মাসআলা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। যেমন সালাতুল ইসতিসকা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, না মুস্তাহাব? এতে কেরাত জোরে না আস্তে? ইসতিসকার খুতবা নামাজের পূর্বে, না পরে? ইসতিসকার সময় হাত উঠানোর পদ্ধতি কি?

بَابُ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ–৪৪ : সূর্যগ্রহণের[৯২৪] নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৫)

٥٦٠ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالْأُخْرٰى مِثْلَهَا".

৫৬০। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণকালে নামাজ আদায় করেছেন। তিনি কেরাত পড়েছেন। তারপর রুকু করেছেন। তারপর কেরাত পড়েছেন, তারপর রুকু করেছেন। তারপর কেরাত পড়েছেন, তারপর রুকু করেছেন। তথা তিনবার অনুরূপ করেছেন। তারপর তিনি দুটি সেজদা করেছেন। আর দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেছেন অনুরূপ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, নু'মান ইবনে বশীর, মুগিরা ইবনে শু'বা, আবু মাসউদ, আবু বাকরা, সামুরা, আবু মুসা আশআরি, ইবনে মাসউদ, আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক, ইবনে উমর, কবিসা আল-হিলালি, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও উবাই ইবনে কাব রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। হজরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণিত আছে যে, তিনি সূর্যগ্রহণের নামাজ আদায় করেছেন চারটি রুকু চারটি সেজদা করে। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। ফলে অনেক আলেমের রায় হলো, এই নামাজের কেরাত দিনে আস্তে আস্তে পড়বে। আর কারো কারো মত হলো, এই নামাজের কেরাত পড়বে স্বশব্দে দুই ঈদের নামাজ ও জুমআর নামাজের মতো।

শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা তাতে কেরাত জোরে পড়ার মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, তাতে কেরাত জোরে পড়বে না। অবশ্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই দুটি বর্ণনা সহিহরূপে প্রমাণিত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহিহ ভাবে প্রমাণিত আছে যে, তিনি চারটি রুকু চারটি সেজদাসহকারে নামাজ পড়েছেন। অবশ্য তার হতে এ বিষয়টিও সহিহ আকারে প্রমাণিত আছে যে, তিনি চারটি রুকু চার সেজদাসহ আদায় করেছেন। আর এটা সূর্যগ্রহণের পরিমাণ হিসেবে বৈধ আছে ওলামায়ে কেরামের মতে। যদি সূর্যগ্রহণ দীর্ঘ হয় তাহলে চার সেজদায় ছয়টি রুকু করবে। এটা বৈধ। আর যদি চার সেজদায় আটটি রুকু করে এবং কেরাত দীর্ঘ করে তবে সেটাও

ইত্যাদি। এসব মাসায়েলের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন উমদাতুল কারি : ৭/২৪-৬১, ابواب الإستسقاء মা'আরিফুস্ সুনান : ৪/৪৯১-৫০০, ই'লাউস্ সুনান : ৮/৪৪৭- ৪৫৮, والله الموفق। باب الإستسقاء بالدعاء وبالصلاة

[৯২৪] একদল অভিধানবিদ বলেছেন, কুসুফ সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর খুসূফ ব্যবহৃত হয় চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে। ফুকাহায়ে কেরামের ভাষায় এটাই প্রসিদ্ধ। ফাররা, সা'লাব রহ. এটিই পছন্দ করেছেন। জাওহারি রহ. দাবি করেছেন যে, এটি হলো, সবচেয়ে ফসীহ-উচ্চাঙ্গের ভাষা। আর অনেকে বলেছেন, এটাই সুনির্দিষ্ট। আবার অনেকে এর উল্টো বলেছেন। অনেকে বলেছেন, ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ দুটি মুতারাদিফ বা সমার্থবোধক। তবে আসল ভাষার ক্ষেত্রে নয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন লিসানুল আরব এবং সহিহ বোখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারি ও ফাতহুল বারি। -মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নোরি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা ১। -সংকলক।

বৈধ। আমাদের সঙ্গীরা এ মত পোষণ করেন যে, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে জামাত সহকারে সূর্যগ্রহণের নামাজের মতো নামাজ পড়বে।

٥٦١ – عَنْ عَائِشَةَ رضـ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُوْنَ الْأُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، وَهُوَ دُوْنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ".

৫৬১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে নিয়ে নামাজ পড়েছেন। লম্বা কেরাত পড়েছেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করেছেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে দীর্ঘ কেরাত পড়েছেন। তবে এই কেরাত ছিলো প্রথমটির চেয়ে কম। তারপর দীর্ঘ রুকু করেছেন। তবে এটি ছিল প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। তারপর মাথা উঠালেন, তারপর সেজদা করেছেন। তারপর এ দ্বিতীয় রাকাতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ হাদিস অনুযায়ীই মত পোষণ করেন। তারা মনে করেন, সূর্যগ্রহণের নামাজে চারটি রুকু চারটি সেজদা।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার মতো কোনো সূরা পড়বে আস্তে যদি দিনে নামাজ পড়ে। তারপর দীর্ঘ রুকু করবে কেরাতের মত। তারপর মাথা উত্তোলন করবে তাকবির বলে এবং ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সূরা ফাতেহা ও আল ইমরানের মতো সূরা পাঠ করবে। তারপর স্বীয় কেরাতের মতো দীর্ঘ রুকু করবে। তারপর মাথা উঠাবে। তারপর বলবে سمع الله لمن حمده তারপর দুটি পূর্ণাঙ্গ সেজদা করবে। এবং সেজদায় অবস্থান করবে যেমন রুকুতে অবস্থান করেছে। তারপর মাথা উঠাবে তাকবির দিয়ে এবং সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর সূরা মায়িদার মত সূরা পড়বে। এরপর তার কেরাতের মতো দীর্ঘ রুকু করবে। তারপর মাথা উঠাবে। তারপর বলবে سمع الله لمن حمده। এরপর দুটি সেজদা করবে। তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে।

দরসে তিরমিযী

كسوف এর শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন। তারপর ওরফে এই শব্দটি সূর্যগ্রহণের সঙ্গে বিশেষিত হয়ে গেছে। আর চন্দ্রগ্রহণকে خسوف বলা হয়।

প্রশ্ন : কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনার দাবি রাখে। প্রথম আলোচ্য বিষয় হলো, অনেক নাস্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, সূর্যগ্রহণ কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়। রবং এটি এমন এক ঘটনা যেটি স্বাভাবিক কারণে প্রমাণিত হয়ে থাকে। যেমন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং এর একটি বিশেষ হিসেব নির্ধারিত আছে। ফলে বহু বছর আগে বলা যেতে পারে যে, অমুক সময় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে। সুতরাং এ ব্যাপারটিকে অলৌকিক সাব্যস্ত করে এর ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং নামাজে ইসতিগফারের দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ কী?

জবাব : প্রথমত সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ চাই স্বাভাবিক কারণেই হোক না কেনো- সৃষ্টিকর্তার পূর্ণাঙ্গ কুদরতের একটি দৃশ্য। তাই এর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব স্বীকার করার জন্য নামাজ বিধিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত বস্তুত

সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ সে সময়ের একটি সামান্যতম ঝলক দেখিয়ে দেয় যখন নভোমণ্ডলের সবকিছু নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর যতো আজাব এসেছে এগুলোর পদ্ধতি ছিলো এই যে, অনেক স্বাভাবিক জিনিস যেগুলো দৈনন্দিন স্বাভাবিক কারণে প্রকাশিত হতো, সেসব মা'মুলি জিনিস নিজ প্রসিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করে গেছে, তখন আজাবের রূপ ধারণ করেছে। যেমন নূহ আলাইহিস্ সালামের কওমের প্রতি বৃষ্টি[১২৫], আর কওমে আদের প্রতি ঝড়[১২৬] ইত্যাদি। এ কারণেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন ঝড়ো হাওয়া চলতো তখন তাঁর চেহারা মুবারকে পরিবর্তন এসে যেতো[১২৭]। এই ভয়ে যে, এই হাওয়া সামনে অগ্রসর হয়ে আজাবের রূপ ধারণ করে কি না? ফলে এমন ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে দোয়া ইসতিগফারে রত হয়ে যেতেন[১২৮]। এমনিভাবে এই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণও যদিও স্বাভাবিক কারণে প্রকাশিত হয়, তবে যদি এটি প্রসিদ্ধ সীমা হতে অগ্রসর হয়ে যায়, তাহলে আজাবের রূপ ধারণ করতে পারে। বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তগুলো খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কেনোনা, সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্য এবং জমিনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখন সূর্য এবং জমিন নিজ ওজন বা ভার দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে। এসব মুহূর্তে আল্লাহ না করুন, যদি কোনো এক দিকের আকর্ষণ প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নভোমণ্ডলের সকল ব্যবস্থাপনা উলট পালট হয়ে যাবে। সুতরাং এমন নাজুক সময়ে আল্লাহর শরনাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর কি করার আছে।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টি সূর্যগ্রহণের নামাজের শরয়ি মর্যাদা সংক্রান্ত। জমহুরের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অনেক হানাফি মাশায়েখ এটা ওয়াজিব বলে মত পোষণ করেন। অথচ ইমাম মালেক রহ. এটাকে জুমআর মর্যাদা দান করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, এটা ফরজে কেফায়া[১২৯]।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, সূর্যগ্রহণের নামাজের পদ্ধতি সংক্রান্ত। হানাফিদের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজ এবং সাধারণ নামাজের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ ইমামত্রয়ের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজের প্রতিটি রাকাত দুই রুকু বিশিষ্ট[১৩০]।

---

[১২৫] যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر 'অতপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারি পানি দ্বারা আসমানের দরজাগুলো খুলে দিয়েছি।' -সূরা কামার আয়াত নং ১১।

[১২৬] যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر 'আমি তাদের ওপর একটি কঠিন হাওয়া প্রেরণ করেছি, একটি ধারাবাহিক অশুভ দিনে। সূরা কামার : ১৯

[১২৭] আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যখন প্রচণ্ড তীব্র হাওয়া প্রবাহিত হতো তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় তা উদ্ভাসিত হতো।' -সহিহ বোখারি : ১/১৪১, ابواب الإستسقاء، باب اذا هبت الريح

[১২৮] ইবনে আবু লায়লার মতে সহিহ সনদে হজরত কাতাদা সূত্রে হজরত আনাস রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, 'যখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন তিনি এই দোয়া পড়তেন, 'আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি এই হাওয়ার প্রতি নির্দেশের কল্যাণ এবং তোমার কাছে পানাহ চাইছি এই হাওয়ার প্রতি নির্দেশের অনিষ্ট হতে।'

-ফাতহুল বারি : ৩১, ৩২, باب اذا هبت الريح -সংকলক।

[১২৯] দেখুন উমদাতুল কারি : ৭/৬১, كتاب الكسوف، باب الصلاة فى كسوف-সংকলক।

[১৩০] তাদের কোনো কোনো ছাত্র বলেছেন, এক রাকাতে অনেক রুকু তথা চারটি পর্যন্তও বৈধ আছে। -মা'আরিফ : ৫/২, উমদাতুল কারি সূত্রে। -সংকলক।

তাদের দলিল, হজরত আয়েশা[৯৩১], আসমা[৯৩২], ইবনে আব্বাস[৯৩৩], আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস[৯৩৪], আবু হুরায়রা রা.[৯৩৫] প্রমুখের[৯৩৬] প্রসিদ্ধ বর্ণনা সমূহ, যেগুলো সিহাহের কিতাবে বর্ণিত আছে, সেগুলোতে দু'রুকু সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।

হানাফিদের দলিল সেসব হাদিস যেগুলো এক রুকু দলিল করে।

১. সহিহ বোখারিতে[৯৩৭] আবু বকরা রা. এর বর্ণনা-

خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ردائه حتى انتهى الى المسجد وثاب اليه الناس فصلى بهم ركعتين.

'হজরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো। তখন তিনি চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন। গিয়ে পৌছলেন মসজিদ পর্যন্ত। লোকজন তাঁর কাছে দৌড়ে এলো। তখন তিনি তাদের নিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন যেমন তোমরা পড়ো।'

এবং নাসায়িতে[৯৩৮] আবু বকরা রা. এর এ হাদিসে নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে- الناس فصلى بهم ركعتين كما تصلون 'তারপর তিনি তাদেরকে নিয়ে তোমরা যেমন নামাজ পড় তেমন দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন।'

---

[৯৩১] যেমন মুসলিমের (১/২৯৬, কিতাবুল খুসূফ) বর্ণনায় আছে- 'তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কেরাত পড়লেন। তারপর তাকবির বললেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন। তারপর বললেন, سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد। তারপর দাঁড়িয়ে লম্বা কেরাত পড়লেন। তবে এটি প্রথম (রাকাতের) কেরাত অপেক্ষা কম। তারপর তাকবির বললেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন। এটি প্রথম রুকু অপেক্ষা ছোট ছিলো। তারপর বললেন,سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد তারপর সেজদা করলেন। এ হাদিসটি ইমাম বোখারি (১/১৪৫, ابواب الكسوف باب لا تنكسف الشمس لموت احد) শাব্দিক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৯৩২] সহিহ মুসলিম : ১/২৯৮, كتاب الكسوف -সংকলক।

[৯৩৩] সহিহ বোখারি : ১/১৪৩, باب صلاة الكسوف جماعة -সংকলক।

[৯৩৪] বোখারি : ১/১৪৩, باب طول السجود فى الكسوف মুসলিম : ১/২৯৯ كتاب الخسوف-সংকলক।

[৯৩৫] নাসায়ি : ১/২১৮ كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف -সংকলক।

[৯৩৬] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। দেখুন ১/২৯৭।

[৯৩৭] ১/১৪৫, باب الصلوة فى كسوف القمر -সংকলক।

[৯৩৮] ১/২২৩, باب الأمر بالدعاء فى الكسوف। নাসায়িতেই হজরত আবু বকরা রা. এর অন্য একটি বর্ণনায় صلى ركعتين مثل صلاتكم শব্দ বর্ণিত আছে। (১/২২১, قبيل باب قدر القراءة فى صلاة الكسوف) আর ইবনে হাব্বান ও হাকেমের বর্ণনায় فصلى بهم ركعتين مثل صلوتكم শব্দ বর্ণিত আছে। -আত তালখিসুল হাবির : ২/৮৮, ৮৯, নং ৬৯৮, كتاب صلاة الكسوف। -সংকলক।

২. দ্বিতীয় দলিল, নাসায়িতে[১৩৯] বর্ণিত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. এর একটি সুদীর্ঘ হাদিস। যাতে তিনি বলেন,

فصلى فقام كاطول قيام ما قام بنا فى صلوة قط ما نسمع له ثم ركع بنا كاطول ركوع ماركع بنا فى صلوة قط مل نسمع له صو تاثم جسد بنا كاطول سجود ما سجد بنا فى صلوة قط لا نسمع لهصوتا ثم فعل ذلك فى الركعة الثانية مثل ذلك.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর নামাজ আদায়ের জন্য মনস্থ করলেন, ফলে তিনি দণ্ডায়মান থাকলেন অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। কোনো নামাজে আমাদের নিয়ে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়াননি। তার কোনো আওয়াজ আমরা শুনছিলাম না। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে দীর্ঘতম রুকু করলেন। এমন রুকু আমাদেরকে নিয়ে তিনি কোনো নামাজের মধ্যে করেননি। আমরা তার কোনো আওয়াজ শুনিনি। তারপর তিনি আমদের নিয়ে দীর্ঘতম সেজদা করলেন। আমাদের নিয়ে কোনো নামাজে এমন সেজদা করেননি। তার কোনো আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ করলেন। এতে শুধু এক রুকুরই উল্লেখ রয়েছে।

৩. তৃতীয় দলিল, নু'মান ইবনে বশীর রা. এর হাদিস। এটিও সুনানে নাসায়িতে[১৪০] বর্ণিত আছে-

قال اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كاحدث صلاة صليتموها

'যখন সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগে তখন তোমরা সবচেয়ে নতুন নামাজ (ফজর) যেভাবে আদায় করলে সেভাবে নামাজ আদায় করো।'

৪. চতুর্থ দলিল, নাসায়িতে[১৪১] বর্ণিত কাবিসা ইবনে মুখারিক হিলালি রা. এর বর্ণনা,

قال كسفت الشمس ونحن اذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين اطالهما فوافق انصرافه انجلاء الشمس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر

---

[১৩৯] ১/২১৯, باب كيف صلاة الكسوف এই হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. (১/১৬৮ كتاب الكسوف، باب من قال اربع ركعت) ও বর্ণনা করেছেন।

[১৪০] ১/২১৯, باب صلاة الكسوف নাসায়িতেই : ১/২১৯, ২২০ হজরত নু'মান ইবনে বশীর রা. হতে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد -সংকলক।

[১৪১] ১/২১৯, باب كيف صلاة الكسوف আবু দাউদ রহ. (১/১৬৮, كتاب الكسوف باب من قال اربع ركعات ও এটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি হজরত বিলাল রা. সূত্রেও মারফু' আকারে বর্ণিত আছে- 'চন্দ্র সূর্য কারো মৃত্যু বা জীবন লাভের কারণে গ্রহণ লাগে না। এ দুটি হলো, আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন হতে দুটি নিদর্শন। তারপর যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করো তখন এই সর্বশেষ যে নামাজটি তোমরা পড়লে তার মতো নামাজ পড়ো।' হায়ছামি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি বাজ্জার ও তাবারানি আওসাতে ও কবিরে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হজরত বিলাল রা. কে পাননি। বাকি রাবিগণ সেকাহ।

তবে এই বিচ্ছিন্নতা বা ইনকিতা' সম্পর্কে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. (৫/১৬) লিখেন, এই বিচ্ছিন্নতা কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, এর অনেক শাহেদ এর সঙ্গে মিলিত পূর্বে গেছে। তাছাড়া প্রবল ধারণা যে, মাঝখানের সূত্র সাহাবি। কমপক্ষে বড় তাবেয়িনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ধরণের ইনকিতা' তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সময় কোনো ক্ষতি করবে না। -সংকলক।

ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم [٩٤٢] من ذلك شيئا فصلوا كاحدث صلوة مكتوبه صليتموها-

'তিনি বলেছেন, সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনায়। ফলে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে। তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। এ দু'রাকাত দীর্ঘ পড়লেন। ফলে সূর্য যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখন তিনি নামাজ হতে ফিরলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিদর্শন হতে দুটি নিদর্শন। এগুলোতে কারো মৃত্যু বা জীবন লাভের কারণে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং যখন তোমরা এমন কোনো কিছু দেখ তখন তোমরা সর্বশেষে পঠিত ফরজ নামাজের মতো তা পড়ো।'

৫. মুসনাদে আহমদে[৯৪৩] মাহমুদ ইবনে লাবিব হতে একটি বর্ণনা আছে, যাতে তিনি সূর্যগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের নামাজের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

ثم قام (اى النبى صلى الله عليه وسلم) فقرأ بعض الذاريات ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل كما فعل الاولى.

'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সূরা জারিয়াতের কিছু অংশ পাঠ করলেন। তারপর রুকু করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর দুটি সেজদা করলেন। তারপর দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতে যেমন করলেন, তখনও তেমনি করলেন।'

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মাহমুদ ইবনে লাবিবের শ্রবণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নয়।

জবাব : আল্লামা নিমবি রহ. এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিস্তারিত দলিলাদির আলোকে তার শ্রবণ দলিল করেছেন[৯৪৪]। যদি মেনে নিয়ে তার শ্রবণ প্রমাণিত নাও হয়, তারপরও বেশির চেয়ে বেশি এটি মুরসাল হাদিস হবে, যেটি জমহুরের মতে দলিল।

এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাজকে ফজরের নামাজের মতো পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতে কোনো নতুন পদ্ধতি শেখাননি।

---

[৯৪২] অর্থাৎ, যখন তোমরা এসব নিদর্শনাবলির মধ্য হতে কোনো কিছু দেখ তখন এভাবে নামাজ পড়ো, যেমন ফরজ নামাজ তোমরা কেবল মাত্র সামান্য পূর্বে পড়েছিলে। এখানে احدث صلوة مكتوبة صليتموها দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের নামাজ। যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, সূর্য গ্রহণের নামাজকে ফজরের নামাজের সঙ্গে উপমা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সূর্যগ্রহণের নামাজের রুকুও ফজরের নামাজের মত হবে। বস্তুত احدث صلوة দ্বারা যে ফজর নামাজ উদ্দেশ্য- এর দলিল বোখারি ও বায়হাকিতে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের সময় এটি আদায় করছিলেন। দেখুন - বোখারি : ১/১৪৩, باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف، كتاب صلاة الخسوف باب الكسوف সুনানে কুবরা : ৩/৩২৩, كيف يصلى فى الخسوف সুতরাং এর পূর্বেকার احدث صلاة مكتوبة দ্বারা বাস্তবে ফজরের নামাজই উদ্দেশ্য হতে পারে। - সংকলক।

[৯৪৩] হায়ছামি রহ. বলেন, এই হাদিসটি ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন, এর সমস্ত বর্ণনাকারি সহিহ (বোখারির) হাদিসের রাবি। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ২/২০৭, باب الكسوف -সংকলক।

[৯৪৪] দেখুন আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ২৬৫, باب الكسوف-সংকলক।

তিন ইমামের দলিল হাদিসগুলোর জবাব অনেক হানাফি এই দিয়েছেন[১৪৫] যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাজে খুবই দীর্ঘ[১৪৬] রুকু করেছেন। যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন মাঝখানের কাতারের লোকজন মনে করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেছেন কি না? যার ফলে অনেক সাহাবি রুকু হতে উঠে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। আবার যখন নজরে এল যে, তিনি এখনও পর্যন্ত রুকুতে আছেন, তখন পুনরায় রুকুতে চলে গেছেন। পেছনের লোকজন মনে করলো দ্বিতীয় রুকু হয়েছে এটা। এই জবাবটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তবে প্রশান্তিদায়ক হয় না। কেনোনা, প্রথমত আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর শব্দগুলো এই-

انه صلى الله عليه وسلم صلى فى كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والاخرى مثلها.

যা দ্বারা বুঝা যায়, এই দু'রুকুর মাঝে কেরাতও হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, যদি মেনে নেই, পেছনের কাতারের সাহাবায়ে কেরাম এমন ভুল বুঝেছিলেন, তখন নামাজের পর এই ভুল দূরীভূত হওয়া উচিত ছিলো। কেনোনা, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করতেন। আর কোনো অসাধারণ বিষয় হলে তো এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করতেন। সুতরাং পেছনের কাতারের সাহাবায়ে কেরাম গোটা জীবনে এমন ভুল বোঝাবুঝিতে পড়ে থাকবেন, তাঁদের কাছে বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হবে না- যুক্তি তা মেনে নেয় না। সুতরাং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হলো, সেটি যেটি বাদায়ে' গ্রন্থকার[১৪৭], হজরত শায়খুল হিন্দ রহ.[১৪৮] এবং হজরত শাহ সাহেব রহ.[১৪৯] অবলম্বন করেছেন। সেটি হলো, সূর্যগ্রহণের নামাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিঃসন্দেহে দুই রুকু প্রমাণিত। বরং পাঁচ রুকুর বর্ণনাও পাওয়া যায়[১৫০]। এটা ছিলো প্রিয়নবীর নির্দিষ্ট গুণ।

---

[১৪৫] বাদায়ি'উস্ সানায়ি' ফি তারতিবিশ শারায়ি' : ১/২৮১ فصل فى صلاة الكسوف والخسوف এবং ফাতহুল কাদির : ১/৪৩৫ باب صلاة الكسوف -সংকলক।

[১৪৬] দ্র. বিভিন্ন বর্ণনায় এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আবু দাউদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদিসে আছে-

قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عيه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد الخ (١/١٦٩) كتاب الكسوف باب من كان يركع ركعتين । সংকলক

[১৪৭] বাদায়ি' : ১/২৮১, فصل فى صلاة الكسوف والخسوف কাসানি রহ. শায়খ আবু মানসুর সূত্রে আবু আবদুল্লাহ বলখি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত (রুকু) সূর্যগ্রহণের নামাজে প্রমাণিত হয়েছে সূর্যগ্রহণের জন্য নয়; বরং বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কারণে। এমনকি বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে সামনে অগ্রসর হয়েছেন যেনো কোনো জিনিস গ্রহণ করবেন। তারপর এমনভাবে পেছনে সরে এসেছেন, যেনো কোনো জিনিস হতে ছুটে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং এই অতিরিক্ত রুকু এসব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কারণে হতে পারে। যে এসব বোঝে না তার জন্য এসব ব্যাপারে কথা বলাও বৈধ নয়। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি তা করেছেন, সুন্নত হওয়ার কারণে। সুতরাং বিষয়টি জটিল হয়ে পড়লো। সেকাহ জিনিস হতে একিন ব্যতীত ফিরে আসা যাবে না। -সংকলক।

[১৪৮] মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরি : ৫/১৮ -সংকলক।

[১৪৯] মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরি : ৫/১৮ -সংকলক।

[১৫০] এবং দুই রুকু বিশিষ্ট বর্ণনাগুলো আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি। হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় তিন রুকুরও আলোচনা রয়েছে,

فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات ركع الثالثة ثم سجد

মূলকথা, এই নামাজে অনেক অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছিলো[৯৫১]। সুতরাং এই নামাজে তিনি অসাধারণভাবে একাধিক রুকু করেছেন। তবে এই রুকু নামাজের অংশ ছিলো না। বরং শুকরিয়ার সেজদার মতো বিনয়-ভীতির রুকু ছিলো। যেটি ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। আর এগুলোর ধরণও নামাজের সাধারণ রুকু হতে ভিন্ন রকম ছিলো। এ কারণেই অনেক সাহাবি এসব বিনয়ের রুকুকে[৯৫২] গণ্য করেছেন এবং একাধিক রুকুর বিবরণ দিয়েছেন। আর অনেকে এগুলো গণ্য করেননি। এর দলিল হলো, প্রথমত এসব অতিরিক্ত রুকু সম্পর্কে বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে। যার কোনো ব্যাখ্যা এ ব্যতীত সম্ভব নয়[৯৫৩]।

দ্বিতীয়ত নামাজের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খুতবা দিয়েছিলেন[৯৫৪], তাতে তিনি স্পষ্টভাবে উম্মতকে এ নির্দেশ দিয়েছেন,

---

সুনানে নাসায়ি : ১/২১৫, باب كيف صلاة الكسوف নাসায়িতেই হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি বর্ণনায় চার চারটি রুকুর উল্লেখ রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية

فقرأ سورة نت الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس দেখুন, ১/১৬৭ باب من قال اربع ركعات তবে আল্লামা নিমবি রহ. আছারুস্ সুনানে (২৬১ باب صلاة الكسوف بخمس ركوعات فى كل ركعة) বলেন, এটি ইমাম আবু দাউদ রহ.বর্ণনা করেছেন। এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। অবশ্য এটি তাহজিবুল আছার-ইবনে জারির এ শক্তিশালী সনদেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লামা বিন্নৌরি রহ. শায়খ আনওয়ার রহ. সূত্রে মা'আরিফে (৫/৩) বর্ণনা করেছেন। -রশিদ আশরাফ।

[৯৫১] যেমন ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় আছে- তারা বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখলাম, আপনার স্থানে কোনো কিছু হাতে নিয়েছেন। তারপর দেখলাম আপনি পেছন দিকে সরে এসেছেন। পরে তিনি বললেন, আমি জান্নাত দর্শন করেছি এবং তার একটি (ফলের) ছড়া আমি নিয়েছি (নেওয়ার ইচ্ছা করেছি)। যদি তা আমি পেতাম তাহলে তোমরা তা হতে খেতে যতোক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া অবশিষ্ট থাকতো। আমি আরো দেখেছি জাহান্নাম। আজকের মতো এমন ভয়ংকর ও কুশ্রী দৃশ্য আর কখনও আমি দেখিনি। -সহিহ বোখারি : ১/৪৪৪, باب صلاة الكسوف جماعة মুসলিম : ১/২৯৮, كتاب الكسوف নাসায়ি : ১/২২১ قدر القراءة فى صلاة الكسوف

[৯৫২] সেজদায়ে তাখাশশুয়ের (বিনয়ের সেজদার) দলিল বাচনিক ও কর্মবাচক উভয়রূপে রয়েছে,

عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضى الله عنه بعد صلاة الصبح مات فلانة لبعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فسجد قيل اتسجد هذه الساعة اليس قال رسول الله صلى الله عيه وسلم اذا رأيتم اية فاسجدوا فاى اية اعظم من ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم.

তিরমিযী : ২/২৫২, باب فى فضل ارواج النبى صلى الله عليه وسلم ابو اب المناقب، বিন্নৌরি রহ. এর বরাতে উত্তম সনদে হজরত আনাস রা. এর বর্ণনা বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। তখন তিনি তার মাথা সওয়ারির ওপর রাখলেন আল্লাহর ভয়-বিনয়ের সঙ্গে। -মা'আরিফ : ৫/১৯ -সংকলক।

[৯৫৩] ইবনে আব্বাস রা. হতে একাধিক রুকু তার আমলরূপে প্রথম রাকাতে প্রমাণিত হয়েছে, দ্বিতীয় রাকাতে নয়। এমনভাবে নিদর্শণ সংক্রান্ত নামাজ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৯। এর দ্বারাও সমর্থন হয় যে, অতিরিক্ত রুকুগুলো ছিলো বিনয়ের রুকু। -সংকলক।

[৯৫৪]. যেমন কাবিসা ইবনুল মুখারিকের বর্ণনায় রয়েছে (১/২১৯, باب كيف فصلى ركعتين اطالهما فو افق انصرافه انجلاء الشمس فحمد الله – صلاة الكسوف) واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله وانهما لاينكسفان لموت لحد ولا لحياته فاذا رأيتم الخ. -সংকলক।

فاذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كاحدث صلوت مكتوبه صليتموها [৯৫৫]

'তোমরা যখন এমন কিছু দেখো তখন সর্বশেষে তোমরা যে ফরজ নামাজ পড়লে এমনভাবে নামাজ পড়ো।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে না উম্মতকে শুধু একাধিক রুকুর তা'লিম দিয়েছেন; বরং এর বিপরীত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ নামাজটি ফজরের নামাজের মতো পড়ো। যদি একাধিক রুকু নামাজের অংশ হতো, তবে তিনি এ নির্দেশ দিতেন না।

শাফেয়িগণ এই হুকুম সম্পর্কে বলেন, ফজর নামাজের সঙ্গে উপমা রুকুর সংখ্যাতে নয় বরং রাকাত সংখ্যায়। অর্থাৎ, ফজর নামাজের মতো সূর্যগ্রহণের নামাজও দু'রাকাত পড়া হবে।

তবে এই ব্যাখ্যাটি[৯৫৬] সঠিক মনে হচ্ছে না কারণ শুধু যদি রাকাত সংখ্যার ব্যাপার হতো তাহলে তিনি ফজরের নামাজের সঙ্গে উপমা দেওয়ার পরিবর্তে স্বয়ং নিজ সূর্যগ্রহণের নামাজের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতেন। অর্থাৎ, صلوا كما رأيتمونى اصلى তথা, তোমরা আমাকে যেমন নামাজ পড়তে দেখেছো অনুরূপ নামাজ আদায় করো। তবে তিনি এমন করার পরিবর্তে ফজর নামাজের সঙ্গে যে উপমা দিয়েছেন- এটা এর স্পষ্ট দলিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো যেগুলোর হুকুম উম্মতকে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো না। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হজরত উসমান রা. নিজ খিলাফত যুগে সূর্যগ্রহণের নামাজ একই রুকু সহ আদায় করেছেন। যেমন, বাজ্জার[৯৫৭] এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. সূর্যগ্রহনের নামাজ এক রুকু সহকারে পড়েছেন[৯৫৮]।

আপত্তি : শাফেয়িগণ সাধারণত বলেন যে, হানাফিগণের বর্ণনাসমূহ দ্বিতীয় রুকু সম্পর্কে নীরব। আমাদের বর্ণনাগুলো সরব। আর সরব অগ্রাধিকার পায় নীরবের ওপর।

জবাব : যদি এই মূলনীতির ওপর আমল করতে হয় তবে তো পাঁচ রুকু ওয়াজিব হওয়া উচিত। কারণ, পাঁচ রুকুর বর্ণনাগুলো অধিক সরব। অথচ পাঁচ রুকুকে আপনারাও জরুরি সাব্যস্ত করেন না। বাস্তবতা হলো, আমরা সবর বর্ণনাগুলোর ওপর অধিক আমলকারি। কেনোনা, আমরা স্বীকার করি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়ের অধিক রুকু করেছেন। তবে এসব অতিরিক্ত রুকুকে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য মনে করি। সারকথা, আমরা কোনো অতিরিক্ত বিষয়কে অস্বীকার করি না। তবে শাফেয়িগণ এর বিপরীত। কেনোনা, তাঁরা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রুকুকে অস্বীকার করেন। শুধু দুই রুকুর বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেন। অথচ ৩, ৪, ৫ রুকুর বর্ণনাগুলো অতিরিক্ত বিষয় দলিল করে। আর শাফেয়িদের মাজহাব মতে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা অসম্ভব।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এসব বর্ণনাকে মা'লুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন[৯৫৯]। তবে বাস্তব ঘটনা

---

[৯৫৫] নাসায়ি : ১/২১৯, باب كيف صلاة الكسوف -সংকলক।

[৯৫৬] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২০ -সংকলক।

[৯৫৭] আবু শুরাইহ আল-খুজায়ি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হজরত উসমান রা. এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো। তখন তিনি এ নামাজটি দু'রাকাত আদায় করলেন এবং প্রত্যেক রাকাতে দুটি করে সেজদা করলেন ...। হায়ছামি রহ. বলেন, এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, আবু ইয়া'লা ও তাবারানি কবিরে এবং বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২০৬, ২০৭, باب الكسوف-সংকলক।

[৯৫৮] দেখুন শরহে মা'আনিল আছার : ১/১৬৩الخ باب صلاة الكسوف، كيف هى؟ قبيل باب صلاة الكسوف। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরি : ৫/২১, সংকলক।

[৯৫৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৮

হলো, এগুলোতে শাস্ত্রগত কোনো ত্রুটি নেই। এগুলোর রাবিগণ সেকাহ। কাজেই এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হবে দলিলবিহীন। তাছাড়া বড় বড় মুহাদ্দিসগণ এসব বর্ণনাকে না শুধু সহিহ সাব্যস্ত করেছেন, বরং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইমাম ইবনে খুজাইমা এবং অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম এগুলোর ওপর আমলও করেছেন। এবং তাদের মত হলো, দু'রুকু নিয়ে পাঁচ পর্যন্ত সবগুলোই করা বৈধ।

মোটকথা এই যে, হানাফিদের প্রাধান্যের কারণ নিম্নেযুক্ত,

১. রুকু সংখ্যার সবগুলো বর্ণনা ক্রিয়া বাচক। অথচ হানাফিদের দলিলাদি ক্রিয়াবাচকও বাচনিকও।

২. হানাফিদের দলিলগুলো সাধারণ নামাজগুলোর মূলনীতির অনুকূল।

৩. হানাফিদের মাজহাবের ভিত্তিতে সমস্ত বর্ণনায় সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। আর শাফেয়িদের মাজহাব মতে অনেক বর্ণনা পরিহার করতে হয়। যেমন আমরা ইতিপূর্বে এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছি।

৪. সূর্যগ্রহণে একাধিক রুকুর নির্দেশ যদি হতো তাহলে এটি হতো একটি অসাধারণ ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হুকুম স্পষ্টভাবে বয়ান করবেন না- এটা সম্ভব ছিলো না। অথচ তিনি সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষণও দিয়েছেন। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো একটি বক্তব্যেও এমন বর্ণিত হয়নি, রুকু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে একাধিক।

রাসূল যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো শুধু একবার

তারপর সূর্যগ্রহণের পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনেকে[৯৬০] বলেছেন যে, সূর্যগ্রহণের নামাজ নববী যুগে কয়েকবার পড়া হয়েছিলো। আর প্রতিবারের ধরণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন রকম।

তবে এটা ঠিক নয়। কেনোনা, রিসালতযুগে বিবরণগত ও যুক্তিগতভাবে সূর্যগ্রহণ শুধু একবারই প্রমাণিত। প্রথমত এ কারণে যে, সূর্যগ্রহণের প্রায় সবগুলো বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর যে খুতবা দিয়েছেন[৯৬১], তাতে বলেছেন, কারো মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিষয়টি তিনি লোকজনের এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের জন্য বলেছিলেন[৯৬২] যে, সূর্যগ্রহণ লেগেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা হজরত ইবরাহীমের ওফাতের কারণে[৯৬৩]। প্রতিবার সূর্য গ্রহণের সময় হজরত ইবরাহিমের মৃত্যু ঘটাতো সম্ভব নয়। সুতরাং এতে একাধিকবার হওয়ার কি প্রশ্ন হতে পারে? দ্বিতীয়ত জ্যোতিষী বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে সর্ব সম্মতিক্রমে বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

---

[৯৬০] তার মধ্যে রয়েছেন, শরহে মুসলিমে (১/২৯৫, كتاب الكسوف) ইমাম নববী রহ. এর বিবরণ মুতাবেক ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইবনে জারির ও ইবনুল মুনজির। -সংকলক।

[৯৬১] যেমন কাবিসা ইবনুল মুখারিকের বর্ণনায় রয়েছে (১/২১৯, باب كيف فصلى ركعتين اطالهما فوافق انصرافه انجلاء الشمس فحمد الله (صلاة الكسوف واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لاينكسفان لموت احد ولالحياته فاذا رأيتم الخ.-সংকলক।

[৯৬২] নু'মান ইবনে বশীর রা. এর বর্ণনায় এসেছে- فلم يزل يصلى بنا حتى انجلت فلما انجلت قال ان ناسا يزعمون ان الشمس والقمر لاينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك নাসায়ি : ১/২১৯, باب كيف صلاة الكسوف -সংকলক।

[৯৬৩] হজরত আবু বকরা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, চন্দ্র ও সূর্যে কারো হায়াত মওতের কারণে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাজ পড় যতোক্ষণ না তোমাদের ওপর হতে এই বিপদ দূরীভূত হবে। এর কারণ, ইবরাহিম নামক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহেবজাদা যখন ইন্তিকাল করেছিলেন, তখন এই সম্পর্কে লোকজন তাকে এ কথা বলেছিলেন। -নাসায়ি : ১/২২১, باب كيف صلاة الكسوف।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ শুধু একবারই হয়েছিলো[৯৬৪]। সুতরাং পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা এবং সামঞ্জস্য বিধান তাই হবে যেটি আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি।

চতুর্থ বিষয় হলো, (সংকলক কর্তৃক) قوله ويرى اصحابنا ان يصلى صلوة الكسوف فى جماعة فى كسوف الشمس و القمر ইমাম আবু হানিফা রহ.[৯৬৫] এবং ইমাম মালেক রহ.[৯৬৬] এর মতে চন্দ্রগ্রহণে জামাত বিধিবদ্ধ নয়। ইমাম শাফেয়ি রহ.,[৯৬৭] ইমাম আহমদ, আবু সাওর এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতে জামাত ওয়াজিব।

শাফেয়ি রহ. এর কাছে এ সম্পর্কে কোনো বিশেষ দলিল নেই। তাঁরা এ বর্ণনার ব্যাপকতা দ্বারা দলিল পেশ করে[৯৬৮] চন্দ্রগ্রহণের নামাজকে সূর্যগ্রহণের ওপর কিয়াস করেন। অথচ এ সম্পর্কে হানাফি ও মালেকিদের দলিল হলো, নববী যুগে জুমাদাল উলা চতুর্থ হিজরিতে যখন চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিলো, তখন তিনি এর জন্য জামাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেননি। যেমন, ইবনুল জাওজি রহ.[৯৬৯] বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য জামাত সুন্নত নয়। এবং এটাকে সূর্যগ্রহণের ওপর কিয়াসও করা যায় না। কেনোনা, এলাকায় চতুর্দিক হতে রাত্রে লোকজনের একত্রিত হওয়া কষ্টকর। তবে সূর্যগ্রহণ এর বিপরীত[৯৭০]।

بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৬)

٥٦٢ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُسُوْفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا".

---

[৯৬৪] মিসরীয় জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন 'নাতাইজুল আফহাম ফি তাকফিমিল আরব কাবলাল ইসলাম' নামক তাঁর গ্রন্থে। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো, যেদিন হজরত ইবরাহিম ইবনুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিলো দশম হিজরিতে। -মা'আরিফুস্ সুনান (৫/৫) হতে চয়নকৃত। -সংকলক।

[৯৬৫] অনেকে বলেছেন, আমাদের হানাফি মতে জামাত বৈধ আছে। তবে এটা সুন্নত নয়। কারণ, রাত্রে লোকজনের সমাবেশ জটিল ব্যাপার। তবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নামাজ পড়বে। -উমদাতুল কারি : ৫/৩০৩, باب بلا ترجمة بعد باب ما يقرأ بعد التكبير -সংকলক।

[৯৬৬] মা'আরিফ : ৫/২৮, আইনি : ৫/৩০৩, ইমাম মালেক রহ. এর মতে এতে কোনো নামাজ নেই। -সংকলক।

[৯৬৭] তাঁর মতে চন্দ্রগ্রহণের নামাজ পড়া হবে যেমন সূর্যগ্রহনের নামাজ পড়া হয়, জামাত সহকারে, দুই রুকুতে কেরাত জোরে পড়ে, মাঝে বৈঠক সহ দুই খুতবার মাধ্যমে। এ মতই পোষণ করেন ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ.। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র খুতবায়। -উমদাতুল কারি : ৫/৩০৩। -সংকলক।

[৯৬৮] যেমন আবু মাসউদ রা. এর মারফু' বর্ণনা- ان الشمس والقمر لاينكسفان لموت احد لكنهما ايتان من ايات الله عزوجل فاذا رأيتموا هما فصلوا নাসায়ি : ১/২১৪, باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر -সংকলক।

[৯৬৯] দ্র. উমদাতুল কারি : ৫/৩০৩, -সংকলক।

[৯৭০] তারপর আমাদের মাজহাব মতে সূর্যগ্রহণের নামাজে জামাত সুন্নত। তবে শর্ত হলো, যে জুমআ ও ঈদ কায়েম করবে এমন লোক থাকতে হবে। অন্যথায় লোকজন একাকি নামাজ পড়বে। আর কোনো কোনো হানাফি ফকিহ জামাত ওয়াজিব বলে মত পোষণ করেছেন। -বাহরুর রায়েক ইত্যাদি। -আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ সূত্রে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২ -সংকলক।

৫৬২। **অর্থ :** হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণকালে আমাদের নিয়ে নামাজ পড়েছেন। আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতাম না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সামুরা ইবনে জুনদুব রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এমত পোষণ করেন। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

٥٦٣ – عَنْ عَائِشَةَ رض:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا"

৫৬৩। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়েছেন এবং তাতে জোরে কেরাত পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবু ইসহাক ফাজারিও এটি সুফিয়ান ইবনে হুসাইন হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ হাদিস অনুযায়ীই মত পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عن سمرة بن جندب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كسوف لا نسمع له صوتا.

صلاة الخوف সংক্রান্ত একটি আলোচ্য বিষয় হলো, এতে কেরাত আস্তে হবে, না জোরে? ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত আস্তে পড়া সুন্নত। আহমদ, ইসহাক এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে কেরাত জোরে পড়া সুন্নত। আবু হানিফা রহ. এর একটি বর্ণনাও এমনটি।

আস্তে কেরাত সম্পর্কে গরিষ্ঠের দলিল হলো, হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস[৭১]। তাছাড়া সহিহাইন[৭২] তথা বোখারি-মুসলিমে হজরত ইবনে আব্বাস রা.[৭৩] হতে বর্ণিত

---

[৭১] নাসায়িতেও (১/২২২, كتاب الخسوف، باب ترك الجهر فيها بالقراءة) এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে যারা জোরে পড়ার প্রবক্তা তাদের পক্ষ হতে এই জবাব দেওয়া যায় যে, لا نسمع له صوتا বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরে পড়া অস্বীকার করে না। বরং হতে পারে তিনি জোরে পড়েছিলেন। তবে প্রচুর ভিড় এবং দূরত্বের কারণে সামুরা রা. প্রমুখ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরাত শুনেননি। -সংকলক

[৭২] সহিহ বোখারি : ১/১৪৩, ابواب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة আর সহিহ মুসলিমে নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত আছে- كتاب الكسوف, ১/২৯৮,فقام قياما طولا قدر نحو سورة البقرة

[৭৩] আর ইবনে আব্বাস রা. এর আরো একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, যেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো, সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে নামাজ পড়েছি। তবে সেদিন আমি তার কেরাত শুনিনি। নিমবি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি তাবারানি রহ. বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান। -আছারুস্ সুনান : ২৬৬, باب الإخفاء بالقراءة فى صلاة الكسوف আর মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আহমদ ও আবু ইয়ালাতে বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত- صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الكسوف

আছে- তিনি বলেন, فقام قياما طويلا نحوامن قراءة سورة البقرة। এতে نحوا শব্দটি দলিল করছে যে, কেরাত ছিলো আস্তে। কেনোনা, যদি জোরে কেরাত হতো তাহলে দৃঢ়তা সূচক শব্দ ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া মাহমুদ ইবনে লাবিদের বর্ণনায় রয়েছে,

ثم قام فقرأ فيما نرى بعض الر كتب ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل مافعل في الاولى [৯৭৪]

'তারপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের ধারণা মতে الر كتاب এর কিছু অংশ তিলাওয়াত করেছেন। তারপর রুকু করেছেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তারপর দুটি সেজদা করেছেন। তারপর দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রথম রাকাতের যা করেছেন তদানুরূপ করেছেন।'

এই বর্ণনাটি রুকু এবং আস্তে কেরাত পড়া- এ দুটি বিষয়ে হানাফিদের দলিল।

সূর্যগ্রহণের নামাজে জোরে কেরাতের পক্ষ্যে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এবং আহমদ রহ. প্রমুখের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস,

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها [৯৭৫]

এ হাদিসটিকে অধিকাংশ আলেম চন্দ্রগ্রহণের নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। অবশ্য পরবর্তী হানাফিগণ বলেছেন, যদি মুকতাদিদের বিরক্তির আশংকা হয় তাহলে সূর্য গ্রহণের নামাজেও জোরে কেরাত পড়লে সমস্যা নেই।

فلم اسمع منه فيها الفا من القراءة এই বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন নসবুর রায়াহ : ২/২৩৩, باب صلوة الكسوف -সংকলক।

[৯৭৪] নিমবি রহ. বলেছেন, এটি আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান। -আছারুস্ সুনান : ২৬৪, باب كل ركعة بركوع واحد। এই বর্ণনাটি হায়ছামি রহ. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে (২/২০৭,باب الكسوف) মুসনাদে আহমদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি বর্ণিত হয়েছে- ثم قام فقرأ بعض الذاريات ثم ركع الخ। আল্লামা হায়ছামি রহ. এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেন, 'এটি ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারি। -সংকলক।

[৯৭৫] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। (১/১০০) শায়খ আনওয়ার কাশ্মীরি রহ. বলেন, এর জবাব হলো, হজরত আয়েশা রা. এক বর্ণনায় বলেছেন, আমি আন্দাজ করলাম তাঁর কেরাত, দেখলাম তিনি সূরা বাকারা পড়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা রা. সে নামাজের কেরাত অনুমান করেছিলেন বাকারার মতো। যদি তিনি শুনে থাকতেন তাহলে আন্দাজ করার মুখাপেক্ষী হতেন না। তারপর রাবি আয়েশা রা. এর ভাষা হতে জোরে পড়ার বিষয়টি উৎসারণ করেছেন। ফলে এ রাবি স্পষ্ট ভাষায় জোরে পড়ার বিবরণ দিয়েছেন। (এটি হলো, দ্বিতীয় জবাব।) আর কোনো কোনো আয়াত আয়েশা রা. শুনেছেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাজেও কোনো কোনো আয়াত জোরে পড়তেন। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে- ويسمعون الأية احيانا সহিহ বোখারি : ১/১০৫, باب القراءة في العصر। মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৩০ ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : সালাতুল খাওফ প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৬)

٥٦٤ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أُوْلٰئِكَ، وَجَاءَ أُوْلٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ".

৫৬৪। **অর্থ :** হজরত সালেমের পিতা হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম صلاة الخوف পড়েছেন, দুই দলের একটির সঙ্গে এক রাকাত। এসময় অপর দল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর তারা ফিরে গিয়ে ওদের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো। আর সে দলটি চলে এলে তাদের সঙ্গে তিনি আদায় করলেন এক রাকাত। তারপর সালাম ফেরালেন। তখন এরা দাঁড়িয়ে এক রাকাত পড়লো এবং তারাও দাঁড়িয়ে গেলো ও তাদের এক রাকাত পড়লো।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সহিহ। মুসা ইবনে উকবা-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের হুজায়ফা, জায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, সাহল ইবনে আবু হাছমা, আবু আইয়াশ আজ্ জুরাকী- তাঁর নাম জায়দ ইবনে সামেত এবং আবু বাকরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহল ইবনে আবু হাছমার হাদিস অনুযায়ী সালাতুল খাওফ সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. মত অবলম্বন করেছেন। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও মাজহাব। আহমদ রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন প্রকার সালাতুল খাওফ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আমি শুধু একটি সহিহ হাদিসই জানি এবং সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. এর হাদিসটি পছন্দ করি। ইসহাক ইবনে ইবরাহিমও অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন, সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি মত পোষণ করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে যতোগুলো পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এগুলো সবই বৈধ। আর শংকার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এটা নির্ভর করে।

হজরত ইসহাক রহ. বলেছেন, আমরা সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. এর হাদিসটিকে অন্যান্য বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেই না। ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এটি বর্ণনা করেছেন, মুসা ইবনে উকবা-নাফে'-ইবনে উমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এমনটি।

٥٦٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: "يَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُوْنَ إِلٰى مَقَامِ أُوْلٰئِكَ وَيَجِيْءُ أُوْلٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ".

৫৬৫। **অর্থ :** হজরত সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. صلاة الخوف সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম দাঁড়াবেন কেবলামুখী হয়ে। লোকজনের মধ্য হতে একটি দল তার সঙ্গে দাঁড়াবে। আরেকটি দল দাঁড়াবে শত্রুর মুকাবিলায়। তাদের চেহারা থাকবে শত্রুর দিকে। তারপর তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত পড়বেন আর তাদের জন্যে দুটি সেজদা করবেন আপন স্থানে। তারপর তারা অপর দলের স্থানে চলে যাবে। আর তারা চলে আসবে। তারপর ওদের নিয়ে ইমাম এক রাকাত পড়বেন এবং দু সেজদা দিবেন। সুতরাং এতে ইমামের জন্য হবে দু'রাকাত। আর তাদের জন্য হবে এক রাকাত। এরপর এরা এক রাকাত পড়বে এবং দুটি সেজদা দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٥٦٦ – عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ لِيْ اُكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَلٰكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

৫৬৬। **অর্থ :** হজরত সাল্ত ইবনে আবু হাছমা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল আনসারির হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমাকে বলেছেন, এটি তার পার্শ্বে হতে লিখে রাখো। আমি হাদিস মুখস্থ রাখতে পারতাম না। তবে এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল আনসারির হাদিসের মতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-আনসারি, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। এমনিভাবে ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারির ছাত্রগণ মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য শু'বা এটিকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে।

٥٦٧ – وَرَوٰى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ مَنْ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৬৭। 'মালেক ইবনে আনাস...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায়কারি এক সাহাবি হতে অনুরূপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এ মতই পোষণ করেন, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। একাধিক রাবি হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের একটির সঙ্গে এক রাকাত এক রাকাত পড়েছেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুই রাকাত আর তাদের জন্য হলো এক রাকাত এক রাকাত করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু আইয়াশ জুরাকির নাম হলো, জায়দ ইবনে সামেত।

দরসে তিরমিযী

صلاة الخوف গরিষ্ঠের মতে সর্বপ্রথম পড়া হয়েছিলো জাতুর রিকা'র[৯৭৬] যুদ্ধে। অধিকাংশের মতে এটি চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিলো[৯৭৭]। তারপর জমহুরের মতে এই নামাজটি মানসুখ হয়ে যায়নি; বরং এখনও বৈধ আছে। অবশ্য আবু ইউসুফ রহ. হতে একটি বর্ণনা[৯৭৮] হলো, এই নামাজটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষিত ছিলো। কেনোনা, কোরআনে কারিমে واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة[৯৭৯] 'আর আপনি যখন তাদের মাঝে থাকেন, তারপর তাদের জন্য নামাজ কায়েম করেন' শব্দ এসেছে।

জমহুর এর জবাবে বলেন, এই সম্বোধনটি শুধু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নয় বরং এটি একটি সাধারণ সম্বোধন। যার সম্পর্ক সমস্ত ইমামগণের সঙ্গে[৯৮০]। এর বহু নজির কোরআনে বিদ্যমান

---

[৯৭৬] জাতুর রিকা' একটি বিচিত্র রঙের পাহাড়ের নাম। এরই সন্নিকটে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো। এজন্য এটিকে জাতুর রিকা' যুদ্ধ বলে। অথবা এ কারণে যে, এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম পদব্রজে চলার কারণে তাদের পা ফেটে গিয়েছিলো। যার ওপর তারা কাপড়ের টুকরা বেঁধে রেখেছিলেন। অথবা এজন্য যে সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে যে ঝাণ্ডা তৈরি করেছিলেন সেটি কাপড়ের বিভিন্ন টুকরা দ্বারা তৈরি করেছিলেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। দেখুন সহিহ বোখারির টীকা -শায়খ সাহারানপুরি রহ. : ২/৫৯২, كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع

[৯৭৭] অনেকে বলেছেন, এটি সংঘটিত হয়েছিলো পঞ্চম হিজরিতে, আর কেউ বলেছেন ষষ্ঠ হিজরিতে, আবার কেউ বলেছেন সপ্তম হিজরিতে। -উমদাতুল কারি : ৬/২৫৫, باب صلاة الخوف সংকলক।

[৯৭৮] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- واذا كنت فيهم আয়াতে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তার দুই বর্ণনার একটিতে এর মাফহুম তথা অর্থ গ্রহণ করেছেন। (ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হতে ব্যাপক আকারে বৈধও বর্ণিত হয়েছে।) আবার অনেকে বলেছেন, এটা তাঁর প্রথম বক্তব্য। ফাতহুল কাদির : (১/৪৪২, باب صلوة الخوف) এমনিভাবে মাফহুম গ্রহণ করেছেন হাসান ইবনে জিয়াদ লু'লুয়ি, যিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর ছাত্র ও ইবরাহিম ইবনে উলাইয়া রহ.। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ছাত্র ইমাম মুজানি রহ. হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। -ফাতহুল বারি : ২/৩৫৭, ابواب صلاة الخوف -সংকলক।

[৯৭৯] সূরা নিসা, পারা : ৫, আয়াত নং ১০২ -সংকলক।

[৯৮০] এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম সালাতুল খাওফকে কখনও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর যুগের সঙ্গে বিশেষিত মনে করেননি এবং তাদের হতে বিভিন্ন স্থানে সালাতুল খাওফ আদায় করা প্রমাণিত আছে-

১. আবদুস সামাদ ইবনে হাবিব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. এর সঙ্গে কাবুলে যুদ্ধ করেছেন। তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ : ১/১৭৭, باب من كان بكل طائفة ركعة ثم يصلى فيقوم الذين الخ

২. সুনানে আবু দাউদে (সূত্র ঐ) ছালাবা ইবনে যাহদাম-ইবনে যাহদান সূত্রে বর্ণিত আছে, আমরা সাইদ ইবনুল আস রা. এর সঙ্গে ছিলাম তাবারিস্তানে। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায় করেছে? তখন হুজায়ফা রা. বললেন, আমি। তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করলেন। আর অন্য দলকে নিয়ে আরেক রাকাত এবং তারা এই নামাজ কাজা করেননি।

৩. জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, হজরত আলি রা. লাইলাতুল হারীরে (হাররা) মাগরিবের নামাজ সালাতুল খাওফরূপে আদায় করেছেন। লাইলাতুল হারিরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো হজরত আলি রা. ও শামবাসীদের মাঝে সিফ্‌ফীনে। আর এ রাত্রিকে হারির নাম করণ করা হয়েছে। কারণ, তারা যখন জিহাদে অক্ষম হয়ে পড়েছে তখন একজন অপর জন চিৎকার করছে বা প্রতি মন খারাপ করেছে। -সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৩/২৫২, كتاب صلاة الخوف باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وانها لم تنسخ.

৪. আবুল আলিয়া বলেছেন, আবু মুসা আশআরি রা. ইসবাহানে আমাদেরকে সালাতুল খাওফ পড়িয়েছেন। -বায়হাকি : ৩/২৫২

রয়েছে[৯৮১]। অবশ্য ইবনে হুমাম রহ. লিখেছেন[৯৮২], উত্তম হলো, ভয়ের স্থানে দুটি জামাত আলাদা আলাদা করা। তবে যদি সমস্ত লোক একই ইমামের পেছনে নামাজ আদায়ের জন্য আবদার করে বসে থাকে তাহলে সালাতুল খাওফের অনুমতি সাপেক্ষ।

صلاة الخوف আদায়ের তিন রীতি

صلاة الخوف-এর তিনটি পদ্ধতি রেওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি হলো, ইমামের সঙ্গে একদল এক রাকাত আদায় করবে। একদল আর দ্বিতীয় দল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম যখন সেজদা শেষ করবেন, প্রথম দলটি তখনই তাদের দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করবে। ইমাম এতোটুকু সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান থাকবেন। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে এক রাকাত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন আর সে দলটি মাসবুকের মতো নিজ দ্বিতীয় রাকাত পুরা করবে। এই পদ্ধতিটি হজরত সাহ্ল ইবনে আবু হাছমা রা. এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যেটি মওকুফ[৯৮৩] এবং মারফূ[৯৮৪] উভয় আকারে

---

৫. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. তাবারিস্তানে অগ্নি উপাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন, হাসান ইবনে আলি, হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.। -ফাতহুল কাদির : باب صلاة الخوف ,১/৩৪৩

৬. নাফে' আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে যখন সালাতুল খাওফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি বলতেন, ইমাম সামনে অগ্রসর হবেন এবং লোকজনের একটি দল তার সঙ্গে থাকবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামাজ পড়াবেন। আর আরেকদল লোক থাকবে তাদের ও শত্রুদের মাঝে, যারা নামাজ পড়েনি। যখন ইমামের সঙ্গে অবস্থানকারিগণ এক রাকাত পড়বেন তখন তারা পেছনে সরে আসবেন। -সহিহ বোখারি : ২/৬৫০, কিতাবুত্ তাফসির, সূরা বাকারা, باب قوله عزوجل فاذا خفتم فرجالا او ركبانا الخ.

৭. হজরত সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. صلاة الخوف সম্পর্কে বলেন, ইমাম সাহেব কেবলা রুখ হয়ে দাঁড়াবেন। লোকজনের একটি দল তার সঙ্গে দাঁড়াবে। আরেকটি দল দাঁড়াবে শত্রুদের সম্মুখীন হয়ে তাদের সামনে। ইমাম সাহেব তাদের নিয়ে এক রাকাত পড়াবেন। আর সে দলটি নিজেদের জন্য এক রাকাত পড়বে ...। সুনানে তিরমিযী : ১/১০১, باب ماجاء فى صلاة الخوف

৮. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় বাড়িতে অবস্থানকালে চার রাকাত সফরে অবস্থানকালে দু'রাকাত আর খাওফ বা শংকা অবস্থায় এক রাকাত ফরজ করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ : ১/১৭৭, باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون

এসব বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাতুল খাওফ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষিত ছিলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও এর বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ছিলো। -রশিদ আশরাফ।

[৯৮১] যেমন اقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل সূরা হূদ, পারা ১২, রুকু ১০, আয়াত : ১১৪, اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل সূরা ইসরা, আয়াত নং ৭৮, পারা পনের, রুকু : ৯ والله اعلم -সংকলক।

[৯৮২] তিনি বলেছেন, ওপরে বর্ণিত অবস্থায় সালাতুল খাওফ আদায় করা আবশ্যক হবে শুধু তখন যখন কওম ইমামের পেছনে নামাজ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। যদি তাদের মধ্যে বাদানুবাদ না হয় তবে উত্তম হলো ইমাম কর্তৃক এক দলের সঙ্গে পূর্ণ নামাজ আদায় করা। আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে পূর্ণ নামাজ আদায় করবেন অন্য ইমাম। ফাতহুল কাদির : ১/৪৪১, باب صلاة الخوف -সংকলক।

[৯৮৩] মওকুফ সূত্রটি তিরমিযীতে (১/১০১) আলোচ্য অনুচ্ছেদেই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে বোখারিতে এই বর্ণনাটির শব্দাবলি নিম্নরূপ,

বর্ণিত আছে। অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেহেতু এই বর্ণনাটি হলো বিশুদ্ধতম, সেহেতু শাফেয়িগণ ও অন্যান্য আলেম এ পদ্ধতিকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি[৯৮৫] হলো, প্রথম দলটিকে ইমাম এক রাকাত পড়াবেন। আর এই দলটি সেজদার পরে নিজ নামাজ পূর্ণ করা ব্যতীত ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে দ্বিতীয় রাকাত পড়াবেন এবং সালাম ফিরাবেন। তারপর এই দলটি স্বীয় নামাজ তখনই পূর্ণ করবে এবং ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর প্রথম দল এসে দ্বিতীয় রাকাত পড়বে।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, প্রথম দলটি এক রাকাত ইমামের সঙ্গে পড়ে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাকাত ইমামের সঙ্গে এসে পড়ে চলে যাবে। এরপর প্রথম দল এসে নিজ নামাজ পূর্ণ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এসে নিজের নামাজ পড়বে।

صلاة الخوف-এর এই তিনটি পদ্ধতি বৈধ। অবশ্য হানাফিগণ তার মধ্যে হতে তৃতীয় পদ্ধতিটি উত্তম সাব্যস্ত করেছেন এবং এই পদ্ধতি মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছারে হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন[৯৮৬]। তবে বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে এই মওকুফটিও মারফুয়ের পর্যায়ভুক্ত।

قال يقوم الإمام مستقبل القبلة...

তথা ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। লোকজনের একটি দল থাকবে তার সঙ্গে, আরেকটি দল থাকবে শত্রুর সম্মুখীন দুশমনদের দিকে মুখোমুখি হয়ে। ইমাম সাহেব তার সঙ্গের লোকজনকে নিয়ে এক রাকাত পড়বেন। তারপর তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য এক রাকাত পড়বে। এবং তাদের স্বস্থানে দুটি সেজদা করবে। তারপর এরা অন্যদলের স্থানে চলে যাবে। আর অপর দলটি আসবে তাদের স্থানে। ফলে ইমাম সাহেব তাদের নিয়ে এক রাকাত পড়বেন। ফলে ইমাম সাহেবের দু'রাকাত হবে। তারপর এই দলটি রুকু করবে এবং দুই সেজদা করবে। -দ্রষ্টব্য ২/৫৯২, كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع-সংকলক।

[৯৮৪] সহিহ বোখারি : ২/৫৯২, باب غزوة ذات الرقاع-সংকলক।

[৯৮৫] যেমন ইবনে উমর রা. এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের এক দলের জন্য এক রাকাত পড়িয়েছেন। আর দ্বিতীয় দলটি ছিলো শত্রুদের সম্মুখীন। তারপর তারা শত্রুর দিকে চলে যাবে। তাদের (২য় দলটির) স্থানে তারা দাঁড়াবে। আর দ্বিতীয় দলটি চলে আসবে। তাদের নিয়ে ইমাম এক রাকাত পড়াবেন। তারপর সালাম ফিরাবেন, তারপর এই দ্বিতীয় দলটি দাঁড়াবে। তাদের এক রাকাত আদায় করবে। আর প্রথম দলটি দাঁড়িয়ে তাদের নামাজ পূর্ণ করবে। সুনানে আবু দাউদ ১/১৭৬ باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة الخ-সংকলক। ইমাম নাসায়ি রহ.ও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (১/২২৯ كتاب صلاة الخوف)

[৯৮৬] ৫০৫, ৫০৬, নং ১৯৫, باب صلاة الخوف ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছারে আবু হানিফা- আম্মার সূত্রে হানাফি মাজহাবের অনুকূল হজরত ইবরাহীমের একটি আছর বর্ণনা করার পর লিখেছেন- اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس (رضـــ) مثل ذلك

এই বর্ণনাটি মুনকাতি' আল-ঈছার নামক গ্রন্থে হাফেজ রহ. হারেস ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বলেন, আমি মনে করি, তিনি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু যুবাব আদ্ দাওসী। তিনি মদিনার অধিবাসী। তাহজিবে তাঁর জীবনী রয়েছে। যদি তিনিই হয়ে থাকেন তবে ইবনে আব্বাস রা. হতে তাঁর বর্ণনাটি মুনকাতি'। দুজনের মাঝখান হতে মুজাহিদ বা অন্য কেউ বাদ পড়েছেন। এটাও সম্ভব যে, এখানে হারেস ইবনে আবদুর রহমান দালানী উদ্দেশ্য। যার উপনাম আবু হিন্দ। এমতাবস্থায়ও ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা অবশিষ্ট থাকবে এবং আবু জাবইয়ানের সূত্র থাকবে। মোটকথা, হারেস ইবনে আবদুর রহমান দ্বারা আবু যুবাব দাওসী উদ্দেশ্য হোক অথবা আবু হিন্দ দালানী, উভয়ের বর্ণনাই সেকাহ। বাকি রইল, ইনকিতায়ের বিষয়টি। মুজাহিদ বা আবু জবইয়ানের মাধ্যম সাব্যস্ত হওয়ার পর এটা কোনো ক্ষতিকর নয়। তারপর এই ইনকিতা' পাওয়া যাচ্ছে প্রথম শতাব্দীতে, যেটা ক্ষতিকারক নয়। এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক এই বর্ণনাটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর সামনে বর্ণনা করা এবং ইমাম মুহাম্মদ

তাছাড়া ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. আহকামুল কোরআনে এই পদ্ধতিই হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেছেন[৯৮৭]।

সুতরাং ইবনে হাজার রহ. কর্তৃক এই বক্তব্য রাখা ঠিক নয় যে, 'এই তৃতীয় পদ্ধতিটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়।' তাছাড়া হজরত ইবনে উমর রা. এর যে বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন[৯৮৮] তাতে উভয় পদ্ধতির সম্ভাবনা আছে। কেনোনা, প্রথম দল চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দল এক রাকাত

রহ. কর্তৃক এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর بهذا كله ناخذ (আমরা এসবই গ্রহণ করি) বলা এর দলিল যে, তাঁদের মতে এই বর্ণনাটির প্রামাণিকতায় কোনো সন্দেহ ছিলো না। والله اعلم, কিতাবুল আছার পৃষ্ঠা : ৫০৬,باب صلاة الخوف-এর ওপর আবুল ওয়াফা আফগানীর তা'লিকাত হতে গৃহীত, সংকলকের পক্ষ হতে ইষৎ পরিবর্ধণ সহকারে।

[৯৮৭] খুসাইফ-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন বনি সুলাইমের প্রস্তরময় ভূমিতে। তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন আর শত্রুরা ছিলো কেবলার বিপরীতে। তিনি একটি কাতার দাঁড় করালেন আরেকটি কাতার সশস্ত্র হলো। তারা শত্রুর সম্মুখীন হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে অবস্থিত কাতারের লোকজন তাকবির বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে অবস্থিত কাতারের লোকজন রুকু করলেন। তারপর যে কাতার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলো সে কাতারের লোকজন ফিরে গেলেন। তাঁরা অস্ত্র ধারণ করলেন, আর অন্যরা ফিরে এলেন। তাঁরা এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দাঁড়ালেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। তাঁরাও রুকু করলেন। তিনি সেজদা করলেন। তাঁরাও সেজদা করলেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। ফলে যারা তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েছিলেন তাঁরা চলে গেলেন। পরবর্তীগণ আসলেন। তাঁরা এসে এক রাকাত আদায় করলেন। তাঁরা যখন নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন অস্ত্র ধারণ করলেন। পরবর্তীরা ফিরে এলেন এবং তাঁরা এক রাকাত পড়লেন। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুরাকাত হলো। আর কওমের জন্য হলো এক রাকাত এক রাকাত। -আহকামুল কোরআন -জাস্‌সাস : ২/৩১৬, باب صلاة الخوف, ছাপা : আল মাতবা'আতুল বাহিয়্যাহ আল মিসরিয়্যাহ, ১৩৪৭ হিজরি।

এই বর্ণনাটি হুবহু আমাদের মাজহাব মুতাবেক।

ইমাম আবু দাউদ রহ. ইমরান ইবনে মাইসারা-ইবনে ফুযাইল সূত্রে খুসাইফের এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত বর্ণনা করেছেন-

عن ابى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الاخرون فقاموا مقامه فاستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام اولئك المستقبلى العدو ورجع اولئك الى مقامه فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم : সুনানে আবু দাউদ ১/১৭৬ باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم الخ

এই বর্ণনাটিও হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ী তাদের স্বপক্ষে। অবশ্য একটি অংশ হানাফিদের মাজহাব হতে ব্যতিক্রম। কেনোনা, এতে দ্বিতীয় দলটি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক রাকাত পড়ার পর তৎক্ষণাত ফ্রন্টে চলে যাওয়ার পরিবর্তে এই স্থানেই নামাজ পূর্ণ করেছেন। তবে খুসাইফের এই দ্বিতীয় বর্ণনাটির মুকাবিলায় প্রথম বর্ণনাটিই প্রধান। কারণ, প্রথম দলটি নামাজের প্রথমাংশ পেয়েছে। দ্বিতীয় দলটি পায়নি। সুতরাং দ্বিতীয় দলটির জন্য প্রথম দলটির পূর্বে নামাজ হতে বের হওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া যেহেতু প্রথম দলটির জন্য দুই স্থানে দু'রাকাত আদায় করার হুকুম ছিলো, সুতরাং দ্বিতীয় দলটির জন্য দুই স্থানে দুই রাকাত আদায় করার হুকুম হবে, এক স্থানে নয়। কেনোনা, সালাতুল খাওফের পদ্ধতি হলো, দুই দলের ক্ষেত্রে সমানভাবে এটি বণ্টিত হওয়া। ইমাম আহমদ ইবনে আলি আল জাস্‌সাস রহ. আহকামুল কোরআনে (২/৩১৬) এ কথাই বলেছেন। -সংকলক।

[৯৮৮] পূর্ণ বর্ণনাটি এমন- ان النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مو اجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا فى مقام اولئك وجاء اولئك صلى بهم ركعة اخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضو ركعتهم তিরমিযী : ১/১০০ -সংকলক।

পড়ার পর হাদিসের শব্দাবলি নিম্নেযুক্ত- فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم 'তারপর তারা দাঁড়াল এবং তাদের রাকাত আদায় করলো। আর অপর দলটি দাঁড়ালো তারপর তাদের রাকাত আদায় করলো। এতে প্রথমে هؤلاء শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত যদি দ্বিতীয় দলের দিকে সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে দ্বিতীয় পদ্ধতি। আর যদি প্রথম দলের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে তৃতীয় পদ্ধতি[৯৮৯]।

সারকথা, তৃতীয় পদ্ধতির প্রাধান্য এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এটি কোরআনের অধিক অনুকূল এবং তারতিবেরও অধিক অনুকূল। কোরআনের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হলো, কোরআনে প্রথম দলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে[৯৯০] فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم। এতে প্রথম দলটিকে সেজদা করার পর পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এতে প্রথম পদ্ধতির সম্ভাবনা নেই। আর তারতিবের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হলো, প্রথম পদ্ধতিতে প্রথম দলটি ইমামের পূর্বেই নামাজ হতে অবসর হয়ে যায়। যেটি ইমামতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশের বিপরীত। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলের পূর্বেই অবসর হয়ে যায়। যেটি স্বাভাবিক তারতিবের বিপরীত। পক্ষান্তরে তৃতীয় পদ্ধতিতে যদিও যাতায়াত বেশি তবে না তাতে ইমামতির লক্ষ্য উদ্যেশ্যের খেলাফ কিছু আছে, না স্বাভাবিক তারতিবের, না কোরআনে কারিমের, না কোরআনের বাহ্যিক শব্দের।[৯৯১]

স্মরণ রাখা উচিত যে, অধিকাংশ ফকিহের মতে সালাতুল খাওফের জন্য পরিমাণগত কসর প্রয়োজন নয়। সুতরাং যদি সালাতুল খাওফ মুকীম অবস্থায়ই হয় তবে চার করা'আত পড়া হবে এবং প্রতিটি দল একের পরিবর্তে দু'দু' রাকাত ইমামের সঙ্গে পড়বে[৯৯২]।

---

[৯৮৯] দ্বিতীয় সুরতটি অর্থাৎ, প্রথম দলটিকে প্রথম هؤلاء এর مشار اليه সাব্যস্ত করা প্রধানতম। কারণ, হজরত ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখের বর্ণনাগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়। -সংকলক।

[৯৯০] واذا قمت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأ خذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأ خذوا حذرهم واسلحتهم الأية সূরা নিসা, আয়াত নং ১০।

আল্লামা বিন্নোরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৫/৪৬) লিখেন, তারপর হানাফি এবং শাফেয়ি উভয় দলই দাবি করেন যে, কোরআন আমাদের পক্ষে। আর উভয় দলের মুফাস্সিরগণ স্ব-স্ব মাজহাবের পক্ষে ব্যাখ্যা দান করেন। দ্রষ্টব্য আহকামুল কোরআন -জাস্সাস : ২/৩১- ৩১৫। (হানাফিদের ব্যাখ্যা) তাফসিরে কাবির (শাফেয়িদের ব্যাখ্যা।) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন রূহুল মা'আনি : ৫/১০২ পৃষ্ঠা নং ১৩৪-১৩৭ -সংকলক।

[৯৯১] সারকথা, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার ছাত্রগণের মাজহাব শক্তিশালী দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত। যেমন এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটাই সাওরি রহ. এর মাজহাব এক বক্তব্য অনুসারে। হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান ও ইবরাহিম নাখয়িরও এই মত। (তাঁর আছরের জন্য দেখুন মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৫০৮, নং ৪২৪৬, باب صلاة الخوف সংকলক। ইবনে উমর রা. ও আবু মাসউদ রা. (তাদের দুজনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।) উমর ইবনে খাত্তাব রা. (তাঁর আছরের জন্য দ্রষ্টব্য তাফসিরে ইবনে জারির : ৫/১৬৩, ছাপা, আলমীরিয়্যাহ।) আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. (তাঁর আছরের জন্য দ্রষ্টব্য সুনানে আবু দঊদ : ১/১৭৭, باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم الخ-সংকলক) ও ইবনে আব্বাস রা. (তাঁর আছর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) ও এই মাজহাব। দেখুন, কিতাবুল আছার, পৃষ্ঠা : ৫০৬, নং ১৯৫, باب صلاة الخوف -সংকলক। মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নোরি : ৫/৪৫, ৪৬ -সংকলকের পক্ষ হতে পরিবর্ধন ও পরিবর্তণ সহকারে।

[৯৯২] দ্র. ফাতহুল কাদির : ১/৪৪৪, باب صلاة الخوف এ সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত আরো অনেক আলোচ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো ফিকহের গ্রন্থরাজিতে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ–৪৭ : কোরআনের সেজদা বা সেজদায়ে তিলাওয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৬)

٥٦٨ – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدٰى عَشَرَةَ سِجْدَةً مِّنْهَا الَّتِيْ فِي النَّجْمِ".

৫৬৮। **অর্থ :** হজরত আবুদ্ দারদা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এগারটি সেজদা করেছি। তার মধ্যে আন্ নাজমে একটি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি ইবনে আব্বাস আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, জায়েদ ইবনে সাবেত ও আমর ইবনুল আস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবুদ্ দারদা রা. এর হাদিসটি غريب। এটিকে আমরা সাইদ ইবনে আবু হিলাল-উমর দিমাশকির হাদিসরূপেই জানি।

٥٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُنِيْ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ "سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدٰى عَشَرَةَ سَجْدَةً مِّنْهَا الَّتِيْ فِي النَّجْمِ".

৫৬৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ... আবুদ্ দারদা রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এগারটি সেজদা করেছি। তার মধ্যে একটি হলো, সূরা নাজমে।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি'-আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা এ হাদিসটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

এই অনুচ্ছেদে দুটি বিতর্কিত মাসআলা রয়েছে[৯৯৩]।

১. প্রথম মাসআলা, ইমামত্রয়ের মতে সেজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত। আবু হানিফা রহ. এর মতে ওয়াজিব।

বিপরীত দলিল : ইমামত্রয়ের দলিল- তিরমিযীতে[৯৯৪] বর্ণিত হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিস- তিনি বলেন,

قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها

---

[৯৯৩] এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি বিতর্কিত বিষয় রয়েছে -সেজদার কারণ, সেজদার হুকুম, সেজদার সংখ্যা, সেজদার সিফাত, সেজদার ওয়াক্ত এবং আয়াতগুলোতে সেজদার স্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত। শায়খ আনওয়ার রহ. তার জামে' তিরমিযীর ইমলাতে প্রসিদ্ধতম বিষয় তথা, সেজদার হুকুম এবং সংখ্যা সংক্রান্ত ইখতিলাফ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরাও শুধু এ দুটি বিষয়েই আলোচনা সীমিত রাখবো। (আমরাও তাই করবো।) অবশিষ্ট আলোচ্য বিষয়গুলোর জন্য উমদাতুল কারি এবং ফিকহের শাখাগত গ্রন্থরাজি ও বিদায়াতুল মুজতাহিদ দেখা যেতে পারে। -মা'আরিফ : ৫/৫৫ -সংকলক।

[৯৯৪] এ হাদিসটি ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ.ও বর্ণনা করেছেন। দেখুন সহিহ বোখারি : ১/১০২, باب ماجاء من لم يسجد فيه সহিহ মুসলিম : ১/২১৫, باب سجود التلاوة -সংকলক। ১/১৪৬, باب من قرأ السجدة ولم يسجد

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমি সূরা আন্-নাজম পড়েছি। তবে তিনি তাতে সেজদা করেননি।'

জবাব : তবে হানাফিদের পক্ষ হতে জবাব হলো, এখানে তৎক্ষণাত সেজদা না করার কথা বলা হয়েছে। আর তৎক্ষণাত সেজদা আমাদের মতেও ওয়াজিব নয়।

বিপরীত দলিল : ২. ইমামত্রয়ের দ্বিতীয় দলিল উমর রা. এর ঘটনা[৯৯৫],

انه قرء سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها فى الجمعة الثانية فتهيأ الناس السجود فقال انها لم فكتب علينا الا ان نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا

'মিম্বরের ওপর তিনি একটি সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর নেমে সেজদা করলেন। তারপর এ আয়াতটি তিনি দ্বিতীয় জুমআতে তিলাওয়াত করলেন। ফলে লোকজন সেজদার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন তিনি বললেন, আমাদের ইচ্ছা ব্যতীত সেজদা আমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি। তবে তিনি সেজদা করলেন না, লোকজনও সেজদা করলো না।'

জবাব : এর অর্থ এই হতে পারে যে, তৎক্ষণাত সেজদা করা প্রয়োজন নয়।[৯৯৬] অথবা এর অর্থ হলো, জামাতের সঙ্গে সেজদা আমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি।

হানাফিদের দলিল- সেসব সেজদার আয়াত, যেগুলোতে নির্দেশ সূচক শব্দ এসেছে। ইবনে হুমাম রহ.

---

[৯৯৫] তিরমিযী : ১/১০২, باب ما جاء من لم يسجد فيه। এই হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. ও বর্ণনা করেছেন। ১/১৪৬, ১৪৭, باب من رأى ان الله عز وجل لم يوجب السجود-সংকলক।

[৯৯৬] এর সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, প্রথম জুমআয় উমর রা. সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তৎক্ষণাত নেমে সেজদা করেছেন। হাদিসের শব্দ নিম্নেযুক্ত- ان قرأ سجدة على المنبرفنزل فسحد অথচ, দ্বিতীয় জুমআয় তৎক্ষণাত সেজদা করার পর বললেন, انها لم تكتب علينا الا ان نشاء যেনো তিনি সরাসরি ওয়াজিব হওয়া নয়; বরং তৎক্ষণাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তবে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৫/৭৫) কাশ্মীরি রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন- 'আমাদের হানাফি আলেমদের পক্ষ হতে হজরত উমর রা. এর আছরের কোনো প্রশান্তিমূলক জবাব আমি দেখিনি। তাদের এই বক্তব্যেও যথেষ্ট নয় যে, তৎক্ষণাত ওয়াজিব নয়। কারণ, সেখানে কোনো ওজর ছিলো না এবং বিলম্বের কোনো হিকমতও পাওয়া যায় না। যেমন হিকমত ছিলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনায় জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসে। -মা'আরিফ : ৫/৭৩। বিন্নৌরি রহ. পরবর্তীতে হজরত উমর রা. এর আছরের আরেকটি জবাব কাশ্মীরি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন যে, হজরত উমর রা. এর উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সেজদা আমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি। বরং রুকু এবং ইঙ্গিত ও ঝুঁকে পড়াও যথেষ্ট। আমাদের মতে রুকুর ওপর ক্ষান্ত হওয়াও বৈধ আছে। যদিও নামাজের বাইরেই হোক না কেনো। এক বর্ণনা অনুসারে। এই বর্ণনাটি ফাতাওয়া জহিরিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। এটি বর্ণনা করেছেন দুররে মুখতার গ্রন্থকার। এমনভাবে ইমাম রাজি রহ. তাঁর তাফসিরে কাবিরে সেজদার পরিবর্তে শুধু রুকু দ্বারা যথেষ্ট হবে বলে ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মাজহাব উল্লেখ করেছেন। এর দলিল দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وخر راكعا واناب। আর এই রুকুকে নামাজের ভেতরের সঙ্গে বিশেষিত করা আবশ্যক নয়। ইশারা-ইঙ্গিত করে সেজদা করার যে বিষয়টি, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছরগুলো মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় (২/২,باب اذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشى ما يصنع) দেখা যেতে পারে। যেমন ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ রা. এর ছাত্রগণ সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন হাঁটতে হাঁটতে। তখন তাঁরা শুধু ইঙ্গিত করতেন।

হজরত কাশ্মীরি রহ. বলেন, সালফে সালেহিন হতে কারো এমন কোনো আছরই আমি দেখিনি যে, তিনি সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছেন তারপর সেজদা করেননি। অথবা রুকু করেননি, অথবা মাথায় ইঙ্গিত করেননি। তাঁর কথা হলো, হজরত উমর রা. এর উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সেজদা আমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি। -সংক্ষিপ্ত মা'আরিফুস সুনান : ৫/৭৪-৭৭) সংকলকের পক্ষ হতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে।

বলেন[৯৯৭], সেজদার আয়াতগুলো তিন অবস্থা হতে শূন্য নয়। হয়ত সেগুলোতে সেজদার নির্দেশ রয়েছে[৯৯৮], অথবা কাফিরদের সেজদা অস্বীকারের উল্লেখ[৯৯৯] রয়েছে, অথবা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্সালামের সেজদার বিবরণ[১০০০] রয়েছে। আর নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। (বিষয়টি স্পষ্ট।) এমনিভাবে কাফিরদের বিরোধিতাও[১০০১], আবার আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের তাবেও[১০০২]।

তারপর হানাফি এবং শাফেয়িগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ণ কোরআনে কারিমে সর্বমোট সেজদায়ে তিলাওয়াতের সংখ্যা ১৪[১০০৩]। অবশ্য এগুলোর নির্ণয়ের ব্যাপারে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়িদের মতে সূরা সোয়াদে সেজদা নেই। এর পরিবর্তে সূরা হজে দুটি সেজদা আছে[১০০৪]। আর হানাফিদের মতে সূরা সোয়াদে সেজদা আছে। সূরা হজেও শুধু একটি সেজদা আছে[১০০৫]।

বিপরীত দলিল : শাফেয়ি রহ. সূরা সোয়াদ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা[১০০৬] দ্বারা দলিল পেশ করেন,

---

[৯৯৭] ফাতহুল ক্বাদির : ১/৩৮২, باب سجود التلاوة তারপর তিনি বললেন, কারণ, সেজদার আয়াতগুলো তিন প্রকার। এক প্রকার হলো, যাতে সেজদার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আরেক প্রকার হলো, যার মধ্যে কাফেরদের সংকোচ বোধের বিবরণ রয়েছে। যেখানে তাদের সেজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। আরেক প্রকার হলো, যাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের সেজদা করার বিবরণ রয়েছে। বস্তুত হুকুম পালন করা, অনুসরণ করা, ও কাফেরদের বিরোধিতা করা- এ সবই ওয়াজিব। হ্যাঁ, কোনো দলিল যদি দলিল করে যে, সেটি ওয়াজিব নয়, তবে সেটি ভিন্ন ব্যাপার। -সংকলক।

[৯৯৮] যেমন সূরাতুল আলাকে আছে كلا لا تطعه واسجد واقترب -সংকলক

[৯৯৯] যেমন সূরা ইনশিকাকে আছে- واذاقرأ عليهم القران لا يسجدون-সংকলক।

[১০০০] যেমন সূরা সোয়াদে আছে- وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب আয়াত : ২৩, ২৪, ২৫। সংকলক।

[১০০১] কেনোনা, কোরআনে কারিমে কফের এবং তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য অবলম্বন করে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। يا ايها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا 'হে ঈমানদারগণ তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না। আয়াত : ১৫৬, সূরা আলে ইমরান, পারা : ৪- সংকলক।

[১০০২] এজন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণের হুকুমও কোরআনে কারিমে এসেছে। اولئك الذين هدى الله فبهدى هم اقتده। আয়াত নং ৯০, সূরা আল আন'আম, পারা নং ৭।

[১০০৩] সূরা আ'রাফ : ২০৬, পারা ৯ সূরা রাদ : ১৫, পারা তের। ৩. সূরা নাহল। আয়াত পঞ্চাশ, পারা : ১৪, ৪. সূরা বনি ইসরাইল : ১০৯, পারা : ১৫, ৫. সূরা মারইয়াম আয়ত : ৫৮, পারা ১৬, ৬. সূরা হজ : ১৮, পারা : ১৭, সূরা ফুরকান : ৬০, পারা ১৯, ৮. সূরা নামল : ২৬, পারা ১৯, ৯। সূরা আলিফ লাম মীম সেজদা : ১৫, পারা : ২১, ১০. সূরা সোয়াদ : ২৫, পারা : ২৩, ১১. সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৮, পারা : ২৪, ১২. সূরা নাজম : ৬২, পারা : ২৭, ১৩. সূরা ইনশিকাক : ২১, পারা : ৩০, ১৪. সূরা আলাক : ১৯, পারা : ৩০। এই তাফসিল হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ী। শাফেয়িদের মাজহাবের বিশদ বিবরণ মূলপাঠেই আসছে। -সংকলক।

[১০০৪] প্রথম তো সেটিই যেটি হানাফিদের মতে। দ্বিতীয়টি হলো, يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون আয়াত : ৭৭, পারা : ১৭ -সংকলক।

[১০০৫] ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সেজদার আয়াত পনেরটি। সূরা হজে দুই সেজদা। যেমন শাফেয়িদের মতে। আবার সূরা সোয়াদেও একটি সেজদা রয়েছে, যেমন হানাফিদের মতে। তবে ইমাম আহমদ রহ. এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের মতো। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. এর মতে সেজদা মোট ১১টি। তাদের মতে আখেরি তিনটি সেজদা নয়। দেখুন : মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৫৮ -সংকলক।

[১০০৬] তিরমিযী : ১/১০২, باب ماجاء في السجدة فى ص সংকলক।

قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى ص قال ابن عباس (رضـــ) : وليست من عزائم السجود-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি সূরা সোয়াদে সেজদা করতে দেখেছি। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তবে এটি আবশ্যকীয় সেজদা নয়[১০০৭]।'

জবাব : জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সেজদা করা এই বর্ণনার প্রমাণিত। অবশ্য ইবনে আব্বাস রা. এটা আবশ্যকীয় সেজদা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। এর অর্থ এই হতে পারে যে, এই সেজদাটি শুকরিয়ারূপে ওয়াজিব। যেমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১০০৮] سجدها داود توبة ونسجدها شكرا 'এই সেজদা দাউদ (আ.) করেছিলেন তাওবারূপে। আর আমরা এই সেজদাটি করবো শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে।' আর যদি মেনে নেই, এর অর্থ শাফেয়িগণ যা করেছেন তাই, তবুও এটি ইবনে আব্বাস রা. এর নিজস্ব বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল অনুসরণের বেশি হকদার। বিশেষত যখন বোখারিতে[১০০৯] হজরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. কে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

أفى ص سجدة؟ فقال نعم، ثم تلا ووهبنا الى قوله فبهداهم اقتده ثم قال : هو منهم (اى داود من الأنبياء المذ كورين فى هذه الاية)

'সূরা সোয়াদে কি সেজদা আছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি ووهبنا হতে فبهداهم اقتده পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, তিনি অর্থাৎ, দাউদ (আ.) এ আয়াতে উল্লেখিত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের অন্তর্ভুক্ত।'

আর সুনানে আবু দাউদে[১০১০] হজরত আবু সাইদ খুদরি রা.[১০১১] -এর হাদিস রয়েছে। তাতে তিনি বলেন,

---

[১০০৭] আর মাসরূক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ বলেছেন, মনে রেখো, এটি একজন নবীর তাওবা। উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এতে সেজদা করতেন না। অর্থাৎ, সোয়াদে। (হায়ছামি রহ. বলেছেন,) এটি ইমাম তাবারানি কবিরে উল্লেখ করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ, সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৮৫, সেজদায়ে তিলাওয়াতের তৃতীয় অনুচ্ছেদ। এতে আবদুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবল ধারণা মুতাবেক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। কারণ, যখন আবদুল্লাহ সাধারণ ভাবে বলা হয় তখন তিনি উদ্দেশ্য হন। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ রা. এর আছর দ্বারাও শাফেয়িদের মাজহাবের সমর্থন হয়।

[১০০৮] দ্র. সুনানে নাসায়িতে আছে- (১/১৫২,كتاب الإفتتاح باب سجود القران السجود فى ص) ইবনে আব্বাস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সূরা সোয়াদে সেজদা করেছেন এবং বলেছেন, এ সেজদা করেছেন দাউদ (আ.) ....। -সংকলক।

[১০০৯] ২/৬৬৬, كتاب التفسير، باب قوله اولئك الذين هدى الله فبهدايهم اقتده সূরা আন'আম। -সংকলক।

[১০১০] ১/২০০, باب سجود فى ص -সংকলক।

[১০১১] তাছাড়া মুসনাদে আহমদে হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি এক স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি সূরা সোয়াদ লিখছেন। যখন সেজদার আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন দেখতে পেলেন, দোয়াত কলম এবং তার সামনে উপস্থিত সবকিছু সেজদা করছে। রাবি বলেন, তারপর আমি এ ঘটনাটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিবৃত করলাম। এরপর হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ আয়াতে সেজদা করতেন। (হায়ছামি বলেছেন,) এটি ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৮৪, সেজদায়ে তিলাওয়াতের তৃতীয় অনুচ্ছেদ। -সংকলক।

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السحدة نزل فسجد وسجد الناس معه الخ.

'মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সোয়াদ তিলাওয়াত করলেন। যখন সেজদার আয়াতে পৌছলেন, তখন অবতরণ করে সেজদা করলেন। লোকজনও তার সঙ্গে সেজদা করলো ...।'

সারকথা, সূরা সোয়াদের সেজদা শক্তিশালী[১০১২] দলিলাদি দ্বারা সাব্যস্ত।

বাকি রইলো সূরা হজের দ্বিতীয় সেজদা। এ সম্পর্কে শাফেয়ি রহ. তিরমিযীতে[১০১৩] বর্ণিত হজরত উকবা ইবনে আমের রা. এর একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন,

قلت يا رسول الله! فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين، قال نعم، فمن لم يسجد هما فلا يقرأ هما–

'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজকে দুটি সেজদা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে? এ শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ। সুতরাং কেউ যদি এই দুটি সেজদা না করে সে যেনো এগুলো না পড়ে।'

তবে এ হাদিসটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইবনে লাহি'আর ওপর[১০১৪]। যার দুর্বলতা প্রসিদ্ধ[১০১৫]।

আমাদের দলিল, তাহাবিতে[১০১৬] বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর আছর- قال في سجود الحج الأول عزيمة والاخر تعليم 'তিনি বলেছেন, সূরা হজের প্রথম সেজদা আজীমত তথা, আবশ্যক, আর দ্বিতীয়টি হলো তা'লিম।'

তাছাড়া মুহাম্মদ রহ. নিজ মুয়াত্তাতে[১০১৭] লিখেন,

كان ابن عباس لايرى في سورة الحج الا سجدة واحدة الاولى

'হজরত ইবনে আব্বাস রা. সূরা হজ্জের শুধু প্রথম সেজদার মত পোষণ করতেন।'

সূরা হজের দ্বিতীয় সেজদায় একই সঙ্গে রুকু এবং সেজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[১০১৮]। কোরআনে

[১০১২] হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা দ্বারাও হানাফি মাজহাবের সমর্থন হয়- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সোয়াদে সেজদা করেছেন। হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি সূরা সোয়াদে সেজদা করেছেন। এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -জাওয়ায়িদুল হায়ছামি : ২/২৮৫।

তাছাড়া হজরত উমর ফারুক ও ইবনে উমর রা. ও সূরা সোয়াদে সেজদার প্রবক্তা। দেখুন, মুসান্নাফে আবদুর্ রাজ্জাক : ৩/৩৩৬, ৩৩৮, নং ৫৮৬২, ৫৮৭২, باب كم في القران من سجدة সংকলক।

[১০১৩] ১/১০২, باب في السجدة في الحج -সংকলক।

[১০১৪] এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ, আবু দাউদ, দারাকুতনি, হাকেম ও বায়হাকি। সবাই ইবনে লাহি'আহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফ : ৫/৮১ -সংকলক।

[১০১৫] ইবনে লাহি'আহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দরসে তিরমিযী ১ম খণ্ডে হয়েছে। -সংকলক।

[১০১৬] ১/১৯৯, باب سجود التلاوة في المفصل وغيره-সংকলক।

[১০১৭] পৃষ্ঠা : ১৪৮, باب سجود القران -সংকলক।

[১০১৮] এজন্য এরশাদ রয়েছে- يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون আয়াত নং ৭৭, পারা : ১৭। -সংকলক।

কারিমের রীতি হলো, যেখানে সেজদায়ে তিলাওয়াত হয় সেখানে শুধু সেজদা কিংবা শুধু রুকুর উল্লেখ থাকে[১০১৯] এবং যেখানে দুটিকে একত্রিত করা হয়েছে সেখানে সেজদায়ে তিলাওয়াত নেই[১০২০]। যেমন,[১০২১]।

অবশ্য[১০২২] শাফেয়ি রহ. তার সমর্থনে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের আছর পেশ করেন[১০২৩]। যেগুলোতে দ্বিতীয় সেজদার দলিল রয়েছে। তাই তত্ত্বজ্ঞানী হানাফিগণ এই দ্বিতীয় স্থানেও সতর্কতামূলক সেজদা করা উত্তম সাব্যস্ত করেন। এদিকেই ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকারের[১০২৪] ঝোঁকও।

থানভি রহ. বলেছেন, যদি কেউ নামাজের বাইরে থাকে তাহলে তার উচিত এই দ্বিতীয় স্থানেও সেজদা করে নেওয়া। আর যদি নামাজে থাকে তাহলে এই আয়াতে রুকু করে দেওয়া উচিত এবং রুকুতে সেজদার নিয়ত করা উচিত। যাতে এর আমল সমস্ত আয়িম্মায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে সেজদা আদায় হয়ে যায়[১০২৫]।

মালেক রহ. এর মতে মুফাস্‌সালের[১০২৬] সূরাগুলোতে সেজদা নেই। তিনি জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিস[১০২৭] দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেছেন- قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم

[১০১৯] কেনোনা, সমস্ত সেজদার আয়াতগুলোতে শুধু সেজদার উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য সূরা সোয়াদে শুধু রুকুর আলোচনা রয়েছে। وظن داود انما فتناء فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفى وحسن مآب রুকু এবং সেজদা উভয়টি পূর্বের কোনো একটি সেজদার আয়াতেও নেই, শুধু সূরা হজের দ্বিতীয় বিতর্কিত সেজদা ব্যতীত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে উভয়টির উল্লেখ রয়েছে- يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا الآية আয়াত নং ৭৭, পারা নং ১৭, -সংকলক।

[১০২০] দ্র. মা'আরিফুল কোরআন : ৬/২৮৮, সূরা হজ, আয়াত : ৭৭ -সংকলক।

[১০২১] আয়াত : ৪৩, সূরা আলে-ইমরান, পারা : ৩।

[১০২২] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফে (৫/৮২, ৮৩) বলেছেন, শাফেয়িদের এই অনুচ্ছেদে দুর্বলতা শূন্য কোনো হাদিস নেই। সুতরাং নির্ভরস্থল হলো আছার। উভয়পক্ষের কারো নিকটেই সুস্পষ্ট মারফু' কোনো হাদিস নেই। তাঁদের দলিল উমর রা. এর আছর। আমাদের দলিল ইবনে আব্বাস রা. এর (উল্লেখিত) আছর। ফিকহ ও ইজতিহাদে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি মূলনীতি হলো, আছারে সাহাবাতে যখন পরস্পরে বিরোধ হয় তখন কিয়াসের অনুকূল আছরটি প্রাধান্য পায়, যদি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়। -সংকলক।

[১০২৩] যেমন ১. ইবনে উমর রা. এর আজাদকৃত দাস নাফে' হতে বর্ণিত, মিসরের জনৈক ব্যক্তি তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.সূরা হজ তিলাওয়াত করে তাতে দুটি সেজদা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, এ সূরাটিকে দুটি সেজদা দ্বারা ফজিলত দান করা হয়েছে।

২. আবদুল্লাহ ইবনে দিনার রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে আমি সূরা হজে দুটি সেজদা করতে দেখেছি। এ দুটি আছরের জন্য দেখুন মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১৯১, باب ماجاء فى سجود القران

আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে : ৫/৮৩ বলেন, ইমাম হাকেম রহ. হজরত ইবনে উমর, উবন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আবু মুসা ও আবুদ্ দারদা রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সূরা হজে দুই সেজদা করেছেন। এভাবে কমপক্ষে সাতজন সাহাবির আমল শাফেয়ি মাজহাব মুতাবেক প্রমাণিত হয়। -সংকলক।

[১০২৪] ২/১৬৭, اقوال العلماء فى عدد سجدات التلاوة، باب سجود التلاوة-সংকলক।

[১০২৫] মা'আরিফ : ৫/৮৩, বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি (সূরা হজে সেজদা সংক্রান্ত সেজদা অনুচ্ছেদে বর্ণিত, উকবা ইবনে আমের রা. এর হাদিস।) অন্য দিক দিয়ে সেজদা ওয়াজিব হওয়ার বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করছে। কারণ, তিনি বলেছেন, 'যে এ দুটি আয়াতে সেজদা করবে না সে যেনো এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত না করে।' সুতরাং সতর্ক হওয়া উচিত। -সংকলক।

[১০২৬] সূরা হুজুরাত হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সূরা মুফাস্‌সালের অন্তর্ভুক্ত। সূরা হুজুরাত হতে বুরুজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল বলা হয়। আর সূরা বুরুজ হতে নিয়ে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্‌সাল। বায়্যিনাহ হতে নাস পর্যন্ত কিসারে মুফাস্‌সাল। -সংকলক

[১০২৭] তিরমিযী : ১/১০২, باب ماجاء من لم يسجد فيه اى فى النجم-সংকলক।

يسجد فيها 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা আন্ নাজম পড়েছি। তিনি সেজদা করেননি তাতে।'

এই বর্ণনাটিকে আমরা তৎক্ষণা সেজদা না করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। কেনোনা, সহিহ বোখারিতে[১০২৮] ইবনে আব্বাস রা.[১০২৯] হতে বর্ণিত আছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون [১০৩০] والجن والإنس

'সূরা নাজম পড়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করেছেন। তার সঙ্গে সেজদা করেছেন, মুসলমান, পৌত্তলিক, জিন, ইনসান সবাই।'

তাছাড়া আলি রা. হতে বর্ণিত আছে[১০৩১],

العزائم اربع الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بسم ربك الأعلى الذى خلق

'চারটি সেজদা আবশ্যক- الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بسم ربك الأعلى الذى خلق এ।'
তার মধ্যে সর্বশেষ দুটি সেজদা মুফাস্সালের[১০৩২]।

بَابُ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ– ৪৮ : মেয়েদের মসজিদে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧٠ – عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "اِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ" فَقَالَ ابْنُهُ: وَاللهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ لَا نَأْذَنُ!؟".

৫৭০। **অর্থ** : হজরত মুজাহিদ বলেন, আমরা ইবনে উমর রা.এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মেয়েদেরকে রাত্রে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তখন তাঁর সাহেবজাদা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তাদেরকে অনুমতি দেবো না। এটাকে তারা ফাসাদের

[১০২৮] كتاب التفسير، سورة النجم باب قوله فاسجدوا لله واعبدوا ,২/৭২১ : باب سجود المسلمين مع المشركين ,১/১৪৬

[১০২৯] তাছাড়া সহিহ মুসলিমে : ১/২১৫ باب سجود التلاوة ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজম তিলাওয়াত করে তাতে সেজদা করেছেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাও সেজদা করেছেন ...।-সংকলক।

[১০৩০] মুশরিকদের সেজদার কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৬৮-৭১,باب ما جاء فى السجدة فى النجم -সংকলক।

[১০৩১] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৩৩৬, নং ৫৮৬৩, باب كم فى القران من سجدة মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/২৮৫, সেজদার তৃতীয় অনুচ্ছেদ। হায়ছামি বলেছেন, এটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছেন হারেস নামক একজন রাবি। তিনি জয়িফ। -সংকলক।

[১০৩২] আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে- 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে اقرأ باسم ربك ও اذا السماء انشقت -এ সেজদা করেছি। তিরমিযী : ১/১০১, باب فى السجدة فى اذا السماء انشقت এভাবে মুফাস্সালে তিনটি সেজদা প্রমাণিত হয়ে যায়। -সংকলক।

কারণ বানাবে। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি এমন এমন আচরণ করুন। আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ, তাদেরকে অনুমতি দেবো না!

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী জায়নাব ও জায়দ ইবনে খালেদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن مجاهد قال : كنا عند ابن عمر فقال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد.

সবিস্তারে পেছনে باب فى خروج النساء فى العيدين এর অধীনে এই অনুচ্ছেদের মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে মেয়েদেরকে মসজিদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়নি। কেনোনা, অন্যান্য হাদিসে মসজিদে না যাওয়ার ফজিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ রয়েছে। সুনানে আবু দাউদে[১০৩৩] ইবনে মাসউদ রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে,

صلاة المراة فى بيتها افضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها [١٠٣٤] افضل من صلاتها فى بيتها.

'মহিলার নামাজ তার ঘরে পড়া তার হুজরাতে নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছোট্ট রুমে তার নামাজ তার ঘরে নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম।'

হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে মওকুফ রূপে বর্ণিত আছে,

ما صلت امرأة من صلاة احب الى الله من اشد مكان فى بيتها ظلمة [১০৩৫]

'কোনো রমণী ঘরের ভীষণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাজ অপেক্ষা এমন কোনো নামাজ পড়েনি, যে নামাজটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।'

ইবনে মাসউদ রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে,

المرأة عورة من صلاة احب الى الله من اشد مكان فى بيتها ظلمة [১০৩৬]

'মহিলা হলো আবৃত রাখার জিনিস। সে যখন ঘর হতে বের হয়, শয়তান তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে। সে যখন ঘরের একদম অভ্যন্তরে থাকে তখন আল্লাহর অতি সান্নিধ্য প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে।'

[১০৩৩] ১/৮৪ -সংকলক।

[১০৩৪] অন্দর মহলের ছোট্টরুম। -সংকলক।

[১০৩৫] এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি কবিরে। এর রাবিগণ সেকাহ। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ : ২/৩৫, باب خروج النساء الى المساجد وغير ذلك الخ -সংকলক।

[১০৩৬] এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। সূত্র ঐ -সংকলক।

আবু আমর শায়বানি হতে বর্ণিত আছে,

عورة وانها اذا خرجت استشر فها الشيطان وانها اقرب ما تكون الى الله وهو فى فمر بيتها[১০৩৭]

'হজরত আবদুল্লাহ রা.কে তিনি দেখেছেন, তিনি মসজিদ হতে জুমআর দিন মহিলাদেরকে বের করে দিচ্ছেন এবং তিনি বলছেন, তোমরা বেরিয়ে তোমাদের ঘরের দিকে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য আফজল।'

উম্মে সালামা রা. হতে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে-مساجد النساء قعر بيوتهن[১০৩৮] 'মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হলো, তাদের ঘরের একদম অন্তপুর।'

এসব বর্ণনা মহিলাদের মসজিদে না যাওয়ার পক্ষে দলিল।

তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের এই হাদিসে বর্ণিত ائذنوا শব্দটি দলিল করছে যে, মহিলাদের জন্য অনুমতি ব্যতীত ঘর হতে বের হওয়া বৈধ নয়। যদিও ইবাদতের জন্যই ঘর হতে বের হোক না কেনো।

তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহিলাদেরকে নিজ গার্জিয়ান এবং স্বামীদের অনুমতিতে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যেখানে তাদেরকে না যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, সেখানে তাদের যাওয়ার সময় সাজ-সজ্জা না করার শর্ত আরোপ করেছেন। তাই এরশাদ রয়েছে,

[১০৩৯] ولكن ليخرجن وهن تفلات [১০৪০]

'কিন্তু তারা যেনো অবশ্যই সুগন্ধি ব্যবহার করে বের না হয়।' এ বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়ের-বরকত, তাকওয়া-পরহেজগারির জামানায়ও যেহেতু মহিলাদের বের হওয়ার জন্য শর্ত ছিলো, তাহলে আমাদের ফিৎনাপূর্ণ জামানায় কি হুকুম হবে? বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।

[১০৪১]فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذ نه دغلا[১০৪২]

তাদেরকে আমরা ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি দিবো না। কেনোনা, তারা ঘর হতে এই বের হওয়াকে ফিৎনা-ফাসাদের কারণ বানিয়ে নেবে।

فقال فعل الله بك وفعل اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن

হজরত ইবনে উমর রা. সাহেবজাদার জবাব শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে فعل الله بك وفعل শব্দে তাকে বদ দোয়া দিলেন। মুসলিমের[১০৪৩] বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

---

[১০৩৭] এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সেকাহ। জাওয়ায়িদ -হায়ছামি : ২/৩৫ -সংকলক।

[১০৩৮] মাজমা' -হায়ছামি : ২/৩৩, باب خروج النساء الى المساجد الخ. -সংকলক।

[১০৩৯] সুনানে আবু দাউদ : ১/৮৪, باب ماجاء فى خروج النساء الى المساجد

[১০৪০] التفل দুর্গন্ধ। امرأة تفلة বলা হয়, যখন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার না করে। এমনিভাবে বলা হয় نساء تفلات। সুতরাং হাদিসের অর্থ হলো, মহিলারা যেনো ঘর হতে খুশবু-সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হয়।

[১০৪১] তাঁর নাম বিলাল। মুসলিমের (১/১৮৩) বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। -সংকলক।

[১০৪২] الدغل ফাসাদ, ধ্বংস। ভয়, শংকা ও ধ্বংসস্থল। বহুবচন ادغال ,دغاء। -সংকলক।

[১০৪৩] باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه الخ -সংকলক।

فاقبل عليه عبد الله فسبه [১০৪৪] سبا سيئا ما سمعته مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمعنهن.

'তারপর আবদুল্লাহ সামনে এসে খারাপ গালি দিলেন। আমি এমন গালি আর কখনও শুনিনি এবং বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শোনাচ্ছি, আর তুমি বলছো, 'আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে বারণ করবো!'

আর মুসনাদে আহমদে[১০৪৫] মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে- فما كلمه عبد الله حتى مات 'তারপর আবদুল্লাহ তার সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেননি।'

শাহ সাহেব রহ. বলেন[১০৪৬], ইবনে উমর রা. এর সাহেবজাদার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বিপরীতে নিজের রায় পেশ করা এবং প্রাধান্য দেওয়া ছিলো না। বরং তিনি যা বলেছিলেন, তা একটি যথার্থ উদ্দেশ্যে[১০৪৭] বলেছিলেন। তবে তার বলার ধরণ সঙ্গত ও যথার্থ ছিলো না এবং এর দ্বারা হাদিসের সঙ্গে মুকাবিলা ও এর বিরোধিতার সন্দেহ হচ্ছিলো। তাই হজরত ইবনে উমর রা. ক্রুদ্ধ হয়েছেন তার জবাবে।

কাশ্মীরি রহ. 'তাকমিলাতুল বাহর লিত্ তুরি' এর সূত্রে এর একটি দৃষ্টান্ত,

ان الإ مام ابا يوسف كان يمدح الدباء وروى فيها حديث الدباء ان رسول الله صلى الله عيه وسلم كان يحب الدباء فقال رجل لاحبه فامر ابو يو سف بقتله فتاب الرجل من فور فغرض ذلك الرجل وان كان صحيحا غير ان التعبير كان سيئا اوهم المعارضة [১০৪৮]

'আবু ইউসুফ রহ. লাউয়ের প্রশংসা করতেন। তিনি এ সম্পর্কে কদু সংশ্লিষ্ট একটি হাদিস বর্ণনা করেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ পছন্দ করতেন, তারপর এক ব্যক্তি বললো, আমি এটি পছন্দ

[১০৪৪] আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়রা তাবারানির বর্ণনায় ওপরযুক্ত গালির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনবার অভিসম্পাত বা বদদোয়া। -ফাতহুল বারি : ২/২৮৯, -সংকলক।

[১০৪৫] যেমন হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (২/২৮৯, باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১০৪৬] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৬২ -সংকলক।

[১০৪৭] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, যেনো বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ রা. এ কথাটি তখন বলেছিলেন, যখন কোনো কোনো মহিলার ফিতনা-ফাসাদ অবলোকন করেছিলেন। আত্মমর্যাদাবোধ এ কথা বলার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আর ইবনে উমর রা. তার কথার প্রতিবাদ করেছিলেন, হাদিসের বাহ্যত খেলাফ কথা বলার কারণে। অন্যথায় যদি উদাহরণ স্বরূপ এমন বলতেন যে, যুগের পরিবর্তন এসেছে, কোনো কোনো মহিলা অনেক সময় প্রকাশ্যে মসজিদে যাওয়ার ভান করে, তবে ভেতরে থাকে অন্য কিছু- তাহলে সুস্পষ্ট বিষয় ছিলো যে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দরকার হতো না। শেষ হাদিসে হজরত আয়েশা রা. এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি প্রত্যক্ষ করতেন যা মহিলারা আজকে করে যাচ্ছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে যেতে বারণ করতেন। যেমন বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে বারণ করা হয়েছে। -ফাতহুল বারি : ২/২৮৯, باب خروج النساء الى المساجد الخ-সংকলক।

[১০৪৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৬২। বিন্নৌরি রহ. হজরত শাহ সাহেব রহ. এর বরাতে এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'আমি বলবো, তাকমিলাতুত তুরিতে আমি এ বিষয়টি পেলাম না। বাহরুর রায়েকের মধ্যে এর একটি অংশ কিতাবুল মুরতাদ্দিন হতে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি মিরকাতে আছে। এটি কিতাবুত্ তাহারাতের শুরুর দিকে আলোচিত হয়েছে। -সংকলক।

করি না। তখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। ফলে লোকটি তৎক্ষণা তওবা করে ফেলে। এখানে এই লোকটির উদ্দেশ্য যদিও সঠিক। তবে তার ভাব প্রকাশ ছিলো মন্দ, যেটি মুকাবিলার সংশয় সৃষ্টি করেছিলো।'

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ– ৪৯ প্রসংগ : মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧١ – عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلٰكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرٰى".

৫৭১। **অর্থ :** হজরত তারিক ইবনে আবদুল্লাহ মুহারিবি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন মসজিদে অবস্থান করো তখন তোমার ডান দিকে থুথু ফেলো না। তবে পেছনে অথবা তোমার বাঁ দিকে অথবা তোমার পায়ের নীচে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু সাইদ, ইবনে উমর, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, তারিক রহ. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, রিবয় ইবনে হিরাশ ইসলামে কখনও কোনো মিথ্যা কথা বলেননি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেছেন, কুফাবাসীর মধ্যে সবচে সেকাহ ব্যক্তি হলেন, মনসুর ইবনে মু'তামির।

٥٧٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".

৫৭২। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। এর কাফ্ফারা হলো, তা দাফন করে দেওয়া।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابٌ فِي السَّجْدَةِ فِيْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

অনুচ্ছেদ– ৫০ : সূরা ইনশিকাক ও 'আলাকে সেজদা প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧٣ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ".

৫৭৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে اقرأ بسم ربك ও اذا السماء انشقت এ সেজদা করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٥٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫৭৪। **অর্থ :** কুতায়বা ... আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা اقرأ بسم ربك ও اذا السماء انشقت তে সেজদার মত পোষণ করেন। এই হাদিসটিতে চারজন তাবেয়ি একজন অপরজন হতে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ

অনুচ্ছেদ– ৫১ : সূরা নাজমে সেজদা (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ: "سَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا يَعْنِي النَّجْمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ".

৫৭৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অর্থাৎ, সূরা নাজমে সেজদা করেছেন এবং মুসলমানগণ, মুশরিকরা, জিন ও ইনসান সবাই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা সূরা আন্ নাজমে সেজদার মত পোষণ করেন। আর সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, মুফাস্সালে কোনো সেজদা নেই। এটা মালেক ইবনে আনাস রা. এর মাজহাব। প্রথম বক্তব্যটি বিশুদ্ধতম। সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ– ৫২ প্রসংগ : সূরা নাজমে যে সেজদা করে না (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧٦ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا".

৫৭৬। **অর্থ :** হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি। তাতে তিনি সেজদা করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেম এ হাদিসটির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য সেজদা তরক করেছেন যে, জায়দ ইবনে সাবেত রা. যখন তিলাওয়াত করেছেন তখন তিনি সেজদা করেননি। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেজদা করেননি। তাঁরা বলেছেন, শ্রোতাদের ওপর সেজদা ওয়াজিব। এটা তাঁরা তরক করার অবকাশ দেননি।

তাঁরা বলেছেন, যদি ওজুহীন অবস্থায় কেউ সেজদার আয়াত শুনে তবে যখন ওজু করবে তখন সেজদা করবে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন।

আর অনেক আলেম বলেছেন, সেজদা শুধু তার ওপর আবশ্যক যে তাতে সেজদা করতে চায় এবং সেজদার ফজিলত অন্বেষণ করে। তাঁরা সেজদা না করার অবকাশ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ইচ্ছে করলে এটা করতে পারে। তাঁরা মারফূ' হাদিস তথা হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। কেনোনা, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি। তিনি তাতে সেজদা করেননি। ফলে তাঁরা বলেছেন, যদি সেজদা ওয়াজিব হতো তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়দ রা.কে সেজদা না করিয়ে ছাড়তেন না। তাঁকেও সেজদা করতে হতো, আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেজদা করতেন।

হজরত উমর রা. এর হাদিস দ্বারাও তাঁরা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি মিম্বরের ওপর সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। তারপর নেমে সেজদা করেছেন। তারপর সেজদার আয়াতটি দ্বিতীয় জুমআতেও তিলাওয়াত করেছেন, তখন লোকজন সেজদার জন্য প্রস্তুত হলো। ফলে তিনি বললেন, সেজদা তো আমাদের ওপর আমাদের ইচ্ছা ব্যতীত ফরজ করা হয়নি। ফলে তিনি সেজদা করেননি। লোকজনও সেজদা করেনি। অনেক আলেম এমত অবলম্বন করেছেন। শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব এটিই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ ص

অনুচ্ছেদ– ৫৩ : সূরা সোয়াদে সেজদা প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৭)

٥٧٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْ صَ".

৫৭৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি সূরা সোয়াদে সেজদা করতে দেখেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এটি আবশ্যকীয় সেজদা নয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরাম এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এতে সেজদার মত পোষণ করেছেন। এটা সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, এটা একজন নবীর তাওবা। তাঁরা এতে সেজদার পক্ষে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ– ৫৪ : সূরা হজের সেজদা প্রসংগে (মতন পৃ. ১২৮)

٥٧٨ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا".

৫৭৮। **অর্থ :** হজরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হজকে কি দুটি সেজদা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর যে এতে এ দুটি সেজদা করবে না সে যেনো এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। (বরং হাদিসটি সহিহ।-অনুবাদক)

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব ও ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, সূরাতুল হজকে দুটি সেজদা দ্বারা ফজিলত দান করা হয়েছে। ইবনে মুবারক, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন। আর অনেকে তাতে এক সেজদার মত পোষণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ও কুফাবাসীর মত এটা।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ– ৫৫ প্রসংগ : কোরআনের সেজদায় কী বলবে? (মতন পৃ. ১২৮)

٥٧٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّيْ أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِيْ، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

৫৭৯। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যেনো, একটি গাছের পেছনে

নামাজ পড়ছি। আমি সেজদা করলাম। আমার সেজদার কারণে সে বৃক্ষটিও সেজদা করলো। আমি গাছটিকে পড়তে শুনলাম, اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا 'হে আল্লাহ! এ সেজদার বিনিময়ে আমার জন্য আপনি আপনার কাছে সওয়াব লিখুন। এর বিনিময়ে আমার গুনাহ মাফ করে দিন। এটাকে আমার জন্য আপনার কাছে ভাণ্ডারে পরিণত করুন। আমার পক্ষ হতে এটাকে আপনি কবুল করে নিন। যেমন কবুল করেছেন, আপনার বান্দা দাউদ (আ.) হতে।

হাসান বলেছেন, ইবনে জুরাইজ আমাকে বলেছেন, আমাকে আপনার দাদা বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদার একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। তারপর সেজদা করেছেন।' তারপর ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি তাকে বৃক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে সে ব্যক্তির মতো সংবাদ দিতে শুনেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে আবু সাইদ খুদরি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু সাইদ খুদরি রা. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এ হাদিসটি حسن غريب। এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটি আমরা জানি না।

٥٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ".

৫৮০। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কোরআনের সেজদায় বলতেন, سجد وجهى للذى الخ 'সে সত্তার জন্য আমার চেহারা সেজদা করেছে, এটাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, তার কুদরত ও শক্তি।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ–৫৬ প্রসংগ : রাতের একাংশের ইবাদত ছুটে গেছে যার তারপর সে দিনে কাজা আদায় করেছে (মতন পৃ. ১২৮)

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ".

৫৮১। **অর্থ :** হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার রাতের একাংশের ইবাদত ছেড়ে ঘুমিয়ে গেছে তারপর ফজর ও জোহরের নামাজের মাঝে তা পড়ে নিয়েছে তার জন্য ঠিক এমনই লেখা হবে যেমন সে তা পড়ে নিয়েছে রাত্রে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, আবু সাফওয়ানের নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ মক্কি। তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন হুমায়দি ও মহামনীষীগণ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ–৫৭ প্রসংগ : ইমামের আগে মাথা উঠায় তার ব্যাপারে কঠোরতা (মতন পৃ. ১২৯)

٥٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُّحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ".

৫৮২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ইমামের পূর্বে তার মাথা উঠায় সে কি আশংকা করে না তার মাথা গাধার মাথায় রূপান্তরিত করার?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

কুতায়বা বলেছেন, হাম্মাদ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে জিয়াদ আমাকে বলেছেন, তিনি اما يخشى শব্দ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ বসরার অধিবাসী সেকাহ। তাঁর উপনাম আবু হারেস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِيْ يُصَلِّي الْفَرِيْضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ– প্রসঙ্গ : ফরজ পড়ার পর অন্যদের ইমামতি করে (মতন পৃ. ১২৯)

٥٨٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى قَوْمِه فَيَؤُمُّهُمْ".

৫৮৩। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত যে, মু'আজ ইবনে জাবাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন। তারপর তাঁর কওমের দিকে ফিরে যেতেন। তারপর তাদের ইমামতি করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আমাদের সঙ্গী তথা, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ ফরজ নামাজে কোনো কওমের ইমামতি করে এ নামাজ পূর্বে আদায় করার পর তবে মুক্তাদিদের নামাজ বৈধ। তারা মু'আজ রা. এর ঘটনায় বর্ণিত জাবের রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এ হাদিসটি সহিহ। একাধিক সূত্রে এটি জাবের রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবুদ্ দারদা রা. হতে বর্ণিত আছে, তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, মসজিদে এমতাবস্থায় প্রবেশ করেছে যখন কওম আসরের নামাজে রত। লোকটি মনে করছে এটি জোহরের নামাজ। ফলে ইমামের সঙ্গে ইকতিদা করে নিয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, তার নামাজ বৈধ। আর এক দল কুফাবাসি বলেছেন, যখন কোনো কওম ইমামের সঙ্গে ইকতিদা করে, এই ইমাম আদায় করছেন আসরের নামাজ, আর কওম মনে করেছে এটি জোহরের নামাজ, ইমাম তাদের নামাজ পড়িয়েছেন, আর কওম তার ইকতিদা করেছে, তখন মুকতাদির নামাজ ফাসেদ, যখন ইমামের নিয়ত ও মুকতাদির নিয়তে বিপরীত হয়।

দরসে তিরমিযী

ان معاذ بن جبل (رضــ) كان يصلى مع رسول الله صلى عليه وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيؤمهم.

মাগরিবের উল্লেখ রয়েছে এই বর্ণনায়। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় এশার কথা এসেছে[১০৪৯]। অনেকে মাগরিব বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে মুহারিব ইবনে দিছারের একক বিবরণ সাব্যস্ত করেছেন। তবে বিশুদ্ধ হলো, এই ঘটনাটিকে মাগরিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে মুহারিব ইবনে দিছার একক নন। বরং 'মাগরিব' শব্দ বর্ণনায় অন্য অনেক রাবিও মুহারিব ইবনে দিছারের মুতাবা'আত করেছেন। তাই এ বর্ণনাগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বেশি আফজল[১০৫০]।

<u>নফল আদায়কারির পেছনে ফরজ আদায়কারির ইকতিদা</u>

ইমাম শাফেয়ি রহ. নফল আদায়কারির পেছনে ফরজ আদায়কারির ইকতিদা বৈধ হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা। দলিলের কারণ হলো, হজরত মু'আজ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাজ (অধিকাংশ বর্ণনায় তাই বর্ণিত হয়েছে।) পড়ে নিতেন। তারপর নিজের কওমে গিয়ে সেই নামাজই পড়াতেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার তিনি নফল আদায়কারি হতেন। অথচ তার মুক্তাদিরা ফরজ আদায়কারি ছিলেন।

আবু হানিফা, মালেক রহ. ও অধিকাংশ ফকিহের মতে নফল আদায়কারির পেছনে ফরজ আদায়কারির ইকতিদা দুরুস্ত নেই। ইমাম আহমদ রহ. হতে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা আছে। একটি হানাফিদের মতো আরেকটি শাফেয়িদের মতো[১০৫১]।

জমহুরের দলিল নিম্নেযুক্ত,

[১০৪৯] আমর ইবনে দিনার, আমর ইবনে জুবায়র ও উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম হজরত জাবের রা. হতে 'এশা' শব্দই বর্ণনা করেন। তাদের বর্ণনাগুলো সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (৩/১১৬, باب ما على الإمام من التكفير) দেখা যেতে পারে। এ কারণে ইমাম বায়হাকি রহ. মুহারিব ইবনে দিছারের 'মাগরিব' বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে মা'লুল (ত্রুটিযুক্ত) সাব্যস্ত করেছেন। তবে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে : ৫/১০৬, বলেন, মুহারিব ইবনে দিছার বিবরণে একক নন। বরং মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাকের মতে এ হাদিসে তার মুতাবা'আত করেছেন আবুজ্ জুবায়র, (ফাতহুল বারি ২/১৬২, باب ما على الإمام من التكفير) এবং আবু দাউদের মতে সুনানে আবু দাউদে তালেব ইবনে হাবিব সূত্রে (১/১১৫, باب تخفيف الصلوة) দুটি হাদিস জাবের রা. হতে বর্ণিত। -সংকলক।

[১০৫০] আল্লামা বিন্নৌরি রহ.ও মা'আরিফুস্ সুনানে : ৫/১০৬, এটাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, 'ঘটনা একাধিক হওয়ার বক্তব্যটি সঠিক।' -সংকলক।

[১০৫১] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মা'আরিফ : ৫/৯১, ৯২ -বিন্নৌরি। -সংকলক।

عن ابى هريرة (رضـــ) قال قال رسول الله لى الله عليه وسلم الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن [১০৫২]

১. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিম্মাদার আর মুয়াজ্জিন আমানতদার।'

২. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إنما جعل الإمام ليؤتم به 'বানানো হয়েছে কেবল তার অনুসরণের জন্য।' এ হাদিসটি সিহাহের সমস্ত কিতাবে[১০৫৩] আছে। যদি ইমাম-মুকতাদির নিয়ত আলাদা আলাদা হয় তাহলে তাকে তার অনুসরণকারি বলা যায় না।

عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت [১০৫৪] ابن عمر جالسا على البلاط و الناس يصلون قلت يا ابا عبد الرحمن! مالك لا تصلى؟ قال انى قد صليت، انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتعاد الصلاة فى يوم مرتين.

৩. 'মায়মুনা রা. এর আজাদকৃত গোলাম হজরত সুলায়মান বলেন, ইবনে উমর রা.কে আমি মদিনার বালাতে উপবেশনকারি দেখেছি। (বালাত মদিনার একটি স্থানের নাম। উমর রা. এটি তৈরি করেছিলেন আলোচনা-কথাবার্তা বলার জন্য। -লামআত) সেখানে লোকজন নামাজ পড়তো। আমি বললাম, আবু আবদুর রহমান! কি হলো আপনার? আপনি নামাজ পড়েননা কেনো? জবাবে তিনি বললেন, আমি নামাজ পড়ে ফেলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'একই দিনে একটি নামাজ দুইবার আদায় করা যায় না।'

মু'আজ রা. এর ঘটনার ব্যাখ্যাসমূহ

মু'আজ রা. এর ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা হানাফি ও মালেকিদের পক্ষ হতে করা হয়েছে।

১. মু'আজ রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে হয়তো নফলের নিয়তে শরিক হয়েছিলেন এবং ফরজের নিয়তে কওমকে নামাজ পড়াচ্ছিলেন।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বায়হাকি[১০৫৫] ও দারাকুতনি[১০৫৬] ইত্যাদিতে এই অতিরিক্ত

[১০৫২] সুনানে তিরমিযী : ১/৫০, باب ان الأمام ضامن و المؤذن مؤتمن -সংকলক।

[১০৫৩] সহিহ বোখারি : ১/১৫০, ابواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد আয়েশা রা. এর মারফূ' বর্ণনা, সহিহ মুসলিম : ১/১৭৬ باب ائتمام المأموم بالإمام আনাস ইবনে মালেক রা. এর বর্ণনা, সুনানে নাসায়ি : ১/১৪৬, تاويل قوله عز وجل واذا قرأ القران فاستمعوا له الخ আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা, সুনানে আবু দাউদ : ১/৮৯, باب الإمام يصلى من قعود আনাস ইবনে মালেক রা. এর বর্ণনা : সুনানে তিরমিযী : ১/৭২, باب ما جاء اذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا আনাস ইবনে মালেক রা. এর বর্ণনা, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬১, باب اذاقرأ الإمام فانصتوا আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা। -সংকলক।

[১০৫৪] সুনানে নাসায়ি : ১/১৩৮, كتاب الإمامة و الجماعة، باب سكوت الصلاة عمن صلى مع الإمام فى المسجد جماعة, সুনানে আবু দাউদ : ১/৮৫, ৮৬, باب اذا صلى فى جماعة ثم ادرك جماعة ايعيد؟ সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণিত হয়েছে- لاتصلى صلاة مكتوبة فى يوم مرتين। দারাকুতনি বলেছেন, হুসাইন আল মু'আল্লিম আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে এই হাদিসটির বিবরণে একক। ১/৪১৬, باب لايصلى مكتوبة فى يوم مرتين নং ৩।

[১০৫৫] ৩/৮৬, باب الفريضة خلف من يصلى النافلة-সংকলক।

[১০৫৬] ১/২৭৪, باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل নং ১ -সংকলক।

অংশটুকুও মওজুদ আছে- هى لهم تطوع وله فريضة তথা, এটি কওমের জন্য নফল আর মু'আজ রা. এর জন্য ফরজ।

জবাব : এই বাক্যটি সমস্ত রাবিদের মধ্য হতে কেবল ইবনে জুরাইজ[১০৫৭] বর্ণনা করেন। এই অতিরিক্ত অংশটুকু সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. এর বক্তব্য রয়েছে- 'আমার আশংকা হয়[১০৫৮] এটি সংরক্ষিত না হওয়ার।' মেনে নিয়ে যদি এটিকে সহিহ স্বীকার করা হয়, তাহলেও এটি রাবির নিজস্ব ধারণা যা দলিল নয়।

২. অন্য একটি ব্যাখ্যা এই যে, যদি মেনে নিয়ে এটি প্রমাণিতও হয় যে, মু'আজ রা. নফলের নিয়তে ইমামতি করছিলেন, তবুও এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন প্রমাণিত নয়; বরং এর বিপরীত প্রমাণিত। তাই মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে- হজরত মু'আজ রা. এর কওমের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন যে, হজরত মু'আজ রা. বিলম্বে আসেন এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মু'আজ রা.কে বললেন,

[১০৫৯] يا معاذ بن جبل! لا تكن فتانا اما ان تصلى معى واما ان تخفف على قومك

'হে মু'আজ! তুমি ফিৎনা সৃষ্টিকারি হয়ো না। হয় আমার সঙ্গে নামাজ পড়বে, না হয় তোমার কওমকে সংক্ষেপে নামাজ পড়াবে।

৩. অনেকে তৃতীয় ব্যাখ্যা এই করেছেন, যদি মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন প্রমাণিতও হয়, তবুও হতে পারে এই হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে এবং এটা তখনকার ঘটনা যখন এক ফরজ নামাজ দুবার আদায় করা বৈধ ছিলো। আর হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিস[১০৬০]- لاتصلى صلاة مكتوبة فى يوم مرتين এ হুকুম মানসুখ করে দিয়েছে। এসব ব্যাখ্যার বিস্তারিত বিবরণ তাহাবিতে[১০৬১] দেখা যেতে পারে। এই ব্যাখ্যাগুলো সাধারণত হানাফিদের পক্ষ্য হতে করা হয়।

৪. তাহলে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাহ সাহেব রহ.[১০৬২]। তিনি বলেন, হজরত মু'আজ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাজ পড়ে নিজ কওমকে এশার নামাজই পড়াতেন না। বরং বাস্তব ঘটনা ছিলো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন আর নিজ কওমকে পড়াতেন এশার নামাজ। সুতরাং নফল আদায়কারির পেছনে ফরজ আদায়কারির ইকতিদার প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না। যার দলিল হলো, তিরমিযীর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে,

---

[১০৫৭] নিমবি রহ. বলেছেন, ইবনে জুরাইজ আমর ইবনে দিনার সূত্রে এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আত্ তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ১৩৩, باب صلاة المفترض خلف المتنفل -সংকলক।

[১০৫৮] উমদাতুল কারি ৫/২৩৭ باب اذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى -সংকলক।

[১০৫৯] মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/৭২,باب من ام الناس فليخفف -সংকলক।

[১০৬০] সুনানে দারাকুতনি : ১/৪১৬, باب لا يصلى المكتوبة فى يوم مرتين-সংকলক।

[১০৬১] ১/১৯৯, ২০০, باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا -সংকলক।

[১০৬২] দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১০২ -সংকলক।

ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب[১০৬৩] ثم يرجع الى قومه فيؤمهم

এই তারতিব উল্লেখের ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে দুটি প্রশ্ন বাকি হতে যায়। ১. যদি ব্যাপারটি তাই হয়ে থাকে, তাহলে হজরত মু'আজ রা. সম্পর্কে কওমের পক্ষ হতে দেরিতে আসার অভিযোগ কেনো করা হলো?

জবাব : হলো, অনেক বর্ণনা[১০৬৪] দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত মু'আজ রা. মাগরিবের নামাজ পড়ার পর তৎক্ষনাৎ সেখান হতে রওয়ানা হতেন না।

বরং কিছু সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অতিক্রম করার পর নিজ কওমের কাছে যেতেন। ফলে কওমের এশার নামাজে বিলম্ব।

আরেকটি প্রশ্ন হয় যে, এক বর্ণনায় মু'আজ রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে- ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم ذلك الصلاة[১০৬৫] 'তারপর তিনি তাঁর কওমের কাছে ফিরে যেতেন। তারপর সেই নামাজটিই তাদেরকে পড়াতেন।'

প্রশ্ন : এ থেকে বোঝা যায়, মু'আজ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করতেনতারপর আবার কওমকে পড়াতেন এই নামাজটিই।

জবাব : হজরত শাহ সাহেব রহ. এই দিয়েছেন[১০৬৬] যে, তাঁর সাধারণ রীতি তো ছিলো মাগরিব নামাজ পড়ে যাওয়া, তবে কোনো একদিন তিনি এশার নামাজ পড়ে গিয়েছিলেন। হাদিসে সেই এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর এই একদিন সম্পর্কে রয়েছে তিনটি সম্ভাবনা,

১. তিনি সেদিন কওমকে নামাজ পড়াননি এবং فيصلى بهم ذلك الصلاة এর অর্থ হবে, পরবর্তী দিন তিনি এই নামাজটির ইমামতি করেছেন।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা : সেদিন কওমকে নামাজ পড়িয়েছেন। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সঙ্গে নফলে শরিক হয়েছিলেন। আর কওমের সঙ্গে ফরজের নিয়তে শরিক হয়েছিলেন।

৩. তৃতীয় সম্ভাবনা : এর সম্পূর্ণ উল্টো করেছেন। অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সঙ্গে ফরজের নিয়তে শরিক হয়েছিলেন। আর কওমের সঙ্গে নফলের নিয়তে। অথবা উভয় স্থানে ফরজের নিয়তে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই দুটি সুরতে এটা হবে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। যার স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অনুমোদন প্রমাণিত না।

[১০৬৩] এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত কিছু বিবরণ আমরা পেছনের টীকায় এই অনুচ্ছেদেই দিয়েছি। -সংকলক।

[১০৬৪] আইনি রহ. সহিহ ইবনে খুজায়মা সূত্রে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর যে বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন, তাতে বর্ণিত আছে, তারপর মু'আজ রা. বললেন, অর্থাৎ, যুবক কিছু বলেছে। অবশ্যই আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবো। যখন তিনি তাকে বললেন, তখন যুবক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আপনার কাছে দীর্ঘক্ষণ দেরি করেন। তারপর ফিরে যান। আর আমাদের কেরাত দীর্ঘ করেন..........। উমদাতুল কারি : ৫/৩৩৬, باب اذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى সংকলক।

[১০৬৫] باب القراءة فى العشاء, ১/১৮৭,

[১০৬৬] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১০২।

তবে শাহ সাহেব রহ. জবাব সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেনোনা, সহিহ মুসলিমের[১০৬৭] ওপরযুক্ত বর্ণনার প্রথম শব্দগুলো,

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان معاذ بن جبل (رضـــ) كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [১০৬৮] الأخرة ثم يرجع الخ.

كان শব্দটি[১০৬৯] এতে দলিল করছে যে, এটা কোনো একদিনের ঘটনা নয়। বরং মু'আজ রা. এর সাধারণ রীতিই ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করে কওমের নিকট ফিরে যাওয়া।

এ সম্পর্কে যদিও বলা যায় যে, كان শব্দটি সব স্থানে স্থায়িত্বের অর্থ বোঝায় না। বিষেশত হাদিস সমূহে। যেমন, নববী রহ. শরহে মুসলিমের একাধিক স্থানে এ বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

শায়খুল হিন্দ কু. সি. মু'আজ রা. এর ঘটনার জবাব দিয়েছেন ভিন্ন আরেক পদ্ধতিতে। ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার[১০৭০] কারণ সহ উল্লেখ করেছেন।

ان حديث [১০৭১] إنما جعل اللامام ليؤتم به يدل على ان الإمام لايعد إماما إلا إذا أربط المقتدى صلوته بصلوته بحيث يمكنه الدخول فى صلاته بنية صلاوة الإمام، فتكون صلاو الإمام متضمنة لصلاة المقتدى ويكون المقتدى تابعا له فعلا ونية غير مختلف عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا [১০৭২] عليه فإنه يشمل اللإختلاف عليه فى الأفعال الباطنة كما يشتمل الاختلاف عليه فى الأفعال الظاهرة- قال الشعرانى الشافعى : ولا شك أن من يراعى الباطن والصلاة ظاهر معا اكمل ممن يراعى احد هما وظاهر ان المفترض لا يمكنه الدخول فى صلوة امامه المتنفل بنية لانه، فلا يتصور ارتباط صلاته بصلاته من إبتداء الإمر وايضا هو أى المفترض مع كونه قويا لايجعل تابعا للضعيف، فإقتداء المفترض بالمتنفل ينافى حقيقة الائتمام ونهى المقتدين على الإختلاف على إمامهم- ولا يخفى على المنصف

[১০৬৭] ১/১৮৭, باب القرائة فى العشاء -সংকলক।

[১০৬৮] এই বর্ণনায় العشاء الإخرة শব্দ দ্বারা তাদের ব্যাখ্যাও খণ্ডিত হয়ে যায়, যারা এশা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে এশা শব্দে এশা উলা (মাগরিবের নামাজ) ব্যাখ্যা করে হজরত মু'আজ রা. এর ঘটনাটিকে মাগরিবের নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করেন। والله اعلم -সংকলক।

[১০৬৯] তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ রহ.ও সুনানে আবু দাউদে (باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة১/৮৮) হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

[১০৭০] ফাতহুল মুলহিম : ২/৮৩, باب القراءة فى العشاء مسئلة المفترض خلف المتنفل -সংকলক।

[১০৭১] ১. ১/৭৪, باب كيف الاذان বহু কষ্টের পর সুনানে আবু দাউদে এ হাদিসটি পেয়েছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। -সংকলক।

[১০৭২] সহিহ বোখারি : ১/১৫০, ابواب تقصير الصلوة، باب صلاة القاعد-সংকলক

الممعن أن مسئلة الائتمام اى متعابعة المأموم للإمام إنما كملت على لسان الشارع شيئا فشيئا وكان الإمامة و القدوة فى الأو ائل اسما لنحو من الإ جتماع المكانى بين الإمام والمأمومين، ثم نيطت افعالهم بافعاله، ونهى عن اختلافهم عليه وجعلت صلاتهم واحدة حتى ان النبى صلى الله عليه وسلم قد وحد قراءة الإمام والماموم وهى من معظم اركان الصلاة وهذا التدريج فى تكميل الإئتمام قد دل على حديث ابن ابى ليلى عند ابى داود[১০৭৩] وحدثنا أصحابنا : وكان الرجل (اى المسبوق) اذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلوته وانهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء معاذ فاشاروا اليه، فقال معاذ : لا اراه على حال الا كنت عليها، قال : فقال (النبى صلى الله عليه وسلم) ان معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا وهذا صريح فى ان متابعة المأموم للامام على اكمل هياتها التى يقتضيها موضوع الائتمام لم تكن فى مبدأ الهجرة ثم شرعت بعد زمان، فينبغى ان يحمل كل ما جاء فى الأحاديث مما ينافى مقتضى هذا الائتمام ولم يعلم تاريخه كما زعموا فى حديث (معاذ فى) الباب على ما قبل اوامر الائتمام ونواهى الاختلاف على الامام حتى يرد دليل صريح على انه كان بعد أحكام امر الائتمام وتثبيتها-

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার[১০৭৪] বলেন, এমন দলিল[১০৭৫] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে পাওয়া যায়নি।

[১০৭৩] সহিহ বোখারি (১/১০০,كتاب الأذان، باب اقامة الصف من تمام الصلوة) হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তো কেবল তার অনুসরণের জন্য। কাজেই তার সামনে এখতিলাফ কর না। -সহিহ মুসলিম : ১/১৭৭, باب ائتمام المأموم بالإمام-সংকলক।

[১০৭৪] ১/৮৩, باب القراءة فى العشاء-সংকলক।

[১০৭৫] যার সারনির্যাস হলো, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা-انها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الخ (বোখারি : ১/১০০) -এর দাবি হলো, মুকতাদি এবং ইমামের জাহেরি ও বাতেনি কাজগুলোতে এতটা যোগসূত্র ও ঐক্য হওয়া উচিত যে, মুকতাদি ইমামের নিয়তের সঙ্গে ইমামের নামাজে শরিক হতে পারবে। তখনই ইমামের নামাজ মুকতাদির নামাজের দায়িত্বশীলও হবে এবং মুকতাদি ইমামের অধীনস্থও হবে, নিয়তের দিক দিয়েও আবার কার্যতও। আর لا تختلف عليه এর দাবির ওপরও আমল হতে পারবে। প্রকাশ থাকে যে, ফরজ আদায়কারি মুকতাদি নফল আদায়কারি ইমামের নামাজের নিয়তের সঙ্গে শরিক হতে পারবে না। এমতাবস্থায় মুকতাদির নামাজের যোগসূত্র ইমামের নামাজের সঙ্গে কিভাবে থাকতে পারে? তাছাড়া ফরজ আদায়কারিকে শক্তিশালী হিসেবে নফল আদায়কারি (যিনি জয়িফ) এর অধীনস্থ সাব্যস্ত করা যায় না। যা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে আসে যে, ফরজ আদায়কারির ইকতিদা নফল আদায়কারির পেছনে ই'তিমাম বা ইকতিদার হাকিকত বিপরীত।

প্রকাশ থাকে যে, মুকতাদিকে ইমামের পূর্ণাঙ্গ ইকতিদার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সেটি আস্তে আস্তে দেওয়া হয়েছে এবং এতে ধীরে ধীরে উন্নয়ন ঘটেছে। অন্যথায় প্রথমত ইমামতি ও ইকতিদার অর্থ শুধু এটুকু ছিলো যে, ইমাম আর মুকতাদি এক স্থানে একত্রিত হবে। তারপর পরবর্তী স্তরে মুকতাদির কাজগুলোকে ইমামের কাজ সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে মুকতাদি এবং ইমামের নামাজকে এক করে দেওয়া হয়েছে এবং মুকতাদিদেরকে নামাজের কার্যসমূহে ইমামের বিরোধিতা হতে বারণ করা হয়েছে। এমনকি কেরাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ নামাজের রোকনেও উভয়কে শরিক করে তাদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ ঐক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মুকতাদি কর্তৃক ইমামের অধীনস্থতা ও আনুগত্যকে পূর্ণাঙ্গ করার এই ধীর স্তরগুলোর ওপর সুনানে আবু দাউদে (১/৭৪) বর্ণিত ইবনে আবু লায়লার বর্ণনাটি দলিল। যেমন, আমরা উল্লেখ করেছি মূলপাঠে।

এ ব্যাপারে মুহাক্কিক উস্তাদ আল্লামা মাহমুদ কু. সি. সতর্ক করেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলকের পক্ষ্য হতে পরিবর্তন সহকারে পূর্ণ হলো।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ– ৫৮ : গরম অথবা ঠাণ্ডা অবস্থায় কাপড়ের ওপর সেজদার অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩০)

٥٨٤ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ".

৫৮৪। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন, আমরা যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দুপুরে নামাজ পড়তাম তখন গরম হতে আত্মরক্ষার জন্য। আমাদের কাপড়ের ওপর সেজদা করতাম

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি ওয়াকি' খালেদ ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

كنا اذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم بالظهائرسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

আবু হানিফা রহ. এর মতে প্রচণ্ড গরম অথবা প্রচণ্ড শীতের কারণে মুসল্লির সংশ্লিষ্ট কাপড় অর্থাৎ, এমন কাপড়ের ওপর সেজদা করা দুরুস্ত আছে, যেটি মুসল্লি পরিধান করেছে অথবা গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ. মুসল্লির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাপড়ের ওপর সেজদার অনুমতি দেননা। আলোচ্য অনুচ্ছেদের

হাদিসের সারনির্যাস হলো, শুরুর দিকে মাসবুক এসে জামাতে অংশগ্রহণকারি সঙ্গীদের কাছে ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। জেনে নেওয়ার পর প্রথমে নিজ রাকাতগুলো পূর্ণ করতো। এরপর ইমামের সঙ্গে শরিক হতো। তবে একবার হজরত মু'আজ রা. মাসবুক হলেন। তিনি তৎক্ষণাত এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজে অংশ গ্রহণ করলেন এবং তিনি নিজ অবশিষ্ট রাকাতগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর পূর্ণ করলেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মু'আজ তোমাদের জন্য একটি সুন্নত চালু করেছে। তোমরা এমনই করো।

এ হাদিসটি এর দলিল যে, ইসলামের প্রথম দিকে মুকতাদির জন্য ইমামের ইকতিদা সর্বাবস্থায় আবশ্যক ছিলো না। তারপর এটি ধীরে ধীরে আবশ্যক হয়ে গেছে। এমনকি ইমাম ও মুকতাদির নামাজে পূর্ণাঙ্গ ঐক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং এর দাবি হলো, যেসব হাদিসে পূর্ণাঙ্গ ইকতিদার দাবির বিপরীত বিষয়াবলি বর্ণিত আছে এবং এগুলোর তারিখও জানা নেই, এমন হাদিসগুলোকে ইকতিদার নির্দেশ এবং ইমামের সঙ্গে ইখতিলাফ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার পূর্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। অবশ্য যদি কোনো স্পষ্ট দলিল দলিল করে যে, হাদিসের সম্পর্ক ইকতিদার নির্দেশের পরবর্তী সময়ের, এমতাবস্থায় সে হাদিস মুতাবেক আমল করা যাবে। হজরত মু'আজ রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসেও এর কোনো স্পষ্ট বিবরণ নেই যে, এটি কোনো জামানার ঘটনা। সুতরাং এটিকেও ইকতিদার আহকামের পূর্বেকার সময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। والله اعلم -সংকলক।

হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের সমর্থন করছে। ইমাম মালেক রহ. ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আওজায়ি প্রমুখের মাজহাবও হানাফিদের মতো। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট কাপড়ের ওপরও বিনা মাকরূহ নামাজ ও সেজদার অনুমতি আছে। হজরত উমর ফারুক রা. এর বচন ও আমল দ্বারাও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের সমর্থন হয়।

১. জায়দ ইবনে ওহাব হজরত উমর রা. হতে বর্ণনা করেন,

اذا لم يستطع [১০৭৬] احد كم من الحرو البرد فليسجد على ثوبه-

'তোমাদের কেউ যখন প্রচণ্ড গরম অথবা ঠাণ্ডার কারণে সেজদা করতে সক্ষম না হয় তখন সে যেনো তার কাপড়ের ওপর সেজদা করে।'

২. তাছাড়া হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال كنا نصلى [১০৭৭] مع النبى صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه فى الأرض بسط ثوبه سجد عليه-

'আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়তাম। সুতরাং আমাদের কেউ যদি জমিনের ওপর কপাল রাখতে সক্ষম না হতো তাহলে তার কাপড় বিছাতো এবং তার ওপর সেজদা করতো।'

৩. এমনভাবে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,

ان النبى [১০৭৮] صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوت واحد يتقى بفضوله حر الارض وبردها-

'এক কাপড়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করতেন। তিনি তার অতিরিক্ত অংশ গরম অথবা শীতে জমিনের ওপর বিছিয়ে দিতেন।'

শাফেয়ি রহ. এই ধরনের বর্ণনাগুলোকে মুসল্লির শরীর হতে পৃথক কাপড়গুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তবে এই ব্যাখ্যাটি অকৃত্রিম নয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন উমদাতুল কারি[১০৭৯]। তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি এ কথারও দলিল যে, সামান্য আমল ناقض الصلاة নয়।

[১০৭৬] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৬৮, ২৬৯, فى الرجل يسجد على ثوه من الحر والبرد -সংকলক।

[১০৭৭] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৬৮, ২৬৯, فى الرجل يسجد على ثوه من الحر والبرد -সংকলক।

[১০৭৮] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৬৮, ২৬৯, فى الرجل يسجد على ثوه من الحر والبرد -সংকলক।

[১০৭৯] ৪/১১৭, ১১৮, كتاب الصلاة باب السجود على الثوب فى شدة الحر -সংকলক।

بَابُ ذِكْرِ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْجُلُوْسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ- ৫৯ : ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসা মুস্তাহাব (মতন পৃ. ১৩০)

٥٨٥ - عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

৫৮৫। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজর পড়তেন তখন তার নামাজের স্থানে বসে থাকতেন সূর্যোদয় পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٥٨٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ".

৫৮৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত অবস্থায় বসে থাকল, তারপর দু'রাকাত নামাজ পড়লো তার জন্য এক হজ ও এক উমরার মতো সওয়াব হবে। রাবি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে আবু জিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, 'ইনি মুকারিবুল হাদিস।' মুহাম্মদ বলেছেন, তাঁর নাম হিলাল।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ- ৬০ : নামাজে এদিকে ওদিকে তাকানো প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩০)

٥٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ".

৫৮৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে ডান দিকে বাম দিকে তাকাতেন। কিন্তু পিঠের পেছন দিকে গরদান ফিরাতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। ওয়াকি' ফজল ইবনে মুসার বিরোধিতা করেছেন তাঁর বর্ণনায়।

٥٨٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عِكْرَمَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৮৮। মাহমুদ ইবনে গায়লান ... ইকরামার জনৈক ছাত্র হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে তাকাতেন। তারপর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٥٨٩ عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ: "قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ".

৫৮৯। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করেছেন, প্রিয় বৎস! নামাজে এদিকে ওদিকে তাকানো হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেনোনা, নামাজে এদিকে ওদিকে তাকানো ধ্বংসের কারণ। অগত্যা যদি তা করতেই হয় তবে নফলে- ফরজে নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

٥٩٠ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ".

৫৯০। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজে এদিকে ওদিকে তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, এটা হলো, শয়তানের ছোঁ মারা। ব্যক্তির নামাজ হতে শয়তান ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

অনুচ্ছেদ–৬১ প্রসংগ : ইমামকে যে সেজদা অবস্থায় পায় সে কী করবে? (মতন পৃ. ১৩০)

৫৯১ – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ".

৫৯১। **অর্থ :** হজরত আলি ও মু'আজ ইবনে জাবাল রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে উপস্থিত হয়, ইমাম যে কোনো অবস্থাতে থাকুক সে যেনো ইমাম যা করে তাই করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি গরিব। এই সূত্রের বিবরণ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে মুসনাদরূপে কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ ইমামের সেজদা অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন যেনো সে সেজদা করে। তবে তার সে রাকাত যথেষ্ট হবে না যদি ইমামের সঙ্গে তার রুকু ছুটে যায়।

ইবনে মুবারক রহ. ইমামের সঙ্গে সেজদা পছন্দ করেছেন এবং অনেক আলেম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হতে পারে সেই সেজদা হতে তার মাথা উঠানোর আগেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

দরসে তিরমিযী

إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام" : সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, যে রুকু পায় সে রাকাত পায়। অবশ্য ইমাম বোখারি রহ. জুজউল কেরাতে[১০৮০] লিখেছেন, 'যে রুকু পায় সে কেরাত পায়,' এই মাজহাবটি শুধু তাঁদের, যাঁরা ইমামের পেছনে কেরাতের প্রবক্তা নন। আর যাঁরা ইমামের পেছনে কেরাতের প্রবক্তা, যেমন হজরত আবু হুরায়রা রা. তাদের মতে ইমামের সঙ্গে যে রুকু পান তিনি রাকাতের অধিকারি হন না, যদি না ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থাতে পান। তবে বোখারি রহ. এর বক্তব্য ইজমার বিপরীত। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও এ ব্যাপারে দোদুল্যমান[১০৮১]। আবু হুরায়রা রা. এর কয়েকটি বর্ণনা জমহুরের মাজহাবের অনুকূলে বর্ণিত আছে। মুয়াত্তা ইমাম মালেকে[১০৮২] তাঁর হতে বর্ণিত,

من ادرك الركعة (اى الركوع) فقد ادرك السجدة (اى الركعة)

তাছাড়া তাঁর হতে সহিহ ইবনে খুজায়মাতে[১০৮৩] বর্ণিত,

من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه

[১০৮০] ফাতহুল বারি : ২/৯৯, باب لا يسعى الى الصلاة-সংকলক।

[১০৮১] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, হাফেজ রহ. এ বিষয়ে তালখিসে দোটানায় দোদুল্যমান হতেছেন এবং বলেছেন, তাঁর সহিহ বোখারিতে তাঁরা যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এর বিপরীত হাদিস রয়েছে- মা'আরিফ : ৩/২৮০ সংকলক।

[১০৮২] পৃষ্ঠা : ৭৯؛ باب من ادرك ركعة من الصلاة। সংকলক।

[১০৮৩] আত্ তালখিসুল হাবির : ২/৪১, নং ৫৯৫, باب صلاة الجماعة-সংকলক।

তার হতে আবু দাউদে[১০৮৪] মারফু' আকারে বর্ণিত আছে,

اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا ولا تعدوها (اى تلك السجدة) شيئا ومن ادرك الر كعة (اى الركوع) فقد ادرك الصلاة (اى الركوع)

তারপর কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে সেজদা অবস্থায় পায় তবে তার জন্য সেজদা হতে অবসর হওয়ার অপেক্ষা না করা উচিত। সেজদায়ই শরিক হয়ে যাওয়া উচিত। তখন যদিও সে রাকাত প্রাপ্ত হবে না, তবুও এই অংশ গ্রহণ সওয়াব হতে খালি নয়। তাই ইমাম তিরমিযী রহ. লিখেন,

واختار عبد الله بن المبارك ان يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال : لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له.

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسَ الْإِمَامُ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ– ৬২ : নামাজ শুরুর প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩০)

٥٩٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ".

৬৯২। **অর্থ :** আবু কাতাদা রা. বলেছেন, যখন নামাজ কায়েম করা হয় তখন তোমরা আমাকে বের হতে দেখার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। আর আনাস রা. এর হাদিসটি অসংরক্ষিত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু কাতাদার হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ একদল আলেম দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ মনে করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, যখন ইমাম নিশ্চিত মসজিদে অবস্থান করেন, আর নামাজের ইকামত দেওয়া হয় তখন মুয়াজ্জিনের قد قامت الصلاة বলার সময় মুসল্লিরা দাঁড়াবে। এটা ইবনে মুবারক রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت". এই হাদিসটি এর দলিল যে, জামাতের সময় যদি ইমাম মসজিদ হতে বাইরে থাকেন, তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি মসজিদে প্রবেশ না করবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত মুকতাদিদের জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ। এর কারণ স্পষ্ট যে, দাঁড়ানো হয় নামাজ আদায়ের জন্য। অথচ ইমাম

[১০৮৪] ১/১২৯, باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع-সংকলক।

ব্যতীত নামাজ পড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইমাম ব্যতীত দাঁড়ানো উপকারি হবে না। তারপর যখন ইমাম মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন মুকতাদিদের জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে হানাফিদের মতে তাফসিল হলো, যদি ইমাম মেহরাবের কোনো দরজা দিয়ে অথবা প্রথম কাতারের সামনে দিয়ে আসেন তাহলে যখন মুকতাদি ইমামকে দেখবেন তখনই দাঁড়িয়ে যাবেন। আর যদি ইমাম পেছনের কাতারগুলোর দিক দিয়ে আসেন, তাহলে যে যে কাতার দিয়ে অতিক্রম করবেন সে সে কাতার দাঁড়াতে থাকবে[১০৮৫]।

ইমাম যদি প্রথম হতেই মসজিদে থাকেন, তখন মুকতাদিদের জন্য কখন দাঁড়ানো উচিত? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ.[১০৮৬] এবং একটি জামাতের মতে ইকামত খতম হওয়ার পর দাঁড়ানো মুস্তাহাব। ইমাম মালেক রহ. এবং অনেক আলেমের মাজহাব কাজি ইয়াজ রহ. এই বর্ণনা করেছেন[১০৮৭] যে, ইকামতের শুরুতেই লোকজনের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব। অবশ্য মুয়াত্তার[১০৮৮] ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো খাস সীমার ওপর দাঁড়ানোও ওয়াজিব নয়। বরং লোকজনকে তাদের সহজ সুবিধার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। কেনোনা, মোটা এবং জয়িফ ব্যক্তি দেরিতে উঠে, আর হালকা দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্রুত উঠে যায়। সাহাবায়ে কেরামের আমল কাজি ইয়াজ রহ. এর বর্ণনামতে ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবের অনুকূল যে, ইকামতের শুরুতেই দাঁড়ানো উত্তম। বরং হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. এর মাজহাব হলো, ইকামতের শুরুতেই সবার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া শুধু মুস্তাহাবই নয় বরং واجب।

তারপর আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতে حى على الفلاح এবং قد قامت الصلاة বললে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত[১০৮৯]।

আল-বাহরুর রায়েকে (১/২৩১) হানাফিদের মাজহাবের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গিয়ে حى على الفلاح বললে দাঁড়ানোর কি কারণ, তাও বর্ণনা করা হয়েছে,

و القيام حين قيل حى على الفلاح لأنه امر يستحب المسارعة اليه

অর্থাৎ, حى على الفلاح বললে দাঁড়ানো এই জন্য আফজল যে, حى على الفلاح শব্দটি দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ সূচক। তাই তাড়াতাড়ি দাঁড়ানো উচিত।

এ থেকে বোঝা যায়, যাঁরা حى على الفلاح বললে অথবা قد قامت الصلاة বললে দাঁড়ানো মুস্তাহাব বলেছেন, তাঁদের মতে মুস্তাহাবের অর্থ হলো, এই নির্দেশের পর বসে থাকা আদবের খেলাফ। এই অর্থ নয় যে, এর পূর্বে দাঁড়ানো আদবের খেলাফ। কেনোনা, প্রথমে দাঁড়ানোতে তো আরও দ্রুত কাজ করার আমল পাওয়া যায়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এ সংক্রান্ত ইমাম চতুষ্টয়ের মাজহাবের পূর্ণ মতপার্থক্য উত্তমতা ও অনুত্তমতার ওপর। এতে কোনো দিক নাজায়েজ বা মাকরূহ নয় এবং কারো অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে

[১০৮৫] বাদাইউস্ সানায়ি' : ১/২০০, ২০১ فصل فى سنن الصلاة-সংকলক।

[১০৮৬] নববী শরহে মুসলিম : ১/২২১, باب متى يقوم الناس للصلاة – সংকলক।

[১০৮৭] সূত্র ঐ -সংকলক।

[১০৮৮] পৃষ্ঠা : ৫৫, ৫৬ باب ما جاء فى النداء للصلاة -সংকলক।

[১০৮৯] নববী শরহে মুসলিম : ১/২২১, باب متى يقوم الناس للصلاة -সংকলক।

প্রতিবাদ- প্রত্যাখ্যান বা প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার নেই। এ কারণে, ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের মধ্যে কখনও এ ব্যাপারে কোনো ঝগড়ার কথা শোনা যায়নি।

মোটকথা হলো, ইমাম এবং মুকতাদি ইকামতের শুরুতে দাঁড়াক কিংবা পরে মুয়াজ্জিনের কোনো বিশেষ কালিমা বলার পর- এটি এমন একটি শাখাগত বিষয়, যেটির কোনো দিকে গুনাহ নেই। উভয় পদ্ধতি শরয়ি মতে ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে বৈধ। পার্থক্য ও মতপার্থক্য শুধু উত্তমের ক্ষেত্রে। তবে এটা উম্মতের কারো মাজহাব নয় যে, ইমাম ইকামতের সময় বাইরের হতে এসে মুসল্লার ওপর বসে যাবেন এবং এই বসাকে জরুরি মনে করবেন, দাঁড়ানো মুকতাদিদেরকে দাঁড়াতে বারণ করবেন, তাদেরকে এবং তাদের দাঁড়ানোকে খারাপ ও মাকরূহ মনে করবেন। স্বয়ং হানাফি ইমামগণ, ফুকাহা এবং মুফতিয়ানে কেরামের মধ্য হতে কেউ আগে দাঁড়ানো মাকরূহ বলেননি। আর এটা বলতেও পারেন কিভাবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবা ও তাবেয়িনের আমল দ্বারা ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানো প্রমাণিত হয়।

অবশ্য শুধু মুজমারাতের বর্ণনার শব্দগুলো সংশয়যুক্ত। আল্লামা তাহতাবি রহ. তার নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণনা করেছেন,

واذا اخذ المؤذن فى الإقامة ودخل رجل المسجد فانه يقعد ولا ينتظر قائما فانه مكروه

এর এক অর্থ আগে দাঁড়ানো মাকরূহ নেওয়া যায়। যেমন, আল্লামা তাহতাবি[১০৯০] রহ. এর এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বলেন,

ويفهم منه كراهة القيام ابتداء الاقامة والناس عنه غافلون

তবে প্রকাশ থাকে যে, যদি মুজমারাতের বর্ণনার এই অর্থই নেওয়া হয় তবে এটি সুন্নতে সাহাবা ও সুন্নতে সাহাবার বিপরীত মাজহাবের ইমামগণের সুস্পষ্ট বিবরণের বিপরীত এবং মূলপাঠ ও হানাফি ব্যাখ্যাগুলো হতে ব্যতিক্রম। আল্লামা তাহতাবি রহ. এর মাহাত্ম্য এবং এলমি বড়ত্ব নিজ স্থানে যথার্থ। তবে মুজমারাতের বর্ণনার এই অর্থ সাব্যস্ত করা হয় বর্ণনা বাতিল হওয়ার কারণ।

সুতরাং এই বর্ণনার স্পষ্ট অর্থ এটাই হতে পারে যে, এটা তখনকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যখন ইমামের আসার পূর্বে ইকামত শুরু করে দেওয়া হয়। যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রয়েছে। আর لا ينتظر এ অর্থের সমর্থন করছে। কেনোনা, এতে ইনতিজার দ্বারা উদ্দেশ্য ইমামের অপেক্ষা। তখন এই বর্ণনাটি হানাফিদের সাধারণ বর্ণনার অনুকূলও হয়ে যায়। আবার সুন্নতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুন্নতে সাহাবারও বিপরীত থাকে না।

তারপর গভীরভাবে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সাহাবা, তাবেয়িন ও ইমাম চতুষ্টয়ের সর্বসম্মতিক্রমে কাতার সোজা ও বরাবর করা ওয়াজিব। যেটি নামাজ শুরু হওয়ার পূর্বে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত। আর এটা তখনই হতে পারে যখন সাধারণ লোক ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমল এরই অনুকূল। যেমন নিম্নেযুক্ত বর্ণনাগুলো এর দলিল,

١. عن لبى هريرة [১০৯১] ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبى صلى الله عليه وسلم مقامه-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতির জন্য নামাজ দাঁড় করানো হতো। আর লোকজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ানোর পূর্বে কাতারে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করতেন।

২. عن [১০৯২] ابی هريرة (رضـــ) يقول اقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

এই দুটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অভ্যাস ছিলো, যখন মুয়াজ্জিন তাকবির শুরু করতেন তখন সব লোক দাঁড়িয়ে নিজ নিজ কাতার ঠিক করে নিতেন।

৩. হজরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস[১০৯৩]-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت–

'নামাজ কায়েমের যখন সময় হয়, তোমরা তখন তোমাদের দিকে আমাকে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ো না।' এই হাদিসের শব্দরাজি দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইমামের বাইরে আসার পর দাঁড়ানোতে কোনো দোষ নেই। যা দ্বারা ইকামতের শুরুতেও দাঁড়ানোর কমপক্ষে বৈধতা বোঝা যায়।

৪. عن [১০৯৪] ابی جريج قال : أخبرني ابن شهاب ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن 'الله اكبر الله اكبر' يقيم الصلاة، يقوم الناس الى الصلوة فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدل الصفوف–

এই হাদিস থেকেও বোঝা যায় যে, মুয়াজ্জিনের ইকামত শুরু করার সময়ই সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিতেন।

৫. نعمان بن بشير [১০৯৫] قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى يعنى صفوفنا اذا قمنا للصلوة، فاذا استوينا كبر–

'হজরত নু'মান ইবনে বশির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতাম। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতাম তখন তাকবির বলতেন।'

৬. روى [১০৯৬] عن عمر (رضـــ) انه كان يوكل رجلا باقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر ان الصفوف قد استوت–

'ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে কাতার সোজা করার জন্য দায়িত্বশীল বানাতেন। ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকবির দিতেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তিনি সংবাদ না দিতেন যে, কাতারগুলো সোজা হয়ে গেছে।'

[১০৯২] সূত্র ঐ -সংকলক।

[১০৯৩] এই বর্ণনাটি বোখারি মুসলিমেও خرجت অতিরিক্ত শব্দ সহকারে এসেছে। দেখুন, সহিহ বোখারি : ১/৮৮, باب متى يقوم الناس اذا رأوا الإمام عند الاقامة كتاب الأذان সহিহ মুসলিম : ১/২২০ باب متى يقوم الناس للصلاة -সংকলক।

[১০৯৪] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১/৫০৭, ابواب الأذان، باب قيام الناس عند الإقامة নং ১৯৪২, -সংকলক।

[১০৯৫] সুনানে আবু দাউদ : ১/৯৭, باب تسوية الصفوف-সংকলক।

[১০৯৬] সুনানে তিরমিযী : ১/৫৩, باب ما جاء فى اقامة الصفوف -সংকলক।

হজরত আলি ও উসমান রা. হতেও বর্ণিত আছে যে, তাঁরা দুজন এর খবর নিতেন এবং বলতেন, 'তোমরা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আলি রা. বলতেন, 'হে অমুক! সামনে যাও। হে অমুক! পেছনে যাও।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ দুটি হাদিস দ্বারা এবং খুলাফায়ে রাশিদিন হতে উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান গনি রা. এবং হজরত আলি রা. এর এই আমল এবং অভ্যাস জানা গেলো যে, তাঁরা কাতার সোজা হওয়ার তত্ত্বাবধান নিজেরাও করতেন এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত এই সংবাদ না জানতেন যে, সমস্ত কাতার ঠিক হয়ে গেছে ততোক্ষণ পর্যন্ত নামাজের তাকবির শুরু করতেন না। প্রকাশ থাকে যে, এটা তখনই হতো যখন লোকজন ইকামতের শুরু হতেই দাঁড়িয়ে যান। যেমন ওপরে বর্ণিত মারফু' হাদিসগুলো দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ আমল এটাই জানা গেলো। অন্যথায় যদি حى على الصلاة অথবা حى على الفلاح কিংবা قد قامت الصلوة বলার পর লোকজন দাঁড়ায় এবং তারপর কাতার সোজা করা হয় তাহলে তো ইকামত শেষ হয়ে যাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পর নামাজ শুরু হওয়া সম্ভব নয়। ওলামায়ে কেরামের সর্ব সম্মতিক্রমে এটা নিন্দনীয়[১০৯৭]। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক সময় قد قامت الصلاة বলার পর দাঁড়ানোও প্রমাণিত আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. হতে বর্ণিত আছে[১০৯৮]

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال 'قد قامت الصلاة' نهض فكبر.

সারকথা, অন্য পদ্ধতিরও অনুমতি আছে।

মোটকথা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল, অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির তা'আমুল এর দলিল যে, তাদের মা'মুল ও রীতি এটাই ছিলো যে, ইমাম যখন মসজিদে আসেন তখন ইকামতের শুরুতেই সব লোক দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিতেন। আর যে অবস্থায় প্রথম হতেই মিহরাবের কাছে বসে থাকেন তখনও حى على الفلاح বলার পর দাঁড়ানোকে মুস্তাহাব বলাও এই অর্থে যে, এর পর বসে থাকা আদবের খেলাফ। কেনোনা, এটা ইবাদতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বিপরীত। সুতরাং যে পদ্ধতি অনেক মসজিদে অবলম্বন করা হয় যে, ইকামতের সময় ইমাম বাহির হতে অথবা মসজিদের অনেক হতে চলে আসেন এবং এসে মুসল্লার ওপর বসে যান, আর এই বসাটাকে এ পর্যায়ের প্রয়োজন মনে করেন, যার ফলে যারা প্রথম হতে দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকেও বসে যাওয়ার তাকিদ করেন, আর যারা না বসেন তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন- এটা উম্মতের কোনো ইমাম ও ফকিহের মাজহাব নয়। বরং নিরেট بدعة।

[১০৯৭] বরং হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে 'যখন মুয়াজ্জিন বলবে قد قامت الصلاة তখন ইমাম তাকবির বলবে। এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ.। পক্ষান্তরে সাধারণ ওলামায়ে কেরাম এ মতের ওপরে আছেন যে, মুয়াজ্জিন ইকামত হতে অবসর হওয়ার পূর্বে ইমাম তাকবির বলবেন না। এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ি রহ.। এমনই ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১২৪। মোটকথা, যদি ইমাম قد قامت الصلاة বলে তাকবির না বলেন তখনও ইকামত শেষ হওয়ার তৎক্ষনাত পর বলবেন। যা দ্বারা বোঝা যায়, কাতার সোজা করার ব্যাবস্থা হুবহু ইকামতের সময় হতো। -সংকলক।

[১০৯৮] মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/৫, باب ما يفعل اذا اقيمت الصلاة। তবে এই বর্ণনাটি জয়িফ। এজন্য আল্লামা হায়ছামি রহ. বলেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনে ফররুখ সূত্রে। তিনি খুবই জয়িফ। -সংকলক।

هذا ملخص مافى رفع الملامة [১০৯৯] عن القيام من اول الإقامة للشيخ الفقية المفتى مولانا محمد شفيع الديوبندى قدس الله روحه ونور ضريحه بزيادات وتغير من المرتب عافاه الله ورعاه.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْلَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ– ৬৩ : দোয়ার আগে আল্লাহর ছানা ও নবীজির সা. প্রতি দরূদ পাঠ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩০)

٥٩٣ – عَنْ عَبْدِ اللهِ رضـ قَالَ: "كُنْتُ أُصَلِّيْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ".

৫৯৩। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আবু বকর, উমর রা. এর উপস্থিতিতে আমি নামাজ আদায় করতাম। যখন বসতাম তখন প্রথমে আল্লাহর ছানা তারপর নবীজির প্রতি দরূদ পড়তাম। তারপর নিজের জন্য দোয়া করতাম। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবেদন করো তোমার আবেদন মতো তা দেওয়া হবে। দরখাস্ত করো তা তোমাকে প্রদান করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ফাযালা ইবনে উবাইদ হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল ইয়াহইয়া ইবনে আদম হতে।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ تَطْيِيْبِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ– ৬৪ : মসজিদ সুগন্ধিময় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩০)

٥٩٤ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ".

৫৯৪। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মহল্লায় মসজিদ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হুকুম করেছেন এগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা ও এগুলোতে সুগন্ধি দেওয়ার।

[১০৯৯] অর্থাৎ, ইকামতের সময় মুকতাদি কখন দাঁড়াবে? এই পুস্তিকাটি জাওয়াহিরুল ফিকহ (১/৩০৯-৩২৪) এর অংশ হিসেবে ছাপা হয়েছে এবং এর পূর্বে আল বালাগ, সফর ১৩৯৩ হিজরিতেও ছাপা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٥٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৯৫। **অর্থ :** 'হান্নাদ ... উরওয়া রহ. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন ...। অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি প্রথম হাদিসের চেয়েও আসাহ।

٥٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৯৬। **অর্থ :** 'ইবনে আবু উমর ... উরওয়া হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন ...। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

সুফিয়ান বলেছেন, قوله ببناء المساجد فى الدور এর উদ্দেশ্য হলো, গোত্রে গোত্রে মসজিদ তৈরি করা।

দরসে তিরমিযী

امر النبى صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور[১১০০] وان تنظف وتطيب

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা নিজ নিজ মহল্লাগুলোতে মসজিদ বানানোর প্রতি উৎসাহ বোঝা যাচ্ছে। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন[১১০১] এবং তাঁর যুগে সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা তাদের মহল্লাগুলোতে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন[১১০২]।

সারকথা, যেখানে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত রয়েছে, সেখানে এক মহল্লায় দুই মসজিদ এমনভাবে তৈরী করা যাতে অন্য মসজিদের ক্ষতি হয়, এটা বৈধ নয়। তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা যেখানে মসজিদ

[১১০০] الدور এটি دار শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ, মহল্লা। যেমন, বনু কুজাআ মহল্লা, বনু আব্দিদ্ দার মহল্লা। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১২৫।

[১১০১] মসজিদ নির্মাণের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসগুলোর জন্য দেখুন মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/৭-১০ باب بناء المساجد- সংকলক।

[১১০২] এজন্য আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর সাদুসি রহ.কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট পাত্রে নিজের ব্যবহৃত পানি দান করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, যদি তুমি তোমার শহরে যাও তাহলে সে জমিতে এ পানি ছিটিয়ে দাও এবং এটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করো। এজন্য তিনি এমনই করেছেন। তাছাড়া জায়দ ইবনে ঈসা খুজায়ি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তুমি মসজিদে সানআ তৈরি কর তবে এটিকে পাহাড়ের ডান পার্শ্বে রেখো। যাকে বলা হতো যাইন। এই দুটি বর্ণনা হায়ছামি রহ. ক্রমানুসারে মু'জামে তাবারানি কাবির এবং মু'জামে তাবারানি আওসাত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, আয্ জাওয়ায়িদ : ২/১২, باب اين يتخذ المساجد

তাছাড়া উরওয়া ইবনে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মহল্লায় মসজিদ তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর কাজ ভালো করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন এটিকে পবিত্র রাখতে। মাহমুদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ। -মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/১১, باب اين يتخذ المساجد -সংকলক।

নির্মাণের ফজিলত বোঝা যায় সেখানে মসজিদের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এবং তাতে সুগন্ধি দেওয়ার গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায়। পবিত্রতা রক্ষা করার অর্থ হলো, মসজিদকে নাপাক জিনিস হতে পাক রাখা। তাই মসজিদে এক বেদুইনের পেশাবের ঘটনায়[১১০৩] প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদকে পবিত্র করার প্রতি গুরুত্বারোপ সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর এরশাদ রয়েছে- جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم[১১০৪] 'তোমরা তোমাদের মসজিদগুলো হতে বাচ্চাদের ও পাগলদের দূরে রাখো।' আর হাদিসের শেষে এরশাদ রয়েছে- واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها فى الجمعة 'আর মসজিদের দরজায় লোটা রাখো এবং শুক্রবার ধোনি (সুগন্ধি) দাও।

এটাই মৃতকে মসজিদে প্রবিষ্ট করানো মাকরূহ হওয়ার কারণও।

পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্য হলো, ময়লা, দুর্গন্ধ জাতীয় দ্রব্য এবং স্বাভাবিক স্বভাব বিরোধী জিনিসগুলো হতে পবিত্র রাখা। যেমন, থুথু, কফ, নাকের শ্লেষ্মা এবং ময়লা ইত্যাদি। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন।

সহিহ বোখারিতে হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে,[১১০৫]

ان النبى صلى الله عليه وسلم راى نخامة (اى البلغم) فى القبلة فشق ذلك عليه حتى رئى فى وجهه فقام فحكه بيده الخ.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কেবলার দিকে কফ দেখলেন। ফলে এটা তার কাছে ভারি মনে হলো। এ বিষয়টি তার চেহারায় প্রস্ফুটিত হলো। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে হাতে ঘষে সেটি তুলে ফেললেন।' বোখারিরই অন্য এক বর্ণনায়[১১০৬] আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى جدار المسجد فتناول حصاة فحتها الخ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। তারপর পাথর নিয়ে সেটি ঘষে তুলে ফেললেন।'

তাছাড়া হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে,

ان امرأة [১১০৭] كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت ولم يؤذن النبى صلى الله عليه وسلم يدفنها، فقال النبى صلى الله عيه وسلم اذا مات لكم ميت فاذنونى وصلى عليه، وقال إنى رأيتها فى الجنة تلقط القذى من المسجد

[১১০৩] সুনানে তিরমিযী : ৪০, ৪১ باب ماجاء فى البول يصيب الأرض। দ্র. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১০, ১১ باب ما يكره فى المساجد।

[১১০৪] সুনানে ইবনে মাজাহ (৫/8) باب ما يكره فى المساجد-সংকলক।

[১১০৫] ১/৫৮, كتاب الصلوة، باب حك البزاق باليد من المسجد-সংকলক।

[১১০৬] ১/৫৮, ৫৯, باب حك المخاط بالحصى من المسجد-সংকলক।

[১১০৭] তাবারানি এটি কবিরে বর্ণনা করেছেন। দেখুন জাওয়ায়িদ : ২/১০, باب تنظيف المساجد -হায়ছামি। -সংকলক।

'মসজিদ হতে এক মহিলা ময়লা পরিষ্কার করতেন। তারপর তার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে তার দাফনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হয়নি। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের কোনো মরণশীল ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে আমাকে সংবাদ দিয়ো এবং তিনি সে মহিলার জানাজা নামাজ পড়লেন। আর বললেন, তাকে আমি জান্নাতে মসজিদ হতে ময়লা পরিষ্কার করতে দেখেছি। এর দ্বারাও মসজিদের পরিচ্ছন্নতার ফজিলত বোঝা যায়।

تطييب এর উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে সুগন্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, দুর্গন্ধ দূর করা। এ কারণে পেছনে এক হাদিসের আওতায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ এসেছে جمروها (اى المساجد) فى الجمع [১১০৮]অর্থাৎ, প্রতি জুমআতে মসজিদগুলোতে ধোনি দাও। তাছাড়া ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে,

ان عمر رضى الله عنه كان يجمر المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة[১১০৯]

হজরত উমর রা. মসজিদে নববীতে প্রতি শুক্রবারে ধোনি দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ– ৬৫ প্রসংগ : রাত এবং দিনের নামাজ দুই দুই রাকাত করে (মতন পৃ. ১৩১)

৫৯৭ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى".

৫৯৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, রাত এবং দিনের নামাজ দুই দুই রাকাত করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটির ব্যাপারে শু'বার ছাত্রগণ মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে এটিকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকে মওকুফ আকারে। আবদুল্লাহ আল উমারি-নাফে' -ইবনে উমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সহিহ হলো, ইবনে উমর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিস। তিনি এরশাদ করেছেন, 'রাতের নামাজ দু'দু'রাকাত'। সেকাহ রাবিগণ আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা তাতে দিনের নামাজের কথা উল্লেখ করেননি।

উবায়দুল্লাহ-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাত্রে দু'রাকাত আর দিনে চার রাকাত করে নামাজ পড়তেন।

ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য হয়েছে। কারো মত হলো, রাত দিনের নামাজ দু'দু'রাকাত। এটা ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, রাতের নামাজ দু'দু'রাকাত। দিনের নফল নামাজ চার রাকাত। যেমন জোহরের পূর্বেকার ইত্যাদি নফল নামাজ। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটি।

[১১০৮] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬/৫৪, باب ما يكره من المساجد-সংকলক।

[১১০৯] এটি আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১১, باب اجمار المساجد-সংকলক। (সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা।)

بَابُ كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ– ৬৬ প্রসংগ : নবীজির (সা.) দিনের নফল ছিলো কিরূপ? (মতন পৃ. ১৩১)

৫৯৮ – عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: "سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُوْنَ ذٰلِكَ فَقُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ ذٰلِكَ مِنَّا. فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ".

৫৯৮। **অর্থ :** হজরত আসেম ইবনে জামরা রা. বলেন, আমরা আলি রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে কে তা করার সামর্থ্য রাখে? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত নামাজ পড়তেন যখন আসরের সময় সূর্য যে অবস্থায় আসে সে অবস্থায় সূর্য আসে। আর যখন সূর্য এদিকে জোহরের সময় যে অবস্থায় থাকে ওদিকে এ অবস্থায় থাকে, তখন চার রাকাত (চাশতের নামাজ) আদায় করতেন অর্থাৎ, দিনের শেষভাগে যখন আসরের নামাজ হয়, দিনের শুরু ভাগে সে সময় এশরাক পড়তেন। আর দিনের শেষভাগে যখন জোহরের নামাজ হয় এমন দিনের প্রথমভাগে সে সময় চাশতের নামাজ পড়তেন এবং জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত পড়তেন। আর আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। প্রতি দু'রাকাতের মাঝে ব্যবধান করতেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং সালাম প্রেরণ করে তাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানদের প্রতি।

৫৯৯ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৫৯৯। **অর্থ :** 'মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না... আলি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, দিনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল সংক্রান্ত বর্ণিত সর্বোত্তম হাদিস এটি। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হতে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করতেন। আমাদের মতে তিনি এটিকে শুধু জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন, আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন, যে অনুরূপ হাদিস আসেম ইবনে জামরা সূত্রে আলি রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়নি। আর আসেম ইবনে যামরা অনেক মুহাদ্দিসের মতে সেকাহ। আলি ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান বলেছেন, সুফিয়ান বলেছেন, আমরা হারিসের হাদিসের ওপর আসেম ইবনে যামরার হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব জানতাম।

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِيْ لُحُفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ– ৬৭ : মহিলাদের চাদরে নামাজ পড়া মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩১)

٦٠٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِ نِسَائِهِ".

৬০০। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অর্ধাঙ্গিনীদের চাদরে নামাজ পড়তেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অবকাশও বর্ণিত হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه".

لحف শব্দটি لحاف এর বহুবচন। অর্থাৎ, সেসব চাদর অথবা কাপড় যেগুলো ঠাণ্ডা হতে আত্মরক্ষার জন্য পোশাকের ওপর ব্যবহার করা হয়। তবে এখানে لحف النساء দ্বারা মহিলাদের সাধারণ কাপড় উদ্দেশ্য। মহিলাদের কাপড়ে নামাজ হতে বাঁচার উদ্দেশ্য শুধু সতর্কতা অবলম্বন। কেনোনা, মহিলারা পবিত্রতা অপবিত্রতার ব্যাপারে সাধারণত সতর্ক থাকে না[১১১০]। আর শরিয়ত সতর্কতামূলক অধিকাংশ সময় বেশিরভাগ সম্ভাবনাগুলোই ধর্তব্যে রাখে।

যতোক্ষণ পর্যন্ত সেসব কাপড় নাপাক হওয়ার একিন না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পরে নামাজ পড়া বৈধ আছে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ ধরনেরও দলিল আছে। মুসলিম শরিফে[১১১১] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে,

كان النبى صلى الله عيه وسلم يصلى من اللليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلى مرط وعليه بعضه.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তাঁর পাশে থাকা অবস্থায় রাত্রে নামাজ আদায় করতেন তখন আমি ঋতুবতী। আমার ওপর একটি চাদর ছিলো। এই চাদরের কিছু অংশ ছিলো তাঁর গায়ের ওপর।'

[১১১০] তাছাড়া তার কাপড়ে মন তার দিকে ধাবিত হয়ে যায়। কারণ, তার কাপড়ের মধ্যে মহিলার ঘ্রাণ থাকার কারণে তার দিকে কল্পনা যায়। তা সত্ত্বেও মহিলাদের কাপড় পরে নামাজ পড়া বৈধ। যতোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত নাপাক না থাকে। আর এ হুকুমও তখন যখন ফিৎনার আশংকা না থাকে। যদি ফিৎনার আশংকা থাকে তবে এটি করা বৈধ নয়। যদিও পড়ে ফেললে নামাজ বৈধ হয়ে যাবে। -আল কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৭। -সংকলক।

[১১১১] ১/১৯৮ كتاب الصلاة باب المصلى، الندب الى الصلاة الى سترة، والنهى عن المرور الخ. -সংকলক।

আয়েশা রা. হতেই সুনানে আবু দাউদে[১১১২] বর্ণিত আছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب بعضه على.

তথা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি কাপড়ে নামাজ পড়েছেন, যার কিছু অংশ ছিলো আমার গায়ে।

এ দুটি হাদিস দ্বারা বৈধতা বোঝা যায়। তবে মহিলাদের কাপড়ে নামাজ না পড়া সর্বাবস্থায় আফজল। আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি তা প্রমাণ করছে।

بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِيْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

অনুচ্ছেদ– ৬৮ প্রসংগ : নফল নামাজে হাঁটা চলা বৈধ (মতন পৃ. ১৩১)

٦٠١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّيْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشٰى حَتّٰى فُتِحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مَكَانِه، وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ".

৬০১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নামাজ পড়ছিলেন, দরজা ছিলো বন্ধ, এমতাবস্থায় আমি উপস্থিত হলাম। তখন তিনি পায়ে হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। তারপর স্বস্থানে ফিরে গেলেন। আর তিনি (আয়েশা) দরজার বিবরণ দিলেন কেবলার দিকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

عن عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلقٌ، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه

এ ব্যাপারে একমত যে, একাধারে যদি অনেকটুকু পায়ে চলা হয় তবে সেটা নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ। আর একেক কদম একাধারে না হয়ে যদি পায়ে চলে তবে সেটি নামাজ ফাসেদকারি নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ হতে বের না হবে। আর যদি খোলা জায়গা হয় তাহলে কাতারগুলো হতে বাইরে না এসে যায়[১১১৩] এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, আমলে কাছির নামাজ ফাসেদকারি। আমলে কালিল বা সামান্য কাজ নামাজ ফাসেদকারি নয়। তারপর কালিল এবং কাছির নির্ণয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। এমনকি এ সম্পর্কে স্বয়ং হানাফিদের মাঝেও মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, স্বয়ং মুসল্লির রায় ধর্তব্য[১১১৪]। সে যে আমলটিকে

[১১১২] ১/৯২ باب الرجل يصلى فى ثوب بعضه على غيره-সংকলক।

[১১১৩] এসব হুকুম হলো, যখন নামাজের মধ্যে কেবলারুখ হয়েই পায়ে চলবে। যদি কেবলাকে পিঠ দেওয়া হয় তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। -মুনইয়াতুল মুসল্লি : ১২০, فصل فيما يفسد الصلوة -সংকলক কর্তৃক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে।

[১১১৪] ফাতহুল কাদির : ১/২৮৬, باب ما يفسل الصلاة وما يكره فيها-সংকলক।

কাছির মনে করবে সেটিই বেশি। আর যেটিকে কালিল মনে করবে সেটিই কম। অনেকে বলেছেন, দর্শকের মত হিসেবে[১১১৫]।

সারকথা, দু'পায়ে চলাকে দর্শক অথবা স্বয়ং মুসল্লি প্রচুর পায়ে চলা মনে করে। সেটিও নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ বাস্তবে আমলে কাছির হওয়ার কারণে।

তারপর অনেকে প্রচুর চলার সীমা নির্ণয় করেছেন, এক কাতারের অধিক একবার চলা দ্বারা[১১১৬]।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা নামাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পায়ে হাঁটা প্রমাণিত হয়। যেহেতু আমলে কাছির সর্বসম্মত কারণে নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ, সেহেতু সব ফকিহকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পায়ে চলা একাধারে ছিলো না। যার সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, আয়েশা রা. এর হুজরাও ছিলো ছোট[১১১৭]। এতে একাধারে চলাও বাহ্যত সম্ভবই ছিলো না। তাই স্পষ্ট এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দেড় কদম হেঁটে হয়ত দরজা খুলে দিয়ে থাকবেন[১১১৮] এবং পরে স্বস্থানে এসে থাকবেন। আর এতোটুকু চলা নামাজ বিপরীত নয়।

وصفت الباب فى القبلة[১১১৯] : এই বাক্যের উদ্দেশ্য হলো যে, দরজা ছিলো কেবলার দিকে।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লামা সামহুদি রহ. 'ওয়াফাউল ওয়াফা'তে[১১২০] স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হজরত আয়েশা রা. এর হুজরা ছিলো মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে। যার দরজা পশ্চিম দিকে

[১১১৫] মা'আরিফ : ৫/১৩৬, আর অনেকে বলেছেন, যদি এমন অবস্থায় থাকে যে, দূর হতে কোনো মানুষ দেখলে দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে সে নামাজে নেই, তবে এটা আমলে কাছির। আর যদি সন্দেহ করে যে, সে নামাজের মধ্যে, অথবা সন্দেহ না করে যে সে নামাজের মধ্যে, তবে সেটা আমলে কালিল। এটি অধিকাংশের পছন্দনীয় মত। -ফাতহুল কাদির : ১/২৮৬, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها-সংকলক।

[১১১৬] মুনইয়াতুল মুসল্লি : ১২০, فصل فيما يفسد الصلاة আর কোনো কোনো মাশায়িখ বলেছেন, এক ব্যক্তি দ্বিতীয় কাতারে প্রশস্ত জায়গা দেখল, ফলে সে প্রশস্ত জায়গার দিকে হেঁটে গেলো তবে তার নামাজ ফাসেদ হবে না। যদি তৃতীয় কাতারের দিকে হেঁটে যায় তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। -সংকলক।

[১১১৭] যেহেতু পবিত্র হুজরা শরিফের দৈর্ঘ প্রস্থ খুবই কম ছিলো, সেহেতু যখন ফারুকে আজম রা. এর রওজা মুবারক তৈরি করা হলো, তখন পায়ের জন্য জায়গা তৈরি করা হয়েছিলো দেওয়াল খোদাই করে। -তারিখুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারা -মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ : ২৫৫। -সংকলক।

[১১১৮] সম্ভবত এ কারণেই ইমাম নাসায়ি রহ. এই বর্ণনাটি باب المشئ أمام القبلة خطا يسيرة শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এ নামাজটি ছিলো নফল। এজন্য নাসায়ির বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে- يصلى تطوعا দেখুন ১/১৭৮, كتاب السهو، باب المشئ الخ -সংকলক।

[১১১৯] আর নাসায়ির বর্ণনায় : ১/১৭৮, والباب على القبلة শব্দ বর্ণিত আছে। সুনানে আবু দাউদের (১/১৩৩ باب العمل فى الصلاة) বর্ণনা দ্বারাও এটাই বোঝা যায়। -সংকলক।

[১১২০] যেমন শায়খ সাহারানপুরি রহ. বর্ণনা করেছেন, 'আর ওয়াফাউল ওয়াফাতে বলেছেন, আমি আয়েশা রা. এর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, এটি পশ্চিমমুখী।' এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, দরজাটি পশ্চিমমুখী ছিলো। আর نزهة الناظرين فى مسجد سيد الاولين والآخرين নামক গ্রন্থে হজরত আয়েশা রা. এর হুজরা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর ঘরের দরজা ছিলো পশ্চিম দিক দিয়ে। বযলুল মাজহুদ : ২/৯৪, باب العمل فى الصلاة -সংকলকের পক্ষ হতে ইষৎ পরিবর্তন সহকারে।

মসজিদের দিকে খুলতো[১১২১]। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মদিনা তায়্যিবায় কেবলা ছিলো দক্ষিণ দিকে। এমতাবস্থায় দরজা হুজরার কেবলার দিকে কিভাবে হতে পারে?

জবাব : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবল ধারণা মুতাবেক হয়ত হুজরার জবাবাংশে নামাজ পড়ছিলেন। আর রুমে তাঁর সামনে ডান দিকে পশ্চিম দিক ছিলো। তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হজরত আয়েশা রা. এর আসার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলা হতে চেহারা ফিরানো ব্যতীত সামান্য একটু দক্ষিণ দিকে গিয়ে ডান হাতে দরজা খুলে দিয়েছেন। বর্ণনাগুলোতে[১১২২] ووصفت والباب على القبلة[১১২৩] অথবা الباب فى القبلة এর মতো শব্দগুলোর উদ্দেশ্যও এটাই যে, হুজরার দরজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে লক্ষ্য করলে কেবলার দিকে ছিলো। (যদিও বাস্তবে সেটি রুমের পশ্চিম দিকে ছিলো।) আর এটি খোলার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় রুখ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়নি। দরজা খোলার পর তিনি কেবলার দিকে চেহারা রেখে উল্টো পায়ে স্বস্থানে তাশরিফ নিয়ে এসেছেন। এ হলো শায়খ গাঙ্গুহি রহ. এর কাওকাবুদ্ দুররি হতে চয়নকৃত কিছু ফায়দা[১১২৪]।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ– ৬৯ : এক রাকাতে দুই সূরা পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩১)

٦٠٢ – عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: "سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ عَنْ هٰذَا الْحَرْفِ {غَيْرِ آسِنٍ} أَوْ {يَاسِنٍ} قَالَ: كُلَّ الْقُرْآنِ قَرَأْتَ غَيْرَ هٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَأُوْنَهُ يَنْثُرُوْنَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لَا يُجَاوِزُ

[১১২১] তবে সামহুদি রহ. ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনা দ্বারা যে চিত্র পেশ করেছেন, তাতে হুজরার দরজা জবাব দিকে বলা হয়েছে। -তারিখে হারামাইন : ১১৪, ১১৫। -মাওলানা মুহাম্মদ মালেক কান্দলভ, তারিখুল মদিনাতিল মুনাওয়ারা : ১৩৭, ২৪৬, ওয়াফাউল ওয়াফা : ১/৪০০, মা'আলিমু দারিল হিজরা : ৫২ ইত্যাদি সূত্রে। তবে ووصفت الباب فى القبلة অথবা والباب على القبلة বাক্যটি এই সুরতটি রদ করে দিচ্ছে। والله اعلم, বজলুল মাজহুদে (২/৯৪) আছে -আর অনেকে বলেছেন, এর দুটি দরজা ছিলো। একটি ছিলো পশ্চিম দিকে। অপরটি ছিলো শামের দিকে তথা জবাব দিকে। -সংকলক।

[১১২২] যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। -সংকলক।

[১১২৩] যেমন নাসায়ির (১/১৭৮) বর্ণনায় আছে। -সংকলক।

[১১২৪] ১/২২৭ হজরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলভি রহ. আল কাওকাবুদ্ দুররির টীকায় বলেন, এটি উত্তম ব্যাখ্যা। আর আমাদের শায়খ বজলুল মাজহুদে (২/৯৪, ৯৫, باب العمل فى الصلاة -সংকলক।) আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাটি হলো, এখানে দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধ মসজিদের দরজা নয়। বরং এটি আরেকটি দরজা যেটি ছিলো হজরত আয়েশা ও হাফসা রা. এর ঘরে। (কেবলার দিকে।-সংকলক) আপনি ভুলে যাবেন না যে, হাদিসে নাসায়ির (১/১৭৮, باب المشى امام القبلة خطا يسيرة-সংকলক।) বর্ণনায় আরেকটি প্রশ্ন রয়ে গেছে فمشى عن يمينه او يساره والباب على القبلة শব্দতে যে, দরজা যদি কেবলার দিকে হয় তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে অথবা বাম দিকে হাঁটার প্রয়োজন হলো কেনো? শায়খ রহ. এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, সেখানে দেখা যেতে পারে।

হজরত সাহারানপুরী রহ. বযলুল মাজহুদে (২/৯৪, باب العمل فى الصلاة) ওপরযুক্ত প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন যে, দরজা কেবলার দিকে হওয়ার অর্থ তার বিপরীতে অথবা ডান কিংবা বামদিকে ঝুকা। হতে পারে এখানে দরজা ডান দিকে অথবা বাম দিকে ঝুকে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে ডান দিকে অথবা বাম দিকে হেঁটে এসেছেন। হজরত সাহারানপুরি রহ. ওপরযুক্ত প্রশ্নের আরেকটি জবাবও দিয়েছেন, যেটি বজলুল মাজহুদে (২/৯৪) দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فأمرنا علقمة فسأله فقال: عشرون سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في كل ركعة".

৬০২। **অর্থ :** হজরত আবু ওয়াইল বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহকে غير آسن অথবা ياسن শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এ শুনে তিনি বললেন, এ শব্দটি ব্যতীত পুরো কোরআন কি তুমি পড়ে ফেলেছো? জবাবে লোকটি বলল, হ্যাঁ। ফলে তিনি বললেন, একদল লোক কোরআন তিলাওয়াত করবে। এটাকে নিম্নমানের খেজুরের মতো নিক্ষেপ করবে। কোরআন তাদের গলা হতে অতিক্রম করবে না। আমি সেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরাগুলো জানি যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সঙ্গে পড়তেন। তারপর আমরা আলকামাকে নির্দেশ দিলাম। তিনি ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে তিনি বললেন, মুফাস্‌সালের ২০টি সূরা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাকাতে দুটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এক রাকাতে দুই সূরা পড়া সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরূহহীন বৈধ। অবশ্য এক রাকাতে দুই সূরা এভাবে একত্রিত করা যে, এই দুটির মাঝে এক অথবা কয়েকটি সূরা মধ্যখানে ছুটে যায়- এটা মাকরূহ। -মা'আরিফ : ৫/১৩৮।

سئل رجل عن عبد الله عن هذا الحرف غبر آنس اوساشن[১১২৫]সহিহ মুসলিমে[১১২৬] নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে,

يا ابا عبد الرحمن! كيف تقرأ هذا الفرق القا تجده ام ياء من ماء[১১২৭] غير آسن اومن ماء غير ياسن.

قال كل القران قرأت غير هذا؟ ইবনে মাসউদ রা. এর ধারণা ছিলো, প্রশ্নকারি এখন পর্যন্ত কোরআনের তালিমের কাজ সম্পন্ন করেনি। আর আম জনতার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই প্রশ্নের জন্য প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য। তাই তিনি উপদেশ স্বরূপ বলেছেন, كل القران قرأت غير هذا؟ তথা, এটা ব্যতীত পূর্ণ কোরআনই কি পড়ে ফেলেছো? উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ইলমে দীন অর্জনে মানুষের তারতিবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে এরপর তার চেয়ে কমগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবলম্বন করা উচিত। তারপর কোরআনের তা'লিমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনযোগ দেওয়া উচিত। ১. কোরআনের শব্দাবলি উচ্চারণ এবং মাখরাজগুলো যেনো সঠিক হয়। ২. কোরআনের হাকিকত ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করা,

---

[১১২৫] তিনি হলেন, নাহিক ইবনে সিনান আল বাজালি। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৩৮ -সংকলক।

[১১২৬] ১/২৭৩, باب ترتيب القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط فى السرعة الخ -সংকলক।

[১১২৭] অর্থাৎ, فيها انهارمن ماء غير آسن 'তাতে পানির অপরিবর্তিত প্রস্রবণ রয়েছে। সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫, রুকু : ৬, পারা : ২৬। -সংকলক।

মনোনিবেশ করা ও ফিকির করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কেরাতের ইখতিলাফের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্বস্থানে গুরুত্বপূর্ণ; তবে প্রথমোক্ত দুটি বিষয়ের মোকাবিলায় এর স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ের। অনেক লোক এর মুহতাজ না।

قال نعم : প্রশ্নকারি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি কোরআনের তা'লিম পরিপূর্ণ করেছি। মুসলিমের[১১২৮] বর্ণনায় জবাব নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত আছে- انی لأقرأ المفصل فی رکعة 'আমি এক রাকাতে মুফাস্‌সাল পড়ি। তিরমিযীর বর্ণনায় সংক্ষেপ করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রা. এর পরবর্তী বাক্যটি এই বাক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[১১২৯] قال ان قوما يقرءون ينثرونه نثر الدقل لايجاوز تراقيهم শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষেপ করা, ছড়িয়ে দেওয়া।

النثر শব্দের অর্থ হলো, বেকার এবং শুকনো খেজুর।

الدقل শব্দের অর্থ বেকার এবং শুষ্ক খেজুর।

التراقی শব্দটি الترقوة এর বহুবচন। অর্থাৎ, হাঁসুলির হাড়।

অর্থাৎ নিম্নমানের খেজুর যেমনভাবে মানুষ তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে এবং উন্নতমানের খেজুরগুলোর মতো মজা করে খায় না, এমনভাবে অনেক লোক খুব তাড়াহুড়া করে মাখরাজ ও তাজবিদের প্রতি লক্ষ্য না করে পড়ে এবং কোরআনে করিম তিলাওয়াত দ্বারা স্বাদ উপভোগ করে না, হক ও আদবের প্রতি লক্ষ না করে, এমন লোকের কোরআন হলকের নীচে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ, তাদের তিলাওয়াত গলার নীচে যায় না, মনে ক্রিয়া করে না। لايجاوز تراقيهم -এর এই অর্থই। অথবা অর্থ এই যে, তাদের তিলাওয়াত হলক হতে অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুলিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করে না। যেনো ইবনে মাসউদ রা. এর উদ্দেশ্য নাহিক ইবনে সিনান রা.কে সতর্ক করা যে, তুমি যে শুধু এক রাকাতে এতোটুকু কোরআন পড়ে ফেলেছো, এতে মনে হয় তোমাদের কেরাত সে ওপরযুক্ত দলের মতো, যাদের তিলাওয়াতে কোরআনের পদ্ধতি হলো, ينثر الدقل তথা নিম্নমানের খেজুরের মতো নিক্ষেপ করা,

انی لأعرف السور النظائر، التی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرن بینهن، قال فامرنا علقمة فسأله فقال عشرون سورة من المفصل[১১৩০] کان النبی صلی الله علیه وسلم یقرن بین کل سورتین فی کل رکعة.

[১১২৮] ১/২৭৩, باب ترتيب القراءة -সংকলক।

[১১২৯] আবু দাউদের বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত বর্ণিত আছে- (১৯৮/১) باب تخريب القران الهذ اهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، শব্দটির অর্থ হলো, খুব দ্রুত পাঠ করা। এখানে এর নিন্দা এজন্য করা হয়েছে যে, তিনি কেরাত খুব দ্রুত পড়েছেন। তারতিল ঠিক রাখেননি। কারণ, তারতিলের অর্থ হলো, কোরআন বোঝা ও তার অর্থ অনুধাবন করা। معالم السنن للخطابی فی ذیل مختصر سنن ابی داود للمنذری، باب تخریب القر ان، ۲/۱۱۵، رقم، ۱۳٥ -সংকলক।

[১১৩০] মুফাস্‌সাল করে নামকরণের কারণ হলো, এর সূরাগুলো ক্ষুদ্র এবং একটি অপরটি হতে খুব তাড়াতাড়ি পৃথক হয়ে যায়। শরহে মুসলিম -নববী : ১/২৭৪, باب ترتيل القراءة -সংকলক।

النظائر হলো نظيرة এর জমা। তথা এমন সূরা যেগুলো দীর্ঘ ও বেটে হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ, আমি লম্বায় প্রায় সমান সেসব সূরা সম্পর্কে জানি যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পরে মিলিয়ে পড়তেন। তথা, যেগুলোর মধ্য হতে দু' দুটি সূরা তিনি এক রাকাতে আদায় করতেন।

তারপর سور نظائر দ্বারা উদ্দেশ্য তালবিহ গ্রন্থকারের মতে সেসব সূরা যেগুলো লম্বা ও সংক্ষিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির মতো।

বদরুদ্দিন আইনি রহ. উমদাতুল[১১৩১] কারিতে এটি উল্লেখ করেছেন এবং পছন্দ করেছেন।

ইবনে হাজার রহ. এর মতে[১১৩২] সে দু' সূরা উদ্দেশ্য যেগুলোর অর্থ উদাহরণত উপদেশ, হিকমত অথবা ঘটনাবলি ইত্যাদিতে একটি অপরটির মতো। ইবনে হাজার রহ. আয়াত সংখ্যায় আনুরূপ্যের বক্তব্যটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মুহিব তাবারির বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

كنت اظن ان المراد انها متساوية فى العد (اى فى العدد) حتى اعتبرتها فلم اج فيها شيئا متساويا.

'আমি ধারণা করতাম, এর দ্বারা উদ্দেশ্য (আয়াতের) সংখ্যায় একটি অপরটির বরাবর। ফলে আমি এটি ধর্তব্যে আনি। তারপর সূরাগুলোর মধ্যে এমন বরাবর কোনোটিই পেলাম না।'

আইনি রহ. হাফেজ রহ. এর মত খণ্ডন করেছেন এবং নিজ সমর্থনে তাহাবির[১১৩৩] বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। সুতরাং সেখানে দেখা যেতে পারে[১১৩৪]।

বস্তুত সেই ২০টি মুফাস্সাল সূরা যেগুলোর মধ্য হতে দু' দুটিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে একত্রে পড়তেন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আবু দাউদের[১১৩৫] হাদিসে রয়েছে।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

اهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، لكن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين فى ركعة، النجم والرحمن فى ركعة، واقتربت والحاقة فى ركعة و الطور والذاريات فى ركعة، إذا وقعت و ن فى ركعة وسأل سائل و النازعات فى ركعة، والدخان واذا الشمس كورت فى ركعة-

'কবিতার মতো দ্রুত পড়ো? নিম্নমানের খেজুরের মতো নিক্ষেপ করো? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর দুটি সূরা বা সামঞ্জস্যশীল দুটি সূরা এক রাকাতে পড়তেন। সূরা আন্ নজম ও সূরা আর্ রাহমান এক রাকাতে। ইকতারাবাত ও আল-হাক্কাহ এক রাকাতে। সূরা তুর ও জারিয়াত এক রাকাতে। ইজা ওয়াকা'আত ও নূন এক রাকাতে। سأل سائل ও نازعات এক রাকাতে। ويل للمطففين ও عبس এক

[১১৩১] ৬/৪৪باب الجمع بين السورتين فى الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل بسورة بأول القراءة-সংকলক।

[১১৩২] ফাতহুল বারি : ২/২১৫, باب الجمع بين السورتين

[১১৩৩] ১/১৯০, باب جمع السور فى ركعة।

[১১৩৪] উমদাতুল কারি : ৬/৪৫, باب الجمع بين السورتين الخ।

[১১৩৫] ১/১৯৮, باب تحريب القران।

ও عم يتسائلون এক রাকাতে। لاقسم بيوم القيامة ও هل اتى এক রাকাতে। مزمل ও مدثر রাকাতে। المرسلات এক রাকাতে। সূরা اذا الشمس كورت ও دخان এক রাকাতে।

দ্র. উমদাতুল কারি-[১১৩৬] আইনি, ফাতহুল বারি -ইবনে হাজার রহ.[১১৩৭], আল-কাওকাবুদ্ দুররি -শায়খ গাঙ্গুহি[১১৩৮] ও মা'আরিফুস্ সুনান -আল্লামা বিন্নৌরি[১১৩৯]।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِيْ خُطَاهُ

অনুচ্ছেদ– ৭০ : মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফজিলত ও তার প্রতি কদমে কী কী সওয়াব লেখা হয়? (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٣ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ أَوْ قَالَ: لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا إِيَّاهَا لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً".

৬০৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ওজু করে আর সুন্দর করে ওজু করে তারপর নামাজের দিকে বেরিয়ে যায় তাকে শুধু নামাজই এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সে যতো কদম ফেলবে আল্লাহ তার প্রতিটি কদমে একটি দরজা বুলন্দ করেন, অথবা তার হতে একটি পাপ মোচন করা হবে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ– ৭১ : মাগরিবের পরের নামাজ ঘরে আদায় করা আফজল (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٤ – عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوْتِ".

[১১৩৬] باب الجمع بين السور تين, ৬/৪৪, ৪৫।

[১১৩৭] باب الجمع بين السورتين ২/২১৪-২১৬।

[১১৩৮] باب ما ذكرفى قراءة سورتين فى ركعة, ১/২২৯-২২৮।

[১১৩৯] ৫/১৩৮- ১৪০।

৬০৪। **অর্থ :** হজরত কাব ইবনে উজরা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদুল আশহাল মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়েছেন। তারপর কিছু সংখ্যক লোক নফল পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের এই নামাজ ঘরে পড়া উচিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কাব ইবনে উজরা রা. এর এ হাদিসটি গরিব। আমরা এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটি জানি না। সহিহ হলো, ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দু'রাকাত নামাজ ঘরে পড়তেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজ পড়েছেন। তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করতেন দ্বিতীয় এশার নামাজ আদায় পর্যন্ত। সুতরাং এ হাদিসে এ কথার দলিল রয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দু'রাকাত মসজিদে পড়তেন।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ- ৭২ : ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٥ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ "أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ".

৬০৫। **অর্থ :** হজরত কায়েস ইবনে আসেম রা. হতে বর্ণিত, যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। এটি আমরা এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন নিজে গোসল করা ও তার কাপড় ধৌত করা মুস্তাহাব মনে করেন।

দরসে তিরমিযী

عن قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء سدر

এ ব্যাপারে হানাফি এবং শাফেয়িগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো, এই নও মুসলিমের কুফরি অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হওয়ার কোনো কারণ তার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। তারপর যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল ওয়াজিবের কোনো কারণ পাওয়া যায়, তবে তখন শাফেয়িদের মতে সাধারণত গোসল ওয়াজিব। চাই সে এরপর গোসল করে থাকুক বা না করে থাকুক। অথচ হানাফিদের মতে যদি সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করে থাকে তবে ইসলাম গ্রহণের পর গোসল ওয়াজিব হবে না; বরং মুস্তাহাব হবে। সারকথা, কুফরি অবস্থায় কাফিরের গোসল আমাদের মতে ধর্তব্য, শাফেয়িদের মতে নয়। তারপর মালেকি, হাম্বলি, আবু সাওর ও ইবনে মুনজির রহ. এর মতে ইসলাম গ্রহণকালে সাধারণত গোসল ওয়াজিব। যারা গোসল ওয়াজিব বলেন, তাদের দলিল- আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত নির্দেশ। অথচ হানাফি ও শাফেয়িগণ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। তাছাড়া যাঁরা মুস্তাহাব বলেন,

তাঁদের বক্তব্য হলো, বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যদি প্রত্যেক ইসলাম গ্রহণকারিকে গোসলের নির্দেশ দেওয়া হতো তবে এটি বর্ণিত হতো মুতাওয়াতির আকারে[১১৪০]।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৭৩ : বাথরুমে ঢুকার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٦ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَّقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ".

৬০৬। **অর্থ :** হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানদের কেউ যখন বাথরুমে প্রবেশ করে তখন জিনের চোখও বনি আদমের সতরের মাঝে পর্দা হলো 'বিসমিল্লাহ' বলা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটা জানি না। এর সূত্র তেমন শক্তিশালী নয়। আনাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে অনেক কিছু।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ سِيَّمَا هٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ آثَارِ السُّجُوْدِ وَالطُّهُوْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪ : কিয়ামতের দিন এই উম্মতের নিদর্শন- যেমন সেজদা ও পবিত্রতার আলামত (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِّنَ السُّجُوْدِ مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ".

৬০৭। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত (এর চেহারা) কিয়ামতের দিন সেজদার কারণে আলোকোজ্জ্বল হবে ওজুর কারণে সাদা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরিমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রা. এর সনদে غريب।

[১১৪০] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৪৩। শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, এমনভাবে তার চুল মুণ্ডান, কাপড় ধৌত করা এবং খতনা করা যদি নিজে নিজে সম্ভব হয় এবং তা করতে পারে- এগুলো সব মুস্তাহাব। অন্য কারো জন্য তার সতর খোলা বৈধ নয় তবে ব্যতিক্রম শুধু খতনার ব্যাপার। যারা এটাকে ওয়াজিব বলেন, তাদের মতে এটা বৈধ।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ– ৭৫ : পবিত্রতা ডান দিক হতে অর্জন করা মুস্তাহাব (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٨ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِيْ تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِيْ اِنْتِعَالِهِ إِذَا اِنْتَعَلَ".

৬০৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পবিত্রতা অর্জন করতেন, আর যখন কেশ বিন্যাস করতেন, এমনভাবে যখন জুতা পরিধান করতেন তখন ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবুশ্ শা'ছার নাম হলো, সুলায়ম ইবনে আসওয়াদ মুহারেবি।

بَابُ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ– ৭৬ প্রসংগ : ওজুতে কতোটুকু পানি যথেষ্ট হয়? (মতন পৃ. ১৩২)

٦٠٩ – عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُجْزِئُ فِي الْوُضُوْءِ رَطْلَانِ مِنْ مَاءٍ".

৬০৯। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওজুতে দুই রতল পানি যথেষ্ট হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। এই শব্দে শরিকের হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটি আমরা জানি না। শু'বা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাব্র সূত্রে আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ দ্বারা ওজু করতেন, আর গোসল করতেন পাঁচ মুদ দ্বারা।

হজরত সুফিয়ান সাওরি-আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা-আবদুল্লাহ ইবনে জাব্র-আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ দ্বারা ওজু করতেন। আর এক সা দ্বারা গোসল করতেন। এই হাদিসটি শরিকের হাদিস অপেক্ষা আসাহ।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ

অনুচ্ছেদ– ৭৭ : দুধের ছেলের পেশাব হালকাভাবে ধোয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩২)

٦١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيْعًا.

৬১০। **অর্থ :** হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুধের ছেলের পেশাব সম্পর্কে বলেছেন, ছেলে শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধোয়া হবে। আর মেয়ে শিশুর পেশাব ভালোভাবে ধোয়া হবে। কাতাদা বলেছেন, এ হুকুম তখন যখন কেউ খাবার গ্রহণ না করে। তবে যখন অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করে তখন উভয়ের পেশাব সাধারণ নিয়মে ধৌয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। হিশাম দাস্তাওয়ায়ি এই হাদিসটি কাতাদা রা. হতে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। আর সাইদ ইবনে আরূবা কাতাদা রা. হতে এটি মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন- মারফূ' আকারে বর্ণনা করেননি।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ– ৭৮ : গোসল ফরজবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওজু করে খাওয়া এবং ঘুমানোর অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩২)

٦١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ".

৬১৩। **অর্থ :** হজরত আম্মার রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অবকাশ দিয়েছেন, খাওয়া অথবা পান করা কিংবা ঘুমানোর মনস্থ করলে যেনো নামাজের মতো ওজু করে নেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ– ৭৯ : নামাজের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩২)

٦١٤ – عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُعِيْذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهِ".

৬১৪। **অর্থ :** হজরত কাব ইবনে উজরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে কাব ইবনে উজরা! আমার পর কিছু সংখ্যক নেতা হবে। যে তাদের দরজায় আনাগোনা করবে, তাদের মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সত্যায়ন করবে এবং তাদের জুলুমের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আমার ও তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সে হাউজে কাউসারে আমার কাছে আসবে না। আর যে তাদের দরজায় আনাগোনা করবে অথবা বলেছেন, لم يغش অর্থ একই। তথা আনাগোনা করবে না এবং মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সত্যায়ন করবে না, তাদের জুলুমের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করবে না সে আমার দলভুক্ত। আমিও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে শীঘ্রই আমার কাছে হাউজে কাউসারে আসবে। কাব ইবনে উজরা! নামাজ দলিল। রোজা মজবুত ঢাল। সদকা গুনাহকে নির্বাপিত করে দেয়। যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। কাব ইবনে উজরা! যে কোনো গোশত হারাম দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে তথা প্রতিপালিত হয়েছে সেটি অবশ্যই জাহান্নামেরই অধিকযোগ্য হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসার হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটি জানি না। আইয়্যুব ইবনে আয়েজ আত্ তায়িকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয় এবং বলা হয়, তিনি মুরজিয়া মত পোষণ করতেন। মুহাম্মদকে আমি এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি এটিকে উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসার হাদিস ব্যতীত অন্য কোনোরূপে জানেননি এবং এটিকে খুবই غريب মনে করেছেন।

٦١٥ – وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ غَالِبٍ بِهٰذَا.

৬১৫। **অর্থ :** 'মুহাম্মদ ... গালেব সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ব্যতীত অন্যত্র এ হাদিসটি পাওয়া যায়নি। মুনজিরি তারগিবে এর একটি অংশ উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ– ৮০ : একই বিষয়ের আরেকটি অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ১৩৩)

٦١٦ - حَدَّثَنِيْ سَلِيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حُجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: "اِتَّقُوْا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

৬১৬। **অর্থ :** হজরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজে খুতবাকালে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রভু আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো। তোমাদের রমজান মাসে রোজা রাখ। তোমাদের মালের জাকাত আদায় করো। তোমাদের শাসকের আনুগত্য করো। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সুলায়ম বলেছেন, আমি আবু উমামাকে বললাম, কতোদিন হলো আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদিসটি শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমার যখন ৩০ বছর তখন আমি তাঁর কাছে এই হাদিসটি শুনেছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

هذا خاتمة ابحاث الصلاة فالحمد لله حمدا كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى اتمام بقية الشرح على هذا المنوال، وما ذلك على الله بعزيز والصلاة والسلام على النبى الهاشمى المكى التهامى صفوة الخلائق خاتم النبيين وعلى اله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

قد فرغنا من تسويد هذه الاوراق يوم الأربعاء الثانى من شهر شعبان المعظم سنة اثنتين وأربع مائة بعد الالف١٤٠٢ من الهجرة النبوية على صاحبها الوف الصلوات والتسليمات–

وسنبدأ فى شرح أبواب الزكوة ان شاء الله تعالى وهو الموفق والمعين مرتب.

ابواب الزكاة

জাকাত অধ্যায় (৭)

দরসে তিরমিযী

زكاة শব্দটির আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা।[১১৪১] এর এই নামকরণের কারণ হলো, জাকাত আদায়ের পর অবশিষ্ট মাল পবিত্র হয়ে যায়।[১১৪২] জাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে[১১৪৩]। তার মধ্যে বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, জাকাত ফরজ তো হয়েছিলো হিজরতের আগে মক্কা মুকার্‌রমাতেই; তবে তখন এর বিস্তারিত নেসাব সুনির্দিষ্ট হয়েছিলো না।

তাছাড়া জাহেরি সম্পদের জাকাত[১১৪৪] সরকারের পক্ষ হতে উসুল করার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। কারণ তখন হুকুমতই প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। মদিনা তায়্যিবায় জাকাতের ফরজিয়াতের জন্য নেসাব নির্ধারিত করে দেওয়া হয় এবং এর বিস্তারিত পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।[১১৪৫] এর দলিল সূরা মুজ্জাম্মিলে। اقيموا الصلاة و اتوا الزكوة[১১৪৬] আয়াত বিদ্যমান আছে। অথচ সূরা মুজ্জাম্মিল মক্কা মুকার্‌রমায় অবতীর্ণ একদম প্রাথমিক পর্যায়ের[১১৪৭] সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে অন্য অনেক মক্কি সূরাতে ব্যয়ের নির্দেশ ও ব্যয় না করার ওপর

[১১৪১] জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধিও হয়। এই হিসেবে এর নামকরণের কারণ হলো, জাকাত দ্বারা মালে উন্নতি ও বরকত হয়। والله اعلم -সংকলক।

[১১৪২] জাকাতের পারিভাষিক ও শরয়ি সংজ্ঞা হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট মালের একটি নির্ধারিত অংশের মালেক বানিয়ে দেওয়া। -আল-লুবাব : ১/১৩৯। তানভির গ্রন্থকার এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এমন- 'শরিয়ত প্রবর্তক কর্তৃক মালের নির্ধারিত অংশের মালেক বানিয়ে দেওয়া কোনো মুসলমান ফকিরকে, যিনি হাশেমিও নন এবং না তার আজাদকৃত দাস এবং মালেক বানানে ওয়ালার কোনো রকমের মুনাফা থাকতে পারবে না, সম্পূর্ণরূপে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে দিতে হবে।' تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش ردالمحتار جـ٢ কিতাবুজ্ জাকাত -সংকলক।

[১১৪৩] দেখুন, ফাতহুল বারি : ৩/২১১, কিতাবুজ্ জাকাত। ও আল্লাহ তা'আলার বাণী, اقيموا الصلة و اتوا الزكوة -সংকলক।

[১১৪৪] কোনো মাল জাহেরি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। ১. এসব মালের জাকাত উসুল করার জন্য মালেকদের গোপন স্থানে তল্লাশি করার প্রয়োজন হয় না। ২. সেসব সম্পদ সরকারের নিরাপত্তাধীনে থাকবে। যেখানে এ দুটি বিষয় পাওয়া যাবে না, এমন সম্পদকে বাতেনি সম্পদ বলা হবে। -আল-বালাগ -১৫ সংখ্যা : ৯, রমজানুল মুবারক : ১৪০১ হিজরি। জিকির ও ফিকির, পৃষ্ঠা নং ৭। জাহেরি ও বাতেনী মাল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে মূলপাঠেই আসছে। -সংকলক।

[১১৪৫] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৫৯-সংকলক।

[১১৪৬] সূরা মুজ্জাম্মিলের শেষ আয়াত। নং ২০ -সংকলক।

[১১৪৭] আল্লামা আলুসি রহ. বলেছেন, হাসান, ইকরিমা, আতা ও জাবের রা. এর বক্তব্য মতে এর পুরোটাই মক্কি। মাওয়ারদির আলোচনা অনুযায়ী ইবনে আব্বাস ও কাতাদা রা. বলেছেন, তার মধ্যে শুধু واصبر على ما يقولون এবং তৎপরবর্তী আয়াত মক্কি। আল বাহরুল (মুহিতে) জমহুর হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ان ربك يعلم শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়ে আর বাকি সুরাটি মক্কি। তবে ইবনুল ফারাসের বিবরণ হতে ব্যতিক্রমভুক্তির বিবরণের পর আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যে, আয়েশা রা. হতে হাকেম রহ. এর যে বিবরণ রয়েছে সেটি তা রদ করে দিচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, এটা এই সূরার শুরু অংশ অবতীর্ণ হওয়ার এক বছর পর নাজিল হয়েছে। এটা তখনকার ঘটনা যখন ইসলামের সূচনাকালে কিয়ামুল্লাইল ফরজ করা হয়েছিলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করার পূর্বে। -রুহুল মা'আনি : ১৫, পারা : ২৯, পৃষ্ঠা : ১১৪,১১৫ সূরা মুজ্জাম্মিল। -সংকলক।

সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন,[১১৪৮] وفى اموالهم حق للسائل والمحروم[১১৪৯] (এবং তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।) এবং[১১৫০] الذين هم يرئون ويمنعون الماعون[১১৫১] অবশ্য মদিনা তায়্যিবায়[১১৫২] خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

তারপর এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে যে, নেসাব ইত্যাদি কোনো সনে সুনির্দিষ্ট হয়েছিলো? এ সম্পর্কে নববী রহ. এর ধারণা হলো, এটি দ্বিতীয় হিজরি সনে রমজানের রোজার আগে হয়েছে[১১৫৩]। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটি রদ করতে গিয়ে[১১৫৪] নাসায়ি[১১৫৫], ইবনে মাজাহ[১১৫৬] ইত্যাদি সূত্রে কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদা রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة القطر قبل ان تنزل الزكوة ثم نزلت[১১৫৭] فريضة الزكوة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.

এর থেকে বোঝা যায় যে, সাদকাতুল ফিতর ফরজ হয়েছিলো জাকাতের পূর্বে। যার অবশ্য পরিণতি এই হয় যে, রমজানের রোজাও জাকাতের পূর্বে ফরজ হয়েছিলো। কেনোনা, সদকাতুল ফিতরের সম্পর্ক রমজানের রোজার সঙ্গেই। অপর দিকে আল্লামা ইবনে আছির রহ. তার স্বীয় তারিখে এই দাবি করেছেন যে, জাকাত ফরজ হয়েছিলো নবম হিজরিতে[১১৫৮]। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটিও রদ করে দিয়েছেন। কেনোনা,

---

[১১৪৮] সূরা জারিয়াত, আয়াত নং ১৯, পারা ২৬। -সংকলক।

[১১৪৯] অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং মানুষের ওপর দয়া ও স্নেহ মমতার ভিত্তিতে বিরাট অংশ তারা নিজেদের ওপর ওয়াজিব করে নিবে। ইবনে আব্বাস রা. ও মুজাহিদ প্রমুখের বক্তব্য মতে এটা জাকাত ভিন্ন অন্য কিছু। -রূহুল মা'আনি, খণ্ড : ১৪, পারা : ২৭, পৃষ্ঠা : ৯, সূরা জারিয়াত নং ১৯। -সংকলক।

[১১৫০] সূরা আল মাউন, আয়াত : ৬, ৭, পারা নং ৩০, উক্ত আয়াতে মাউন শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য জাকাত। পক্ষান্তরে জাকাতকে মাউন এজন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, এটি পরিমাণের দিক দিয়ে তুলনামূলক খুবই কম। অর্থাৎ, শুধু চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। হজরত আলি, ইবনে উমর রা. হাসান বসরি, কাতাদা, জাহহাক প্রমুখ অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই আয়াতে মাউনের তাফসির জাকাত দ্বারাই করেছেন। -মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৮২৬ মাজহারি সূত্রে। -সংকলক।

[১১৫১] এমনভাবে জাকাতের নির্দেশ এসেছে সূরা রূম, নামল, মু'মিনুন, আরাফ, হা-মিম সেজদা ও লুকমানে। এসবগুলো সূরা মক্কি। তবে জাকাতের হুকুম মক্কাতে নেসাব ইত্যাদি দ্বারা শর্তায়িত করা হয়নি। -তাফসিরে ইবনে কাছির : ৩/২৩৮, ২৩৯ সূরা আল মু'মিনুনের তাফসির। তারপর নেসাব, পুঞ্জিভূত সম্পদের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ হতে মদিনায়। -উস্তাদে মুহতারাম।

[১১৫২] সূরা তাওবা, আয়াত নং ১০৩, ১০৪। এখানে সদকা দ্বারা ফরজ সদকা তথা জাকাত উদ্দেশ্য নয়। রূহুল মা'আনি, খণ্ড : ৬, পারা : ১১, সূরা তাওবা। -সংকলক।

[১১৫৩] নববী রহ. باب السير من الروضة -এ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। -ফাতহুল বারি : ৩/২১১, কিতাবুয যাকাত। -সংকলক।

[১১৫৪] সূত্র ঐ

[১১৫৫] ১/৩৪৭, কিতাবুজ জাকাত, باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكوة-সংকলক।

[১১৫৬] পৃষ্ঠা : ১৩১, باب صدقة الفطر -সংকলক।

[১১৫৭] প্রবল ধারণা এটি মুসতাদরাকে হাকিমের শব্দ। অন্যথায় নাসায়ি এবং ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত শব্দ- باب صدقة الفطر সংকলক।

[১১৫৮] ফাতহুল বারি : ৩/২১১ -সংকলক।

বোখারিতে[১১৫৯] জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা. এর হাদিসে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি মওজুদ রয়েছে- انشدك بالله الله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا 'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের কাছে হতে এই সদকা উসুল করে আমাদের ফকিরদের মাঝে তা বণ্টন করতে?'

জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা. মদিনা তায়্যিবায় এসেছিলেন পঞ্চম হিজরিতে। যা দ্বারা বোঝা যায়, জাকাত উসুল করা ও বণ্টন করার ব্যবস্থা পঞ্চম হিজরির পূর্বে হয়েছিলো[১১৬০]। সুতরাং দলিল দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, জাকাতের নেসাব ইত্যাদির ফরজিয়্যাত দ্বিতীয় হিজরি সনের পর এবং পঞ্চম হিজরির পূর্বে হয়েছে।

জাহেরি ও বাতেনি সম্পদ প্রসংগে

হুজুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর রা. এর যুগে সব ধরণের মালের জাকাত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উসুল করা হতো[১১৬১]। এ বরকতময় যুগে জাহেরি ও বাতেনি সম্পদের মাঝে কোনো ব্যবধান করা হতো না। তবে হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনামলে যখন জাকাতযোগ্য সম্পদের প্রাচুর্য হলো এবং ইসলামি বিজয় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো, তখন তিনি অনুরূপ করলেন, যদি সব ধরণের মালের জাকাত সরকারি ভাবে উসুল করা হয় তাহলে মানুষের প্রাইভেট ঘর দোকান এবং গুদামে খোঁজ করতে হবে এবং তাদের মালেকানা তন্ন তন্ন করে দেখতে হবে। যার ফলে মানুষের কষ্ট হবে এবং তাদের সংরক্ষিত ব্যক্তিগত স্থানগুলোর গোপনীয়তা ব্যাহত হবে। যার ফলে ফিৎনা সৃষ্টি হবে। তাই তিনি এই ব্যবধান কায়েম করলেন যে, সরকার শুধু জাহেরি মালগুলোর জাকাত উসুল করবে[১১৬২]। বাতেনি মালের জাকাত মালেকরা নিজেরা দিবে।

উসমান রা. এর এই সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন আবু বকর জাস্‌সাস রা. তাঁর আহকামুল কোরআনে, আর আল্লামা কাসানি রহ. বাদায়ি'য়ে[১১৬৩]। তখন জাহেরি মালের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেতে উৎপাদিতো ফসল গণ্য করা হয়েছে। আর বাকি অধিকাংশ মাল নগদ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বাণিজ্যিক উপকরণকে বাতেনি সম্পদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে যখন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর যুগ এলো, তখন তিনি সে বাণিজ্যিক সম্পদকে জাহেরি মালের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করলেন, যা এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হতো[১১৬৪]। ফলে শহরের চৌকিগুলোতে এমন পাহারাদার নির্দিষ্ট করা হলো, যারা এমন বাণিজ্যিক

[১১৫৯] كتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدث, ১/১৫

[১১৬০] তবে এ দলিলটি তখনই সঠিক হতে পারে যখন মদিনা তায়্যিবায় তার আগমন ৫ম হিজরিতে স্বীকার করা হয়। অথচ মুহাক্কিকিনের একটি দল মদিনা তায়্যিবায় ৯ম হিজরিতে তাঁর আগমনের প্রবক্তা। (দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৫, ১৬৬। জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা. এর মদিনা তায়্যিবায় আগমন সংক্রান্ত অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা باب ما جاء اذا اديت الزكوة فقد قضيت ما عليك এর অধীনে আলোচনা করবো।) যদি এই বক্তব্যটি অবলম্বন করা হয় তাহলে আল্লামা ইবনে আছির জাজরি রহ. এর ওপরযুক্ত দাবি রদ হবে না।

[১১৬১] ফাতহুল ক্বাদির : ১/৪৮৭, ৪৮৮ -কিতাবুজ্ জাকাত -সংকলক।

[১১৬২] কারণ, জাহেরি সম্পদের জাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে না ওপরযুক্ত ক্ষতি হয়, না হিসাব কিতাব করার জন্য বাড়িতে ও দোকানসমূহে তল্লাশি করার প্রয়োজন হয়। -সংকলক।

[১১৬৩] فصل واما بيان من له المطالبة باداء الواجب فى السوائم والاموال الظاهرة, ২/৩৫, ৩৬-সংকলক।

[১১৬৪] কারণ, এর জাকাত উসুল করা ও এর হিসাব করার জন্য সরকারকে মালেকদের ঘরবাড়ি, দোকান-পাট ও গোপন স্থানসমূহের তল্লাশি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। -সংকলক।

সম্পদের জাকাত জায়গাতেই উসুল করে ফেলবে। এটাকেই ফুকাহায়ে কেরাম من يمر على العاشر দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন[১১৬৫]। এবার আমাদের যুগে মাসআলা হলো, সেসব জাহেরি মাল কি কি? যেগুলোর জাকাত হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতায় উসুল করা যেতে পারে?

জমিনে উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারটিতো স্পষ্ট যে, এগুলো জাহেরি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তখনকার যুগে এমন বহু সম্পদ ছিলো যেগুলোকে জাহেরি সম্পদ সাব্যস্ত করার অবকাশ বোঝা যায়। যেমন, ব্যাংক অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রেখে দেওয়া অর্থ যেগুলো হতে জাকাত হাসিল করার জন্য ঘরের তল্লাশি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এর ওপর প্রশ্ন হতে পারে যে, নগদ অর্থকে ফুকাহায়ে কেরাম বাতেনি সম্পদের মধ্যে গণ্য করেছেন[১১৬৬]। সুতরাং এগুলোকে জাহেরি মাল কিভাবে গণ্য করা যায়। তবে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বোঝা যায় যে, নগদ অর্থ দ্বারা ফুকাহায়ে কেরামের উদ্দেশ্য হলো সেসব নগদ অর্থ যেগুলো হিসেব করার জন্য মানুষের ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে তল্লাশি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সাধারণ নগদ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যার দলিল হলো, খুলাফায়ে রাশিদিন হতে নিয়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর যুগ পর্যন্ত সমস্ত খুলাফা সম্পর্কে এই দলিল পাওয়া যায় যে, তাঁরা সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন এবং অন্যান্য বাসিন্দার প্রদেয় বেতনগুলো হতে আদায় করার সময়ই জাকাত কেটে নিতেন। তাই সিদ্দিকে আকবার রা. সম্পর্কে মুয়াত্তা[১১৬৭] মালেকে বর্ণিত আছে,

وكان ابو بكر الصديق اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكوة؟ فان قال : نعم اخذ من عطائه زكوة ذلك المال، وان قال لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا-

'আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন লোকজনকে তাদের বেতন দিতেন তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেন তোমার কাছে কি এমন কোনো মাল আছে যার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়? যদি লোকটি হ্যাঁ বলতো, তাহলে তার বেতন হতে জাকাত উসুল করে নিতেন। আর যদি না বলতো, তবে তার বেতন তাকে দিয়ে দিতেন। তা হতে কিছুই রাখতেন না।'

এ ধরনের লেনদেন বা বিষয় মুসান্নাফে[১১৬৮] ইবনে আবু শায়বাতেও হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত আছে।

তারপর আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে তো এটাও বলা যেতে পারে যে, তাদের যুগে জাহেরি ও বাতেনি মালের কোনো পার্থক্য ছিলো না। তাই তারা সবধরণের মালের জাকাত উসুল করতেন। তবে উসমান গনি রা.

[১১৬৫] দ্র. বাদাইউস্ সানায়ি' ২/৩৮, فصل واما القدر المأخوذ مما يمر التاجر على العاشر, হিদায়া : ১/১৯৬ باب فى من يمر على العاشر -সংকলক।

[১১৬৬] এজন্য হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে উশর উসুলকারির কাছে দিয়ে ১০০ দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাকে জানাবে যে, তার কাছে তার বাড়িতে আরো এমন ১০০ দিরহাম আছে, এর ওপর বছরও অতিক্রান্ত হয়েছে, তবে উশর উসুলকারি যে টাকা নিয়ে সে যাচ্ছে তা কম হওয়ার কারণে জাকাত উসুল করবে না। আর তার ঘরে যে সম্পদ রয়েছে এটি তার হেফাজতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হিদায়া : ১/১৯৮, باب فى من يمر على العاشر এর দ্বারা যেখানে নগদ টাকা পয়সা বাতেনি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বোঝা যায়, সেখানে এটাও বোঝা যায় যে, নগদ টাকা পয়সা ইত্যাদি শুধু তখন পর্যন্ত বাতেনি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত সেটি গোপন স্থানগুলোতে মালেকদের হেফাজতে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই মূলপাঠে আসবে। -সংকলক।

[১১৬৭] ২৭২, كتاب الزكوة، الزكوة فى العين من الذهب والورق -সংকলক।

[১১৬৮] ৩/১৮৪, ماقالوا فى العطاء اذا اخذ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى وكان على بيت المال فى زمن عمر (رضـــ) مع عبيد الله بن الارقم اذا خرج العطاء جمع عمر اموال التجارة فحسب عاجلها واجلها ثم يأخذ الزكوة من الشاهد والغائب - সংকলক।

যিনি এ দুধরণের সম্পদে পার্থক্য করেছেন এবং নগদ অর্থকে বাতেনি সম্পদ সাব্যস্ত করে এগুলোর জাকাত সরকারি ভাবে উসুল করা পরিহার করেছেন, স্বয়ং তার সম্পর্কে মুয়াত্তা[১১৬৯] ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে-

عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائى سألنى هل عندك من مال وجبت فيه الزكوة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطائى زكاة ذلك المال و ان قلت لاندفع الى عطائى[১১৭০]

'হজরত আয়েশা বিনতে কুদামা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি যখন উসমান ইবনে আফফান রা. এর যুগে আমার বেতন নিতে আসতাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কি জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো কোনো সম্পদ আছে? বর্ণনাকারি বলেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তখন তিনি আমার বেতন হতে সে মালের জাকাত নিয়ে নিতেন। আর যদি না বলতাম তখন আমার বেতন আমাকে দিয়ে দিতেন।' তবে আহকার আলি রা. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বর্ণনা খোঁজ করেও পেলো না। মুয়াত্তা ইমাম মালেকে (২৭৩, الزكوة فى العين من الذهب و الورق) মু'আবিয়া রা. এরও এই আমল বর্ণিত আছে। -সংকলক।

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে মুসান্নাফে[১১৭১] ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত আছে,

كان ابن مسعود يزكى عطائهم من كل الف خمسة وعشرين.

ইবনে মাসউদ রা. লোকজনের বেতনের জাকাত উসুল করতেন প্রতি হাজারে ২৫ টাকা। বরং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১১৭২] সেযুগের সমস্ত শাসকদের এই পদ্ধতিই বর্ণনা করা হয়েছে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর যামানায় যদিও জাহেরি (প্রকাশ্য) ও বাতেনি (অপ্রকাশ্য) মালের মাঝে পার্থক্য হয়েছে, তবে তার সম্পর্কেও বর্ণিত আছে,

عن[১১৭৩] جعفر بن برقان ان عمر بن عبد العزيز رح كان اذا اعطى الرجل عطائه او عمالته اخذ كنة[১১৭৪]

[১১৬৯] ২৯২, الزكوة فى العين من الذهب والورق মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৭৭, নং ৭০২৯ باب لا صدقة فى مال حتى يحول عليه الحول الخ। -সংকলক।

[১১৭০] উস্তাদে মুহতারাম, দা.ই, আল-বালাগ : ১৫, সংখ্যা রমজানুল মুবারক ১৪০১ হিজরি। 'জিকির ও ফিকিরে' ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জাকাতের মাসআলাতে লিখেন, 'কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত আলি রা. এর যুগেও বেতন হতে জাকাত কর্তন করার এই ধারা অব্যাহত ছিলো। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট বিবরণও পাওয়া যায় যে, তিনি শুধু সেসব লোকের বাতেনি (অভ্যন্তরীণ) মালের জাকাত উসুল করতেন, যাদের বেতন বায়তুল মাল হতে চালু ছিলো, অন্যদের নয়।'

[১১৭১] ৩/১৮৪, ما قالوا فى العطاء اذا اخذ

[১১৭২] ৩/১৮৪, ১৮৫, عن ابن عون عن محمد قال رأيت الامراء اذا اعطوا العطاء زكوة

[১১৭৩] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৭৮, নং ৭০৩৭, باب لا صدقة فى مال حتى يحول عليه الحول-সংকলক।

[১১৭৪] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে এই বর্ণনাটিই নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- عن عمر بن عبد العزيز انه كان يزكى العطاء و الجائزة অর্থাৎ, বেতন ও দান বা পুরস্কার হতে জাকাত উসুল করতেন। ৩/১৮৫, ما قالوا فى العطاء اذا اخذ -সংকলক।

তথা, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. যখন কেউকে তার বেতন দিতেন, তার হতে জাকাত কেটে নিতেন। এসব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেসব নগদ অর্থের ব্যাপারে তল্লাশি চালানো ব্যতীত সরকার কর্তৃক অবগতি সম্ভব হতো সেগুলো বাতেনি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তাদের কাছে হতে হুকুমত জাকাত আদায় করতে পারে[১১৭৫]।

একটি আপত্তি ও তার জবাব[১১৭৬]

একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি যখন ব্যাংকে টাকা রাখে তখন শরয়ি মতে সেই টাকা ব্যাংকের দায়িত্বে করজ হয়ে যায়, আমানত নয়। তাই ব্যাংকের ওপর এ সম্পদের জামানতও হয়ে যায়। আর এর ওপর অতিরিক্ত কিছু উসুল করা হয় সুদ। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে কোনো টাকা করজ দেয় তখন এর ওপর জাকাত আদায় তখন ওয়াজিব হয় যখন সে টাকা তার কাছে উসুল হয়ে আসে। এর পূর্বে জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং ব্যাংক একাউন্টস হতে জাকাত কর্তন করার ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা কর্তন করে নেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, এই ঋণের ধরণ ঠিক এমন যেমন কোনো পিতা নিজ পুত্রের টাকা হেফাজতের উদ্দেশে নিজের কাছে রেখে নিজেকে ঋণী সাব্যস্ত করে, যাতে এর ওপর জামানত আসে। এমতাবস্থায় যদি সে প্রতি বছর এর হতে জাকাত উসুল করতে থাকে তাহলে বাহ্যত এর আদায়ের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন হয় না। এর একটি নজির হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর কাছে কোনো এতিমের মাল থাকলে তিনি এটাকে কর্জরূপে নিজের কাছে রেখে দিতেন। যাতে ধ্বংসের হাত হতে এটি রক্ষা পায়। তবে প্রতি বছর এর জাকাত দিতে থাকতেন।[১১৭৭] আজ কাল যেহেতু জাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা ব্যাপক, সেহেতু যদি সরকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হতে জাকাত উসুল করে তাহলে ওপরযুক্ত দলিলাদির কারণে তা সঙ্গত মনে হয়। এটাই ছিলো আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. এর রায়ও।

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيْدِ

অনুচ্ছেদ– ১ : জাকাত না দেওয়ার ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা.) এর কঠোরতা আরোপ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৪)

٦١٧ – عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَرَآنِيْ مُقْبِلًا فَقَالَ: "هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ مَا لِيْ لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ الْأَكْثَرُوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا

[১১৭৫] জাহেরি ও বাতেনি মালের জাকাত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আল-বালাগ, সংখ্যা- রমজানুল মুবারক : ১৪০০ হিজরি, পৃষ্ঠা : ৮-১৩ ও সংখ্যা- রমজানুল মুবারক-১৪০১ হিজরি, পৃষ্ঠা ৭-২৩ -সংকলক।

[১১৭৬] এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আল-বালাগ ১৪, সংখ্যা- রমজানুল মুবারক -১৪০০ হিজরি, পৃষ্ঠা : ১৩-১৪ এবং সংখ্যা শাওয়াল-১৪০১ হিজরি ৩-১৫। -সংকলক।

[১১৭৭] দ্র. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৯৮,৯৯, باب لا زكوة الا في الناض নং ৭১০৮-৭১১০ সংকলক।

لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ".

৬১৭। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি কাবা শরিফের ছায়ায় উপবিষ্ট। রাবি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আসতে দেখলেন। তখন বললেন, কাবার রবের শপথ! তারাই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম, কি হলো আমার! সম্ভবত আমার ব্যাপারে কিছু নাজিল করা হয়েছে। রাবি বলেন, আমি বললাম, আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন, তারা কারা? তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হলো, 'আকছারুন' তথা প্রচুর সম্পদের অধিকারি। তবে ব্যতিক্রম কিছু সংখ্যক লোক। তিনি ইঙ্গিত করে বুঝালেন। তিনি দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করলেন এবং ডান দিকে ও বাম দিক হতে অঞ্জলিবদ্ধ করলেন। তারপর বললেন, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে আর (দুনিয়াতে) জাকাত না দেয় উট অথবা গরু রেখে যাবে, সেটি কিয়ামতের দিন তার কাছে সবচেয়ে বড় ও মোটাতাজা অবস্থায় উপস্থিত হবে। তাকে সেগুলোর খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। যখনই সর্বশেষ দলটি অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথমটি এসে তার সঙ্গে এমন করতে থাকবে যতোক্ষণ না মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, জাকাত অনাদায়কারির প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। কাবিসা ইবনে হুলব-তার পিতা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতেও হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আবু জরের নাম জুনদাব ইবনুস্ সাকান। আবার ইবনে জুনাদাও বলা হয়।

ইবনে মুনির উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা-সুফিয়ান সাওরি-হাকেম ইবনে দায়লামি-জাহ্হাক ইবনে মুজাহিম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আকছারুন' হলো, দশ হাজারের অধিকারিরা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুনির মারওয়াযি নেককার মনিষী।

দরসে তিরমিযী

عن ابى ذر (رضـــ) قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة ال : فرانى مقبلا قال : هم الاخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، قال فقلت مالى؟ لعله انزل فى شىء قال : قلت من هم؟ فداك ابى وامى–

হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন[১১৭৮], প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরযুক্ত এরশাদ- (هم الأخسرون) হজরত আবু জর রা. কে আসতে দেখেই করেননি। বরং প্রবল ধারণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জাকাত অনাদায়কারিদের অবস্থা উদ্ভাসিত হয়েছিলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এরশাদ করেছিলেন এবং সেখানে বাহ্যত এমন কেউ ছিলো না যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১১৭৮] আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৩১, -সংকলক।

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথোপকথন করছিলো। হজরত আবু জর রা. যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনলেন, তখন তার আশংকা হলো, হয়ত আমার হতে এমন কোনো আচরণ হয়েছে, যার কারণে এই এরশাদ হয়েছে, কিংবা আমার সম্পর্কে কোনো ওহী নাজিল হয়েছে। যখন তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে জিজ্ঞেস করলেন- من هم فداك ابى وامى يعنى الاخسرون তথা, আপনার প্রতি আমার মাতা পিতা উৎসর্গিত, তারা অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কারা?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, هم الاكثرون অর্থাৎ তারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারি বা বিত্তশালী। ফুকাহায়ে কেরামের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেসাবের অধিকারি লোকজন।

إلا من قال هكذا وهكذا فحثى بين يديه و عن يمينه وعن شماله

প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারি লোকজন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ। অবশ্য যারা প্রতিটি ভালো কাজে অন্তর খুলে ব্যায় করে তারা এ হতে ব্যতিক্রম।

ثم قال والذى نفسي بيده لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لم يؤد زكوتها الا جاء ته يوم القيامة اعظم ماكانت واسمنه تطؤه باخفافها [১১৭৯] نتطحه بقرونها كلما نفدت[১১৮০] عليه اخراها عا دت عليه اوليها حتى يقضى بين الناس–

عن الضحاك بن مزاحم قال الاكثرون اصحاب عشرة الاف [১১৮১]

ضحاك-এর ওপরযুক্ত বক্তব্য কোরআন তিলাওয়াতকারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেনোনা, এক বর্ণনায় এসেছে- من قرأ الف أية كتب من المكثرين لمقنطرين[১১৮২]। যে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করলো, তাকে মুকসিরিন মুকানতিরিনের অন্তর্ভুক্ত লেখা হয়। আর المكثرين المقنطين এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে عشرة الف دراهم তথা, দশ হাজার দিরহামের অধিকারি দ্বারা।[১১৮৩] এ তাফসিরটিকে ইমাম তিরমিযী রহ. সম্পদশালীদের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। আর এই যোগসূত্রের কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে اكثرون এর ব্যাখ্যাও اصحاب عشرة الاف درهم দ্বারা করা হয়েছে। সুতরাং তিরমিযী রহ. কর্তৃক এখানে এ তাফসিরটি আনয়ন জয়িফ[১১৮৪] যোগসূত্রের কারণে হয়েছে। সহিহ এটাই যে, اكثرون দ্বারা নেসাবের অধিকারি লোকজন উদ্দেশ্য। চাই দশ হাজার দিরহামের মালেক তারা হোক বা না হোক।

[১১৭৯] خف এর বহুবচন। উট এবং উট পাখির পায়ের খুরা। -সংকলক।

[১১৮০] نطح বলদ ইত্যাদির শিং দিয়ে আঘাত করা।

[১১৮১] نفذ الشيء নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া। -সংকলক।

[১১৮২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৩।

[১১৮৩] দ্র. আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৩২, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৩ -সংকলক।

[১১৮৪] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৩, কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৩২ দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ– ২ প্রসংগ : যখন তুমি জাকাত আদায় করলে আদায় করলে তোমার দায়িত্বে (মতন পৃ. ১৩৪)

٦١٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ".

৬১৮। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন তোমার মালের জাকাত আদায় করলে তখন তোমার ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব সম্পাদন করে ফেললে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জাকাতের কথা আলোচনা করলে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর কি এ ব্যতীত কোনো দায়-দায়িত্ব আছে? জবাবে তিনি বললেন, না, তবে নফলরূপে করলে। ইবনে হুজাইরা হলেন, আবদুর রহমান ইবনে হুজাইরা بصرى।

٦١٩ – عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ: "كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَبْتَدِئَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُوْلَكَ أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ آللهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ (؟؟بِهٰذَا؟)قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَعَمْ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

৬১৯। **অর্থ** : হজরত আনাস রা. বলেন, আমরা কামনা করতাম, আমাদের উপস্থিতিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কোনো জ্ঞানবান বেদুইন যদি প্রশ্ন করতো তবে কতোই না ভালো হতো। আমরা এ অবস্থায় থাকাকালে এক বেদুইন এলো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে

হ'শট্টু গেড়ে বসলো। বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার বার্তাবাহক আমাদের কাছে এসে বলেছেন, আপনি নাকি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? এ শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, যিনি আসমানকে উঁচু করে বানিয়েছেন এবং জমিনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, আর পর্বতগুলোকে গেড়ে দিয়েছেন তার শপথ! আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আপনার বার্তাবাহক আমাদের কাছে বলেছেন, আপনি বলেন যে, আমাদের ওপর দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ? এ শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, যে সত্তা আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার বার্তাবাহক বলেছেন, আপনি এরশাদ করেন যে, আমাদের ওপর বছরে এক মাসের রোজা ফরজ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আপনার বার্তাবাহক আমাদের সামনে বলেছেন, আপনি বলেন, আমাদের ওপর আমাদের মালের জাকাত রয়েছে? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য বলেছে। লোকটি বললো, যে সত্তা আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তার কসম! আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আপনার বার্তাবাহক আমাদের কাছে বলেছেন, আপনি নাকি বলেন, যার হজ্জ করার সামর্থ আছে তার ওপর বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, যিনি আপনাকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন তার কসম, আমি এগুলো হতে কোনো কিছুই ছাড়ব না এবং এগুলো হতে অতিক্রম করবো না। তারপর লোকটি দ্রুত চলে যেতে লাগলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই বেদুইন যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب। এটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও আনাস রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন, এ হাদিসের নিগূঢ় একটি বিষয় হলো যে, আলেমের সামনে পাঠ করা ও তার সামনে কোনো বিষয় পেশ করা শ্রবণের মতো বৈধ এবং তিনি দলিল পেশ করেছেন যে, এই বেদুইন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করেছে। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মেনে নিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

عن انس قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الاعرابى العاقل فيسأل النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده اذ أتاه اعرابى فجثا بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم.

আগন্তুকের নাম জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা.। এই ধরণের একটি ঘটনা বোখারিতে[১১৮৫] তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

---

[১১৮৫] ১/১১, كتاب الزكوة باب الزكوة من الإسلام -সংকলক।

جاء رجل من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقة ما يقول، حتى دنا فاذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله عليه وسلم خمس صلوات فى اليوم والليلة-

'বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নজদের অধিবাসী এক ব্যক্তি এলে আমরা তার গুণগুণ আওয়াজ শুনছিলাম। তবে লোকটি কি বলছিলো তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। এমনিভাবে লোকটি নিকটে এসে পৌছলো। তখন বুঝতে পারলাম, লোকটি ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, নামাজ দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত।'

হজরত ইবনে বাত্তাল প্রমুখ দুটি ঘটনাকে এক দাবি করে বলেছেন, আরাবি এবং رجل বাস্তবে এ দুজনই জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা. এবং বর্ণনা একটিই। তবে আল্লামা কুরতুবি রহ.[১১৮৬] এটি রদ করে দিয়েছেন এবং দুটি ঘটনা স্বতন্ত্র সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন যে, দুটি ঘটনারই পূর্বাপর সূত্র, প্রশ্নগুলো এবং প্রশ্নের ধরন বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং দুটি ঘটনাকে এক বলে দাবি করা নেহায়েত কৃত্রিমতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এদিকেই ইবনে হাজার রহ. এর ঝোঁক[১১৮৭]।

فقال يا محمد! ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم ان الله أرسلك قال النبى صلى الله عليه وسلم نعم-، قال فبالذى رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك. (الى...) إن رسولك زعم لنا أنك تزعم ان علينا الحج ألى بيت الله من استطاع إليه سبيلا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم نعم-

এখানে একটি প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, হজ ফরজ হয়েছে ৬ষ্ঠ অথবা নবম হিজরিতে। অথচ জিমাম ইবনে ছা'লাবার উপস্থিতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ঘটেছিলো পঞ্চম হিজরিতে। এবার যদি বর্ণনায় উল্লেখিত رجل বাস্তবে জিমাম ইবনে ছা'লাবাকে সাব্যস্ত না করা হয় তবে তো কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। (এবং এটাই সর্বোত্তম।) আর যদি তাকে বাস্তবে জিমাম সাব্যস্ত করা হয় তাহলে এটাই বলা হবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে জিমাম ইবনে ছা'লাবার উপস্থিতি পঞ্চম হিজরিতে নয় বরং নবম হিজরিতে ঘটেছে। এ কারণে ইবনে ইসহাক, আবু উবায়দা এবং তাবারি রহ. এর ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। এবং ইবনে হাজার ও বদরুদ্দিন আইনি রহ.ও বিভিন্ন কারণে এটা পছন্দ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ৬ষ্ঠ হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছে[১১৮৮]।

قال : فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، فقال والذى بعثك بالحق لاادع منهن شيئا ولا اجاوزهن، ثم وثب، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان صدق الاعرابى دخل الجنة.

প্রশ্ন : প্রশ্ন ওঠে যে, এই বর্ণনায় সূনানে রেওয়ায়াতের (মুয়াক্কাদার) কোনো উল্লেখ নেই। যার দাবি হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলো তরক করলে মানুষ গোনাহগার হবে না।

জবাব : এর জবাবে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন যে, এটা এই বেদুইনের বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তার ব্যাপারে সুন্নতে মুয়াক্কাদা করা হয়নি। অন্যদের জন্য এ হুকুম নেই। অনেকে এই ব্যাখ্যা করেছেন- لا اذعنه দ্বারা উদ্দেশ্য আমি এগুলো ছাড়বো না সুন্নত আদায় সহকারে গুণ ও ধরণে কোনো ধরনের পরিবর্তন ব্যতীত।

[১১৮৬] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৫

[১১৮৭] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৫

[১১৮৮] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৪-১৬৬ -সংকলক।

তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, এই তাবিল বা ব্যাখ্যাটি বোখারি শরিফের বর্ণনা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়[১১৮৯]। যাতে নিম্নযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে,

والذى اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله على شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او (قال) دخل الجنة ان صدق–

'আপনাকে যে সত্তা সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তার শপথ! আমি কোনো নফল পড়লো না এবং আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর যা ফরজ করেছেন তা হতে কম করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে সফলকাম হয়ে গেছে যদি সত্য বলে থাকে। অথবা (তিনি এরশাদ করেছেন,) সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

এই প্রশ্নের জবাবের জন্য আরো অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে[১১৯০],

প্রশ্ন : তারপর এই প্রশ্নও হয় যে, বর্ণনায় আরো অনেক আহকামের উল্লেখ নেই। যেমন, ওজুর ফরজিয়ত ইত্যাদি। সুতরাং ফরজ তরক করা সত্ত্বেও সে কিভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে?

জবাব : এর জবাবে শাহ সাহেব রহ. বলেছেন, এই হাদিসের বিভিন্ন সূত্রে অনেক আহকাম সংক্রান্ত আলোচনা আছে[১১৯১]। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ

অনুচ্ছেদ– ৩ : স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৪)

٦٢٠ – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ. وَلَيْسَ لِيْ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".

৬২০। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের সদকা মাফ করে দিলাম। সুতরাং তোমরা রুপার সদকা দান করো। প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম এবং ১৯০তে কোনো কিছুই নেই। যখন ২০০তে পৌঁছবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম দান করবে।

[১১৮৯] ১/২৫৪, كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان -সংকলক।

[১১৯০] ইবনে আরাবি মালেকি রহ. মূল প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনের কথায় মনে করেছেন যে, তার উদ্দেশ্য ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা। এজন্য তিনি সে অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, যখন সে এসব বড় বড় বিষয়ের ওপর আমল করবে তখন স্থায়ী (মুয়াক্কাদা সুন্নত ইত্যাদি তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং ফরজ সমূহের ওপর আমলের বরকতে সুন্নত সমূহেরও তাওফিক হয়ে যাবে। আরিজাতুল আহওয়াজী শরহে সুনানে তিরমিযী : ৩/১০০, বিষয়টি ভেবে দেখুন। -সংকলক।

[১১৯১] একারণে বোখারির এক বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে- 'তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামি বিধিবিধানগুলো সম্পর্কে অবহিত করলেন ১/২৫৪, কিতাবুস্ সওম, বাবু উজুবি সাওমি রামাজান- এর অধীনে ইবনে হাজার রহ. বলেন, সুতরাং তাতে অন্যান্য ফরজ বরং মুস্তাহাবগুলোসহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।' আইনি রহ. বলেন, এর কোনো কোনো সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখারও উল্লেখ রয়েছে। আবার কোনো কোনোটিতে এক পঞ্চমাংশ আদায়ের কথাও রয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৬৬, ১৬৭ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু বকর সিদ্দিক ও আমর ইবনে হাযম রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি আ'মাশ, আবু আওয়ানা প্রমুখ আবু ইসহাক-আসেম ইবনে জামরা-আলি রা. হতে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি আবু ঈসহাক-হারেস-আলি রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, আবু ঈসহাক হতে দুটি হাদিসই আমার মতে সহিহ। তাদের দুজন হতেই এটি বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل [১১৯২] والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين‌درهما درهم [১১৯৩] وليس لى فى تسعين ومأة شىء فأذا بلغت مأتين ففيهاخمسة دراهم.

সবাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছে যে, রৌপ্যের নেসাব ২০০ দিরহাম। তারপর ভারতীয় অধিকাংশ আলেম ২০০ দিরহামকে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য মাওলানা আবদুল হাই লখনবি রহ. এবং লখনৌর অন্যান্য অনেক আলেমের তাহকিক হলো যে, দু'শ দিরহাম শুধু ৩৬ তোলা সাড়ে পাঁচ মাশার সমপরিমাণ।

এই ইখতিলাফের ভিত্তি হলো, আল্লামা লখনবি রহ. এক দিরহামকে দুই মাশা দেড় রতি সমান সাব্যস্ত করেছেন। অথচ হিন্দুস্তানের অধিকাংশ আলেম এটাকে তিন মাশা এক রতি এবং $\frac{১}{৫}$ রতির সমান সাব্যস্ত করেছেন। এই মতানৈক্যের কারণে আল্লামা লখনবি রহ. এবং ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে জাকাতের নেসাবের তাফসিলে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়। যার প্রভাব মাল সংক্রান্ত সমস্ত আহকামে শরয়ির ওপর অনেক বেশি পড়ে। তাই এই মাসআলাটির বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। আহকারের সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. এই জরুরত পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় পুস্তিকা الأقاويل فى اصح الموازين والمكائيل -এ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রাধান্য দিতে গিয়ে দলিল করেছেন যে, আল্লামা লখনবি রহ. হতে এ ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। এই ভুলের কারণ হলো, ফুকাহায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী এক দিরহাম ৭০ লেজকাটা এবং অ-ছিলা যবের সমান হয়ে থাকে। লখনবি রহ. প্রবল ধারণা মুতাবেক ৭০টি যবের ওজন এক সঙ্গে করার পরিবর্তে যবের চারটি দানা একবারে ওজন করেছেন। আর এগুলোকে এক রতি বরাবর পেয়ে সামনে হিসাব করে নিয়েছেন। আর এখান হতেই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছে। বাস্তব ঘটনা হলো, যদি চারটি যব ওজন করা হয় তাহলে তাতে এবং রতিতে এতটা সূক্ষ্ম পার্থক্য হয় যে, এর আন্দাজ করা যায় না। তবে ৭০টি যব

[১১৯২] ঘোড়া ও গোলামের ওপর জাকাতের বিবরণ পরবর্তীতে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আসবে। -সংকলক।

[১১৯৩] এ ব্যাপারে একমত যে, ২০০ দিরহামের কমের ওপর কোনো জাকাত ওয়াজিব নেই। অবশ্য যখন ২০০ দিরহাম হয়ে যাবে তখন তাতে ৫ দিরহাম ওয়াজিব। ২০০ এর অতিরিক্তের ওপর আবু হানিফা রহ. এর মতে কিছুই ওয়াজিব নয়। এরপর যখন ২০০ হতে ৪০ দিরহাম অতিরিক্ত হবে তখন এক দিরহাম আরো ওয়াজিব হবে। এভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে দুইশ দিরহামের ওপরও ৫ দিরহামই ওয়াজিব হয় এবং ২৩৯ দিরহামের ওপরও ৫ দিরহামই। এর বিপরীত ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে দুইশ দিরহামের অতিরিক্ততেও সে হিসেবেই জাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং দুইশ এক দিরহামের ওপর তাদের মতে ৫ দিরহাম এবং এক দিরহামের ৪০ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। বস্তুত ফতওয়া হলো, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্যের ওপর। দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৭০ ও ১৭১। -সংকলক।

পর্যন্ত পৌছে সে মা'মুলি ধরণের পার্থক্য অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে যদি ৭০টি যব এক সঙ্গে ওজন করা হয় তাহলে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ওয়ালিদ মাজিদ রহ. বলেন যে, আমি পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে ৭০টি যব ওজন করেছি। ফুকাহায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক যবও মধ্যম ধরণের নিয়েছি, সবগুলোর লেজ কাটা হয়েছিলো এবং অ-ছিলা ছিলো। এগুলো নিজেও কয়েকবার ওজন করেছি এবং কয়েকজন ওজনদাতা দ্বারা ওজন করিয়েছি। তখন এগুলোকে আমরা জমহুরে ওলামায়ে হিন্দের মত অনুসারে পেয়েছি। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের তাহকিক অনুসারেই এটাই প্রধান এবং ফতোয়া এর উপরই[১১৯৪]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ– ৪ : উট ও ছাগলের জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৫)

٦٢١ – عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ، وَكَانَ فِيْهِ "فِيْ خَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِيْ عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلٰى خَمْسٍ وَّأَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلٰى سِتِّيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا جِذْعَةٌ إِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلٰى تِسْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وَفِي الشَّاءِ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلٰى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلٰى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ".

৬২১। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার চিঠি লিখেছিলেন। অবশ্য তা তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে দিতে পারেননি। এ অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ফলে এটি তিনি নিজ তলোয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছেন। তারপর যখন তাঁর ওফাত হলো, তখন এর ওপর আবু বকর ও উমর রা. আমৃত্যু আমল করেছেন। সেই চিঠিটিতে নিম্নেযুক্ত বিষায়াদি ছিলো, পাঁচটি উটে এক বকরি, ১০টিতে দুই বকরি, ১৫টিতে তিন বকরি, ২০টিতে ৪ বকরি, ২৫টিতে এক বিন্‌তে মাখাজ (এক বছর পূর্ণ হয়ে ২য় বছরে উপণীত উটনি) ৩৫ পর্যন্ত। এর অতিরিক্ত হলে তাতে ৪৫ পর্যন্ত এক বিন্‌তে লাবুন (দুই বছর পূর্ণ হয়ে ৩য় বছরে উপনীত উটনি)। আর যখন এর বেশি হয়ে যাবে তবে তাতে ৬০ পর্যন্ত এক হিক্কা (তিন বছর পূর্ণ হয়ে ৪র্থ বছরে উপণীত উটনি)। যখন এর চেয়ে বেশি হবে তখন তাতে ৭৫ পর্যন্ত এক জাজা'আহ (৫ম বছরে

[১১৯৪] দিনার সম্পর্কেও এমনভাবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এটি এক মিসকাল স্বর্ণ বরাবর হয়। তবে তারপর মিসকালের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ আলেমের মতে এক মিসকাল হয় সাড়ে চার মাশায়। অথচ আল্লামা লখনবি রহ. এর তাহকিক হলো, এক মিসকাল হয়, তিন মাশা এক রতিতে। এর ক্ষেত্রেও সংখ্যাগরিষ্ঠের তাহকিক প্রধান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন 'আওজানে শরইয়্যা।'-সংকলক।

উপণীত উটনি)। যখন এর চেয়ে বেশি হবে তবে তাতে দুটি বিনতে লাবুন ৯০ পর্যন্ত। তারপর যখন বেশি হয়, তখন তাতে ১২০ পর্যন্ত দুই হিক্কা। যখন ১২০ এর অধিক হয়, তখন প্রতিটি ৫০ এ এক হিক্কা। আর প্রতি ৪০টিতে এক বিনতে লাবুন। আর বকরির মধ্যে ৪০টিতে এক বকরি ১২০ পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশি হলে ২০০ পর্যন্ত দুই বকরি। এর বেশি হলে ৩০০ বকরি পর্যন্ত ৩ বকরি। ৩০০ বকরির বেশি হলে প্রতি শত বকরিতে ১টি বকরি। তারপর ৪০০ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব নেই। পক্ষান্তরে সদকার ভয়ে বিচ্ছিন্ন জিনিস একত্র করা যাবে না, আবার একত্রিত জিনিসকে বিক্ষিপ্ত করা যাবে না। আর যেসব জন্তু দুইজনের যৌথ মিশ্রিত হয় তারা দুজন একজন অপরজনের কাছ হতে সমানভাবে ফেরত লেনদেন করবে। তবে কোনো বৃদ্ধা এবং দোষ-ত্রুটি যুক্ত পশু সদকাতে গণ্য হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জুহরি বলেছেন, যখন সদকা উসুলকারি আসবে তখন বকরিগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করবে। তিনভাগের একভাগ উত্তম, আর এক তৃতীয়াংশ মধ্যম। আর এক তৃতীয়াংশ নিম্ন মানের। সদকা উসুলকারি মধ্যম ধরণের জন্তু হতে গ্রহণ করবে। জুহরি এখানে গরুর কথা আলোচনা করেননি।

এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু বকর সিদ্দিক, বাহ্‌জ ইবনে হাকিম-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে এবং আবু জর ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن। অধিকাংশ ফকিহের মতে এই হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ প্রমুখ জুহরি-সালেম সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। 'তবে তারা এটিকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। শুধু সুফিয়ান ইবনে হুসাইন মারফুরূপে এটি বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قض وعمرحتى فبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة [১১৯৫] وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين اربع شياء وفى خمس وعشرين بنت مخاض[১১৯৬] الى خمس و ثلاثين فاذا زادت ففيها بنت لبون[১১৯৭] الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة [১১৯৮] الى ستين

[১১৯৫] ضان শব্দটি পশমবিশিষ্ট জন্তুর সঙ্গে বিশেষিত, আর معز শব্দটি চুলবিশিষ্ট জন্তুর সঙ্গে। পক্ষান্তরে شاة ও غنم এ দুটি অপেক্ষা ব্যাপক। চাই নর হোক অথবা মাদি। আর كبش শব্দটি নর ভেড়াকে বলে, نعجة বলে মাদিটিকে। বস্তুত تيس নর ছাগলকে বলে। আর عنزة বলা হয়, মাদিটিকে। -সংকলক।

[১১৯৬] بنت مخاض বলা হয় এমন উটনিকে যার এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে। بنت مخاض নামকরণের কারণ হলো, তার মা অন্তঃসত্তা হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। অথবা গাভীন (বাচ্চা সম্ভবা) হয়েছে। -মা'আরিফ : ৫/১৭৩ -সংকলক।

[১১৯৭] بنت لبون বলা হয় এমন উটনিকে যার দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে। আর এই নামকরণের কারণ হলো, তার মা অন্য বাচ্চার দুধের অধিকারিণী হয়েছে। -মা'আরিফ : ৫/১৭৩ -সংকলক।

[১১৯৮] 'হিক্কা' এমন উটনিকে বলা হয় যেটির তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। এই নামকরণের কারণ হলো, এটির ওপর আরোহন যোগ্য হয়েছে এবং অন্য কোনো নর দ্বারা রতিক্রিয়ার যোগ্য হয়েছে। -মা'আরিফ : ৫/১৭৩। -সংকলক।

فاذا زادت ففيها جذعة[১১৯৯] الى خمس وسبعين فاذا زادت ففيها ابنة لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومأة الخ.

উটের জাকাতের ক্ষেত্রে একশ বিশ পর্যন্ত একমত[১২০০] যে, এই হিসাব মতেই আমল হবে, যেটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ১২০ -এর পর মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব ১২০ পর্যন্ত দুই হিক্কা (তিন বছর পূর্ণ উটনি) ওয়াজিব। আর ১২০ হতে একটিও বেশি হলে ফরজ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ১২১ পর্যন্ত তিনটি বিন্‌তে লাবুন (দুই বছর পূর্ণ উটনি) ওয়াজিব হবে। আর এখান হতেই তাদের মধ্যে হিসাব ৪০ এবং ৫০ এর ওপর আবর্তিত হবে। অর্থাৎ, এই স্যাংখ্যায় যতো চল্লিশ হবে ততোগুলো বিন্‌তে লাবুন এবং যতো ৫০ হবে ততোগুলো হিক্কা ওয়াজিব হবে। যেমন ১২০ পর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে দুই হিক্কা ছিলো। এবার ১২১শে তিনটি বিন্‌তে লাবুন হবে। কেনোনা, ১২১শে তিনটি ৪০ রয়েছে। তারপর ১৩০শে দুটি বিন্‌তে লাবুন আর একটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। কেনোনা, এই সংখ্যায় দুটি ৪০ এবং একটি ৫০ রয়েছে। তারপর ১৪০শে দুই হিক্কা একটি বিন্‌ত লাবূন। (কেনোনা, এই সংখ্যায় দুটি ৫০ এবং একটি ৪০ রয়েছে।) আর ১৫০ শে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব। (কেনোনা এখানে তিনটি ৫০ রয়েছে।) এমনিভাবে ফরজ পরিবর্তন হয়ে যাবে প্রতি দশকে।

মালেক রহ. এর মাজহাব

শাফেয়িদের মতোই ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবও। অবশ্য এতোটুকু পার্থক্য আছে যে, ৪০ এবং পঞ্চাশ সমূহের এ হিসাব শাফেয়ি রহ. এর মতে ১২১ হতেই শুরু হয়ে যাবে। অথচ ইমাম মালেক রহ. এর মতে এই হিসাব ১৩০ হতে শুরু হয়। অর্থাৎ, ১২৯ পর্যন্ত দুই হিক্কা (তিন বছরের উটনি) ওয়াজিব থাকবে। আর ১৩০ হতে ওপরযুক্ত হিসাব শুরু হবে[১২০১], আর ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতো এক হিক্কা ও দুটি বিন্‌তে লাবুন (দুই বছরের উটনি) আবশ্যক হবে।

শাফেয়ি এবং মালেকিদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিস। যার শর্তাবলি নিম্নযুক্ত,

فاذازادت على عشرين ومأة ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين ابنة لبون

'যখন ১২০ -এর অধিক হয়ে যাবে তখন প্রতিটি ৫০শে এক হিক্কা, আর প্রতিটি ৪০শে একটি বিন্‌তে লাবুন।'

এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা উভয় মাজহাবের ওপর দলিল পেশ করা যায়। অবশ্য এই বাক্যটির একটি ব্যাখ্যা আবু দাউদে[১২০২]

[১১৯৯] মূল অভিধানে এর অর্থ হলো, যৌবনপ্রাপ্ত-জন্তু হোক বা মানুষ। আর উটনির মধ্যে যেটি পঞ্চম বর্ষে উপনীত হয়েছে। এই নাম করণের কারণ হলো, এটি দুধের বয়স খতম করে দেয়। সবগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্য হলো মাদি। কারণ, এটিই জাকাতে ওয়াজিব হয়। আর নরটিও (দেওয়া) বৈধ আছে মূল্য লাগিয়ে। -মা'আরিফ : ৫/১৭৩ সংকলক।

[১২০০] ইমাম চতুষ্টয় এ পরিমাণের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। অবশ্য এতে অন্য কারো কারো মতপার্থক্য রয়েছে। -মা'আরিফ : ৫/১৭৪ -সংকলক

[১২০১] মালেক রহ. এর মাজহাবের মতো ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব। এমতই পোষণ করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আবু উবাইদ। এটি ইবনুল হাকামের বর্ণনা ইমাম মালেক রহ. হতে। ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্রগণের মধ্য হতে ইবনুল মাজিশুনের বক্তব্যেও এটিই। -বিদায়া -ইবনে রুশদ, ইত্যাদি। -মা'আরিফ : ৫/১৭৫ -সংকলক।

[১২০২] ১/২২০, باب فى زكوة السائمة ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পত্রের কপি, যেটি তিনি সদকা সম্পর্কে লিখেছিলেন। এটি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর বংশধরের কাছে আছে। ইবনে শিহাব বলেছেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে সেটি পড়িয়েছিলেন। তারপর আমি তা যথার্থরূপে হেফাজত

ইমাম জুহরি রহ. হতে বর্ণিত আছে। যেটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের অনুকূল। এটাই অবলম্বন করেছেন ইমাম শাফেয়ি রহ.।

আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব

আবু হানিফা রহ.[১২০৩] এর মাজহাব তাদের বিপরীত এই যে, ১২০ পর্যন্ত দুই হিক্কা ওয়াজিব থাকবে। তারপর অসম্পূর্ণ নতুন গণনা শুরু হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি পাঁচে একটি বকরি বাড়তে থাকবে। এমনকি ১৪০শে দুই হিক্কা এবং ৪টি বকরি হবে। আর ১৪৫শে দুই হিক্কা ও ১টি বিনত মাখাজ (এক বছরের উটনি) হবে। এরপর ১৫০শে তিন হিক্কা ওয়াজিব হবে। এটাকে বলে ইসতিনাফে নাকিস। এই নামকরণের কারণ হলো, এতে বিন্‌তে লাবুন আসেনি। অতঃপর ১৫০ এর পর ইসতিনাফ কামিল হবে। অর্থাৎ, প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরি বাড়তে থাকবে। এমনিভাবে ১৭০ এ তিনটি হিক্কা এবং ৪টি বকরি হবে। তারপর ১৭৫ -এ তিন হিক্কা এবং এক বিনতে মাখাজ। তারপর ১৮৬ তে তিন হিক্কা এক বিন্‌তে লাবুন। এরপর ২০০তে চার হিক্কা হয়ে যাবে। এরপর ইসতিনাফ কামিল হতে থাকবে সর্বদা।

হানাফিদের দলিল- আমর ইবনে হাজম রা. এর সহিফা[১২০৪], যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লেখিয়ে দিয়েছিলেন। এতে উটের জাকাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

انها اذا بلغت تسعين ففيها حقتان ألى ان تبلغ عشرين ومائة فاذا كانت اكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة فما فضل فأنه يعاد إلى أوّلفريضة الإبل [১২০৫]

করেছি। এটিই উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে কপি করেছেন। তারপর ইমাম জুহরি রহ. পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেছেন। জুহরি রহ. বলেছেন, ১২১ পর্যন্ত গুণলে তাতে তিনটি বিন্‌তে লাবুন আসবে ১২৯ পর্যন্ত। যখন ১৩০ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তাতে আসবে দুইটি বিন্‌তে লাবুন ও একটি হিক্কা (তিন বছরের উটনি)...।

[১২০৩] আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, তার সঙ্গীদের মত। এ মতই পোষণ করেছেন, সুফিয়ান সাওরি, নাখয়ি ও ইরাকিগণ। এটা ইবনে মাসউদ রা. এর মত। সাফাকিসি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এটা উমর রা. এর মত। তবে এটি উমর রা. হতে প্রসিদ্ধ নয়। -উমদাতুল কারি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতটি নসবুর রায়ায় ইমাম জায়লায়ি রহ. এর বিবরণ মুতাবেক ইমাম মালেক রহ. এর একটি বর্ণনা। والله اعلم -মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৫/১৭৪, ১৭৫। -সংকলক।

[১২০৪] দশম হিজরিতে যখন ইয়ামানের নাজরান অঞ্চল বিজিত হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপ্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত আমর ইবনে হাজম রা. কে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন। বিদায়কালে তিনি হজরত উবাই ইবনে কাব রা. কর্তৃক চামড়ার একটি টুকরায় একটি চিঠি লিখিয়ে তাঁর কাছে অর্পন করেছিলেন। যাতে জাকাত, দিয়ত বা রক্তপণ এবং অন্যান্য বহু বিষয় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা লিপিবদ্ধ ছিলো। হজরত আমর ইবনে হাজম রা. এর পরে এই সহিফাটি তাঁর নাতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মদের কাছে ছিলো। তাঁর হতে হাদিসের সুপ্রসিদ্ধ ইবনে শিহাব জুহরি রহ. এই চিঠিটি পড়ে এর কপি অর্জন করেছেন। জুহরি রহ. এই চিঠিটিও ক্লাসে পড়াতেন। পরবর্তীতে এই চিঠিটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের অংশে রূপান্তরিত হয়েছে। এজন্য এর বিভিন্ন বাছাইকৃত অংশ মুসনাদে আহমদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, নাসায়ি, দারেমি ইত্যাদিতে জাকাত, দিয়ত ইত্যাদি অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। দেখুন, كتاب حديث عهد رسالت وعهد صحابه ﷺ তাবাকাতে ইবনে সাদের বরাতে : ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা : ২৬৭, আল-ওয়াছাইকুস্ সিয়াসিয়্যাহ নং ১০৫, পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৯, সুনানে নাসায়ি : ২/২৫১, ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول সুনানে দারাকুতনি : ৩/২০৯, ২১০ كتاب الحدود والديات নং ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, আত্ তালখিসুল হাবির : ৪/১৭, নং ১৬৮৮, كتاب الجراح باب ما يجب به القصاص -সংকলক।

[১২০৫] শরহে মা'আনিল আছার : ২/৩৪৮, ৩৪৯, كتاب الزيادات باب الزكوة فى الأبل السائمة -সংকলক।

'যখন ৯০ পর্যন্ত পৌঁছে তখন ১২০ পর্যন্ত পৌঁছার আগে দুই হিক্কা। যখন এর চেয়ে বেশি হয়ে যাবে তখন প্রতিটি ৫০ এ এক হিক্কা। এর বেশি হলে উটের প্রথম ফরজের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

এতে في كل اربعين بنت لبون এরও কোনো উল্লেখ নেই। বরং এতে ৫০ সমূহের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। আর এতে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, ১২০ এর পর ফরজ ফিরে এসে সে হিসেবের ওপর চলে যাবে, যার হতে এর সূচনা হয়েছিলো। এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব।

আপত্তি : হজরত আমর ইবনে হাজম রা. এর বর্ণনার ওপর খুসাইব ইবনে নাসিহ এর দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

জবাব : খুসাইবের[১২০৬] মধ্যে যদিও এক স্তরের দুর্বলতা আছে, তা সত্ত্বেও তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য[১২০৭]। তাছাড়া তাহাবি রহ. এটাকে-ابو بكرة حدثنا أبو عمرو الضرير حدثنا حماد بن سلمة সূত্রেও বর্ণনা করেছেন[১২০৮]। খুসাইবের সূত্র এতে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয় যে, এই হাদিসটি নির্ভর করে হাম্মাদ ইবনে সালামার[১২০৯] ওপর। অথচ শেষ বয়সে গড়বড় এসে গেছে।

জবাব : হাম্মাদ ইবনে সালামা মুসলিমের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর একক বিবরণ ক্ষতিকর নয়। আর তার শেষ জীবনে গড়বড় সৃষ্টি হওয়ার যে বিষয়টি- অনেক সেকাহ হাফেজের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা ঘটেছে[১২১০]। তবে শুধু এই কারণে তার বর্ণনাগুলোকে ব্যাপক আকারে রদ করা যায় না। এ কারণে এই ধরণের রাবিদের বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য, একথা যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হয় যে, এই বর্ণনাটি শেষ বয়সের।

প্রশ্ন : তৃতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, কায়স ইবনে সাদ নিজ গ্রন্থ হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং পরবর্তীতে সে কিতাবটি হারিয়ে গেছে[১২১১]।

[১২০৬] হজরত খুসাইব ইবনে নাসিহ আল হারেসি আল-বসরি। মা'মুলি সত্যবাদী। তবে কখনও মিথ্যা কথা বলেন। নবম শ্রেণীর রাবি। ২০৮হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন ২০৭ হিজরিতে। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/২২৩, নং ১২৫ -সংকলক।

[১২০৭] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, খুসাইবের মধ্যে দুর্বলতা আছে, তা সত্ত্বেও সুনান গ্রন্থকারগণ তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফ : ৫/১৭৮ -সংকলক।

[১২০৮] তাহাবি : ২/৩৪৯, كتاب الزيادات، باب الزكوة فى الأبل السائمة সংকলক।

[১২০৯] হাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে দিনার বসরি। আবু সালামা সেকাহ, আবিদ, সাবিতের বর্ণনার ব্যাপারে সর্বাধিক সেকাহ। অবশ্য শেষ বয়সে স্মরন শক্তিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির মহান রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। (তাবে তাবেয়িনের মধ্যম শ্রেণীর বর্ণনাকারি।) তিনি ৬৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। তার বর্ণনাগুলো ইমাম বোখারি রহ. প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম রহ.ও চার সুনান গ্রন্থকারও বর্ণনা করেছেন। তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/১৯৭, নং ৫৪২ -সংকলক।

[১২১০] যেমন, দেখুন তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/১৯, নং ৭৮ আহমদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ওহাব ইবনে মুসলিম মিসরির জীবনী, খালাফ ইবনে খলিফা ইবনে সাইদ আল আশজায়ি এর জীবনী : ১/২২৫, নং ১৪০। তাছাড়া দেখুন, আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাদ ইবনে নাফে' আল হিময়ারির জীবনী : ১/৫০৫, নং ১১৮৩ সংকলক।

[১২১১] আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, হাম্মাদ ইবনে সালামার কিতাব নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তিনি স্মরণশক্তি হতে তাদেরকে হাদিস শোনাতেন। এটা হলো তার ঘটনা। তাছাড়া ইমাম আহমদ রহ. আফফান রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেছেন, আমার কাছ হতে হাজ্জাজ আল আহওয়াল কায়সের কিতাবটি ধার নিয়েছিলেন। তারপর মক্কা গিয়ে বললেন, কিতাবটি নষ্ট হয়ে গেছে। -সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/৯৪, ৯৫, كتاب الزكوة، قبيل باب تفسير اسنان الابل -সংকলক।

জবাব : কায়স ইবনে সাদ যেহেতু সেকাহ রাবি, সেহেতু তার হতে কিতাব হারিয়ে যাওয়া এবং বর্ণনা স্মরণশক্তি হতে বর্ণনা করা ক্ষতিকর নয়।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, তার ব্যাপারে উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্ন জয়িফ এবং এই বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে দলিল পেশ করার মতো[১২১২]।

তাহাবি ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদিতে হজরত ইবনে মাসউদ রা.[১২১৩] এবং আলি রা. এর

[১২১২] ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, এটি হলো, আমর ইবনে হাজম রা. এর জন্য লিখিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি। এটি প্রসিদ্ধ। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. তাঁর হতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমামদের একটি দল ওপরযুক্ত চিঠি সংক্রান্ত হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। সনদগতভাবে নয়। বরং প্রসিদ্ধি হিসেবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁর রিসালায় বলেছেন, লোকজন এই হাদিসটি ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি। ইবনে আবদুল বার রহ. বলেছেন, এটি সিরাত গ্রন্থকারদের কাছে প্রসিদ্ধ চিঠি। ওলামায়ে কেরামের কাছে এর বিষয়াবলি এতটা প্রসিদ্ধ যে, প্রসিদ্ধির কারণে তার সনদের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, লোকজন কর্তৃক এটাকে গ্রহণ করে নেওয়া ও এটি সম্পর্কে জানার কারণে প্রায় মুতাওয়াতিরের মতো হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে ওহাব-লাইছ ইবনে সাদ-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটি এর প্রসিদ্ধ দলিল করছে। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেছেন, হাযম বংশধরের কাছে একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র। উকায়লি বলেছেন, এ হাদিসটি প্রমাণিত ও সংরক্ষিত। তবে আমরা মনে করি, এটিই জুহরির উর্ধ্বতন রাবিদের কাছে হতে শ্রুত চিঠি নয়। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেছেন, যে সমস্ত কিতাবে চিঠি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আমর ইবনে হাজম রা. এর এই চিঠি অপেক্ষা আর কোনো চিঠি বিশুদ্ধতম বলে আমি জানি না। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িন এর শরণাপন্ন হতেন। এবং তাঁদের রায় পরিহার করতেন। হাকেম বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং তাঁর যুগের ইমাম জুহরি রহ. এ চিঠিটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারপর তিনি এটি বর্ণনা করেছেন, তাঁর সূত্রে তাঁদের সনদে। -আত-তালখিসুল হাবির : ৪/১৭, ১৮, নং ১৬৮৮। كتاب الجراح، باب ما يجب به القصاص

[১২১৩] হজরত খুসাইফ-আবু উবায়দা ও জিয়াদ ইবনে আবু মারাইয়াম-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি উটের ফরজ জাকাত সম্পর্কে বলেছেন, যখন উট ৯০ এর উর্ধ্বে পৌছবে তখন ১২০ পর্যন্ত ২ হিক্কা তথা তিন বছরের উটনি। যখন ১২০ পর্যন্ত পৌছবে তখন ফরজ বকরি দ্বারা নতুনভাবে ওয়াজিব হবে। প্রতি ৫টিতে এক বকরি। যখন ২৫ পর্যন্ত পৌছবে তখন উটের ফরজ জাকাত আসবে। যখন উট এর চেয়ে বেশি হবে তখন প্রতি ৫০ এ একটি করে হিক্কা। -শরহে মা'আনিল আছার : ২/৩৪৯, كتاب الزيادات، باب الزكوة فى الإبل السائمة

মোটকথা হলো, ১২০শে দুই হিক্কা ওয়াজিব হবে। এরপর বৃদ্ধি পেলে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরি সংযুক্ত হবে। সুতরাং ১২৫শে দুই হিক্কা এক বকরি। ১৩০ শে দুই হিক্কা দুই বকরি। ১৩৫ শে দুই হিক্কা তিন বকরী। ১৪০ শে দুই হিক্কা ৪ বকরি ওয়াজিব হবে। তারপর ১২০ শে ২৫টি অতিরিক্ত হবে। অর্থাৎ, সংখ্যা যখন ১৪৫ পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন উটের হিসাব শুরু হবে এবং দুই হিক্কা আরো একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। তারপর অতিরিক্ত সংযুক্ত হলে ৫০ এর হিসাব শুরু হবে এবং ১৫০ (যেটি তিন পঞ্চাশ সম্বলিত) এ তিন হিক্কা ওয়াজিব হবে। তারপর আরো বাড়লে ৫০ সমূহের হিসাব আরম্ভ হবে। ১৫০ যেখানে তিন পঞ্চাশ আছে- সেখানে তিন হিক্কা ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে পূর্ণ নতুন হিসাব আসার পর প্রতি পঞ্চাশের ওপর এক হিক্কা সংযুক্ত হতে থাকবে।

জায়লায়ি রহ. বলেন, বায়হাকি রহ. ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনার ওপর তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ১. এই বর্ণনাটি মওকুফ। ২. এটির বর্ণনাকারি দুজন রাবি আবু উবায়দা ও জিয়াদ এবং ইবনে মাসউদ রা. এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ৩. খুসাইফ দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না। -নসবুর রায়াহ : ২/৩৪৫, باب صدقة السوائم، فصل فى الإبل

এর জবাব হলো, এই বর্ণনাটি মওকুফ হওয়ার যে বিষয় এর সম্পর্কে মূলপাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি কিয়াসের মাধ্যমে অনুধাবিত না হওয়ার কারণে তা মারফু' পর্যায়ের হয়ে থাকে। আর পরবর্তী দুটি প্রশ্নের জবাব আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এভাবে দিয়েছেন- 'খুসাইফকে ইবনে মাইন রহ. ও আবু জুরআ, রহ. প্রমুখ সেকাহ বলেছেন। -মিজানুল ই'তিদাল। তাছাড়া অনেকে আবু উবায়দা-তার পিতা তথা ইবনে মাসউদ রা. হতে শ্রবণ দলিল করেছেন। তাছাড়া তাঁর বয়সও এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং সনদটি সহিহ না হলেও হাসান। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৭৯।

আছরগুলো বর্ণিত আছে। যেগুলোতে নেসাবের বিস্তারিত বিবরণ হানাফি মাজহাবের সম্পূর্ণ অনুকূল উল্লেখিত রয়েছে।

এই মওকুফ আছরগুলোও মারফূ' পর্যায়ের। কেনোনা, এটা হলো, শরয়ি পরিমাণের ব্যাপার। যেগুলো কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য হয় না।

আর এসব বিষয়ে মারফূ' হাদিসের মর্যাদা রাখে সাহাবির বক্তব্যগুলোও। তারপর বিশেষভাবে আলি রা.[১২১৪] এর আছর তাই গুরুত্বের অধিকারি যে, সহিহ বোখারি-মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তার কাছে হাদিসে নববীর একটি সহিফা মওজুদ ছিলো[১২১৫]। যেটি তার তলোয়ারের খাপে (কেরাবে[১২১৬]) থাকতো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য জিনিস ব্যতীতও[১২১৭] উটের বয়সের[১২১৮] হুকুমও লিখিয়ে দিয়েছিলেন[১২১৯]।

তাছাড়া ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এর আছর দ্বারাও এর সমর্থন হয়। সেটি হলো, زادت الإبل على عشرين ومأة ردت الى أول الفرض -শরহে মা'আনিল আছার : ২/৩৪৯, باب الزكوة فى الإبل السائمة-সংকলক।

১২১৪ সুফিয়ান-আবু ইসহাক-আসেম ইবনে যামরা-আলি রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন ১২০ এর অধিক হবে তার ফলে ফরজ নতুন হয়ে যাবে। এই হাদিসটি আবু উবাইদ কিতাবুল আমওয়ালে (৩৬৩) বর্ণনা করেছেন। -বুগইয়াতুল আলমায়ি ফি তাখরিজিজ্ জায়লায়ি : ২/৩৪৫, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১২৫, من قال اذا زادت عشرين ومأة استقبل بها الفريضة সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৪/৯২ كتاب الزكوة، باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه بخلاف ما مضى الخ সবাই আবু ইসহাক-আসেম ইবনে জামরা-আলি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই আছরটিও কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে মারফূ' হাদিসের পর্যায়ভুক্ত।

এখানে ইমাম বায়হাকি রহ. এর ওপর একটি প্রশ্ন করেছেন যে, শরিক আবু ইসহাক-আসেম ইবনে জামরা-আলি রা. সূত্রে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন উট ১২০ এর অধিক হয়ে যায়, তখন প্রতি ৫০ এ এক হিক্কা। আর প্রতিটি ৪০ এ একটি বিন্‌তে লাবুন। -বায়হাকি : ৪/৯৩, باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, সুফিয়ান শরিকের তুলনায় বড় হাফেজ। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটিই প্রধান। তাছাড়া সুফিয়ান এবং শরিকের বর্ণনায় কোনো বিরোধও নেই। সুতরাং কোনো প্রশ্নও নেই। বিরোধ না থাকার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ফাতহুল ক্বাদির : ১/৪৯৮, باب صدقة السوائم-সংকলক।

১২১৫ এই সহিফা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সহিহ বোখারি ১ম খণ্ডের নিম্নেযুক্ত স্থানগুলো দেখুন- ১. كتاب العلم باب كتابة العلم، صـــ٢١ ২. كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير ৩. فضائل المدينة، باب حرم المدينة صـــ٢٥١، ٢٥٢ ' كتاب الجهاد، باب ৫. كتاب الجهاد باب ما ذكر من درع النبى صلى الله عليه وسلم وعصاه الخ صـــ٤٢٨. ٤٢٨صـــ كتاب الجهاد، باب اثم من عاهد ثم غدر صـــ٤٥١ ৬. ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها ادناهم صـــ٤٥٠-কিতাব-সংকলক।

১২১৬ সহিহ বোখারি : ২/১০৮৪, وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، باب مايكره من التعمق والتنارع والغلو فى الدين والبدعة، كتاب الإعتصام وفى الصحيح لمسلم وصحيفة معلقة فى قراب سيفه : ٤٤٢/١، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة كة الخ-সংকলক।

১২১৭ যেমন, দিয়ত, ফিদয়া, কিসাস, জিম্মিদের অধিকার, নিঃসন্তান ও লা-ওয়ারিশ আজাদকৃত দাসদের পরিত্যাক্ত সম্পদ ও চুক্তি সংক্রান্ত আহকাম এবং মদিনা হেরেম হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ- এসবগুলোর জন্য পেছনের বরাতগুলো দেখুন। তাছাড়া দেখুন, কিতাবাতে হাদিস : ৭৯ -সংকলক।

১২১৮ বোখারিতে (২/১০৪৮, كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع) আছে, তারপর তিনি সহীফা খুললেন, দেখলেন তাতে রয়েছে উটের বয়স সমূহ। সহিহ মুসলিমে (১/৪৪২, كتاب الحج، باب فضل المدينة الخ) আছে, 'তাতে রয়েছে উটের বয়স সমূহ'। -সংকলক।

সুতরাং স্পষ্ট এটাই যে, তার বর্ণিত তাফসিল সে সহিফা অনুযায়ীই হবে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি মুফাসসার। আর আমর ইবনে হাজম রা. এর বর্ণনাটি বিস্তারিত। সুতরাং সংক্ষিপ্তটিকে বিস্তারিতের ওপর প্রয়োগ করা হবে। যার বিশদ বিবরণ হলো যে, فی کل خمسین حقة (প্রতি পঞ্চাশে এক হিক্কা) হানাফিদের বর্ণিত তাফসিল অনুযায়ীও হতে পারে[১২২০]। অবশ্য فی کل اربعین ابنة لبون বাক্যটি বাহ্যত হানাফিদের বিপরীত বোঝা যায়, তবে এতেও বলা যায় যে, فی کل اربعین দ্বারা উদ্দেশ্য ৩৬ হতে নিয়ে ৩৯ পর্যন্ত সংখ্যা। আরবদের ভাষায় এ ধরণের উদারতা ও প্রশস্ততা রয়েছে যে, ভাঙতিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু দশকগুলো উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায় এটি استیناف کامل এর বিবরণ হবে। আর হানাফিদের মতে استیناف کامل এ ৩৬ হতে নিয়ে ৪৯ পর্যন্ত বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়। এই ব্যাখ্যার[১২২১] পর فی کل اربعین ابنة لبونবাক্যটিও হানাফি মাজহাবের অনুকূল হয়ে যায়। বস্তুত বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এমন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন : এই ব্যাখ্যার ওপর এই প্রশ্ন করা যায় যে, আবু দাউদের[১২২২] বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় শাফেয়িদের বর্ণিত তাফসির উল্লেখিত রয়েছে। তাতে নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে,

فاذا کانت احدی وعشرین ومأة ففیها ثلاث بنات لبون حتی تبلغ تسعا وعشرین ومأة ففیها ثلاث بنات لبون حتی تبلغ تسعا وعشرین ومأة فاذا کانت ثلاثین ومأة ففیها بنتا لبون وحقة حتی تبلغ تسعا وثلاثین ومأة الخ.

'যখন ১২১ হবে তখন ১২৯ পর্যন্ত তিনটি বিনতে লাবুন। যখন ১৩০ হবে তাতে দুটি বিনতে লাবুন ও এক হিক্কা ১৩৯ পর্যন্ত ....।

[১২১৯] হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (৬/১৫০) বলেছেন, আলি রা. এর সহিফাতে জাকাতের ব্যয় খাতের বিবরণ রয়েছে। - মা'আরিফ : ৫/১৮১, অতিরিক্ত আরো দেখুন, সহিহ বোখারিতে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার বর্ণনা : ১/৪৩৮, کتاب الجهاد، باب ماذکر من درع النبی صلی الله علیه وسلم وعصاه الخ -সংকলক।

[১২২০] কারণ, ১৫০শে (যেটি তিন পঞ্চাশ বিশিষ্ট।) হানাফিদের মতেও তিন হিক্কা ওয়াজিব হয়। আর ইসতিনাফ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর ২০০তে (চার পঞ্চাশ বিশিষ্ট) চারটি হিক্কা ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে পরবর্তী ৫০ এ হানাফিদের মতে একটি হিক্কা বৃদ্ধি পায় এতে বোঝা গেলো 'প্রতি পঞ্চাশে এক হিক্কা' এটি হানাফিদের সম্পূর্ণ অনুকূল। والله اعلم -সংকলক।

[১২২১] তবে এই ব্যাখ্যার পরও এই জটিলতা অবশিষ্ট হতে যায় যে, 'প্রত্যেক চল্লিশে একটি بنت لبون ' এই বাক্যটি ১২০ পর্যন্ত জাকাতের কথা বর্ণনা করার তৎক্ষণাত পর এসেছে। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, এর সম্পর্ক ১২০ হতে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার সঙ্গেও। অথচ হানাফিদের মতেও ১২০- ১৫০ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ নতুন হিসাব হয়। যাতে بنت لبون ই আসে না। যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা ১৫০ পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ নতুন হিসাবে তো চালু হতে পারে। তবে ১২০-১৫০ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ নতুন হিসাবে চালু হতে পারে না। অথচ বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ এটাকে ১২০ পরবর্তী সমস্ত সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করছে।

অবশ্য এটা করা যায় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে 'প্রতি চল্লিশে এক بنت لبون' এর সম্পর্ক ১২০ পরবর্তী সমস্ত সংখ্যার সঙ্গেই। তবে বস্তুত এর সম্পর্ক ১৫০ পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ নতুন হিসাবের সঙ্গে। এ কারণেই এটাকে আমরা ইজমালি মেনে আমর ইবনে হাযম রা. এর হাদিসটিকে এর তাফসিল সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং ভেবে দেখা যেতে পারে।

[১২২২] ১/২২০, باب فی زکوة السائمة -সংকলক।

সুতরাং আবু দাউদের বর্ণনা তিরমিযীর বর্ণনার জন্য ব্যাখ্যাতা মনে করা হবে।

জবাব : এই তাফসিরটি রাবির পক্ষ হতে প্রবিষ্ট (মুদরাজ[১২২৩]), যা দলিল নয়। والله اعلم[১২২৪]

[১২২৫] ولايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع مخافة [১২২৬] الصدقة

[১২২৩] আনওয়ার রহ. বলেছেন, তবে আমি বললো, এই অতিরিক্ত অংশ রাবি কর্তৃক প্রবিষ্ট তথা মুদরাজ। কারণ, যদি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠির মূলপাঠ হতো তাহলে ইমাম বোখারি ও তিরমিযী রহ. কিভাবে তা নির্ধারণ করলেন না এবং পূর্ণাঙ্গ আকারে তা বর্ণনা করলেন না? এর সহায়ক হলো, দারাকুতনির বর্ণনা। সুনানে দারাকুতনিতে যখন তিনি এই তাফসিল বর্ণনা করেছেন, তখন তার শুরুতে বলেছেন, وهذا كتاب تفسير لا يؤخذ فى شيئ من ابل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود الا انه ذكر فيه مثل مافى حديث ابى داود من الزيادة সুতরাং এ কথা বলতে বাধ্য যে, এটা রাবির পক্ষ্য হতে প্রবিষ্ট। অনুরূপ বিষয়ে এটা দলিল হতে পারে না। অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৮২, ১৮৩ -সংকলক।

[১২২৪] বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, আলোচনা ও গবেষণার পর দুটি সুরত (প্রথম ১২০ পরবর্তী প্রথম পর্যন্ত নতুন হিসাব। যেমন, আবু হানিফা রহ., তার ছাত্ররা, সাওরি ও সমস্ত ইরাকিদের মাজহাব। ২. নতুন হিসাব না হওয়া। (যেমন, ইমামত্রয়ের মাজহাব।) এর দ্বারা ফরজ আদায় হয়ে যাবে এবং সব তারতিব বৈধ। এ দুটির ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে। হাফেজ ইবনে জারির তাবারি রহ. এটা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, নতুন হিসাব করা ও না করা উভয়টির ইখতিয়ার রয়েছে। কারণ, উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে হাদিস এসেছে। খাত্তাবি রহ. মা'আলেমে, নববী রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে, বদরুদ্দিন আইনি উমদাতুল কারিতে, আবু বকর রাজি আহকামুল কোরআনে, ফখর জায়লায়ি তাবয়িনে (ما اختاره ابو حنيفة كلام متين فى ترجيح) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এগুলো দ্রষ্টব্য। যার ইচ্ছে ইরাকিদের মত গ্রহণ করবে। যার ইচ্ছে সে হিজাযীদের মত গ্রহণ করবে। আমরা সুদৃঢ় বক্তব্য করি যে, উভয় তারতিব নববী যুগ হতে প্রমাণিত। চার খলিফার যুগে প্রত্যেকটির ওপর আমল অব্যাহত ছিলো। তৎপরবর্তী পূর্ব পুরুষগণ এর ওপর আমল করেছেন। সুতরাং এ দুটি বক্তব্যের কোনো একটিকে অস্বীকার করা বৈধ নয়। কাজেই রাসাইলুল আরকানে বাহরুল উলূম রহ. এর এ বক্তব্যটি বিস্ময়কর যে, ان الاشبه هو قول الشافعى واحمد وان حججهم اقوى من حجة الحنفية الخ শায়খ (র) বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ হতে চলে এসেছে। হজরত আলি রা. এর খিলাফত আমলে যে বিষয়ে আমল চলে আসছে সূত্র পরম্পরায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার যুগে যার ওপর আমল করেছেন। তারপর সমস্ত ইরাকবাসী এমনকি সুফিয়ান সাওরি, আবু হানিফা রহ. যার ওপর আমল করেছেন তার চেয়ে শক্তিশালী মওরুছি আমল আর কোনটি হতে পারে? সুতরাং কিভাবে বলা যায় যে, তাদের দলিল শক্তিশালী নয়? -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৮৪ -সংকলক।

মতবিরোধ রয়েছে[১২২৫] এ ব্যাপারে যে, এই নিষেধাজ্ঞা সাদকা উসুলকারির ক্ষেত্রে? না মালেকের ব্যাপারে? না উভয়ের সম্পর্কে? ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে এই নিষেধাজ্ঞা জাকাত উসুলকারির জন্য। আল্লামা দাউদি রহ. কিতাবুল আমওয়ালে এটি বর্ণনা করেছেন। -আইনি : ৯/৯, باب لا يجمع بين متفرق الخ। আল্লামা খাত্তাবি রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক জাকাত উসুলকারি ও মালেক উভয়ের সঙ্গে। -আইনি : ৯/৯, মিরকাত শরহে মিশকাতে (৪/১৪৫, ما يجب فيه الزكوة) ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এই বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা মালেকের জন্য। এভাবেই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর তিনটি বর্ণনা হয়ে যায়। মোটকথা, তার আসল বর্ণনা এটাই যে, নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সদকা উসুলকারির সঙ্গে। ইমাম মালেক রহ. এর মতে নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক মালেকের সঙ্গে। -মা'আরিফ : ৫/১৮৪, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এর সম্পর্ক সদকা উসুলকারির সঙ্গে। -আরিজাতুল আহওয়াজী : ৩/১১০। বস্তুত হানাফিদের গ্রন্থাবলি হতে স্পষ্ট হয় যে, তাদের দুজনের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। -মা'আরিফ : ৫/১৮৫।

সারকথা, হাদিসের সম্বোধনটিকে যদি মালেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে একত্রিত করা ও বিচ্ছিন্ন করার কি পদ্ধতি হবে এর দুটি উদাহরণ পরবর্তী মূল পাঠে আসছে। আর যদি এই সম্বোধনকে জাকাত উসুলকারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করা হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন জিনিসকে একত্রিত করণের পদ্ধতি এই হবে যে, দুই ব্যক্তির প্রতিজনের কাছে ২০টি করে বকরি আছে। এমতাবস্থায় তাদের কারো ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে জাকাত উসুলকারি এমন করে যে, তাদের বিক্ষিপ্ত ছাগলগুলোকে একত্রিত গণ্য করে চল্লিশের সমষ্টির ওপর একটি বকরি উসুল করে নেয়। তাকে এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় তিন ইমাম ও হানাফিদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্য বোঝার জন্য কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ জরুরি।

ইমামত্রয়ের মাজহাব হলো, যদি কোনো মাল দু ব্যক্তির মাঝে শরিকানা বা যৌথ থাকে তাহলে জাকাত প্রতিটি ব্যক্তির আলাদা আলাদা অংশের ওপরে নয়, বরং সমষ্টির ওপর ওয়াজিব হয়। যেমন, যদি ৮০টি বকরি যৌথ ভাবে দুজনের হয় তাহলে জাকাত ৮০টি বকরির ওপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, মনে করা হবে এই ৮০টি বকরি একই ব্যক্তির স্বত্বাধিকার। আর যেহেতু ৮০টি বকরিতে নেসাব পরিবর্তন হয় না। বরং সে এক বকরিই ওয়াজিব থাকে যেটি ৪০শে ওয়াজিব ছিলো, তাই শুধু ১ বকরিই জাকাত দিতে হবে। অথচ যদি উভয়ের অংশ গণ্য হতো তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির অংশে ৪০টি বকরি পড়তো। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এক একটি বকরি ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিলো। তবে উভয়ের যৌথ সম্পদ হওয়ার কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি হতে এক এক বকরি উসুল করার পরিবর্তে সমষ্টি হতে শুধু একটি বকরি উসুল করা হবে। এর ফলে উভয়ের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তারপর এই যৌথতার দুটি পদ্ধতি আছে ইমামত্রয়ের মতে।

১. উভয়ে মালের মালেকানায় অংশিদার এবং মাল উভয়ের মাঝে মুশা তথা যৌথ।[১২২৭]

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, দুজন মালেকানায় তো অংশীদার নয়, বরং উভয়ের মালেকানা আলাদা আলাদা, তবে উভয়ের বাড়া বা সংরক্ষণস্থল এক এবং তাদের কমপক্ষে চারটি জিনিস যৌথ। ১. রাখাল, ২. চারণভূমি। ৩ দুধ দুহিতা, ও ৪.প্রজননদাতা নর। (راعی، مرعی، حالب فحل) এই পদ্ধতিকে বলে خلطة الجوار[১২২৮]।

আর একত্রিত জিনিসকে পৃথক করার পদ্ধতি হলো, মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে ১২০টি বকরি আছে। যার সমষ্টির ওপর শুধু একটিই বকরি ওয়াজিব হয়। তবে জাকাত উসুলকারি এগুলোকে ৪০টি ৪০টি করে তিনটি অংশে বিভক্ত করে তার হতে ৩টি বকরি উসুল করে। এমন করা সদকা উসুলকারির জন্য বৈধ নয়। والله اعلم বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন উমদাতুল কারি : ৯/৯-১০, باب لايجمع بين متفرق ان لا تجب الصدقة সংকলক।

১২২৬ قوله مخافة الصدقة এটা নিষেধাজ্ঞার কারণ। পেছনের টীকাতে উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে এর সম্পর্ক জাকাত উসুলকারির সঙ্গেও হতে পারে, আবার মালেকের সঙ্গেও। প্রথম অবস্থায় উহ্য ইবারত এমন হবে- مخافة قلة الصدقة অথবা مخافة ان لا تجب الصدقة তথা সদকা কম হওয়ার ভয়ে বা সদকা ওয়াজিব না হওয়ার আশংকায়। অর্থাৎ, জাকাত উসুলকারির জন্য সদকা কম হওয়ার ভয়ে অথবা সদকা ওয়াজিব না হওয়ার আশংকায় বিক্ষিপ্ত মাল একত্রিত না করা উচিত এবং একত্রিত মাল বিক্ষিপ্ত না করা উচিত। আর দ্বিতীয় অবস্থায় উহ্য ইবারত এমন হবে- مخافة كثرة لصدقة বা مخافة وجوب الصدقة অর্থাৎ, মালেকের জন্য বেশি সদকার ভয়ে কিংবা সদকা ওয়াজিব হওয়ার আশংকায় বিক্ষিপ্ত মালকে একত্রিত করা ও একত্রিত মালকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়। দেখুন আল-কাওকাবুদ্দুররি : ১/২৩৪। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মূলপাঠে আসবে। -সংকলক।

১২২৭ خُلْطَةٌ এর অর্থ হলো, অংশিদারিত্ব। আর خِلَطَةٌ এর অর্থ হলো, মেলামেশা, সামাজিকতা, -লিসানুল আরব। এখানে বিশুদ্ধ হলো, خُلْطَةٌ، خِلَطَةٌ নয়। -মা'আরিফ : ৫/১৮৫। প্রকাশ থাকে যে, خلطة الشيوع কে خلطة لإشتراك এবং خلطة الأ عيان ও বলা হয়। -সংকলক।

১২২৮ خلطة الجوار কে خلطةالأوصف ও বলে। তারপর ইমাম আহমদ রহ. এর মতে خلطة الجوار ধর্তব্য হওয়ার জন্য ৬টি বিষয়ে অংশীদারিত্ব জরুরি। ১. المسرح তথা চারণভূমি। অনেকে বলেছেন, চারণভূমির দিকে যাওয়ার পথ। আর অনেকে বলেছেন, যে জায়গায় পশু একত্রিত হয় ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ২. المراح চতুষ্পদ জন্তুর থাকার জায়গা বা আস্তেবলা। ৩. المحلب তথা যে পাত্রে পশুর দুধ দোহন করা হয়। এখানে দুধ মিশ্রিত হওয়া শর্ত নয়। আর আবু ইসহাক মারওয়াযী

ইমামত্রয়ের মতে خلطة الجوار ও এমন গণ্য হয় যেমন ধর্তব্য হয় خلطة الشيوع ফলে خلطة الجوار এর সুরতেও জাকাত উভয়ের সামগ্রিক সম্পদের ওপর ওয়াজিব হবে।

অপরদিকে এ বিষয়টিও মনে রাখা উচিত যে, সমষ্টির ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সূরতে অনেক সময় আলাদা ভাবে ওয়াজিব হওয়ার তুলনায় ওয়াজিবের পরিমাণ কমও হয়ে যায়। আবার কখনও বেশি হয়ে যায়। এবার ইমামত্রয় বলেন যে, হাদিসের ওপরযুক্ত বাক্যের অর্থ হলো, জাকাত বেশি ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে না দুইজনের মাল خلطة الشيوع অথবা خلطة الجوار সৃষ্টি করে একত্রিত করবে, না এগুলোকে আলাদা করবে। বরং যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকতে দিবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি দুই ব্যক্তির চল্লিশ চল্লিশটি করে বকরি হয় তাহলে আলাদা আলাদা হওয়ার সুরতে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। আর যৌথ হওয়ার সুরতে সমষ্টি তথা ৮০টিতে একটি ওয়াজিব হবে। এবার যদি দুই ব্যক্তি যাদের মাঝে না خلطة الشيوع আছে, না خلطة الجوار তারা জাকাত কমানোর নিয়তে পরস্পরে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি করে তবে এটা নাজায়েজ। আর এ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রয়েছে- لا يجمع بين متفرق। বিচ্ছিন্ন জিনিস একত্র করা যাবে না।'

এর বিপরীত যদি দুই ব্যক্তির কাছে দুইশ বকরি যৌথ হয় তাহলে এগুলোর সমষ্টির ওপর তিনটি বকরি ওয়াজিব হয়। এবার যদি এই অংশিদারিত্ব খতম করে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন করে নেয়, তাহলে প্রত্যেকের কাছে ১০১ টি বকরি হবে এবং প্রত্যেকের দায়িত্বে শুধু একটি করে বকরি ওয়াজিব হবে। সুতরাং যদি এই উদ্দেশ্যে

রহ. বলেছেন, তা শর্ত। সুতরাং একটির ওপর আরেকটির দুধ দোহন করতে হবে। বায়ান গ্রন্থকার বলেছেন, এটি তিন পদ্ধতির মধ্য হতে বিশুদ্ধতম। আর এক সুরতে এক সঙ্গে দুধ দোহন এবং দুধ মিশ্রিত হওয়া তারপর এগুলো বণ্টন করা শর্ত। ৪. المشرب যেমন, কূপ, নহর, হাউজ। ৫. الفحل নর পশু। ৬. الراعى রাখাল। ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব অনুরূপ। অবশ্য তার কোনো কোনো শিষ্যের কোনো কোনোটিতে বা সবগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি তাঁর অনেক ছাত্র বলেছেন যে, শুধুমাত্র রাখাল ও চারণভূমি শর্ত।

শাফেয়ি রহ. প্রমুখ خلطة الجوار এর ক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য ৯টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। ১. চারণভূমি এক হওয়া। যদি এই শর্তটি مرعى আলিফে মাকসূরা সহকারে হয় তাহলে এর অর্থ হবে চারণভূমি। এমন অবস্থায় পরবর্তী শর্ত مسرح দ্বারা প্রবল ধারণা অনুযায়ী চারণভূমির রাস্তা উদ্দেশ্য হবে। আর যদি مرعى শব্দটি مرمى এর ওজনে হয় তবে এর অর্থ হবে ঘাস ও তৃণলতা। ২. المسرح ৩. المراح ৪. الفحل ৫. الراعى ৬. المشرب ৭. المحلب ৮. الحالب -দোহনকারি ৯. الكلب -কুকুর।

ইমাম নববী রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে আরেকটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, نية الخلطة বা অংশীদারিত্বের নিয়ত।

এভাবে সর্বমোট দশটি শর্ত হয়ে যায়। যেগুলোকে নববী রহ. দুটি কাব্যে একত্রিত করে দিয়েছেন-

مراح ومرعى ثم راع ومحلب * كلب وفحل ثم حوض وحالب

فهذى ثمان قيل تسع لمسرح * وقصد لخلط زيد فيحسب فيحسب

তারপর এ সমস্ত শর্ত باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية এর সঙ্গে বিশেষিত। জাকাত ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে মূল অংশীদারিত্বের ক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য আরো তিনটি শর্ত রয়েছে। ১. উভয় শরিক জাকাত দানের যোগ্য হওয়া। ২. যৌথ সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া। ৩. পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। এসব তাফসিল উমদাতুল কারি : ৯/১১, باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية এবং মা'আরিফুস সুনান : ৫/১৮৬ হতে গৃহীত।

জন্তুগুলো বণ্টন করা হয় যাতে জাকাত কম আসে তবে এটা না জায়েজ। আর এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রয়েছে- ولايفرق بين متفرق। তথা, **একত্রিত জিনিস বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।**

এসব বিস্তারিত বর্ণনা হলো ইমামত্রয়ের মাজহাব অনুযায়ী।

তাঁদের **দলিল** আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। তিনি বলেন, যদি خلطة الشيوع অথবা خلطة الجوار জাকাতের ওয়াজিব পরিমাণে প্রভাব সৃষ্টিকারি না হতো, তাহলে একত্রিত ও পৃথক করতে নিষেধ করা হতো না।

এর বিপরীত হানাফিদের মতে না خلطة الشيوع ধর্তব্য, না خلطة الجوار। বরং প্রতিটি সূরতে জাকাত প্রতিটি ব্যক্তির অংশের ওপর ওয়াজিব হবে সমষ্টির ওপর নয়। তাই যদি ৮০টি বকরি দুই ব্যক্তির মধ্যে অর্ধেক অর্ধেকভাবে যৌথ হয় (চাই মালেকানা হিসেবে অথবা شيوع বা যৌথ বা جوار হিসেবে।) তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর আলাদা আলাদা এক একটি বকরি ওয়াজিব হতো।

হানাফিদের দলিল- আবু দাউদে বর্ণিত[১২২৯], হজরত আলি ইবনে মু'আবিয়া রা. এর মারফু' হাদিস। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

وفى الغنم فى كل اربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ

'এবং বকরির জাকাত প্রতি ৪০টি তে একটি বকরি। যদি ৪০টি না হয়ে ৩৯টি হয় তবে তোমার ওপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়।' তাছাড়া আবু দাউদের ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদে হজরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর সে চিঠিটি[১২৩০] বর্ণিত আছে, যেটি তিনি হজরত আনাস রা.কে সদকা উসুলকারি বানানোর সময় দিয়েছিলেন। তাতে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি রয়েছে- فأن لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيئ [১২৩১]'যদি কারো চরে খাওয়ার মত জন্তু (বকরি) ৪০টি পর্যন্ত না পৌঁছে, তবে তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। এ দুটি হাদিসে ৩৯টি বকরি হলে তাতে কোনো ক্রমেই জাকাত নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চাই যৌথ হোক অথবা আলাদা। এবার যদি দুই ব্যক্তির মাঝে ৭৮টি বকরি যৌথ হয় তাহলে ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রমুখের মতে সমষ্টির ওপর এক বকরি ওয়াজিব হবে। অথচ কেউ ৩৯ এর অধিকের মালেক নয়। আর এর দ্বারা ওপরোল্লেখিত হাদিসের ব্যাপকতা বাতিল হয়ে যায়।

বাকি রইলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের আলোচ্য বাক্যটি لا يجمع بين متفرق। হানাফিদের মতে এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি জাকাত কমানের উদ্দেশ্যে না বিক্ষিপ্ত সম্পদ একত্রিত করবে, না একত্রিত সম্পদ বিক্ষিপ্ত করবে। কেনোনা, এমন করার ফলে জাকাতের ওয়াজিব পরিমাণে কোনো পার্থক্য হবে না। বরং জাকাত প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব অংশের ওপর ওয়াজিব হবে। যেনো হানাফিদের মতে উহ্য ইবারতটি নিম্নেযুক্ত,

لا يجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع مخافة الصدقة فان ذلك لا يوثرفى تغيير الزكوة-

'জাকাতের আশংকায় বিক্ষিপ্ত মাল একত্রিত করবে না এবং সম্মিলিত সম্পদ ভিন্ন করবে না। কেনোনা, জাকাতের পরিবর্তনে এটা কোনোই প্রভাব ফেলে না।'

[১২২৯] ১/২২০, ২২১।باب فى زكوة السائمة -সংকলক।

[১২৩০] আবু দাউদ : ১/২১৮, ২১৯ باب فى زكوة السائمة -সংকলক।

[১২৩১] আবু দাউদ : ১/২১৯ -সংকলক।

তাম্বিহ : প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিসের আওতায় মা'আরিফুস্ সুনানে[১২৩২] যে আলোচনা এসেছে তা দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, হানাফিদের মতে خلطة الشيوع ধর্তব্য, خلطة الجوار ধর্তব্য নয়। যেনো, ইমামত্রয়ের সঙ্গে হানাফিদের মতপার্থক্য خلطة এর ব্যাপারে, خلطة الشيوع তে নয়। তবে এ কথাটি ঠিক নয়। বাস্তব ঘটনা হলো, এই মাজহাবটি মা'আলিমুস্ সুনানে[১২৩৩] উল্লিখিত খাত্তাবি রহ. এর বিবরণ অনুসারে হজরত আতা ও তাউসের। হানাফিদের মতে خلطة الشيوع، خلطة الجوار কোনোটিই ধর্তব্য নয়। এর সুস্পষ্ট বিবরণ হানাফিদের সমস্ত ফিকহের গ্রন্থে যেমন শামি[১২৩৪] এবং বাদায়ি'উস্ সানায়ি'[১২৩৫]যে বিদ্যমান রয়েছে যে, যদি দুই ব্যক্তির মাঝে ৮০টি বকরি যৌথ হয় তাহলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ওপর এক একটি বকরি ওয়াজিব হবে। সমষ্টির ওপর এক বকরি ওয়াজিব হবে না। এ বিষয়টি এর সুস্পষ্ট দলিল যে, হানাফিদের মতে خلطة الشيوعও ধর্তব্য নয়। তাই বিন্নৌরি রহ.ও এই আলোচনার শেষে بحث وتنبيه শিরোনামে স্বয়ং সাবেক আলোচনার বিপরীত লিখেছেন যে, হানাফিদের কিতাব সমূহে তাহকিকের পর এই ফল বের হয় যে, হানাফিদের মাজহাব মতে خلطة الشيوع এবং خلطة الجوار উভয়টি ধর্তব্য নয়। তবে যেহেতু এই সতর্কবাণী আলোচনার সম্পূর্ণ শেষে, আর শুরুর পূর্ণ আলোচনা প্রথমে মেনে নেওয়া বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাই এর দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি হয়। এ স্থানে মা'আরিফুস্ সুনান[১২৩৬] অধ্যয়ন করার সময় এ কথাটি মনে থাকা উচিত।

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية এই বাক্যটির ব্যাখ্যায়ও ইমামত্রয় এবং হানাফিদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। ইমামত্রয়ের মতে যেহেতু خلطة الشيوع، خلطة الجوار ধর্তব্য, সেহেতু তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো, উদাহরণ স্বরূপ خلطة الجوار এর সুরতে যখন দুই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মালেকানা ৮০টি বকরি হতে সদকা উসুলকারি একটি বকরি উসুল করে নেয়, তাহলে স্পষ্ট বিষয় যে, এই বকরিটি দুই জনের কোনো একজনের হবে। এবার যে ব্যক্তির বকরিটি সদকা উসুলকারি নিবে সে অর্ধ বকরির মূল্য উসুল করবে দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে।

خلطة الشيوع-এর সুরতে তাদের মতে তাদের تراجع তথা পারস্পরিক মূল্য ফেরত লেনদেনের পন্থা হলো, দুই ব্যক্তির মাঝে ১৫টি উট অর্ধেক অর্ধেক যৌথরূপে যৌথ ছিলো এবং সদকা উসুলকালে এগুলোর সমষ্টি হতে সদকা উসুল করে নিলো। আর এই তিনটি বকরি কোনো এক ব্যক্তির মালেকানা হতে উসুল করে নেওয়া হয়েছে। তখন এই ব্যক্তি দ্বিতীয় শরিক হতে দেড় বকরির মূল্য উসুল করে নিবে।

হানাফিদের মতে خلطة الجوار এ পারস্পরিক ফেরত লেনদেনের কোনো প্রশ্নই আসে না। কেনোনা, দুজনের মালেকানা সম্পূর্ণ পৃথক। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব হতে ভিন্নভাবে উসুল হবে। আর خلطة الشيوع এর

[১২৩২] ৫/১৮৪-১৮৯ -সংকলক।

[১২৩৩] আল মুখতাসার লিলমুনজিরির (২/১৮৫, باب في زكوة السائمة) নীচে আমাদের কাছে ছাপা আছে। -সংকলক।

[১২৩৪] ২/৩০৪, باب زكوة المال -সংকলক।

[১২৩৫] ২/২৯, فصل واما نصاب الغنم فليس في اقل من الغنم زكوة সংকলক।

[১২৩৬] ৫/১৮৪- ১৯৩। -সংকলক।

সুরতে যদি দুজনের অংশ সমান হয়, তখন পারস্পরিক ফেরত লেনদেন শুধু সে সুরতে হতে পারে, যখন জাকাত কোনো এক ব্যক্তির আলাদা মালেকানা হতে উসুল করা হয়, অন্যথায় নয়। যেমন দুই ব্যক্তির মাঝে ১৫টি উট মুশারূপে যৌথ। তাহলে হানাফিদের মতে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। (কেনোনা, প্রতিটি ব্যক্তির অংশ ৭½ টি উট, যার ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হয়) এবার যদি এই দুটি বকরি কোনো এক ব্যক্তির মালেকানা হতে উসুল করা হয় তাহলে সে দ্বিতীয় শরিক হতে একটি বকরি অথবা এর মূল্য উসুল করে নিবে। আর যদি এই বকরিগুলোও অর্ধেক অর্ধেক যৌথ থাকে তাহলে পরস্পর ফেরত লেনদেনের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

ফেরত লেনদেনের সুরতগুলো তো এতটুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিলো। তবে خلطة الشيوع এর সুরতে যখন অংশীদারদের অংশে পার্থক্য থাকে তখন হানাফিদের মতে ফেরত লেনদেনের সুরতগুলো কিছুটা সূক্ষ্ম। হানাফিদের মতে যদিও এমতাবস্থায় জাকাত তো সমষ্টির ওপর ওয়াজিব হয়না; বরং প্রতিটি ব্যক্তির ওপর নিজের অংশ হিসেবে হয় তবে সদকা উসুলকারির জন্য শরয়িভাবে ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে উভয় শরিককে বন্টনে বাধ্য করার পরিবর্তে যৌথ মাল হতে উসুল করতে পারে। আল্লামা কাসানি রহ. বাদায়িউস্ সানায়িয়ে'[১২৩৭] এর বিশদ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, যদি ৮০টি বকরি দুই ব্যক্তির মাঝে তিনভাগে যৌথ থাকে অর্থাৎ, সমষ্টির তিন ভাগের ২ ভাগ জায়দের, আর ৩ ভাগের একভাগ আমরের, তাহলে জায়দের ওপর জাকাতের একটি বকরি ওয়াজিব। (কেনোনা, তার অংশ চল্লিশ বকরির চেয়ে বেশি।) আর আমরের ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। (কেনোনা, তার অংশ ২৬$\frac{২}{৩}$ এর সমান এবং নেসাব হতে কম।) এর আসল দাবিতো ছিলো জাকাত উসুলকারি শুধু জায়দ হতে শুধু তার মালেকানা বকরি উসুল করা। তবে যদি জায়দের কাছে কোনো অযৌথ বকরি না থাকে তাহলে শরয়ি মতে সদকা উসুলকারির জন্য যৌথ বকরিগুলোর মধ্য হতে একটি বকরি নিয়ে নেওয়া বৈধ আছে। এবার যদি সদকা উসুলকারি ঐ ৮০টি বকরির মধ্য হতে একটি বকরি নিয়ে যায় তাহলে আমরের জন্য জায়দ হতে এক বকরির তিন ভাগের এক ভাগের মূল্য উসুল করে নেওয়ার অধিকার থাকবে। কেনোনা, যে বকরিটি সদকা উসুলকারি নিয়ে গেছে যৌথ হওয়ার কারণে এর এক তৃতীয়াংশের মালেকানা ছিলো আমরের। আর আমরের ওপর জাকাত ওয়াজিব ছিলো না। সুতরাং এর এক তৃতীয়াংশ বকরি জায়দের জাকাতের হিসেবে চলে গেছে। যেটা সে জায়দ হতে উসুল করার হকদার।

যদি জায়দ এবং আমরের মাঝে এমনভাবে ১২০টি বকরি ৩ ভাগে যৌথ হয় অর্থাৎ, সমষ্টির দুই তৃতীয়াংশ জায়দের আর এক তৃতীয়াংশ আমরের। তাহলে হানাফিদের মতে উভয়ের ওপর এক একটি বকরি ওয়াজিব। (কেনোনা, জায়দের অংশ ৮০ বরাবর। আর আমরের অংশ ৪০ বরাবর। বস্তুত চল্লিশের ওপরও একটি বকরি ওয়াজিব হয় আবার আশির ওপরও। এর মূল দাবি তো ছিলো সদকা উসুলকারি কর্তৃক জায়দ এবং আমর উভয় হতে এক একটি বকরি উসুল করা। যেটাতে যৌথ অংশিদারিত্ব নেই। তবে যদি তাদের কাছে অংশিদারিত্বহীন বকরি না থাকে তাহলে সদকা উসুলকারির জন্য শরয়িভাবে যৌথ বকরিগুলোর মধ্য হতে উভয়ের জাকাত আদায় করে নেওয়ার এখতিয়ার আছে। ফলে যদি সদকা উসুলকারি সেই যৌথ বকরিগুলোর মধ্য হতে দুটি বকরি নিয়ে যায় তবে যায়দের জন্য আমর হতে এক তৃতীয়াংশ বকরির মূল্য উসুল করার অধিকার থাকবে। এর কারণ হলো, যৌথ হওয়ার কারণে প্রতিটি বকরি তাদের দুজনের মাঝে তিনভাগে যৌথ ছিলো। ফলে যে দুটি বকরি জাকাতরূপে নিয়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্য হতেও প্রতিটি বকরির দুই তৃতীয়াংশ যায়দের আর এক

[১২৩৭] ২/৩০, فصل واما نصاب الغنم الخ -সংকলক।

তৃতীয়াংশ আমরের ছিলো। এমনভাবে যায়দের মালেকানা হতে চার তৃতীয়াংশ বকরি চলে গেছে। অথচ তার ওপর শুধু তিন তৃতীয়াংশ (পূর্ণ একটি) বকরি ওয়াজিব ছিলো। আর আমরের মালেকানা হতে শুধু দুই তৃতীয়াংশ বকরি গেছে। অথচ তার ওপরও তিন তৃতীয়াংশ (পূর্ণ একটি) বকরি ওয়াজিব ছিলো। সুতরাং আমর জায়দকে পরিশোধ করে দিবে[১২৩৮] এক তৃতীয়াংশ বকরির মূল্য।

خلطة الشيوع এর সুরতে পারস্পরিক ফেরৎ লেনদেনের এই সুরতগুলো শুধু হানাফিদের মাজহাব মতেই দুরস্ত হতে পারে। তবে যারা **خلطة الشيوع** এর সুরতে সমষ্টির ওপর জাকাত সাব্যস্ত করেন, তাদের মাজহাব মতে এসব সুরতে কোনো ফেরত লেনদেন হবে না। কেনোনা, তাদের মতে শরিকদের আলাদা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্যই নয়। ভালোরূপে বিষয়টি বুঝে নিন। এখানে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে।

কোম্পানির ওপর জাকাতের মাসআলা আলোচনা

ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা হতে আমাদের যুগে যৌথ পুঁজির কোম্পানিগুলোর হুকুমও জানা যেতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, আমাদের যুগে যৌথ মালেকানার একটি নতুন প্রকার প্রচলিত আছে। যাকে বলে কোম্পানি। প্রথমে যৌথ মালেকানা বা অংশিদারিত্ব সীমিত পরিমাণে শুধু কয়েকজন ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতো। পরস্পরে একে অপরকে চিনত জানতো। তবে এখন কোম্পানিগুলোর যে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে এতে এই হয় যে, কয়েকজন ব্যক্তি ঘোষণা করেন, আমরা অমুক কারবার শুরু করতে চাচ্ছি। এতে এতো পুঁজির প্রয়োজন হবে। যার ইচ্ছা এই কারবারে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে শামিল হতে পারে। এই উদ্দেশে তারা একটি অংশের টাকাও নির্ধারিত করে দেন। যেমন কোনো কারবারে মোট পুঁজি ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তখন তাঁরা বলেন, প্রতিটি অংশ (শেয়ার) একশ টাকা হবে। সর্বমোট শেয়ার হবে দশ হাজার। এবার যে যতো অংশ ইচ্ছা নিতে পারেন। ফলে অনেক লোক টাকা-পয়সা দিয়ে এই শেয়ার গ্রহণ করেন, (এই অংশগুলোকে আরবিতে اسهم আর ইংরেজিতে বলে shairs।) আর কারবারের মুনাফা এই শেয়ারের মালেকদের মধ্যে শেয়ার হিসেবে বণ্টিত হয়।

এমনভাবে একটি কোম্পানিতে শত সহস্র ব্যক্তি অংশীদার হয়। অনেক সময় একজন অপর জন সম্পর্কে জানেনও না। যেহেতু কোম্পানির যৌথ কাজগুলো সম্পাদনের জন্য এসব ব্যক্তির সমবেত হওয়া প্রায় অসম্ভব, সেহেতু কার্যত সহজের জন্য বর্তমান আইনে কোম্পানিকে আইনগত ব্যক্তি আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ, এই কোম্পানি আইনগতভাবে একটি ব্যক্তি পর্যায়ের। আর এর ওপর সেসব বিধিবিধান বর্তায় যা বর্তায় একটি ব্যক্তির ওপর।

কোম্পানির এ সমস্ত শেয়ার বাজারে বিক্রিও হয় এবং কারবার লাভজনক হওয়ার দিকে লক্ষ্য করলে এসব শেয়ারের বাজার মূল্য বাড়ে কমে। কখনও ১০০ টাকার শেয়ার ১৫০ এ বিক্রি হয়। আবার কখনও এর মূল্য ৮০ টাকা হয়ে যায়।

প্রশ্ন : অংশিদারিত্বের এই নতুন প্রকারের সঙ্গে ফিকহিভাবে কয়েকটি প্রশ্ন আসে।

১. শারিয়তে আইনগত ব্যক্তি ধর্তব্য কী না?

[১২৩৮] যেমন, দুটি বকরির মূল্য ৩০টাকা হিসেবে যদি ষাট টাকা হয়, তাহলে এই ষাট টাকা হতে ৪০ টাকা হবে জায়দের অংশ, আর বিশ টাকা হবে আমরের। যেহেতু আমরের পক্ষ হতে পূর্ণ একটি বকরি আদায় করা হয়েছে, যার মূল্য ৩০ টাকা ছিলো। সুতরাং যেনো তার পক্ষ হতে ৩০ টাকা জাকাত দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্য হতে শুধু ২০ টাকা তার মালেকানা ছিলো আর ১০টাকা জায়দের। সুতরাং জায়দ এখন এই দশ টাকা আমর হতে উসুল করবে। -সংকলক।

২. এই কোম্পনির ওপর কোম্পানি হিসেবে জাকাত ওয়াজিব কি না?

৩. এই কোম্পানির শেয়ারের অধিকারিগণের ওপর আলাদাভাবে জাকাত ওয়াজিব কি না?

৪. যদি আলাদা অংশগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়, তাহলে শেয়ারের পূর্ণ মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে, না এর শুধু জাকাত যোগ্য সম্পদের ওপর ওয়াজিব?

৫. যদি ভিন্ন শেয়ারগুলোর মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় তাহলে জাকাতে শেয়ারের আসল মূল্য ধর্তব্য হবে, না তখনকার বাজার মূল্য?

জবাব : এসব প্রশ্নের জবাবে এখানে শুধু এতোটুকু সারনির্যাস বুঝে নিন যে, হানাফিদের মতে যেহেতু خلطة الشيوع ধর্তব্য নয়, সেহেতু তাদের মতে অংশীদারিত্বে আইনগত ব্যক্তি ধর্তব্য নয়। যদিও ওয়াক্ফ জমিনের উৎপাদিত ফসলের ওপর হানাফিদের মতে যে উশর ওয়াজিব হয় এটাকে জাকাতের ব্যাপারে আইনগত ব্যক্তির একটি উদাহরণ বলা যায়। তবে যৌথ মালের ওপর আইনগত ব্যক্তি হিসেবে জাকাত হানাফিদের মতে ওয়াজিব হয় না। তাই কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবে তাদের মূলনীতি অনুসারে তাদের জাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু কোম্পানির শেয়ার মূলত কারবারের যৌথ অংশের নাম, তাই এই শেয়ারের কিছু অংশ কারবারের ইমারত, মেশিনারি এবং অবর্ধনশীল উপকরণেরও রয়েছে, যেগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় না, আর কিছু অংশ নগদ টাকা, বাণিজ্যিক মাল, কাঁচা মাল এবং অন্যান্য বর্ধনশীল আসবাব উপকরণও রয়েছে, যেগুলো জাকাত উপযোগী। সেহেতু মৌলিকভাবে একটি শেয়ারের পূর্ণ মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। বরং এই শেয়ারেরও শুধু সেই অংশের ওপর জাকাত রয়েছে যেগুলো বর্ধনশীল আসবাব উপকরণের বিপরীতে। সুতরাং মূলত প্রতিটি শেয়ারের এই অংশিদারের এ কারবারের কতোটুকু অংশ অবর্ধনশীল আর কতোটুকু বর্ধনশীল এ কথা জানার অধিকার আছে।

আর সে অনুপাতে শেয়ারের শুধু এতোটুকু অংশের জাকাত আদায় করবে, যেটি বর্ধনশীল উপকরণের বিপরীত। যেমন কোনো কারবারের বর্ধনশীল আসবাব উপকরণ পূর্ণ কারবারের ৭৫%। আর শেয়ার হলো, ১০০ টাকা। তাহলে প্রতিটি শেয়ারের শুধু ৭৫ টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যেহেতু শেয়ারের অধিকারির পক্ষে এ বিষয়টি জানা এবং হিসাব লাগানো মুশকিল। তাই সতর্কতা রয়েছে পূর্ণ শেয়ারের মূল্যের জাকাত আদায় করাতেই।

এখন এই প্রশ্ন হতে যায় যে, শেয়ারের আসল মূল্য ধর্তব্য হবে, না বাজার মূল্য? যেহেতু শেয়ারের মূল্য উঠা নামা করে, তাই কারবারের সামগ্রিক মূল্য হিসেবে অর্থাৎ, কারবারের লাভ বেশি হলে শেয়ারের মূল্য বেড়ে যায়, লোকসান হলে কমে যায়, সেহেতু প্রতিটি শেয়ারের সে মূল্য ধর্তব্য হবে যেটি জাকাত ওয়াজিব হওয়ার দিন বাজারে সিদ্ধান্ত হয়। আর এরই ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি ১০০ টাকার শেয়ার বাজারে ১২০ টাকায় বিক্রি হয় তাহলে শেয়ার ১২০ টাকারই মনে করা হবে। আর এর ওপরই জাকাত ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ ঠিক এমন যেমন কোনো ব্যক্তি শুরুতে এক হাজার টাকা দ্বারা বাণিজ্যিক মাল ক্রয় করেছে। আর বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত এর মূল্য হয়ে গেছে ১২০০ টাকা, তাহলে জাকাত ১২০০ টাকার ওপর আসবে, ১০০০ টাকা ওপর না।

আর মিসরীয় অনেক আলেম যেমন আবুজ্ জাহরা প্রমুখ কোম্পানির শেয়ার সম্পর্কে এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু শেয়ারগুলো সাধারণভাবে বেচা কেনা হয় এবং এর জন্য একটি স্বতন্ত্র মার্কেট হয়ে থাকে 'শেয়ার বাজার' নামে, তাই এই শেয়ারগুলো সত্তাগতভাবেই বানিজ্যিক সম্পদ হয়ে গেছে। এবং শুধু সতর্কতার ভিত্তিতেই নয়, বরং আসল মাসআলার আলোকে এগুলোর পূর্ণ বাজার মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব- এ বিষয়টি

গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো। তবে হানাফিদের সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে শেয়ারের ওপর বাণিজ্যিক সম্পদ হিসেবে জাকাত তখন ওয়াজিব হবে, যখন কেউ এগুলোকে বাণিজ্যের নিয়তে ক্রয় করে, অন্যথায় না।

এসব বিস্তারিত বিবরণ হানাফিদের মূলনীতি অনুসারে ছিলো। তবে শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মূলনীতির ওপর জাকাত শেয়ারের অধিকারিদের আলাদা অংশের ওপর নয়। বরং কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবে ওয়াজিব হবে। কেনোনা, তাদের মতে خلطة الشيوع যেমন চরণশীল জন্তুগুলোতে ধর্তব্য, এমনভাবে টাকা পয়সা ও বাণিজ্যিক উপকরণেও ধর্তব্য। আল্লামা নববী রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে (৫/৪৩১) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য তাদের মূলনীতি অনুসারে কোম্পানির ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হবে কোম্পানির সমস্ত শেয়ার মালিক মুসলমান হওয়া। কারণ, তাদের মূলনীতি হলো, যদি শরিকদের মধ্য হতে কোনো একজন অমুসলিম থাকে তাহলে জাকাতের ক্ষেত্রে خلطة الشيوع ধর্তব্য হয় না। (শরহুল মুহাজ্জাব[১২৩৯]) যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার মালিকদের মধ্যে কোনো একজনও অমুসলিম থাকে, তবে তাঁদের মূলনীতি অনুসারে কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং শেয়ার অধিকারিদের ওপর আলাদাভাবে ওয়াজিব হবে। এই সুরতে তাঁদের মূলনীতি অনুসারেও তাফসিল সেটিই হবে, যেটি হয়ে থাকে হানাফিদের মূলনীতি অনুপাতে।

তবে সর্বাবস্থায় যদি কোম্পানির সকল সদস্য মুসলমান হন তাহলে শাফেয়িদের মূলনীতি অনুযায়ী জাকাত কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবেই ওয়াজিব হবে। যদিও অনেক শেয়ারের অধিকারি আলাদাভাবে নেসাবের অধিকারি না হোন না কেনো। কেনোনা, শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে خلطة الشيوع এর সুরতে যদি অংশীদারদের আলাদা অংশ নেসাব পর্যন্ত না পৌছে তবে সমষ্টি নেসাব পর্যন্ত পৌছে যায়, তখনও সমষ্টির ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। অবশ্য মালেকিদের মতে যেহেতু خلطة الشيوع সেকাহ হওয়ার জন্য প্রতিটি শরিকের আলাদা অংশ নেসাব পর্যন্ত পৌছতে হবে (শরহুল মুহাজ্জাব[১২৪০]), তাই যদি কোম্পানির কোনো অংশীদার নেসাবের মালেক না হন তবে তাদের মতে কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং শুধু নেসাবের মালেক অংশীদারগণের ওপর জাকাত আসবে আলাদাভাবে।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাকাতের ব্যাপারে শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে মুসলমানদের কোম্পানি আইনগত ব্যক্তির মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ, কোম্পানি ভেতরগতভাবে একজন ব্যক্তির মর্যাদা রাখে। অবশ্য এতোটুকু পার্থক্য আছে যে, বর্তমান আইনের আওতায় আইনগত ব্যক্তি সে সীমা পর্যন্ত ধর্তব্য হয় যে, সরকারি ট্যাক্স আরোপ করার সময় এটাকে অংশীদারদের ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং কোম্পানির ওপর কোম্পানি হিসেবে আলাদা ট্যাক্স আরোপিত হয়। প্রতিটি অংশীদারের ওপর তার অংশ অনুপাতে আলাদা ট্যাক্স আরোপ করা হয়। তবে যেহেতু ট্যাক্সের বেলায় ثنى [১২৪১]অর্থাৎ, একই ব্যক্তির ওপর একই সালে একই মালের ওপর দুইবার জাকাত আরোপ করা হাদিসের নস দ্বারা নিষিদ্ধ[১২৪২], সেহেতু

[১২৩৯] ৫/৪০৯

[১২৪০] ৫/৪০৭

[১২৪১] দোহরানো জিনিস। এর বহুবচন আসে ثنية -সংকলক।

[১২৪২] বোখারিতে (১/১২, باب الزكوة من الا سلام) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর বর্ণনায় হজরত জিমাম ইবনে ছা'লাবা রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনে জাকাতের কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটি ব্যতীত আমার ওপর অন্য কোনো দায়িত্ব আছে? জবাবে তিনি বললেন, না তবে যদি তুমি নফল হিসেবে করতে চাও।

শাফেয়িদের মতে যখন কোম্পানির ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে তখন সেই বছর কোম্পানির অংশীদারগণের ওপর শেয়ারগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেনোনা, কোম্পানির আওতায় তাদের শেয়ারগুলোর জাকাত একবার আদায় হয়েছে। এখন দ্বিতীয়বার পুনরায় শেয়ারগুলোর ওপর জাকাত আবশ্যক না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ– ৫ : গরুর জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৬)

٦٢٢ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِيْ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ. وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ".

৬২২। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, প্রতি ৩০টি গরুতে একটি তাবি' (এক বছরের গরু) অথবা তাবি'আহ (এক বছর পূর্ণ গাভী)। আর প্রতি ৪০টিতে একটি মুসিন্নাহ (দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে তিন বছরে পতিত গাভী) জাকাত আসবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুস্ সালাম ইবনে হারব খুসাইফ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আবদুস্ সালাম সেকাহ হাফেজ। শরিকও এ হাদিসটি খুসাইফ-আবু উবায়দা-তাঁর পিতা-আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ হতে শুনেননি।

٦٢٣ – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: "بَعَثَنِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ".

৬২৩। **অর্থ :** হজরত মু'আজ রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেনো, প্রতি ৩০টি গরু হতে এক বছর পূর্ণ একটি বলদ অথবা গাভী আদায় করি এবং ৪০টি হতে দুই বছর পূর্ণ তৃতীয় বছরে উপনীত একটি গাভী গ্রহণ করি এবং প্রতিটি জ্ঞানবান (বালিগ) ব্যক্তি হতে এক দিনার গ্রহণ করি। অথবা গ্রহণ করি তার সমপরিমাণ মা'আফির কাপড়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। অনেকে এই হাদিসটি সুফিয়ান-আ'মাশ-আবু ওয়াইল মাসরুক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আজ রা.কে ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তাকে তিনি (জাকাত) গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই বিশুদ্ধতম।

٦٢٤ – عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ يَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

৬২৪। **অর্থ :** হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার-মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর-শু'বা-আমর ইবনে মুররা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনে মুর্‌রা বলেছেন, আমি আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি আবদুল্লাহ হতে কোনো কিছু বর্ণনা করেন? জবাবে তিনি বললেন, না।

দরসে তিরমিযী

في ثلاثين من البقر تبيع[১২৪৩] اوتبيعة[১২৪৪] وفي كل اربعين مسنة

চার ইমাম ও অধিকাংশ আলেমের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, গরু যদি ৩০ হতে কম হয় তবে তার ওপর কোনো জাকাত নেই। ৩০টি হলে এক তাবি'আহ। আর ৪০ হলে এক মুসিন্নাহ। এর অতিরিক্ত সংখ্যা বাড়লে প্রতিটি ৩০শে এক তাবি'আহ। আর প্রতিটি ৪০ এ এক মুসিন্নাহ।

তিন ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে ৪০ উর্ধ্বে অতিরিক্ত কোনো জাকাত নেই ৬০ সংখ্যায় পৌছা পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে এ ব্যাপারে তিনটি বিবরণ আছে। প্রথম বর্ণনায় ৪০ এরপর ভাঙতিতেও এর আনুপাতিক হিসেবে জাকাত ওয়াজিব। সুতরাং যখন ৪০ এর ওপর একটি গাভী অতিরিক্ত হবে তখন এই অতিরিক্তের ওপর এক মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। এবং দুটি অতিরিক্ত হলে এক মুসিন্নার বিশ ভাগের এক অংশ। আর তিনটি অতিরিক্ত হলে এক মুসিন্নার (তিন বছরে পদার্পণকারি গরু) দশ ভাগের তিন চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। এমনভাবে সামনের দিকে যেতে থাকবে। এটি হলো, আসলের বর্ণনা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, ৪০ এর উর্ধ্বে অতিরিক্ত কোনো জাকাত ওয়াজিব হবে না পঞ্চাশ সংখ্যায় পৌছা পর্যন্ত। পঞ্চাশ সংখ্যায় মুসিন্নার এক চতুর্থাংশ অথবা তাবিয়ের তিন ভাগের এক অংশ সংযুক্ত হবে। আবু হানিফা রহ. এর তৃতীয় বর্ণনা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্যের মতো[১২৪৫]।

গরু যদি ৫০ এর কম হয় তবে জাহেরিদের মতে এগুলোর ওপর কোনো জাকাত নেই। তারপর প্রতি পঞ্চাশে একটি গাভী। অথচ হজরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এবং ইমাম জুহরি রহ. এর মতে গরুর নেসাব উটের মতো ৫টি হতেই শুরু হয়ে যায়[১২৪৬]। আর পাঁচের ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হয়। দশে দুটি, পনেরতে তিনটি, বিশে চারটি আর পঁচিশে একটি গাভী। তারপর যখন ৭৬ পর্যন্ত পৌছে তখন ১২০ পর্যন্ত দুটি গাভী। এর বেশি হলে প্রতিটি ৪০ এ একটি গাভী।

عن معاذ بن جبل (رضــ) قال بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرنى أن اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا[১২৪৭]

এর অর্থ হলো, প্রতিটি বালেগ জিম্মি হতে আদায় করা হবে এক দিনার জিজিয়ারূপে।

[১২৪৩] যে গরু দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেছে। আর অনেকে বলেছেন, যেটি দুই বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। এর এ নামকরণের কারণ হলো, এটি তার মায়ের অধীনস্থ। -হুদাস্ সারি : ৯০। -সংকলকের পক্ষ হতে পরিবর্ধিত।

[১২৪৪] গরুর বাছুর, যেটি তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে।

[১২৪৫] দ্র. ফাতহুল কাদির : ১/৪৯৯ ৫০০, باب صدقة السوائم، فصل في البقر -সংকলক।

[১২৪৬] হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর আছর। তাঁদের দলিল যেটি তাদের মাজহাবের অনুকূল বর্ণিত। তবে ইমাম বায়হাকি রহ. এটিকে মওকুফ ও মুনকাতে' সাব্যস্ত করেছেন। দ্র. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/৯৯, باب كيف فرض صدقة البقر জায়লায়ি ও এর টীকা : ২/৩৪৮ باب صدقة السوائم، فصل في البقر। -সংকলক।

[১২৪৭] হজরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেছেন, আরেক বর্ণনায় আছে ১২ দিরহাম। এ দুটির মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ, দিরহাম দুই প্রকার। এক প্রকার হলো, ১০ দিরহামে এক দিনার হয়, আরেক প্রকার হলো, ১২ দিরহামে এক দিনার হয়। -মা'আরিফ : ৫/১৯৫ -সংকলক।

জিজিয়া[১২৪৮] ও তার প্রকার

জিজিয়া দুই প্রকার। ১. কাফিরদের সম্মতিতে যেটি তাদের ওপর নির্ধারণ করা হয়। এর কোনো পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। বরং রাষ্ট্রপ্রধানের মতের ওপর নির্ভরশীল। যতোটুকু সমীচীন মনে করবেন নির্ধারণ করবেন। এই জিজিয়াকে জিজিয়ায়ে সুল্হ বা সন্ধিকর বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার জিজিয়া হলো, যেটি তাদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে শক্তিশালী ও প্রবল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, যখন মুসলমানরা কাফেরদের ওপর প্রবলতা অর্জন করে। এই জিজিয়ার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ, বিত্তশালীর ওপর মাসিক চার দিরহাম হিসেবে (বাৎসরিক) ৪৮ দিরহাম। আর মধ্যবিত্তের ওপর এর অর্ধেক। অর্থাৎ, মাসিক দুই দিরহাম হিসেবে বাৎসরিক ২৪ দিরহাম। আর গরিব ব্যক্তির ওপর এরও অর্ধেক। অর্থাৎ, মাসিক এক দিরহাম হিসেবে বাৎসরিক ১২ দিরহাম ধার্য।

এই জিজিয়ার সম্পর্ক প্রথম প্রকার অর্থাৎ, সন্ধিকরের সঙ্গে। এর দলিল হলো, অনেক বর্ণনায় এখানে من كل حالم او حالمة دينارا 'প্রতিটি বালেগ ও বালেগার ওপর এক দিনার' শব্দ[১২৪৯] এসেছে। অথচ সাধারণ অবস্থায় মহিলার ওপর জিজিয়া অর্থাৎ, দ্বিতীয় প্রকার কর কারো মতেই ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এই হাদিসটিকে সমঝোতা করের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় পাওয়া যায় না।[১২৫০]

او عدله معافر[১২৫১] [১২৫২]অর্থাৎ, প্রতিটি বালেগ জিম্মি হতে জিজিয়া হিসেবে নেওয়া হবে এক দিনার। অথবা এর বরাবর। অর্থাৎ, এর মূল্য সমান কাপড় নেওয়া হবে। এটি এর দলিল যে, জিজিয়া ও সদকা ইত্যাদিতে যদি দিরহামের পরিবর্তে অন্য কোনো জিনিস তার সমমূল্যের দেওয়া হয় তবে সেটাও বৈধ[১২৫৩]।

[১২৪৮] সেই অর্থকে জিজিয়া বলা হয়, যা অমুসলিম কর্তৃক ইসলামি রাষ্ট্রে থাকার কারণে বাৎসরিক আদায় করতে হয়। এর মূলধাতু جزا يجزى যার অর্থ হলো, আদায় করা। জিজিয়ার হাকিকত হলো, ইসলামি হুকুমতের হেফাজত এবং ইসলামি ব্যবস্থাপনার স্থায়িত্বের দায়িত্ব ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের ওপর অর্পণ করেছে। এ কারণে মুসলিম খলিফা প্রয়োজনের সময় এই দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রতিটি বালেগ নর-নারীকে সামরিক উদ্দেশে তলব করতে পারেন। তবে অমুসলমানদের ওপর যারা ইসলামি ব্যবস্থার হাক্কানিয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, ইসলাম এর প্রতিরক্ষার জন্য তলোয়ার উঠানোর জিম্মাদারি অর্পণ করেনি। তবে যখন সে ইসলামি ব্যবস্থার অধীনে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন-যাপন করে এবং প্রায় সেসব নাগরিক অধিকার দ্বারা উপকৃত হয়, যেগুলো দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হন, ফলে এর কিছু বিনিময় তার আদায় করা আবশ্যক। এই বিনিময়টিকেই বলা হয় জিজিয়া। -কামুসুল কোরআন হতে সংক্ষিপ্তাকারে নেওয়া। -সংকলক।

[১২৪৯] নসবুর রায়াহ : ৩/৪৪৫, ৪৪৬, كتاب السير باب الجزية-সংকলক।

[১২৫০] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৯৪, ১৯৫ -সংকলক।

[১২৫১] লেখক বলেছেন, বলা হয় عدل অর্থাৎ, সমান। আর عدل এর অর্থ মত। এ হতেই এসেছে او عدل ذلك صياما আর অন্য কেউ বলেছেন, এ দুটি শব্দই 'মত' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর অনেকে বলেছেন, عدل মানে জাতি। আর عدل এর অর্থ অজাতি। অনেকে বলেছেন এর উল্টো। -হুদাস্ সারি মুকাদ্দামা ফাতহুল বারি : ১৫০ -সংকলক।

[১২৫২] এটি এক প্রকার ইয়ামানি কাপড়। কেউ বলেছেন, মা'আফির ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম। সেদিকে কাপড়গুলোকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। প্রথম অর্থ হিসেবেই আবু দাউদের (১/২২২ باب فى زكوة السائمة) বর্ণনায় এর ব্যাখ্যায় এসেছে- ثياب تكون باليمن। আবার কখনও এই নামকরণ করা হয় রূপকার্থে। দ্বিতীয়টির আলোচনা এসেছে নিহায়ায়। তাতে এর ওপরই ক্ষান্ত করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা আছে যে, 'মীম' অক্ষরটি এতে অতিরিক্ত। মা'আরিফ : ৫/১৯৬। -সংকলক।

[১২৫৩] বিন্নৌরি রহ. বলেন, এটা দলিল করছে যে, জাকাতে মূল্য দেওয়া বৈধ আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৯৫।-সংকলক।

এটাই বোখারি রহ. এর মাজহাব[১২৫৪]। হজরত ইবনে রুশাইদ বলেন, ইমাম বোখারি রহ. এই মাসআলাটিতে হানাফিদের সঙ্গে একমত হয়েছেন[১২৫৫]। অথচ ইমাম বোখারি রহ. এর সঙ্গে হানাফিদের প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও তিনি দলিলের ভিত্তিতে একথার প্রবক্তা হয়েছেন। তাই ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেছেন তাউস হতে।

قال معاذ[১২৫৬] لاهل اليمن ائتونو بعرض ثياب خميص[১২৫৭] او لبيس فى الصدقة مكان الشعير و الذرة اهون تليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة

'হজরত মু'আজ রা. ইয়ামানবাসিকে বললেন, জাকাতে যব ও গমের স্থলে তোমরা আমাকে বস্ত্র জাতীয় উপকরণ তথা নকশাদার কালো বা লাল চাদর অথবা পোশাক দাও। এটা তোমাদের জন্যও ভালো এবং মদিনাবাসী রাসূলের সাহাবিগণের জন্য আফজল।'

অধিকাংশের মতে জাকাত ও সদকাতে মূল্য দেওয়া বৈধ নয়। উভয় পক্ষের দলিলাদি ও জবাবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ফাতহুল বারি[১২৫৮] এবং উমদাতুল কারি[১২৫৯]।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ– ৬ : সদকার জাকাত উত্তম সম্পদ গ্রহণ মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৬)

٦٢٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ".

৬২৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আজ রা.কে ইয়ামানে (শাসনকর্তারূপে) পাঠালেন। বললেন, মু'আজ! তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে- আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এই কথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাওয়াত দিও। যদি তা তারা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে বলো,

---

[১২৫৪] সহিহ বোখারি : ১/১৯৪, باب العرض فى الزكوة

[১২৫৫] ফাতহুল বারি : ৩/২৪৬, باب العرض فى الزكوة -সংকলক।

[১২৫৬] সহিহ বোখারি : ১/১৯৪, باب العرض فى الزكوة -সংকলক।

[১২৫৭] হজরত আবু উবায়দা রহ. এটি 'সীন'সহকারে উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ছোট কাপড় দ্বারা। -হুদাস্ সারি : ১১২। -সংকলক।

[১২৫৮] ৩/২৪৬- ২৪৮, باب العرض فى الزكوة-সংকলক।

[১২৫৯] ৯/৪-৬, باب العرض فى الز كوة -সংকলক।

আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তা যদি তারা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর তাদের মালের সদকা ফরজ করেছেন। এই সদকা উসুল করা হবে তাদের বিত্তশালীদের নিকট হতে। আর তা ফেরৎ দেওয়া হবে তাদের গরিবদেরকে। যদি তা তারা মেনে নেয়, তবে সাবধান! তুমি জাকাতে বেছে বেছে তাদের উত্তম মালগুলো নিও না এবং মজলুমের বদদোয়া হতে বেঁচে থেকো। কেনোনা, কোনো উৎপীড়িতের বদদোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সুনাবিহী হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর আজাদকৃত দাস আবু মা'বাদের নাম হলো নাফিজ।

দরসে তিরমিযী

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن [১২৬০] فقال : انك تأتى قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا إله الا الله وانى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات الخ.

কাফিররা কি ফুরু বা শাখাগত বিষয়েও আদিষ্ট?

এ বিষয়ে হানাফি ও শাফেয়িদের ঐকমত্য রয়েছে যে, কাফিররা ঈমানের ক্ষেত্রে সম্বোধিত ও শাস্তির (দণ্ডবিধি ও কিসাস) ক্ষেত্রেও সম্বোধিত, এমনিভাবে লেনদেনের ক্ষেত্রেও। এ ব্যাপারেও একমত যে, একজন কাফের যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন অতীতের নামাজ এবং ফরজ ওয়াজিবের কাজা তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। অবশ্য এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের মতো ফরজগুলোর মুকাল্লাফ এবং সম্বোধিত ব্যক্তি কী না?

তবে মালেকি এবং শাফেয়িদের মতে তারা এসব ইবাদতের মুকাল্লাফ এবং সম্বোধিত। আমাদের ইরাকী হানাফিগণ এ মতই পোষণ করেন। যার অর্থ হলো, তাদের মতে কাফিরদেরকে এসব ইবাদত তরক করার কারণে আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হবে। যেটি হবে কুফরের শাস্তির চেয়ে বেশি[১২৬১]।

এ সম্পর্কে শাহ সাহেব রহ. বলেন, হানাফিদের তিনটি বক্তব্য রয়েছে। ইরাকিদের মতে তারা আকিদাগতভাবেও সম্বোধিত, আদায়গতভাবেও। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে এসব ইবাদতের প্রতি অবিশ্বাস এবং অনাদায় উভয় কারণেই শাস্তি দেওয়া হবে। মাওয়ারা আন-নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) এর এক জামাত মাশায়িখের মতে তারা আকিদাগতভাবে সম্বোধিত, আদায়গতভাবে নয়। সুতরাং তাদেরকে অবিশ্বাসের

[১২৬০] ইয়ামানের দুটি জেলা ছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরিতে তাবুকের যুদ্ধ হতে ফিরে এসে এক জেলায় হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. কে অপর জেলায় হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী এই ঘটনা ঘটেছিলো রবিউস্ সানি ১০ম হিজরিতে। তারপর তাঁরা দুজন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আর মদিনা তায়্যিবায় ফিরে আসতে পারেননি। দেখুন, উমদাতুল কারি : ৮/২৩৫, باب وجوب الزكوة -সংকলক।

[১২৬১] তবে মুরতাদ যখন মুসলমান হয় তখন কারো কারো বক্তব্য মতে মুরতাদ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজগুলো তার ওপর কাজা করা ওয়াজিব হবে। আবার অনেকে বলেছেন, ওয়াজিব হবে না। -মা'আরিফ : ৫/১৯৮ -সংকলক।

কারণে তো শাস্তি দেওয়া হবে, অনাদায়ের কারণে নয়। হানাফিদের মধ্যেই একদলের বক্তব্য হলো, কাফেররা ইবাদতের জন্য সম্বোধিতই নয়, না আকিদাগতভাবেও না আমলগতভাবেও না।

কাফিরদেরকে তো ঈমান না আনার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে, তবে ইবাদত অনাদায় এবং এগুলোর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না এটা তাদের মত। শাহ সাহেব রহ. বলেন, পছন্দনীয় বক্তব্য হলো ইরাকিদেরটি। বাহরুর রায়েক এর লেখক এটি পছন্দ করেছেন শরহুল মানারে[১২৬২]।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم الخ দ্বারা অনেক হানাফি এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, কাফেররা শাখাগত বিষয়ে সম্বোধিত নয়। অথচ শাফেয়িদের বক্তব্য হলো যে, এই হাদিসে শরয়ি বিধিবিধানের ক্রমবিন্যাসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কাফেরকে সর্ব প্রথম তাওহিদ এবং রিসালত সম্পর্কে বলা হবে। তারপর শাখাগত বিষয় ও বিধিবিধান উল্লেখ করা হবে তার সামনে।

অনেকে[১২৬৩] ان الله افترض عليهم صدقة اموالهم توخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ترد على فقرائهم বাক্য দ্বারা দলিল করে বলেছেন যে, জাকাতের ব্যয়খাত সংক্রান্ত আয়াতেও[১২৬৪] আট প্রকারের মধ্য হতে প্রত্যেক প্রকারকে জাকাত দান করা ওয়াজিব নয়। এটাই হানাফিদের মাজহাবও।

তাছাড়া হানাফিগণ এরও প্রবক্তা যে, এক প্রকারেরও কোনো এক ব্যক্তিকে দেওয়ার ফলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে[১২৬৫]। অথচ শাফেয়িগণ এ ব্যাপারে বলেন যে, জাকাত আদায়ের জন্য ৮ প্রকারের মধ্য হতে প্রতি প্রকারের কমপক্ষে তিন ব্যক্তিকে দেওয়া জরুরি। মালেকি এবং হাম্বলিগণ এ ব্যাপারে তো হানাফিদের সঙ্গে একমত যে, কোনো এক প্রকারকে দিলেই জাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য এই প্রকারের একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়ার পক্ষে।

শাফেয়ি রহ. বলেন, انما الصدقات للفقراء আয়াতে ل দ্বারা যে ইজাফত হচ্ছে সেটি অধিকারের বিবরণের জন্য। সুতরাং আট প্রকারের মধ্য হতে প্রত্যেককে জাকাত দেওয়া জরুরি হবে। তারপর যেহেতু প্রকারগুলোর বিবরণের সময় বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিন, সুতরাং আবশ্যক হবে[১২৬৬]। প্রতিটি প্রকারের কমপক্ষে তিন ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া।

[১২৬২] এ মাসআলাটিতে বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণা রয়েছে। বিস্তারিত দেখার জন্য দেখুন উমদাতুল কারি : ৮/২৩৬, باب وجوب الزكوة, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/১৯৮-২০০। -সংকলক।

[১২৬৩] ইবনুল জাওজি রহ. তাহকিকে এর ওপর মু'আজ রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। -নসবুর রায়াহ -জায়লায়ি : ২/২৯৭, باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لايجور ফাতহুল কাদির ইবনে হুমাম : ২/১৯, باب من يجوز الخ সংকলক।

[১২৬৪] إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعا ملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والبن السبيل–فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة : آية، ٦٠، پارو ١٠، مرتب

[১২৬৫] মুগনি ইবনে কুদামাতে (২/২৬৮) আছে আট প্রকারের শুধু যে কোনো এক প্রকারকে দেওয়া বৈধ আছে এবং তা এক ব্যক্তিকে দেওয়াও বৈধ আছে। এটা হজরত উমর হুজায়ফা ও ইবনে আব্বাস রা. এর মাজহাব। এ মতই পোষণ করেছেন সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান, নাখয়ি ও আতা রহ.। এ মাজহাবই অবলম্বন করেছেন, সাওরি, আবু উবায়দ ও আসহাবুর রায়। -সংকলক।

[১২৬৬] শাফেয়িদের মতে যদি কোনো শহরে সব প্রকার না পওয়া যায় তবে যতোগুলো প্রকার পাওয়া যায় শুধু তাদেরকে জাকাত আদায় করলে তা বৈধ হবে। -মা'আরিফ : ৫/২০১, উম্ম : ২/৬৮ সূত্রে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে দুটি বিষয় রয়েছে। ১. সব প্রকারকে বণ্টন করা। ২. প্রতি প্রকারের অন্তত তিনজনকে দান করা। প্রথম বিষয়টি সংক্রান্ত তাফসিল এবং হানাফিদের জবাবের জন্য দেখুন হিদায়া : ১/২০৪, ২০৫. باب من

আবু হানিফা রহ. এর মতে ل দ্বারা গঠিত ইজাফত অধিকার দলিলের জন্য না। বরং ব্যয়খাতের বিবরণের জন্য। কেনোনা, জাকাত হলো, আল্লাহর হক, বান্দার নয়। অবশ্য দরিদ্রতার কারণে ওপরযুক্ত প্রকার সমূহ ব্যয়ের খাতে পরিণত হয়েছে। আর ব্যয়ের খাত হিসেবে সমস্ত খাতকে জাকাত দেওয়া আবশ্যক হবে না। তারপর যেহেতু للفقراء ইত্যাদি সমস্ত প্রকারগুলোতে الف لام টি جنسي, তাই এটি এসবগুলোর বহুবচনত্বকে বাতিল করে দিয়েছে, সুতরাং কোনো একটি ব্যয়খাতেরও তিন ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া আবশ্যক[১২৬৭] না[১২৬৮]।

অমুসলিমদের কী জাকাত দেওয়া যায়?

توخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم [১২৬৯]বাক্য দ্বারা এশারাতুন্ নস[১২৭০]রূপে বোঝা যায় যে, জাকাত শুধু

يجوز دفع الصدقات اليه ومن لايجوز ফাতহুল কাদির : ২/১৮। আর দ্বিতীয় বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, শরহে বেকায়া ও এর টীকা ১/২৩৬-২৩৭, كتاب الزكوة، باب المصارف -সংকলক।

[১২৬৭] এর ব্যাখ্যা হলো, الف لام এর মধ্যে আসল হলো, আহদে খারিজি (সুনির্দিষ্ট) হওয়া। এটা না হলে ইসতিগরাক (সামগ্রিকতা জ্ঞাপক)। এটা না হলে জিন্স-জাতি জ্ঞাপক। চাই মুফরাদের (এক বচনের) ওপর প্রবেশ করুক অথবা বহুবচনের ওপর। আর যখন الف لام কে জিন্সের ক্ষেত্রে বহুবচনে প্রয়োগ করা হবে। তখন বহুবচনের অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মূল জিন্স। এ ব্যাপারে উসুলের কিতাবাদিতে বিস্তারিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। এ ভূমিকার পর আমরা বলব, الصدقات، الفقراء ইত্যাদিতে জাকাতের ব্যয়খাত সংক্রান্ত আয়াতে الف لام প্রবিষ্ট হয়েছে। এটাকে এখানে আহদে খারিজির জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো জিন্স নেই। ইসতিগরাকের (সামগ্রিকতা জ্ঞাপন) ওপর প্রয়োগ করাও সম্ভব নয়। কারণ, এটা সুস্পষ্ট কষ্ট ও সাধ্যাতীত তাকলিফকে আবশ্যক করবে। কারণ, যদি তা উদ্দেশ্য হয়, তবে দুনিয়ার সমস্ত সদকা সমস্ত ফকিরদের জন্য উদ্দেশ্য করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং কাউকে বঞ্চিত করা বৈধ হবে না। অথচ এটা কারো সাধ্যগত বিষয় নয়। তাছাড়া যদি সমস্ত সদকা তাদের সবার জন্য হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্যেক সদকা প্রতিটি প্রকারকে দেওয়া ওয়াজিব হবে না। এমনভাবে প্রতিটি প্রকারের তিনজনকে দেওয়াও ওয়াজিব হবে না। তবে তো এটা الصدقة لجنس الفقير وجنس المسكين الخ এর বক্তব্যের মতোই হবে। -শরহে বিকায়া : ১/২৩৭, باب المصارف। সুতরাং অবশ্যই এখানে জিনস উদ্দেশ্য হবে- এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে جنس الصدقة لجنس الفقير و جنس المسكين অনুরূপভাবে অন্যগুলোকেও কিয়াস করুন। কাজেই এখানে বহুবচনের অর্থ নেই। যার ফলে তাঁরা বলতে পারেন যে, তিনের কমকে দান করা বৈধ হবে না। যাতে বহুবচনের অর্থ ফওত না হয়। হাওয়াশি শরহিল বিকায়া- লখনবি রহ. : ১/২৩৭, كتاب الزكوة -সংকলক।

[১২৬৮] এই অনুচ্ছেদের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[১২৬৯] পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ ধরনের বিষয় সম্বলিত একটি বর্ণনা (باب ماجاء ان الدقة توخذ من الأ غنياء فترد على الفقراء) বর্ণিত হয়েছে- 'আউন ইবনে আবু জুহাইফা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাকাত উসুলকারি আমাদের কাছে এসে আমাদের বিত্তশালীদের কাছে হতে সদকা আদায় করলেন। আর এগুলো দিলেন আমাদের ফকিরদেরকে। আমি তখন ছিলাম ইয়াতিম বালক। তখন আমাকে তিনি তন্মধ হতে একটি দীর্ঘ নালা বিশিষ্ট উটনি কিংবা যুবতী উটনি দান করলেন। (قَلُوْصٌ এর বহুবচন قَلَائِصُ)-সুনানে তিরমিযী : ১/১১১ -সংকলক।

[১২৭০] মনে রাখতে হবে যে, শব্দ হতে আহরিত হুকুম হয়ত হুবহু শব্দ হতে প্রমাণিত হবে, অথবা তা হতে নয়। প্রথম অবস্থায় যদি শব্দটিকে এজন্যই বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটি হলো ইবারত, অন্যথায় ইঙ্গিত। দ্বিতীয় অবস্থায় যদি হুকুমটি শব্দ হতে আভিধানিকভাবে অনুধাবিত হয় তবে সেটি দালালত। আর শরয়িভাবে অনুধাবিত হলে সেটি হবে ইকতিজা, অন্যথায় ফাসেদ দলিল। যেমন বিপরীত অর্থ। تسهيل الوصول الى علم الأصول صـــ ١٠٠، الرابع تقسيم اللفظ باعتبار ادراك السامع المعنى من اللفظ، مرتب

মুসলমানদের দেওয়া যায়, কাফেরদেরকে নয়। এই মাজহাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের[১২৭১]।

অবশ্য নফল সদকাগুলো জিম্মিদেরকে দেওয়া যেতে পারে। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলার বলেছেন,

لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجو كم من دياركم ان تبرو هم تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين[১২৭২]

আর আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সদকাতুল ফিতরও জিম্মিদেরকে দেওয়া যায়। যদিও উত্তম হলো, মুসলমানদেরকে দেওয়া[১২৭৩]। তবে জাকাত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো হানাফিদের মতে জিম্মিদের দেওয়া যায় না।

অবশ্য ইমাম জুফার রহ. বলেন যে, জিম্মিদেরকেও জাকাত দেওয়া যেতে পারে[১২৭৪]।

কোরআনে কারিমের ব্যাপকতা তাঁদের দলিল। কেনোনা, إنما الصدقات للفقراء [১২৭৫] আয়াতে মুসলমানের কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি।

তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১২৭৬] হজরত জাবের ইবনে জায়দ রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال سئل عن الصدقة فيمن توزع؟ فقال فى أهل المسكنة من المسلمين واهل ذمتهم وقال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى اهل الذمة من الصدقة والخمس-

'জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, সদকা কাকে ভাগ করে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, মুসলমান ও জিম্মি মিসকিনদের মাঝে। জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মিসকিনদের মাঝে সদকা ও এক পঞ্চমাংশ বণ্টন করতেন।'

হজরত ইবনে আবু শায়বা রহ.[১২৭৭] উমর রা. হতে إنما الصدقات للفقراء আয়াতের ব্যাখ্যায় তার এই

[১২৭১] ইবনে কুদামা হাম্বলি রহ. বলেন, আমরা ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য জানি না যে, জাকাতের মাল কোনো কাফেরকে বা কোনো রাজাকে দেওয়া যাবে না। ইবনুল মুনজির রহ. বলেছেন, স্মরণকালের সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মিকে জাকাতের কোনো অর্থই দেওয়া যাবে না। তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মু'আজ রা.কে এরশাদ করেছেন, তুমি তাদেরকে অবহিত কর যে, তাদের ওপর সদকা আদায় করা ফরজ। তা তাদের বিত্তশালীদের হতে নিয়ে তাদের ফকিরদের প্রদান করা হবে। এখানে ধনীদের ওপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বিশেষিত করেছেন। আর ফকিরদের জন্য ব্যায় করার বিষয়টি খাস করেছেন। -আল মুগনি : ২২/৬৫৩-৬৫৪, منع اعطاء الزكوة لكافر

[১২৭২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮, পারা : ২৮। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে ইহসান ও ইনসাফের আচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের সঙ্গে দীনি ব্যাপারে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি হতে বের করেনি। (উদ্দেশ্য সেই সমস্ত কাফের যারা জিম্মি অথবা সন্ধিকারি। অর্থাৎ, সৌজন্যমূলক আচরণ তাদের সঙ্গে বৈধ। আল্লাহ তা'আলা মতো আচরণকারিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখেন। -মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৪০৪ -সংকলক।

[১২৭৩] আবু ইউসুফ, ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে সদকা ইত্যাদি জিম্মিদেরকে দেওয়া যায় না। বাদাইউস্ সানায়ি' : ২/৪৯, فصل واما الذى يرجع الى المؤدى اليه। -সংকলক।

[১২৭৪] কানজুদ্ দাকাইক, পৃষ্ঠা : ৬৪, باب المصرف টীকা নং-৭। قوله لا الى ذمى -শায়খ মুহাম্মদ আহসান সিদ্দিকি নানুতবি। فتح الله المعين على شرح ملا مسكين সূত্রে। -সংকলক।

[১২৭৫] সূরা তাওবা : পারা ১০, আয়াত নং ১৮। -সংকলক।

[১২৭৬] ৩/১৭৮, ما قالوا فى الصدقة فى غير اهل الإسلام -সংকলক।

বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, هم زمنى اهل الكتاب [১২৭৮] তারা হলো, আহলে কিতাবের প্রতিবন্ধি।

তাছাড়া ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রা. একজন বৃদ্ধ কিতাবী ব্যক্তির খোরপোষ রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে নির্ধারণ করেছিলেন এবং إنما الصدقات للفقراء আয়াত দ্বারা দলিল করে বলেছিলেন, هذا من مساكين اهل الكتاب তথা এ হলো, আহলে কিতাবের একজন মিসকিন।

তাদের দলিলের ভিত্তিতে হজরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. এবং জুহরি রহ. জিম্মিদেরকে জাকাত দেওয়া বৈধ বলে মত পোষণ করেন। -শরহুল মুহাজ্জাব -নববী। যাই হোক, জমহুরের যে মতটির ওপর ফতওয়া সেটি হলো, অমুসলিমদেরকে জাকাত দেওয়া যায় না। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসটি তাঁদের দলিল। যদিও এ ব্যাপারে ইমাম জুফার রহ. এর দলিলাদিও অনেক মজবুত। তবে উম্মতের গরিষ্ঠ সংখ্যকের এ ব্যাপারে ঐকমত্য তাঁর বিপরীতে অধিক মজবুত। والله اعلم

فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم موالهم [১২৭৯] : হাদিসের এই অংশটি শিরোনামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। যার অর্থ হলো, জাকাত উসুলকারির উচিত জাকাতে মানুষের উত্তম সম্পদ ও বাছাই করা মাল না নেওয়া[১২৮০]। (তবে যদি সম্পদের মালেক মনের খুশিতে দেয়, সেটা ভিন্ন।) বরং মধ্যম শ্রেণীর মাল নিবে। তাই পেছনের অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে ইমাম জুহরি রহ. এর বক্তব্য পেছনে এসেছে,

اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلث خيار ثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط.

'যখন সদকা উসুলকারি আসবে তখন বকরিগুলোকে তিনভাবে বিভক্ত করবে। এক তৃতীয়াংশ ভালো, এক তৃতীয়াংশ মধ্যম ধরণের, আর এক তৃতীয়াংশ নিম্নমানের। সদকা উসুলকারি মধ্যম ধরণের মাল হতে নেবে।

এতে বকরির উল্লেখ দৃষ্টান্ত হিসাবে এসেছে। অন্যথায় সমস্ত মালের এই হুকুম একই।

واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب এর দ্বারা দ্রুত কবুল হওয়া উদ্দেশ্য। তাছাড়া কোনো কিছুই আল্লাহ হতে পর্দার অন্তরালে নেই। والله اعلم এই হাদিসের উপকারিতা ও অর্থ এবং আলোচ্য বিষয় ও মাসায়েল বিস্তারিত জানতে দেখুন উমদাতুল কারি[১২৮১]।

[১২৭৭] ৩/১৭৮ -সংকলক।

[১২৭৮] زَمِنٌ، زَمْنَى এর বহুবচন। প্রতিবন্ধী। -সংকলক।

[১২৭৯] كريمة، كرائم এর বহুবচন। উত্তম মাল।-সংকলক।

[১২৮০] এমনভাবে একেবারে নিম্নমানের মালও যেনো জাকাতে সদকা উসুলকারি না গ্রহণ করে। যেমন, পেছনে তিরমিযীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী- ولا يوخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عيب অর্থাৎ, জাকাতে বেশি বয়স্ক (যেটি অধিক বয়স্ক হওয়ার কারণে জয়িফ হয়ে পড়েছে।) এবং দোষে দুষ্ট জানোয়ার যেনো গ্রহণ না করা হয়। -সংকলক।

[১২৮১] ৮/২৩৪-২৩৮, باب وجوب الزكوة -সংকলক।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمَرِ وَالْحُبُوْبِ

অনুচ্ছেদ- ৭ : ফসল, ফল এবং শস্যের[১২৮২] জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৬)

٦٢٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْ مَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

৬২৬। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটির কম উটে সদকা নেই এবং সদকা নেই পাঁচ উকিয়ার কমেও। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও সদকা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, জাবের ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى.

৬২৭। **অর্থ :** 'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ... আবু সাইদ খুদরি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবদুল আজিজ-আমর ইবনে ইয়াহইয়ার হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদের হাদিসটি حسن صحيح। এটি তার হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, পাঁচ ওয়াসাকের কমে সদকা নেই। এক ওয়াসাক হলো ৬০ সা', আর পাঁচ ওয়াসাক হলো ৩০০ সা'। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা' হলো পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ। আর কুফাবাসীর সা' হলো ৮ রতল। এমনভাবে পাঁচ উকিয়ার কমে সদকা নেই। উকিয়া হলো, ৪০ দিরহাম। ৫ উকিয়াতে হয়, ২০০ দিরহাম। এমনিভাবে পাঁচটি উটের কমে সদকা নেই। যখন ২৫টি উটে পৌছবে তখন তাতে একটি বিন্তে মাখাজ আর ২৫টির কম উটে প্রতি পাঁচটিতে এক বকরি আসবে।

[১২৮২] الحبوب، حب এর বহুবচন। শস্য। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

ليس فيما دون[১২৮৩] خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اواق[১২৮৪] صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق[১২৮৫] صدقة.

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে এর পক্ষে যে, উৎপাদিত ফসলের নেসাব পাঁচ ওয়াসাক। অর্থাৎ, ৩০০ সা। যা প্রায় ২৫ মন হয়[১২৮৬]। এর কমে তাদের মতে উশর ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে উৎপাদিত ফসলের কোনো নেসাব নির্ধারিত নেই। বরং উশর ওয়াজিব এর কম বেশি সব পরিমাণের ওপর।

১. ইমাম সাহেব রহ. এর দলিল কোরআন শরিফের আয়াত-[১২৮৭] و اتوا حقه يوم حصاده এখানে উৎপাদিত ফসলের ওপর যে হকের উল্লেখ রয়েছে এটি শর্তহীন। এতে কম বেশির কোনো পার্থক্য নেই।

[১২৮৩] الذود প্রতিহত করা। এর বহুবচন الذود। উটের একটি পালের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেটি তিন হতে নিয়ে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত বুঝায়। এর ইশতিকাকি (নিষ্পন্ন) অর্থের সঙ্গে এর যোগসূত্র হলো, এর মাধ্যমে দারিদ্র দূরীভুত হয়। বিশেষত আরবদের জন্য এটা অতীতকালে সবচেয়ে দামী সম্পদ মনে করা হতো। তারপর অনেকে এ শব্দটিকে এক বচন সাব্যস্ত করেছেন। আবার অনেকে এটাকে বহুবচন বলেছেন। কারণ, خمس এর تميز বহুবচন ব্যবহৃত হয়। তারপর خمسة ذود কে অনেকে গোল তা সহকারে পড়েছেন। আর অনেকে 'তা' ব্যতীত। তবে 'তা' এর সঙ্গে পড়া গভীর চিন্তার বিষয়। কারণ, ذود শব্দটি পুলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ثلاث مأة শব্দে। مأة শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। স্বয়ং এর জন্য সংখ্যা ثلاث উদাহরণত পুলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তারপর خمس ذود অথবা خمسة ذود প্রসিদ্ধ বর্ণনা ইযাফত সহকারে। আর তানভীন সহকারেও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, خمسة ذود ও خمس ذود এমতাবস্থায় خمس , ذود হতে বদল হবে। উমদাতুল কারি : ৮/২৫৮, باب ما ادى زكوته فليس بكنز, ফাতহুল বারি : ৩/২৫৫, قبيل باب زكوة البقر -সংকলক।

[১২৮৪] اواق এটি اوقية এর বহুবচন। এক উকিয়া ৪০ দিরহাম সমান হয়। এ হিসেবে ৫ উকিয়া হয় ২০০ দিরহাম বরাবর। দিরহাম সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ باب ماجاء فى زكوة الذهب والورق এর অধীনে এসেছে। -সংকলক।

[১২৮৫] اوسق শব্দটি وسق এর বহুবচন। এক প্রকার পরিমাপ উপকরণ। যেটি ৬০ সা' বরাবর হয়। হানাফিদের মতে যেই সা' আহকামে শরিয়তে সেকাহ সেটি হলো, ইরাকি। যেটি আট রতলের হয়ে থাকে। দুররে মুখতারে আছে, সা' যেটি শরয়ি বিধিবিধানে গ্রহণযোগ্য সেটি এমন পরিমাপ উপকরণ যাতে একহাজার ৪০ দিরহাম বরাবর মাশকলাই ও মশুরের ডাল এর স্থান সংকুলান হয়। আল্লামা শামি রহ. এই বক্তব্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, সা' হয় চার মুদে। আর মুদ হয় দুই রতলে। এক রতল অর্ধ সের। (এর দ্বারা হিজাযি মন উদ্দেশ্য। যেটি প্রায় এক সের পরিমাণ হয়ে থাকে।) মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. আওযানে শরয়িয়্যাতে দলিল করেছেন যে, অর্ধ সা' মিসকাল হিসেবে দেড় সের তিন ছটাক হয়। (যেনো, পূর্ণ সা' তিন সের ছয় ছটাকে হয়।) আর দিরহাম হিসেবে অর্ধ সা' দেড় সের তিন ছটাক দেড় তোলা সমান। এই হিসেবে পূর্ণ সা' তিন সের ছয় ছটাক তিন তোলা হয়। যেনো পেছনের হিসেবের ওপর তিন তোলা আরো বৃদ্ধি পেলো। আর মুদ হিসেবে অর্ধ সা' পৌনে দুই সের তিন মাশা পরিমাণ হয়।

মুফতি সাহেব রহ. এর এই তাহকিকের আলোকে এক ওয়াসাক তিন সের ছয় ছটাক বিশিষ্ট ৬০ সা হিসেবে পাঁচ মণ আড়াই সের হয়। আর পাঁচ ওয়াসাক পঁচিশ মণ সাড়ে বার সের হয়। আর তিন সের ছয় ছটাক তিন তোলা বিশিষ্ট ষাট সা হিসেবে এক ওয়াসাক পাঁচ মণ চার সের তিন পোয়া হয়। বস্তুত পাঁচ ওয়াসাক পঁচিশ মণ তেইশ সের তিন পোয়া সমান হয়। এমনভাবে সাড়ে তিন সের ছয় মাশা বিশিষ্ট ষাট সা' হিসেবে এক ওয়াসাক পাঁচ মণ দশ সের ছয় ছটাক সমান হয়। আর পাঁচ ওয়াসাক ২৬ মণ সাড়ে এগারো সের ছয় ছটাক সমান হয়। ছাত্র ভাই এটাকে গনিমত মনে করো। এর শুকরিয়া আদায় করো। -সংকলক।

[১২৮৬] এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ আমরা পেছনের টীকায় দিয়েছি। -সংকলক।

[১২৮৭] সূরা আনআম, আয়াত : ১৪১, পারা : ৮। -সংকলক।

২. দ্বিতীয় দলিল সিহাহ সিত্তার[১২৮৮] প্রসিদ্ধ হাদিস- (اللفظ فيما سقت السماء و العيون اوكان عثريا العشر للبخارى) (আকাশ তথা বৃষ্টি এবং পানির খাল যা সিঞ্চন করে তাতে অথবা নিজে নিজে শিকড় দ্বারা পানি চুষে নেওয়া গাছ হলে তাতে উশর) এবং[১২৮৯] ما اخرجته الأرض ففيه العشر

عن ابى حنيفة عن ابن ابان ابى عياش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما[১২৯০] سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح[১২৯১] او غرب[১২৯২] نصف العشر فى قليله او كثيرة.

'বৃষ্টি যা সিঞ্চন করে তাতে এবং যেসব জমিনে হাউজ হতে উঠিয়ে বালতি দিয়ে পানি সিঞ্চন করে বা টেনে উঠিয়ে পানি সিঞ্চন করে তাতে কম বেশি সব উৎপাদনের মধ্যেই উশর আছে।'

এতে স্পষ্ট যে, ما سقتْ السماء তে উশর ওয়াজিব। চাই পরিমাণে কম হোক বা বেশি। এই বর্ণনায় যদিও সাহাবির নাম উল্লেখ নেই। তবে সাহাবি অজ্ঞাত থাকলে প্রথমত এটা ক্ষতিকর হয় না। দ্বিতীয়ত জুবাইদি রহ. উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা' গ্রন্থে দলিল করেছেন[১২৯৩] যে, এই সাহাবি আনাস রা.। তাই ইবনে খসরূ রহ. এটাকে আনাস রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন[১২৯৪]।

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন এই বর্ণনার ওপর এটাও করা হয় যে, আবু মুতি' বলখি জয়িফ[১২৯৫]।

জবাব : তবে বাস্তব ঘটনা হলো, প্রথমত তিনি একজন বিতর্কিত রাবি[১২৯৬]। তার হাদিস দলিল পেশ করার মতো। দ্বিতীয়ত তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণনা করছেন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. পর্যন্ত এই হাদিসের সনদে কোনো দুর্বলতা নেই[১২৯৭]। তাছাড়া উমর ইবনে আবদুল আজিজ[১২৯৮] মুজাহিদ[১২৯৯] ইবরাহিম

[১২৮৮]. সহিহ বোখারি : ১/২০১,كتاب الزكوة، باب العشر فى ما يسقى من ماء السماء و الماء الجارى· সহিহ মুসলিম : باب صدقة الزرع ৪৪৮/১ সুনানে নাসায়ি : ১/৩৪৪ فى اوائل كتاب الزكوة و لفظه فيما سقت الأنهار والغيم العشور ১/৩১৬ সুনানে আবু দাউদ : ১/২২৫,باب صدقة الزروع و الثمار, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩০ -সংকলক।

[১২৮৯] নসবুর রায়াহ : ২/৩৮৪,باب زكوة الزروع و الثمار আল্লামা জায়লায়ি রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, হাদিসটি এই শব্দে গরিব। আর এর সমার্থবোধক হাদিস ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, باب زكوة الزروع و الثمار।

[১২৯০] নসবুর রায়াহ : ২/৩৮৫, باب زكوة الزروع و الثمار আত্ তাহকিক -ইবনুল জাওজি সূত্রে। -সংকলক।

[১২৯১] النضح -হাউজ,-সংকলক।

[১২৯২] الغرب- বড় বালতি -সংকলক।

[১২৯৩] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২০৩ -সংকলক।

[১২৯৪] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২০৩ -সংকলক।

[১২৯৫] ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, 'তিনি কিছুই নন।' আহমদ রহ. বলেছেন, 'তার হতে বর্ণনা করা উচিত নয়।' আবু দাউদ বলেছেন, 'লোকজন তার হাদিস বর্জন করেছেন।' -নসবুর রায়াহ : ২/৩৮৫, باب زكوة الزروع و الثمار।-সংকলক।

[১২৯৬] উকায়লি তাকে সেকাহ বলেছেন, তিনি বলেছেন, 'তিনি মুরজিয়াহ ছিলেন। হাদিসের ব্যাপারে সৎ ছিলেন। তবে আহলে সুন্নত তার বর্ণনা হতে বিরত হতেছেন।' -লিসানুল মিজান -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২০৩ -সংকলক।

[১২৯৭] দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ডে হাদিস সহিহ ও জয়িফ সাব্যস্ত করার মূলনীতির অধীনে পঞ্চম মূলনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা পরিপূর্ণ সম্ভব যে, কোনো পূর্ববর্তী মনীষী যেমন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কাছে একটি হাদিস সম্পূর্ণ সহিহ সনদে

নাখয়ি[১৩০০] এবং ইমাম জুহরির[১৩০১] মাজহাবও এটাই যে, কম বেশি সব পরিমাণেই উশর ওয়াজিব। যা দ্বারা বোঝা যায়, ওপরযুক্ত হাদিসটি তাঁদের কাছে সহিহ সনদে পৌঁছে থাকবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১ অনেকে বলেছেন, এই হাদিসে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য জাকাত[১৩০২]।

আর এটা হলো, সেই উৎপাদিত ফসলের বিবরণ যেটি বাণিজ্যের জন্য অর্জন করা হয়েছে। এমন উৎপাদিত ফসল সম্পর্কে মূলনীতি হলো, যখন সেটি দুইশ দিরহাম মূল্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দেওয়া হয় এবং তৎকালীন সময়ে যেহেতু ৫ ওয়াসাক ২০০ দিরহাম সমান হতো তাই পাঁচ ওয়াসাককে নেসাব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (উল্লেখ্য, ১ ওয়াসাক ৬০ সা' ১ সা' প্রায় ২৩৪ তোলা -অনুবাদক) তবে এই ব্যাখ্যাটি[১৩০৩] কোনো প্রকারেই যৌক্তিক না[১৩০৪]।

২ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে সদকা উসুলকারির এখতিয়ারের গণ্ডি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াসাকের কমের জাকাত সদকা উসুলকারি উসুল করবে না। বরং এর মালেক স্বয়ং নিজের মতে করে দিবে।

পৌঁছেছে। পরবর্তীতে এই সনদে কোনো জয়িফ রাবি এসে গেছেন। যার ফলে পরবর্তীগণ এটাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এই পূর্ববর্তী মনীষী যেমন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে এই জয়িফ সাব্যস্ত করা দলিল হতে পারে না। -সংকলক।

[১২৯৮] আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-সিমাক ইবনুল ফজল সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. চিঠি লিখেছেন, যেনো জমিনে উৎপন্ন কম বেশি ফসল হতে উশর নেওয়া হয়। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/১২১, নং ৭১৯৬, باب الخضر মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (৩/১৩৯) আছে, 'জমিন যা উৎপন্ন করে তার সবগুলোতে জাকাত রয়েছে।' -সংকলক।

[১২৯৯] আবদুর রাজ্জাক মা'মার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমার কাছে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর আছরের মতো আছর মুজাহিদ হতে পৌঁছেছে। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/১২১, নং ৭১৯৭, باب الخضر।

[১৩০০] হজরত আবদুর রাজ্জাক-আবু হানিফা-হাম্মাদ-ইবরাহিম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জমিনে উৎপন্ন সবকিছুতেই উশর রয়েছে।' -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/১২১, নং ৭১৯৫, باب الخضر। ইবনে আবু শায়বা তাঁর মুসান্নাফে (৩/১৩৯) বর্ণনা করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করে তার সবকিছুতেই জাকাত রয়েছে। তাতে আরো রয়েছে যে, 'জমিনে উৎপন্ন সবকিছুতেই জাকাত রয়েছে। এমনকি দস্তাজাত-তরকারির উশরেও (এক কপিতে অতিরিক্ত আছে যে, দস্তাজাত হলো, তরকারি। -সংকলক।

[১৩০১] হজরত জুহরি হতে বর্ণিত যে, তিনি ফলের ব্যাপারে কোনো সময় নির্ধারণ করতেন না। তিনি আরো বলেছেন, 'উশর এবং অর্ধ উশর।' -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৩৯ في كل شيئ اخرجت الأرض زكوة-সংকলক।

[১৩০২] যেমন, হাদিসের প্রথম দিকের দুটি বাক্যতেও সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ليس فيما دون خمسة ذود صدقة এবং ليس فيما دون خمسة اواق صدقة-সংকলক।

[১৩০৩] কেনোনা, উৎপন্ন ফসলের মধ্যে বিভিন্ন জাত থাকে এবং এটা বলা খুবই মুশকিল যে, প্রত্যেক জাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য ২০০ দিরহাম হতো। কেনোনা, এটা তখনই সম্ভব যখন গম এবং ঘাসের মূল্যে কোনো পার্থক্য না থাকে। -উস্তাদে মুহতারাম।

[১৩০৪] অনেক বর্ণনা দ্বারা এর রদও হয়ে যায়- عن ابى سعيد الخدرى (رضـــ) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يو خذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة اوسق، عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكوة شيئ من الحرت حتى يبلغ خمسة اوساق فاذا بلغ خمسة اوساق ففيه الزكوة উভয় বর্ণনার জন্য দ্র. সুনানে দারাকুতনি : ২/৯৮, باب ليس فى الخضروات صدقة তাছাড়া হাফেজ জায়লায়ি রহ. দারাকুতনি সূত্রে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন, لا يحل فى البر والتمر صدقة حتى تبلغ خمسة اوسق -নসবুর রায়াহ : ২/৩৮৪, باب زكوة الزروع والثمار। -সংকলক।

৩ শাহ সাহেব রহ. বলেছেন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে[১৩০৫] عرايا এর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো খেজুর গাছ কোনো ফকিরকে দিয়ে দেয় আর পরবর্তীতে এই গাছের ফলের বিনিময়ে পাঁচ ওয়াসাক খেজুর আলাদা দিয়ে দেয় তাহলে এবার গাছের ফল হতে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ পর্যন্ত সদকা ওয়াজিব হবে না[১৩০৬]।

এসব তো ছিলো সামঞ্জস্য বিধানের উপায় বা পথ। আর যদি প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তবে জাকাতের বিষয়ে পরস্পর বিরোধের সময় আবু হানিফা রহ. সেসব দলিলাদিকে প্রাধান্য দেন, যেগুলোতে দরিদ্রদের জন্য বেশি উপকারি হয়। কেনোনা, সতর্কতা নিহিত রয়েছে এতেই।[১৩০৭]

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةٌ

অনুচ্ছেদ– ৮ : ঘোড়া ও গোলামের জাকাত অনাবশ্যক প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৭)

٦٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ".

৬২৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের ওপর তার ঘোড়া ও গোলামে সদকা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আলি রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, সায়েমা ঘোড়ায় সদকা নেই, না গোলামে সদকা রয়েছে, যদি এগুলো খেদমতের জন্য হয়।

[১৩০৫] عرية–عرايا এর বহুবচন। এর অর্থ হলো দান। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেসব খেজুরগাছ ও বৃক্ষ যেগুলো মানুষ ফকির-মিসকিনকে সোপর্দ করে যে, তোমরা এ গাছগুলোর দেখা শোনা করবে এবং এগুলোর ফল খাবে। তারপর যদি মালেক কোনো ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে ফল সহ এই গাছ ফেরৎ নিয়ে নেয়, তবে এটাও বৈধ আছে। এমতাবস্থায় সেসব মালেকের জন্য উচিত হলো, সেসব খেজুর ইত্যাদির বিনিময়ে আলাদা খেজুর দান করা। শাহ সাহেব রহ. এর জবাবের সারমর্ম এই হলো, যদি কোনো মালেক গাছের খেজুরের বিনিময়ে ৫ ওয়াসাক খেজুর আলাদা দেয় তাহলে মালেকের জিম্মায় এই গাছের ফল হতে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ পর্যন্ত সদকা ওয়াজিব হবে না। والله سبحانه وتعالى اعلم-সংকলক।

[১৩০৬] এর নিদর্শন হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عرية তথা দানে এক ওয়াসাক, দুই ওয়াসাক এবং তিনি ও চারে অবকাশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক দশটি ছড়ার একটি ছড়া মসজিদে মিসকিনদের জন্য রেখে দেওয়া হবে। -শরহে মা'আনিল আছার : ২/১৭৩, باب العرايا برواية جابر بن عبد الله-সংকলক।

মাকহুল শামি হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, তোমরা সদকার ব্যাপারে সহজ করো। কারণ, মালে 'আরিয়্যা' তথা দান ও ওসিয়্যত রয়েছে। -তাহাবি : ২/১৭৫ -সংকলক।

[১৩০৭] কিয়াস দ্বারাও হানাফি মাজহাবের সমর্থন হয়। ইমাম তাহাবি ও জাস্‌সাস রহ. বলেন, সর্ব সম্মতিক্রমে উশরে বছরপূর্তি ধর্তব্য নয়। সুতরাং রিকাজ ও গনিমতের মালের মতো পরিমাণ ধর্তব্য হওয়াও বাতিল হওয়া উচিত। দেখুন, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২০৮ -সংকলক।

তবে যদি বাণিজ্যের জন্য হয় তবে ব্যতিক্রম। এগুলো যখন বাণিজ্যের জন্য হবে তখন বছরপূর্তি হলে এগুলোর মূল্যের ওপর জাকাত আসবে।

দরসে তিরমিযী

"ليس المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" : যে ঘোড়া নিজস্ব আরোহণের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে জাকাত নেই। আর বাণিজ্যের জন্য যে ঘোড়া তার ওপর সর্ব সম্মতিক্রমে জাকাত রয়েছে[১৩০৮]। (যা দাম হিসেবে আদায় করা হবে) অবশ্য যে ঘোড়া বংশ বিস্তারের জন্য হবে এবং যেগুলো চরে খাবে[১৩০৯] সেগুলো সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

ইমামত্রয়ের[১৩১০] মতে এগুলোর ওপর জাকাত নেই। তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাছাড়া তাদের দলিল হজরত আলি রা. এর পেছনে বর্ণিত[১৩১১] মারফু' হাদিসটিও- قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

আবু হানিফা রহ.[১৩১২] এর মতে এমন ঘোড়াগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব। তিনি সহিহ মুসলিমের[১৩১৩] একটি প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الخيل ثلاثة هى لرجل وزروهى لرجل ستر وهى لرجل فأما التى هى له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على اهل الإسلام فهى له وزرو اما التى هى له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولارقا بها فهى له ستر واما التى هى له اجر الخ.

এতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াগুলোকে তিনভাবে ভাগ করেছেন।

১. মানুষের জন্য বিপদের স্বরূপ;

২. মানুষের ঢাল;

৩. মানুষের জন্য সওয়াব স্বরূপ।

১৩০৮ ইবনুল মুনজির প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (৩/২৫৮, باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة) এটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

১৩০৯ السائمة দুধ এবং বংশ বিস্তারের উদ্দেশে বছরের অধিকাংশ সময় যেগুলো নিজে নিজেই চরে খায় সেগুলোই হলো সায়িমা।-লুবাব : ১/১৪১, باب زكوة الابل -সংকলক।

১৩১০ হজরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উমর ইবনে আবদুল আজিজ, মাকহুল, আতা, শা'বি, হাসান বসরি, হাকাম, ইবনে সিরিন, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, জুহরি এবং ইমাম ইসহাক রহ. এর মাজহাবও ইমামত্রয়ের অনুরূপ। -আইনি : ৯/৩৬, باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة

১৩১১ তিরমিযী : ১/১০৯, باب ما جاء فى زكوة الذهب والورق -সংকলক।

১৩১২ ইবরাহিম নাখয়ি, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান এবং ইমাম জুফার রহ. এর মাজহাবও এটাই যে, বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাখা ঘোড়ার জাকাত ওয়াজিব। তাছাড়া শামসুল আয়িম্মা সারাখ্সী রহ. বলেন যে, হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর মাজহাবও এটাই। -আইনি : ৯/৩৬, باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة -সংকলক।

১৩১৩ ১/৩১৯, باب اثم مانع الزكوة، فى حديث ابى هريرة -সংকলক

এতে দ্বিতীয় স্তরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরশাদ রয়েছে, এমন ঘোড়া সেগুলো যেগুলোকে মানুষ আল্লাহর জন্য প্রতিপালন করে। তারপর এমন ঘোড়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার দুটি হকের উল্লেখ রয়েছে। একটি ঘোড়াগুলোর পিঠে। আর সেই হকটি হলো, কোনো ব্যক্তিকে আরোহণের জন্য ধার হিসেবে দেওয়া। আর দ্বিতীয় হক এগুলোর গর্দানে। এটা জাকাত ব্যতীত আর কি হতে পারে?

তাছাড়া উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের শাসনামলে ঘোড়াগুলোর ওপর জাকাত নির্ধারণ করেছিলেন। মাথা পিছু প্রতিটি ঘোড়া হতে এক দিনার উসুল করতেন[১৩১৪]। তাই ইমাম সাহেব রহ. এর মতে জাকাত ওয়াজিব হয়, প্রতিটি ঘোড়ার পক্ষ হতে এক দিনার। অবশ্য ইচ্ছে করলে ঘোড়ার মূল্য লাগিয়ে আদায় করতে পারবে[১৩১৫] এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

অনুচ্ছেদের হাদিসটির জবাব ইমাম আবু হানিফা রহ.এর পক্ষ হতে এই যে, ليس على المسلم فى فرسه صدقة হাদিসে فرس শব্দ দ্বারা আরোহণের ঘোড়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এমন ঘোড়ার ওপর জাকাতের প্রবক্তা আমরাও নই[১৩১৬]। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের এই ধরণের ব্যাখ্যা জায়দ ইবনে সাবেত রা. হতেও বর্ণিত আছে[১৩১৭]।

[১৩১৪] ইমাম জুহরি হতে বর্ণিত, সায়িব ইবনে ইয়াজিদ রা. তাকে বলেছেন, 'আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি ঘোড়ার মূল্য লাগিয়ে এর সদকা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর কাছে দিতেন।' -শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৬০, باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة

হজরত আবু উমর ইবনে আবদুল বার তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াকে বলেছেন, তুমি প্রতি ৪০টি বকরী হতে একটি বকরী নিবে। তবে ঘোড়া হতে কিছু নিবে না। প্রতিটি ঘোড়া হতে এক দিনার নিও। তারপর তিনি ঘোড়ার ওপর এক দিনার করে ধার্য করলেন। -উমদাতুল কারি : ৯/৩৭, ليس على المسلم فى فرسه صدقة। আবু উমর বলেছেন, ঘোড়ার জাকাত সংক্রান্ত হাদিসটি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে জুহরি-সায়িব ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে সহিহ। ইবনে রুশদ মালেকি রহ. আল-কাওয়ায়িব নামক গ্রন্থে বলেছেন, উমর রা. হতে সহিহরূপে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ঘোড়া হতে সদকা উসুল করতেন। -ওই।

জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরনেওয়ালা ঘোড়া সম্পর্কে বলেছেন, প্রতিটি ঘোড়া হতে এক দিনার আদায় করবে। সুনানে দারাকুতনি : ২/১২৬, নং ২, باب زكوة مال التجارة وسقوتها عن الخيل الرقيق

এই বর্ণনাটি আপন দুর্বলতা সত্ত্বেও পেছনের দলিলাদির আলোকে দলিল পেশ করার মতো।

[১৩১৫] এই এখতিয়ারের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন হিদায়া ১ম খণ্ড, باب صدقة السوائم فصل فى الخيل , ইনায়াহ আলা হামিশি ফাতহিল ক্বাদির : ১/৫০২ -সংকলক।

[১৩১৬] আলি রা. এর হাদিসের জবাবও এটাই।

[১৩১৭] হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ও আবু ইউসুফ রহ. যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো, যোদ্ধার ঘোড়া। হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. হতে এটাই বর্ণিত আছে। হিদায়া : ১ম খণ্ড, فصل فى الخيل।

এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, 'কারণ, এই ঘটনাটি ঘটেছে মারওয়ানের যুগে। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ করলেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করলেন যে, কোনো ব্যক্তির গোলাম ও ঘোড়াতে সদকা নেই। তখন মারওয়ান জায়দ ইবনে সাবেত রা.কে বললেন, আবু সাইদ! আপনি কি বলেন? শুনে আবু হুরায়রা রা. বললেন, মারওয়ানের ব্যাপারে বিস্ময়! আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করে শোনাচ্ছি আর সে বলছে, 'হে সাঈদের পিতা! আপনি কি বলছেন।' তখন জায়দ রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য

আর হজরত উমর ফারুক রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার খেলাফ কোনো নতুন সিদ্ধান্ত দেননি। বরং বাস্তব ঘটনা ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সাধারণত ঘোড়াগুলো থাকতো আরোহণ তথা ব্যবহারের জন্য। তাই বংশ বিস্তারের জন্য যেসব ঘোড়া সেগুলোর হুকুম সেযুগে প্রসিদ্ধ হতে পারেনি। উমর রা. এর যুগে এর বহু দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হুকুম যেটি তিনিসহ অল্প কিছুসংখ্যক লোকের জানা ছিলো, সেটি বাস্তবায়িত করেছেন ঘোষণার মাধ্যমে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ– ৯ : মধুর জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৭)

٦٢٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْعَسَلِ فِيْ كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ، زِقٌّ".

৬২৯। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মধুতে প্রতি দশ মশকে এক মশক জাকাত আসবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা, আবু সাইয়ারা মুতায়ি ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটির সনদে কালাম রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বিরাট অংশ সহিহ নয়। এর ওপর অধিকাংশ আলেমের আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। অনেক আলেম বলেছেন, মধুতে কোনো কিছুই দিতে হয় না। পক্ষান্তরে সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ হাফেজ নন। সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহর বিরোধিতা করা হয়েছে নাফে' সূত্রে বর্ণিত এই হাদিসের বিবরণে।

٦٣٠ – عَنْ نَافِعٍ رضـ: قَالَ سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَلٰكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوْضَعَ يَعْنِيْ عَنْهُمْ

৬৩০। **অর্থ :** হজরত নাফে' বলেন, আমাকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. মধুর সদকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। রাবি বলেন, আমি বললাম, আমাদের কাছে এমন কোনো মধু নেই যা হতে সদকা করবো। তবে মুগিরা ইবনে হাকিম আমাদেরকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন, মধুতে সদকা নেই। তখন উমর রা. বললেন,

---

ছিলো যোদ্ধার ঘোড়া। তবে যেটি বংশ বিস্তারের উদ্দেশে রাখা হয় তাতে সদকা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত? জবাবে বললেন, প্রতিটি ঘোড়ায় এক দিনার অথবা দশ দিরহাম। -ইনায়া আলা হামিশি ফাতহিল ক্বাদির : ১/৫০২, فصل فى الخيل।

হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর এই ব্যাখ্যা কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে এটি মারফূ' হাদিসের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে তথা ليس على المسلم فى فرسه ولا عبده صدقة এ আবদ দ্বারা উদ্দেশ্য খেদমতের গোলাম। সুতরাং যেহেতু গোলামটি খেদমতের সঙ্গে বিশেষিত, তাই সংগত হলো, ঘোড়াটিও খেদমত ও আরোহণের সঙ্গে বিশেষিত হওয়া। -মা'আরিফুস্ সুনান -শায়খ বিন্নোরি রহ. : ৫/২১৬। -সংকলক।

পছন্দসই ইনসাফ। তারপর তিনি লোকজনের কাছে চিঠি লিখলেন সাধারণ মানুষ হতে এর সদকা বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عمر (رضـــ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العســل في كل عشــرة أزق، زق"[১৩১৮]

এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম ইসহাক রহ. এ কথার প্রবক্তা যে, মধুতে উশর ওয়াজিব।[১৩১৯] শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীদের মতে মধুর ওপর উশর নেই[১৩২০]।

প্রশ্ন : আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখ সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহর[১৩২১] কারণে জয়িফ এবং গাইরে দলিল পেশ করার মতো সাব্যস্ত করেছেন[১৩২২]।

জবাব : প্রথমত কথা সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত আছে।[১৩২৩] যেখানে তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে অনেকে তাকে সেকাহও সাব্যস্ত করেছেন[১৩২৪]। তাছাড়া এই হাদিসের একাধিক শাহেদও মওজুদ রয়েছে। যার কারণে এই বর্ণনাটি হাসান পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

১৩১৮ زِقٌّ-اَزُقٌّ এর বহুবচন। চামড়ার মশক বা থলে।-সংকলক।

১৩১৯ ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পুরানো বক্তব্যেও এটাই। এমনিভাবে মাকহুল, জুহরি, আওজায়ি এবং মালেকিদের মধ্য হতে ইবনে ওয়াহাব প্রমুখের মাজহাবও এটাই। -মা'আলিমুস্ সুনান লিল খাত্তাবি ফি জায়লি মুখতাসারি সুনানি আবি দাউদ : ২/২০৯, নং ১৫৩৫, باب زكوة لعسل হাশিয়া আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৩৬, তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।' প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে মধুতে উশর ওয়াজিব তখন, যখন তা উশরি জমিন হতে নেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২১৮।

১৩২০ ইবনে আবু লায়লা, সুফিয়ান সাওরি ও আবু সাওর প্রমুখের মাজহাবও এটাই। তাছাড়া হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. হতেও এটি বর্ণিত আছে। -মা'আলিম -আল্লামা খাত্তাবি : ২/২০৯ সংকলক।

১৩২১ সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ আস্ সামীন মু'আবিয়ার পিতা বা আবু মুহাম্মদ দিমাশকী জয়িফ রাবি। সপ্তম শ্রেণীর রাবি। (বড় তাবে তাবেয়ি শ্রেণী।) তিনি ৬৬ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেছেন। তিরমিযী, নাসায়ি, সুনানে ইবনে মাজাহ, তাকরীবুত্ তাহজিব : ১/৩৬৬, হরফ 'সোয়াদ', নং ৮৩। -সংকলক।

১৩২২ বায়হাকি রহ. বলেছেন, সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ আস সামিন অনুরূপ এ হাদিসটির ব্যাপারে একক, তিনি জয়িফ। আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন প্রমুখ তাকে জয়িফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারিকে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, এটি নাফে' সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল। -সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৪/১২৬, باب ما ورد فى العسل। আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৫/২১৬) লিখেন, সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ আস সামিন দিমাশকি অধিকাংশের মতে জয়িফ। তবে তাকে আবু হাতেম, দুহাইম ও আবু জুর'আ রহ. সেকাহ বলেছেন। দেখুন, মিজান, তাহজিব। এতোটুকু সহ্য করা যায়। বিশেষত যখন এর অনেক শাহেদ থাকে। ইমাম বোখারি রহ. এর বক্তব্য 'এই অনুচ্ছেদে কোনো কিছুই সহিহ নেই' দ্বারা একে অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয় না। কারণ, দলিল পেশ করার জন্য হাসান পর্যায়ের হাদিস যথেষ্ট। এর জন্য সহিহ হওয়া শর্ত নয়। (সংক্ষেপিত) -সংকলক।

১৩২৩ আল্লামা হায়ছামি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তার সম্পর্কে অনেক কালাম রয়েছে। আবু হাতেম প্রমুখ তাকে সেকাহ বলেছেন। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/৭৭, باب زكوة العسل-সংকলক।

১৩২৪ এর বিস্তারিত বিবরণ পেছনের টীকায় দেওয়া হয়েছে।

তাই ইবনে মাজাহতে[১৩২৫] হজরত আবু সাইয়ারা মুতায়ি রা. এর বর্ণনা আছে- তিনি বলেন, قلت يا رسول الله! ان لى نحلا قال اد العشر 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মধুর বাসা আছে। জবাবে তিনি বললেন, উশর আদায় করো।

তাছাড়া ইবনে মাজাহতেই[১৩২৬] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত আছে[১৩২৭]-

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু হতে উশর আদায় করেছেন।' তাছাড়া মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৩২৮] হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من اهل العسل العشور.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীর কাছে চিঠি লিখেছেন, যাতে মধু ওয়ালাদের কাছে হতে উশর আদায় করা হয়।'

এই বর্ণনাগুলোর সনদ যদিও কালাম শূন্য নয়[১৩২৯], তবুও এগুলোর আধিক্য এর দলিল যে, মধুর ওপর হতে

[১৩২৫] ১৩১, باب زكوة العسل, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৬৩, নং ৬৯৭৩, باب صدقة العسل, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৪১, فى العسل هل فيه زكوة ام لا؟।-সংকলক।

[১৩২৬] সূত্র ঐ।

[১৩২৭] এই বর্ণনাটি আমর ইবনে শু'আইব-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে বর্ণিত। যার অর্থ হলো, এটি সহীফায়ে সাদিকার বর্ণনা। -সংকলক।

[১৩২৮] ৪/৬৩, নং ৬৯৭২, باب صدقة العسل।-সংকলক।

[১৩২৯] এজন্য আবু সাইয়ারা আল মুতায়ির বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, মধু সম্পর্কে উশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা হলো, এটি। এটি মুনকাতে'। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন,** আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারিকে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, এই হাদিসটি মুরসাল। (এখানে মুরসাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুনকাতে'। প্রসিদ্ধ অর্থে পারিভাষিক মুরসাল উদ্দেশ্য নয়। -সংকলক।) সুলায়মান ইবনে মুসা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবিকে পাননি। -বায়হাকি : ৪/১২৬, باب ماورد فى العسل

দ্বিতীয় বর্ণনা ইবনে মাজাহতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত, এটি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া-নুআইম ইবনে হাম্মাদ-ইবুনল মুবারক- উসামা ইবনে জায়দ, আমর ইবনে শু'আইব .... সনদে বর্ণিত। এর সনদের ওপর কারো কালাম সংকলকের নজরে পড়েনি। হাফেজ জায়লায়ি রহ.ও এই বর্ণনাটি ইবনে মাজাহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং সনদের ওপর কোনো কালাম করেননি। দেখুন, নসবুর রায়াহ : ২/৩৯০, باب زكوة الزروع الثمار। বরং ইমাম আবু দাউদ রহ. আমর ইবনে শু'আইব- তার পিতা-তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'হিলাল নামক বনু মাত'আনের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে এই সাহাবি 'সালাবা' নামক একটি উপত্যকা সংরক্ষিত চারণভূমিরূপে দেওয়ার আবেদন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষিত চারণভূমিরূপে সেই উপত্যকাটি তাঁকে দিলেন। উমর রা. এর খেলাফত আমলে সুফিয়ান ইবনে ওহাব উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। তখন উমর রা. লিখলেন, তিনি তার মধুর যে উশর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দিতেন তা যদি আপনার কাছে আদায় করেন, তবে তার জন্য সালাবা নামক উপত্যকাটি চারণভূমি রূপে রেখে দিন। অন্যথায় এতো বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন (মধু) পোকা, যে ইচ্ছা সে (এর মধু) খাবে। -সুনানে আবু দাউদ : ১/২২৬, باب زكوة العسل।

উশর নেওয়া ভিত্তিহীন নয়। দ্বিতীয়ত হজরত উমর ফারুক[১৩৩০] রা. এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ[১৩৩১] রহ.।

আল্লামা উসমানি রহ. ই'লাউস্ সুনানে : ৯/৬৭, باب زكوة العسل। সুনানে আবু দাউদের এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখেন। সুতরাং এ হাদিসটি মারফু' রূপে সমালোচনামুক্ত নিরাপদ ও প্রামাণ্য। কারণ, আবু দাউদ এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং ইবনে আবদুল বার রহ. এটিকে হাসান বলেছেন। (ইসতিজকার : ১/২৮৯, ইমাম নাসায়ি রহ. এর মতে এটি সহিহ (মুহাব্বাক)। কারণ, মুহাব্বাক গ্রন্থে তিনি তাঁর মতে সহিহ ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস স্থান দেননি। এই গ্রন্থের কিতাবুস্ সালাতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আবু দাউদের ওপরযুক্ত বর্ণনাটি আমর ইবনুল হারেস সূত্রেও বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনাটি আবদুর রহমান ইবনুল হারেস ও ইবনে লাহি'আহ সূত্রেও বর্ণিত আছে। হাফেজ রহ. ইমাম দারাকুতনি রহ. সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন তালখিসুল হাবিরে : ২/১৬৮, নং ৮৩৯,باب زكوةالمعشرات। ইবনে হাজার রহ. তাদের দুজন সম্পর্কে লিখেন, 'আবদুর রহমান ও ইবনে লাহী'আহ হাফেজ নন। (এ হিসেবে আমর ইবনে শু'আইবের বর্ণনাটিও কালাম শূন্য থাকে না। তবে পরবর্তীতে স্বয়ং ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'তবে আমর ইবনুল হারেস নামক একজন সেকাহ (আবু দাউদের মতে) রাবি তাদের মুতাবা'আত করেছেন। উমামা ইবনে জায়দ-আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে ইবনে মাজাহ প্রমুখের মতে তাদের দুজনের মুতাবা'আত করেছেন। যেমন, পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।' এর দ্বারা বোঝা যায় স্বয়ং ইবনে হাজার রহ. এর মতে মধুতে উশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমর ইবনে শু'আইবের বর্ণনা দলিল পেশ করার মতো। মোটকথা, এই বর্ণনাটি হানাফিদের একটি মজবুত দলিল।

মধুতে উশর ওয়াজিব হওয়ার ওপর উস্তাদে মুহতারাম তৃতীয় হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররার সূত্রে বর্ণিত। তবে ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেন, 'বোখারি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররারের হাদিস বর্জনীয়।' -সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/১২৬, باب ما ورد في العسل -সংকলক।

[১৩৩০] হজরত সাদ ইবনে আবু যুবাব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর কওমের কাছে এসে তাঁদেরকে বললেন, মধুতে জাকাত আছে। কারণ, যে মালে জাকাত দেওয়া হয় না তাতে কোনো কল্যাণ নেই। রাবি বলেন, শুনে লোকজন বললো, তাহলে আপনি কি পরিমাণ দেওয়ার মত পোষণ করেন? আমি বললাম, উশর। তারপর তিনি তাদের কাছ হতে উশর আদায় করে হজরত উমর রা. এর কাছে এসে পূর্ণ বৃত্তান্ত জানালেন। রাবি বলেন, তখন হজরত উমর রা. তা গ্রহণ করলেন ও এটাকে মুসলমানদের সদকার অন্তর্ভুক্ত করলেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৪২, في العسل هل فيه زكوة ام لا আল্লামা হায়ছামি রহ. এই বর্ণনাটি মুসনাদে বাজ্জার ও মু'জামে তাবারানি কবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদে মুনির ইবনে আবদুল্লাহ নামক একজন রাবি রয়েছেন, তিনি জয়িফ। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/৭৭, باب زكوة العسل হজরত সাদ ইবনে আবু জুবাবের ওপরযুক্ত বর্ণনাটির জন্য দেখুন, নসবুর রায়াহ : ২/৩৯০, ৩৯১, باب زكوة الزروع والثمار। তাছাড়া আতা খুরাসানী বলেন, একবার হজরত উমর রা. এর কাছে ইয়ামানের কিছু সংখ্যক লোক এসে একটি উপত্যকার দরখাস্ত করলো। তিনি তাদেরকে তা দান করলেন। তারা বললো, আমিরুল মু'মিনিন! তাতে প্রচুর মধুর বাসা রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের ওপর প্রতি দশ ফরকে (৩সা' পরিমাণ ১সা' সাড়ে তিন সের সমান) এক ফরক ওয়াজিব। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৬৩, নং ৬৯৭০, باب صدقة العسل। ইবনে আবু শায়বা-ইবনে মুবারক-আতা খুরাসানি সূত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে মুসান্নাফে (৩/১৪১) এটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৩৩১] উশর উসুল করা সংক্রান্ত মধুর ওপর হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর স্পষ্ট কোনো বর্ণনা সংকলক পেল না। বরং এর বিপরীত প্রমাণিত। নাফে' বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মধুতে কি সদকা আছে? আমি বললাম, আমাদের এলাকায় তো মধু নেই। তবে আমি মুগিরা ইবনে হাকিমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। শুনে তিনি বলেন, তাতে কিছু নেই। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেন, তিনি সেকাহ নিরাপদ, সত্য কথা বলেছেন। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/৬১, নং ৬৯৬৬, باب صدقة العسل আরো দেখুন, পৃষ্ঠা : ৬০, নং ৬৯৬৫, ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৪২, من قال ليس في العسل زكوة

তবে কুদামা রহ. হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর মাজহাব এটাই লিখেছেন যে, তিনি মধুতে উশর নেওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। -আল-মুগনি : ২/৭১৩, باب زكوة الزروع عوالثمار।

بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুচ্ছেদ– ১০ প্রসংগ : বছর ঘুরার আগে মধ্যখানে অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদের ওপর জাকাত আসে না (মতন পৃ. ১৩৭)

٦٣١ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ".

৬৩১। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে (বছরের মাঝখানে) সম্পদ লাভ করবে তার ওপর জাকাত নেই। যতোক্ষণ না তার মালেকের কাছে এর ওপর বছর ঘুরে আসবে। (মুসনাদে নেই।)

হজরত সার্‌রা বিনত নাবহান আল গানাবিয়্যাহ হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٦٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

৬৩২। মুহাম্মদ ইবনে মুসা ... ইবনে উমর রা. বলেন, যে মাল (বছরের মাঝে) অর্জন করলো, তার ওপর জাকাত নেই, যতোক্ষণ না মালেকের কাছে এর ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলামের হাদিসের চেয়ে আসাহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন, আইয়্যুব, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ নাফে'-ইবনে উমর রা. সূত্রে। পক্ষান্তরে আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম হাদিসে জয়িফ। আহমদ ইবনে হাম্বল, আলি ইবনুল মাদীনি প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ বলেছেন। তার ভুল প্রচুর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবি হতে বর্ণিত যে, বছরের মাঝখানে অর্জিত মালের ওপর জাকাত নেই, যতোক্ষণ না তার ওপর বছর ঘুরে আসে। এ মতই পোষণ করেন, মালেক ইবনে আনাস রা., শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক রহ.। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন তার কাছে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো মাল থাকে তখন বছরের মাঝে অর্জিত সম্পদের মধ্যেও জাকাত আসবে। যদি তার কাছে বছরের মাঝে অর্জিত সম্পদ ব্যতীত জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো কোনো মাল না থাকে তবে যদি তা অর্জন করে বছর ঘুরে আসার পূর্বে, তবে সে বছরের মাঝে অর্জিত সম্পদের জাকাত দিবে নিজের জাকাত আদায় ওয়াজিব যোগ্য সম্পদের সঙ্গে। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসি এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكوة عليه حتى يحول عليه الحول.

শরিয়তের পরিভাষায় مال مستفاد সে সম্পদকে বলা হয়, যেটি জাকাতের নেসাব পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বছরের মধ্যবর্তী সময়ে অর্জিত হয়।

প্রথমত এর দুটি সুরত রয়েছে-

১. এই অর্জিত সম্পদ পূর্বেকার জাতের না। যেমন, কারো কাছে নেসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য ছিলো। আর বছরের মাঝখানে তার কাছে আরও পাঁচটি উট এসে গেছে। এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, এমন অর্জিত সম্পদকে পূর্বেকার মালের সঙ্গে মিলানো হবে না। বরং উভয়টির বছর ভিন্ন ভিন্ন গণ্য হবে।

২. অর্জিত সম্পদ সাবেক সম্পদের সমজাতীয়। তারপর এর দুটি সুরত রয়েছে-

১. সাবেক মালের সমজাতীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জিত সম্পদ পূর্বেকার মাল হতেই বর্ধিত হবে। যেমন, অনেকগুলো ছাগল আগে হতেই ছিলো। বছরের মাঝখানে এসব বকরি হতে বাচ্চা পয়দা হয়েছে। অথবা বাণিজ্যিক মাল ছিলো বছরের মাঝখানে তা হতে মুনাফা হয়েছে। এ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, মধ্যবর্তী অর্জিত এমন সম্পদ সাবেক মালের সঙ্গে মিলানো হবে এবং উভয়টির বছর এক গণ্য হবে। আর এই মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদের জাকাতও আদায় করা হবে সাবেক মালের সঙ্গে।

২. সাবেক মালের সমজাতীয় মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদ, তবে তা হতে বর্ধিত নয়; বরং মালেকানার অন্য কোনো নতুন কারণে সে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, যেমন, কারো কাছে নগদ টাকা মওজুদ ছিলো এবং বছরের মাঝখানে সে কিছু টাকা হেবা ওসিয়ত অথবা মিরাসের মাধ্যমে লাভ করলো[১৩৩২]- এ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে।

তিন ইমাম[১৩৩৩] এবং ইমাম ইসহাক রহ. এর মতে এই ধরণের মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদকে সাবেক মালের সঙ্গে মিলানো হবে না। বরং এর বছর আলাদা গণ্য হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এই ধরণের মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদকেও সাবেক মালের সঙ্গে মিলানো হবে এবং এর জাকাতও পূর্বেকার মালের সঙ্গে আদায় করা হবে।

ইমামত্রয়ের দলিল, ইবনে উমর রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস,

من استفاد مالا فلا زكوة فيها حتى يحول عليه الحول عند ربه.

যে মাল অর্জন করলো, তার ওপর তার মালেকের নিকট এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জাকাত নেই।

হানাফিদের পক্ষ জবাব হলো, এই হাদিসটি দুভাবে বর্ণিত হয়েছে। মারফূ' আকারেও, মওকুফ আকারেও। মারফূ' সূত্রটি আবদুর রহমান[১৩৩৪] ইবনে জায়দ ইবনে আসলামের দুর্বলতার কারণে জয়িফ। আর দ্বিতীয় মওকুফ সূত্রটি যদিও সহিহ সনদে বর্ণিত এবং প্রামাণ্য। তবে এটি আমাদের মতে প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বছরের মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোনো মাল অর্জিত হয়, আর সে মাল পূর্বেকার মালের সমজাতীয় না হয়

১৩৩২ দ্র. বাদাইউস্ সানায়ি' ২/ ১৩, ১৪, كتاب الزكوة، فصل واما الشرائع التى ترجع الى المال মুগনি ইবনে কুদামা- ২/৬২৬ باب صدقة الغنم، فصل حكم المستفاد من مال الزكوة اثناء الحول -সংকলক।

১৩৩৩ অবশ্য ইমাম মালেক রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা হানাফিদের অনুরূপ। এজন্য হাফেজ জায়লায়ি রহ. এই মাসআলাতে ইমাম মালেক রহ. এর দুটি বক্তব্যের বরাত দিয়েছেন। -নসবুর রায়াহ : ২/৩৩০, كتاب الزكوة، احاديث المال المستفاد বরং কাওয়াইদে ইবনে রুশদে ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব স্পষ্টাকারে 'বছরের মাঝখানে অর্জিত সম্পদে বছর পূর্তির পূর্বেই জাকাত ওয়াজিব, যদিও মূল সম্পদ নেসাব পরিমাণ না হোক' বর্ণনা করা হয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২২৩, ইবনে আরাবি মালেকি রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব হানাফিদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। -আরিজাতুল আহওয়াজী ৩/১২৫, ১২৬, তবে আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব মাঝামাঝি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, মাঝখানে অর্জিত সম্পদের সম্পর্ক সায়েমাগুলোর (চরণশীল জন্তুগুলোর) সঙ্গে হলে হানাফিদের অনুরূপ। আর যদি এর সম্পর্ক মূল্যের সঙ্গে হয় তবে শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতো -আল মুগনি : ২/৬২৭ باب صدقة الغنم، فصل كم المستفاد -সংকলক।

১৩৩৪ আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম আল-আদাভি (তাদের আজাদকৃত দাস) জয়িফ। অষ্টম স্তরের রাবি। তিনি ৮২ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেছেন। ت তিরমিযী, ق সুনানে ইবনে মাজাহ, তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/৪৮০, নং ৯৪১ -সংকলক।

এমতাবস্থায় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতার ওপর ইমামত্রয়ও আমলকারি নন। কেনোনা, মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদের দ্বিতীয় প্রকারকে তাঁরাও সাবেক মালের সঙ্গে মিলানোর প্রবক্তা। সুতরাং যেভাবে তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতা হতে দ্বিতীয় প্রকারকে খাস করে নিয়েছেন, এমনভাবে হানাফিগণ মধ্যবর্তী অর্জিত সম্পদের তৃতীয় প্রকারকেও ব্যতিক্রমভুক্ত করে এটাকে প্রথম প্রকারের সঙ্গে বিশেষিত সাব্যস্ত করেন। কেনোনা, যদি এই তৃতীয় প্রকারের মালকে পূর্বেকার মালের সঙ্গে না মিলানো হয় এবং এর ব্যাপারে নতুন বছর ধর্তব্য হয়, তবে এর দাবী হবে প্রতিটি দিরহাম দিনারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বছর গণ্য হওয়া। আর যদি কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন কিছু টাকা আসে তবে তাকে প্রত্যেক দিনের টাকার আলাদা হিসাব রাখতে হবে। এতে মারাত্মক কষ্ট হবে[১৩৩৫]। অথচ শরিয়তে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কষ্ট-ক্লেশ আর বিপদকে।

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ

অনুচ্ছেদ– ১১ প্রসংগ : মুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর অনাবশ্যক (মতন পৃ. ১৩৮)

٦٣٣ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ".

৬৩৩। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক জমিনে দুই কেবলা অসংগত এবং মুসলমানদের ওপর জিজিয়া নেই।

٦٣٤ – حدثنا أبو كريب أخبرنا جريرٌ عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.

৬৩৪। **অর্থ :** হজরত আবু কুরাইব-জারির-কাবূস সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সাইদ ইবনে জায়দ এবং হরব ইবনে উবায়দুল্লাহ সাকাফির দাদা হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি কাবুস ইবনে আবু জবইয়ান-তার পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর ওপর অধিকাংশ আলেমের আমল অব্যাহত যে, খৃস্টান যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার হতে তার গর্দানের জিজিয়া মানসুখ করে দেওয়া হবে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ ليس على المسلمين جزية عشور এর অর্থ হলো, গর্দানের জিজিয়া। হাদিসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, انها العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور

[১৩৩৫] এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 'দীন সহজ (বোখারি : ১/১০, كتاب الايمان، باب الدين يسر) এর বিপরীত।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح قبلتان فى ارض واحدة গাঙ্গুহি রহ. বলেন[১৩৩৬], এই হুকুমটি আরব দ্বীপের সঙ্গে নির্দিষ্ট। সুতরাং সেসব ব্যক্তি যাদের কেবলা মুসলমানদের কেবলা হতে ভিন্ন তাদের জন্য আরব দ্বীপে অবস্থানের অনুমতি নেই। তাই হজরত উমর রা. ইহুদিদের আরব দ্বীপ হতে নিয়ে মতপার্থক্য আছে[১৩৩৭]।

لا يصلح قبلتان فى أرض واحدة এর এক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, لايستقيم دينان فى ارض واحدة যার সারমর্ম হলো, যদি কোনো কাফির দারুল হরবে তথা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার জন্য উচিত দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করা। অথবা এই অর্থ, জিম্মিদের জন্য তার ধর্ম ও এর শান-শওকত প্রকাশ করা এবং তার দীনের প্রচার প্রসারের অনুমতি নেই[১৩৩৮]।

وليس علي المسلمين بجزية বাক্যে মতপার্থক্য আছে যে, জিজিয়া সমস্ত অমুসলিম হতে নেওয়া হবে, না শুধু আহলে কিতাব হতে? ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে জিজিয়া শুধু আহলে কিতাবের সঙ্গে বিশেষিত। তবে তিনি অগ্নি উপাসকদেরকে আহলে কিতাবের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেন। ইমাম মলেক রহ. এর মতে মুরতাদ ব্যতীত সব কাফেরের সঙ্গে জিজিয়ার ওপর সন্ধি হতে পারে। আর আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব রূহুল মা'আনি গ্রন্থকার[১৩৩৯] এই বর্ণনা করেছেন যে, জিজিয়া সব আহলে কিতাবদের হতে নেওয়া হবে। তবে মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা খাস রয়েছে যে, অনারব মুশরিক ও অগ্নি উপাসকদের কাছ হতে তো নেওয়া হবে, তবে আরবের পৌত্তলিকদের হতে গ্রহণ করা হবে না[১৩৪০]। কেনোনা, তাদের কুফরি মারাত্মক। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন তাদের জাতির একজন সদস্য। তারপর তাঁর প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিও ছিলো এই মুশরিকরা। কোরআনে করিম তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব বিষয়ের দাবি হলো তাদের ঈমান গ্রহণ। যদি এর পরও তারা হঠকারিতা হতে ফিরে না আসে তবে তাদের জন্য দুটি সুরত- যুদ্ধ অথবা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া।

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, জিজিয়া প্রদানকারিদের মধ্য হতে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার ওপর হতে জিজিয়া মানসুখ হয়ে যাবে। অবশ্য যার ওপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়েছে তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ি এবং ইবনে শুবরুমার মতে এমন ব্যক্তি হতে সে ওয়াজিবকৃত জিজিয়া উসুল করা হবে। পক্ষান্তরে হানাফি, মালেকি এবং হাম্বলিদের মতে জিজিয়া নেওয়া হবে

[১৩৩৬] আল-কাওকাবুদ্ দুর্‌রী : ১/২৩৭, সংকলক।

[১৩৩৭] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সহিহ বোখারি : ১/৪৪৯, كتاب الجهاد، باب اخراج اليهود من جزيرة العرب এবং ব্যাখ্যা সমূহ। -সংকলক।

[১৩৩৮] মা'আরিফ : ৫/২২৬, -কুতুল মুগতাযি -সংকলক।

[১৩৩৯] ৬, পারা : ১০, পৃষ্ঠা : ৭৯, সূরা তাওবা আয়াত নং ২৯ -সংকলক।

[১৩৪০] বরং আরব দ্বীপে জিম্মিদেরকেও থাকতে দেওয়া হবে না এবং সেখানে তাদের হতে জিজিয়ার গ্রহণ করা হবে না। বরং শুধু দুটিই পদ্ধতি- যুদ্ধ অথবা ইসলাম। দেখুন আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৩৭, মা'আরিফ : ৫/২২৪ সংকলক।

না। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের[১০৪১] হাদিস- وليس على المسلمين جزية এবং মু'জামে তাবারানি আওসাতে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর রা. এর মারফু' হাদিস-[১০৪২] من لسلم فلا جزية عليه সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল[১০৪৩]। শাফেয়ি রহ. এর মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের অর্থ হলো, মুসলমানের ওপর প্রাথমিকভাবে জিজিয়া আরোপ করা যায় না। তবে জমহুরের বক্তব্য হলো যে, মুসলমানের ওপর প্রাথমিকভাবে জিজিয়া আরোপিত না হওয়া তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ছিলো। এটা বলার দরকার ছিলো না। সুতরাং এটাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের আসল উদ্দেশ্য যে, জিম্মির মুসলমান হলে তার ওপর জিজিয়া আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই।

ليس على المسلمين جزية عشور এখানে جزية عشور দ্বারা গর্দানের জিজিয়া তথা, মাথাপিছু জিজিয়া উদ্দেশ্য। যেমন, হাদিসের অংশ إنما العشور على اليهود والنصارى এর সংগে মেলানে পুরো স্পষ্ট হয়ে যায়[১০৪৪]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ– ১২ : অলংকারের[১০৪৫] জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৮)

٦٣٥ – عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

৬৩৫। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী হজরত জায়নাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা সদকা করো। যদিও তোমাদের অলংকার হতেই হোক না কেনো। কেনোনা, কিয়ামতের দিন তোমরাই বেশিরভাগ নরকের অধিবাসী।

[১০৪১] যেটি সুনানে আবু দাউদে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- ليس على كتاب الخراج والفيئ والإمارة، باب فى الذى আবু দাউদে এই স্থানে এই হাদিসের ব্যাখ্যা হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. হতে নিম্নেযুক্ত يسلم فى بعض السنة المسلمين زية ভাষায় বর্ণিত আছে। اذا السلم فلا جزية عليه -সংকলক।

[১০৪২] নসবুর রায়াহ : ৩/৪৫৩, كتاب السير، باب الجزية -সংকলক।

[১০৪৩] জিজিয়া সংক্রান্ত কিছু আলোচনা, باب ما جاء فى زكوة البقر এর অধীনে পেছনে গেছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া দেখুন, আল্লামা রশিদ রেজা মানসুরির তাফসির আল-মানার : ১০ খণ্ড, فصل فى حقيقة الجزية والمراد منها এবং قاموس القران ১৯৪-১৯৬ সংকলক।

[১০৪৪] অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ২২৬, ২২৭।

[১০৪৫] حُلى শব্দটিতে ح-এ পেশ এবং জের উভয়টিই পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ, حِلِّيٌّ এবং حُلِّيٌّ-এর বহুবচন। অর্থাৎ, حِلِّيٌّ، حُلِّيٌّ، حُلْيٌ এর বহুবচন। অর্থ হলো, অলংকার। সংকলক।

٦٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

৬৩৬। হজরত মাহমুদ ইবনে গায়লান... আবদুল্লাহর স্ত্রী জায়নাব রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি আবু মু'আবিয়ার হাদিস অপেক্ষা আসাহ। পক্ষান্তরে আবু মু'আবিয়া তার হাদিসে ভুল করেছেন। ফলে তিনি বলেছেন, 'আমর ইবনুল হারেস সূত্রে জায়নাবের ভাতিজা হতে'। সহিহ হলো, 'জায়নাবের ভাতিজা আমর ইবনুল হারেস হতে' আমর ইবনে শু'আইব-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অলংকারে জাকাতের রায় দিয়েছেন। এই হাদিসটির সনদে কালাম রয়েছে। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। অনেক সাহাবি, তাবেয়ি অনেক আলেম স্বর্ণ রূপার অলংকারে জাকাতের মত পোষণ করেছেন। এ মতই পোষণ করেন, সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক। অনেক সাহাবি বলেছেন, অলংকারে জাকাত নেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত ইবনে উমর, আয়েশা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক রা.। অনুরূপ বর্ণিত আছে অনেক তাবেয়ি ফকিহ হতে। মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

٦٣٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ فَقَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

৬৩৭। **অর্থ :** আমর ইবনে শু'আইবের দাদা হতে বর্ণিত যে, একবার দুজন মহিলা হাতে স্বর্ণের চুড়ি পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো, ফলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এর জাকাত আদায় কর? তারা বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরশাদ করলেন, তোমরা কি পছন্দ কর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দুটি চুড়ি পরান? তারা বলল, না। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাহলে তোমরা এর জাকাত দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি মুছান্না ইবনে সাব্বাহ আমর ইবনে শু'আইব হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মুছান্না ইবনে সাব্বাহ ও ইবনে লাহি'আহ এ দুজনকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি অনেক কিছুই।

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء! لصدقن ولو من حليكن انكن اكثر اهل جهنم بوم القيامة.

ব্যবহার্য অলঙ্কারের ওপর জাকাত নেই ইমামত্রয়ের মতে[১৩৪৬]। কিন্তু আবু হানিফা রহ. ও তার ছাত্রগণের মতে অলঙ্কার চাই ব্যবহার্যই হোক না কেনো এর ওপর জাকাত ওয়াজিব[১৩৪৭]।

ইমাম তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদে দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। দুটি বর্ণনাই হানাফিদের দলিল হতে পারে।

১ প্রথম বর্ণনাটি আবদুল্লাহ রা. এর স্ত্রী হজরত জায়নাবের। তথা,

يا معشر النساء اتصدقن ولو من حليكن انكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة

'হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অলঙ্কার সমূহ হতে হলেও সদকা করো ...।'

তবে এর দ্বারা দলিল স্পষ্ট নয়। কেনোনা, এতে নফল সদকাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

২ দ্বিতীয় বর্ণনা আমর ইবনে শু'আইব-তাঁর পিতা- তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত,

إن امرأتين انتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما : اتؤديان ركوته فقالتا : لا! فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحبان أن يسوركما الله يسوارين من نار؟ قالتا : لا! فاديا زكوته-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একবার দু'মহিলা হাজির হলো, তাদের হাতে ছিলো স্বর্ণের দুটি চুড়ি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এগুলোর জাকাত দাও? তারা বললো, না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরশাদ করলেন, তোমরা কি জাহান্নামের দুটি চুড়ি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরাক তা পছন্দ করো? জবাবে তারা বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এর জাকাত দাও।'

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. এই প্রশ্ন করেছেন, এই হাদিসটি ইবনে লাহি'আহ[১৩৪৮] এবং মুসান্না[১৩৪৯] ইবনে সাব্বাহ

[১৩৪৬] এটা হজরত ইবনে উমর, জাবের, আনাস, আয়েশা ও আসমা রা. হতে বর্ণিত আছে। এমতই পোষণ করেন, কাসিম, শা'বি, কাতাদা, মুহাম্মদ ইবনে আলি, আমরা, আবু উবাইদ, ইসহাক ও আবু সাওর রহ.। -আল মুগনি : ৩/১১, باب زكوة الذهب و الفضة -সংকলক।

[১৩৪৭] এটা বর্ণিত হয়েছে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. (আল মুগনিতে (৩/১১) আবদুল্লাহ ইবনে উমরের স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর নাম উল্লেখিত আছে। প্রবল ধারণা এটাই প্রধান। কারণ, পেছনের টীকায় হজরত ইবনে উমর রা. এর মাজহাব ইমামত্রয়ের অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে। এ মতই পোষণ করেছেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, সাইদ ইবনে জুবায়র, আতা, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, জাবের ইবনে জায়দ, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, জাবের ইবনে জায়দ, মুজাহিদ, জুহরি, সুফিয়ান সাওরি, তাউস, মায়মুন ইবনে মিহরান, জাহ্হাক, আলকামা, আসওয়াদ, উমর ইবনে আবদুল আজিজ। জর আল হামদানি, আওজায়ি, ইবনে শুবরুমা, হাসান ইবনে হাই রহ.। ইবনে মুনজির ও ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট অর্থ দ্বারা জাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ি রহ. ইরাকে ফতওয়া দিতেন যে, এতে জাকাত ওয়াজিব নয়। মিসরে এসে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেন, এ বিষয়টি নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে ইসতিখারা করছি। হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বেশি অলঙ্কারে জাকাতের মত পোষণ করতেন, কম অলঙ্কারে নয়। -উমদাতুল কারি : ৯/৩৩, باب الزكاة على الأقارب -সংকলক।

[১৩৪৮] ইমাম তিরমিযী রহ. এই বর্ণনাটি ইবনে লাহি'আহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

হতে বর্ণিত। আর তারা দুজন জয়িফ। তারপর তিনি বলেন, 'এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছুই সহিহ নেই।'

তবে ইমাম তিরমিযী রহ. এর এই বক্তব্য তার নিজের জানা মুতাবেক, অন্যথায় এই অনুচ্ছেদে অনেক সহিহ হাদিস মওজুদ আছে। প্রথমত ইমাম তিরমিযী রহ. এই[১৩৫০] যে হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এটি সুনানে আবু দাউদে[১৩৫১] বর্ণিত হয়েছে সহিহ সনদে,

حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان (حلقتان، سواران) غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا! قال: ايسرك ان يسورك الله لهما يوم القيامة سوارين من نار، قال : فخلعتهما والقتهما الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله.

এর সনদে না ইবনে লাহি'আহ আছেন, না মুসান্না ইবনে সাব্বাহ। হাফেজ মুনজিরি রহ. মুখতাসার সুনানে আবু দাউদে বলেন, 'এর সনদে কোনো আপত্তি নেই[১৩৫২] এবং ইবনুল কাত্তান রহ. তার গ্রন্থ الوهم والإيهام এ বলেন, 'এর সনদ বিশুদ্ধ।[১৩৫৩]'

তাছাড়া আবু দাউদেই[১৩৫৪] উম্মে সালামা রা. এর বর্ণনা,

[১৩৪৯] এ সূত্রটি ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে উল্লেখ করেছেন। দেখুন নসবুর রায়াহ : ২/৩৭১, فصل فى الذهب، احاديث زكوة الحلى -সংকলক।

[১৩৫০] উভয় বর্ণনাকে এক হাদিস অথবা এক ঘটনা সাব্যস্ত করা বাহ্যত জটিল মনে হয়। কারণ, তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, দুটি চুড়ি দুই মহিলা পরেছিলেন। আর জাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধন ও জাকাত অনাদায়ের সুরতে আজাবের সতর্কবাণী উভয়ের জন্য ছিলো। অথচ সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, দুটি চুড়ি কন্যা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধনও শুধু তাকে লক্ষ্য করেই ছিলো। এজন্য বাহ্যত দুটি ঘটনা আলাদা মনে হয়। যদিও উভয় বর্ণনাই আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে বর্ণিত। والله اعلم -সংকলক।

[১৩৫১] এই বর্ণনাটি ইমাম নাসায়ি মুসনাদ ও মুরসালরূপে তাঁর সুনানে (১/৩৪৩, باب الكنز ما هو، وزكوة الحلى،১/২১৮) এবং ইমাম বায়হাকি সুনানে কুবরায় (৪/১৪০, (باب سياق اخبارورد فى زكوة الحلى) উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১৩৫২] হাফেজ মুনজিরি রহ. বলেছেন, المسكة، مسك এর একবচন। এটি হলো, সামুদ্রিক অথবা স্থলীয় কচ্ছপের চামড়া দ্বারা তৈরি চুড়ি। এগুলো দ্বারা চুড়ি ও চিরুনী তৈরি করা হয়। কিংবা শিং বা হাতির দাত দ্বারা তৈরি চুড়ি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হাতির দাঁত ব্যতীত অন্য কিছুর দাঁতকে عاج বলা হয় না। যদি অন্য কিছুর দাঁত হয় তবে সেই বস্তুর দিকে সম্বোধন করা হয়। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ১/৫৫৬, الترهيب من منع الزكوة وما جاء فى زكوت الحلى -সংকলক।

[১৩৫৩] ইমাম জায়লায়ি রহ. নসবুর রায়াতে (২/৩৭০) উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আমি এ স্থলে মুখতাসারে পাইনি (আল্ মাকতাবাতুল আছারিয়্যাহ, সাংলা হলো, পাকিস্তান।) অথচ এ হাদিসটি তার মুখতাসারে (২/১৭৫, باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلى নং ১৫০৬) তিনি উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১৩৫৪] জায়লায়ি : ২/৩৭০ -সংকলক।

قالت كنت البس أوضاحا [১৩৫৫] من ذهب، فقلت يا رسول الله! اكنزهو؟ فقال مابلغ ان تؤدى زكوته فزكى فليس بكنز

'আমি স্বর্ণের পাজেব পরতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি পুঞ্জিভূত সম্পদ? জবাবে তিনি বললেন, যে সম্পদ জাকাতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে এর পর তা হতে জাকাত দেওয়া হয়েছে সেটা পুঞ্জিভূত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আবু দাউদ রহ. এ হাদিসের ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যা তার মতে হাদিস সহিহ অথবা হাসান হওয়ার দলিল[১৩৫৬]।

৩. তৃতীয় বর্ণনাটি হজরত আয়েশা রা. এর। এটাও আবু দাউদেই[১৩৫৭] রয়েছে,

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات [১৩৫৮] من ورق، فقال : ما هذا يا عائشة، فقلت : صنعتهن اتزين لك يا رسول الله! قال : أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا! اوما شاء الله، قال هو حسبك من النار [১৩৫৯]

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে প্রবেশ করে আমার হাতে রূপার আংটি দেখলেন। তখন তিনি বললেন, আয়েশা! এটা কী? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য সাজ-সজ্জা করতে এটা আমি তৈরি করেছি। তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর জাকাত দাও? বললাম, না, অথবা মাশা'আল্লাহ। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট।

হানাফিদের মাজহাব স্পষ্টভাবে দলিল করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী এবং নেহায়েত সহিহ এই তিনটি বর্ণনা[১৩৬০]। সুতরাং তিরমিযী রহ. কর্তৃক এ বক্তব্য করা ভুল যে, এই অনুচ্ছেদে কোনো হাদিস সহিহ নেই।

[১৩৫৫] اوضاح، وضح এর বহুবচন। রূপার এক প্রকার অলংকার। এগুলো পায়ে পরা হয়। উর্দু ভাষায় এটিকে বলে پازيب হাদিসে উদ্দেশ্য হলো, স্বর্ণালংকার। কারণ, এটি তার দিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। -সংকলক।

[১৩৫৬] দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/৩৭১, ৩৭২, احاديث زكوة الحلى সংকলক।

[১৩৫৭] ১/২১৮, باب الكنز ماهو، وزكاة الحلى-সংকলক।

[১৩৫৮] الفتخات শব্দটি فتخة এর বহুবচন। এটি হলো নগিনা ব্যতীত আংটি। মহিলারা এটা তাদের পায়ে পরে। আবার অনেক সময় হাতেও ব্যবহার করে। আর অনেকে বলেছেন, এগুলো হলো, বড় বড় আংটি যা মহিলারা ব্যবহার করতো। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ১/৫৫৬, الترهيب من منع الزكوة وماجاء فى زكوة -সংকলক।

[১৩৫৯] এ হাদিসটি ইমাম হাকেম রহ. মুসতাদরাকে (১/৩৮৯) বর্ণনা করে বলেছেন, এটি বোখারি-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। এ হাদিসটি সুনানে দারাকুতনিতেও (২/১০৫, ১০৬ নং ১, باب زكوة الحلى) আছে। তাহকিকের জন্য দেখুন নসবুর রায়াহ : ২/৩৭১ -সংকলক।

[১৩৬০] অলংকারের জাকাত সংক্রান্ত অতিরিক্ত হাদিস সাহাবায়ে কেরাম ও বড় বড় তাবেয়িনের আছর এবং এগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন নসবুর রায়াহ : ২/৩৭২-৩৭৪, ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة সংকলক।

অপর দিকে এমন কোনো বর্ণনা[১৩৬১] মওজুদ নেই, যেগুলো অলঙ্কারাদিকে জাকাত হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হানাফিদের মাজহাব অধিক শক্তিশালী ও মজবুত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْخَضْرَوَاتِ

অনুচ্ছেদ– ১৩ : বিভিন্ন প্রকার সবজির[১৩৬২] জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৮)

٦٣٨ – عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُوْلُ فَقَالَ: لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ.

৬৩৮। **অর্থ :** হজরত মু'আজ রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি সবজি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে চিঠি লিখেছিলেন। এর জবাবে তিনি এরশাদ করেছিলেন যে, তাতে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ না। এই অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছুই সহিহ নয়। তবে এটি মুসা ইবনে ত্বালহা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করা হয়।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, সবজির মধ্যে কোনো সদকা আবশ্যক না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাসান হলেন উমারার সন্তান। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। শু'বা প্রমুখ তাকে জয়িফ বলেছেন। তাকে পরিত্যাগ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক।

দরসে তিরমিযী

عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال: ليس فيها شيءٌ.

[১৩৬১] অথচ ইমামত্রয়ের মাজহাব দলিল করার জন্য ইসতিসনা বা ব্যতিক্রমভুক্তি প্রমাণিত হওয়াও জরুরি। কারণ, হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর হাদিস ليس فيما دون خمسة اواق من اواق صدقة (সহিহ বোখারি ১/১৯৬, باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة সহিহ মুসলিম ১/৩১৫, কিতাবুজ্ জাকাত, অন্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন) স্বীয় ব্যাপকতার সঙ্গে অলংকারাদিতেও জাকাত ওয়াজিব দলিল করে। তবে শর্ত হলো, সেসব অলংকার নেসাবের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। এই ব্যাপকতা হতে অলংকারাদিকে খাস করার জন্য অবশ্যই দলিলের প্রয়োজন হবে। অথচ এমন কোনো সহিহ ও স্পষ্ট দলিল ইমামত্রয়ের কাছে মওজুদ নেই। অবশ্য আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. 'আত্ তাহকিকে' আফিয়া ইবনে আইয়্যুব-লাইছ ইবনে সাদ-আবুজ্ জুবায়র সূত্রে হজরত জাবের রা. এর একটি মারফু' হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হলো, ليس فى الحلى زكوة। তবে এ হাদিসটি জয়িফ। তাহকিকের জন্য দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/৩৭৪, তাছাড়া আছারে সাহাবার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৭৫ এবং সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/১৩৮, باب من قال لا زكوة فى الحلى-সংকলক।

[১৩৬২] خضروات خضراء এর বহুবচন। সবজি, তরকারি। -সংকলক।

এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমামত্রয় এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন যে, তরকারি ইত্যাদির ওপর উশর আবশ্যক না। তাদের মতে উশর শুধু সেসব জিনিসের ওপর যেগুলো পচনশীল নয়।[১৩৬৩] তাঁদের বিপরীত ইমাম আবু হানিফা রহ. তরকারি সমূহের ওপর উশর ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে।

আবু হানিফা রহ. এর দলিল– আল্লাহ তা'আলার বাণী-[১৩৬৪] واتوا يوم حصاده এর ব্যাপকতা। যাতে তরকারিও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ماجاء فى الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيرها) বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনাও তাদের দলিল। অর্থাৎ, فيما سقت العيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر 'আকাশ তথা, বৃষ্টি এবং নহর যেসব জমিন সিঞ্চন করে সেগুলোতে উশর। আর যেসব জমিন হাউজের পানি হতে বালতি দ্বারা সিঞ্চন করা হয় সেগুলোতে অর্ধ উশর। তাছাড়া বোখারিতে[১৩৬৫] ইবনে উমর রা. এর হাদিসে রয়েছে,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا[১৩৬৬] العشر وما سقى بالنضح نصف العشر.

এই দুটি বর্ণনায় ما শব্দটি ব্যাপক। যেটি সর্ব প্রকার উৎপন্ন ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে عشريا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেসব গাছ যেগুলো কোনো নহর ইত্যাদির কিনারায় বা এগুলোর নিকটে থাকে এবং জমিন হতে নিজে নিজে পানি চুষে নেয়। এগুলোতে সিঞ্চনের কোনো প্রয়োজন হয়না। এই শব্দটি عاشور হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, ক্যারেজ[১৩৬৭]। তাছাড়া আবদুর রাজ্জাক রহ. উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. হতে বর্ণনা করেছেন,

كتب عمر بن عبد الغزيز ان يؤخذ من ما انبتت الأرض من قليل او كثير العشر[১৩৬৮]

'হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. চিঠি লিখেছেন যে, জমিনের উৎপন্ন ফসল কম হোক বা বেশি তা হতে যেনো উশর আদায় করা হয়।'

তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১৩৬৯] ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে,

---

[১৩৬৩] অপচনশীল জিনিসেও জাকাত ওয়াজিব ব্যাপকহারে নয়। বরং এগুলোর নেসাব নির্ধারিত হারে আছে। নেসাবের বিস্তারিত বিবরণ, باب ماجاء فى صدقة الزرع والثمر والحبوب এ এসেছে। -সংকলক।

[১৩৬৪] সূরা আন'আম, পারা : ৮, আয়াত নং ১৪১। আর এতে যে (শরয়ি) হক ওয়াজিব সেটা তোমরা কর্তনের দিন মিসকিনদেরকে দিয়ে দাও। -সংকলক।

[১৩৬৫] ১/২০১, باب العشر فى ما يسقى من ماء السماء والماء الجارى -সংকলক।

[১৩৬৬] عشريا সেসব গাছ যেগুলো সিঞ্চন ব্যতীত শিকড় দ্বারা পানি গ্রহণ করে -খাত্তাবি। আর অনেকে বলেছেন, যেখানে বৃষ্টির পানি বয়ে যায়, আর অনেকে বলেছেন যেটি আসুর দ্বারা সিঞ্চন করা হয়। আসুর বলা হয় খালের মত জিনিসটিকে যেটি জমিতে খনন করা হয়। এর দ্বারা সবজি, তরি-তরকারি, খেজুর গাছ ও ফসলে সেচের কাজ করা হয়। -হাশিয়া শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরী আলা সহিহিল বোখারি : ১/২০১, باب العشر فى ما يسقى من ماء السماء الخ আইনি ও লামআত সূত্রে। -সংকলক।

[১৩৬৭] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৩৪, ২৩৫, باب ما جاء فى الصدقة فى ما يسقى بالأنهار وغيرها -সংকলক।

[১৩৬৮] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/১২১ নং ৭১৯৬, باب الحضر তাছাড়া দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৩৯ فى كل شئ اخرجت الأرض زكوة -সংকলক।

في كل شيئ أخرجت الأرض زكوة حتى فى عشر دستجات بقل دستجة بقل

'জাকাত জমিনে উৎপাদিত সবকিছুতেই রয়েছে। এমনকি তরকারির দশমাংশেও।'

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব এই দেওয়া হয় যে, এটি হাসান ইবনে উমারার কারণে জয়িফ। তবে এই জবাবটি হানাফিদের মুলনীতি অনুসারে সঠিক নয়। কেনোনা, হাসান ইবনে উমারা অধিকাংশ হানাফির মতে গ্রহণযোগ্য। যেমন, [১৩৭০] قراءت خلف الإمام এর আলোচনায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং সহিহ হলো, হাদিসে সাধারণ উশর ওয়াজিবের কথা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে সরকারকে উশর উসুল করা হতে বারণ করা হচ্ছে যে, সবজি ইত্যাদির জাকাত উসুল করার ইখতিয়ার সদকা উসুলকারিকে দেওয়া হবে না। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলেছিলেন মু'আজ রা. এর জবাবে। যিনি ছিলেন ইয়ামানের শাসক।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يَسْقِىْ بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ– ১৪ : যেসব জমিনে খাল ইত্যাদির পানি দিয়ে সেঁচ দেওয়া হয় তাতে সদকা অনাবশ্যক প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৮)

٦٣٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

৬৩৯। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমান (বৃষ্টি) এবং খাল ও নহর সমূহ যেসব জমিন সিঞ্চন করে সেগুলোতে উশর, আর যেগুলোতে আসবাব উপকরণ দ্বারা পানি তুলে সেঁচ দেওয়া হয় সেগুলোতে উশরের অর্ধেক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক, ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও বুসর ইবনে সাইদ রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। যেনো এ হাদিসটি বিশুদ্ধতম। এ অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি সহিহ। অধিকাংশ ফকিহের মতে আমল এর ওপর।

٦٤٠ – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

৬৪০। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান (বৃষ্টি), খাল, নহর যা সিঞ্চন করেছে তাতে অথবা আছারিতে (যেসব খেজুর গাছ বৃষ্টির পানি হতে তার শিকড় দ্বারা পানি চোষে) উশর নির্ধারণ করেছেন। আর যাতে পানি তুলে সেঁচ দেওয়া হয় তাতে নির্ধারণ করেছেন উশরের অর্ধেক অংশ।

[১৩৬৯] في كل شئ اخرجت الأرض زكوة ৩/১৩৯ -সংকলক।

[১৩৭০] হানাফিদের দলিল হাদিস সমূহ। 'হজরত জাবের রা. এর হাদিস।' সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : এতিমের[১৩৭৭] সম্পদের জাকাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৯)

٦٤١ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَلَا مَنْ وُلِّيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ".

৬৪১। **অর্থ :** হজরত আমর ইবনে শু'আইবের দাদা হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, সাবধান! যাকে কোনো সম্পদের অধিকারি এতিমের অভিভাবক বানানো হয়েছে সে যেনো তা ব্যবসার কাজে লাগায়। এটাকে এমনি ফেলে না রাখে, যাতে সদকা ধরে না ফেলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি কেবল এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে কালাম রয়েছে। কেনোনা, মুছান্না ইবনে সাব্বাহকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। অনেকে এই হাদিসকে আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তারপর এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন, একাধিক সাহাবি এতিমের মালে জাকাতের মত পোষণ করেন। তার মধ্যে রয়েছেন, উমর, আলি, আয়েশা ও ইবনে উমর রা.। এ মতই পোষণ করেন, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। আরেক দল আলেম বলেছেন, এতিমের মালে জাকাত নেই। সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এমতই পোষণ করেন।

হজরত আমর ইবনে শু'আইব হলেন, ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.। শু'আইব তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে (হাদিস) শ্রবণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আমর ইবনে শু'আইবের হাদিসে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, এটা আমাদের মতে জয়িফ। আর যিনি এটাকে জয়িফ বলেছেন, তিনি এটাকে শুধু এ কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন যে, আমর ইবনে শু'আইব তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর সহিফা হতে হাদিস বর্ণনা করেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস আমর ইবনে শু'আইবের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এটাকে প্রামাণ্য মনে করেন। তার মধ্যে রয়েছেন, আহমদ ও ইসহাক রহ. আরও অনেকে।

দরসে তিরমিযী

أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مالٌ فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

[১৩৭৭] এতিম দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য যে শিশু এখনও বালেগ হয়নি যদিও তার মাতা-পিতা ইন্তিকাল না করুক। -মা'আরিফ : ৫/২৩৬ -সংকলক।

এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমামত্রয় এ কথার পক্ষে যে, নাবালেগের মালেও জাকাত ওয়াজিব[১৩৭৮]। হজরত আয়েশা রা. এর আছরও তাঁদের দলিল।

[১৩৭৯] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة قلينى انا واخالى يتمين فى حجر ها فكانت تخرج من اموالنا الزكوة

'কাসেম রহ. বলেন, হজরত আয়েশা রা. আমার এবং তার প্রতিপালনে আমার এ দু'জনের এতিম ভাই অভিভাবক ছিলেন। তিনি আমাদের মাল হতে জাকাত দিতেন।'

অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মতে বাচ্চার মালের ওপরে জাকাত নেই। তাদের দলিল- নাসায়ি[১৩৮০], আবু দাউদ[১৩৮১] ইত্যাদির[১৩৮২] প্রসিদ্ধ বর্ণনা-

---

[১৩৭৮] এ সম্পর্কে তাদের দলিল হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও আয়েশা রা. এর আছরও। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৩৬- ২৩৯ ও নসবুর রায়াহ : ২/৩৩২, ৩৩৩ -সংকলক।

[১৩৭৯] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২৮২, زكوة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها তাদের দলিল হজরত উমর রা. এর আছর দ্বারাও عن سعيد بن الميسب ان عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لاتأكلها الصدقة সুনানে দারাকুতনি : ২/১১০, باب وجوب الزكوة فى مال الصبى واليتيم নং ৪ ইমাম বায়হাকি রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'এই সনদটি সহিহ।' উমর রা. হতে এর অনেক শাহিদ রয়েছে। তবে আল জাওহারুন্ নাকী গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুত্ তারকুমানী রহ. বলেন, 'আমি বলি, এটি কিভাবে সহিহ হতে পারে? সহিহ হওয়ার জন্য তো শর্ত হলো, মুত্তাসিল হওয়া। অথচ সাইদ রহ. এর জন্ম হয়েছে হজরত উমর রা. এর খেলাফতের তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ইমাম মালেক রহ. বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব হতে সাইদের শ্রবণ অস্বীকার করেছেন। আর ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, তিনি তাকে ছোট অবস্থায় দেখেছেন। তবে তার হতে সাইদের শ্রবণ প্রমাণিত নয়। ইমাম বায়হাকি কিতাবুল মাদখালে সনদ সহকারে মালেক রহ. হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ইবনুল মুসায়্যিব কি উমর রা.কে পেয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে তিনি তার জামানায় জন্মগ্রহণ করেছেন। যখন তিনি বয়স্ক হয়েছেন, তখন তাঁর সম্পর্কে এতো বেশি জিজ্ঞেস করেছেন, ফলে যেনো তিনি উমর রা.কে দেখেছেন। এজন্য ইমাম বোখারি ও মুসলিম ইবনে মুসাইয়্যিব সূত্রে উমর রা. হতে কোনো কিছু বর্ণনা করেননি। -সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/১০৭, باب من تجب عليه الصدقة। ইমামত্রয়ের দলিল হজরত ইবনে উমর রা. এর আছর দ্বারাও। সেটি হলো, انه كان يزكى مال اليتيم তিনি 'এতিমের মালের জাকাত দিতেন।' নসবুর রায়াহ : ২/৩৩৩, احاديث زكاة مال اليتيم او الصغير। তাছাড়া মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর আছর রয়েছে। আবুজ্ জুবায়র বলেন, انه سمع جابر بن عبد الله يقول فى من يلى مال اليتيم قال جابر يعطى زكاته 'তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে এতিমের মালের অভিভাবক সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, জাবের বলেছেন, 'সে তার জাকাত দিবে।' ৪/৬৬, নং ৬৯৮১, باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه واعطاء زكاته সংকলক।

[১৩৮০] ২/১০৩, كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج عن عائشة مرفوعا সংকলক।

[১৩৮১] ২/৬০৪, كتاب حدود، باب فى المجنون يسرق او يصيبها الدم عن عائشة مرفوعا وعن على مرفوعا وموقوفا সংকলক।

[১৩৮২] সহিহ বোখারি : ২/৭৯৪, كتاب الطلاق، باب الطلاق فى الأغلاق والكره والسكران والجنون الخ عن على موقوفا জামি' তিরমিযী : كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، باب لا يرجم المجنون والمجنونة عن على موقوفا ২/১০০৬ ও والكره ابواب الطلاق باب ১৪৯ সুনানে ইবনে মাজাহ : ابواب الحدود، باب ماجاء فى من لايجب عليه الحد، عن على مرفوعا ১/২০৫ طلاق المعتوه والصغير والنائم، عن عائشة وعلى مرفوعا -সংকলক।

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق –اللفظ للنسائى.

এতে স্পষ্ট ভাষায় নাবালেগকে গায়রে মুকাল্লাফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং তার ওপর নামাজ ইত্যাদি অন্যান্য ওয়াজিবের মতো জাকাতও ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, [১৩৮৩] ليس فى مال اليتيم زكوة 'ইয়াতীমের মালে জাকাত নেই।' এই বর্ণনায় যদিও লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম এসেছেন, যিনি কারো কারো মতে জয়িফ[১৩৮৪]। তবে তার সম্পর্কে সহিহ হলো, তিনি হাসান রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. باب ما جاء فى التمتع তে তার হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন[১৩৮৫]। তাছাড়া আবওয়াবুদ্ দাওয়াতে[১৩৮৬] ও তার হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন[১৩৮৭]। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি সম্পর্কে বক্তব্য হলো, এটি মুসান্না ইবনুস্ সাব্বাহের কারণে জয়িফ[১৩৮৮]। তিরমিযী রহ. ও তার দুর্বলতা স্বীকার করেছেন[১৩৮৯]। যদি মেনে নিয়ে এই হাদিসটিকে

[১৩৮৩] এবং ইবনে মাসউদ রা. এর আছর। এটি আবু উবাইদ কিতাবুল আমওয়ালে (৪৫২) বর্ণনা করেছেন। -বুগইয়াতুল আলমাই আলা জায়লিজ্ জায়লায়ি : ২/৩৩৪, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/১৫০, من قال ليس فى مال اليتيم زكوة حتى يبلغ সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৪/১০৮ باب من تجب عليه الصدقة সবাই লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম-মুজাহিদ-ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৩৮৪] এজন্য ইমাম বায়হাকি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাকে জয়িফ বলেছেন। সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/১০৮, باب من تجب عليه الصدقة

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর আলোচনা এভাবে করেন। লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম ইবনে জুনাইম তাঁর পিতার নাম আয়মান। কেউ অন্য নামের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যবাদী তবে শেষকালে স্মরণশক্তিতে গড়বড় হয়ে গিয়েছিলো। তার হাদিস পার্থক্য করা যায়নি। ফলে বর্জন করা হয়েছে। ষষ্ঠস্তরের রাবি। তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৪৮ হিজরিতে। নির্ঘন্ট خت অর্থাৎ, বোখারি সহিহ বোখারিতে তার হাদিস আনুসাঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। م (মুসলিম) (চার সুনান গ্রন্থকার তাঁদের সুনানে বর্ণনা করেছেন।) তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/১৩৮. হরফ 'লাম' নং ৯ -সংকলক।

[১৩৮৫] তিরমিযী : ১/১৩২, লাইছ-তাউস-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু করেছেন। এ হাদিসটির পর সামনে যেয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি হাসান।

[১৩৮৬] দ্র. তিরমিযী : ২/২০৩, باب ما يقول اذا نزل منزلا -সংকলক।

[১৩৮৭] হায়ছামি লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম সম্পর্কে বলেন, তিনি সেকাহ তবে মুদাল্লিস। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ২/১৬, باب فى المساجد المشرفة والمزينة

তাছাড়া যেসব মুহাদ্দিস তাকে জয়িফ বলেছেন, তাঁরা তার শেষ বয়সে স্মরণশক্তিতে গড়বড় হওয়ার কারণে তা বলেছেন। আবু হানিফা রহ. এর বর্ণনার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট এটাই যে, তিনি গড়বড় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই বর্ণনা নিয়ে থাকবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আছরের ওপর একটি প্রশ্ন এটিও করা হয়েছে যে, মুজাহিদ ইবনে মাসউদ রা. হতে শুনেননি। আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন, 'মুজাহিদের অধিকাংশ বর্ণনা সাহাবা ও বড় বড় তাবেয়ি হতে। সাহাবায়ে কেরাম সবাই সেকাহ দীন পরায়ন ছিলেন। আর বড় বড় তাবেয়িনের মধ্যে কেউ মিথ্যুক ছিলেন না। সুতরাং অনুরূপ ক্ষেত্রে সনদে বিচ্ছিন্নতা ক্ষতিকর হবে না।' -মা'আরিফ : ৫/২৩৬, ২৩৭ -সংকলক।

[১৩৮৮]. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই জয়িফ। দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/৩৩১,

সহিহও স্বীকার করা হয় তবুও এই হাদিসে এতিম দ্বারা সে ছেলে উদ্দেশ্য হতে পারে যে বালেগ হয়ে গেছে তবে বুঝ-জ্ঞান কম থাকার কারণে ধন-সম্পদ তার কাছে অর্পণ করা হয়নি।[১৩৯০] এ ধরণের অন্যান্য হাদিসেরও একই জবাব। والله العم -উস্তাদে মুহতারাম কর্তৃক।

رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

قوله قد تكلم يحيى بن سعيد عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সাইদের ওপরযুক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিন্নৌরি রহ. বলেন[১৩৯১],

أن الحديث بذلك السند واه لا ان عمرو بن شعيب ضعيف فان الكلام فى اسناده عن ابيه عن جده دون سائر اسانيده، فإن الشيخين قد اخرجا له من غير هذه الطريق روايات.

'হাদিসটি এই সনদে জয়িফ। এই অর্থ নয় যে, আমর ইবনে শু'আইব জয়িফ।[১৩৯২] কেনোনা, কালাম হলো এর সনদ তথা عن ابيه عن جده সম্পর্কে। বাকি সনদ সম্পর্কে নয়। কেনোনা, বোখারি ও মুসলিম রহ. এই সূত্র ব্যতীত তাঁর অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

আমর ইবনে শু'আইবের যে বর্ণনা عن ابيه عن جده সূত্রে বর্ণিত এর ওপর দীর্ঘ আলোচনা[১৩৯৩] রয়েছে। যার সারনির্যাস হলো, মুহাদ্দিসিনে কেরামের একটি দল এমন সনদে বর্ণিত বর্ণনাকে দলিলযোগ্য মনে করেন না। এসব মুহাদ্দিসিনের বক্তব্য হলো, শু'আইব স্বীয় দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে হাদিস শুনেননি[১৩৯৪]; তবে এটি সহিহ নয়। তাই দারাকুতনি রহ. তা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেন,

وقد روى عبيد الله بن عمر العمرى وهو من الأئمة العدول عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال كفت جالسا عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه فى مسئلة فقال يأ شعيب! إمض معه إلى ابن عباس، فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبد الله وقد أثبت سماعه عنه احمد بن حنبل وغيره.

احاديث زكوة مال اليتيم والصغير -সংকলক।

[১৩৮৯] তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, তিনি জয়িফ। শেষকালে স্মরণশক্তিতে গড়বড় সৃষ্টি হয়েছে। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/২২৮, নং ৯/১১২ -সংকলক।

[১৩৯০] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যেটি আল কাওকাবুদ্ দুররিতে (১/২৩৭, ২৩৮) দেখা যেতে পারে। - সংকলক।

[১৩৯১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৩৮ সংকলক।

[১৩৯২] ইবনুল জাওজি রহ. তাঁর তাহকিকে বলেছেন, আমর ইবনে শু'আইবকে সেকাহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে লোকজনের মতপার্থক্য নেই।-জায়লায়ি : ২/৩৩০, احاديث زكوة مال اليتيم والصغير -সংকলক

[১৩৯৩] দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/৩৩১, ৩৩২, احاديث زكوة مال اليتيم والصغير -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৩৮, ২৩৯ সংকলক।

[১৩৯৪] ইমাম ইবনে হাব্বান রহ. বলেছেন, আমার মতে আমর ইবনে শু'আইব-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ হবে না। কেনোনা, এই সনদটি ইরসাল অথবা ইনকিতা' শূন্য নয়। আর এ দুটি থাকা অবস্থায় তা দলিল হতে পারে না। কেনোনা, আমর ইবনে শু'আইব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবুনল আস হলো বংশ তালিকা। যখন আমর তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তারপর যদি তার দাদা দ্বারা মুহাম্মদ উদ্দেশ্য করেন তবে তিনি তো সাহাবি নন। আর যদি আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য হয় তবে শু'আইব আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করেননি। -নসবুর রায়াহ : ২/৩৩১।

'হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর আল-উমরি যিনি দীন পরায়ন ইমামদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর কাছে বসা ছিলাম। একজন লোক এসে তাকে কোনো এক মাসআলা সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, শু'আইব তাকে নিয়ে ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে যান। তাহলে এর দ্বারা শু'আইবের শ্রবণ তার দাদা আবদুল্লাহ হতে সহিহরূপে প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. প্রমুখ[১৩৯৫]ও শু'আইবের শ্রবণ তার দাদা হতে দলিল করেছেন।'

তাছাড়া মুসতাদরাকে হাকিমের একটি বর্ণনা[১৩৯৬] দ্বারাও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে শু'আইবের শ্রবণ প্রমাণিত হয়।

عن عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبد الله بن عمرو يسئله عن محرم الخ.

হাকেম রহ. এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলেন,

هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كاخذ باليد فى صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو اهــ.

'মেকাহ রাবিদের হাদিস এটি। এর রাবিগণ হাফেজ। তিনি যেনো হাত দ্বারা গ্রহণ করেছেন- শু'আইব ইবনে মুহাম্মদ কর্তৃক তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে শ্রবণ সহিহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি যেনো হস্ত ধারণকারি (সহায়ক)।

এ কারণেই আমর ইবনে শু'আইব ... সনদে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সহিহ এবং দলিলযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। আবদুল গনি মিসরি তাই তার সনদে ইমাম বোখারি রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

انه سئل [১৩৯৭] أيحتج به؟ فقال : رايت احمد بن حنبل وعلى بن المدينى والحميدى واسحاق بن راهويه يحتجون بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ما تركه احد من المسلمين-

'তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তাঁর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যায় কি না? তারপর তিনি বললেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আলি ইবনুল মাদীনি, হুমাইদি, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, من الناس بعدهم? সনদ দ্বারা দলিল পেশ করেন। কোনো মুসলমান এটাকে বর্জন করেননি।'

বোখারি রহ. বলেছেন, من الناس بعدهم? তথা তাদের পর আর মানুষ কে? তাছাড়া হাসান ইবনে সুফিয়ান ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ হতে বর্ণনা করেন,

---

[১৩৯৫] ইমাম দারাকুতনি রহ. বলেছেন, আমর ইবনে শু'আইবের দাদা মানে অধস্তন দাদা মুহাম্মদ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাননি। আর তার উর্ধ্বতন দাদা আমর ইবনুল আস রা.। শু'আইব তাকে পাননি। বস্তুত মধ্যম পর্যায়ের দাদা আবদুল্লাহকে তিনি পেয়েছেন। যখন তাঁর দাদার নাম উল্লেখ করেননা তখন তদ্বারা মুহাম্মদও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার আমরও হতে পারে। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই এটি মুরসাল এবং যে আবদুল্লাহকে তিনি পেয়েছেন তিনিও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই হাদিসটি সহিহ হবে না এবং এটি ইরসাল হতে নিরাপদ থাকবে না। তবে যদি 'তাঁর দাদা আবদুল্লাহ হতে' বলেন, তবে এটা ব্যতিক্রম। -নসবুর রায়াহ : ২/৩৩২ সংকলক।

[১৩৯৬] ২/৬৫ কিতাবুল বুয়ু'- মা'আরিফ : ৫/২৩৮, ২৩৯ সংকলক।

[১৩৯৭] মা'আরিফ : ৫/২৩৮ -সংকলক।

قال[১৩৯৮] عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، (وهذا التشبيه فى نهاية الجلاله من مثل اسحاق رحمه الله)

সারকথা, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে এমন সমস্ত বর্ণনা সহিহ এবং গ্রহণযোগ্য। যদিও অনেকে তাঁর বর্ণনা সমূহকে বিজাদা (পাণ্ডুলিপিরূপে প্রাপ্ত) সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, শু'আইবের শ্রবণ তার দাদা হতে প্রমাণিত নয়। বরং তাঁর কাছে নিজ দাদার সহিফায়ে সাদেকা মওজুদ ছিলো। এবং তিনি সেটা হতে হাদিস বর্ণনা করতেন। সারকথা, যে কোনো সুরতেই হোক না কেন এসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তাই তো সহিফায়ে সাদেকার বর্ণনাগুলো অধিকাংশ হাদিসের কিতাবগুলোদে আছে[১৩৯৯]।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অনুচ্ছেদ-১৬ : বোবা জন্তুর[১৪০০] যখম[১৪০১] দণ্ডহীন[১৪০২] আর রিকাজে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৯)

٦٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

৬৪২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, বোবা জন্তুর আঘাত নিরর্থক (তাতে দণ্ড নেই।), খনি নিরর্থক (তাতে পড়ে মারা গেলে দণ্ড নেই।), কূপ নিরর্থক। আর রিকাযে (জমিনের গর্ভে বা খনিতে প্রাপ্ত কিংবা প্রোথিত সম্পদে) রয়েছে এক পঞ্চমাংশ।]

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, উবাদা ইবনে সামিত, আমর ইবনে মুজানি এবং জাবের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ : عَجْمَاء শব্দের অর্থ হলো, জন্তু। جُبَارٌ শব্দের অর্থ হলো বেকার। অর্থাৎ, যদি কোনো জন্তু কাউকে আহত করে তাহলে এই যখম মূল্যহীন। এর দিয়াত কারো ওপরে ওয়াজিব হবে না। তবে এই হুকুম তখন যখন জানোয়ারের সঙ্গে কোনো চালক না থাকে। আর যদি কোনো চালক থাকে আর এটা

১৩৯৮ সূত্র ঐ -সংকলক।

১৩৯৯ দ্র. كتابت حديث عہد رسالت وعہد صحابہ ميں পৃষ্ঠা : ৬৯-৭৭ -সংকলক।

১৪০০ عَجْمَاءُ জন্তু। এই নাম করণের কারণ হলো, এটি বোবা, কথা বলে না।

১৪০১ اَلْجَرْحُ স্পষ্ট হলো, এটা মাসদার। আর الجرح ইসমে মাসদার।

১৪০২ جُبَارٌ অর্থাৎ, তাতে দণ্ড বা জরিমানা নেই। মা'আরিফ : ৫/২৩৯ সংকলক।

প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আহত করার ব্যাপারে তার ভুল এবং গাফিলতিরও দখল আছে, তবে সে চালকের ওপর জরিমানা আসবে। আর বর্তমান যুগে মোটর ইত্যাদি চালকসহ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত।

আর শাফেয়ি রহ.[১৪০৩] এর মাজহাব হলো, জন্তু কর্তৃক যখম তখন বেকার হবে যখন এটি দিনের বেলায় কাউকে আহত করে। আর যদি রাতের বেলায় কাউকে আহত করে তবে মালেকের ওপর এর জরিমানা আসবে। চাই মালেক জানোয়ারের সঙ্গে নাই থাকুক না কেন। কেনোনা, রাত্রি বেলা মালেকের দায়িত্ব হলো, জন্তু বেঁধে রাখা[১৪০৪]।

তবে হানাফিদের মতে দিন রাতের হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই[১৪০৫]। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতা হানাফিদের সমর্থন করে[১৪০৬]।

والمعدن جبار এই বাক্যটির অর্থ, যদি কোনো ব্যক্তি কারো খনিতে পড়ে মারা যায় কিংবা তার কোনো যখম হয় তবে তার রক্ত মূল্যহীন বেকার (দণ্ডহীন)।[১৪০৭] খনির মালেকের ওপর কোনো জরিমানা আসবে না। তবে শাফেয়ি রহ. এই বাক্যটির অর্থ এই বলেন যে, খনির ওপর কোনো জাকাত নেই।[১৪০৮] অর্থাৎ, এক পঞ্চমাংশ ইত্যাদি নেই। শীঘ্রই এর বিস্তারিত আলোচনা হবে।

[১৪০৩] ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব শাফেয়িদের মতো। -মা'আরিফ : ৫/২৪০ -সংকলক।

[১৪০৪] এই তাফসিল ইমাম শাফেয়ি রহ. একটি মারফূ' হাদিস হতে গ্রহণ করেছেন। ইবনে শিহাব-হিজাম ইবনে সাইদ (সম্ভবত তিনি হারাম ইবনে সাদ অথবা হারাম ইবনে সা'ইদা -তাকরিব : ১/১৫৭, নং ১৯০) -ইবনে মুহায়্যিসাহ সূত্রে বর্ণিত যে, হজরত বারা ইবনে আজেব রা. এর একটি উটনি একবার এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে বাগান নষ্ট করেছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বাগানের মালেকদের দায়িত্ব হলো, দিনে তা হেফাজত করা। আর জীব-জন্তু রাত্রে যদি কোনো কিছু নষ্ট করে তবে এর ক্ষতিপূরণ আসবে জীব-জন্তুর মালেকের ওপর। মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১৪৪, كتاب الأقضية، باب القضاء فى الضوارى والحريئة

সুনানে আবু দাউদে এই বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত আছে- 'হারাম ইবনে মুহায়্যিসাহ আল আনসারি বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, 'আমাদের একটি হিংস্র উটনি ছিলো। তারপর এটি এক বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে দেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন, তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বাগানের মালেকদের দায়িত্ব দিনে সেগুলোর হেফাজত করা। আর রাত্রে চতুষ্পদ জন্তুর হেফাজত করার দায়িত্ব হলো, জন্তুর মালেকদের ওপর। বস্তুত জীব-জন্তুর মালেকদের ওপর এর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব, যদি এগুলো রাত্রে কারো কোনো কিছু ক্ষতি করে- ২/৫০২, ৫০৩, আরেকটি হাদিস আছে কিতাবুল বুয়ুতে باب المو اشىتفسد زرع قوم দ্র. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৬৮, ابواب الاحكام، باب الحكم فيما افسدت المواشى

হানাফিগণ এর জবাবে বলেছেন যে, হারাম ইবনে মুহায়্যিসাহ অজ্ঞাত। তিনি বারা ইবনে আজেব রা. হতে শ্রবণ করেননি। -মা'আরিফ : ৫/২৪০, ফাতহুল বারি ১২/২২৮ সূত্রে। (তবে এই জবাবটি ত্রুটিপূর্ণ। কেনোনা, এই বর্ণনাটি হাদিসের অন্যান্য কিতাব ব্যতীত মুয়াত্তা ইমাম মালেকেও বর্ণিত আছে। যেমন, পেছনে এ বিষয়টি এসেছে। -সংকলক।)

[১৪০৫] আনোয়ার রহ. হানাফিদের একটি বর্ণনা হাভী কুদসী হতে শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের মতো উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত হুকুমটি ওরফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি রাত্রে জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে দেওয়া ও দিনে আটকে রাখার রীতি চালু হয় তাহলে হুকুম এর উল্টো হয়ে যাবে। -ফাতহুল বারি : ১২/২২৯, দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৪০, ২৪১।

[১৪০৬] দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০২, ১০৩, باب فى الركاز الخمس সংকলক।

[১৪০৭] যেমন, ঐ ব্যক্তি কোনো একজন খননকারিকে কূপ খনন করার জন্য ভাড়ায় নিয়ে এলো। লোকটি সেখানে পড়ে মারা গেল। তবে তার খুন মূল্যহীন (দণ্ডহীন)। কোনো প্রকার জরিমানা বা দিয়ত মালেকের ওপর আসবে না। -মা'আরিফ : ৫/২৪১

[১৪০৮] معدن বলা হয় যেটি জমিনে সৃষ্ট। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাফসিলের জন্য দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০৩, باب فى الركاز الخمس -সংকলক।

و البئر جبار কোনো ব্যক্তি যদি কূপে পড়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা যখম হয়ে যায় তাহলে সেটাও মূল্যহীন। তবে শর্ত হলো, এ কূপটি কেউ তার নিজস্ব মালেকানাধীন জমিতে খনন করতে হবে।

وفى الر كاز الخمس : ركاز[১৪০৯] আভিধানিক অর্থ হলো, مركوز। এটি সেসব জিনিসকে বলে যেগুলো জমিনে প্রোথিত করা হয়েছে অথবা দাফন করা হয়েছে। এতে প্রোথিত সম্পদ সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোনো ব্যক্তি কোথাও হতে প্রোথিত সম্পদ লাভ করে তবে সর্ব সম্মতিক্রমে এর এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দেওয়া ওয়াজিব। কেনোনা, স্পষ্ট হলো প্রোথিত সম্পদ মুসলমানদের পূর্বে কাফেরদের মালেকানা হয়ে থাকবে। সুতরাং এটি গনিমতের মালের একটি অংশ। যার ওপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়[১৪১০]। অবশ্য এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, ركاز শব্দে খনিও অন্তর্ভুক্ত আছে কি না? আমাদের মতে অন্তর্ভুক্ত।

وفى الركاز الخمس বাক্য দ্বারা যেখানে জাহেলি যুগের দাফনকৃত জিনিসে এক পঞ্চমাংশ প্রমাণিত হবে, সেখানে এর দ্বারা খনির ওপরও সাব্যস্ত হবে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

তবে শাফেয়িগণ বলেন যে, রিকাযে খনি অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এর ওপর কোনো জাকাত নেই। তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য المعدن جبار এর এই অর্থই বর্ণনা করেন যে, খনির ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে[১৪১১] হানাফিদের মাজহাব অভিধান, বিবরণগত এবং যৌক্তিক তথা সর্বদিক দিয়েই প্রধান।

এ কারণে অভিধানগতভাবে যে, আল্লামা ইবনে মানযুর ইফরীকি লিসানুল আরবে ইবনুল আরাবি[১৪১২] সূত্রে লিখেছেন যে, রিকাজ শব্দটি দাফনকৃত প্রোথিত সম্পদ ব্যতীত খনির ওপরও ব্যবহৃত হয়। আল্লামা ইবনুল আছির জাজরি রহ. ও এর পক্ষে[১৪১৩]।

আর আবু উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লাম রহ. যিনি উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিসও এবং অভিধানের ইমামও। তিনিও এই বক্তব্যটি পছন্দ করেছেন। তিনি নিজ গ্রন্থ কিতাবুল আমওয়ালে এই বক্তব্যটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, খনিতে ওয়াজিব এক পঞ্চমাংশ[১৪১৪]।

[১৪০৯] এই শব্দটি ركز يركز، باب نصر হতে গৃহীত। এর অর্থ হলো, জমিনে কোনো জিনিস গেড়ে দেওয়া, স্থাপন করা, প্রোথিত করা।

[১৪১০] এই হুকুম তখনই যখন পুঞ্জিভূত সম্পদে কুফরের চিহ্ন থাকে। তবে যদি তাতে ইসলামের নিদর্শন পাওয়া যায় তবে এর হুকুম 'লুকতা' বা কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মতো। -সংকলক।

[১৪১১] রিকাজের মাসআলা। এটি সর্ব প্রথম মাসআলা যার ওপর প্রথম আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে ইমাম বোখারি রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং وقال بعض الناس শব্দে তিনি এর আলোচনা করেছেন। হাফেজ রহ. এর ফাতহুল বারিতে খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৮, باب فى الركاز الخمس আছে, ইবনুত্ তীন রহ. বলেছেন, بعض الناس দ্বারা উদ্দেশ্য আবু হানিফা রহ.। আমি বলব, এটিই সর্ব প্রথম স্থান যেখানে ইমাম বোখারি রহ. এই শব্দ দ্বারা আলোচনা করেছেন। এখানে এই শব্দ দ্বারা আবু হানিফা ও অন্যান্য কুফাবাসী যারা তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত তাদের উদ্দেশ্য করার সম্ভাবনাও আছে। অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মা'আরিফ - বিন্নৌরি : ৫/২৪১ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা উমদাতুল কারি -আইনি : ৯/১০০ -সংকলক।

[১৪১২] ৭/২২৩ -মা'আরিফ ৫/২৪৫ -সংকলক।

[১৪১৩] এজন্য তিনি বলেন, المعدن و الر كاز واحد -আইনি : ৯/১০০, باب فى الركاز الخمس-সংকলক।

[১৪১৪] এটি আবু উবায়দ কিতাবুল আমওয়ালে হজরত আলি ও জুহরি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা : ৩৪০, ৩৪১ - মা'আরিফ : ৫/২৪৫, ২৪৬) দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০০,باب فى الركاز الخمس সংকলক।

আর বর্ণনাগতভাবে তাই প্রধান যে, প্রথমত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে وفی الر کاز الخمس বাক্যটি হানাফি মাজহাবের সমর্থন করছে। দ্বিতীয়ত আবু উবায়দ রহ. 'কিতাবুল আমওয়ালে'[১৪১৫] একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن عبد الله بن عمرو (رضـــ) عن النبی صلی الله علیه وسلم سئل عن المال یوجد فی الخرب العادی فقال فیه وفی الرکاز الخمس–

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরানো বিরানভুমির মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে এবং রিকাজে (খনিতে) এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।'

রিকাজ দ্বারা এই হাদিসে উদ্দেশ্য খনি ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। কেনোনা, প্রোথিত ধন সম্পর্কে فیه তে আলোচনা করা হয়েছে এবং রিকাজ শব্দটিকে এর ওপর আত্‌ফ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরস্পরে বৈপরিত্ব[১৪১৬] আত্‌ফের আবেদন হলো,।

এতে প্রমাণিত হলো যে, وفی الرکاز الخمس বাক্যটিতে রিকাজ দ্বারা প্রোথিত সম্পদ উদ্দেশ্য নয়। বরং খনি উদ্দেশ্য। তাছাড়া আল্লামা আইনি রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সূত্রে আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন[১৪১৭],

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الرکاز الخمس قیل وما الر کاز یا رسول الله! قال الذهب الذی خلقه الله تعالی فی الأرض یوم خلقت.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রিকাজে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রিকাজ কি? জবাবে তিনি বললেন, সে স্বর্ণ যেটি আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি করার দিন তাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। ইমাম বায়হাকি রহ. এই বর্ণনাটি আল-মাআরিফাত নামক গ্রন্থে নিম্নেযুক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন-[১৪১৮]'রিকাজ সে সোনা যেটি জমিনে উৎপন্ন হয়।' অবশ্য আবু হুরায়রা রা.এর এই বর্ণনাটিকে বায়হাকি

[১৪১৫] পৃষ্ঠা ৩৪০ -মা'আরিফ : ৫/২৪৬ সংকলক।

[১৪১৬] স্বয়ং আবু উবায়দ ওপরযুক্ত হাদিসটি নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেন, 'ফলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রিকায প্রোথিত সম্পদ ব্যতীত অন্য কিছু। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, وفی الرکاز الخمس এখানে রিকাজ মাল ব্যতীত অন্য কিছুকে সাব্যস্ত করেছেন। এতে জানা গেলো যে, এটি হলো, মা'দিন বা খনি। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৪৬ -সংকলক।

[১৪১৭] উমদাতুল কারি : ৯/১০২, وفی الر کاز الخمس -সংকলক।

[১৪১৮] আইনি : ৯/১০৩, وفی الر کاز الخمس ইমাম দারাকুতনি রহ. ইলালে এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন- 'রিকায হলো, সেটি যেটি ভু-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়।' অবশ্য এই হাদিসটির ওপর ইমাম দারাকুতনি রহ. কালাম করেছেন। তাছাড়া হুমাইদ ইবনে যানজাওয়াইহ নাসায়ি স্বীয় 'কিতাবুল আমওয়ালে' হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মা'দিনকে (খনিকে) রিকায সাব্যস্ত করেছেন এবং তাতে খুমুস ওয়াজিব করেছেন। দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০৩। তাছাড়া মাকহুল বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. মা'দিনকে রিকাজের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। যাতে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ রয়েছে। ইমাম বায়হাকি রহ. এর ওপর সূত্রগত বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। দ্র. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/১৫৪, باب من قال المعدن رکاز فیه الخمس। যদিও ইমাম বায়হাকি রহ. এর ওপর সনদগত বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা সত্ত্বেও

রহ. আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ মাকবুরি রহ.এর কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন[১৪১৯]। তবে বিভিন্ন আছর দ্বারা আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি শক্তিশালী হয়ে যায়[১৪২০]।

যুক্তিগতভাবে হানাফিদের মাজহাব তাইই প্রধান যে, প্রোথিত সম্পদের ওপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার কারণ খনিতেও পাওয়া যায়। সে কারণটি হলো, প্রোথিত সম্পদকে মুশরিকদের সম্পদ গণ্য করা হয়েছে। আর গনিমতের সম্পদ গণ্য করে অন্যান্য গনিমতের মতো এর ওপরও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব করা হয়েছে। এই কারণটি খনিতেও বিদ্যমান।

শাফেয়ি রহ. এর কাছে নিজ মাজহাবের স্বপক্ষে দলিলের জন্য শুধু একটি দ্বিবিধ সম্ভাবনামুখী বর্ণনা রয়েছে। সেটি হলো, المعدن جبار। যার অর্থ তিনি বলেন যে, খনিতে জাকাত নেই[১৪২১]। তবে المعدن جبار এর এই ব্যাখ্যা হাদিসের পূর্বাপরের বিপরীত। কেনোনা, এ বাক্যটির পূর্বে ও পরেও দিয়তের বিধিবিধান বর্ণিত হচ্ছে[১৪২২]। যার দাবি হলো, المعدن جبار এরও এই অর্থ হওয়া যে, খনিতে পড়ে কেউ যদি মরে যায় অথবা আহত হয় তবে সেটা মূল্যহীন-বেকার (দণ্ডহীন-জরিমানা নেই)। তাছাড়া অনেক খনি এমনও আছে যেগুলোর ওপর ইমাম শাফেয়ি রহ.ও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে। যেমন, স্বর্ণের খনি ও রূপার খনি[১৪২৩]। যেনো, المعدن جبار এর নিজস্ব বর্ণিত ব্যাখ্যার ব্যাপকতার ওপর শাফেয়িদেরও আমল নেই। এর বিপরীত হানাফিদের তাফসিল যদি অবলম্বন করা হয় তবে এর ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন : وفى الركاز الخمس এর সঙ্গে পূর্ববর্তী বাক্যগুলোর সঙ্গে কি যোগসূত্র?

জবাব : যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম المعدن جبار বলেছিলেন, তখন এর ফলে কারো এই ধারণা হতে পারত যে, খনিতে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। যেমন, শাফেয়ি রহ. এর কাছে এই অর্থের বিভ্রান্তি লেগেছে। এই কল্পনাটি দূর করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وفى الركاز الخمس বাক্যটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

ফায়দা : এ বিষয়টির প্রতি ইসলাম জাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে লক্ষ্য রেখেছে যে, যে সম্পদ অর্জনে যে পরিমাণ কষ্ট হয় তাতে জাকাত ততোই কম ওয়াজিব হবে। ফলে সবচেয়ে সহজে যে সম্পদ অর্জিত হয় সেটি

সর্বাবস্থায় হানাফি মাজহাবের সমর্থন হয়ে যায়। এবং আল্লামা আইনি রহ. তো এটাকে বায়হাকিরই সূত্রে কোনো কালাম ব্যতীত সমর্থক ও দলিলরূপে উল্লেখ করেছেন। দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০৩ -সংকলক।

[১৪১৯] তাই তিনি বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন শুধু আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল-মাকবুরী, আর আবদুল্লাহর হাদিস হতে লোকজন পরহেজ করেছেন। সুতরাং এমন এক ব্যক্তির হাদিস দলিল সাব্যস্ত করা যাবে না, যার হাদিস হতে লোকজন পরহেজ করেছেন। -বায়হাকি : ৪/১৫২ সংকলক।

[১৪২০] যার কিছুটা তাফসিল পেছনের টীকায় এসেছে।

[১৪২১] তারপর শাফেয়িগণ বলেছেন, যদি মা'দিন তথা খনিতেও খুমুস হতো তবে এর বিবরণ দেওয়া হতো وفيه الخمس জমির তথা সর্বনাম দ্বারা। রিকায শব্দটির পুনরাবৃত্তির দরকার হতো না। আর হানাফিগণ বলেন, মা'দিন তথা খনি খাস। এটি বর্বরতার যুগের দাফনকৃত-প্রোথিত জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং وفى الركاز الخمس শব্দে ব্যক্ত করাই যথার্থ। যাতে সৃষ্ট ও দাফনকৃত-প্রোথিত সম্পদ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। -মা'আরিফ : ৫/২৪৩ -সংকলক।

[১৪২২] ফলে এর পূর্বেকার বাক্যটি হলো, العجماء جرحها جبار তথা জানোয়ারের যখম মূল্যহীন। এর পরবর্তী বাক্য হলো, البير جبار অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি কূপে পড়ে মরে যায় কিংবা আহত হয় তাহলে সেটা মূল্যহীন তথা দণ্ডহীন। -সংকলক

[১৪২৩] দ্র. আইনি : ৯/১০৩, মা'আরিফুস সুনান : ৫/২৪৬ -সংকলক।

হলো, প্রোথিত সম্পদ অথবা খনি। সুতরাং এর ওপর সবচে বেশি কর আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর পঞ্চমাংশ।[১৪২৪] তারপর এরচেয়ে আরো কিছু বেশি কষ্ট সেই উৎপাদিত ফসল অর্জনের ক্ষেত্রে হয়, যেটি বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চিত জমিনে উৎপাদিত হয়। ফলে তাতে এরচেয়ে কিছু কম কর আরোপ করা হয়েছে[১৪২৫]। অর্থাৎ, এর দশমাংশ। তারপর এরচেয়ে কিছু বেশি কষ্ট হয় সে জমিনের উৎপন্ন ফসলে, যেগুলো কূপ ইত্যাদির পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয়। ফলে এর ওপর তার চেয়েও কিছু কম কর অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত কর হয়েছে।[১৪২৬] পক্ষান্তরে সবচে বেশি কষ্ট হয় নগদ টাকা অর্জনে। তাই এর ওপর সবচে কম কর আরোপ কর হয়েছে। অর্থাৎ, চল্লিশভাগের একভাগ।[১৪২৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : অনুমান করা[১৪২৮] প্রসংগে (মতন পৃ. ১৩৯)

٦٤٣ - أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَسْعُوْدِ بْنِ نَيَارٍ يَقُوْلُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ.

[১৪২৪] যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। -সংকলক।

[১৪২৫] এ কারণে পেছনে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিস এসেছে- فيما سقت السماء والعيون العشر-তিরমিযী : باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغير ها ,১/১৩৯

[১৪২৬] তাই পেছনে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিস এসেছে وفيما سقى بالنضح ففيه نصف العشر অর্থাৎ, যাতে বালতি ইত্যাদি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়েছে তাতে উশরের অর্ধেক। তিরমিযী : ১/১৩৯, باب ما جاء فى زكوة الذهب والورق -সংকলক।

[১৪২৭] তাই পেছনে হজরত আলি রা. এর মারফু' হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم তিরমিযী : ১/২০৭, باب ما جاء فى زكوة الذهب والورق -সংকলক।

[১৪২৮] এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত হয়েছেন যে, مزارعة (বর্গাচাষে) এ অনুমান করা অবৈধ। এমনভাবে মুসাকাতে (খেজুর বাগানে বর্গাচাষ)ও তা বৈধ নয়। সুতরাং মালেক ও বর্গাচাষীর মাঝে এমনিভাবে মালেক ও মুসাকাতকারির মাঝে আন্দাজ করা বৈধ নয়। মতপার্থক্য শুধু ফলের মালেকদের ক্ষেত্রে আন্দাজ করার ব্যাপারে। যেখানে বায়তুল মালের পক্ষ হতে লোক পাঠিয়ে অনুমান করা হয়। হিজাজিগণ বিভিন্ন সুরতে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ওপরযুক্ত মাজহাব অবলম্বন করেছেন। তাদের অনেকে বলেছেন, আন্দাজ করা ওয়াজিব। আর অনেকে বলেন মুস্তাহাব। আর এটা খেজুর গাছের সঙ্গে খাস? না আঙুরের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হবে? নাকি শুকনো এবং ভেজা অবস্থায় যতো জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেসবগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক? আর আন্দাজকারির বক্তব্য বাস্তবায়ন করা হবে? না শুকানোর পর চূড়ান্ত অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে? প্রথমটি হলো, ইমাম মালেক ও একদল আলেমের বক্তব্য। দ্বিতীয়টি হলো, শাফেয়ি ও তার অনুসারীদের বক্তব্য। পক্ষান্তরে একজন জ্ঞানবান সেকাহ আন্দাজকারিই তাতে যথেষ্ট হবে? না দুজন লাগবে? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দুটি বক্তব্য রয়েছে। আর এটা কি কিয়াস না তাজমিন বা অন্তর্ভুক্তকরণ? এতেও এমনভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দুটি বক্তব্য রয়েছে। ফসল ও ফলের মালেকগণ ফসল কর্তনের পূর্বে যা খেয়েছে সেগুলো কি হিসেব করবে, না করবে না? আর ধার হিসেবে যে পরিমাণ দিয়েছে, মেহমানদেরকে যা দিয়েছে বা অনুরূপ যাদেরকে দিয়েছে এগুলো কি ধর্তব্য হবে? না ধর্তব্য হবে না? আর যখন আন্দাজকারি ভুল করে তখন তার হুকুম কি হবে? তার বক্তব্য ধর্তব্য হবে কি না? এমনভাবে আন্দাজকারির জন্য কি এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব? না ওয়াজিব নয়? অনেকে বলেছেন, প্রথম বক্তব্যটি করেছেন, আহমদ, ইসহাক ও লাইছ রহ.। আর দ্বিতীয় বক্তব্যটি করেছেন, মালেক ও শাফেয়ি রহ.। মোটকথা, এখানে ইসলামি আইনবিদগণের মাঝে বিতর্কিত মোট ৮টি বিষয় রয়েছে। দ্র. মা'আরিফ : ৫/২৪৭, ২৪৮ -সংকলক।

৬৪৩। **অর্থ :** হজরত আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ ইবনে নায়ার বলেন, সাহল ইবনে আবু হাছমা আমাদের মজলিসে এসে হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন, যখন তোমরা অনুমান কর তখন তা (দুই তৃতীয়াংশ) গ্রহণ করো। আর এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দাও। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড়ো তাহলে এক চতুর্থাংশ বাদ দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, আত্তাব ইবনে আসিদ ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে অনুমানের ক্ষেত্রে সাহল ইবনে আবু হাছমার হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। ইসহাক ও আহমদ রহ. মত পোষণ করেন সাহল ইবনে আবু হাছমার হাদিস মতেই। خرص দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন গাছে ফল ধরে যেমন, খেজুর ও আঙুর, যেগুলোতে জাকাত রয়েছে, তখন রাষ্ট্রপ্রধান একজন অনুমানকারি পাঠাবেন। তিনি যেয়ে তাদের কাছে অনুমান করবেন। এই অনুমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে পর্যবেক্ষক ব্যক্তি লক্ষ্য করে বলবেন, এই কিসমিস হতে এই পরিমাণ উৎপাদিত হবে, এই খেজুর হতে এতো এতো পরিমাণ উৎপাদিত হবে। একটা পরিমাণ লাগাবেন এবং এর দশমাংশের সমষ্টির বিষয় লক্ষ্য করবেন। এটা তাদের ওপর সাব্যস্ত করবেন। তারপর তাদেরকে তাদের ফলের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিবেন। তারা যা ইচ্ছা তা করবে। যখন ফল ধরে তখন তাদের কাছ হতে উশর আদায় করা হবে। অনেক আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.।

٦٤٤ - عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ

৬৪৪। হজরত আত্তাব ইবনে আসিদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের কাছে তাদের আঙুর ও ফল অনুমান করার লোক পাঠাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ বর্ণনাতেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুরের জাকাত সম্পর্কে বলেছেন, এটা আন্দাজ করা হবে যেমন খেজুর আন্দাজ করা হয়। তারপর কিসমিস অবস্থায় এর জাকাত দেওয়া হবে যেমন, খেজুর পাকলে এর জাকাত দেওয়া হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। ইবনে জুরাইজ এই হাদিসটি ইবনে শিহাব-উরওয়া-আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মদকে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, ইবনে জুরাইজের হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। পক্ষান্তরে সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব-আত্তাব ইবনে আসীদ রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

خرص : اذا خرصتم فخذوا শব্দের আভিধানিক অর্থ, অনুমান করা। কিতাবুয় জাকাতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, শাসক ফসল এবং বাগানের ফল পাকার পূর্বে একজন মানুষ পাঠাবেন, যিনি আন্দাজ করবেন কি পরিমাণ ফসল উৎপাদন হচ্ছে এ বছর।

তারপর আহমদ রহ. এর মতে অনুমানের হুকুম হলো, আন্দায দ্বারা যতোটুকু উৎপাদন প্রমাণিত হবে ততোটুকু উৎপাদনের এক দশমাংশ তখনই প্রথমে কর্তিত ফল হতে উসুল করা যেতে পারে।

তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, শুধু আন্দায দ্বারা উশর উসুল করা যায় না। বরং ফল পাকার পর দ্বিতীয়বার ওজন করে প্রকৃত উৎপাদন নির্দিষ্ট করা হবে। তা দ্বারা উশর উসুল করা হবে। মালেকিদের মাজহাবও শাফেয়িদের মতো। ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা বর্ণিত নেই। হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, মূলনীতি দ্বারা বোঝা যায় যে, এ সম্পর্কে হানাফিদের মাজহাবও শাফেয়িদের মতো[১৪২৯]।

আহমদ রহ. এর প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত اذا خرصتم فخذوا। বাক্য দ্বারা। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত আত্তাব ইবনে আসিদ রা. এর বর্ণনাটিও তার দলিল। তাতে রয়েছে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكوة الكروم انها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكوته زبيبا كما تؤدى زكوة النخل تمرا.

'হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুরের জাকাত সম্পর্কে বলেছেন, এগুলো আন্দায করা হবে, যেমন আন্দায করা হয় খেজুর। তারপর আঙুরের জাকাত কিসমিস দিয়ে দেওয়া হবে, যেমন, শুষ্ক খেজুর দ্বারা খেজুরের জাকাত আদায় করা হয়।'

জমহুরের দলিল সেসব হাদিস যেগুলোতে বাইয়ে মুজাবানা[১৪৩০] হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এসব হাদিস সহিহ এবং প্রায় মশহুর পর্যায়ের[১৪৩১]। অথচ এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেশিরভাগ হাদিস সনদগতভাবে আপত্তির সম্মুখীন[১৪৩২]। সুতরাং এগুলোর কারণে মুজাবানার সহিহ এবং সুস্পষ্ট হাদিসগুলো বর্জন করা যায় না। বিশেষ করে সেগুলো যখন একটি মৌলিক নীতিমালা সংযুক্ত[১৪৩৩]।

বস্তুত আন্দাজের ফায়দা শুধু এই যে, প্রথম হতেই সরকারের অনুমান হয়ে যাবে এ বছর কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে। এর ওপর কি পরিমাণ উশর ওয়াজিব হবে। তাছাড়া রুদ্ধ হয়ে যায় এভাবে মালেক পক্ষ কর্তৃক উৎপন্ন ফসল লুকানোর দ্বারও।

[১৪২৯] হজরত ইবনে কুদামা রহ. মুগনিতে বলেছেন, (২/৭০৬, باب زكوة الزروع والثمار، فصل الخرص ومشرو عيئه عند بدو الصلاح) আহলে রায় বলেছেন, خرص শব্দের অর্থ হলো, ধারণা করা ও আন্দাজ করা। এর দ্বারা কোনো হুকুম আবশ্যক হয় না। এই আন্দাজ করাও তো শুধু কৃষকদেরকে ভয় দেখানোর জন্য। যাতে তারা খেয়ানত না করে। তবে কোনো হুকুম এর দ্বারা আবশ্যক হয় না।

[১৪৩০] মুজাবানাহ বলে গাছের খেজুর কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাকে। -সংকলক।

[১৪৩১] মুজাবানাহর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে হজরত আবু সাইদ খুদরি, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনাগুলো সহিহ বোখারিতে (১/২৯১, كتاب البيوع، باب بيع المزابنة) দেখা যেতে পারে। তাছাড়া তিরমিযীতে (ابواب البيبوع، باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمز ابنة,১/১৮১) হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুজাবানাহ হতে নিষেধ করেছেন। -সংকলক।

[১৪৩২] দ্র. তিরমিযী ১/১১০ এই আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ ও এগুলোর সনদের তাহকিকের সুযোগ পাওয়া গেল না। -সংকলক।

[১৪৩৩] তা হলো, মুজাবানাহ ধরণের বিক্রয় আবশ্যকীয়ভাবে আন্দাজের মাধ্যমেই হয়। যাতে বেশি লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে। যা সুদ হওয়ার কারণে অবৈধ। আর خرص তথা আন্দাজেও তদ্রুপই হয়। والله اعلم -সংকলক।

ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث এই বাক্যটির অর্থ প্রত্যেক ফকিহ নিজ নিজ মাজহাব মুতাবেক বর্ণনা করেছেন। আহমদ রহ. এর মতে এর অর্থ হলো, যখন আন্দাজের মাধ্যমে উশর উসুল করা হয় তখন অনুমানের মাধ্যমে যে পরিমাণ উৎপাদন প্রমাণিত হয়েছে উশর উসুল করার সময় তা হতে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে বাকির উশর উসুল করা উচিত। কেনোনা, একে তো আন্দাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া ফল পাকতে পাকতে কিছু পরিমাণ নষ্টও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সতর্কতামূলক এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ছেড়ে অবশিষ্ট হতে উশর উসুল করা হবে।

হজরত ইবনে আরাবি মালেকি রহ.[১৪৩৪] এর এই অর্থ বলেন, যখন অনুমানের পর ফল পেকে যাবে এবং উশর উসুল করার সময় এসে যাবে তখন জমির মালেক অথবা কৃষক যতোটুকু পরিমাণ ব্যয় ফসল উৎপাদনের জন্য বহন করেছে সেটা বাদ দিয়ে বাকির ওপর উশর আরোপ করা হবে। যেহেতু সে জামানায় সাধারণত ব্যয় উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ হতো তাই হিসেব করা হয়েছে এ পরিমাণ।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে ব্যয়ের পরিমাণ তো উশর হতে বাদ পড়ে না। তবে এতোটুকু পরিমাণ বাদ পড়ে যতোটুকু পরিমাণ ফসলের মালেক এবং তার পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। আর এই পরিমাণটি যেহেতু এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ হতো তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ।

আবু হানিফা রহ. এর মতে যেহেতু উৎপাদিত অংশের কোনো পরিমাণই উশর হতে বাদ যায় না সেহেতু তাঁর মতে এই বাক্যটির অর্থ হলো, যখন উৎপাদনের আন্দাজ করা হবে তখন অনুমান করার সময় প্রকৃত পরিমাণ হতে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ হতে কম অনুমান করা চাই। কেনোনা, ফল পাকা পর্যন্ত এতোটুকু পরিমাণ শুকিয়ে যাওয়া কিংবা ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মালেকিদের এক দলের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ওপরযুক্ত বাক্যটির অর্থ হলো, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ সম্পর্কে মালেকের এখতিয়ার আছে- সে নিজেও ফকিরকে দিয়ে দিতে পারে। সে পরিমাণ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্পণ করা তার জন্য আবশ্যক না।[১৪৩৫]

[১৪৩৪] ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে (৩/২৭৪, باب خرص التمر) ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. হতে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জন্য কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেনো তারা দুজন আলোচ্য অনুচ্ছেদের এ হাদিসের ওপর আমলের মত পোষণ করেন না। শায়খ আনওয়ার রহ. বলেছেন, শাফেয়ি রহ. এর ওপর আমলের মত পোষণ করেন। হয়ত হাফেজ রহ. এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হননি। তিনি ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে যেটি প্রসিদ্ধ সেটিই উল্লেখ করেছেন। যেমন, ফাতহুল বারিতে উল্লেখিত তার শব্দ তা দলিল করছে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর আমলের বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন মাওয়ারদি রহ.। শরহুল মুহাজ্জাবে (৫/৪৭৯) বলেছেন, তবে ইমাম মাওয়ারদী রহ. এর বিবরণে রয়েছে যে, 'এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দেওয়া হবে।' -মা'আরিফ : ৫/২৫০

যার অর্থ হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতেও আন্দাজ করে এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশকে উশর হতে বাদ দেওয়া হবে। যদিও হাফেজ রহ. এর বক্তব্য মুতাবেক ইমাম শাফেয়ি রহ. এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, আন্দাজের সময় কোনো পরিমাণ বাদ দেওয়া হবে না। -সংকলক।

[১৪৩৫] جسص বা আন্দাজ সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. -মুগনি -ইবনে কুদামা : ২/৭০৬-৭১০, باب زكوة الزروع والثمار, ফাতহুল বারি : ৩/৩৭১-৩৭৪, باب خرو التمر উমদাতুল কারি : ৯/৬৪-৬৯, باب خرص التمر - সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ–১৮ : ন্যায়ভাবে সদকা আদায়কারি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪০)

٦٤٥ – عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

৬৪৫। **অর্থ :** হজরত রাফে ইবনে খাদিজ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মতোভাবে সদকা উসুলকারি তার ঘরে ফেরা পর্যন্ত যেনো আল্লাহর পথে যুদ্ধকারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, রাফে ইবনে খাদিজ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ইয়াজিদ ইবনে ইয়াজ মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদিসটি আসাহ।

بَابُ فِي الْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ–১৯ : সদকার মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪০)

٦٤٦ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

৬৪৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারি জাকাত অনাদায়কারির মতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, উম্মে সালামা ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে গরিব। আহমদ ইবনে হাম্বল সাদ ইবনে সিনান সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। লাইছ ইবনে সাদ-ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব-সাদ ইবনে সিনান-আনাস ইবনে মালেক রা. সূত্রে অনুরূপ বলেন। আমর ইবনুল হারেস ও ইবনে লাহি'আহ ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব-সিনান ইবনে সাদ-আনাস রা. সূত্রে বলেন, আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, সহিহ হলো, 'সিনান ইবনে সাদ'। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী المعتدى فى الصدقة كمانعها এর অর্থ বলতে চান সীমালঙ্ঘনকারির সেরূপ গোনাহ হবে যেমন গোনাহ হয় জাকাত অনাদায়কারির, যখন সে জাকাত না দেয়।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتعدي في الصدقة كمانعها সদকা উসুলকারি এবং মালেক এ দুজনের মাঝে ঘূর্ণায়মান হয়। ফলে সদকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ দুজনের কিছু দায় দায়িত্ব আছে। যদি উসুলকারি হকের অধিক তলব করে কিংবা শ্রেষ্ঠ মাল অন্বেষণ করে বা দাবি করে, তবে এমন সদকা উসুলকারি জাকাত অনাদায়কারির[১৪৩৬] মত। সুতরাং জাকাত অনাদায়কারির মতো সেও পাপী হবে।[১৪৩৭]

[১৪৩৬] জাকাত অনাদায়কারি দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি, যার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়েছে, তবে সে তা আদায় করে না। -সংকলক।

হাদিসে المعتدى فى الصدقة উদ্দেশ্য সদকা আদায়কারি। অনেকে বলেছেন المعتدى فى الصدقة দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সদকা উসুলকারি যে অনধিকারি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা ব্যয় করে। তবে প্রথম অর্থটি অধিক সংগত। অর্থাৎ, যে অনধিকারভাবে তা উসুল করে। এর কারণ হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে অমতোভাবে সদকা উসুলকারির কথা আলোচিত হয়েছে। এর বিপরীত হলো, ন্যায্যভাবে সদকা উসুলকারি। বস্তুত ন্যায্যভাবে সদকা উসুলকারির আলোচনা পেছনের অনুচ্ছেদে[১৪৩৮] রাফে ইবনে খাদিজ রা. এর বর্ণনায় আছে। অর্থাৎ, العامل على الدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع الى بيته এই বর্ণনায় হকভাবে সদকা উসুলকারি দ্বারা উদ্দেশ্য যে তার অধিকার মতো ন্যায্যভাবে সদকা উসুল করে। যার দাবি হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে المعتدى দ্বারা এমন লোক উদ্দেশ্য হয় যে, অনধিকারভাবে সদকা উসুল করে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সদকা দানকারি নয়। কেনোনা, যদি المعتدى দ্বারা এই দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর সম্পর্ক হবে সদকা আদায়কারি এবং দরিদ্রের সঙ্গে, অথচ সদকা হকভাবে আদায়কারির সম্পর্ক হলো মালেকের সঙ্গে। এভাবে বৈপরিত্ব সঠিক হবে না। এর বিপরীত যদি لمعتدى এর অর্থ অনধিকার ভাবে সদকা উসুলকারি হয় তাহলে এর সম্পর্কও সদকা উসুলকারি ও মালেকের সঙ্গে হবে। যেমন, হকভাবে সদকা উসুলকারির সম্পর্ক হলো মালেকের সঙ্গে। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে মতো সাব্যস্ত করা হয়েছে সদকার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারিকে জাকাত অনাদায়কারির। এই সাদৃশ্যের কারণ হলো যে, সদকা উসুলকারি যদি কখনও সবচে বাছাই করা মাল জাকাতে উসুল করে নেয়, কিংবা অধিকারের বেশি নিয়ে নেয় তাহলে এতে পরবর্তী বছর মালেক ভয় পেয়ে জাকাত না দেওয়ারই আশংকা হয় এবং জাকাত উসূলের ক্ষেত্রে উসুলকারির ওপরযুক্ত সীমা লঙ্ঘন ফকির-দরিদ্রদের বঞ্চনার কারণ হওয়ার ভয় থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই বঞ্চনা হবে সদকা উসুলকারির বাড়াবাড়ির কারণে। যার কারণে সদকা উসুলকারি জাকাত অনাদায়কারির পর্যায়ে চলে আসবে। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে যে, সদকার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারি জাকাত অনাদায়কারির[১৪৩৯] মতো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رِضَا الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ–২০ : সদকা আদায়কারির সন্তুষ্টি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪১)

٦٤٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ رض : قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا.

৬৪৭। **অর্থ :** হজরত জারির রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে সদকা উসুলকারি আসবে তখন যেনো সে অসন্তুষ্ট অবস্থায় তোমাদের কাছ হতে পৃথক না হয় (বিদায় গ্রহণ না করে)।

[১৪৩৭] কেনোনা, আল্লাহর সীমালঙ্ঘনে উভয়েই অংশীদার।

[১৪৩৮] অর্থাৎ, باب ما جاء فى العامل على الصدقة بالحق সংকলক।

[১৪৩৯] এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা আরিজাতুল আহওয়াজী : ৩/১৪৫- ১৪৬ এবং মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৫৪ হতে গৃহীত। - সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٦٤٨ - عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : بِنَحْوِهِ.

৬৪৮। হজরত জারির রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, শা'বি দাউদের হাদিসটি মুজালিদের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। অনেক আলেম মুজালিদকে জয়িফ বলেছেন। তাঁর প্রচুর ভুল হয়।

দরসে তিরমিযী

قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا.

ইসলাম জাকাত আদায় ও উসুল করার ক্ষেত্রে উসুলকারি ও মালেক উভয়কে এসব আদব শিখাচ্ছে। সুতরাং যেখানে সদকা উসুলকারিকে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাকা এবং হক ও ইনসাফের সঙ্গে জাকাত উসুল করার হুকুম দেওয়া হয়েছে[১৪৪০], সেখানে সম্পদের মালেকদেরকে শিখানো হয়েছে যে, জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যেনো তারা উদারতা ও প্রশস্ত মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং সদকা উসুলকারিকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রাখে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বোঝা যায়।

এ অনুচ্ছেদের অর্থ শাফেয়ি রহ. বর্ণনা করেছেন,

ان يوفوه طائعين ويتلقونه بالترحيب لا ان يؤتوه من اموالهم ما ليس عليهم[১৪৪১]

'তাদেরকে খুশি মনে তা দিয়ে দেওয়া। তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তাদেরকে গ্রহণ করা- অনধিকারভাবে সম্পদ দেওয়া নয়।' তবে এ বিষয়ে বর্ণিত বহু হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ি রহ. কর্তৃক বর্ণিত অর্থ রদ হয়ে যায়। সুনানে আবু দাঊদে[১৪৪২] জাবের ইবনে আতীক রা. হতে বর্ণিত আছে–

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيأتيكم ركب (سعاة وعمال الزكوة) مبغوضون (اى الذى تبغضون لهم) فاذا جاء وكم فرحبوا بهم (اى قولوا لهم مرحبا) وخلوا بينهم وبين ما يبتغون (اى لاتمنعوهم) فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهما وارضو هم فإن تمام زكوتكم رضاهم الخ.

'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই তোমাদের কাছে এমন কিছু সংখ্যক জাকাত আদায়কারি আসবে যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিও। তাদেরকে তাদের ও তাদের ইচ্ছার মাঝে ছেড়ে দিও। তাদেরকে বাধা দিও না। যদি তারা ইনসাফ করে তবে তো সেটা তাদের উপকারের জন্য, আর যদি জুলুম করে তবে এর

[১৪৪০] তাই পেছনের দুটি অনুচ্ছেদ অর্থাৎ باب ما جاء فى العامل على الصدقة بالحق এবং باب فى المعتدى فى الصدقة এসব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো। -সংকলক।

[১৪৪১] মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৫/২৫৫ -সংকলক।

[১৪৪২] ১/২২৪, باب رضى المتصدق -সংকলক।

দায়দায়িত্বও তাদের ওপর। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখ। কেনোনা, তোমাদের জাকাতের পূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টিতে নিহিত ...।'

জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে-

قال[১৪৮৩] جاء ناس يعني من الا عراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا قال قال أرضو مصدقيكم قالوا يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال أرضوا مصدقيكم زادعثمان وإن ظلمتم-

'কিছু সংখ্যক বেদুইন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, কিছু সংখ্যক সদকা উসুলকারি আমাদের কাছে এসে আমাদের ওপর জুলুম করে। রাবি বলেন, জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সদকা উসুলকারিদেরকে তোমরা সন্তুষ্ট করো। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও তারা আমাদের ওপর জুলুম করে? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সদকা উসুলকারিদেরকে খুশি করো। উসমান আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যদিও তোমাদের প্রতি জুলুম করা হোক না কেনো।'

তাছাড়া সুনানে আবু দাউদে[১৪৮৪] বশির ইবনুল খাসাসিয়ার বর্ণনায় আছে-

قال قلنا ان اهل الصدقة يعتدون علينا افنكتم من امو النا بقد رما يعتدون علينا؟ فقال لا-

'আমরা বললাম, সদকা উসুলকারিগণ আমাদের ওপর জুলুম করে, তাহলে কি আমরা যে পরিমাণ তারা আমাদের ওপর জুলুম করে সে পরিমাণ আমাদের সম্পদ গোপন রাখবো? জবাবে তিনি বললেন, না।'

এসব বর্ণনা এর দলিল যে, সম্পদশালীদের উচিত সর্বাবস্থায় সদকা উসুলকারিকে খুশি রাখা। তাদের জুলুম বাড়াবাড়িকে বরদাশত করা। প্রবল ধারণা মুতাবেক এসব বর্ণনার কারণে ইমাম বায়হাকি রহ.ও এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য অবলম্বন করেননি। বরং তা রদ[১৪৮৫] করে দিয়েছেন[১৪৮৬]।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২১ : সম্পদশালীদের হতে সদকা উসুল করে ফকিরদের দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪১)

٦٤٩ - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِيْ فُقَرَائِنَا وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قَلُوْصًا

[১৪৮৩] সুনানে আবু দাউদ : ১/২২৪, باب رضى المتصدق -সংকলক।

[১৪৮৪] ১/২২৪, باب رضى المتصدق -সংকলক।

[১৪৮৫] মা'আরিফ : ৫/২৫৫, -সংকলক।

[১৪৮৬] আবুত্ তায়্যিব রহ. কর্তৃক তার শরাহতে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পক্ষাবলম্বন ও সহযোগিতা من سئل فوقها فلا يعطه হাদিস দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। কেনোনা, এটি সেসব বর্ণনার মুকাবেলা করতে পারে না। এ হাদিসটি সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। والله اعلم -মা'আরিফ : ৫/২৫৫, ২৫৬ -সংকলক।

৬৪৯। **অর্থ :** হজরত আবু জুহাইফা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদকা উসুলকারি আমাদের কাছে এলেন। তিনি এসে আমাদের বিত্তশালীদের কাছে হতে জাকাত উসুল করলেন। এগুলো দান করলেন আমাদের গরিব ও ফকিরদের মাঝে। আমি ছিলাম তখন ইয়াতীম বালক। তিনি আমাকে সদকা হতে একটি যুবতী উটনী দান করলেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জুহাইফা রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

قدم علينا مصدق النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من اغنيائنا فحملها نقرائنا.

জাকাত এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করার বিধান

বাহ্যিকভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দলিল করছে যে, যে শহর ও যে এলাকা হতে জাকাত নেওয়া হবে সে শহরেই এবং সেই এলাকার ফকির-গরিব লোকজনের ওপর তা ব্যয় করা হবে। অন্য কোনো শহর বা জনপদে যেনো না পাঠানো হয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ. জাকাত স্থানান্তর করা এর মতে বৈধই নেই। তবে যদি ঐ এলাকায় জাকাতের হকদার কেউ না থাকে সেটা ব্যতিক্রম।

মালেক রহ. এর মতেও জাকাত স্থানান্তর করা হবে না। তবে যদি স্থানান্তর করে ফেলে তবে সেটাও বৈধ।

আবু হানিফা রহ. এবং তাঁর ছাত্রদের মতে জাকাত সদকা স্থানান্তর করা বৈধ। তবে উত্তম হলো, এক এলাকার জাকাত বিনা প্রয়োজনে অন্য এলাকার দিকে স্থানান্তর না করা। তবে যদি দ্বিতীয় শহরে গরিব-ফকিরদের প্রয়োজন ভীষণ হয় অথবা সে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরিব এবং জাকাতের হকদার হয় আর তিনি অন্য কোনো শহরে অথবা অন্য কোনো দেশে থাকেন তবে নিজ জাকাত তাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। বরং এই দ্বিতীয় সুরতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন[১৪৪৭] দ্বিগুণ সওয়াবের।

১. নিকটাত্মীয়ের সওয়াব। ২. সদকার সওয়াব।[১৪৪৮]

وكنت غلاما يتيما فاعطانى منها تلوصا : قلوص শব্দের অর্থ হলো, লম্বা পা বিশিষ্ট উটনি। অথবা এমন উটনি যার ওপর প্রথমবার আরোহণ করা হয়। এর বহুবচন تلائص।

[১৪৪৭] দ্র. সহিহ বোখারি : ১/১৯৮, باب الزكوة على الزوج والأيتام فى الحجر সহিহ মুসলিম : ১/৩২৩, كتاب الزكوة، باب فضل النفقة و الصدقة على الأقربين الخ।

[১৪৪৮] মনে রাখবেন, মু'আজ রা. এর হাদিস- (যেটি পেছনে باب ما جاء فى كراهية اخذ خيار المال فى الصدقة এ বর্ণিত হয়েছে। -তিরমিযী : ১/১০৮) ان الله افترض عليهم صدقة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقر ائهم শহরের ফকিরদের ক্ষেত্রে নস নয়। কেনোনা, এখানে সর্বনামটি فقراء المسلمين এর দিকে ফিরেছে, اهل اليمن -এর দিকে নয়। -মা'আরিফ : ৫/২৫৬ ইষৎ পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ–২২ প্রসংগ : যার জন্য জাকাত হালাল (মতন পৃ. ১৪১)

٦٥٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

৬৫০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মানুষের কাছে সওয়াল করে অথচ নিজেকে বাচিয়ে রাখার মতো সম্বল তার আছে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার এই সওয়াল তার মুখমণ্ডলে প্রচুর ক্ষতে রূপ নিবে। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি পরিমাণ সম্পদ তাকে সওয়াল হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, ৫০ দিরহাম অথবা তৎপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن। এ হাদিসটির কারণে শু'বা রহ. আপত্তি তুলেছেন হাকিম ইবনে জুবাইর সম্পর্কে।

٦٥١ – عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ : بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةٍ : لَوْ غَيْرُ حَكِيْمٍ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ! فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ : وَمَا لِحَكِيْمٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَةٍ ! قَالَ : نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زَيْدًا يُحَدِّثُ بِهٰذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ.

৬৫১। **অর্থ :** 'মাহমুদ ইবনে গায়লান-ইয়াহইয়া ইবনে আদম-সুফিয়ান হাকেম ইবনে জুবাইর হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তখন শু'বার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উসমান সুফিয়ানকে বললেন, যদি হাকেম ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসটি বর্ণনা করতেন! তখন সফিয়ান তাকে বললেন, হাকিমের কি হয়েছে? শু'বা কি তার হতে হাদিস বর্ণনা করেন না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। সুফিয়ান বলেন, আমি জায়দকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করতে শুনেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আমাদের অনেক সঙ্গীর মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন সাওরি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তারা বলেছেন, যখন কারো কাছে ৫০ দিরহাম থাকবে তার জন্য সদকা হালাল হবে না।'

তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক আলেম হাকীম ইবনে জুবাইরের হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেন না। তাঁরা এ ব্যাপারে উদারতা দেখিয়েছেন। বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির কাছে পঞ্চাশ দিরহাম কিংবা ততোধিক অর্থ থাকে অথচ সে মুখাপেক্ষী তবে সে জাকাত নিতে পারবে। এটা হলো, শাফেয়ি প্রমুখ আলেম ও ফকিহের মত।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسئلته فى وجهه خموش[১৪৪৯] او خدوش او كدوح.

যে ব্যক্তির কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ মওজুদ আছে আর সে মাল বর্ধিষ্ণু, তার ওপর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাকাত ওয়াজিব। এমন ব্যক্তির জন্য জাকাত নেওয়া বৈধ নয়।

আর যে ব্যক্তির কাছে নেসাব পরিমাণ মাল তো আছে; তবে এগুলো বর্ধিষ্ণু নয়, এমন ব্যক্তির ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তার জন্য জাকাত নেওয়াও বৈধ নয়। তার ওপর কোরবানি এবং সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যার কাছে অবর্ধিষ্ণু মালও নেসাব পরিমাণ নাই, তারজন্য জাকাত নেওয়া বৈধ আছে। তবে সওয়াল করা তার জন্য অবৈধ, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে এক দিন এক রাত্রের খোরাক থাকে। অবশ্য যার কাছে এক দিন এক রাত্রের খাবারেরও ব্যবস্থা নেই। তার জন্য সওয়াল করা বৈধ আছে। এটা হলো হানাফিদের মাজহাব।

তবে আহমদ[১৪৫০] রহ. বলেন, যার কাছে ৫০ দিরহাম হতে কম থাকে তার জন্য সওয়াল করা বৈধ। তিনি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مايغنيه এর ব্যাখ্যা خمسون درهما (৫০ দিরহাম) দ্বারা করেছেন।

আমাদের দলিল- আবু দাউদের[১৪৫১] বর্ণনা। যাতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো,

---

[১৪৪৯]. خموش خمش এর বহুবচন। যার অর্থ ছিলা। خدوش এটি خدش এর বহুবচন। এর অর্থও ছিলা। كدوح كدح এর বহুবচন। এর অর্থ ছিলা ও যখম। তারপর او শব্দটি কারো কারো বক্তব্য মতে রাবির সন্দেহের কারণে, আর কারো কারো মতে এটি সরাসরি বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে, বিভিন্ন প্রকার বুঝানোর জন্য। কোনোটিতে অতিরিক্ততা ও কঠোরতা বেশি থাকবে। অপরটির মধ্যে অনুরূপ থাকবে না। নিহায়াহ এবং লিসান ইত্যাদি অভিধান দ্বারা বোঝা যায় যে, خمش-خمش অপেক্ষা ওপরের পর্যায়ের। خدش মানে হলো, কাঠ বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা চামড়া ছিলে ফেলা। خمس এর সমার্থবোধক। আবার এটি বিশেষত চেহারা ছিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এমনিভাবে যখমের ক্ষেত্রেও। আর كدح মানে দাতে কাটা। -মা'আরিফ : ৫/২৬০ -সংকলক।

[১৪৫০] আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম যে বিত্ত সদকা গ্রহণ হতে প্রতিবন্ধক তার সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। আহমদ রহ. হতে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। স্পষ্টতর হলো, তা পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এর সমমূল্যের স্বর্ণের মালেক হওয়া। অথবা যতোটুকু অর্জিত হলে স্থায়ীভাবে নিজের জন্য যথেষ্ট হয় চাই রুজি রোজগার হোক বা ব্যবসা হোক কিংবা জমিন বা অনুরূপ কিছু। যদি আসবাব উপকরণ, কিংবা শস্য দানা বা চরনেওয়ালা জন্তু-জানোয়ার কিংবা জমিনের মালিক হয়, আর এগুলো এ পরিমাণ হয় যা তার জন্য যথেষ্ট হয় না তবে সে বিত্তশালী হবে না। যদিও নেসাবের মালেক হোক না কেনো। এটা হলো, তার জাহেরি মাজহাব। এটা সাওরি, নাখয়ি, ইবনে মুবারক ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, বিত্ত বলা হয় যা দ্বারা তার যথেষ্ট হয়ে যায়। যদি সে মুখাপেক্ষী না হয় তবে তার ওপর সদকা হারাম, যদিও কোনো কিছুর মালেক না হোক না কেন। আর যদি মুখাপেক্ষী হয় তবে তার জন্য সদকা হালাল। যদিও নেসাবের মালেক হোক না কেন। টাকা পয়সা ইত্যাদি এ ব্যাপারে সমান। এ মতটি আবুল খাত্তাব ও ইবনে শিহাব 'আকবারি রহ. এর পছন্দনীয় মাজহাব, মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য। -আল-মুগনি : ২/৬৬১, ৬৬২, منع اعطاء الغنى الزكاة وتعريفه -সংকলক।

[১৪৫১] باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ১/২৩০,

وما الغنى الذى لاينبغى معه المسئله قال قدر ما يغديه ويعشيه[১৪৫২]

'সে বিত্ত কোন্‌টি, যার বর্তমানে সওয়াল করা বৈধ নয়? জবাবে তিনি বললেন, এতোটুকু পরিমাণ যা তার সকাল বিকালের খোরাক যোগায়।'

তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء لا تحل له الصدقة) আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে একটি মারফূ' হাদিস বর্ণিত আছে- لا تحل الصدقة لغنى[১৪৫৩] ولا لذى مرة سوى

ذى مرة শব্দের অর্থ হলো, শক্তিশালী। سوى শব্দের অর্থ হলো, সুস্থ নিরাপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারি। যার দাবি হলো, সুস্থ ও সামর্থ্য ব্যক্তির জন্য কোনো অবস্থাতেই সওয়াল করা বৈধ নয়। তবে আবু দাউদের হাদিস এতে কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। সওয়াল শুধু তার জন্য বৈধ হয়েছে যার কাছে এক দিন এক রাত্রের খাবারও নেই।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা শুধু এটা প্রমাণিত হয় যে, যার কাছে পঞ্চাশ দিরহাম থাকবে তার জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়। তবে যে ব্যক্তির কাছে এর চেয়েও কম থাকবে তার জন্য সওয়াল করার অনুমতি এবং অনানুমতি সম্পর্কে এ হাদিসটি নীরব। অথচ এর পূর্ণ সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আবু দাউদের হাদিসে।[১৪৫৪]

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ--২৩ প্রসংগ : সদকা যার জন্য হালাল হবে না (মতন পৃ. ১৪১)

٦٥٢ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

৬৫২। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকা হালাল হবে না শক্তিশালী সুস্থ-নিরাপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারি ও ধনী ব্যক্তির জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা হুব্‌শী ইবনে জুনাদা ও কাবিসা ইবনে মুখারিক রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

[১৪৫২] নুফাইলির বর্ণনায় এই শব্দগুলো বর্ণিত আছে। আবু দাউদের এই স্থানে নুফাইলি হতে নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত আছে- ان يكون له شبع يوم وليلة او قال ليلة ويوم সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৪৫৩] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৩১, باب من يعطى من الصدفق وحد الغنى মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৪০৭, باب من تحل له الصدقة। হাকেম রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এই হাদিসটি বোখারি মুসলিমের শর্তে উন্নীত। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। জাহাবি রহ. তালখীসে মুসতাদরাকে বলেন, এটি বোখারি মুসলিমের শর্তে উন্নীত। -সংকলক।

[১৪৫৪] দ্র. -মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৫৭-২৬১, শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৫৪-২৫৮, باب ذى المرة السوى الفقير هل تحل له الصدقة ام لا، كتاب الزكوة এবং ২/৩৪৬, ৩৪৭. كتاب الزيادات، مالكه، باب المقدار للذى تحرم الصدقة على সংকলক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদিসটি حسن। শু'বা সাদ ইবনে ইবরাহিম হতে এই হাদিসটি এই সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফুরূপে উল্লেখ করেননি। এ হাদিসটি ব্যতীত অন্য হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সওয়াল করা হালাল হবে না ধনী ব্যক্তি ও শক্তিশালী সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারি ব্যক্তির জন্য।

কোনো ব্যক্তি যখন শক্তিশালী ও মুখাপেক্ষী হয়, তার নিকট কোনো কিছুই না থাকার ফলে তাকে সদকা করা হয়, তবে ওলামায়ে কেরামের মতে সদকা দানকারির পক্ষ হতে এটা যথেষ্ট হবে। অনেক আলেমের মতে এই হাদিসের উদ্দেশ্য এটাই যে, তার জন্য সওয়াল বৈধ নয়।

٦٥٣ – عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُوْلِيِّ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِيْ عُرْفَةٍ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ حُرِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

৬৫৩। **অর্থ :** হজরত হুবশি ইবনে জুনাদা সালুলি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজে বলতে শুনেছি। তিনি তখন আরাফায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তার কাছে এক বেদুইন এসে তার চাদরের এক কোনো ধরে তার কাছে কিছু চাইলো, তিনি তাকে দান করলেন। সে চলে গেলো। তখন সওয়াল করা হারাম হয়ে গেলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সওয়াল করা ধনী ও শক্তিশালী সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারির জন্য হালাল হবে না। তবে ভীষণ দরিদ্র অথবা মারাত্মক হাজতগ্রস্থ ব্যক্তির কথা ভিন্ন। আর যে লোকজনের কাছে সওয়াল করবে তার সম্পদ বাড়ানোর জন্য, কিয়ামতের দিন এটা তার চেহারায় প্রচুর ক্ষতের কারণ হবে এবং এটি হবে উত্তপ্ত পাথর। জাহান্নামে তা সে ভক্ষণ করবে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে কম করুক, আর যার ইচ্ছা সে বেশি করুক।

٦٥٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ : نَحْوَهُ.

৬৫৪। 'মাহমুদ ইবনে গায়লান... আবদুর রহিম ইবনে সুলায়মান হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে غريب।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ–২৪ প্রসংগ : ঋণগ্রস্থ ব্যতীত অন্য কার জন্য সদকা হালাল? (মতন পৃ. ১৪১)

٦٥٥ – عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض : قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِيْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم لِغُرَمَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ.

৬৫৫। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ফল কিনে বিপদে পড়েছিলো। ফলে তার ঋণ হয়ে গিয়েছিলো অনেক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাকে তোমরা সদকা করো। ফলে লোকজন তাকে দান-সদকা করলো। তা সত্ত্বেও তার ঋণ পরিশোধের পূর্ণ ব্যবস্থা হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ হতে ঋণ পাওনাদারদের বললেন, তোমরা যা কিছু পাও তা গ্রহণ করো। তা ব্যতীত তোমাদের আর কোনো অধিকার নেই।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, জুয়াইরিয়া ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হানাফিদের মতে[১৪৫৫] غارم এমন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, যার ওপর ঋণ এমন সম্পদ হতে বেশি যা তার মালেকানা ও অধিকারে আছে। যদি ঋণ সে মালের সমান হয় অথবা সে মাল হতে কম হয়, তবে ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মাল নেসাব হতে কম হয় এমন ব্যক্তিও আমাদের মতে বাস্তবে গারিমের বা ঋণগ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত[১৪৫৬]। শাফেয়ি রহ. এর মতে গারিম এমন ব্যক্তি যে কোনো নিহত ব্যক্তির দিয়ত নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছে। অথবা আপসে সন্ধির জন্য কারো মালের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে[১৪৫৭]।

অভিধানগতভাবে উভয় অর্থই সহিহ।

আবু হানিফা রহ. এর মতে ঋণ তার পরিমাণ বরাবর জাকাত ওয়াজিব হওয়া হতে সাধারণরূপে প্রতিবন্ধক[১৪৫৮]। অবশ্য ফসল ও ফল এ হতে ব্যতিক্রমভুক্ত[১৪৫৯]।

মালেক রহ. ও আওজায়ি রহ. এর মতে ঋণ বাতিনি মালের ব্যাপারে তো জাকাতের প্রতিবন্ধক, জাহেরি মালের ক্ষেত্রে নয়। ইমাম আহমদ রহ. এর এক বর্ণনা এবং ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পুরনো বক্তব্যেও এটাই।

[১৪৫৫] লিসান : ১৫/৩৩১, غريم হলো, যে অন্যের কাছে পাওনা এবং যে ঋণগ্রস্থ। দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন غرماء। মা'আরিফ : ৫/২৬৩

[১৪৫৬] বাদাইউস্ সানায়ি' : فصل واما الذى يرجع الى المردى اليه -সংকলক।

[১৪৫৭] আল মুহাজ্জাব ও শরহুল মুহাজ্জাব : ৬/২০৫ -মা'আরিফ : ৫/২৬৩ -সংকলক।

[১৪৫৮] দৃষ্টান্ত হিসেবে যদি কারো কাছে ২০০ দিরহাম থাকে আবার সে এই পরিমাণ ঋণগ্রস্থও তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। চাই এই দুইশ দিরহাম পূর্ণ বছর তার কাছে রাখুক না কেনো। আর যদি দেড়শ দিরহাম ঋণী হয় তারপরও জাকাত ফরজ নয়। কেনোনা, ১৫০ দিরহাম ঋণ আর শুধু ৫০ দিরহাম প্রয়োজনাতিরিক্ত বেঁচে গেছে। প্রকাশ থাকে যে, শুধু ৫০ দিরহামে নেসাব পূর্ণ হয় না। আর যদি কারো কাছে ৫০০ দিরহাম থাকে আর তার ওপর ২০০ দিরহাম ঋণ থাকে, তবে তার ওপর ৩০০ দিরহামের জাকাত ফরজ। কেনোনা, অবশিষ্ট ৩০০ দিরহাম নেসাব চাইতেও অধিক।

[১৪৫৯] এ কারণে যে তাতে ওয়াজিব সদকা নয়। যেমন মুগনিতে (৩/৪২, باب زكوة الدين والصدقة) রয়েছে। সুতরাং যদি কারো দায়িত্বে ঋণও থাকে আবার তার নিজের জমিনের উৎপন্ন ফসলও থাকে এমতাবস্থায় তার উৎপন্ন ফসলের উশর ইত্যাদি কর্জের বিপরীতে এসে বাদ পড়বে না। -সংকলক।

অথচ শাফেয়ি রহ. এর নতুন বক্তব্য হলো, ঋণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধকই নয়।[১৪৬০] সুতরাং জাকাত ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জাহেরি মালের মধ্যেও ওয়াজিব হবে এবং বাতিনি মালেও। তবে শর্ত হলো, এই মাল নেসাবের সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে[১৪৬১]।

এ যুগে বড় বড় আমির-উমরা, কারখানার মালিক ব্যাংক হতে বিরাট অংকের ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তাই আমাদের যুগে সংগত মনে হচ্ছে-শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী তাদের ঋণগুলোকে জাকাতের প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত না করা। অন্যথায় রুদ্ধ হয়ে যাবে জাকাতের দ্বার।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : নবীজি, (সা.) তাঁর পরিবার ও তাঁর আজাদকৃত গোলামের জন্য সদকা মাকরূহ (মতন পৃ. ১৪১)

٦٥٦ - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ قَالُوْا صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قَالُوْا هَدِيَّةٌ أَكَلَ

৬৫৬। **অর্থ :** হজরত বাহজ ইবনে হাকেমের দাদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোনো কিছু হাজির করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটা কি সদকা, না হাদিয়া? যদি লোকজন বলতো, সদকা, তবে তিনি তা খেতেন না। আর যদি বলতো, হাদিয়া তবে তা খেতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সালমান, আবু হুরায়রা, আনাস, হাসান ইবনে আলি, আবু আমিরা, মা'রূফ ইবনে ওয়াসিলের দাদা তাঁর নাম রুশাইদ ইবনে মালেক, মায়মুন ইবনে মিহরান, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু রাফে ও আবদুর রহমান ইবনে আলকামা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটিও আবদুর রহমান ইবনে আলকামা-আবদুর রহমান ইবনে আবু আকিল-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে। বাহ্‌জ ইবনে হাকিমের দাদার নাম হলো, মু'আবিয়া ইবনে হাইদা আল কুশাইরি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বাহ্‌জ ইবনে হাকিমের হাদিসটি حسن غريب।

٦٥٧ - عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ إِصْحَبْنِيْ كَيْمَا تُصِيْبُ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتّٰى آتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

[১৪৬০] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৬৪ -সংকলক।

[১৪৬১] শাফেয়ি রহ. এর মতে এমতাবস্থায় জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ, এখানে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পূর্ণ নেসাবের মালেকানা। আর আমাদের দলিল হলো, এসব সম্পদ তার মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়। সুতরাং এগুলো যেনো নেই ধর্তব্য হবে। -হিদায়া : ১/১৮৬, কিতাবুজ্ জাকাত।

৬৫৭। **অর্থ :** হজরত আবু রাফে রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মাখজুমের এক ব্যক্তিকে সদকা উসুল করতে পাঠালেন। তখন তিনি আবু রাফেকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তুমি তা হতে ভাগ পাবে। তারপর তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত নয়। তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমাদের জন্য সদকা হালাল হবে না। আর তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কওমের আজাদকৃত গোলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবু রাফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাস। তার নাম আসলাম। ইবনে আবু রাফে হলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে। তিনি হলেন আলি ইবনে আবু তালেবের রা. মুন্সি।

দরসে তিরমিযী

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتى بشيء سأل أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, বনু হাশেমকে[১৪৬২] জাকাত ইত্যাদি দেওয়া অবৈধ। এমনকি যদি কোনো হাশেমি ব্যক্তি সদকা উসুলকারি হন তাহলে আমাদের মতে তার বেতন জাকাত সদকা হতে দেওয়া হবে না। অবশ্য ওয়াক্‌ফের মাল হতে তার বেতন দেওয়া যেতে পারে। তাই ইবনে হুমাম রহ. আল-কাফি গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করেছেন[১৪৬৩] যে, বনু হাশেমকে ওয়াক্‌ফের সদকা দেওয়া বৈধ। তবে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এর ঝোঁক হলো এদিকে যে, ওয়াক্‌ফের সদকা নফল সদকার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যদি বনু হাশেমকে নফল সদকা দেওয়া বৈধ প্রমাণিত হয় তাহলে ওয়াকফের সদকা প্রদানের বৈধতাও প্রমাণিত হবে। বস্তুত নফল সদকা সম্পর্কে ইবনে হুমাম রহ. এর ঝোঁক এদিকে যে, বনু হাশেমকে নফল সদকা দেওয়াও বৈধ নয়।[১৪৬৪] যার অর্থ হলো, তার মতে ওয়াকফের সদকা সম্পর্কেও প্রধান এটাই যে, তা দেওয়া যায় না বনু হাশেমকে।

তাহাবি রহ. এর মতে হাশেমি সদকা উসুলকারির পারিশ্রমিক জাকাত হতে দেওয়া যায়। বরং আবু ইসমাহ রহ. তো ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে একটি বর্ণনা এই বর্ণনা করেছেন[১৪৬৫] যে, বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয়

[১৪৬২] তারা হলেন, আলি, ইবনে আব্বাস, জা'ফর, আকিল, হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং তাদের আজাদকৃত দাস। হিদায়া : ১/২০৬, باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز -সংকলক।

[১৪৬৩] ফাতহুল কাদির : ২/২৪, باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز সংকলক।

[১৪৬৪] নফলের ব্যাপারে আমাদের কথা বলা দরকার। তারপর অনুরূপ ব্যক্তিকে দান করবে ওয়াক্‌ফের জন্য। শরহুল কানজে আছে, ওয়াজিব ও নফল সদকাতে কোনো পার্থক্য নেই। তারপর বলেছেন, আর অনেকে বলেছেন, তাদের জন্য নফল (সদকা) হালাল হবে। সমাপ্ত। সুতরাং কানয ব্যাখ্যাতা এভাবে মতপার্থক্য সাব্যস্ত করলেন, যা দ্বারা নফল সদকা হারাম হওয়ার প্রাধান্য বুঝায়। এটাই ব্যাপকতার অনুকূল। সুতরাং তা ধর্তব্যে আনা আবশ্যক। কাজেই তাদেরকে নফল সদকা দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, হেবা হিসেবে আদব সহকারে ও বিনয়ের সঙ্গে দেওয়া হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে। -ফাতহুল কাদির : ২/২৪, ২৫, باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز -সংকলক।

[১৪৬৫] ফাতহুল কাদির : ২/২২৪, মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৬৬ -সংকলক।

কোষাগারের এক পঞ্চমাংশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বনু হাশেমের জন্য জাকাত নেওয়া বৈধ আছে[১৪৬৬]। ইমাম তাহাবি রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ-ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে একটি বর্ণনা এটিই বর্ণনা করেছেন[১৪৬৭]। অনেক শাফেয়ি ও অনেক মালেকিরও এই বক্তব্যই[১৪৬৮]। ইমাম তাহাবি রহ. ও 'আমালি আবু ইউসুফ' হতে এই বক্তব্যটি বর্ণনা করে তা অবলম্বন করেছেন[১৪৬৯]। এ মতই অবলম্বন করেছেন শাফেয়িগণের মধ্য হতে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রহ. ও[১৪৭০]।

ফায়দা : ফুকাহায়ে কেরামের আমাদের যুগে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, এ যুগে বনু হাশেমের দরিদ্রতার আধিক্য লক্ষ্য করে ইমাম আবু হানিফা রহ.ও ওপরযুক্ত বর্ণনার ওপর ফতওয়া দেওয়া যায় কী না?

হাদিয়া ও সদকার মধ্যে পার্থক্য

তারপর সদকা ও হাদিয়ার মাঝে পার্থক্য হলো, সদকাতে প্রথম হতেই সওয়াবের নিয়ত হয়। আর হাদিয়াতে মূলত অন্যের মনোরঞ্জন ও তার সন্তোষ উদ্দেশ্য হয়। পরিণতিতে যদিও সওয়াব পাওয়া যায়[১৪৭১] এতেও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ : নিকটাত্মীয়দেরকে সদকা দান প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪২)

٦٥٨ - عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ

৬৫৮। **অর্থ :** হজরত সালমান ইবনে আমের রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে তখন যেনো অবশ্যই সে খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেনোনা, এটি বরকতের জিনিস। যদি খেজুর না পায় তবে পানি। কেনোনা, এটি পবিত্র করতে পারে অন্যকেও।

[১৪৬৬] কেনোনা, সদকা তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিলো এজন্য যে, তাদেরকে নিকটাত্মীয়ের অংশ হতে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) দেওয়া হতো। যখন তা বন্ধ হয়ে গেলো, তখন এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ফলে অন্যদের দিকে চলে গেলো। সুতরাং যা তাদের জন্য হারাম ছিলো এটা তাদের জন্য হালাল হওয়ার কারণ পাওয়া যাওয়ার ফলে হালাল হয়ে গেল। শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৫৩, باب الصدقة على بنى هاشم সংকলক।

[১৪৬৭] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৫৩, باب الصدقة على بنى هاشم সংকলক।

[১৪৬৮] ফাতহুল বারি : ৩/২৮০, باب ما يذكر الصدقة للنبى صلى الله عليه وسلم। তাতে আরো রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হতে বর্ণিত আছে, তাদের কারো হতে অন্য কারো জন্য তা হালাল হবে। অন্যদের হতে নয়। আর মালেকিদের মতে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চারটি বক্তব্য রয়েছে- ১. বৈধ, ২. নিষিদ্ধ, ৩. নফলটি বৈধ, ফরজটি নয়, ৪. এর উল্টো (ফরজটি বৈধ, নফলটি নয়।) -সংকলক।

[১৪৬৯] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৫৩ -সংকলক।

[১৪৭০] মা'আরিফ : ৫/২৬৬ সংকলক।

[১৪৭১] উমদাতুল কারি : ৯/৯০, باب الصدقة على موالى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মিসকিনকে দান করলে সেটা সদকা। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তাতে সদকাও হয় আবার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ও হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী যায়নাব, জাবের ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সালমান ইবনে আমিরের হাদিসটি حسن। রাবাব হলেন, রাইহের মা, সুলাইহের কন্যা। অনুরূপভাবে সুফিয়ান সাওরি, আসেম-হাফসা বিনতে সিরিন-রাবাব-তার চাচা সালমান ইবনে আমের-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে শু'বা আসেম-হাফসা বিনত সিরিন-সালমান ইবনে আমের সুত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি রাবাবের কথা উল্লেখ করেননি। বস্তুত সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে উয়ায়নার হাদিসটি বিশুদ্ধতম। অনুরূপভাবে ইবনে আউন ও হিশাম ইবনে হাস্সান, হাদিস বর্ণনা করেছেন হাফসা বিনতে সিরিন-রাবাব-সালমান ইবনে আমের সূত্রে।

দরসে তিরমিযী

الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة যদি এই বর্ণনায় ذوالرحم দ্বারা উদ্দেশ্য মূল এবং শাখা ও স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নেওয়া হয় তবে তো এই হুকুম ওয়াজিব ও নফল সদকা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেনোনা, মূল, শাখা এবং স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে জাকাতও দেওয়া যায়।

ذوالرحم দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ব্যাপক, যাতে মূল, শাখা এবং স্বামী-স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এখানে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নফল সদকা।

সারকথা, হানাফিদের মতে হুকুম হলো, যেসব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সন্তান সন্তুতি অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক হয় তাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় না[১৪৭২]। যেমন, মাতা-পিতা, দাদা, সন্তান এবং সন্তানের সন্তান ও স্বামী-স্ত্রী[১৪৭৩]।

[১৪৭২] দ্র. ফাতহুল কাদির : ২/২১, ২২, باب من يجوز دفع الصدقة اليه الخ قوله ولا يدفع المزكى زكوته الى ابيه الخ. সংকলক।

[১৪৭৩] শাফেয়ি, আবু সাওর, আবু উবায়দ, আশহাব, ইবনুল মুনজির, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব হলো, স্ত্রীর জন্য নিজের গরিব স্বামীকে জাকাত দেওয়া বৈধ আছে।

তাঁদের দলিল আবু সাইদ খুদরি রা. এর বর্ণনা। তাতে তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী জায়নাব রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করার জন্য এলেন। তারপর কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো যায়নাব। শুনে তিনি বললেন, কোনো যায়নাব? বলা হলো, ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী। ফলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে অনুমতি দাও। সুতরাং তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজকে সদকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কাছে আমার অলংকার ছিলো। তখন আমি মনস্থ করলাম তা সদকা করে দিব। ফলে ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তিনি এবং তার সন্তান আমি যাদেরকে সদকা করবো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ইবনে মাসউদ সত্য বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তান তুমি যাদের প্রতি সদকা করবে তাদের মধ্যে বেশি হকদার। -বোখারি : ১/১৯৭, باب الزكوة على الاقارب।

তাছাড়া তাদের দলিল জাওযেজানী কর্তৃক বর্ণিত, হজরত আতা রহ. এর বর্ণনা। তিনি বলেছেন, এক মহিলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর বিশ দিরহাম সদকা করার মানত রয়েছে। আমার

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ–২৭ প্রসংগ : জাকাত ব্যতীতও সম্পদে অধিকার আছে (মতন পৃ. ১৪৩)

٦٥٩ – عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَى هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ } الآية

৬৫৯। **অর্থ :** হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তাঁকে জাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন তিনি বললেন, মালে অবশ্যই জাকাত ব্যতীতও হক আছে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন সূরা বাকারার এই আয়াতটি- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الخ

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٦٦٠ – عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

৬৬০। হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মালে জাকাত ব্যতীতও অধিকার আছে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ তেমন দৃঢ় নয়। আবু হামজা মায়মুন আল-আ'ওয়ারকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। বায়ান ও ইসমাইল ইবনে সালেম শা'বি হতে এ হাদিসটি তার বক্তব্যেরূপে বর্ণনা করেছেন। এটাই আসাহ।

ان فى المال حقا سوى الزكاة অনেক ওয়াজিব অধিকার জাকাত ব্যতীতও তো ইজমাঈ (সর্বসম্মত বিষয়)। যেমন মাতা-পিতা যদি মুখাপেক্ষী হন আর সন্তান ধনী হয় তবে তাদের খোরপোষ সন্তানের ওপর ওয়াজিব। তাছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি মা'জুর হয় তবে তাদের খোরপোষও মিরাস পরিমান ওয়াজিব হয়। যেদিকে কোরআনের আয়াত[১৪৭৪] وعلى الوارث مثل ذلك তে ইঙ্গিত রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থরাজিতে باب النفقات এ উল্লেখিত রয়েছে। এমনভাবে কোনো ব্যক্তি নিরুপায়ের সীমা পর্যন্ত ভুখা অথবা নাঙ্গা হলে কিংবা কোনো মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা না হলে তাদের তাৎক্ষণিক সাহায্য করা

গরিব স্বামী আছে। তাকে তা দিলে কি চলবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। দ্বিগুণ সওয়াব হবে।

হাসান বসরি, ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও হাম্বলিদের মধ্য হতে আবু বকর রহ. এর মতে স্ত্রীর জন্য স্বীয় মালের জাকাত আপন স্বামীকে দেওয়া বৈধ নয়। হজরত উমর রা. হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়।

তাঁরা হজরত যায়নাব রা. এর ওপরযুক্ত হাদিসের এই জবাব দিয়েছেন যে, এতে নফল সদকার উল্লেখ রয়েছে, জাকাতের নয়। আল্লামা আইনি রহ. এর সমর্থনে একটি হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন। দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/৩২, ৩৩, باب الزكوة على الا قارب -সংকলক।

[১৪৭৪] সূরা বাকারা, পারা : ২, আয়াত : ২৩৩ সংকলক।

প্রতিটি মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। -আহকামুল কোরআন[১৪৭৫] -جصاص।

তবে যদি মুসলমানদের ওপর কোনো ব্যাপক মুসিবত আপতিত হয়, যেমন শত্রু আক্রমণ করে দিলো, মুসলমান কয়েদিদেরকে কাফেদের হাত হতে মুক্ত করার প্রয়োজন অথবা ব্যাপক মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলো, তাহলে এসব বিপদ দূর করার জন্য মুসলমানদের ওপর আর্থিক সাহায্য করা ফরজ হয়ে যায়। -আহকামুল কোরআন -ইবনুল আরাবি : ১/৫৯-৬০। কোরআনের আয়াত- وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৭, পারা নং ২) এর অধীনে।

তাছাড়া এমতাবস্থায় সরকারের পক্ষ হতে বিত্তশালীদের ওপর কোনো আবশ্যকীয় চাঁদাও নির্ধারণ করা যায়। শাতিবী রহ. আল-ই'তিসাম নামক গ্রন্থে (১/১০৩) স্পষ্ট ভাষায় এর বিবরণ দিয়েছেন। এসব ইজমাঈ স্থানগুলো ব্যতীত অনেক অধিকার সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে।

মেহমানের অধিকার

লাইছ ইবনে সাদ রহ. এর মতে প্রতিটি মেহমানের মেহমানদারি এক রাত্রের জন্য ওয়াজিব। -নাইলুল আওতার : ৮/১৫৭। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন- ان لزورك عليك حقا 'তোমার ওপর তোমার মেহমানের অধিকার আছে। -বোখারি ও মুসলিম[১৪৭৬]।

আর আবু দাউদ[১৪৭৭] ও ইবনে মাজায়[১৪৭৮] হাদিস আছে,

عن ابى كريمة (مقدام بن معديكرب الكندى) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن اصبه بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك (اللفظ لأبى داود)

'হজরত আবু করিমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেহমানের রজনী (তে মেহমানদারি) প্রতিটি মুসলমানের ওপর অধিকার, কেউ যদি কারো আঙিনায় সকাল যাপন করে সেটা তার ওপর ঋণ। ইচ্ছে করলে তা আদায় করবে না হয় তা ছেড়ে দিবে।'

তাছাড়া আবু দাউদের[১৪৭৯] এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি,

ايما رجل اضاف[১৪৮০] قوما فاصبح الصيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرای ليلة[১৪৮১] من زرعه وماله.

[১৪৭৫] ৩/১৩১, সূরা বারা'আত, (مطلب فى زكوة الذهب والفضة قوله تعالى وَالذين يكنزون الذهبَ والمضةَ) -সংকলক।

[১৪৭৬] সহিহ বোখারি : ১/২৬৫, كتاب الصوم، باب حق الفضة فى الصوم, সহিহ মুসলিম : ১/৩৬৬, كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به الخ সংকলক।

[১৪৭৭] ২/৫২৬, كتاب الأطعمة، باب من الضيافة ايضا-সংকলক।

[১৪৭৮] ২৬১, ابواب الأدب، باب حق الضيق আবু করিমা মিকদাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মেহমানের প্রথম রাত্রি (তে মেহমানদারি) ওয়াজিব। যদি তার আঙ্গিনায় সে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করে তবে সেটা তার ওপর ঋণ। ইচ্ছে করলে তা আদায় করবে আর ইচ্ছে করলে তা বর্জন করবে। -সংকলক।

[১৪৭৯] ২/৫২৬, باب من الصيافة ايضا -সংকলক।

[১৪৮০] অর্থাৎ, সে তাদের কাছে মেহমান হলো। -সংকলক।

[১৪৮১] জিয়াফত, মেহমানদারির খানা। -সংকলক।

'কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়ের মেহমান হয়ে বঞ্চিত অবস্থায় সকাল যাপন করে, তার সাহায্য করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর (তার) অধিকার। এমনকি তার ফসল ও সম্পদ হতে এক রাতের মেহমানদারি (বা এর মূল্য) নিয়ে নিতে পারে।'

এজন্য এসব হাদিসের[১৪৮২] কারণে লাইছ ইবনে সাদ রহ. মেহমানের অধিকারকে ওয়াজিব হকের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এসব হাদিসকে প্রয়োগ করেন উত্তম চরিত্র এবং মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে[১৪৮৩]।

সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল বোখারি-মুসলিমে[১৪৮৪] বর্ণিত, হজরত আবু শুরাইহ কা'বি রা. এর মারফু' হাদিস,

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته[১৪৮৫] يوم وليلة وضيافته ثلاثة ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقة الخ.

'আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি যে ঈমান রাখে তার উচিত তার মেহমানের সম্মান করা। পুরস্কার একদিন ও এক রাত, মেহমানদারি তিন দিন, সেটা সদকাস্বরূপ।'

এক দিন এক রাতের মেহমানদারিকে এতে পুরস্কার সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার প্রয়োগ ওয়াজিব হকের ওপর নয়, বরং মুস্তাহাব অধিকারের ক্ষেত্রেই হতে পারে[১৪৮৬]।

ইমাম খাত্তাবি রহ. মেহমানদারির হাদিসগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র এই বলেছেন যে, এগুলো ইসলামের প্রাথমিক দিকের হাদিস। যখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার সুশৃংখলভাবে তৈরি করা হয়নি। পরবর্তীতে যখন বায়তুল মাল হতে বেতন ভাতা নির্ধারিত হয়ে গেলো তখন আর এই হক ওয়াজিবের পর্যায় থাকে না[১৪৮৭]।

মাউনের অধিকার

জাকাত ব্যতীত অন্য আরেকটি হক হলো, মামুলি জিনিসের[১৪৮৮] অধিকার। যার উল্লেখ সূরা আল-মাউনে

[১৪৮২] দ্র. আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ৩/৩৬৮- ৩৭৪, كتاب البر والصلة وغيرهما، الترغيب فى الضيافة واكرام الضيف وتاكيد حقه وترهيب الضيف ان يقيم حتى يؤثم اهل المنزل -সংকলক।

[১৪৮৩] ইবনে আরসালান বলেন, মেহমানদারি উন্নত নৈতিক চরিত্র ও দীনি সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। এটা অধিকাংশ আলেমের মতে ওয়াজিব নয়। তবে লাইছ ইবনে সাদ এ ব্যাপারে এর বিপরীত বক্তব্য করেছেন। তিনি এক রাত মেহমানদারিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। -নাইলুল আওতার : ৮/১৫৭, ابواب الصيد، باب ما جاء فى الضيافة -সংকলক।

[১৪৮৪] সহিহ বোখারি : ২/৯০৬, كتاب الأدب، باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه সহিহ মুসলিম : ২/৮০, كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها-সংকলক।

[১৪৮৫] الجائزة، فاعلة এর ওজনে جواز হতে উদগত। جواز মানে দান। কেনোনা, এটা মূলত তাদের কাছে হতে তাদের ওপর দানের হক। আর এটা নির্ধারিত করা হয়েছে একদিন একরাত্রের সঙ্গে। কেনোনা, মুসাফিরদের অভ্যাস হলো একদিন এক রাত অবস্থান। এই শব্দটি পেশ এবং যবর উভয়রূপে বর্ণিত আছে। পেশের কারণ তো স্পষ্ট। সেটা হলো, এই শব্দটি মুবতাদা। আর يوما وليلة তার খবর, আর جائزته এর মধ্যে যবর হবে বদলুল ইশতিমাল হিসেবে। অর্থাৎ, اى فليكرم جائزة ضيفه يوما وليلة-হাশিয়া সহিহ বোখারি -শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরী রহ. : ২/৯০৬, টীকা নং ১ -সংকলক।

[১৪৮৬] ইবনে বাত্তাল রহ.। দ্র. নাইলুল আওতার : ৮/১৫৬, ابواب الصيد، باب ما جاء فى الضيافة-সংকলক।

[১৪৮৭] নাইলুল আওতার : ৮/১৫৬, ابواب الصيد، باب ما جاء فى الضيافة -সংকলক।

[১৪৮৮] মা'মুলি জিনিস। এটি معن হতে গৃহীত। যার অর্থ হলো সামান্য দ্রব্য। এজন্য মাউন এমন ব্যবহার্য দ্রব্যকে বলা হয় যা

রয়েছে।[১৪৮৯] সুনানে আবু দাউদে[১৪৯০] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে এর তাফসিল এভাবে বর্ণিত আছে-

كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমরা যুগে বালতি ও ডেগ ধার দেওয়াকে মা'উন গণ্য করতাম।'

এরপর ভিত্তি করে অনেক ফকিহের মতে নিজ প্রতিবেশীদেরকে এ ধরণের ব্যবহার্য জিনিস ধার দেওয়া ওয়াজিব। অনেক আলেম মা'উনের ব্যাখ্যা জাকাত দ্বারা করেন[১৪৯১]। তাই এই ধারকে ওয়াজিব বলেন না। -মুহাল্লা ইবনে হাজম : ৯/১৬৮

ফসল কর্তনকালীন অধিকার

অনেক ফকিহ যেমন ইবনে হাজম রহ.[১৪৯২] وأتو حقه يوم حصاده এর তাফসিরে বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উশর বা উশরের অর্ধেক নয়। কেনোনা, এ আয়াতটি মক্কাবতীর্ণ। আর উশর ওয়াজিব হয়েছে মদিনায়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফল কর্তনের সময় যেসব গরিব-ফকির আসে তাদেরকে দেওয়া ওয়াজিব[১৪৯৩]।

এটাকে অন্যরা ওয়াজিব বলেন না এবং আয়াতটিকে উশরের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন। বস্তুত আয়াতটি মক্কি হওয়ার কারণে উশর সম্পর্কিত না হওয়া আবশ্যক নয়। কেনোনা, জাকাত মক্কা মুকাররামায় ফরজ হয়েছিলো। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, মদিনা তায়্যিবায়[১৪৯৪] বিস্তারিত বিধিবিধান এসেছে।

সারকথা, কোরআন ও হাদিসের সমষ্টি হতে এ বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাকাত দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত মনে করা ইসলামি স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং জাকাত ব্যতীতও অনেক হক ওয়াজিব রয়েছে[১৪৯৫]। অনেকটি ওয়াজিব না হলেও এতো তাকিদপূর্ণ অধিকার যে, অনেক ইসলামি আইনবিদ এগুলোকে ওয়াজিবও বলে ফেলেছেন[১৪৯৬]। এজন্য এগুলো পরিহার করার উপায় নেই।

এখন সেসব হাদিস যেগুলোতে বলা হয়েছে- اذا اديت زكوة مالك فقد قضيت ما عليك (যখন তুমি তোমার মালের জাকাত আদায় করে দিলে তখন তোমার দায়-দায়িত্ব আদায় করে ফেললে। -তিরমিযী[১৪৯৭])

স্বভাবত একজন অপরজনকে দিয়ে থাকে। যেগুলোর পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতার দাবি মনে করা হয়। যেমন, কুড়াল, কোদাল কিংবা খানা পাকানোর পাত্র, যেগুলো প্রয়োজনের সময় প্রতিবেশীদের কাছে চাওয়া কোনো প্রকার দূষণীয় মনে করা হয় না। আর যারা এসব জিনিস দিতে কার্পণ্য করে তাদেরকে মারাত্মক কৃপণ ও ছোটলোক মনে করা হয়। -মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৮২৬ -সংকলক।

[১৪৮৯] অর্থাৎ, ويمنعون الماعون আয়াত নং : ৭ সূরা : ১০৭, পারা : ৩০ সংকলক।

[১৪৯০] ১/২৩৪, কিতাবুজ্ জাকাত, বাবু হুকুকিল মাল। -সংকলক।

[১৪৯১] আলি, ইবনে উমর রা. হাসান বসরি, কাতাদা, যাহ্হাক রহ. প্রমুখ অধিকাংশ মুফাস্সির এই আয়াতে মাউন শব্দের তাফসির করেছেন জাকাত দ্বারা। মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৮২৬, তাফসিরে মাজহারি সূত্রে। -সংকলক।

[১৪৯২] সূরা আনআম, আয়াত : ১৪১, পারা : ৮, সংকলক।

[১৪৯৩] মুহাল্লা -ইবনে হাযম : ৫/২১৬-২১৮, باب الزكوة المسئلة (٦٤١) لازكوة فى شيئ من الثمار ولا من الزرع الخ

[১৪৯৪] দ্র. মা'আরিফুল কোরআন : ৪৬৯-৪৭০, সূরা আনআম, আয়াত : ১৪১ -সংকলক।

[১৪৯৫] যেমন সদকাতুল ফিতর ইত্যাদি। -সংকলক।

[১৪৯৬] যেমন, পেছনে বর্ণিত তিনটি হক অর্থাৎ, মেহমানের হক মা'মুলি জিনিসের হক, ফসল কর্তনকালীন হক ইত্যাদি। -সংকলক।

[১৪৯৭] ১/১০৬, باب ما جاء اذا اديت الزكوة قد قضيت ما عليك -সংকলক।

কিংবা বেদুইনের হাদিস[১৪৯৮], যাতে তিনি জাকাতের উল্লেখের পর বলেছেন, هل على غيرها (জাকাত ব্যতীত আমার ওপর কোনো দায়িত্ব আছে?) এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا إلا ان تطوع (নফল ব্যতীত আর কোনো দায়িত্ব নেই- এসব হাদিসের অর্থ হলো, জাকাতের পর সুনির্দিষ্ট কর এবং নেসাবের অধীনে (সদকায়ে ফিতর ব্যতীত) অন্য কোনো আর্থিক অধিকার ওয়াজিব নয়। এর দ্বারা অনির্ধারিত ট্যাক্স আর্থিক হক না করা হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : সদকার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৪)

٦٦١ – عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُوْ فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ.

৬৬১। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো হালাল জিনিস সদকা করে আর আল্লাহ তা'আলা হালাল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেন না, সেটাই রহমান আল্লাহ তা'আলা তার ডান হাতে গ্রহণ করেন। যদিও একটি খেজুরই হোক না কেনো। এটি বাড়তে থাকে পরম দয়াময় প্রভুর হাতে। এমনকি পাহাড় হতেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা গাধার বাচ্চা কিংবা মা হতে পৃথককৃত বাচ্চা প্রতিপালন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, আদি ইবনে হাতেম, আনাস আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, হারেসা ইবনে ওহাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও বুরায়দা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٦٦٢ – حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتّٰى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ { أَلَمْ يَعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ } وَ { يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ }.

৬৬২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সদকা কবুল করেন এবং এটা ডান হাতে গ্রহণ করেন। তারপর এটা তোমাদের কারও জন্য লালন করেন। যেমন তোমাদের কেউ ছোট বাচ্চাকে লালন করে। এমনকি একটি লোকমা উহুদ পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। এর সত্যায়ন রয়েছে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লার কিতাবে- أَلَمْ يَعْلَمُوْا। 'তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ

[১৪৯৮] বোখারি ১/১১, ১২ كتاب الإيمان باب الزكوة من الإسلام-সংকলক।

তা'আলাই বান্দাদের কাছ হতে তওবা কবুল করেন এবং সদকাগুলো গ্রহণ করেন।' 'আল্লাহ তা'আলা সুদকে মিটিয়ে দেন, আর সদকাকে বৃদ্ধি করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। একাধিক আলেম এই হাদিস ও অনুরূপ বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, যেগুলোতে সিফাত ও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণের বিষয় রয়েছে, এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো প্রমাণিত। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হবে। এগুলো সম্পর্কে কোনো কল্পনা করা হবে না। বলাও হবে না যে কীভাবে এসব হয়?

ঠিক এমনটি মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা এসব হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, ধরণ ব্যতীত এগুলোকে যেতে দাও। (এসব বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।) অনুরূপ বক্তব্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আলেমদের রয়েছে। তবে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় এসব বর্ণনা অস্বীকার করেছে এবং তারা বলেছে, এটা তো দৃষ্টান্ত দেওয়া গেলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে হাত, কান, চোখের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছে জাহমিয়্যারা এবং এমন তাফসির করেছে, যেগুলো আলেমদের তাফসিরের বিপরীত। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। তারা বলেছে, হাতের অর্থ হলো কেবল শক্তি।

হজরত ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, উপমা প্রদান হবে শুধু তখন, যখন বলবে এক হাত অপর হাতের মতো, অথবা অপর হাতের অনুরূপ। অথবা এক কান অপর কানের মতো, বা অপর কানের অনুরূপ। সুতরাং যখন বলবে এক কান অপর কানের মতো অথবা অপর কানের অনুরূপ তবে এটা হবে উপমা প্রদান। তবে যখন বলবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হাত, কান ও চোখ এবং তার ধরণ বলবে না এবং অন্য কানের অনুরূপ ও অন্য কানের মতো বলবে না, তখন সেটা উপমা হবে না। এটা ঠিক এমনই যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার কিতাবে বলেছেন, 'তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। তিনিই সব কিছুই জানেন এবং দেখেন।

٦٦٣ – عَنْ أَنَسٍ رض : قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ.

৬৬৩। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রমজানের পর কোনো রোজা উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, শা'বানে- রমজানের তা'জিমার্থে। তিনি বললেন, তাহলে কোনো সদকা উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, রমজানে সদকা করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। বস্তুত সাদাকা ইবনে মুসা মুহাদ্দিসিনের মতে তেমন শক্তিশালী নন।

٦٦٤ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيْتَةِ السُّوْءِ.

৬৬৪। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকা অবশ্যই প্রতিপালকের ক্রোধ প্রশমিত করে ও অপ মৃত্যু প্রতিহত করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب[১৪৯৯] ...إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو[১৫০০] في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو[১৫০১] فصيله[১৫০২].

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসআলার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৭২- ২৮০, এলেমুল কালাম -শায়খ কান্দলভি রহ. পৃষ্ঠা : ১২১-১৩৩ সিফাতে মুতাশাবিহাত। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ–২৯ : ভিক্ষুকের অধিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৪)

٦٦٥ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهٖ أُمِّ بُجَيْدٍ (وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) : أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِيْ فَمَا أَجِدُ لَهٗ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِيْ شَيْئًا تُعْطِيْنَهٗ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَوْقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهٖ.

৬৬৫। **অর্থ :** হজরত উম্মে বুজাইদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'য়াত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, আমার দরজায় মিসকিন এসে দাঁড়ায়। আমি তাকে দেওয়ার মতো কোনো কিছু পাইনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যদি তাকে দেওয়ার মতো পোড়া একটি খুরা ব্যতীত আর কিছু না পাও, তবে তাই তার হাতে তুলে দাও।

[১৪৯৯] এটি জুমলা মু'তারিজা। -সংকলক।

[১৫০০] কোরআনে কারিমের আয়াত ও হাদিসের বিবরণগুলো হতে বোঝা যায় যে, যখন সদকাদানকারি সদকা করে তখন তা বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে বৃদ্ধি পায়। এর এই অর্থ নয় যে, শুধু হাশরের ময়দানে একবার বাড়ানো হবে। কোরআনে আজিজে ছড়ার উপমাও এদিকে ইঙ্গিত করে। নেক কাজ দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। -মা'আরিফ : ৫/২৭৩ -সংকলক।

[১৫০১] فلوه বৎস। ঘোড়া অথবা গাধার প্রথম বাচ্চা। অথবা ঘোড়া কিংবা গাধার সেই বাচ্চা যেটি দুধ ব্যতীতনোর উপযোগী হয়। -সংকলক।

[১৫০২] উটনি অথবা গাভীর বাচ্চা যেটিকে মা হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আলি, হুসাইন ইবনে আলি, আবু হুরায়রা ও আবু উমামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে বুজাইদের হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

অনুচ্ছেদ–৩০ : যাদের মনজয়ের প্রয়োজন তাদেরকে দান করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৪)

٦٦٦ – عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : قَالَ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِيْ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ.

৬৬৬। **অর্থ :** হজরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে আমাকে দান করলেন। তখন তিনি ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিদ্বেষপ্রাপ্ত দুশমন। তারপর তিনি আমাকে দান করতে থাকেন। এমনকি তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাসান ইবনে আলি এই হাদিসটি অথবা তার মতো হাদিস পারস্পরিক আলোচনার সময় আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সফওয়ানের হাদিসটি মা'মার প্রমুখ জুহরি-সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেছেন। যেনো এ হাদিসটি বিশুদ্ধতম এবং সত্যের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আসলে ইনি হলেন সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব। যে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া...। আলেমগণ মু'আল্লাফাতে কুলুবকে (যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদেরকে) দান করার ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেমের মত হলো, তাদেরকে দেওয়া হবে না। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা এক সম্প্রদায় ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। তিনি ইসলামের জন্য তাদের মনজয় করছিলেন। ফলে তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাঁরা এ যুগে এই কারণে তাদেরকে জাকাত দেওয়ার মত পোষণ করেননি। এটা হলো, সুফিয়ান সাওরি, কুফাবাসী প্রমুখের মত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। আর অনেকে বলেছেন, যারা বর্তমানে তাদের অবস্থায় থাকবে এবং ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ক ইসলামের জন্য তাদের মনজয়ের মত পোষণ করবেন, তারপর তাদের দান করবেন তবে তা বৈধ হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্য।

দরসে তিরমিযী

عن صفوان بن أمية : قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي.

সদকার ব্যয় খাতের অধীনে কোরআনে কারিমে مؤلفة القلوب (যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন)কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[১৫০৩]। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, مؤلفة القلوب ছয় প্রকার ছিলো। দুই প্রকারের সম্পর্ক কাফেরদের সঙ্গে। ১. কাফেরকে তার কল্যানের আশায় দান করা। ২. কাফেরকে দান করা তার অনিষ্টের ভয়ে।

বাকি চার প্রকার মুসলমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট- ১. মুসলমান। যার ঈমান জয়িফ, তার ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য দান করা। ২. মুসলমান। তার ইসলাম সুন্দর। তার মত সঙ্গী-সঙ্গীদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য দান করা। ৩. মুসলমান। তাকে মুসলিম সৈনিকদের সাহায্য করার জন্য দেওয়া। ৪. মুসলমান। তাকে প্রতিবেশী গোত্রগুলো হতে সদকা উসূলে সহযোগিতা করার জন্য দেওয়া।

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এ ব্যয়ের খাতটি এখনও অবশিষ্ট আছে কি না? ইমাম আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, এসব প্রকার মানসুখ হয়ে গেছে[১৫০৪]। ইমাম আহমদ রহ. এর একটি বর্ণনা- এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে এই ছয় প্রকার হতে সর্বশেষ দুই প্রকার এখনও বাকি আছে। আর প্রথমোক্ত চার প্রকার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দুটি বক্তব্য রয়েছে। এই চারটির মধ্য হতে প্রথম দুই প্রকার যেগুলোর সম্পর্ক কাফেরদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে দান করা প্রধান। আর বাকি দুটিতে প্রদান না করা। অথচ ইমাম আহমদ রহ. এর দ্বিতীয়[১৫০৫] বর্ণনাটি হলো, مؤلفة القلوب এর ছয় প্রকার সবগুলোই এখন পর্যন্ত জাকাতের হকদার।

সারকথা, প্রথমোক্ত চার প্রকার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে দান না করার বিবরণ আছে। যদিও প্রথম দুই প্রকার সম্পর্কে দান করার বক্তব্যটি প্রধান। তারপর এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে,مؤلفة القلوب এর জন্য মানসুখকারি কী?

অনেকে বলেন, এর মানসুখকারি হলো ইজমা। যেহেতু এটি অকাট্য দলিল তাই এটিও কোরআনের জন্য মানসুখকারি হতে পারে। তবে এ কথাটিও ভুল। কেনোনা, কোরআন স্বয়ং কোরআন অথবা মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারাই মানসুখ হতে পারে। ইজমা সত্তাগতভাবে মানসুখকারি হতে পারে না। অবশ্য মানসুখকারির বর্ণনাদাতা হতে পারে। তারপর কারো কারো মতে এর মানসুখকারি সেই ইজমা যেটি মানসুখ করার দলিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারপর মানসুখ করার দলিল নির্ণয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এক দলের বক্তব্য হলো, কোরআনে কারিমের আয়াত-

---

[১৫০৩] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الى قوله تعالى وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ সূরা তাওবা, আয়াত : ৬০, পারা : ১০ -সংকলক।

[১৫০৪] مؤلفة القلوب এর ব্যয় খাত এখন শেষ হয়ে গেছে। এই নির্দেশ খতম হওয়ার দলিল কি? এ সম্পর্কে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. লেখেন, তারপর হুকুম খতম হওয়া আমাদের মতে কারণ খতম হয়ে যাওয়া? না রহিত হয়ে যাওয়া? না ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়া? মানসুখ হওয়ার দলিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে? না কি হুকুমটি নববী যুগের সঙ্গে বিশেষিত হওয়া? এগুলোর জন্য দ্র. ফাতহুল কাদির : ২/১৫,.باب من يجوز دفع الصدقة اليه الخ মা'আরিফ : ৫/২৮৩।

[১৫০৫] ইমাম তিরমিযী রহ. যদিও ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব সুনির্দিষ্টভাবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহ. এর সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তবে মূলত ইমাম আহমদ রহ. এর দুটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। -সংকলক।

[১৫০৬] فمن مؤلفة القلوب، شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر সংক্রান্ত আয়াতের জন্য মানসুখকারি।

তারপর এ বিষয়ে এই ঘটনা[১৫০৭] বর্ণনা করা হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইনা ইবনে হিসনকে কুফর সত্ত্বেও দান করতেন। যার উদ্দেশ্য ছিলো মনজয়। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যখন উমর রা. এর কাছে এই ব্যক্তি মাল উসুল করার জন্য পৌছল, তখন হজরত উমর রা. বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মনজয়ের জন্য মাল দিতেন। এখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শান-শওকত ও বিজয় দান করেছেন। এখন আমাদের নিকট তোমাদের জন্য কোনো মাল নেই। তোমাদের মর্জি ইসলাম গ্রহণ করো বা না করো এবং বলেছেন, الحق من ربكم فمن شاء فليؤ منومن شاء فليكفر। ফলে এরপর হতে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে জাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর প্রশ্ন হয়[১৫০৮] যে, الحق من وبكم فمن شاء فليؤمن الخ আয়াত মাদানি। আর فمن شاء فليؤمن الخ আয়াতটি মক্কী। সুতরাং এই আয়াতটি مؤلفة القلوب এর জন্য মানসুখকারি হতে পারে না।

জবাব : আল্লামা শামি রহ. রদ্দুল মুহতারে[১৫০৯] বলেছেন, مؤلفة القلوب এর জন্য মানসুখকারি হলো, فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم[১৫১০]আয়াত। অথবা[১৫১১] لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا আয়াত। কিংবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ-[১৫১২] توخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم মানসুখকারি। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, সাহাবায়ে কেরাম এই ব্যয়খাতটি মানসুখ হওয়া সম্পর্কে অন্য কোনো অকাট্য দলিল সম্পর্কে জানতেন।

তারপর অনেকে বলেছেন, مؤلفة القلوب এর হুকুম মানসুখ না। রবং কোনো কারণের সঙ্গে কৃত। কেনোনা, তখন ইসলামের দুর্বলতা ছিলো, যখন এই দুর্বলতা শেষ হয়ে গেছে, তখন এই ব্যয়খাতও খতম হয়ে গেছে।

ইবনে হুমাম রহ. এর ওপর প্রশ্ন করেছেন[১৫১৩] যে, কারণ, শেষ হয়ে গেলে কৃত বস্তু শেষ হয়ে যাওয়া

[১৫০৬] সূরা কাহাফ, আয়াত নং ২৯, পারা : ১৫ -সংকলক।

[১৫০৭] দ্র. ফাতহুল কাদির : باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز ফাতহুল মুলহিম : ৩/৭৫ باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على ايمانه -সংকলক।

[১৫০৮] উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে (৩/৭৫, باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على ايمانه الخ.) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১৫০৯] ফাতাওয়া শামিতে مؤلفة القلوب সংক্রান্ত আলোচনা (২/৩৪২) باب المصرف এর অধীনে এসেছে। তবে এ স্থানে আল্লামা শামি রহ. قاتلوا المشركين لن يجعل الله للكافرين الخ. ও حيث وجدتموهم আয়াতের কোনো উল্লেখ করেননি। না এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা এখানে এসেছে। والله اعلم-সংকলক।

[১৫১০] সূরা তওবা, আয়াত : ৫, পারা : ১০ -সংকলক।

[১৫১১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪১, পারা : ৫ -সংকলক।

[১৫১২] তিরমিযী ১/১০৮, باب ما جاء فى كراهية اخذ خيار المال فى الصدقة-সংকলক।

[১৫১৩] ফাতহুল কাদির : ১/১৫, باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز-সংকলক।

আবশ্যক হয় না। যেমন, রমল[১৫১৪] তথা, বুক ফুলিয়ে সাফা মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো এবং ইজতিবা[১৫১৫] (ডান বগল হতে চাদর বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখা) -এর কারণ শেষ হয়ে গেছে। তবে হুকুম এখন পর্যন্ত বাকি[১৫১৬] রয়ে গেছে[১৫১৭]।

এসব আলোচনা ছিলো তাদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে, যাঁরা বলেন, مؤلفة القلوب ব্যয়খাত এখন শেষ হয়ে গেছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের একটি বিরাট দল এর প্রবক্তা যে, مؤلفة القلوب এ কাফের কখনও অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা, না কখনও এই ব্যয়খাতের অধীনে তাদেরকে জাকাত দেওয়া হয়েছে। এই ব্যয়খাত শুধু মুসলমানদের ওপরযুক্ত চার প্রকারের জন্য ছিলো। আর যেমনভাবে জাকাতের অষ্ট ব্যয়খাতের মধ্য হতে অধিকাংশ ব্যয়খাতে দরিদ্রতার শর্তটি লক্ষণীয় এমনভাবে এতেও রয়েছে। এই হুকুমটি পূর্বের মতো এখনও মানসুখ হয়নি। তাই এখনও এমন দরিদ্র মুসলমানদেরকে সর্ব সম্মতিক্রমে জাকাত দেওয়া যেতে পারে। যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য। কুরতুবি রহ. নিজ তাফসিরে[১৫১৮] এবং কাজি ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. তাফসিরে মাজহারিতে[১৫১৯] সেসব লোকের তালিকা দিয়েছেন, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কুফর সত্ত্বেও মনোরঞ্জনের খাতিরে মাল দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের সম্পর্কে দলিল করেছেন যে, এই মাল তাদেরকে জাকাত হতে নয়, বরং গনিমতের মাল হতে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসেও সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. এর যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারাও এটা বোঝা যায় যে, তাদের প্রদত্ত মাল গনিমতের সম্পদ ছিলো। যেমন يوم حنين শব্দটি এর দলিল।

এ কথাটি এ বিষয়ে সর্বোত্তম তাহকিক। এর আলোকে অনেক জটিল[১৫২০] প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায় আপনিতেই[১৫২১]।

[১৫১৪] অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে বুক ফুলিয়ে চলা। -সংকলক।

[১৫১৫] রমল তথা বুক ফুলিয়ে চলার সময় চাদরকে ডান দিকে বগলের নীচে ফেলে এর দু'মাথা বাম কাঁধের ওপর রেখে দেওয়া একটিকে সামনে অপরটিকে পিঠের ওপর। -সংকলক।

[১৫১৬] ৭ম হিজরিতে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা কাজার জন্য সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে মক্কা মুকার্‌রামা তাশরিফ আনয়ন করেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কাফেররা রটিয়ে ছিলো যে, মদিনার জ্বর তাদেরকে কমজোর ও জয়িফ করে ফেলেছে। তখন যেহেতু মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দেখার জন্য সমবেত হয়েছিলো, এজন্য তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছেন, রমল ও ইজতিবার ওপর আমল করে শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছিলেন। তবে কেবল মাত্র তাওয়াফের তিন চক্কর শেষ হলেই মক্কার মুশরিকরা ফিরে চলে গেলো। আর মুসলমানরা রমল ইত্যাদি খতম করে দিলেন। এরপর কাফেরদের ওপর শক্তি ও শান-শওকতের এই কারণ যদিও খতম হয়ে গেছে তবে স্মারক হিসেবে এই আমলটি বিধিবদ্ধ রাখা হয়েছে। ফলে আমাদের মতে সে সব তওয়াফের প্রাথমিক তিন চক্করে রমল এবং ইজতিবা সুন্নত, যার পরে সায়ি রয়েছে।

[১৫১৭] কারো কারো মতে এই হুকুমটি নববী যুগের সঙ্গে বিশেষিত ছিলো। দ্র. ফাতহুল কাদির : ২/১৫ -সংকলক।

[১৫১৮] অর্থাৎ, আল-জামে' লি আহকামিল কোরআন, প্রসিদ্ধ তাফসিরে কুরতুবি : ৮/১৭৯, المسئلة الثانية عشرة تحت تفسير قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ আয়াত : ৬০, পারা : ১০। -সংকলক।

[১৫১৯] ৪/২৩৪, ২৩৫ সূরা তাওবা, تحت قوله تعالى وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ আয়াত : ৬০, পারা : ১০।

[১৫২০] যেমন, এটাকে যদি মানসুখ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে রহিতকারি কোনটিকে সাব্যস্ত করা হবে? -সংকলক।

[১৫২১] مؤلفة القلوب সংক্রান্ত বিস্তারিত দেখার জন্য দ্র. ১, ফাতহুল কাদির : ২/১৪, ১৫, ২. আল জামে' লি আহকামিল কোরআন, প্রসিদ্ধ তাফসিরে কুরতুবি : ৮/১৭৮- ১৮১, ৩. তাফসিরে মাজহারি : ৪/২৩৪-২৩৬, ৪. ফাতহুল মুলহিম : ৩/৭৪-৭৬, ৫.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ–৩১ : দানকারি দানের ওয়ারিস হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৪)

٦٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيْرَاثُ[১৫২২] قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا ؟ قَالَ صُوْمِيْ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ؟ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا،

৬৬৭। **অর্থ :** হজরত বুরায়দা রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন এক মহিলা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে একটি বাঁদি সদকা করেছিলাম। আমার মা মারা গেছেন। শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সওয়াব আবশ্যক হয়ে গেছে। মিরাস তোমাকে সে বাঁদি ফেরত দিয়েছে। মহিলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মায়ের ওপর এক মাসের রোজার দায়িত্ব ছিলো। আমি কি তার পক্ষ হতে রোজা রাখবো? বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে রোজা

মা'আরিফুল কোরআন : ৪/৪০১-৪০৪ -সংকলক।

[১৫২২] কোনো কিছু সদকাকারি ব্যক্তি যখন তার ওয়ারিস হবে তখন সেটা তার জন্য গ্রহণ করা আমাদের মতে বৈধ। আর আমাদের ব্যতীত অন্য ইমামদের মতে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। আল্লামা আইনি রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কেউ যদি কোনো সদকা করে তারপর তার ওয়ারিস হয়ে যায়, তবে সেটা তার জন্য হালাল হবে এবং তিনি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন। তারপর ইবনে তীন রহ. বলেছেন, আহলে জাহেরের একটি ফিরকা সম্পূর্ণ নগন্য একটি বক্তব্য করেছেন। তারা মিরাস গ্রহণ করা মাকরূহ মনে করেছেন। এটাকে তারা সদকা ফেরৎ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা ভুল। কেনোনা, এটা তো জোর পূর্বক দাখিল হয়। এটা ক্রয় করা মাকরূহ হওয়ার কারণ, যাকে সদকা দান করা হয়েছে তার পক্ষ হতে আলোচনার পর আবার যেনো তা পুনরায় দাতাকে না দেওয়া হয়। ফলে সদকার কোনো অংশ ফেরৎ আদায়কারি হয়ে যাবে। কেনোনা, সাধারণ রীতি হলো, যাকে সদকা দান করা হয়েছে, সে যখন তা বিক্রি করবে তখন এই সদকাদাতার সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করবে। আর একদল আলেম বলেছেন, হজরত উমর রা. কোনো ব্যক্তির জন্য নিজের সদকা খরিদ করা মাকরূহ মনে করতেন না, যখন তার মালেকের হাত হতে অন্যের দিকে এই সদকা হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। হাসান রহ. উমর রা. হতে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি, হাসান ও ইবনে সিরিন রহ. এমতই পোষণ করেন।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন, অধিকাংশ আলেম কোনো ব্যক্তির জন্য নিজের সদকা ক্রয় করা মাকরূহ মনে করেছেন হজরত উমর রা. এর হাদিসের কারণে। (অর্থাৎ, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া সদকা করেছিলেন। তারপর তিনি দেখলেন এটি বিক্রি হচ্ছে। ফলে তিনি তা ক্রয় করার জন্য মনস্থ করলেন। তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নির্দেশ কামনা করলেন। তিনি বললেন, তোমার সদকা ফেরত নিও না। -সহিহ বোখারি : ১/২০১, ২০২, باب هل يشترى صدقته) এটা মালেক, কুফাবাসী ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। সদকা চাই ফরজ হোক বা নফল সবই এ বিষয়ে সমান।

এ মাসআলাটি নির্ভর করে একটি মূলনীতির ওপর। সেটি আমাদের ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেন যে, মালেকানার পরিবর্তন মূল জিনিসের পরিবর্তনকে আবশ্যক করে। এ মূলনীতিটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস হতে গৃহীত। সেটি হলো, 'এটা তার (বারিরার) জন্য সদকা, আমাদের জন্য হাদিয়া।' হাদিসটি আনাস রা. হতে (বোখারি : ১/২০২, باب اذا تحولت الصدقة) বারিরা রা. এর সদকার ঘটনায় বর্ণিত। সুতরাং এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির জন্য তার সদকা খরিদ করা বৈধ। তবে এটা হজরত উমর রা. এর হাদিসের ভিত্তিতে মাকরূহ। যেমন আমরা কেবলমাত্র বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলাম।

পুরো আলোচনাটি উমদাতুল কারি -আইনি (৯/৮৫, ৮৬) ও মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরি (৫/২৮৪) হতে ঈষৎ পরিবর্তনসহ গৃহীত।

রাখ। মহিলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কখনও হজ করেননি। আমি কি তার পক্ষ্য হতে হজ করবো? বললেন, হ্যাঁ। তার পক্ষ হতে হজ করো।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। বুরায়দার হাদিসরূপে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটি জানা যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে আতা মুহাদ্দিসিনের মতে সেকাহ। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কেউ যখন কোনো কিছু সদকা করবে তারপর তার ওয়ারিস হয়ে যাবে তখন তার জন্য এটা হালাল হয়ে যাবে। আর অনেকে বলেছেন, সদকা তো এমন একটি জিনিস যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং যখন এর ওয়ারিস হয়ে যাবে, তখন এটা অনুরূপ কাজেই ব্যয় করা উচিত। সুফিয়ান সাওরি, জুহাইর ইবনে মু'আবিয়া এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আতা হতে।

দরসে তিরমিযী

ইবাদতে[১৫২৩] প্রতিনিধিত্বের মাসআলা

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী صومى عنها দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেন যে, দৈহিক ইবাদত যেমন, রোজা নামাজেও স্থলাভিষিক্ততা চলে[১৫২৪]। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে খালেস দৈহিক ইবাদতে স্থলাভিষিক্ততা চলে না[১৫২৫]। সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল-

---

[১৫২৩] হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহানুদ্দিন রহ. বলেছেন, ইবাদত কয়েক প্রকার- ১. শুধু আর্থিক, যেমন জাকাত, ২. শুধু দৈহিক, যেমন নামাজ, ৩. উভয়ের সমষ্টি, যেমন হজ। আর স্থলাভিষিক্ততা প্রথম প্রকারে চলতে পারে। ইখতিয়ার অবস্থায় ও প্রয়োজনের সময়। কেনোনা, এখানে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কর্ম দ্বারা মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। এটি কোনো অবস্থাতেই দ্বিতীয় প্রকারে চলে না। কেনোনা, এখানে উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তির কষ্ট। এটা এর দ্বারা অর্জিত হয় না। আর তৃতীয় প্রকারে তা চলে অক্ষমতার সময়। কেনোনা, সেখানে দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ, কষ্ট হয়, মাল খরচ হওয়ার কারণে। তবে সক্ষমতার সময় স্থলাভিষিক্ততা চলবে না। কেনোনা, তখন নফসের কষ্ট হয় না। -হিদায়া : ১/২৯৬, باب الحج عن الغير সংকলক।

[১৫২৪] সলফে সালেহিন হতে এই বক্তব্যকারিদের অন্তর্ভুক্ত হলেন তাউস, হাসান বসরি, কাতাদা ও আবু সাওর রহ.। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পুরানো বক্তব্য। এ মতই পোষণ করেন, মানতের রোজার ক্ষেত্রে রমজান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নয়, লাইছ ও আবু উবায়দ রহ.। -শরহে মুসলিম -নববী : ১/৩৬২, باب قضاء الصوم عن الميت আহমদ রহ. রমজানের রোজা ও মানতের রোজাতে পার্থক্য করেছেন। তার মতে দ্বিতীয় প্রকারে স্থলাভিষিক্ততা বৈধ, প্রথমটিতে নয়। এমনকি হাম্বলিগণ বলেছেন, কেউ যদি মানতের ৬০টি রোজার দায়িত্ব রেখেই মারা যায়, তারপর তার পক্ষ হতে ৬০ ব্যক্তি একই দিনে রোজা রাখে তবে তা তার পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। মানতের রোজার ব্যাপারে বোখারিতে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। -বোখারি : ১/২৬২, كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم মা'আরিফ : ৫/২৮৬, ২৮৭ সংকলক।

[১৫২৫] নববী রহ. বলেছেন, অধিকাংশের মাজহাব হলো, মৃতের পক্ষ হতে মানতের রোজা হোক বা অন্য কিছু তা রাখা যাবে না। এ বিষয়টি ইবনে মুনজির, হজরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন। এটি হজরত হাসান ও জুহরি রহ. হতে বর্ণনা। ইমাম মালেক ও আবু হানিফা রহ. এমতই পোষণ করেন। কাজি ইয়াজ রহ. প্রমুখ বলেন, এটা অধিকাংশ আলেমের মাজহাব। -শরহে মুসলিম : ১/৩৬২, باب قضاء الصوم عن الميت। তারপর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেউ কারো পক্ষ হতে চাই জীবিত হোক বা মৃত- নামাজ পড়তে পারবে না। এমনভাবে তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, কোনো জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখা যাবে না। মতপার্থক্য শুধু মৃতের পক্ষ হতে রোজা রাখার ক্ষেত্রে। -মা'আরিফ : ৫/২৮৭ -সংকলক।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস[১৫২৬]- لا يصلى احد عن احد ولا يصوم احد عن احد 'কেউ কারো পক্ষ হতে নামাজ পড়বে না, রোজা রাখবে না।'

সাহাবায়ে কেরামের আমল[১৫২৭]ও এর সমর্থন করে। কেনোনা, কোনো সাহাবি হতে বর্ণিত নেই যে, তিনি কোনো মৃতের পক্ষ হতে নামাজ পড়েছেন কিংবা রোজা রেখেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের[১৫২৮] জবাব : এটা হয়ত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা দ্বারা মানসুখ। কিংবা সেই মহিলা সাহাবির বৈশিষ্ট্য। অথবা এর অর্থ হলো, রোজা নিজের পক্ষ্য হতে রাখো। এর সওয়াব স্বীয় মাতাকে পৌছে দাও[১৫২৯]।

[১৫২৬] সুনানে কুবরা -নাসায়ি, সওম। সনদ সহিহ। সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৪/২৫৭، باب من يوجب القضاء والكفارة

احاديث فى عدم إجراء الصوم عن الغير প্রাসঙ্গিক। আল-জাওহারুন্ নাকী গ্রন্থকার বলেছেন, এর সনদ বোখারি মুসলিমের শর্তে উন্নীত। শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনুল আলা ব্যতীত। তিনি মুসলিমের শর্তে উন্নীত। এটি তাহাবি মুশকিলুল আছারে (৩/১৪১) ইয়াজিদ ইবনে যুরা হতে এই সনদে বর্ণনা করেছেন। -নসবুর রায়াহ ও এর টীকা আল-বুগইয়া : ২/৪৬৩, باب من يوجب القضاء والكفارة

احاديث فى عدم إجراء الصوم عن الغير তাছাড়া মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, কেউ কি কারো পক্ষ হতে রোজা রাখতে পারে? বা একজন কি অপর জনের পক্ষ হতে নামাজ পড়তে পারে? জবাবে তিনি বলছিলেন, কেউ কারো পক্ষ হতে রোজাও রাখতে পারে না, নামাজও পড়তে পারে না। (পৃষ্ঠা : ২৪৫, باب النقر فى اصيام والصيام عن الميت।

হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাফসিলের জন্য দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/৪৬৩। তাছাড়া ইমাম তাহাবি রহ. সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, আমরা বিনতে আবদুর রহমান বলেন, আমি আয়েশা রা.কে বললাম, আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন, তার ওপর রমজানের রোজার দায়িত্ব ছিলো। আমি তার পক্ষ হতে কাজা করে দিলে হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে তুমি তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের স্থলে কোনো একজন মিসকিনকে সদকা করো। এটা তোমার রোজা অপেক্ষা উত্তম। -উমদাতুল কারি : ১১/৬০, باب من مات وعليه صوم।

এসব বর্ণনা যদিও মওকুফ তা সত্ত্বেও যুক্তির মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে মারফু' এর পর্যায়ভুক্ত। -রশিদ আশরাফ।

[১৫২৭] ইমাম মালেক রহ. বলেন, মদিনার কোনো একজন সাহাবি ও কোনো একজন তাবেয়ি হতে আমি শুনিনি যে, তাঁদের কেউ একজন অপরজনের পক্ষ হতে রোজা রাখার এবং নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো তো প্রত্যেকে পড়বে নিজের জন্য। একজন অপরজনের পক্ষ্য হতে আদায় করবে না। -নসবুর রায়াহ : ২/১৬৩ -সংকলক।

[১৫২৮] ইবাদতে স্থলাভিষিক্ততার প্রবক্তাদের দলিল আরো কয়েকটি হাদিস রয়েছে যেমন,

১ হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে রোজার দায়িত্ব মাথায় রেখে ইন্তেকাল করেছে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা রাখবে। বোখারি : ১/২৬২, باب من مات وعليه صوم।

২ হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা ইন্তিকাল করেছেন, তার ওপর এক মাসের রোজার দায়িত্ব রয়েছে। আমি কি তার পক্ষ হতে তা কাজা করে দিতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর ঋণ অধিক পরিশোধযোগ্য। -সহিহ বোখারি : ১/২৬২।

জবাব হলো, অন্যান্য দলিলের আলোকে প্রথম হাদিসের অর্থ হলো, 'তার অভিভাবক ফিদিয়া আদায়ের মাধ্যমে তার পক্ষ্য হতে রোজা রাখবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনার অর্থও এটাই- তুমি জননীর পক্ষ হতে রোজা কাজা করো। যার পন্থা হলো, 'ফিদিয়া আদায় করো'।

জবাব সমূহের অতিরিক্ত তাফসিলের জন্য দ্র. -আইনি : ১১/৫৯-৬২, باب من مات وعليه صوم-সংকলক।

[১৫২৯]. ইবাদতে স্থলাভিষিক্ততার মাসআলাটির পূর্ণাঙ্গ তাফসিলের জন্য দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/৫৭-৬৪, باب من مات وعليه .

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ–৩২ : দান-খয়রাত ফেরত নেয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৪)

٦٦٨ – عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَّشْتَرِيَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

৬৬৮। **অর্থ :** হজরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে ঘোড়া দান করলেন। তিনি দেখলেন, সে ঘোড়াটি বিক্রয় করছে। তিনি তা খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার দান তুমি ফেরত নিও না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদিস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–৩৩ : মৃতের পক্ষ থেকে দান খয়রাত করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৫)

٦٦٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِيْ مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا

ورم ও মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/২৮৫-২৯৩।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের অধীনে ঈসালে সওয়াবের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। এর সারনির্যাস হলো, হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে একজন মানুষ তার আমলের সওয়াব অন্যকে দেওয়ার অধিকার রাখে। চাই সে আমল নামাজ হোক বা রোজা বা সদকা কিংবা অন্য কিছু। (যেমন কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার) কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বেশ তরতাজা, মোটাসোটা দুটি ভেড়া কোরবানি করেছিলেন। একটি নিজের পক্ষ হতে, অপরটি তার উম্মতের পক্ষ হতে, যে আল্লাহর একত্ববাদে স্বীকারোক্তি করেছে এবং তার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। দ্র. ইবনে মাজাহ : ২২৫-২২৬ ابواب الأضاحى، باب اضاحى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تضحية احدى الشاء تين لأمته হিদায়া : ১/২৯৬, باب الحج عن الغير।

অবশ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. বলেন, শুধু দৈহিক ইবাদতের সওয়াব মৃতকে পৌছানো যায় না। অবশ্য তার জন্য কল্যাণের দোয়া করা যায়। আর শুধু আর্থিক ইবাদতের সওয়াবও পৌছানো যায়। যেমন সদকা ইত্যাদি। এমনভাবে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সমষ্টি যেমন, হজ এগুলোর সওয়াবও পৌছানো যায়। তবে শাফেয়িদের মতে ফতওয়া হলো, মৃতকে কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পৌছানো যায়।

এই মাসআলাটিতে ইমাম আবু হানিফা ও অধিকাংশের মাজহাব মধ্যপন্থী। এতে না ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাবের মত উদারতা রয়েছে যে, খালেস দৈহিক ইবাদতেও স্থলাভিষিক্ততা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। আর না ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবের মতো সংকীর্ণতা আছে যে, মৃতকে শুধু দৈহিক ইবাদতের সওয়াবও পৌছানো যায় না। তারপর এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, সওয়াব হাদিয়া দেওয়া এটা কি শুধু মৃতের জন্য? না মৃত ও জীবিত উভয়ের জন্য? এবং এটা কি শুধু নফলের সঙ্গে খাস? না ফরজকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তবে তার মূল হতে বাদ পড়ে না, যার জিম্মায় এটি ওয়াজিব হয়েছিলো? এমন বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্র এটি নয়। আপনি ইসলামি আইনের সুবিস্তৃত গ্রন্থাবলি দেখতে পারেন। -হিদায়া : ১/২৯৬, শরহুল হিদায়া ফাতহুল কাদির : ২/৩০৮, মা'আরিফ : ৫/২৮৬, ২৯১ হতে গৃহীত। -রশিদ আশরাফ।

৬৬৯। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে কি তার কোনো উপকার হবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ। সে বলল, আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী করে তার পক্ষ থেকে তা দান করে দিলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن। আলেমগণ এ হাদিস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, দোয়া ও দান-খয়রাতই মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে থাকে। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'মাখরাফ' শব্দের অর্থ 'ফলের বাগান'।

بَابُ فِيْ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ–৩৪ : স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর খোরপোষ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৫)

٦٧٠ – عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

৬৭০। **অর্থ :** হজরত আবু উমামা বাহেলি রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজের বছর তার খুতবাতে বলতে শুনেছি, কোনো মহিলা যেনো, তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ঘর হতে কোনো কিছু খরচ না করে। কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খানাও না? তিনি বললেন, এটা তো আমাদের শ্রেষ্ঠ মাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আসমা বিনতে আবু বকর, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু উমামা রা. এর হাদিসটি حسن।

٦٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

৬৭১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে, বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মহিলা তার স্বামীর ঘর হতে সদকা করে তখন এর কারণে তার সওয়াব হবে এবং স্বামীরও হবে অনুরূপ। এমনভাবে কোষাধ্যক্ষেরও হবে। একজন অপর জনের কোনো সওয়াব হ্রাস করবে না। স্বামীর জন্য এ কারণে যে, সে অর্জন করেছে। স্ত্রীর জন্য এ কারণে যে, সে খরচ করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن।

٦٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ رضـ : قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ.

৬৭২। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মহিলা তার স্বামীর ঘর হতে দান করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ফাসাদের নিয়তে নয়, তবে তার জন্য স্বামীর সওয়াবের সমান সওয়াব রয়েছে। মহিলার জন্য তা যা সে নেক কাজের নিয়ত করেছে। আর কোষাধ্যক্ষের জন্য রয়েছে অনুরূপ সওয়াব।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটি আমর ইবনে মুর্‌রা-আবু ওয়াইল সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। বস্তুত আমর ইবনে মুর্‌রা তার হাদিসে 'মাসরূক হতে' শব্দটি উল্লেখ করেন না।

দরসে তিরমিযী

عن أبي أمامة الباهلي : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ! ولا الطعام قال ذاك أفضل

স্বামীর পক্ষ হতে যদি স্ত্রীর জন্য স্পষ্ট ভাষায় কিংবা ইঙ্গিতে অথবা ওরফিরূপে অনুমতি হয় তাহলে তার জন্য স্বামীর ঘর হতে ব্যয় করার অনুমতি আছে। বরং এই ব্যয়ের ফলে সে সওয়াবেরও অধিকারিনী হবে। আর অনুমতি না থাকলে স্বামীর মাল হতে ব্যয় করা না তার জন্য বৈধ, না সে সওয়াবের অধিকারিনী হবে। বরং এই ব্যয় পরকালে তার জন্য বিপদ হয়ে আসবে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বোখারিতে[১৫৩০] আবু হুরায়রা রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত আছে- قال اذا انفقت المراة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره এতে عن غير امره দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

জবাব : শাহ সাহেব রহ. বলেন,

فيه اشكال فانه ان كان الغرض من امره الصريح وكان هناك اذن لها دلالة او عرفا فلها الأجر كاملة من غير تنصيف وان لم يكن لها امر ولم يكن لها اذن دلالة ولاعرفا فكيف الأجر بل هناك عليها وزر.

'এতে একটি আপত্তি আছে। কেনোনা, এখানে যদি উদ্দেশ্য হয় তার স্পষ্ট হুকুম এবং সেখানে স্ত্রীর জন্য ইঙ্গিতে অথবা ওরফিভাবে অনুমতি থাকে, তবে তো স্ত্রীর পূর্ণ সওয়াব হবে- অর্ধেক নয়। আর যদি স্বামীর পক্ষ

[১৫০০] এর পূর্বে দুটি অনুচ্ছেদ باب ما جاء فى الصدقة عن الميت. باب ما جاء فى كراهية العود فى الصدقة সংক্রান্ত ব্যাখ্যা باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته এর ব্যাখ্যা ও টীকাগুলোতে এসেছে। -সংকলক।

হতে স্ত্রীর জন্য নির্দেশ না হয় এবং ইঙ্গিতে ও ওরফিভাবে অনুমতি না হয় তাহলে সওয়াব হবে কিভাবে? বরং এখানে তো মহিলার পাপ হবে'?

শাহ সাহেব রহ. স্বয়ং এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এর অর্থ হলো, যদি স্ত্রী স্বামীর ইঙ্গিত অথবা ওরফী অনুমতিতে স্পষ্ট হুকুম ব্যতীত ব্যয় করে তাহলে সে অর্ধেক সওয়াব পাবে। যার মানে হলো, সুস্পষ্ট নির্দেশের সুরতে সে পূর্ণ সওয়াবের যোগ্য হবে।

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت.

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে স্বামীর সওয়াব ও ক্যাশিয়ারের সওয়াবকে যে স্ত্রীর সওয়াবের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে এটা সওয়াবের সমতা বর্ণনা করার জন্য নয়। বরং এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, যেমনভাবে তাদের মধ্য হতে একজন সওয়াবের অধিকারি হবে, এমনভাবে অন্যজন ইবাদতে অংশীদার হওয়ার কারণে সওয়াবের অধিকারি হবে। একজন কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা নয় অপরজনের[১৫৩১] সওয়াবে।[১৫৩২]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ–৩৫ : সদকায়ে ফিতর প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৫)

٦٧٣ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّيْ لَأَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ.

৬৭৩। **অর্থ :** হজরত ইয়াজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সাইদ খুদরি রা. বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক সা' খাদ্য অথবা, এক সা' যব, বা এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' কিসমিস অথবা এক সা' পনির। মদিনায় মু'আবিয়া রা. এর আগমন পর্যন্ত আমরা সর্বদা তাই আদায় করতাম। তিনি এসে লোকজনের সঙ্গে কথা বললেন, তার মধ্যে একটি কথা হলো, 'আমি মনে করি, শামের দুই মুদ গম সমান হবে এক সা' খেজুরের'। রাবি বলেন, তারপর লোকজন তাই গ্রহণ করেছে। আবু সাইদ রা. বলেন, তারপর আমি তাই আদায় করতাম যা আগে আদায় করতাম।

[১৫৩১] হতে পারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য মূল সওয়াবে অংশিদারিত্ব। ফলে এর জন্যও সওয়াব হবে যদিও অপরের জন্য সওয়াব বেশি হোক না কেনো। এর দ্বারা উভয়ের সওয়াব সমান হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং এর সওয়াব অধিক হবে। আবার কখনও এর উল্টোও হয়। ফাতহুল বারিতে (৩/২৪০) প্রায় এমন আলোচনাই এসেছে। -মা'আরিফ : ৫/২৯৭ -সংকলক।

[১৫৩২] দ্র. উমদাতুল কারি : ৮/২৯০-২৯২, باب من امر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه এবং ৮/৩০৪-৩০৬, باب اجر الخادم اذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা প্রত্যেক জিনিসে এক সা' এর মত পোষণ করেন। এটা শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মত। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, গম ব্যতীত অন্য সব জিনিসে এক সা'। গমে অর্ধ সা' যথেষ্ট হবে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে মুবারক রহ. এর মাজহাব। অর্ধ সা' গমের মত পোষণ করেন কুফাবাসী।

٦٧٤ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ.

৬৭৪। **অর্থ :** হজরত আমর ইবনে শু'আইবের দাদা হতে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পাহাড়ি রাস্তায় একজন ঘোষক পাঠালেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। চাই নর হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা দাস, ছোট হোক বা বড় দুই মুদ গম, অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে তবে এক সা' খাবার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব হাসান।

٦٧٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض : قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلٰى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ.

৬৭৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও মালেকানাধীন গোলামের ওপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব সদকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন। রাবি বলেন, তারপর লোকজন ফিরে এসেছে অর্ধ সা' গমের দিকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবু সাইদ, ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু যুবাবের দাদা ছা'লাবা ইবনে আবু সু'আইর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٦٧٦ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رض : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৬৭৬। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের সদকাতুল ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন অথবা গোলাম পুরুষ হোক বা মহিলা মুসলমানদের ওপর আবশ্যক করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। মালেক রহ.-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আইয়ূবের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তাতে من المسلمين শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। আরো একাধিক ব্যক্তি নাফে' হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে من المسلمين শব্দ উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন, কেউ বলেছেন, যখন কারো অমুসলিম দাস থাকে, তাদের পক্ষ হতে সে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে না। এটা মালেক শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব। আর কেউ বলেছেন, তাদের পক্ষ হতে আদায় করবে। যদিও তারা অমুসলিম হোক না কেন। সাওরি ইবনে মুবারক ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

সদকাতুল ফিতর প্রসংগে কিছু আলোচনা–

প্রথম আলোচনা

১ম আলোচ্য বিষয় হলো, এটা ওয়াজিব[১৫৩৩] হওয়ার জন্য ইমামত্রয়ের মতে কোনো নেসাব নির্দিষ্ট নেই। বরং যার কাছে এক দিন এক রাতের খাবার আছে তার ওপরই ওয়াজিব। অথচ আবু হানিফা রহ. এর মতে জাকাতের যে নেসাব সদকাতুল ফিতরেরও সেই নেসাব। যদিও এতে বর্ধিষ্ণু মাল হওয়া শর্ত নয় এবং বছর ঘুরে আসা শর্তগুলো।

ইমামত্রয় বলেন, পুরো হাদিস ভাণ্ডারে সদকাতুল ফিতরের কোনো নেসাব বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং এক দিন এক রাতের খাবারের অধিকারি ব্যক্তিও এই হুকুমের পর্যায়ভুক্ত।

আবু হানিফা রহ. বলেন, হাদিস সমূহে বিভিন্ন স্থানে সদকাতুল ফিতরকে জাকাতুল ফিতর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হজরত আবু সাইদ খুদরি ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসগুলোতেও জাকাতুল ফিতর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেটা এদিকে ইঙ্গিত যে, জাকাতের জন্য যে নেসাব সদকাতুল ফিতরের জন্য হুবহু সেটাই নেসাব। তাছাড়া কোরআনে কারিমেও সদকাতুল ফিতরের ওপর জাকাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[১৫৩৪] এতে বহু মুফাস্‌সিরের বক্তব্য অনুযায়ী صلاة দ্বারা উদ্দেশ্য ঈদের নামাজ। আর تزكى দ্বারা উদ্দেশ্য সদকাতুল ফিতর আদায়[১৫৩৫] করা। সুতরাং যখন সদকাতুল ফিতরকে জাকাত সাব্যস্ত করা হয়েছে সুতরাং এর নেসাবও জাকাতের মতোই হবে[১৫৩৬]।

[১৫৩৩] ওলামায়ে কেরাম সদকাতুল ফিতরের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন যে, এটি কি ফরজ, না ওয়াজিব, না সুন্নত, না মুস্তাহাব কাজ? একদল বলেছেন, এটি ফরজ। তাঁরা হলেন, ইমামত্রয়, শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ রহ.। আর আমাদের সঙ্গীগণ বলেছেন, এটি ওয়াজিব। আরেকদল বলেছেন, এটি ওয়াজিব। এটি এক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব। জখিরা গ্রন্থকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, এটি নেক কাজ, প্রথমে ওয়াজিব ছিলো তারপর রহিত করা হয়েছে। দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১০৮, باب فرض صدقة الفطر শরহে মুসলিম -নববী : ১/৩১৭ باب زكرة الفطر-সংকলক।

[১৫৩৪] সূরা আ'লা, আয়াত : ১৪, ১৫, পারা : ৩০ -সংকলক।

[১৫৩৫] আলি (কা.) হতে বর্ণিত আছে, تزكى মানে সদকাতুল ফিতর আদায় করেছে। ذكر اسم ربه মানে ঈদের দিন তাকবির বলেছে, তারপর ঈদের নামাজ আদায় করেছে। সলফে সালেহিনের একদল হতে এর বাহ্যিক অর্থ বর্ণিত আছে। -রূহুল মা'আনি : ১৫/১২৬, পারা : ৩০, সূরা আ'লা : ১৪, ১৫।

আরো কয়েকটি বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, ওপরযুক্ত আয়াতে تزكى দ্বারা উদ্দেশ্য জাকাতুল ফিতর এবং صلى দ্বারা উদ্দেশ্য ঈদের নামাজ। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৩০১, ৩০২ -সংকলক।

[১৫৩৬] তাছাড়া যদি সদকাতুল ফিতর এমন প্রতিটি ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব করে নেওয়া হয়, যে এক দিন এক রাতের খাবারের মালেক, তবে এর ফলে উদ্দেশ্যের বিপরীত আবশ্যক হবে। কেনোনা, আজকে সে এক দিন এক রাতের খাবার সদকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করে দিলে তার পর দিন নিজের দরিদ্রতার কারণে ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। -নূরুল আন্ওয়ার -মোল্লা জীবন : ৫৪, ৫৫ মাবহাসুল আমর। -সংকলক।

দ্বিতীয় আলোচনা

২য় বিষয়টি হলো, ইমামত্রয়ের মতে সদকাতুল ফিতরে চাই গম দেওয়া হোক কিংবা যব, অথবা খেজুর অথবা কিসমিস সবগুলোর এক সা'[১৫৩৭] মাথা পিছু ওয়াজিব। এর বিপরীত আবু হানিফা রহ. এর মতে গম অর্ধ সা' আর অন্য জাতীয়গুলো এক সা' ওয়াজিব হয়।

ইমামত্রয়ের দলিল- আবু সাইদ খুদরি রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি-

كنا نخرج زكوة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او اعا من اقط.

এই হাদিসে বা খাদ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেটাকে ইমামত্রয় গমের অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

হানাফিদের দলিলাদি নিম্নেযুক্ত,

১. এই অনুচ্ছেদেই পরবর্তীতে আমর ইবনে শু'আইব-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত আছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فى فجاج مكة[১৫৩৮] الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغر او كبير مدان[১৫৩৯] من قمح او سواه[১৫৪০] صاع من طعام

'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার গিরিপথগুলোতে একজন ঘোষককে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। চাই সে নর হোক কিংবা নারী, স্বাধীন হোক কিংবা দাস, ছোট (নাবালেগ) হোক কিংবা বড় (বালেগ)। দুই মুদ গম অথবা অন্য খাবার হলে এর সমান এক সা' পরিমাণ।'

তিরমিযী রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ হাদিসটি গরিব, হাসান।'

[১৫৩৭] সা' দ্বারা উদ্দেশ্য ইরাকি সা' যেটি ৮ রতলের হয়ে থাকে। (রতলের ওজন ৩৪ তোলা দেড় মাশা।) আর সা'য়ের মিসকাল (৪ মাশা ৪ রতি) হিসেবে ৩২৪০ মাশা হয়। অর্থাৎ, ২৭০ তোলা। এ হিসেবে পূর্ণ সা' হয় ৩. ৬ ছটাক, আর অর্ধ সা' হয় দেড় সের তিন ছটাক।

দিরহাম (তিন মাশা এক রতি $১\frac{১}{৫}$ ভাগ হয় ২৭৩ তোলা। অর্ধ সা' হয় ১৩৬ তোলা ৬ মাশা। যেনো ইংরেজী সের হিসেবে পূর্ণ এক সা' তিন সের ৬ ছটাক তিন তোলা সমান হয়। আর অর্ধ সা' হয় দেড় সের তিন ছটাক দেড় তোলা সমান।

আর মুদ (৬৮ তোলা তিন মাশা) হিসেবে এক সা' হয় ২৮০ তোলা ৬ মাশা। আর অর্ধ সা' হয় ১৪০ তোলা তিন মাশা। যেনো, পূর্ণ সা' সাড়ে তিন সের ৬ মাশা হয়। আর অর্ধ সা' হয় পৌনে ২ সের তিন মাশা। (প্রকাশ থাকে যে, এক সা' হয় ৪ মুদে।

সা' এর ওজন জানার জন্য যে তিনটি পদ্ধতি লেখা হলো, তন্মধ্য হতে যে পদ্ধতি ও হিসাবই গ্রহণ করা হোক না কেন তাতে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু সর্বশেষ হিসাবটিতে বেশি হয়, এজন্য তদানুযায়ী আদায় করাতে অধিক সতর্কতা রয়েছে। অর্থাৎ, পৌণে দুই সের তিন মাশা গম অথবা সাড়ে তিন সের ছয় মাশা যব ইত্যাদি ফিতরা দেওয়া হবে। দ্র. জাওয়াহিরুল ফিকহ : ১/৩২৪-২৩৭, আওয়ানে শরয়িয়্যাহ। -সংকলক।

[১৫৩৮] فِجَاجٌ শব্দটি فَجٌّ এর বহুবচন। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত রাস্তা-গিরিপথ। -সংকলক।

[১৫৩৯] এক মুদ হয় দুই রতল। এক সা' হয় চার মুদ। সুতরাং দুই মুদ অর্ধ সা' সমান হয়। প্রকাশ থাকে যে, মুদ ওজন হিসেবে ২৬০ দিরহাম সমান হয়। অর্থাৎ, ৬৮ তোলা ৩ মাশা। -সংকলক।

[১৫৪০] السِّوَى، السُّوَى মানে বরাবর। -সংকলক।

২. তাহাবি রহ. শরহে মা'আনিল আছারে[১৫৪১] ছা'লাবা ইবনে আবু সু'আইর-তার পিতা সূত্রে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন,

ادوا زكوة الفطر صاعا من تمر و صاعا من شعير او نصف صاع من بر او قال قمح عن كل انسان الخ.

'তোমরা সদকাতুল ফিতর আদায় করো এক সা' খেজুর এবং এক সা' গম অথবা অর্ধ সা' গম প্রতিটি মানুষ হতে।'

এর দ্বারাও হানাফিদের মাজহাব স্পষ্টাকারে অনুধাবিত হয়।

৩. তাহাবিতেই[১৫৪২] আসমা বিনত আবু বকর রা. এর হাদিসে,

قالت كنا نودى زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা দুই মুদ গম সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।'

৪. তাহাবিতেই[১৫৪৩] সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض من زكوة الفطر مدين من حنطة 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মুদ গম সদকাতুল ফিত্‌র আবশ্যক করেছেন।'

মুরসাল হলেও এ হাদিসটি সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর মুরসালগুলোও শাফেয়িদের মতে দলিল। তাছাড়া ইমাম তাহাবি রহ. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবা, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহর মুরসালগুলো এর অনুকূল বর্ণনা করেছেন[১৫৪৪]।

আবু বকর[১৫৪৫], উমর ফারুক[১৫৪৬], উসমান গনী[১৫৪৭], আবু হুরায়রা[১৫৪৮], আবু সাইদ খুদরি[১৫৪৯] ও ইবনে

[১৫৪১] ১/২৭০, باب مقدار صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৪২] ১/২৬৯, باب مقدار صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৪৩] ১/২৭০, باب مقدار صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৪৪] তাহাবি : ১/২৭০, ২৭১ সংকলক।

[১৫৪৫] হজরত আবু কিলাবা বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. কে যে ব্যক্তি দুজনের মাঝে এক সা' গম দিয়েছেন তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। -তাহাবি : ১/২৭০ -সংকলক।

[১৫৪৬] হজরত ইবনে আবু সুআইর রহ. বলেন, আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে জাকাতুল ফিতর অর্ধ সা' দিতাম। ১/২৭০ -সংকলক।

[১৫৪৭] হজরত আবু জুর'আ আবদুর রহমান ইবনে উমর দিমাশকি বলেন, আমাদেরকে কাওয়ারিরি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারপর তার সনদে উসমান রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা সদকায়ে ফিতর দুই মুদ গম দান করো। ১/২৭০ সংকলক।

[১৫৪৮] হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, প্রতিটি স্বাধীন, গোলাম, নর অথবা নারী ছোট অথবা বড় ধনী অথবা গরিব হতে সদকাতুল ফিতর অর্ধ সা' গম ১/২৭০, باب مقدار صدقة الفطر। -সংকলক।

[১৫৪৯] হজরত হাসান হতে বর্ণিত যে, মারওয়ান আবু সাইদ রা. এর কাছে খবর পাঠালেন, আপনি আমার কাছে আপনার গোলামের জাকাত পাঠিয়ে দিন। ফলে আবু সাইদ বার্তাবাহককে বললেন, মারওয়ান জানেন না, আমাদের ওপর দায়িত্ব কেবল প্রতি

আব্বাস রা.[১৫৫০], উমর ইবনে আবদুল আজিজ[১৫৫১], মুজাহিদ[১৫৫২], হাকাম[১৫৫৩], আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম[১৫৫৪] ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.[১৫৫৫] এর আছরও ইমাম তাহাবি রহ. এরই অনুকূল বর্ণনা করেছেন।

আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে যে صاعا من طعام শব্দ এসেছে আমাদের মতে এতে طعام শব্দ দ্বারা গম উদ্দেশ্য নয়। বরং জুয়ার অথবা বাজরা (এক প্রকার খাদ্যসশ্য বিশেষ।) গমের ক্ষেত্রে طعام শব্দের প্রয়োগ তখন হতে আরম্ভ হয়েছে, যখন হতে গমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রিসালাত যুগে পরবর্তী যামানার মতো মানুষের সাধারণ খাদ্য গম ছিলো না। তখন طعام শব্দ বলে জুয়ার অথবা বাজরা ইত্যাদি উদ্দেশ্য করা হতো। এ কারণেই এই হাদিসে আবু উমর হাফস ইবনে মাইসারার যে সূত্রটি রয়েছে তাতে নিম্নেযুক্ত বাক্যটিও রয়েছে,

قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر

'হজরত আবু সাইদ রা. বলেন, আমাদের খাদ্য ছিলো যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।'

ইবনে হাজার রহ. সহিহ ইবনে খুজায়মা সূত্রে হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন[১৫৫৬],

قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة.

'বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সদকা শুধু খেজুর, কিসমিস ও যব ছিলো, গম নয়।'

বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে طعام শব্দের প্রয়োগ গম ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় জিনিসের ওপর হতো। এর কারণ এটাই ছিলো যে, তৎকালীন যুগে গম খুব কমই ছিলো। যাই হোক, সারকথা এই যে, আলোচ্য হাদিসে طعام দ্বারা উদ্দেশ্য গম না[১৫৫৭]।

মাথাপিছু প্রতি ফিতরার সময় এক সা' খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম। ১/২৬৯, باب مقدار صدقة الفكر। -সংকলক।

[১৫৫০] হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি বসরাবাসীকে নির্দেশ দিয়েছিলাম (যখন আমি তাদের মাঝে ছিলাম) যেনো তারা ছোট, বড়, স্বাধীন ও মালেকানাধীন গোলাম সবার পক্ষ হতে দু'মুদ গম দিয়ে দেয়। ১/২৭০ -সংকলক।

[১৫৫১] হজরত আউফ বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ আদি ইবনে আরতাতের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন, তিনি তা বসরার মিম্বরের ওপর পাঠ করেছেন। আমার নিজ কানে তা শুনেছি। 'তারপর আপনার ওখানে যেসব মুসলমান রয়েছেন, তাদের নির্দেশ দিন তারা যেনো, সদকাতুল ফিতর এক সা' খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম দান করেন।' ১/২৭০, ২৭১ -সংকলক।

[১৫৫২] হজরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, সদকাতুল ফিতরে গম ব্যতীত সবকিছু হতে এক সা', আর গম অর্ধ সা'। ১/২৭১ সংককলক।

[১৫৫৩] ১০. হজরত শু'বা বলেছেন, আমি হাকাম, হাম্মাদ ও আবদুর রহমান ইবনুল কাসিমকে সদকাতুল ফিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, অর্ধ সা' গম। ১/২৭১ -সংকলক।

[১৫৫৪] হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর আছরের অনুরূপ। ১/২৭১ সংকলক।

[১৫৫৫] সহিহ বোখারি : ১/২০৪, ২০৫, باب الصدقة قبل العيد-সংকলক।

[১৫৫৬] ফাতহুল বারি : ৩/২৯৬, باب صاع من زبيب -সংকলক।

[১৫৫৭] দ্র. ফাতহুল বারি : ৩/২৯৭, باب الصدقة قبل العيد -সংকলক।

এটাও ইমামত্রয় বলেন যে, মু'আবিয়া রা. অর্ধ সা' গম দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন[১৫৫৮]।

তবে আবু সাইদ খুদরি রা. তা গ্রহণ করেননি। যেমন, তিনি বলেন–فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه 'আগে যেমন সদকা দিতাম, এরপর হতে তাই প্রদান অব্যাহত রাখি।'

জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, এই বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, আবু সাইদ রা. আগের মতো এক সা' খেজুর দিতেন। বরং এর অর্থ এই যে, তিনি প্রথমে সদকাতুল ফিতর গম দ্বারা আদায় করতেন না। বরং অন্যান্য জিনিস সদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' দিতেন। আর হজরত মু'আবিয়া রা. মদিনায় আগমনের পরে তিনি তার এই আমলের মধ্যে কোনো রকমের পরিবর্তণ ঘটাননি। অথচ অন্যান্য লোক মু'আবিয়া রা. এর বক্তব্য- انی لأری مدين من سمراء الشام تعدل ساعا من سمراء الشام শুনে অন্যান্য জিনিস হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করার পরিবর্তে ফিতরা হিসেবে অর্ধ সা' গম দিতে শুরু করেছিলেন। অন্যথায় গমের ব্যাপারে স্বয়ং হজরত আবু সাইদ রা. এর মাজহাবও এটাই ছিলো যে, তাতে অর্ধ সা' ওয়াজিব হয়। ইমাম তাহাবি রহ. তাই হজরত হাসান বসরি রহ. এর বর্ণনা করেছেন[১৫৫৯]-

ان مروان بعث إلى ابى سعيد رضـــ ان ابعث إلى بزكاة رقيقك، فقال ابو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم انما علينا أن نعطى لكل رأس عند كل فطرصاعا من تمر أو نصف صاع من بر.

'হজরত মারওয়ান আবু সাইদ রা. এর নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, আপনি আপনার গোলামের জাকাত আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তখন আবু সাইদ রা. বার্তাবাহককে বললেন যে, মারওয়ান জানেন না, আমাদের ওপর দায়িত্ব হলো, প্রত্যেকের মাথা পিছু এক সা' খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম।'

তবে হজরত গাঙ্গুহি রহ. হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর বক্তব্য ازال اخرجه كما كنت اخرجه জবাব এই দিয়েছেন[১৫৬০] যে, আবু সাইদ খুদরি রা. প্রথমে জানতেন না যে, অর্ধ সা' গম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছিলেন। তাই তিনি হজরত মু'আবিয়া রা. এর বক্তব্যটিকে তাঁর কিয়াস মনে করেছিলেন। তাই অন্য বর্ণনায় তাঁর বক্তব্য বর্ণিত আছে- تلك قيمة معارية لا أقبلها ولا اعمل بها তথা, ওটা মু'আবিয়া রা. কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। আমি ওটা গ্রহণ করবো না। এর ওপর আমল করবো না। তবে যখন পরবর্তীতে তিনি জানতে পারলেন যে, অর্ধ সা' গম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন, তখন তাঁর মাজহাবও এটাই হয়ে গেলো যে, গম অর্ধ সা ওয়াজিব। যেমন, হাসান বসরি রহ. এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়। ইতোপূর্বে যা আলোচনা করেছি।

قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر.

[১৫৫৮] তিনি বলেন, আমি মনে করি শামের দুই মুদ গম (প্রবল ধারনা, মাল হিসেবে) এক সা' খেজুরের সমান। -সংকলক।

[১৫৫৯] তাহাবি : ১/২৬৯, باب مقدار صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৬০] আল কাওকাবুদ্ দুররী : ১/২৪৪। হজরত গাঙ্গুহি রহ. এর এই জবাবটি স্বীকারোক্তি মূলক। অর্থাৎ, فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه বাক্য দ্বারা যদিও হজরত মু'আবিয়া রা. এর রদ ও এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, প্রথমেও আমি এক সা' গম সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম এবং হজরত মু'আবিয়া রা. কর্তৃক অর্ধ সা' গম দেওয়ার হুকুম প্রদানের পরেও আমার এ আমলে কোনো পার্থক্য হতো না। তবে হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর এই আমল ততোক্ষণ পর্যন্ত ছিলো যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি অর্ধ সা'য়ের বক্তব্যকে হজরত মু'আবিয়া রা. এর কিয়াস মনে করতে থাকেন। বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মূলপাঠে আসছে। -সংকলক।

একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং তার জবাব

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, فعدل الناس إلى نصف صاع من بر বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করে অনেক আধুনিকতাবাদী এ কথার প্রবক্তা যে, জাকাত ও সদকার নেসাব এবং এগুলোর পরিমাণ আদায়ের বিষয়টি অপরিবর্তনীয় নয়। বরং কালের পরিবর্তনে এতেও পরিবর্তন ও কম বেশি করা যেতে পারে। نعوذبالله من ذالك।

আপত্তি : ১. এই বক্তব্যের ওপর প্রথমত এই দলিল পেশ করেন, যদি জাকাতের এই পরিমাণ অপরিবর্তনীয় হতো তাহলে কোরআনে কারিমে এর উল্লেখ থাকতো। তবে এ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। কেনোনা, কোরআনে কারিমে সমস্ত পরিবর্তনীয় বিধিবিধান বর্ণিত হয়নি। যেমন, কোরআন মাজিদে নামাজের রাকাত সংখ্যা উল্লেখ নেই, অথচ এটা অপরিবর্তনীয়।

২. দ্বিতীয় দলিল এই পেশ করেন যে, কোরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ তথা লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কি ব্যয় করবে? বলুন, অতিরিক্ত অংশ। -সূরা বাকারা : ২১৯, পারা : ২ -সংকলক।

প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ এতে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রয়োজনাতিরিক্তের পরিমাণ কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং স্বয়ং কোরআনে করিম দ্বারা জাকাতের নেসাব পরিবর্তনীয় প্রমাণিত।

জবাব হলো, এই আয়াতটির তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. এটি জাকাতের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন জাকাতের নেসাব নির্ধারণ করা হয়নি।

২. এ আয়াতটি ওয়াজিব সংক্রান্ত নয়, বরং নফল সদকা সংক্রান্ত।

৩. এ আয়াতটি মুখতাসার। যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাতের নেসাব বর্ণনা করে। এই আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও এই দিক নির্দেশনা দেননি যে, পরবর্তীতে তাতে কোনো পরিবর্তন করা যেতে পারে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা নিরেট মূর্খতা।

২. আধুনিকতাবাদীদের পক্ষ হতে আরেকটি বক্তব্য করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়ার ওপর জাকাত ফরজ ছিলো না। হজরত উমর রা. জাকাত ফরজ করেছেন। এতে বোঝা যায় জাকাতের নেসাব ও তাফসিলে কালের বিবর্তনে পরিবর্তন আসতে পারে।

জবাব : উমর রা. ঘোড়ার ওপর যে জাকাত ফরজ করেছিলেন, সেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত ছিলো না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নব প্রজন্ম তৈরির জন্য সায়েমা ঘোড়াগুলোর ওপর জাকাত ফরজ ছিলো। তবে যেহেতু তৎকালীন যুগে এমন ঘোড়া সাধারণত পাওয়া যেত না, তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- قدعفوت عن صدقة الخيل তথা, আমি ঘোড়ার ওপর জাকাত মাফ করে দিলাম। তবে উমর রা. এর যুগে যেহেতু বংশ বিস্তারের জন্য ঘোড়া রাখা আরম্ভ হলো এবং এগুলোর প্রাচুর্য দেখা দিলো, সেহেতু তখন হজরত উমর রা. এগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুম জারি করলেন। যা বস্তুত কোনো নতুন নির্দেশ ছিলো না; বরং তা ছিলো রিসালত যুগেরই নির্দেশের বাস্তবায়ন ভ্রান্ত।

আপত্তি : ৩. আরেকটি বক্তব্য হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর খেজুর অথবা যবের এক সা' নির্ধারণ করেছিলেন। তবে লোকজন অর্ধ সা' গম দিতে আরম্ভ করে।

জবাব : হাদিসের এই অর্থ নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' গম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর লোকজন এর বিরোধিতা করে অর্ধ সা' নির্ধারণ করেছে। কেনোনা, পেছনে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অর্ধ সা' গম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছিলেন। তবে যেহেতু সেযুগে গমের প্রচলন বেশি ছিলো না, সেহেতু অনেক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই অর্ধ সা' নির্ধারণ সম্পর্কে জানতেই পারেনি। তারপর যখন গমের প্রচলন বৃদ্ধি পেলো, তখন তারা খেজুর ও যবের মূল্য হিসেব করে অর্ধ সা' গম দিতে শুরু করে। কেনোনা, যেখানে জাত সম্পর্কে শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে বর্ণনা না থাকে, সেখানে মূল্য অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়। যেমন, মু'আবিয়া রা. এর ঘটনায় আলোচিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই অর্থও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সদকাতুল ফিতর খেজুর অথবা যব দ্বারা দেওয়া হতো। পরবর্তীতে অর্ধ সা' গম দেওয়া শুরু হলো। অর্থাৎ, যাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে জানা ছিলো। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারণ অনুযায়ী অর্ধ সা' নির্ধারণ করেছেন। আর যাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারণের কথা জানা ছিলো না তাঁরা মূল্য লাগিয়ে এই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা জাকাত সদকার পরিমাণের পরিবর্তনের বৈধতার ওপর দলিল পেশ করা বাতিল।

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكوة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرأو أنثى من المسلمين

এই হাদিসে বর্ণিত من المسلمين শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করে ইমামত্রয় বলেন, সদকাতুল ফিতর শুধু মুসলমান গোলামদের পক্ষ হতে দেওয়া ওয়াজিব, কাফের গোলামদের পক্ষ হতে নয়। তবে আবু হানিফা ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মতে গোলাম চাই মুসলমান হোক বা কাফের তার পক্ষ হতে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুনিবের পক্ষ হতে ওয়াজিব। আতা, মুজাহিদ, সাইদ ইবনে জুবাইর, উমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এরও এটাই মাজহাব[১৫৬১]।

হানাফিগণ আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত من المسلمين শব্দটিকে গোলামদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করেন না। বরং তারা বলেন, এর সম্পর্ক من تجب عليه الصدقة এর সঙ্গে। অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতর মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব, কাফেরদের ওপর নয়[১৫৬২]।

এর দলিল, ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে[১৫৬৩] ইবনুল মুনজির রহ. সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা

[১৫৬১] দ্র. উমদাতুল কারি : ৯/১১০, باب فضل صدقة الفطر-সংকলক।

[১৫৬২] হানাফিদের দলিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 'মুসলমানের গোলামে সদকাতুল ফিতর ব্যতীত অন্য কোনো সদকা নেই' -এর ব্যাপকতা। -ফাতহুল বারি : ৩/২৯৩, ২৯৪, باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين-সংকলক।

[১৫৬৩] ৩/২৯৪, باب صدقة الفطر على البيد وغيره من المسلمين বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত বর্ণিত হয়েছে- 'ইবনে উমর রা. তার

করেছেন, তিনি মুসলমান এবং কাফের উভয় প্রকার গোলাম হতে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। অথচ তিনি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের রাবি[১৫৬৪]।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে হজরত ইবনে আব্বাস রা.[১৫৬৫] হতে এবং তাহাবি রহ. এর মুশকিলুল আছারে হজরত আবু হুরায়রা রা.[১৫৬৬] হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুশকিলুল আছারের বর্ণনায় যদিও ইবনে লাহি'আহ আছেন, তবে তাঁর হতে বর্ণনাকারি হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.[১৫৬৭]। রিজাল শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল কা'নাবী এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ. ইবনে লাহি'আহ হতে যেসব বর্ণনা বর্ণনা করেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য[১৫৬৮]।

এ কথা আসবে তখন যখন আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসে من المسلمين অতিরিক্ত শব্দটিকে সহিহ মনে করা হবে। অথচ মুহাদ্দিসিনে কেরামের একটি দল এই অতিরিক্ত অংশটি গ্রহণ করেননি। এমনকি ইবনে বাজবাজা রহ. তো বলে ফেলেছেন,[১৫৬৯] انها زيادة مضطربة بلا شك من جهة الإسناد والمعنى তথা, এটি সনদ ও অর্থগত দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ইজতেরাব বিশিষ্ট বাড়তি বাক্য।[১৫৭০]

পরিবারের স্বাধীন, গোলাম, ছোট, বড় মুসলমান ও কাফের গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন।' -সংকলক।

[১৫৬৪] হজরত ইবনুল মুনজির বলেছেন, হাদিসের রাবি ইবনে উমর রা. তার কাফের গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন। তিনি হাদিসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। -ফাতহুল বারি : ৩/২৯৪ -সংকলক।

[১৫৬৫] ব্যক্তি তার মালেকানাধীন প্রত্যেকটি গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতো। চাই সে গোলাম ইহুদি হোক কিংবা খৃষ্টান। -নসবুর রায়াহ : ২/৪১৪, باب صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৬৬] তিনি বলেন, তিনি দুই মুদ গম অথবা এক সা' খেজুর সদকাতুল ফিতর এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ হতে আদায় করতেন যাদের তিনি ব্যয়ভার বহন করেন। চাই ছোট হোক বা বড়, স্বাধীন হোক বা দাস, যদিও খৃষ্টানই হোক না কেন। -জায়লায়ি : ২/৪১৪,، صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৬৭] ইবনে লাহি'আর হাদিসটি বিশেষত তার হতে ইবনে মুবারকের বর্ণনাটি মুতাবাআতের যোগ্যতা রাখে। -জায়লায়ি : ২/৪১৪ -সংকলক।

[১৫৬৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৩১৩ -সংকলক।

[১৫৬৯] আল-কাওকাবুদ্ দুররীর টীকা : ১/২৪৪, ২৪৫, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৩১১- ৩১৩।

[১৫৭০] সদকাতুল ফিতর অনুচ্ছেদে ১৫টি বিষয় সম্পর্কে জানা দরকার- ১. সদকাতুল ফিতরের আভিধানিক ও শরয়ি অর্থ (আমরা পূর্বে এগুলোর বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি)। ২. সদকাতুল ফিতরের অপরিহার্যতা (ওয়াজিব হওয়ার বিষয়- আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস ও অন্যান্য হাদিস দ্বারা) ৩. ওয়াজিব হওয়ার কারণ (এমন ব্যক্তি যার পূর্ণ ব্যয়ভার সে বহন করে এবং তার পূর্ণ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে), ৪. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত (মুসলমান, স্বাধীন ও বিত্তশালী হওয়া), ৫. এর রোকন (মালেক বানিয়ে দেওয়া), ৬. এর বৈধতার শর্ত। (ব্যয় খ্যাত দরিদ্র হওয়া) ৭. কার ওপর ওয়াজিব? (পিতার ওপর তার ছোট গরিব সন্তানদের পক্ষ হতে, মুনিবের ওপর তার গোলাম ও মুদাব্বার ও মুদাব্বারা এবং উম্মে ওয়ালাদের পক্ষ হতে) ৮. যাদের কারণে ওয়াজিব (তাঁর ছোট ছোট সন্তানাদি এবং খেদমতের গোলাম সমূহ- মুকাতাব ও স্ত্রী নয়) ৯. ওয়াজিবের পরিমাণ, ১০. ওয়াজিবের পরিমাপ (এক সা') ১১. ওয়াজিব হওয়ার ওয়াক্ত (ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেক উদয় হওয়া) ১২. ওয়াজিব হওয়ার ধরণ (সুতরাং সুপ্রসস্ত সময় নিয়ে এটি ওয়াজিব হবে বিশুদ্ধতম বক্তব্য অনুসারে) ১৩. আদায়ের মুস্তাহাব ওয়াক্ত (ইমাম চতুষ্টয় একমত হয়েছেন যে, ঈদুল ফিতরের দিন ফজরের পর ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে আদায় করা মুস্তাহাব) ১৪. ঈদুল ফিতরের দিনের আগে আদায় করা বৈধ (পরবর্তী অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে।) ১৫. এর আদায়ের ওয়াক্ত (তাফসিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে) উমদাতুল কারি -আইনি : ৯/১০৭, ১০৮ (আবওয়াবু সাদাকাতিল ফিতরের শুরুতে) হতে সংক্ষেপিত। দ্র. আইনি : ৯/১০৭-১২১, আবওয়াবু সাদাকাতিল ফিতরের শেষ পর্যন্ত। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْدِيْمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–৩৬ : নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর পরিশোধ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৬)

٦٧٧ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.

৬৭৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিতেন ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের জন্য সকালে বের হওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب صحيح। এটাকেই আলেমগণ মুস্তাহাব মনে করেন। অর্থাৎ, নামাজের দিকে সকালে বের হওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عمر رضــــ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر.

এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত যে, ঈদের নামাজের জন্য যাওয়ার আগে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তহাব[১৫৭১]। মা'আলিমুস্ সুনানে[১৫৭২] আছে, এটা অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য।

তারপর ঈদুল ফিতরের পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এক বা দুই বছর পূর্বে আদায় করা দুরুস্ত আছে[১৫৭৩]। অথচ খলফ ইবনে আইয়্যুব রহ. এর মতে এক মাস পূর্বে আদায় করা বৈধ আছে[১৫৭৪]।

আহমদ রহ. এর মতে ১ অথবা ২দিন পূর্বে তো আদায় করা বৈধ, তবে এর পূর্বে নয়[১৫৭৫]। পক্ষান্তরে এ প্রসঙ্গে শাফেয়িদের তিনটি বর্ণনা রয়েছে[১৫৭৬]

১. পুরো বছর আদায় করা বৈধ।

২. রমজানে আদায় করা বৈধ।

৩. রমজানের প্রথম সুবহে সাদেক উদয়ের পর আদায় করা বৈধ আছে। অবশ্য রমজানের প্রথম রাত্রিতে

[১৫৭১] উমদাতুল কারি : ৯/১০৮, قبيل باب صدقة الفطر -সংকলক।

[১৫৭২] ২/২১৫, متى تؤدى-সংকলক।

[১৫৭৩] আইনি : ৯/১০৮ -সংকলক।

[১৫৭৪] আইনি : ৯/১০৮ -সংকলক।

[১৫৭৫] মুগনি ইবনে কুদামা : ২/৬৮, باب صدقة الفطر। মাসআলা : তিনি বলেছেন, যদি সদকায়ে ফিতর ঈদের এক বা দুদিন আগে আদায় করে তবুও চলবে। তাতে আরো আছে, আমাদের কোনো কোনো সঙ্গী অর্থাৎ, কোনো কোনো হাম্বলি বলেছেন, সদকায়ে ফিতর মাসের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর (ঈদের) আগে আদায় করা বৈধ আছে। -সংকলক।

[১৫৭৬] মা'আরিফ : ৫/৩১৪, শরহুল মুহাজ্জাব সূত্রে। -সংকলক।

আদায় করা সহিহ নেই। অধিকাংশ শাফেয়ি তার মধ্যে দ্বিতীয় সুরতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন।[১৫৭৭] يجور فى جميع رمضان অর্থাৎ, পুরো রমজানে আদায় করা বৈধ আছে।

তারপর যদি ঈদের নামাজ আদায় করে অবসর হওয়ার পর সদকাতুল ফিতর আদায় করে তাহলে এটাকে আদায় মনে করা হবে, কাজা নয়। বিলম্বের কারণে যে গুনাহ হয়ে থাকবে সেটাও আদায়ের কারণে বাতিল হয়ে যাবে। তবে শাফেয়িদের মতে ঈদের দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা আদায় করলে আদায় হবে না। বরং কাজা হবে। হাম্বলিদের মাজহাবও এটাই[১৫৭৮]।

যেসব বর্ণনা দ্বারা রমজানে সদকা দেওয়ার ফজিলত বোঝা যায় সেগুলো দ্বারা সদকাতুল ফিতর পূর্বে আদায় করা বৈধ প্রমাণিত হয়। যেমন, বোখারিতে[১৫৭৯] হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون فى رمضان الخ.

'সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সবচে বেশি দানবীর হতেন তিনি রমজানে।'

বায়হাকি রহ. শু'আবুল ঈমানে হজরত সালমান ফারসি রা. এর একটি বর্ণনা[১৫৮০] বর্ণনা করেছেন, যাতে এরশাদ রয়েছে,

من تقرب فيه (اى رمضان) بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواء الخ

'যে তাতে অর্থাৎ, রমজানে কোনো একটি নেক কাজ করলো, সে যেনো অন্য সময় ১টি ফরজ আদায় করলো, আর যে তাতে একটি ফরজ আদায় করলো, সে যেনো অন্য সময়ের ৭০টি ফরজ আদায় করলো ...।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ : তাড়াতাড়ি জাকাত আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৬)

٦٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ.

৬৭৮। **অর্থ :** হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে আগে জাকাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিয়েছেন। (দা-৯, জাকাত : ২২, নং ১৬২৪, ই-৮, জাকাত : ৭, নং ১৭৯৫)

٦٧٩ - عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ.

[১৫৭৭] মা'আরিফ : ৫/৩১৪, শরহুল মুহাজ্জাব, ৬/৩২৮ সূত্রে। -সংকলক।

[১৫৭৮] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৩১৪ -সংকলক।

[১৫৭৯] ১/৩, كيف كان بدء الو حى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم -সংকলক।

[১৫৮০] মা'আরিফুস্ সুনান : ৫/৩১৪, ৩১৫ -সংকলক।

৬৭৯। **অর্থ :** হজরত আলি রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি উমর রা.কে বললেন, আমরা আব্বাস রা. এর জাকাত এ বছরেরটি বছরের প্রথমেই আদায় করেছি।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে ইসরাইলের হাদিসটি হাজ্জাজ ইবনে দীনার সূত্রে পূর্বে জাকাত আদায় সম্পর্কে আমি জানি না। বস্তুত ইসমাইল ইবনে জাকারিয়া-হাজ্জাজ সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আমার মতে ইসরাইল-হাজ্জাজ ইবনে দিনার সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। এ হাদিসটি হাকাম ইবনে উতাইবা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

সময় আসার পূর্বে জাকাত আদায় করা সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। একদল আলেমের মত হলো আগে আদায় না করা। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি। তিনি বলেন, জাকাত আগে আদায় না করা এটাই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, যদি সময় আসার পূর্বে আদায় করে দেয় তবে তা তার পক্ষ হতে যথেষ্ট হয়ে যাবে। এমতই পোষণ করেন, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.।

أن العباس رضــ سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.

জাকাত যদি নেসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আদায় করে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে তা বৈধ হবে না। আর এই ব্যয় করার মর্যাদা হবে নফল সদকার মতো। আর যদি নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে জাকাত আদায় করা হয় তবে এমতাবস্থায় ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতে নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আদায় করা বৈধ আছে[১৫৮১]। তবে সুফিয়ান সাওরি ও ইমাম মালেক[১৫৮২] রহ. এর মতে আদায় করা বৈধ নয়।

মালেক রহ. প্রবল ধারণা অনুযায়ী বছরপূর্তিকে নামাজের ওয়াক্তের ওপর কিয়াস করেছেন[১৫৮৩]। যেমনভাবে ওয়াক্ত আসার পূর্বে নামাজ পড়া বৈধ নয় সেরূপভাবে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে জাকাত আদায় হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল- হজরত আলি রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো- প্রথম বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো,

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.

আব্বাস রা. এর এই বছরের জাকাত আমরা বছরের শুরুতে উসুল করে নিয়েছি।

সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হতে ইমাম মালেক রহ. এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয় যে, ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়ার[১৫৮৪] কারণ। অথচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া জাকাত আদায়ের জন্য শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার[১৫৮৫] কারণ নয়। সুতরাং বছর পূর্তিকে নামাজের ওয়াক্তের ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

১৫৮১ আইনি : ১/৪৭, باب قول الله تعالى وفى الرقاب والغارمين فى سبيل الله -সংকলক।

১৫৮২ যেমন, আবু উবায়দ কিতাবুল আমওয়ালে উল্লেখ করেছেন, এটাই উল্লেখিত হয়েছে কাওয়ায়িদে ইবনে রুশদে। এটাই বিশুদ্ধতম। -মা'আরিফ : ৫/১৬। তবে আইনি বর্ণনা করেছেন, 'ইবনে মুনজির রহ. বলেছেন, ইমাম মালেক ও লাইছ ইবনে সাদ জাকাতের ওয়াক্ত আসার পূর্বে তা আদায় করা মাকরূহ মনে করেছেন।' -উমদাতুল কারি : ৯/৪৭ -সংকলক।

১৫৮৩ হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, কেউ যদি সময় আসার পূর্বে জাকাত আদায় করে তবে তা দোহরাবে নামাজের মতো। - আইনি باب قول الله تعالى وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله

১৫৮৪ সুতরাং ওয়াজিবের কারণের পূর্বে না ওয়াজিব হবে, আর না আদায় করলে ফরজ রহিত হবে। -সংকলক।

১৫৮৫ বরং জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ, নেসাব পাওয়া যাওয়া। সুতরাং এটা পাওয়া গেলে ওয়াজিব পাওয়া গেলো। আর জাকাত আদায় করা দুরুস্ত হয়ে যাবে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ—৩৮ : ভিক্ষা হতে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৭)

٦٨٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَأَنْ يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

৬৮০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, সকালে বেরিয়ে তোমাদের কেউ কাঠ কেটে পিঠের ওপরে নিয়ে এসে তা হতে সদকা করা এবং লোকজন হতে অমুখাপেক্ষী থাকা কারো কাছে সওয়াল করা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম। চাই লোকটি তাকে দিক বা তা হতে নিষেধ করুক। কেনোনা, ওপরস্থ হাত নিচের হাত অপেক্ষা আফজল। তুমি পরিবার হতে ব্যয় আরম্ভ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হাকিম ইবনে হিজাম, আবু সাইদ খুদরি, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আতিয়্যা সা'দি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মাসউদ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, ছাওবান, জিয়াদ ইবনুল হারেস সুদায়ি, আনাস, হুবশি ইবনে জুনাদা, কাবিসা ইবনে মুখারিক, সামুরা ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটিকে বায়ান-কায়স সূত্রে বর্ণিত গরিব হাদিস মনে করা হয়।

٦٨١ – عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضـ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ.

৬৮১। **অর্থ :** হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সওয়াল চেহারার রওনক খতম হওয়ার কারণ। এর ফলে ব্যক্তির চেহারার রওনক খতম হয়ে যায়। তবে কেউ যদি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সওয়াল করে অথবা কোনো জরুরি কাজে সওয়াল করে তবে সেটা আলাদা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের মাসআলা সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা باب من تحل له الزكوة এর আওতায় এসেছে।

فان اليد العليا خير من اليد السفلى : يد سفلى يد عليه দ্বারা কি উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে[১৫৮৬]।

[১৫৮৬] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. উমদাতুল কারি : ৮/২৯৪-২৯৬, باب لا صدقة الا عن ظهر غنى ফাতহুল বারি : ৩/২৩৫-

১. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যয়কারি বা দাতার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য ভিক্ষুকের হাত।

২. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যয়কারি বা দাতার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য গ্রহীতার হাত।

৩. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য ভিক্ষুকের হাত।

৪. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য ভিক্ষা হতে আত্মরক্ষাকারির হাত। (এতে বোঝা গেলো يد سفلى ভিক্ষা হতে আত্মরক্ষাকারি নয়।

৫. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য গ্রহীতার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য অদাতার হাত।

৬. يد দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়ামত, অর্থ হলো, প্রচুর দান অল্পদান অপেক্ষা উত্তম। যেনো সদকা খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য।

৭. يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য দাতার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য অদাতার হাত।

এসব বক্তব্যের মধ্য হতে প্রথমটিই প্রধান[১৫৮৭]। অর্থাৎ, يد عليا দ্বারা উদ্দেশ্য দাতার হাত। আর يد سفلى দ্বারা উদ্দেশ্য ভিক্ষুকের হস্ত।

وابدأ بمن تعول : অর্থাৎ, খরচ শুরু করা উচিত নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন হতে। কেনোনা, তখন সে দুটি সওয়াবের অধিকারি হবে। ১. ব্যয় বা খরচ করার সওয়াব। ২. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لها اجران اجرالقرابة واجر الصدقا [১৫৮৮] 'তার জন্য দুটি সওয়াব- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ের সওয়াব ও সদকার সওয়াব।'

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المسألة كد يكد [১৫৮৯] بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه

"ভিক্ষা করার ফলে মানুষ ইজ্জত-হুরমত এবং চেহারার সম্ভ্রম হারিয়ে যায়। সুতরাং সওয়াল না করা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন করার অনুমতি আছে। যদিও আবেদনকারি বিত্তশালীই হোক না কেনো। কেনোনা, সুলতান-শাসক রাষ্টীয় কোষাগারের ওপর এখতিয়ারের অধিকারি। আর রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মালের ওপর সমস্ত মুসলমানের অধিকার থাকে। সুতরাং সেও রাষ্ট্রনায়কের কাছে আবেদন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে নিজের অধিকার আদায় করতে পারে।

তারপর او فى أمر لا بد منه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভীষণ প্রয়োজনের মুহূর্তে রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্যদের কাছে আবেদন করা বৈধ।

২৩৭, باب لاصدقة الا عن ظهر غنى -সংকলক।

[১৫৮৭] যেমন, হাফেজ ইবনে হাজার ও হাফেজ আইনি রহ. ফাতহুল বারি (৩/২৩৬, باب لا صدقة الا عن ظهر غنى) ও উমদাতুল কারিতে (৮/২৯৪-২৯৫, باب لا صدقة الا عن ظهر غنى) অবলম্বন করেছেন। -সংকলক।

[১৫৮৮] সহিহ বোখারি : ১/১৯৮, باب الزكاة على الزوج والا يتام فى الحجر -সংকলক।

[১৫৮৯] كَدَّ يَكُدُّ كَدًّا (ن) কাজে মেহনত-পরিশ্রম করা, রুজি অন্বেষণ করা, আঙুলে ইঙ্গিত করা, যেঁচে কোনো জিনিস চাওয়া, كَدَّ الرَّجُلَ ক্লান্ত অবসন্ন করা, كَدَّ الرَّأْسَ মাথার কেশ বিন্যাস করা বা খুব চুলকানো, كَدَّ الشَّيْئَ হাতে ছিনিয়ে নেওয়া। তবে হাদিসে এই স্থানে يكُدُّ بها الرجل وجهَهُ দ্বারা সওয়ালের জিল্লতির কারণে চেহারার রওনক ও সম্ভ্রম খতম হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। এজন্য নিহায়া-ইবনুল আছির গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, এখানে চেহারা দ্বারা উদ্দেশ্য তার রওনক ও সজীবতা। ৪/১১ -সংকলক।

أَبْوَابُ الصَّوْمِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রোজা অধ্যায় (৮)

রাসূলুল্লাহ সা. থেকে

দরসে তিরমিযী

হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে[১৫৯০] রমজানের রোজা ফরজ হয়েছে। এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম আশুরা এবং আইয়ামে বিজের[১৫৯১] রোজা রাখতেন। তারপর এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এই রোজা তখন ফরজ ছিলো না? হানাফিরা বলেন, তখন এই রোজা ফরজ ছিলো। শাফেয়িদের মত হলো, রমজানের রোজার পূর্বে কোনো রোজা ফরজ ছিলো না। বরং আশুরা ইত্যাদির রোজা প্রথমেও সুন্নত ছিলো এখনও মাসনুন।

আবু দাউদের[১৫৯২] একটি বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের মাজহাবের সমর্থন হয়। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু

[১৫৯০] রমজানের রোজা ফরজ হয়েছিলো হিজরতের দেড় বছর পর শা'বান মাসের দশ তারিখে। ইবনে জারির তাঁর তারিখে ও ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে (৩/২৫৪ ও ২৪৭) এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বছরে রোজার পূর্বে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এই বছরেই সাদকায়ে ফিতর ও সদকার (জাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসির প্রমুখ তাই বলেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১ -সংকলক।

[১৫৯১] চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এমনভাবে الليالى البيض বলা হয়, এই দিনগুলোর রাত সমূহকে। -সংকলক।

[১৫৯২] . ১/৩৩২, (اى عاشواء) باب فى فضل الصوم হজরত আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা হতে তার চাচা সূত্রে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আজকে রোজা রেখেছো? অর্থাৎ, আশুরার রোজা? তারা বললেন, না। শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করো। আর এটা কাজা করে নাও। আবু দাউদ বলেছেন, অর্থাৎ, আশুরার দিন। তাছাড়া বোখারিতে হজরত সালামা ইবনে আকওয়া' রা. এর বর্ণনা আছে, তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিতে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি লোকজনের মাঝে ঘোষণা দাও, তোমাদের মধ্যে যে খানা খেয়েছে সে যেনো অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে। আর যে খানা খায়নি সে যেনো অবশ্যই রোজা রাখে। কেনোনা, এটি হলো আশুরার দিন। (১/২৬৮, ২৬৯, باب صيام يوم عاشوراء)

মুসলিমে রবি' বিনতে মুআওয়াজ বিনত আফরা রা. এর হাদিস রয়েছে , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন সকালে মদিনার পার্শ্ববর্তী আনসারি জনপদগুলোর দিকে সংবাদ পাঠালেন যে, তোমাদের মধ্যে যে, রোজা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেনো তার রোজা পূর্ণ করে। আর যে রোজা না রাখা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেনো অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে। সুতরাং এরপর আমরা রোজা রাখতাম এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রোজা রাখাতাম। (১/৩৬০, باب صيام يوم عاشوراء)

বোখারিতে আয়েশা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশ আশুরার দিনে রোজা রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্বতার যুগে এই রোজা পালন করতেন। তিনি মদিনায় আগমনের পর এ রোজা রেখেছেন এবং এই রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন রমজান (-এর রোজা) ফরজ হলো, তখন আশুরার দিন (এর রোজা বর্জন করলেন।) যার ইচ্ছা সে রোজা রাখলো, আর যার ইচ্ছা বর্জন করলো। (১/২৬৮, باب صيام يوم عاشوراء)

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোজা কাজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত কাজা হয় ফরজ অথবা ওয়াজিবেরই। যেহেতু রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরা ইত্যাদির রোজা ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে সেহেতু এখন কার্যত ওপরযুক্ত মতপার্থক্যের কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১ : রমজান মাসের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৭)

٦٨٢ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَّا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

৬৮২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্র আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে বন্দি করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। জাহান্নামের একটি দরজাও খুলে রাখা হয় না। আর জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না এবং একজন ঘোষক ঘোষণা দেন, হে কল্যাণ অন্বেষী! তুমি সামনে অগ্রসর হও। হে অনিষ্ট অন্বেষী! তুমি থেমে যাও। জাহান্নাম হতে আল্লাহ তা'আলার আজাদকৃত অনেক বান্দা আছে। আর এই ঘটনা হয়ে থাকে প্রতি রাত। (মু-১৩, সিয়াম : ১, নং ১,২, না-২২, সিয়াম-৩, ই-৭, সিয়াম : ২, নং ১৬৪২)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ইবনে মাসউদ ও সালমান রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٦٨٣ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

তাছাড়া মুসনাদে আহমদে হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. হতে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত আছে, তাতে তিনি বলেন, আর রোজার অবস্থা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন। ইয়াজিদ (এই হাদিসের একজন রাবি) বলেন, সুতরাং ১৭ মাস রবিউল আউয়াল হতে রমজান পর্যন্ত প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রেখেছেন এবং আশুরার দিনেও রোজা রেখেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রোজা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেছেন, يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ (৫/২৪৬, মু'আজ ইবনে জাবাল রা. এর হাদিস)

ওপরযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে যদিও ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, এটি মুরসাল। আবদুর রহমান মু'আজ ইবনে জাবালকে পাননি। -বায়হাকি : ৪/২০০, (باب ماقيل فى بدأ الصيام الخ)। তবে মুরসাল হানাফিদের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ইবনে মিলহান কায়সি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আইয়ামে বিজের তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৩২, باب فى صوم الثلاث من كل شهر

এসব হাদিস রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরা এবং আইয়ামে বিজের রোজা ফরজ দলিল করে। উভয় পক্ষের দলিলাদির তাফসিলের জন্য দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১, ২, ফাতহুল বারি : ৪/৮৭, باب وجوب صوم رمضان , তাহজিব - ইবনুল কায়্যিম আল জাওজি ফি যায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরী, মাআলিম -খাত্তাবি : ৩/৩২৫-৩২৯, باب فى فضل الصوم, নং ২৩৩৭ -রশিদ আশরাফ সাইফি।

৬৮৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানে রোজা রাখে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে ঈমান রেখে ও সওয়াব মনে করে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি রাত্রে নামাজ আদায় করে ঈমান নিয়ে ও সওয়াব মনে করে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু বকর ইবনে আইয়াশ আবু হুরায়রা রা. এর যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এটি গরিব। এটি আমরা আবু বকর ইবনে আইয়াশ-আ'মাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত আবু বকরের হাদিস ব্যতীত অন্য কোনোরূপে জানি না। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাসান ইবনে রবি'-আবুল আহওয়াস-আ'মাশ-মুজাহিদ সূত্রে তার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্র আসে', তারপর বর্ণনা করেছেন পূর্ণ হাদিস।

মুহাম্মদ বলেছেন, আমার মতে আবু বকর ইবনে আইয়াশের হাদিস অপেক্ষা এই হাদিসটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

রমজান নামকরণের কারণ

রমজানের নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এটি رمض[১৫৯৩] শব্দ হতে নিষ্পন্ন। যার অর্থ, ভীষণ তাপ ও প্রচণ্ড গরম। যে বছর এই মাসের এই নাম রাখা হয়েছে সে বছর যেহেতু এই মাসটি এসেছিলো প্রচণ্ড গরমের সময়, তাই এর নাম রাখা হয়েছে রমজান। (মূল শব্দটি রামাজান। যেহেতু বাংলা ভাষায় রমজান শব্দটি বহুল প্রচলিত তাই আমরা তাই ব্যবহার করছি। -অনুবাদক) কারো কারো বক্তব্য হলো, এর নামকরণের কারণ হলো, এটি গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।[১৫৯৪] আর অনেকে বলেছেন, রমজান আল্লাহ তা'আলার সুমহান নামগুলোর একটি।[১৫৯৫] সুতরাং شهر رمضان এর অর্থ হলো, আল্লাহর মাস। সুতরাং এই নামটি شهر এর اضافت ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না।[১৫৯৬]

[১৫৯৩] رمض يرمض رمضا (سمع) النهار প্রচণ্ড গরমের হওয়া। الشمس বালু ইত্যাদির ওপর প্রচণ্ড গরম পড়া। الرجل গরম জমিনের কারণে পা জ্বালা করা। الطائر তীব্র পিপাসার কারণে পাখির পেট উত্তপ্ত হওয়া। عينه গরম হয়ে জ্বলে উঠা। -সংকলক।

[১৫৯৪] শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. বলেন যে, নামকরণের এই কারণটি জয়িফ। কেনোনা, এই নামটি শরিয়ত আসার পূর্বেই প্রমাণিত- যে শরিয়ত দ্বারা জানা যায় যে, রমজান গুনাহ জ্বালিয়ে দেয়। -ফাতহুল মুলহিম : ৩/১০৬, باب فضل شهر رمضان

কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার লেখেন, رمضان এর আসল অর্থ হলো, প্রচণ্ড গরমে জ্বালা করা এবং কষ্ট বরদাশত করা। এই নামকরণের কারণ হলো, এই মাসে রোজা রাখতে হয় এবং ক্ষুধার গরম বরদাশত করতে হয়। যা ছিলো একটি পুরানো ইবাদত। -কামুসুল কোরআন : ২৫৫ -সংকলক।

[১৫৯৫] কারি রহ. বলেছেন, রমাজান শব্দটি যদি আল্লাহ তা'আলার নাম বলে সহিহ হয়ে থাকে তবে এটি নিষ্পন্ন শব্দ নয়। অথবা এটি গাফের তথা, ক্ষমাকারি অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ, এটি গুনাহ মিটিয়ে দেয় ও তা শেষ করে দেয়। -ফাতহুল মুলহিম : ৩/১০৬ -সাইফি।

[১৫৯৬] এ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে যে, রমজান শব্দটি শাহর শব্দ ব্যতিত ব্যবহার করা যায় কি না? ইমাম নববী রহ. বলেন,

এ সম্পর্কে অভিধানবিদগণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যেই মাস রা' হরফ দ্বারা শুরু হয় অর্থাৎ, رمـضـان، ربيع الأول، ربيع الثانى، رجب এগুলোতে شهر শব্দের مضاف اليه রূপে ব্যবহার করা হয়। আর এর পাবন্দি করা হয় না বাকি মাসগুলোতে।[১৫৯৭]

এই মাসআলাতে তিনটি মাজহাব রয়েছে। একদল বলেন, কোনো অবস্থাতেই শুধু রমজান বলা যাবে না। شهر رمضان বলতে হবে। এটা শাফেয়ি রহ. এর ছাত্রগণের মাজহাব। তাঁদের বক্তব্য হলো, রমজান আল্লাহর একটি নাম। সুতরাং গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে এটি শর্তহীনভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। আমাদের অধিকাংশ সঙ্গী এবং ইবনুল বাকিল্লানি বলেছেন, সেখানে যদি কোনো নিদর্শন থাকে যা এটিকে মাসের দিকে ফিরিয়ে নেয় তবে মাকরূহ নয়। অন্যথায় মাকরূহ হবে। তারা বলেন, সুতরাং বলা যাবে صمنا رمضان، وقمنا رمضان، ورمضان افضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر فى اواخر رمضان ইত্যাদি। এসবে কোনো মাকরূহ নেই। মাকরূহ হবে শুধু جاء رمضان، دخل رمضان، حضر رمضان، واحب رمضان ইত্যাদি বলা। তিন নং মাজহাব হলো, ইমাম বোখারি ও মুহাক্কিকিনের। তাদের মতে رمضان শব্দ নিদর্শন সহকারে হোক বা নিদর্শন ব্যতীত সর্বাবস্থায় ব্যবহার করা বৈধ আছে, মাকরূহ নয়। এই মতটিই সঠিক। আর প্রথম দুটি মাজহাব সঠিক নয়। কেনোনা, মাকরূহ প্রমাণিত হয়, শরিয়তের পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞার কারণে। অথচ এ ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত নয়। আর তারা যে, বলেন, এটি আল্লাহর একটি নাম তাও সহিহ নয়। এ ব্যাপারে কোনো কিছুই সহিহরূপে প্রমাণিত হয়নি। যদিও এক্ষেত্রে একটি জয়িফ আছর রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার নাম হলো, তাওকিফি। তা কেবল মাত্র সহিহ দলিল ব্যতীত প্রয়োগ করা যায় না। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, এটি আল্লাহর নাম তবেও মাকরূহ হওয়া আবশ্যক হয় না। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসটি (عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة الخ) ওপরযুক্ত দুটি মাজহাব রদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। আর এ হাদিসের প্রচুর নজির রয়েছে। -শরহুন্ নববী আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩৪৬, কিতাবুস্ সিয়াম, বাবু ফজলি শাহরি রামাজান।

যারা শাহর শব্দ ব্যতীত রমজান শব্দ ব্যবহার বৈধ সাব্যস্ত করেন না, তাদের আরেকটি দলিল হলো, ইবনে আদির আল কামিলে বর্ণিত, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা রামাজান বল না। কেনোনা, রামাজান হলো, আল্লাহ তা'আলার একটি নাম। তোমরা বল, شهر رمضان। তবে এই বর্ণনাটি জয়িফ। দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/৯৬, باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا উমদাতুল কারি : ১০/২৬৫, باب هل يقال الخ -সংকলক।

১. شهر শব্দটির উল্লেখ রজবের সঙ্গে সালাহ সাফদি ও তার অনুসারীদের মত। এটা অধিকাংশ অভিধানবিদ ও সাহিত্যিকের মত নয়। অনেকে বলেছেন,

ان حادى عشرين شهر جمادى * كلام الشهود لحن مبيح–

ذكروا الشهر وهو مع رمضان * والربيعين غير ذالم يبيحوا–

মা'আরিফ : ৬/২। আর অনেকে বলেছেন,

ولاتضف شهرا الى اسم شهر * الا لما اوله الراء فادر

واستثن منها رجبا فيمتنع * لأنه فيما روده ما سمع

রূহুল মা'আনি, খণ্ড : ২, পারা : ২, পৃষ্ঠা : ৬০ সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮৫।

রজবকে ব্যতিক্রমভুক্ত করাই বিশুদ্ধ। কেনোনা, রবিউল আউয়াল রবিউস্ সানির সঙ্গে শাহর শব্দের উল্লেখে شهر এবং موسم এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, অভিধানের কোনো কোনো ইমাম উল্লেখ করেছেন, আর রমজানের সঙ্গে শাহর শব্দ উল্লেখ করেছেন, এই ধারণার কারণে যে, এটি আল্লাহর নাম। অথচ রজবে এ দুটি কারণের একটিও পাওয়া যায় না। -সংকলক।

[১৫৯৭] যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, অধিকাংশ আলেম ر বিহীন মাসগুলোকে شهر শব্দ সহকারে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। আর অনেকে (যেমন, সবওয়াইহ প্রমুখ এগুলোর সঙ্গেও شهر শব্দ ব্যবহার করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت [১৫৯৮] الشياطين ومردة الجن الخ. [১৫৯৯]

অনেক আলেম এটাকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, শয়তান ইত্যাদিকে মুক্ত থাকতেই দেওয়া হয় না। এগুলোকে বন্ধি করা হয়। হজরত ইবনে মুনির এবং কাজি ইয়াজ রহ. এরই প্রবক্তা। তুরপশতি রহ. প্রমুখ এটাকে রহমত নাজিল হওয়ার ইঙ্গিত সাব্যস্ত করেছেন।[১৬০০] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, এই মাসে নেক কাজের সওয়াব বেশি লাভ হয়, গুনাহ মাফ করা হয়, অপরাধ ক্ষমা করা হয়, শয়তানগুলোর প্রভাব হ্রাস পায়। কুরতুবি রহ. এ দুটি বক্তব্যের মধ্য হতে প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তবে এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন শয়তানকে বন্ধি করা হয় তাহলে এ মাসে লোকজন হতে অপরাধ ও গুনাহের কাজ কিভাবে সংঘটিত হয়? অথচ আপনার বর্ণিত অর্থের দাবি হলো, এই মাসে কোনো ব্যক্তিই কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হবে না।

কুরতুবি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণ, শুধু শয়তান এবং অবাধ্য জিনগুলোই হয় না। বরং গুনাহের আরো অনেক কারণ আছে। যেমন, নফসের বিভ্রান্তি, মানব শয়তানের সংস্পর্শ, বদ অভ্যাস এবং ব্যক্তিগত খবিসিপনা। সুতরাং জিন শয়তানগুলোকে বন্দি করা হলে গুনাহ এবং এগুলোর উপকরণ তো হ্রাস পায়, তবে সম্পূর্ণ খতম হতে পারে না।[১৬০১]

তাছাড়া যেহেতু এগারো মাস শয়তান মানুষের পেছনে লেগে থাকে তাই রমজান মুবারক মাসে এগুলো বন্দি হওয়া সত্ত্বেও সংস্পর্শের প্রভাব অবশিষ্ট হতে যায়, যদিও হ্রাস পায়। যেমন, গরম লোহা আগুন হতে বের করার পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। যদিও এর উষ্ণতা আস্তে আস্তে কমাতে থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ–২ প্রসংগ : রমজানের ইসতিকবালে রোজা রেখো না (মতন পৃ. ১৪৭)

٦٨٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا

রজব এবং ر বিহীন মাসগুলোতে সবচেয়ে ফসিহ ও প্রসিদ্ধতম হলো, شهر শব্দ ব্যবহার না করা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. الروض الانف مع السيرة النبية لابن هشام، ج ١ صـــ١٥٨، كتاب المبعث فصل فى ذكر الشهر مضافا الى رمضان , উমদাতুল কারি : ১০/২৬৫, باب هل يقال رمضان او شهر رمضان الخ, রূহুল মা'আনি : ২, পারা নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬০, আয়াত নং ৮৫, ফাতহুল মুলহিম : ৩/১০৬, باب فضل س ١ ر ١٢ رمضان।

[১৫৯৮] صفد تصفيدا এর অর্থ হলো, কয়েদ করা, হাত কড়া লাগানো। -সংকলক।

[১৫৯৯] مارد শব্দের বহুবচন। অর্থ অবাধ্য। -সংকলক।

[১৬০০] আল্লামা তুরপশতি রহ. নিজ বক্তব্যের সমর্থনে মুসলিমের বর্ণনা পেশ করেছেন, যাতে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে। اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة الخ (১/৩৪৬, كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان) তবে বাস্তবতা হলো, এই বর্ণনা দ্বারা তাদের সমর্থন মুশকিল। কেনোনা, صفدت الشياطين এর বিষয়টিকে এই বর্ণনায় পরবর্তীতে سلسلت الشياطين শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। والله اعلم -সংকলক।

[১৬০১] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৪, ৫ -সংকলক।

أَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ أَفْطِرُوْا.

৬৮৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা একদিন অথবা দুদিন পূর্বে ইসতিকবালের নিয়তে রোজা রেখো না। তবে যদি এটি তোমাদের কারো পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী রাখা রোজার অনুকূল হয়ে যায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং ভঙ্গ করো। যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তাহলে ৩০ দিন গুণে নাও। তারপর রোজা মওকুফ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক সাহাবি হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। মানসুর ইবনুল মু'তামির রিবয়ি ইবনে হিরাশ সূত্রে অনেক সাহাবির সনদে অনুরূপ হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা রমজান মাস আসার আগে রমজান মনে করে আগে রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। অবশ্য যদি কেউ আগেই রোজা রাখায় অভ্যস্ত হয়, আর সে রোজা এ দিনেই হয়ে যায়, তবে তাদের মতে কোনো সমস্যা নেই।

٦٨٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَدِّمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

৬৮৫। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস আসার এক দিন বা দু'দিন পূর্বে তোমরা রোজা রেখো না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আগে হতেই রোজা রাখে তবে সে যেনো, রোজা পালন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ-৩ : সন্দেহের[১৬০২] দিন রোজা রাখা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৭)

٦٨٦ - عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ : قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوْا فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ بِهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صـ.

[১৬০২] জ্ঞানের দুটি দিক হ্যাঁ, না সমান হওয়াটাই হলো সন্দেহ। এর আবেদন হলো, এখানে যে শা'বানের ২৯ তারিখ রাতে চাঁদ প্রকাশিত হলো না, ফলে ৩০ তারিখে সন্দেহ হয় এটাকি রমজানের তারিখ না শা'বানের? অথবা রজবে শা'বানের চাঁদ অস্পষ্ট রইলো। অতপর আপনি তার সংখ্যা (৩০) পূরণ করলেন। অথচ রমজানের চাঁদ দেখা গেলো না। তখন শা'বানের ৩০ তারিখের ব্যাপারে সন্দেহ হলো, এটা কি ৩০ তারিখ না ৩১ তারিখ। -ফাতহুল কাদির। তাফসিলের জন্য দ্র. : ২/৫৪, কিতাবুস্ সওম। -সংকলক।

৬৮৬। **অর্থ :** হজরত সিলা ইবনে জুফার বলেন, আমরা আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. এর কাছে ছিলাম। সেখানে ভুনা করা একটি বকরি উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা খাও। কওমের কেউ তখন সেখান হতে সরে পড়লো। বললো, আমি রোজাদার। তারপর আম্মার রা. বললেন, যে সংশয়ের দিনে রোজা রাখলো সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আম্মার রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা ও তৎপরবর্তী তাবেয়ি অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।, সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। তারা সংশয়ের দিনে রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। তাদের অধিকাংশ এই মত পোষণ করেছেন যে, কেউ যদি এই রোজা রাখে আর এটি রমজান মাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে এর স্থলে এক দিন কাজা করে নিবে।

দরসে তিরমিযী

عن صلة بن زفر قال : كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم.

সন্দেহের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য ৩০শে[১৬০৩] শা'বান। এই দিনে যদি কেউ এই মনে করে রোজা রাখে যে, হতে পারে এটা রমজানের দিন। আমরা চাঁদ দেখিনি। তবে এই নিয়তে রোজা রাখা সমস্ত ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে তাহরিমি।[১৬০৪]

[১৬০৩] শরহে বেকায়া গ্রন্থকার সন্দেহের রাত নিরূপন করেছেন, শা'বানের ৩০ তারিখ রাত দ্বারা। দ্র. : ১/২৪৪, কিতাবুস্ সওম। তাছাড়া ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন, সন্দেহের দিন হলো, শা'বানের শেষ দিন যেটিতে শা'বানের শেষ অথবা রমজানের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। -ইনায়া বিহামিশি ফাতহিল কাদির : ২/৫৩, কিতাবুস্ সওম। এবং আল্লামা আইনি রহ. বলেন, আর সন্দেহের দিন হলো, সে দিন যেদিন সম্পর্কে লোকজন বলাবলি করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে অথচ চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়নি। অথবা কোনো একজন সাক্ষ্য দিয়েছে তারপর তার সাক্ষ্য রদ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা দুইজন ফাসিক সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে সুতরাং তাদের সাক্ষ্য রদ করে দেওয়া হয়েছে। -উমদাতুল কারি : ১০/২৭৯, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا তবে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এটি রদ করে দিয়েছেন। দ্র. ফাতহুল কাদির : ২/৫৪, كتاب صوم

তারপর অনেকে সন্দেহের দিন বাস্তবে শা'বানের এমন ৩০ তারিখ সাব্যস্ত করেছেন, যার চাঁদ উদয়স্থল পরিষ্কার হওয়া স্বত্ত্বেও মেঘ ইত্যাদির কারণে নজরে আসেনি। যার অর্থ এই হলো যে, উদয়স্থল পরিচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি চাঁদ নজরে না আসে তাহলে এটাকে সন্দেহের দিন মনে করে হবে না। মা'আরিফুস্ সুনানে (৬/৯) তাই বর্ণিত হয়েছে।

এর বিপরীত আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ দাবি করেন যে, সন্দেহের দিন হলো, শা'বানের সে ৩০ তারিখ যাতে চাঁদ উদয়স্থল পরিচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও নজরে আসেনি। তার মতে যদি উদয়স্থল মেঘমালা থাকার কারণে চাদ নাজরে না আসে তাহলে এমন দিন বাস্তবে সংশয় দিবস হবে না। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০ والله اعلم -রশিদ আশরাফ

[১৬০৪] এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, উমর, মু'আবিয়া, আয়েশা ও আসমা রা. এর মতপার্থক্য রয়েছে। তারপর এটা রমজান হিসাবে যথেষ্ট হবে। এটা হলো আওজায়ি ও সওরী রহ. এর মাজহাব। আর শাফেয়িদের একটি সুরত (অর্থাৎ, যদি সন্দেহের দিনে সতর্কতা মূলক রোজা রেখে নেয় তাহলে যদিও বৈধ নয়। তবুও যদি পরবর্তীতে এই দিনটি প্রথম রমজান প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আওজায়ি প্রমুখের মতে তার এই রোজা রমজানের প্রথম ফরজ রোজা হিসেবে আদায় হয়ে যাবে।) শাফেয়ি, আহমদ রহ. এর মতে তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি এর সংবাদ তাকে সেকাহ কোনো গোলাম অথবা মহিলা দেয়, তবে সেটি ভিন্ন ব্যাপার। উমদাতুল

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হানাফিদের মতে এটাই। তারপর যদি কেউ কোনো বিশেষ দিনে নফল রোজা রাখায় অভ্যস্ত হয় আর সে দিনটি ঘটনাক্রমে সংশয়ের দিন হয় তবে তার জন্য নফলের নিয়তে রোজা রাখা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।[১৬০৫] আর যদি অভ্যাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এই সন্দেহের দিনে নফলের নিয়তে রোজা রাখতে চায় তবে ইমামত্রয়ের মতে এটি সাধারণত নাজায়েজ।[১৬০৬] হানাফিদের মতে আম জনসাধারণের জন্য অবৈধ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বৈধ।[১৬০৭] ইমামত্রয় পেছনের অনুচ্ছেদে (باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم) বর্ণিত, আবু হুরায়রা রা. এর একটি মারফু' হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদিসটি হলো,

لا تتقدموا الشهر بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك كان يصومه احدكو الخ

এতে নিঃশর্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আম খাসের কোনো পার্থক্য নেই।[১৬০৮]

হানাফিদের বক্তব্য হলো, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ, রমজানের সন্দেহ। এ কারণেই যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই কোনো বিশেষ দিনে রোজা রাখায় অভ্যস্ত আর সে দিনটি সন্দেহের দিনে এসে যায়, তার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রোজা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেনোনা, সেখানে রমজানের সন্দেহের কোনো

কারি : ১০/২৭৯ ও ২৮০, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال الخ -সংকলক।

[১৬০৫] তিরমিযী রহ. পেছনের অনুচ্ছেদের (باب ما جاء لا تتقدمو الشهر بصوم) অধীনে আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' হাদিস, لا تتقدموا الشهر بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك كان يصومه احدكو الخ উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা রমজানের কারণে রমজান মাস আসার পূর্বে রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। যদি কেউ আগে হতেই রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয় আর সে হিসেবে এ দিনও রোজায় পড়ে যায়, তবে তাদের মতে কোনো অসুবিধা নেই।' ১/১১৫ -সংকলক।

[১৬০৬] আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, সাহাবা ও তৎপরবর্তী তাবেয়িন অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন, সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তারা সন্দেহের দিন রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। -তিরমিযী : ১/১১৬। তবে আল্লামা আইনি রহ. সংশয়ের দিনের সুরতগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তৃতীয় হলো, নফল নামাজের নিয়ত করা। এটা আমাদের মতে মাকরূহ নয়। ইমাম মালেক রহ. এমতই পোষণ করেন। আশরাফ নামক গ্রন্থে আছে, ইমাম মালেক রহ. হতে তাতে নফল নামাজ পড়া বৈধ বলে আহলে এলেম হতে বিবরণ এসেছে। (এতে বোঝা, যায় ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবও হানাফিদের অনুকূল।) এটা আওজায়ি, লাইস, ইবনে মাসলামা আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। (এতে বোঝা যায় ইমাম আওজায়ি, লাইছ ইবনে মাসলামা, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাবও হানাফিদের মতো। অথচ ইমাম তিরমিযী রহ. মালেক প্রমুখের মাজহাব এর উল্টা বর্ণনা করেছেন।والله اعلم -উমদাতুল কারি : ১০/২৮০, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال الخ -সংকলক।

[১৬০৭] হজরত জাওয়ামিউল ফিকহ নামক গ্রন্থে আছে নফলের নিয়তে সংশয়ের দিন রোজা রাখা মাকরূহ হবে না। বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র নিজের জন্য নফলের নিয়তে রোজা রাখা উত্তম। এটা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হতে বর্ণিত আছে। আর আম জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রায় সূর্য হেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা নিয়ম। মুহিত নামক গ্রন্থে আছে, সূর্য হেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা তথা খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি হতে নিজেকে বিরত রাখবে তারপর যদি রমজান স্পষ্ট হয় তাহলে রোজার নিয়ত করবে। অন্যথায় ভেঙে ফেলবে। -উমদাতুল কারি : ১০/২৮০ -সাইফি।

[১৬০৮] الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم এ যে পার্থক্যের ব্যাপারটি এ মত ইমামত্রয়েরও। এজন্য এই অনুচ্ছেদেই পেছনে বর্ণনা করা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ দিনে রোজা রাখায় অভ্যস্ত হয় আর সে দিনটি সন্দেহের দিন হয়ে যায় তবে এমন ব্যক্তির জন্য সংশয়ের দিনে রোজা রাখা ইমামত্রয়ের মতে বৈধ। -সংকলক।

সম্ভাবনা নেই। এর ওপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও কিয়াস করা হবে। যারা নিজ এলেম ও ফিকহের ভিত্তিতে সন্দেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসায় পড়বেন না। বরং খালেস নফল নিয়তে রোজা রাখবেন। অবশ্য আম জনগণ যেহেতু এসব ওয়াসওয়াসা দূর করতে সক্ষম হয় না, তাই তাদেরকে নিষেধ করা হবে রোজা রাখতে।[১৬০৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৪ : রমজানের জন্য উচিত শা'বানের চাঁদ খেয়াল রাখা (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٨٧ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ.

৬৮৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শা'বানের প্রথম তারিখের চাঁদ গুণে রাখো -এর প্রতি খেয়াল রাখো রমজানের উদ্দেশে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি আবু মু'আবিয়া রা. সূত্রে বর্ণিত বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে আমরা জানি না। তবে সহিহ হলো, মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। সেটি হলো, তোমরা রমজানের একদিন ও দুদিন পূর্বে রোজা রেখো না। অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সালামা-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে আমর লাইছির হাদিসের অনুরূপ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْإِفْطَارِ لَهُ

অনুচ্ছেদ-৫ : চাঁদ দেখে রোজা রাখা এবং ইফতার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٨٨ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا.

[১৬০৯] সংশয়ের দিনে রোজা রাখার আরো কয়েকটি পদ্ধতি আইনি রহ. বর্ণনা করেছেন-

১. অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়ত করলো। যেমন, রমজানের কাজা, মানত অথবা কাফ্ফারার রোজা। এটাও মাকরূহ। তবে এই মাকরূহ হালকা। যদি স্পষ্ট হয় যে, এটি শা'বান তাহলে অনেকে বলেছেন, এটা নফল হয়ে যাবে। আর অনেকে বলেছেন, যেই ওয়াজিবের নিয়ত করে রোজা রেখেছে, তা হতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম। মুহিতে আছে এটাই সহিহ।

২. আসল নিয়তেই দোদুল্যমানতা। যেমন, এমন নিয়ত করলো, যদি আগামীকাল রমজান হয় তবে আগামীকাল রোজা রাখবে। আর যদি শা'বান হয় তাহলে রোজা রাখবে না। এমতাবস্থায় সে রোজাদার হবে না।

৩. রোজার সিফতের ব্যাপারে দোদুল্যমান থাকবে। যেমন, নিয়ত করলো, আগামীকাল যদি রমজান হয়, তাহলে রমজানের রোজা রাখবে। আর যদি শা'বান হয়, তাহলে অন্য কোনো ওয়াজিব আদায় করবে। এটা মাকরূহ।

৪. নিয়ত করলো যে, আগামীকাল রমজান হলে রমজানের রোজা রাখবে। আর শা'বান হলে নফল রোজা রাখবে। এটা মাকরূহ। -উমদাতুল কারি : ১০/২৮০,باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا الخ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফাতহুল মুলহিম : ৩/১০৭, ১০৮,باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال আওজাযুল মাসালিক : ৩/৮৩, ৮৪ صيام اليوم الذى يشك فيه -রশিদ আশরাফ।

৬৮৮। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজানের পূর্বে রোজা রেখো না। রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখো ও চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করো। যদি চাঁদের সামনে মেঘখণ্ড প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা, আবু বকরা ও ইবনে উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক সূত্রে তার হতে হাদিসটি বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.

এই হাদিসটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মাস প্রমাণিত হওয়া নির্ভর করে চাঁদ দেখার ওপর, এর অস্তিত্বের ওপর নয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধু হিসাবের মাধ্যমে চাঁদ দিগন্তে থাকা বা না থাকার সিদ্ধান্ত দিয়ে মাস প্রমাণিত হতে পারে না। এর স্পষ্ট দলিল হলো, এক হাদিসে এরশাদ রয়েছে-[১৬১০] فان غم عليكم فاقدروا

[১৬১০] সহিহ বোখারি : ১/২৫৬, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا الخ. হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিস। পূর্ণ হাদিসটি এমন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোজা রেখো না। চাঁদ দেখা পর্যন্ত তোমরা ঈদের জন্য রোজা ভেঙো না এবং যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তাহলে হিসাব লাগিয়ে নাও।

ইবনে আব্বাস রা. এরই একটি বর্ণনা এমন বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাস ২৯ রাতে। সুতরাং তোমরা চাঁদ না দেখে রোজা রেখো না। যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তাহলে হিসাব ৩০ দিন পূর্ণ করে নাও। -সহিহ বোখারি। সূত্র ওই।

মুফতি শফি সাহেব রহ. স্বীয় পুস্তিকা رؤيت هلال এ (পৃষ্ঠা : ১৫, 'মাসআলা চাঁদের অস্তিত্বের নয়, বরং দেখা ও প্রত্যক্ষ করার') এই দুটি হাদিস উল্লেখ করার পর এ বিষয়ে উত্তম আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, এই দুটি হাদিস হাদিসের অন্যসব সেকাহ কিতাবাদিতেও বিদ্যমান রয়েছে। যেগুলোর ওপর কোনো মুহাদ্দিস কালাম করেননি এবং এই দুটি হাদিসে রোজা রাখা এবং ঈদ করার নির্ভরতা রেখেছেন, চাঁদ দেখার ওপর। رؤيت শব্দটি আরবি ভাষায় প্রসিদ্ধ। যার অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে চোখে দেখা। এ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে যদি ব্যবহার করা হয়, তবে সেটি প্রকৃত অর্থ নয়, রূপক। সুতরাং এরশাদে নববীর সারনির্যাস এই হলো যে, সমস্ত শরয়ি বিধিবিধান যেগুলো চাঁদ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোতে চাঁদ হওয়ার অর্থ হলো, সাধারণ চোখে পরিদৃষ্ট হওয়া। এতে বোঝা গেল, আহকামের নির্ভরশীলতা দিগন্তে চাঁদের অস্তিত্বের ওপর নয়। বরং দেখার ওপর। যদি দিগন্তে চাঁদ বিদ্যমান থাকে তবে কোনো কারণে দর্শনযোগ্য না হয়, তাহলে শরয়ি আহকামে এই অস্তিত্ব ধর্তব্য হবে না।

এই অর্থটিকে এই হাদিসের শেষ বাক্যটি আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। যাতে বলা হয়েছে, যদি চাঁদ তোমাদের হতে গোপন থাকে অর্থাৎ, তোমাদের চোখগুলো তা দেখতে না পায় তাহলে তোমাদের ওপর এই দায়িত্ব চাপানো হয়নি যে, অংকের হিসাব লাগিয়ে চাঁদের অস্তিত্ব ও জন্ম জেনে নাও এবং এর ওপর আমল করো। অথবা দর্শনযন্ত্র এবং দুরবিনের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করো। বরং তিনি বলেছেন, 'যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তবে ৩০ দিন পূর্ণ করে মাস শেষ মনে করো।' এখানে غم শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ আরবি বাগধারায় কামুস ও শরহে কামুস সূত্রে এই,

غم الهلال على الناس غما اذا حال دون الهلال غيم رقيق او غيره فلم ير الهلال على الناس

তখন বলা হয়, যখন নতুন চাঁদের মাঝে মেঘ অথবা অন্য কোনো বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, আর চাঁদ না দেখা যায়।' - তাজুল আরূস শরহে কামুস। যা দ্বারা বোঝা গেলো, চাঁদের অস্তিত্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকার করে এই হুকুম দিয়েছেন। কেনোনা, গোপন হওয়ার জন্য মওজুদ থাকা আবশ্যক। যে জিনিস অস্তিত্ববানই নয়, সেটাকে বলা হয় 'মাদুম' বা অস্তি

لہ[১৬১১] যার অর্থ হলো, মেঘ ইত্যাদি যদি প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা জরুরি। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে পরবর্তীতে এই শব্দ বর্ণিত আছে, فان حالت دونه غياية فاكملو ثلاثين يوما। যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা তখনকার বিবরণ যখন চাঁদ দিগন্তে মওজুদ থাকে, তবে কোনো যৌগিক কারণে নজরে আসতে পারছে না, তখনও ত্রিশ দিন পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম তারিখের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ওপর হিসাবের ওপর শরিয়ত এজন্য নির্ভর করেনি যে, যদি এমন করা হতো তাহলে এর দ্বারা শুধু সুসভ্য অঞ্চলগুলোই উপকৃত হতে পারতো। গ্রাম এবং জঙ্গল-ময়দানে যারা থাকে তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। অথচ শরিয়ত সবার জন্য ব্যাপক।[১৬১২] তাছাড়া হিসাবের পদ্ধতি যতোই উন্নত হোক তা সত্ত্বেও এগুলোতে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। এর বিস্তারিত[১৬১৩] বিবরণ হলো, হিসাবগুলোর মৌলিক নীতিমালা অধিকাংশ সময় অকাট্য হয়। তবে যখন এসব মৌলিক নীতিমালাকে

ত্বহীন। এটাকে বাকধারায় মাসতুর বা গোপন বলা হয় না। এবং এটাও জানা গেলো যে, চাঁদ গোপন হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি কারণ থাকলে যখন চাঁদ দৃষ্টি হতে গোপন থাকবে তা দেখা না যাবে, তখন শরয়ি হুকুম হলো, রোজা ঈদ ইত্যাদিতে তা ধর্তব্য হবে না।

সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস দ্বারা এর অতিরিক্ত সমর্থন হয়। যাতে উল্লেখ রয়েছে, কিছু সংখ্যক সাহাবি উমরার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে চাঁদের ওপর নজর পড়লো। তখন চাঁদের আকার বড় এবং উজ্জ্বলতা দেখে পরস্পরে আলোচনা হলো, কেউ বললেন, এটি দুই রাতের চাঁদ। কেউ বললেন, তিন রাতের। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটি সর্ব প্রথম কোন্ রাতে দেখেছো? বলা হলো, অমুক রাতে দেখা গেছে। ইবনে আব্বাস রা. বললেন,

ان رسول الله باب بيان ان لكل بلد رويتهم وانهم، صلى الله عليه وسلم مده للروية فهو لليلة رأيتموه اذا رأوا الهلال ببلده يثبت حكمه لما بعد غنهم.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি দেখার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সুতরাং এটা সে রাতের চাঁদ মনে করা হবে যে রাতে তা তোমরা দেখেছো। -সহিহ মুসলিম : ১/৩৪৮,

باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلده يثبت حكمه لما بعد عنهم.

এর দ্বারা এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এখানে বিষয়টি চাদের অস্তিত্বের নয়। বরং এটিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য হওয়ার, আর দুরবিনের মাধ্যমে সূর্য রশ্মি হতে গোপন চাঁদ দেখে নেওয়া অথবা উড়োজাহাজে উড্ডয়ন করে মেঘের ওপর যেয়ে চাঁদ দেখা সাধারণ দর্শন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। আর কোনো জিনিস দর্শনযোগ্য হওয়া বা দেখা যাওয়া এই বিষয়টি না বিজ্ঞানের, না আবহাওয়া বিভাগের, না মহাকাশ বিভাগের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে। এটা সাধারণ ঘটনার ব্যাপার। যদি কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ধারিত জায়গায় কোনো ঘটনা দেখার দাবিদার হয়, আর অন্যরা বলে, আমরা তখন সেখানে ছিলাম, আমরা এ ঘটনা দেখিনি তাহলে এর ফয়সালা না আবহাওয়া বিভাগের কাছে যাওয়ার বিষয়, না আকাশ বিভাগ ও অংক শাস্ত্রের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে। এর সিদ্ধান্ত ইসলামি আদালত সমূহের শরয়ি বিচারক, সাধারণ, হুকুমতের কোনো জজই করতে পারেন না, যিনি সাক্ষীদের অবস্থা বিবরণ পরখ করে সেকাহ গাইরে সেকাহ সাক্ষ্য অনুভব করতে পারেন।

যদি বিষয়টি চাঁদের অস্তিত্বের হতো তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি শরয়ি বিচারক অথবা জজের দেখার কোনো জিনিস নয়। এটা মহাকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। কোনো বিচারক বা জজ ও যদি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন তাহলে মহাকাশ বিশেষজ্ঞদের বিবরণের ভিত্তিতেই করতেন। -সংকলক।

[১৬১১] এই অর্থবোধক আরেকটি হাদিস বোখারিতে (১/২৫৬) নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত আছে- صوموا لرؤيته وافطروا لرو يته فان اغمى عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين -সংকলক।

[১৬১২] দ্র. رؤيت هلال পৃষ্ঠা : ২১। 'চাঁদের ব্যাপারে দর্শন শর্তের হিকমত ও উপকারিতা।' -সংকলক।

[১৬১৩] দ্র. رؤيت هلال পৃষ্ঠা : ২৬-৩২।

শাখাগুলোর সঙ্গে মিলানো হয় তখন এতে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। যেমন, এটাতো অকাট্য যে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। তবে দুই সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যে, বাস্তবে এটি দুইই, এর চেয়ে একটুও কম বেশি নয়। এতে ইন্দ্রিয় ধোঁকা খেতে পারে। আর যদি এতে এক সুতারও পার্থক্য হয়ে যায় তখন সেটা সামনে যেয়ে শত-সহস্র মাইলের ব্যবধান সৃষ্টি করে। তাই অংকের প্রসিদ্ধ আবু রায়হান আল-বেরুনি নিজ গ্রন্থ আল-আছারুল বাকিয়াতে[১৬১৪] স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, প্রথম তারিখের চাঁদ সম্পর্কে অকাট্য হিসাব করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আবু রায়হান আল-বেরুনি অংকের সবচেয়ে বড় তত্ত্ব জ্ঞানী ইমাম। যার সম্পর্কে রুশ বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন, আমরা রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহগুলো তৈরি করেছি তার তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে।[১৬১৫] সুতরাং শরিয়ত এই হিসাবের জটিলতার ওপর এসব আহকামের ভিত্তি স্থাপনের পরিবর্তে চাঁদ দেখার ওপর বুনিয়াদ রেখেছেন।[১৬১৬] প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যা সর্বদা ও সর্বত্র কাজ দিতে পারে। এই মাসআলাটির অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য মুফতি শফি সাহেব রহ. এর পুস্তিকা رؤیت هلال[১৬১৭] দ্রষ্টব্য।

[১৬১৪] এই কিতাবের পূর্ণ নাম الاثار الباقية عن القرون الخالية। এই গ্রন্থটি একজন জার্মান ডাক্তার সি এডওয়ার্ড সাখাও এর টীকা সহকারে লেজাক হতে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে দর্শন যন্ত্রপাতির এসব ফলাফল অনিশ্চিত হওয়ার বিষয়টিকে সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞের সর্বসম্মত মত বলে উল্লেখ করেছেন। এর শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত,

ان علماء الهيئة مجمعون على ان المقادير المفروضة فى اواخر اعمال رؤية الهلال هى ابعاد لم يوقف عليها الا بالتجربة وللمناظر احوال هندسية يتفاوت لاجلها المحسوس بالبصر فى العظم والصغر وفيما اذا تأملها متأمل منصف لم يستطع بت حكم على وجوب رؤية الهلال او امتناعها.

'এ ব্যাপারে অংক ও জ্যামিতি শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, চাঁদ দর্শনের বাস্তবতার জন্য যেসব পরিমাণ মেনে নেওয়া হয় সেগুলো সব শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যেতে পারে। আর দৃশ্যের অবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেগুলোর ফলে পরিদৃষ্ট বস্তু পরিমাণগতভাবে ছোট বড় হওয়ার ব্যবধান হতে পারে। পরিবেশগত ও আকাশের অবস্থা এমন যে, এগুলোতে যেই চিন্তা ফিকির করবে সে চাঁদ দর্শন হওয়া না হওয়ার কোনো সুনিশ্চিত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত কখনও দিতে পারবে না।' -আছারে বাকিয়া : ১৯৮, ছাপা : ১৯২৩ লেজাক, رؤیت هلال পৃষ্ঠা : ৩০-৩২ -সংকলক।

[১৬১৫] رؤیت هلال পৃষ্ঠা : ৩০।

[১৬১৬] এখানে এই সন্দেহ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের ব্যাপারে যে দর্শনকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন, অস্তিত্ব ধর্তব্যে আনেননি। এর কারণ এই ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চোখে দেখা ব্যতীত চাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পদ্ধতিগুলো প্রচলিত ছিলো না। এমন যন্ত্রপাতি ছিলো না, যেগুলো দ্বারা দিগন্তে চাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়।

যারা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাদের কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, অংক শাস্ত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ হতে অনেক পূর্বে পৃথিবীতে প্রচলিত ছিলো। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যুগে মিসর, সিরিয়া ও হিন্দুস্তানে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এসব বিষয়ে নেহায়েত বিশুদ্ধ পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারতো এবং খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ, হজরত ফারুকে আজম রা. এর জামানায় তো মিসর ও সিরিয়ায় ইসলামের ছায়াতলে এসেছিলো। এগুলো ছিলো মুসলমানদের অধীনস্থ। সব ধরণের বিষয় বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান ছিলেন। যদি মেনে নিই, রেসালত যুগে এমন যন্ত্রপাতি দুষ্প্রাপ্য ছিলো এ কারণে এই হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তাহলে ফারুকে আজম রা. এর মতো শাসক কখনও, অপারগতা অথবা উপকরণ না পাওয়ার কারণে যে হুকুম দেওয়া হয়েছিলো এটাকে বর্তমানেও অবশিষ্ট রাখা কোনো ক্রমে বরদাশত করতেন না। তবে ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, পুরো খেলাফতে রাশেদা এবং এর পরবর্তী গোটা ইসলামি জগতে এই মূলনীতিই মানা হয়েছে। এর ওপরই উম্মতের আমল অব্যাহত ছিলো। رؤیت هلال পৃষ্ঠা : ১৯, ২০ সংকলক।

[১৬১৭] এই পুস্তিকাটি ইদারাতুল মা'আরিফ দারুল উলূম করাচি হতে প্রকাশিত হয়েছে। এটি এ বিষয়ক একটি ব্যাপকতম পুস্তিকা। আম খাস নির্বিশেষে সবার জন্য জরুরি। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম নিম্নেযুক্ত,

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ–৬ প্রসংগ : মাস হয় ঊনত্রিশ দিনে (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٨٩ – عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض : قَالَ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِيْنَ.

৬৮৯। **অর্থ :** হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ৩০ দিন রোজা রাখা অপেক্ষা আমরা ২৯ দিন রোজা বেশি রেখেছি। (দা-১৪, সওম : ৪, নং ২৩২২)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, আবু হুরায়রা, আয়েশা, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আনাস, জাবের, উম্মে সালামা ও আবু বকরা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ২৯ দিনে মাস হয়।

٦٩٠ – عَنْ أَنَسٍ رض : أَنَّهُ قَالَ آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ نِسَاءِهٖ شَهْرًا فَأَقَامَ فِيْ مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ.

৬৯০। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের কাছে এক মাস সময় পর্যন্ত না যাওয়ার কসম করেছেন। তারপর তিনি ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত তার রুমে অবস্থান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এক মাসের জন্য ঈলা করেছেন। শুনে তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ–৭ : সাক্ষ্যের মাধ্যমে রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٩١ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض : قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ ! أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا.

'চাঁদ দর্শনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার।' 'বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ,' 'ঈদ অথবা কোরবানির ঈদ আমাদের উৎসব নয়, ইবাদত,' 'বিষয় চাঁদের অস্তিত্বের নয়, বরং দর্শনের,' 'চাঁদের ব্যাপারে দর্শনের শর্তের হিকমত ও উপকারিতা,' 'ইসলামে সৌরের পরিবর্তে চান্দ্র হিসাব গ্রহণ করার হিকমত।' 'নামাজের সময় যন্ত্র এবং ঘড়ির ব্যবহার কেনো?', 'অংকের হিসাব ও গবেষণা যন্ত্রপাতির ফলাফল সুনিশ্চিত নয়।' সারা দেশে একই ঈদের বিষয়', 'গোটা দুনিয়ায় ইবাদতের একই সময় সম্ভব নয়', 'একই ঈদ ও সমান ঈদের চিন্তা কেনো?' 'প্রাচীন যুগে মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি', আজকের মুসলমানদের জন্য কর্মপন্থা', 'রেডিওর মাধ্যমে দেশে একই ঈদের শরয়ি মর্যাদা', চাঁদ দেখার জন্য শরয়ি সাক্ষ্যের মূলনীতি', 'খবর এবং সাক্ষ্যের মধ্যে ব্যাবধান', 'চাঁদ দেখার জন্য সাক্ষ্য জরুরি, না সত্য সংবাদ যথেষ্ট', 'চাঁদ দেখার জন্য সাক্ষ্যের শর্তাবলি', 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা', চাঁদের ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্রপাতির খবরের মর্যাদা', ইত্যাদি। -সংকলক।

৬৯১। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক বেদুইন এসে বললো, আমি মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই? তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, বিলাল! লোকজনের মাঝে ঘোষণা দাও, তারা যেনো আগামী কাল রোজা রাখে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু কুরাইব-হুসাইন আল-জু'ফি-যায়িদা-সিমাক ইবনে হরব এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটিতে মতপার্থক্য রয়েছে। সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ সিমাক ইবনে হরব সূত্রে ইকরামার সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। সিমাকের অধিকাংশ ছাত্র সিমাক সূত্রে ইকরিমার সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন মুরসাল আকারে।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিসের ওপর অধিকাংশ আলেমের মতে আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, রোজার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এমতই পোষণ করেন, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও কুফাবাসী। ইসহাক রহ. বলেছেন, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত রোজা রাখা যাবে না। আলেমগণ রোজা মওকুফ করার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করেন না যে, এ ব্যাপারে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করা হবে না।

উদয়স্থল যদি পরিষ্কার না হয় অর্থাৎ, কোনো মেঘ বা ধুলোবালি অথবা ধোঁয়া ইত্যাদি দিগন্তে এমনভাবে ছেয়ে আছে যা চাঁদকে ঢেকে রেখেছে, তাহলে রমজান ব্যতীত অন্য মাসের জন্য দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো, সাক্ষীর গুণাবলি[১৬১৮] তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে

[১৬১৮] অর্থাৎ, ১. সাক্ষী মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের সাক্ষ্য রোজার চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না। ২. জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগলের সাক্ষ্য কোনো ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ৩. বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগ বাচ্চার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। ৪. দ্রষ্টা হওয়া, অন্ধ না হওয়া। সুতরাং (চাঁদ দেখার ব্যাপারে) অন্ধের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। ৫. সাক্ষী আদেল বা দীনদার হওয়া। এটা সাক্ষ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যেটি প্রতিটি সাক্ষ্যে জরুরি মনে করা হয়। (এই শর্তের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. رویت هلال পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৮। ৬. সাক্ষ্যের শর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো শাহাদত বা সাক্ষ্য দান বোধক শব্দ। এটা ব্যতীত কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এর কারণ, সাক্ষ্য শব্দের মধ্যে হলোফ ও কসমের অর্থও আছে এবং ঘটনার স্বয়ং চাক্ষুস দর্শনের স্বীকারোক্তিও আছে। সুতরাং প্রতিটি সাক্ষ্যের জন্য আবশ্যক হলো, নিজের বিবরণ পেশ করার পূর্বে এ কথা বলা যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক ঘটনা এমন হয়েছে। যার অর্থ এই হলো, আমি হলোফ করে বিবরণ দিচ্ছি যে, অমুক ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ৭. একটি শর্ত হলো, যে ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেটা চাক্ষুস নিজে দেখেছে, শুধু শোনা কথা নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ ওজরের কারণে সাক্ষ্যের জন্য উপস্থিত হতে না পারে তবে সে নিজের সাক্ষ্যের ওপর দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রী লোককে সাক্ষী বানিয়ে বিচারকের মজলিসে পাঠাতে পারে। তখন তাদের সাক্ষ্য একজনের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হবে। ৮. অষ্টম শর্ত হলো, বিচারের মজলিস। অর্থাৎ, সাক্ষ্যের জন্য আবশ্যক হলো, বিচারকের মজলিসে স্বয়ং হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া। সুতরাং পর্দা কিংবা দূর হতে চিঠির মাধ্যমে কিংবা টেলিফোনে বা ওয়্যারলেসে, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে কেউ সাক্ষ্য দিলে সেটি সাক্ষ্য নয়। বরং এটি শুধু একটি খবর। সুতরাং যেসব লেনদেন ও বিষয়াবলিতে খবর যথেষ্ট সেগুলোতে এর ওপর আমল বৈধ হবে। যেসব লেনদেনে দলিলের জন্য সাক্ষ্য আবশ্যক সেগুলোতে খবর যথেষ্ট মনে করা হবে না। যদিও আওয়াজ চেনা যাক এবং কথক সেকাহ ও সাক্ষ্যযোগ্য হোক না কেনো।

এ সমস্ত শর্ত শরায়েত রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আবশ্যক।

প্রকাশ থাকে যে, সাক্ষ্য এবং খবর দুটি আলাদা আলাদা বিষয়। এগুলোতে অনেক পার্থক্য আছে। কোনো কোনো কথা খবর হিসাবে গ্রহণযোগ্য ও সেকাহ হয়। তবে সাক্ষ্য হিসেবে অগ্রহণযোগ্য হয়। ইসলামি শরিয়তে এ দুটির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ও

এবং স্বয়ং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিতে হবে, অথবা এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমাদের সামনে অমুক শহরের বিচারপতির সামনে সাক্ষ্য পেশ হয়েছে। বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণ করে রমজান অথবা ঈদের সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন।

আর উদয়স্থল যদি পরিষ্কার হয় অর্থাৎ, এমন ধুলোবালি, ধোঁয়া অথবা মেঘ ইত্যাদি দিগন্তে ছেয়ে নেই যা চাঁদ দেখার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তা সত্ত্বেও কোনো জনপদ বা শহরের সাধারণ লোকজন চাঁদ দেখতে পারেনি, তবে এখন দুই ঈদের নতুন চাঁদের জন্য শুধু দুজন সাক্ষীর এই বিবরণ ধর্তব্য হবে না যে, আমরা এই জনপদ অথবা শহরে চাঁদ দেখেছি। বরং এমতাবস্থায় একটি বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। যারা বিভিন্ন দিক হতে আসবে এবং স্ব-স্ব স্থানে চাঁদ দেখার বিবরণ দিবে। কোনো যোগ সাজস-ষড়যন্ত্রের সন্দেহ থাকবে না এবং দলের আধিক্যের কারণে এটা যুক্তিগতভাবে বিশ্বাস করা যায় না যে, এতো বিরাট দল মিথ্যা বলতে পারে। এই দলের সংখ্যা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। অনেকে ৫০ জনের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে সহিহ হলো, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা শরয়িভাবে নির্ধারিত নয়। যতোটুকু সংখ্যা দ্বারা একিন হয়ে যাবে যে সবাই মিলে মিথ্যা বলতে পারে না সে সংখ্যাই যথেষ্ট। চাই ৫০ হোক বা এর চেয়ে কম বেশি। অবশ্য রমজান ও দুই ঈদের নতুন চাঁদ ব্যতীত অবশিষ্ট নয় মাসের চাঁদের ব্যাপারে চাই মেঘ থাকুক অথবা উদয়স্থল পরিষ্কার হোক, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট এসব মাসের চাঁদ দেখার প্রতি। (শামি : ৬/১৫৬) কারণ, সাধারণত গুরুত্বারোপ করা হয় না।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে শুধু রমজানের চাঁদের জন্য উদয়স্থল একজন সেকাহ মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর সাক্ষ্যও যথেষ্ট। কেনোনা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য আবশ্যক নয়। বরং খবর যথেষ্ট। তবে উদয়স্থল পরিষ্কার হওয়ার সুরতে এখানেও বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। এখন যথেষ্ট হবে[১৬১৯] না[১৬২০] এক দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য।

পরিষ্কার। আজ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার আদালতগুলোতেও এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য আইনগতভাবে সংরক্ষিত। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, সংবাদ-পত্র এবং চিঠির মাধ্যমে যেসব খবর পৃথিবীতে প্রচারিত হয়, এগুলোর প্রচারক বা লেখক যদি কোনো সেকাহ ব্যক্তি হন তবে খবর হিসেবে এগুলো সারা দুনিয়াতে গ্রহণ করা হয়। এর ওপর নির্ভর করে লক্ষ কোটি কাজ কারবার হয়। গোটা দুনিয়ার লেনদেন এসব খবরের ওপর চলে। আদালত সমূহও খবর হিসেবে এগুলোকে মেনে নেয়। তবে কোনো মুকাদ্দমা এবং লেনদেনের সাক্ষ্য হিসেবে এসব খবরকে পার্থিব কোনো আদালত গ্রহণ করে না এবং এমন খবরের ভিত্তিতে কোনো মুকাদ্দামার সিদ্ধান্ত দেয় না। বরং সাক্ষী কর্তৃক মেজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি সাব্যস্ত করে। যাতে তাকে জেরা করা যায় এবং চেহারা ইত্যাদির ধরণ দেখে তাকে পরখ করা যায়। এই হুকুমই ইসলামি শরিয়তের। কেনোনা, খবর আবশ্যক সাব্যস্তকারি কোনো দলিল নয় বা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো দলিল নয়। যা অন্যদেরকে মানার এবং নিজের হক ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারে, যে সংবাদদাতার দীনদারি ও সততার ওপর ভরসা করবে সে মেনে নিবে। আর যে ভরসা করবে না তাকে মানার জন্য বাধ্য করা যাবে না। তবে সাক্ষ্য এর বিপরীত। এটি চাপ সৃষ্টিকারক দলিল। যখন শরয়ি সাক্ষ্য দ্বারা কোনো ব্যাপারে দলিল বিচারক বা জজ মেনে নিবেন তখন বিচারক বা জজ সে মুতাবেক ফয়সালা দিতে বাধ্য, বিবাদী এটা মেনে নিতে বাধ্য। অথচ চাপ সৃষ্টি ও বাধ্য করা শুধু খবর দ্বারা হয় না।

এই পূর্ণ তাফসিল رؤیت ہلال পৃষ্ঠা ৪২-৫০ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৬১৯] এর পূর্ণ তাফসিল সংকলক কর্তৃক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে رؤیت ہلال পৃষ্ঠা : ৫২, ৫৩ হতে গৃহীত।

[১৬২০] মনে রাখবেন, যদি দিনে চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই, এই দর্শন সূর্য হেলার পূর্বেই হোক বা পরে। আর যদি গত রাতে দর্শনের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে যদি এটি রমজানের প্রথম তারিখের চাঁদ হয় তাহলে সে অবশিষ্ট দিন রোজা রাখবে। যদি খেয়ে ফেলে তবে এটি কাজা করবে। আর যদি না খেয়ে থাকে এবং বড় চাশতের পূর্ব পর্যন্ত রোজা রাখে তাহলে রোজা রাখবে, এর কাজা করতে হবে না। এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব। তাঁদের মতে মূলনীতি হলো, দিনে চাঁদ দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়। দর্শন গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা সূর্যাস্তের পর

بَابُ مَا جَاءَ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ

অনুচ্ছেদ–৮ : ঈদের দুই মাস[১৬২১] কমা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٩٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

৬৯২। **অর্থ :** হজরত আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদের দুমাস কম হয় না। সে দুমাস হলো, রমজান ও যিলহজ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু বকরা রা. এর হাদিসটি حسن। এ হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আহমদ রহ. বলেন, ঈদের দুই মাস কম হয় না- এই হাদিসের অর্থ তিনি বলতে চান যে, এ দুটি মাস তথা রমজান ও জিলহজ একই বছর কম হয় না। যদি এই দুটির একটি কম হয় তবে অপরটি হয় পরিপূর্ণ।

ইমাম ইসহাক রহ. বলেছেন, এর অর্থ হলো, উভয়টি কম পড়ে না। তিনি বলতে চান, যদি উনত্রিশ দিনে (মাস) হয় তবে এটি কমতি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ। ইসহাক রহ. এর মাজহাব মুতাবেক দুই মাস এক সঙ্গে একই বছরে কম হয়।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য আছে।

১. এ দুটি মাস এক সঙ্গে একই বছরে কম হয় না।

এটা আহমদ রহ. এর বক্তব্য। যেমন, তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ হলো, এক বছরে রমজান এবং জিলহজ দুটি মাস ২৯ দিনে হয় না। এগুলোর মধ্য হতে একটি যদি উনত্রিশ দিনের হয় তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই হবে ত্রিশ দিনের। তবে এই বক্তব্যটি দিব্যি দৃষ্টির বিপরীত এবং সুস্পষ্ট ভুল।

হয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে তাতে তাফসিল রয়েছে। এর জন্য দ্র. ফাতাওয়া শামি। তাতে রয়েছে যে, চার মাজহাবের ইমাম চতুষ্টয় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সহিহ কথা হলো, দিনে চন্দ্র দেখার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। রাত্রে দেখলে সেটাই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে। -মা'আরিফ : ৬/২৩ -সংকলক।

[১৬২১] যদি প্রশ্ন করা হয়, রমজান মাসকে কিভাবে ঈদের মাস নামকরণ করা হলো? অথচ ঈদ তো হলো, শাওয়াল মাসে? ইমাম আছরাম রহ. এর দুটি জবাব দিয়েছেন- ১. কোনো কোনো সময় শাওয়ালের চাঁদ সূর্য হেলার পর রমজানের দিনের শেষভাগে দেখা যায়। ২. যখন রোজার নিকটবর্তী হয়ে যায় তখন আরবের লোকজন নিকটবর্তী জিনিসের দিকে ঈদের সম্বোধন করে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, আমি বলবো, হাদিসের কোনো কোনো শব্দে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে যে, রমজান মাসে ঈদ হয়। ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর-শু'বা -খালেদ আল হাজ্জা-আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরা-তাঁর পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন- দুটি মাস কম পড়ে না। তন্মধ্যে প্রত্যেকটিতে ঈদ রয়েছে। একটি হলো, রমজান, অপরটি জিলহজ। এর সনদ সহিহ। উমদাতুল কারি : ১০/২৮৫, باب شهرا عيد لاينقصان -রশিদ আশরাফ সাইফি।

২. এ দুটি মাস আহকামের ক্ষেত্রে কম হয় না। অর্থাৎ, এগুলোতে আহকাম পরিপূর্ণ। যদিও এ দুটি মাস ২৯ দিনেই হোক না কেনো, আহকাম এগুলোর ওপর পূর্ণ ৩০ দিনের জারি হবে। ইমাম তাহাবি[১৬২২] ও বায়হাকি[১৬২৩] রহ. এই বক্তব্যটি অবলম্বন করেছেন।

৩. একই বছরে এ দুটি মাস একই সঙ্গে বেশির ভাগ কম হয় না। এমন যদিও বাস্তবে নগণ্য হয়ে থাকে। হাফেজ রহ. এ ব্যাখ্যা ফাতহুল বারিতে[১৬২৪] বর্ণনা করেছেন।

৪. এ দুটি মাস বাস্তবে একই সঙ্গে কম হয় না। যদিও কোনো ওজরের কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে উনত্রিশ দিন জানাও যায়, তবুও বাস্তবে উভয়টি ২৯ দিনের হবে না।

৫. ফজিলতের দিক দিয়ে এ দুটি মাস কম হয় না। অর্থাৎ, জিলহজের দশ দিনও ফজিলতের দিক দিয়ে রমজানের মতো।[১৬২৫]

৬. এ দুটি মাস কোনো নির্দিষ্ট বছরে কম হয় না। এটা হলো, সে বছর যে বছর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি[১৬২৬] বলেছিলেন।

৭. অনেকে এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।[১৬২৭] অর্থাৎ, এই মাসগুলো কখনও ২৯ দিনে হয় না। তবে এই বক্তব্যটি দিব্যিদৃষ্টির খেলাফ ও সুস্পষ্ট বাতিল।

৮. এই দুটি মাসে দিনের হিসেবে যদিও বাস্তবে কিছু কম হয় তবুও এর ক্ষতিপূরণ এই দুটি মাসের মহান শানের দ্বারা হয়ে যাবে। সুতরাং এই দুটিকে ত্রুটি যুক্ত বলা বা কম হয়েছে বলা উচিত নয়।[১৬২৮]

৯. ইসহাক রহ. এর মতে এই দুটি মাস যদি দিনের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করে কমও হয় তবুও সওয়াবগতভাবে কম হবে না।[১৬২৯] এসব বক্তব্যের মধ্য হতে সর্বশেষটি[১৬৩০] প্রধান[১৬৩১]।

[১৬২২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৭৬, باب معنى قول رسول الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان و ذو الحجة -সংকলক।

[১৬২৩] সুনানে কুবরা : ৪/২৫১, باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامه-সংকলক।

[১৬২৪] ৪/১০৭, باب شهرا عيد لا ينقصان رمضان و ذو الحجة -সংকলক।

[১৬২৫] ওপরযুক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম নম্বরের ব্যাখ্যাটি ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১/২৮৫, باب شهرا عيد لا ينقصان তাছাড়া পঞ্চম ব্যাখ্যাটি আল্লামা খাত্তাবি রহ.ও বর্ণনা করেছেন। দ্র. মা'আলিমুস্ সুনান ফি যায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরী : ৩/২১২, باب الشهر يكون تسعا وعشرين-সংকলক।

[১৬২৬] এটি ইবনে বাযবাযাহ রহ.ও বর্ণনা করেছেন। তার আগে বর্ণনা করেছেন, আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ। মুহিব তাবারি আবু বকর ইবনে ফূরাক হতে বর্ণনা করেছেন। -ফাতহুল বারি : ৪/১০৭, باب شهرا عيد لاينقصان-সংকলক।

[১৬২৭] ফাতহুল বারি : ৪/১০৬ -সংকলক।

[১৬২৮] এই বক্তব্য করেছেন, জায়ন ইবনুল মুনীর রহ.। -ফাতহুল বারি : ৪/১০৭, সংকলক।

[১৬২৯] ১. ফাতহুল বারি : ৪/১০৬, باب شهرا عيد لا يقصان

[১৬৩০] মা'আরিফুস্ সুনানে (৬/২৭) আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এই বক্তব্য করেছেন। -সংকলক

[১৬৩১] দ্র. ১. ফাতহুল বারি : ৪/১০৬-১০৮, باب شهرا عيد لا ينقصان। ২. উমদাতুল কারি : ১০/২৮৪-২৮৬, باب شهرا عيد لا ينقصان। ৩. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২৫-২৯ সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

অনুচ্ছেদ–৯ : প্রত্যেক শহরবাসীর নিজেস্ব চাঁদ দেখার প্রয়োজনীয়তা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৪৮)

٦٩٣ - أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ : أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رض بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكَمِّلَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ قَالَ لَا هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

৬৯৩। **অর্থ :** হজরত কুরাইব রহ. বলেন যে, উম্মুল ফজল বিনতে হারেস তাকে মু'আবিয়া রা. এর নিকট শামে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি শামে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। আর তখন আমার ওপর উদয় হলো রমজানের প্রথম চাঁদ। আমি তখন শামে। প্রথম তারিখের চাঁদ দেখলাম জুমআর রাতে। তারপর মাসের শেষে মদিনায় এলাম। তারপর হজরত ইবনে আব্বাস রা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি প্রথম তারিখের চাঁদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছো? বললাম, আমরা চাঁদ দেখেছি জুমআর রাত্রে। তিনি বললেন, তুমি চাঁদ দেখেছো জুমআর রাতে? বললাম, লোকজন দেখেছে। তারপর তারা রোজা রেখেছে এবং মু'আবিয়া রা.ও রোজা রেখেছেন। শুনে তিনি বললেন, আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। সুতরাং আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করা পর্যন্ত অথবা চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোজা রেখেই যাবো। আমি বললাম, আপনি কি মু'আবিয়া রা. এর (চাঁদ) দর্শন ও রোজাকে যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনই হুকুম দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح গরিব। এই হাদিসের ওপর আলেমদের আমল অব্যাহত যে, প্রতিটি শহরবাসীর জন্য গ্রহণযোগ্য তাদের চাঁদ দেখাই।

দরসে তিরমিযী

উদয়স্থলের ভিন্নতা[১৬৩২] ধর্তব্য কি?

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ইমামত্রয় দলিল পেশ করেছেন যে, শরয়ি মতে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং এক উদয়স্থলের দর্শন অন্য উদয়স্থলের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি শহরের লোক নিজস্ব দর্শনের হিসাব করবে আলাদা।[১৬৩৩]

তবে হানাফিদের মূল মাজহাব[১৬৩৪] হলো, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং যদি কোনো এক শহরে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে অন্য শহরের লোক তদানুযায়ী রমজান অথবা ঈদ পালন করতে পারে। চাই তারা চাঁদ দেখুক বা না দেখুক। তবে শর্ত হলো, সে শহরে নতুন চাঁদ দেখার দলিল শরয়ি পদ্ধতিতে হতে হবে। অর্থাৎ, সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা বিচারকের বিচারের[১৬৩৫] ওপর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা খরব প্রসিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে[১৬৩৬]।

[১৬৩২] মুফতি আজম রহ. নিজ পুস্তিকা رؤيت هلال এ (পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৬) লিখেন, 'চাঁদ দেখা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে উদয়স্থলের বিভিন্নতা সংক্রান্ত। সেটি হলো, এটি স্পষ্ট বিষয় যে, চাঁদ-সূর্য পৃথিবীতে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। সূর্য এক স্থানে উদিত হয়, অপরস্থানে অস্তমিত হয়। এক স্থানে দুপুর হয়, অপর স্থানে হয় এশার সময়। এমনভাবে চাঁদ এক জায়গায় প্রথম তারিখের চন্দ্ররূপে আলোকোজ্জ্বল হয়, অন্য জায়গায় থাকে পূর্ণ চাঁদ। আবার কোথাও থাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে। এসব অবস্থায় যদি কোনো স্থানে লোকজন কোনো মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ দেখে এমন রাষ্ট্রসমূহে, যেখানে এখন পর্যন্ত প্রথম তারিখের চাঁদ দেখা যায়নি, সেখানে এমন লোকের স্বাক্ষ্য যদি পূর্ণ শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ী পৌঁছে যায় তবে কি সে সব রাষ্ট্রেও এটি ধর্তব্য হবে? না হবে না? এতে মুজতাহিদিন ও ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। এই এখতিলাফের কারণ এটা নয় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা যারা ধর্তব্যে আনেন না, তাদের মতে পৃথিবীতে এ ধরণের বিভিন্নতা মওজুদ নেই। বরং আলোচনা এ ব্যাপারে যে, বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরয়ি বিধিবিধানে এটা ধর্তব্য হবে কি না? কারণ, প্রথমে আরজ করা হয়েছে যে, ইসলামি লেনদেন ও বিষায়াবলিতে চন্দ্র-সূর্য এবং এগুলোর চক্র ও ধরণের হাকিকত লক্ষ্য উদ্দেশ্যই নয়। উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ। আর এগুলোর ঘূর্ণনকে পরিভাষারূপে এসব আহকামের ওয়াক্তের জন্য একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। -সংকলক কর্তৃক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে

[১৬৩৩] সুতরাং এক উদয়স্থলের লোকজনের মাস অন্য উদয়স্থলবাসীদের মাসের পূর্বে শুরু হতে পারে। -সংকলক।

[১৬৩৪] দুররে মুখতারে আছে, জাহেরি মাজহাব অনুসারে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অধিকাংশ মাশায়েখের মত এটিই। এর ওপরই ফতওয়া। সুতরাং যদি পশ্চিমের লোকেরা চাঁদ দেখে তবে প্রাচ্যবাসীর ওপর তা বাধ্যতামূলক আবশ্যক হবে। যদি তাদের দর্শন আবশ্যকীয়রূপে প্রমাণিত হয়। -ফাতহুল মুলহিম : ৩/১১৩, باب بيان ان لكل بلد رويتهم

মুফতি সাহেব রহ. رؤيت هلال এ (পৃষ্ঠা : ৫৬) লিখেন, এ বিষয়ে ফুকাহায়ে উম্মত, সাহাবা ও তাবেয়িন ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের তিনটি মত হয়ে গেছে। ১. উদয়স্থলের বিভিন্নতা সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় ধর্তব্য হবে। ২. কোনো জায়গায় কোনো অবস্থাতেই তা ধর্তব্য হবে না। ৩. দূরবর্তী শহরগুলোতে ধর্তব্য হবে, নিকটবর্তীগুলোতে নয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই তিন ধরণের মতপার্থক্য ফুকাহায়ে উম্মত হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি তথা চার ফিকহের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু কম ও বেশির। -সংকলক।

[১৬৩৫] এই তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মূলপাঠ ও টীকাগুলোতে এসেছে। -সংকলক।

[১৬৩৬] কোনো খবর যদি এতো ব্যাপক প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির হয়ে যায় যে, এর বিবরণ দাতাদের সমষ্টির ব্যাপারে এই ধারণা হয় না যে, তারা ষড়যন্ত্র করেছেন। কিংবা সবাই মিথ্যা বলছেন, এমন খবরকে পরিভাষায় খবরে মুস্তাফিজ অর্থাৎ, মশহুর বলা হয়।

তখন কোনো চাঁদের জন্য নিয়মিত সাক্ষ্য শর্ত থাকে না। চাই রমজানের চাঁদ হোক কিংবা ঈদ ইত্যাদির। তবে এর শর্ত হলো, বিভিন্ন এলাকা হতে বিভিন্ন লোক এই কথা বর্ণনা করবে যে, আমরা স্বয়ং চাঁদ দেখেছি। অথবা আমাদের সামনে অমুক শহরের বিচারপতি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে চাঁদ (দর্শন) প্রমাণিত হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অথবা বর্তমান যোগাযোগ যন্ত্র তার, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা হতে বিভিন্ন লোকের এসব বিবরণ পৌঁছেছে যে, আমরা স্বয়ং চাঁদ দেখেছি, অথবা আমাদের সামনে অমুক শহরের বিচারপতি সাক্ষ্য শুনে চাঁদ দেখার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যখন এমন বিবরণ দাতাদের সংখ্যা

হানাফিগণের মধ্য হতে হাফেজ জায়লায়ি রহ.[১৬৩৭] কানজের ব্যাখ্যায়[১৬৩৮] লিখেছেন যে, দূরবর্তী শহরগুলোতে আমাদের মতেও উদয়স্থলের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং দূরবর্তী শহরগুলোর দর্শন যথেষ্ট নয়। এই বক্তব্যটির ওপরই ফতওয়া দিয়েছেন পরবর্তীগণ[১৬৩৯]।

তবে নিকট এবং দূরবর্তীর ব্যবধানের মানদণ্ড বা মাপকাঠি কি হবে এর বিশদ বিবরণ ইসলামি আইনের গ্রন্থাবলিতে নেই। অবশ্য উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে[১৬৪০] এর এই মাপকাঠি নির্ণয় করেছেন যে, যেসব শহর এতোটুকু দূরবর্তী যে, এগুলোর উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে না আনলে দুদিনের পার্থক্য হয়ে যায় সেখানে

এতো প্রচুর হবে যে, যৌক্তিকভাবে তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, তবে এমন খবরে মুস্তাফিজ তথা প্রসিদ্ধ খবরের ওপর ভিত্তি করে রোজা এবং ঈদ উভয়ের ক্ষেত্রে আমল করা বৈধ আছে। এতে না সাক্ষ্য শর্ত, না সাক্ষ্যের শর্তগুলো জরুরি। সুতরাং এতে রেডিও, তার, টেলিফোন ইত্যাদি সব ধরণের খবর দ্বারা কার্য উদ্ধার করা যায়। শুধু সংখ্যাধিক্য এতটকু হওয়া চাই যে, তাদের মিথ্যার ওপর একমত হওয়া যৌক্তিকভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এতেও অনেক ফকিহ ৫০ আবার অনেকে কম বেশি সংখ্যা নির্ধারিত করেছেন। সহিহ হলো, কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বিচারপতি অথবা হেলাল কমিটির নির্ভরতার ওপর বিষয়টি নির্ভর করবে। অনেক সময় ১০০ ব্যক্তির খবরও সংশয়যুক্ত হতে পারে। একজন ফকিহ বলেছেন, বলখে তো ৫০০ ব্যক্তির খবরও কম। আবার অনেক সময় ১০/২০ জনের সংবাদে এমন পূর্ণাঙ্গ একিন অর্জিত হয়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো একটি রেডিও দ্বারা অনেক শহরের সংবাদ শুনে নেওয়া খবর মশহুর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং খবর মশহুর তখন মনে করা হবে যখন ১০/২০ জায়গার রেডিও স্ব-স্ব স্থানের বিচারপতি অথবা হেলাল কমিটির ফয়সালা সম্প্রচার করবে। অথবা যারা চাঁদ দেখেছেন, তাদের বিবরণ প্রচার করবে। অথবা চার পাঁচ জায়গার রেডিও ও ১০/২০ জায়গার টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম চিঠি এমন লোকজনের কাছে পৌছবে যারা নিজেরা চাঁদ দেখেছেন, অথবা সে স্থানের বিচারক অথবা হেলাল কমিটির ফয়সালা বর্ণনা করবেন। এভাবে এই খবরটি খবরে মুস্তাফিজ বা মশহুর হয়ে যায়। আর যে শহরে এমন খবর পৌছবে সেখানকার বিচারপতি এবং হেলাল কমিটির জন্য তা ধর্তব্যে এনে রমজান অথবা ঈদের ঘোষণা করে দেওয়া উচিত।

স্মর্তব্য যে, খবর মশহুর সেটাই ধর্তব্য হবে, যখন একটি বিরাট দল স্বয়ং চাঁদ দর্শনকারিদের কাছ হতে শুনে অথবা কোনো শহরের বিচারপতির ফয়সালা স্বয়ং শুনে বর্ণনা করবেন। সাধারণ প্রসিদ্ধি যে, কে এই খবর প্রসিদ্ধ করেছে তা জানা নেই- এটা কোনো খবরকে মুস্তাফীজ অথবা মশহুর বানানোর জন্য যথেষ্ট নয়। -শামি : ২/১২৯, رویت ہلال : ৫৩-৫৫ -সংকলক।

[১৬৩৭] অর্থাৎ, আল্লামা ফখরুদ্দিন উসমান ইবনে আলি জায়লায়ি হানাফি রহ. (ওফাত : ৭৪৩)। ইনি নসবুর রায়া গ্রন্থকার আল্লামা জামালুদ্দিন জায়লায়ি রহ. এর উস্তাদ। -সংকলক।

[১৬৩৮] অর্থাৎ, তাবয়িনুল হাকায়িক, كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم ومالا قال الأشبه ان يعتبر الخ! يفسده - সংকলক।

[১৬৩৯] দ্র. বাদায়িউস্ সানায়ি' ফি তারতিবিশ শারায়ি' : ২/৮৩, فصل واما شرائط رؤية هلال الصوم فنو عان : ৫৮।

ফাতহুল মুলহিমে : ৩/১১৩, (باب بيان ان لكل بلد رويتهم) আছে, আল্লামা জায়লায়ি রহ. বলেছেন, তবে হকের অধিক সামঞ্জস্যশীল বক্তব্য হলো, এটি সেকাহ হওয়া। এটি তাজরিদ গ্রন্থকারসহ অন্যান্য মাশায়েখের পছন্দনীয় ফতওয়া। তবে শায়খ ইবনুল হুমাম রহ. বলেছেন, জাহেরি বর্ণনা মুতাবেক তা গ্রহণ করা অধিক সতর্কতাপূর্ণ। তিনি রদ্দুল মুহতারে বলেছেন, এটি আমাদের মতে ও মালেকি ও হাম্বলিদের মতে সেকাহ। মিসরের ইমাম লাইছ ইবনে সাদ রহ. এ মতই পোষণ করেন। -মুগনি।

সারকথা, পরবর্তী হানাফিদের মতে দূরবর্তী শহরে উদয়স্থলের বিভিন্নতাই প্রধান। হজরত কাশ্মীরি, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানি রহ.ও এই বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন, হজরত মুফতি শফী সাহেব রহ. رویت ہلال : ৫৮ গ্রন্থে তাই বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৬৪০] ৩/১১৩, باب ان لكل بلد رؤيتهم الخ তিনি বলেন, হ্যাঁ, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া সংগত। যদি এর দ্বারা দুই শহরে এক দিনের বেশি পার্থক্য হয়। কেনোনা, নস সমূহে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, মাস ২৯ ও ৩০ শে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কম সংখ্যার চেয়ে কমের ব্যপারে এর ওপর আমল করা যাবে না এবং বেশি সংখ্যার চেয়ে বেশিতেও নয়। والله سبحانه وتعالى اعلم -সংকলক।

উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে।[১৬৪১] (অর্থাৎ, এক জায়গার দর্শন অপর স্থানের জন্য যথেষ্ট হবে না।) কেনোনা, এমন দূরবর্তী শহরেও উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে না আনলে মাস ২৮ দিন অথবা ৩১ দিনের হতে পারে। শরিয়তে যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[১৬৪২]

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি যেহেতু ইমামত্রয়ের মাজহাবের সম্পূর্ণ অনুকূল এবং তাদের দলিল তাই হানাফিদের পক্ষ হতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়,

১. ইবনে আব্বাস রা. এর এই সিদ্ধান্ত এর ওপর নির্ভরশীল যে, তিনি শামকে মদিনা তায়্যিবার বিপরীতে দূরবর্তী শহর গণ্য করেছেন[১৬৪৩]। আর শহর নিকট এবং দূরবর্তী হওয়া এটি একটি ইজতেহাদি আলোচনা।[১৬৪৪]

২. অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস রা. এর মতে যদিও উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় এবং শামে চাঁদ দর্শন মদিনা তায়্যিবার জন্য যথেষ্ট হতে পারত, তবে যেহেতু সংবাদদাতা শুধু কুরাইব

[১৬৪১] দুদিন হতে যেখানে কম ব্যবধান হয়, সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় এক শহরের দর্শন অন্য শহরের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। -সংকলক।

[১৬৪২] যার অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ হলো, হাদিস মুবারকে এ বিষয়টি স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত যে, কোনো মাস ২৯ দিনের কম এবং ৩০ দিন হতে বেশি হয় না। সুতরাং মুয়াত্তা ইমাম মালেকে (কিতাবুস্ সিয়াম, باب ما جاء فى رؤية الهلال الصيام والفطر فى رمضان) ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাস ২৯ দিনে। সুতরাং তোমরা চাঁদ দেখার পূর্বে রোজা রেখ না। তাছাড়া মুসলিম শরিফে ((باب وجوب صوم رمضان لرؤية ملال) বর্ণিত আছে, الشهر ثلاثون وطبق كفيه ثلاث مرات মাস ৩০ দিনে এবং তিনি তার দু হাতের তালু তিনবার মিলালেন। তাছাড়া বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমরা উম্মি উম্মত। আমরা লিখিনা ও হিসাব ও করি না। মাস এমন এমন এমন। তৃতীয়বারে তিনি শাহাদত আঙুল বন্ধ করে ফেললেন, আর মাস এমন এমন এমন অর্থাৎ, পূর্ণ ত্রিশ দিন।

সুতরাং আমাদের যুগে যখন পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম হচ্ছে তখন যদি দূরবর্তী এলাকায় উদয়স্থলের বিভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ওপরযুক্ত নসসমূহের অকাট্য খেলাফ এটা আবশ্যক হবে যে, কোনো শহরে ২৮ তারিখে দূরবর্তী রাষ্ট্র হতে সাক্ষ্য পৌঁছলো যে, আজ সেখানে চাঁদ দেখা গেছে। তাহলে যদি সেই শহরকে অন্য শহরের অধীনস্থ করা হয়, তাহলে এর মাস হতে যাবে ২৮ দিনে। এমনভাবে যদি কোনো শহরে রমজানের ৩০ তারিখে কোনো দূরবর্তী রাষ্ট্র সম্পর্কে সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আজ সেখানে ২৯ তারিখ। আর যদি চাঁদ দেখা না যায় তবে কালকে সেখানে রোজা হবে। আর যদি ঘটনাক্রমে চাঁদ দেখা গেল না, তবে তাদেরকে ৩১ রোজা রাখতে হবে। মাস সাব্যস্ত করতে হবে ৩১ দিনে। যা অকাট্য নসের বিপরীত। সুতরাং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে উদয়স্থলের বিভিন্নতা অবশ্যই ধর্তব্য হবে।

যদি বলা হয়, এমতাবস্থায় যেখানে ২৮ তারিখে মাস শেষ করতে হয় সেখানে বলা হবে যে, তারা এক দিন পর মাস শুরু করেছে। সুতরাং একদিনের রোজা কাজা করে নিবে। এমনভাবে যেখানে ৩০ তারিখেও মাস শেষ হলো না, সেখানে সাব্যস্ত করা হবে যে, তারা মাস একদিন পূর্বে শুরু করেছিলো। সুতরাং মাসের প্রথম রোজা ভুল হয়েছে। এভাবে মাসের দিনগুলোতে অকাট্য নসের বিপরীত হ্রাস-বৃদ্ধি আবশ্যক হবে না।

জবাব হলো, যখন লোকজন সাধারণ দর্শন অথবা সাক্ষ্যের মূলনীতি অনুযায়ী মাস শুরু করেছে, সেহেতু দূরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বয়ং স্থানীয় সাক্ষ্য অথবা (চাঁদ) দর্শনকে ভুল বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা না যুক্তিযুক্ত, না শরয়িভাবে বৈধ। সুতরাং এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত।

এসব رؤيت هلال পৃষ্ঠা : ৫৮-৬০ হতে সংকলক কর্তৃক পরিবর্ধন সহকারে গৃহীত।

[১৬৪৩] দ্র. ফাতহুল মুলহিম : ৩/১১৩, باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم -সংকলক।

[১৬৪৪] তবে ওপরযুক্ত জবাব কানজের ব্যাখ্যাতা হাফেজ জায়লায়ি রহ. এবং পরবর্তী হানাফিদের পক্ষ্য হতে তো যথেষ্ট হতে পারে, যাঁরা দূরবর্তী এলাকায় উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার প্রবক্তা। তবে হানাফিদের মূল পাঠগুলোর বর্ণনা সমূহের ওপর প্রশ্ন তারপরও বাকি হতে যায়। কেনোনা, মুতাকাদ্দিমীন হানাফিগণ উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে ব্যাপক আকারে ধর্তব্যহীন মনে করেন। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দ্র.। -সংকলক।

ছিলেন এবং সাক্ষ্যের নেসাব বিদ্যমান ছিলো না, তাই ইবনে আব্বাস রা. তা গ্রহণ করেননি।[১৬৪৫]

এর ওপর প্রশ্ন হতে পারে মাসআলাটি ছিলো রমজানের চাঁদ দর্শনের যাতে শাহাদত তথা সাক্ষ্য শর্ত হয় না।[১৬৪৬] সুতরাং যদি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হয় তাহলে ইবনে আব্বাস রা. এর জন্য কুরাইব রহ. এর বিবরণ ধর্তব্যে এনে শামের চাঁদ দর্শনের ওপর নির্ভর করা উচিত ছিলো।

জবাব হলো, যদিও এটি ছিলো রমজানের চাঁদ দেখার বিষয়, তবে যেহেতু আলোচনাটি হচ্ছিলো মাসের শেষে, তাই এর সঙ্গে ঈদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আর এতে এক ব্যক্তির খবর বা সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিলো না।[১৬৪৭] অথচ এখানে চাঁদের ব্যাপারে সংবাদদাতা ছিলেন, শুধু হজরত কুরাইব রহ.।

এই মাসআলাটির বিস্তারিত[১৬৪৮] বিবরণ হলো, রমজানের শুরুতে তো মাস প্রমাণিত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তির খবর যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।[১৬৪৯] অবশ্য রমজানের শেষে যদি কেউ রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে

[১৬৪৫] মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৬/৩১, তিনি বলেছেন, জবাব দেওয়া হবে যে, এ ব্যাপারে কোনো দলিল নেই। কেনোনা, এখানে তো অন্যের সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্য দেওয়া হয়নি। এবং কোনো বিচারকের সিদ্ধান্তের ওপরও সাক্ষ্য দেওয়া হয়নি। আর যদি তা মেনেও নেওয়া হয় তবুও তা সাক্ষ্যের শব্দ সহকারে আসেনি। যদি তাও মেনে নেওয়া হয় তবে সে একজন। তার সাক্ষ্যে বিচারকের ওপর বিচার ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। যেমন, এ প্রসঙ্গে ইবনে হুমাম রহ. ফাতহুল কাদিরে এবং ইবনে নুজাইম বাহরুর রায়িকে জবাব দিয়েছেন। আর তাঁর ভাষাই আমি উল্লেখ করেছি। -সংকলক।

[১৬৪৬] উসমানি রহ. বলেন, আর কোনো কোনো আলেম যে বলেন, কুরাইব নিজে দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দেননি- তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত। কেনোনা, তিনি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে হ্যাঁ বলে জবাব দিয়েছেন। আমাদের মতে রমজানের প্রথম তারিখের চাঁদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দর্শনের সংবাদ দেওয়াই যথেষ্ট। আমাদের কিতাব সমূহে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। -ফাতহুল মুলহিম : ৩/১১৩, باب بیان ان لكل بلد رؤيتهم الخ. -সংকলক।

[১৬৪৭] কেনোনা, ঈদের চাঁদ দেখার জন্য সাক্ষ্যের নেসাব সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ, উদয়স্থল পরিষ্কার না হলে দুজনের সাক্ষ্য আর পরিচ্ছন্ন হলে একটি বড় দলের দর্শন জরুরি। এ ব্যাপারে আমরা বিশদ বিবরণ দিয়েছি। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৪, باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والإفطار له -সংকলক।

[১৬৪৮] শায়খুল হিন্দ রহ. জবাব হতে গৃহীত। বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে বলেন, আল্লামা শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেন, সর্বোত্তম জবাব হচ্ছে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. এরটি যে, মূলপাঠের মাসআলার বিরোধিতা করা হয় না। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি লোকজন এক ব্যক্তির কথায় রোজা রাখে এ কারণে যে, আকাশে মেঘ ছিলো, অথবা কোনো এক ব্যক্তি শহরের বাহির হতে এসেছে, অথবা কোনো উঁচু জায়গায় ছিলো, তারপর তারা ৩০ দিন পূর্ণ করেছে, ঈদের চাঁদ দেখেনি, এ ব্যাপারে অনেকে বলেছেন, তাদের জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ আছে। যদিও এক ব্যক্তির কথার ওপর এটি নির্ভরশীল হোক না কেন। যদিও তার একজনের কথা স্বতন্ত্রভাবে রোজা ভঙ্গের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তবে অধীনস্থ হিসেবে যথেষ্ট হবে। আর কেউ বলেন, এই রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। বরং তারা রোজা রাখবে যদিও ৩১ দিন হোক না কেন। দুটি বক্তব্যই আমাদের কিতাবগুলোতে উল্লেখিত আছে। সুতরাং ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য এই মাসআলাতে এই ফিকহি দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করেই। (باب ماجاء فى الصوم بالشهادة ج١، ص ٦١١)

প্রথম বক্তব্য- 'মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে। 'গায়াতুল বায়ানে' এটাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. এর। তাঁদের মতে রমজান প্রমাণিত হবে তার এই একজনের সাক্ষ্যে, রোজা ভঙ্গ নয়। তবে যদি তারা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোজা রাখে তবে সর্ব সম্মতিক্রমে তারা রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। -বাহরুর রায়েক -বাদায়ি' হতে গৃহীত।

মোটকথা, একটি জিনিস প্রথমে প্রমাণিত হওয়া এবং পরবর্তীতে অন্য কিছুর ওপর ভিত্তি করে কোনো মাসায়িলে প্রমাণিত হওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, দাঈর সাক্ষ্য অধীনস্থ হিসেবে বংশের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ, প্রাথমিকভাবে নয়। আর অনেকে বলেছেন, মতানৈক্যের মূল বিষয়টি হলো তখনকার যখন ঈদের চাঁদ গোপন না থাকে। যদি ঈদের চাঁদ গোপন থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে রোজা ভঙ্গ করাও বৈধ আছে। দ্র. আত্ তাবয়িন -জায়লায়ি, রদ্দুল মুহতার -ইবনে আবেদীন শামি।

[১৬৪৯] এজন্য পেছনে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

সাক্ষ্য দেয় তাহলে এর দুটি দিক রয়েছে- ১. যেহেতু এটা রমজানেরই সাক্ষ্য, তাই এক ব্যক্তির খবর যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিলো। ২. এবার এই দর্শনের সঙ্গে যেহেতু ঈদের বিষয় সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে তাই রমজানের জন্যও উচিত ঈদের সাক্ষ্যের নেসাব আবশ্যক হওয়া।

ইবনে আব্বাস রা. প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই দ্বিতীয় দিকটিকেই যথার্থ মনে করেছেন। ফলে কুরাইব রহ. এর বিবরণের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত দেননি।

সারকথা, দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে পরবর্তী হানাফিগণের মাজহাবও ইমামত্রয়ের মত। অর্থাৎ, এখন উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।[১৬৫০] আমরা তত্ত্ব সহকারে এর দীর্ঘ আলোচনা করেছি।[১৬৫১]

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَسْتَحِبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ–১০ প্রসংগ : যে সব জিনিস দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব? (মতন পৃ. ১৪৯)

٦٩٤ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ.

৬৯৪। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই? তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, বিলাল! তুমি লোকজনের মাঝে আগামী কাল রোজা রাখার ঘোষণা দাও।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু একজন সেকাহ মুসলমানের খবরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান শুরু করা এবং রোজা রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ ঈদের চাঁদের জন্য তিনি দুই ব্যক্তির কমের সাক্ষ্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করেননি। দ্র. -সুনানে দারাকুতনি : ২/১৬৭, باب الشهادة على رؤية هلال -সংকলক।

[১৬৫০] মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. বলেন, আমার ধারণা আবু হানিফা এবং অন্যান্য ইমাম যাঁরা উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য সাব্যস্ত করেন না, তার আরেকটি কারণ এটিও ছিলো যে, যেসব অঞ্চলে মাশরিক-মাগরিবের ব্যবধান আছে, সেখানে এক জায়গার সাক্ষ্য অপর জায়গায় পৌছা তাদের জন্য শুধু একটি কাল্পনিক ও মেনে নেওয়ার বিষয় ছিলো। শুধু কল্পনা ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা এটির ছিলো না। এমন মেনে নেওয়া কাল্পনিক বিষয় দ্বারা বিধি বিধানের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। আর নগণ্যকে অস্তিত্বহীনের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করা ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে প্রসিদ্ধ। এজন্য অধর্তব্য বলেছেন উদয়স্থলের বিভিন্নতা ব্যাপক আকারে।

এখন তো উড়োজাহাজ গোটা দুনিয়ার পূর্ব পশ্চিমকে এক করে ফেলেছে এক জায়গার সাক্ষ্য অপর জায়গায় পৌছা শুধু কাল্পনিক ব্যাপার নয়। দৈনন্দিনের নিয়ম হয়ে গেছে। এর ফলে যদি পূর্বের সাক্ষ্য পশ্চিমে আর পশ্চিমের সাক্ষ্য পূর্বে দলিল মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কোনো জায়গায় মাস ২৮ দিনে আর কোনো জায়গায় একত্রিশ দিনে হওয়া আবশ্যক হবে। এজন্য এমন দূরবর্তী এলাকায় যেখানে মাসের দিনগুলোতে বেশকমের সম্ভাবনা থাকবে সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে আনা আবশ্যক হয়ে পড়বে এবং হানাফি মাজহাবের হুবহু অনুকূল হবে। والله سبحانه وتعالى اعلم আসাতিজায়ে কেরামের অনুসরণে এটা আমার ধারণা। বর্তমান যুগের অন্যান্য আলেমের কাছেও এ ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। رؤيت هلال পৃষ্ঠা : ৬০-৬১ -সংকলক।

[১৬৫১] চাঁদ দেখা ও উদয়স্থলের বিভিন্নতা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নেযুক্ত কিতাবাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। ১. তাবয়িনুল হাকাইক : ১/৩১৬-৩২২, কিতাবুস্ সওম। ২. ফাতহুল মুলহিম : ৩/১১২-১১৪, باب ان لكل بلد رؤيتهم ৩. আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তাল ইমামি মালেক : ৩/৪-১৩, ما جاء فى رؤية الهلال للصيام و الفطر ৪. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৩-২০ باب ماجاء ان لكل بلد رؤيتهم ২৯-৩২ ও باب ما جاء فى الصوم بالشهادة ২২-২৪ ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والا فطار له ৫. رؤيت هلال শুরু হতে শেষ পর্যন্ত।

যে খেজুর পাবে সে যেনো তা দিয়ে ইফতার করে। আর যে তা না পাবে সে যেনো পানি দিয়ে ইফতার করে। কেনোনা, পানি পবিত্র ও পবিত্রকারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সালমান ইবনে আমের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি সাইদ ইবনে আমের ব্যতীত শু'বা হতে অন্য কেউ এমন বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। এ হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। আবদুল আজিজ ইবনে সুহাইব সূত্রে আনাস রা. হতে এই হাদিসটির কোনো ভিত্তি আমরা জানি না। শু'বার ছাত্রগণ এই হাদিসটি শু'বা-আসেম আহওয়াল-হাফসা বিনতে সিরিন-রাবাব-সালমান ইবনে আমের সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এটি সাইদ ইবনে আমিরের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। অনুরূপভাবে শু'বা-আসেম-হাফসা বিনত সিরিন-সালমান ইবনে আমের হতেও লোকজন বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা এতে 'রাবাব হতে' উল্লেখ করেননি। তবে সহিহ হলো, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ-আসেম আহওয়াল-হাফসা বিনতে সিরিন-রাবাব-সালমান ইবনে আমের সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। ইবনে আওন বলেন, 'উম্মুর রায়িহ বিনতে সুলাই'-সালমান ইবনে আমের সূত্রে'। মূলত রাবাব হলেন, রায়িহের মা।

٦٩٥ – عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَه فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ.

৬৯৫। **অর্থ :** হজরত সালমান ইবনে আমের জব্বি সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে সে যেনো খেজুর দিয়ে ইফতার করে। যদি তা না পায় তবে যেনো পানি দিয়ে ইফতার করে। কেনোনা, এটি নিজেও পবিত্র অপরকেও পবিত্রকারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٦٩٦ – عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض : قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُّصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَاءٍ.

৬৯৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকতো, তাহলে ছোট ছোট খেজুর দিয়ে। যদি ছোট ছোট খেজুর না থাকতো তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর গরমকালে পানি দিয়ে।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, ইফতার হালাল ও পবিত্র জিনিস দ্বারা হওয়া উচিত।[১৬৫২] চাই তা খেজুর হোক বা পানি, কিংবা অন্য কোনো

[১৬৫২] মা'আরিফ : ৬-৩২ -সংকলক।

জিনিস। অবশ্য খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম ও মুস্তাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব।[১৬৫৩] এই দুটি বিষয় হাদিস দ্বারা দলিল করার জন্য ইমাম তিরমিযী রহ. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار। অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে فليفطر নির্দেশ সূচক শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য জাহেরি সম্প্রদায়ের মধ্য হতে ইবনে হাযম রহ. এটিকে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাই তাঁর মতে খেজুরের বিদ্যমানে এটা দ্বারা, অন্যথায় পানি দ্বারা, ইফতার করা আবশ্যক। এমন না করলে সে গুনাহগার হবে। রোজা যদিও পূর্ণ হয়ে যাবে[১৬৫৪]।

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات[১৬৫৫] فتميرات[১৬৫৬] فإن لم تكن تميرات حسا[১৬৫৭] حسوات من ماء.

যারা মিষ্টিজাত জিনিস দ্বারা ইফতার মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন এবং এর কারণ, এই বর্ণনা করেছেন যে, রোজা দৃষ্টিশক্তিকে জয়িফ করে দেয়, আর মিষ্টিজাত দ্রব্য দ্বারা ইফতার করলে এই দুর্বলতা কেটে যায়- এই হাদিস তাদের মাজহাবের কোনো সমর্থন করে না। কেনোনা, যদি মিষ্টিজাত দ্রব্য দ্বারাই ইফতার করা মুস্তাহাব- একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে খেজুর ইত্যাদির পর পানির পরিবর্তে অন্য কোনো মিষ্টান্নের কথা

[১৬৫৩] খেজুর দিয়ে ইফতার করা, যদি খেজুর না পাওয়া যায়, তবে পানি দিয়ে ইফতারের হিকমত বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন কথা বলেছেন। এটা হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে উম্মতের প্রতি পরিপূর্ণ স্নেহ মমতার নিদর্শন। কেনোনা, পেট যখন খালি হয়, তখন স্বভাব মিষ্টি জিনিস তাড়াতাড়ি কবুল করে এবং শক্তিগুলো এর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়। বিশেষত দৃষ্টিশক্তি। পক্ষান্তরে মদিনার মিষ্টি হলো খেজুর। এটা তাঁদের শক্তি। আর তাজা খেজুর তাঁদের ফল। রোজা রাখার কারণে কলিজাতে এক ধরণের শুষ্কতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন এটিকে পানি দ্বারা ভিজানো হয় তখন খাদ্য দ্বারা এটি পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে। এছাড়া আরো অনেক উত্তম হিকমত ও আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্র এটি নয়। -মা'আরিফ : ৬/৩৩ -সংকলক।

[১৬৫৪] দ্র. উমদা -আইনি : ১১-৬৬, باب يفطر بما تيسر عليه بالماء غير ফাতহুল বারি -ইবনে হাজার : ৪/১৭২, باب ما يفكر بما تيسر الخ -সংকলক।

[১৬৫৫] رُطَبَةٌ-رُطَبَاتٌ এর বহুবচন। رُطَبٌ বলা হয়, জিনস রূপে। অর্থাৎ, পাকা তাজা খেজুর। লিসান নামক গ্রন্থে رُطَبٌ মাদ্দাতে বলা হয়েছে, الرُّطَبُ -পাকা খেজুর শুকানোর পূর্বে। আর الْبُسْرُ মাদ্দাতে জাওহারী হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ধাপে খেজুরটিকে বলে طَلْعٌ দ্বিতীয় ধাপে خِلَالٌ তারপর بَلَحٌ তারপর بُسْرٌ তারপর رُطَبٌ তারপর تَمْرٌ।

মনে রাখবেন, খেজুর গাছ হতে কাটার পর এই ফলটিকে শুকানোর পূর্বে رُطَبٌ বলে। শুকানোর পরে গুদামজাত করার মতো হলে تَمْر বলে। আমাদের দেশে বাজারে যেসব শুকনা খেজুর বিক্রি হয়, আরবিতে তাদের মতে এগুলোর কোনো নাম নেই। তবে بُسْرٌ শব্দ এর অধিক নিকটবর্তী। بُسْرٌ বলে যেটি হলুদ অবস্থায় কাটা হয়। এটিও হলুদ অবস্থায় কাটা হয়, তারপর আগুনে শুকানো হয়। এটিকে بُسْرٌ বলা হয়, প্রথম অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। -আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.। এসব মা'আরিফ -বিন্নোরি : ৬/৩৩ হতে সংকলক কর্তৃক ইষৎ পরিবর্তন সহকারে গৃহীত হয়েছে।

[১৬৫৬] تُمَيْرَاتٌ (কয়েকটি ছোট খেজুর)। এটি تُمَيْرَةٌ এর বহুবচন। যেটি تَمْرَةٌ এর তাসগির (ক্ষুদ্রার্থক)। -সংকলক।

[১৬৫৭] حَسَا يَحْسُو حَسْوًا। অল্প অল্প পান করা। حَسْوَةٌ-حَسَوَاتٌ এর বহুবচন। এটি حَسَى এর اسم مرة অর্থাৎ, এক ঢোক। -সংকলক।

আলোচনা হতো। অথচ অনুরূপ নয়। যা দ্বারা বাহ্যত এমন মনে হয় যে, খেজুর ইত্যাদির আলোচনা মিষ্টিজাত দ্রব্য দ্বারা ইফতার মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ দেওয়ার জন্য নয়। বরং যেহেতু মদিনায় খেজুর এবং পানি এ দুটি জিনিসই সাধারণত সহজলভ্য ছিলো। তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়মও ছিলো এগুলো দ্বারা ইফতার করা এবং তিনি অন্যদেরকেও এর পরামর্শ দিতেন এগুলোর সহজলভ্যতার কারণে।

ওপরযুক্ত হাদিসে رطب তথা তাজা খেজুরের আলোচনা পাকা খেজুরের পূর্বে করা হয়েছে। সেটাও প্রবল ধারণা অনুযায়ী ছিলো মদিনার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কেনোনা, রমজান মাসে পাকা তাজা খেজুর সহজলভ্য হতো। তাই তিনি এগুলো দ্বারা ইফতার করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। আর যদি তা না পেতেন তাহলে পাকা শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করে নিতেন। যা সাধারণত, সারা বছর পাওয়া যেতো। আর যদি তাও না পাওয়া যেতো তখন তিনি প্রবল ধারণা অনুযায়ী সহজতার কারণে ইফতারকে[১৬৫৮] প্রাধান্য দিতেন পানি দ্বারা।[১৬৫৯]

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ وَالْفِطْر يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

অনুচ্ছেদ–১১ : তোমরা যেদিন রোজা ভঙ্গ করবে সেদিন ঈদুল ফিতর আর যেদিন কোরবানি করবে সেদিন কোরবানির ঈদ (মতন পৃ. ১৫০)

٦٩٧ – عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

৬৯৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজা- যেদিন তোমরা রোজা রাখো, আর আর ঈদুল ফিতর হলো- যেদিন তোমরা রোজা ভঙ্গ করো। পক্ষান্তরে কোরবানি- যেদিন তোমরা কোরবানি করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি গরিব হাসান। অনেক আলেম এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, এর অর্থ হলো, রোজা ও রোজা মওকুফ করা হবে দলের সঙ্গে ও বড় জামাতের সঙ্গে।

দরসে তিরমিযী

হাদিসের অর্থ হলো, যখন শরয়ি দলিলের পর রোজা রেখে নিয়েছো বা ইফতার করে নিয়েছ বা ঈদ উদ্‌যাপন করেছ তখন অন্যান্য নিদর্শনের ভিত্তিতে অনর্থক সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত না হওয়া উচিত। বরং রোজা ও ঈদ দুরুস্ত হয়ে গেছে। যেনো, অনেক লোক চাঁদ ছোট অথবা বড় হওয়ার কারণে যেসব সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা ছড়িয়ে দেয় তা রদ করা উদ্দেশ্য, যে আসল নির্ভরতা শরয়ি প্রমাণের ওপর। এরপর ওয়াসওয়াসর কোনো অবকাশ নেই।[১৬৬০]

[১৬৫৮] কাজি হুসাইন রহ. খাল ইত্যাদি হতে নিজ হাতে নেওয়া পানি দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব মনে করেছেন। ইফতারের জন্য হালাল জিনিস অন্বেষণের প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেনোনা, খানা-পিনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সন্দেহ থাকে। -উমদাতুল কারি : ১১/৬৬ -আইনি, باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره -সংকলক।

[১৬৫৯] এসব উমদাতুল কারি আইনি ১১/৬৬ হতে গৃহীত। তাঁর শায়খ যয়নুদ্দিন ইরাকী রহ. এর আলোচনা হতে বর্ণিত। -সংকলক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে।

[১৬৬০] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৩৪, ৩৫ -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

অনুচ্ছেদ–১২ প্রসংগ : রাত যখন এগিয়ে আসে দিবস পেছনে যায় তখন রোজাদার ইফতার করে (মতন পৃ. ১৫০)

٦٩٨ – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ.[১৬৬১]

৬৯৮। **অর্থ :** হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রাতের আগমন যখন ঘটে, আর দিন পেছনে চলে যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়, তখন তোমার ইফতারের সময় হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আবু আওফা ও আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

বোখারির বর্ণনায়[১৬৬২] فقد افطر الصائم শব্দ বর্ণিত আছে। তারপর فقد افطر الصائم এর অর্থ হলো, دخل الصائم فى وقت الفطر তথা, রোজাদার ইফতারের সময়ে প্রবেশ করেছে। যেমন, انجد এর অর্থ হয় اقام بنجد তথা, নজদে অবস্থান করেছে এবং انهم এর অর্থ হয়, اقام بتهامة তথা, তিহামা বা মক্কায় অবস্থান করেছে।

[১৬৬১] হাফেজ রহ. বলেছেন, এ হাদিসে তিনটি জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে। কেনোনা, এটি যদিও মূলত আবশ্যক, (কারণ, রাতের আগমণ দিন শেষ হওয়ার আগে হয় না। আর দিন আসে না সূর্য অস্ত যাওয়া ব্যতীত। -উমদাতুল কারি : ১১/৪৩, باب الصوم فى السفر والافطار, তবে এটা কখনও কখনও আবশ্যক হয় না। কখনও মনে করা হয় যে, রাত্রির আগমণ হয়েছে পূর্ব দিক হতে। অথচ এই রাতের আগমণ প্রকৃত অর্থে হয় না। বরং এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্বের (পর্দার) কারণে হয় যেটি সূর্যের আলোকে ঢেকে ফেলে। এমনভাবে দিনের প্রস্থানের বিষয়টিও। এ কারণে وغابت الشمس এর শর্ত লাগানো হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, আগমন ও প্রস্থান বাস্তবে হওয়া শর্ত এবং এ দুটি হয় সূর্যাস্তের কারণে। অন্য কোনো কারণে নয়। আর এ বিষয়টি দ্বিতীয় হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। (অর্থাৎ, ইবনে আবু আওফা রা. এর হাদিসে। তাতে শুধু রাতের আগমণের উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে, এদিক হতে রাত্রের আগমন ঘটেছে তখন রোজাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেছে। -বোখারি : ১/২৬২, باب متى يحل فطر الصائم) সুতরাং দুই অবস্থাতেই অবতরণের সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে এর আলোচনা করা হয়েছে সেটি উদাহরণ স্বরূপ মেঘের প্রতিবন্ধকতার অবস্থা। আর যেখানে এর আলোচনা করা হয়নি সেখানে পরিচ্ছন্ন অবস্থা। আবার এ দুটি এক অবস্থায়ও হতে পারে। এই দুজনের এক রাবি একটি বিষয় স্মরণ রেখেছেন, যেটি অপর রাবি স্মরণ রাখতে পারেননি। আগমন ও প্রস্থান এ দুটির আলোচনা করার কারণ হলো, একটির অস্তিত্ব বাস্তবে সূর্যাস্ত না হয়েও হতে পারে। কাজি ইয়াজ রহ. এই বক্তব্য করেছেন। আমাদের উস্তাদ শরহে তিরমিযীতে বলেছেন, স্পষ্ট হলো, এই তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির ওপর ক্ষান্ত হওয়া। কেনোনা, দিনের সমাপ্তি এ দুটির যে কোনো একটি দ্বারা বোঝা যায়। ইবনে আবু আওফা রা. এর বর্ণনায় শুধু রাতের আগমনের ওপর ক্ষান্ত হওয়া এর সমর্থক। -ফাতহুল বারি : ১৭১, باب متى يحل فطر الصائم -সংকলক।

[১৬৬২] ১/২৬২, باب متى يحل فطر الصائم -সংকলক।

আরেকটি অর্থের সম্ভাবনাও আছে। সেটি হলো, افطر الصائم মানে صار الصائم مفطرا فى الحكم তথা, সূর্যাস্তের পর রোজাদার হুকুমীভাবে রোজা ভঙ্গকারি হয়ে যায় যদিও কার্যত ইফতার না করুক। কারণ এটাই যে, রাত শরয়ি রোজার সময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ইবনে খুজাইমা রহ. এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি রদ করে দিয়েছেন। তিনি প্রথমটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, افطر الصائم এর অর্থ دخل فى وقت الفطر। তিনি বলেন, افطر الصائم যদিও শব্দগতভাবে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ তবে অর্থগতভাবে এটি আমর তথা, নির্দেশ সূচক শব্দ। অর্থাৎ, فليفطر الصائم তথা, রোজাদারের ইফতার করা চাই এবং এটাও তার বক্তব্য যে, افطر الصائم দ্বারা উদ্দেশ্য। صار مفطر হলে সমস্ত রোজাদারদের ইফতার একই সময় পাওয়া যাবে। আর তাড়াতাড়ি ইফতার করার প্রতি হাদিস সমূহে[১৬৬৩] যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এর কোনো অর্থ থাকবে না। যদিও জবাব এই দেওয়া যায় যে, তাড়াতাড়ি ইফতারের প্রতি তাই উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে অনুভূত ইফতার শরয়ি ইফতারের অনুকূল হয়ে যায়। তবে এ জবাব সত্ত্বেও ইবনে হাজার রহ. প্রাধান্য দিয়েছেন হাফেজ ইবনে খুজায়মা রহ. কর্তৃক গৃহীত মতটিকে।[১৬৬৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : তাড়াতাড়ি ইফতার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫০)

٦٩٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

৬৯৯। **অর্থ :** হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ সর্বদা কল্যাণে থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে আববাস, আয়েশা ও আনাস ইবনে মালেক রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহল ইবনে সাদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এটাই পছন্দ করেছেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি ইফতার মুস্তাহাব মনে করেছেন। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

٧٠٠ - عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

৭০০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ

[১৬৬৩] দ্র. আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ২/১৩৯, ১৪০। নং ১-৬, الترغيب فى تعجيل الفطر وتاخير السحور-সংকলক।

[১৬৬৪] **এর পূর্ণ ব্যাখ্যা ফাতহুল বারি ৪/১৭১, باب متى يحل فطر الصائم হতে গৃহীত। অতিরিক্ত তাফসিলের জন্য ফাতহুল বারি দেখা যেতে পারে। -সংকলক।**

আজ্জা ওয়াজাল্লা এরশাদ করেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা ইফতার করে।'

٧٠١–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَ أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৭০১। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান-আবু আসেম ও আবুল মুগিরা-আওজায়ি সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

٧٠٢ – عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ : قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ مَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَرَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ ! قُلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْآخَرُ أَبُوْ مُوْسٰى.

৭০২। **অর্থ :** হজরত আবু আতিয়্যা বলেন, আমি এবং মাসরূক আয়েশা রা. এর কাছে প্রবেশ করে বললাম, উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরসাহাবিগণের মধ্য হতে। দুজনের একজন তাড়াতাড়ি ইফতার করে, তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে, অপরজন বিলম্ব করে ইফতার করেও দেরি করে নামাজ আদায় করে এতদশ্রণে তিনি বললেন, তাদের মধ্য হতে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামাজ? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করেছেন। অপরজন হলেন, আবু মুসা রা.।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবু আতিয়্যা নাম হলো, মালেক ইবনে আবু আমের আল হামাদানি বলা হয়, মালেক ইবনে আমের হামাদানি সহিহ।

দরসে তিরমিযী

সেহরি দেরিতে খাওয়া[১৬৬৫] আর ইফতার তাড়াতাড়ি[১৬৬৬] করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে সমস্ত উম্মত কমত। আমর ইবনে মায়মুন উদি রহ. বলেন,

---

[১৬৬৫] সেহরি হতে অবসর গ্রহণ ও নামাজে প্রবেশ করার মাঝখানের সময়টুকু হলো, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত বা তৎপরিমাণ সময়।- ফাতহুল বারি : ২/৪৪,৪৫, كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر

তিরমিযী রহ. পরবর্তী অনুচ্ছেদ 'সেহরি দেরিতে খাওয়া মুস্তাহাব' এ বিষয়ের বিবরণ দেওয়ার জন্য কায়েম করেছেন। তাতে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন, আনাস রা. হতে বর্ণিত,হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সঙ্গে সেহরি খেয়েছি। তারপর নামাজে দাঁড়িয়েছি। আনাস রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর পরিমাণ কতোটুকু ছিলো? জবাবে তিনি বলেন, ৫০ আয়াত পরিমাণ। (১/ ১১৮, باب ما جاء فى تاخير السحور)

ফায়দা : এই হাদিস দ্বারা রমজানে ফজরের নামাজ অন্ধকারের সময় আদায়করা মুস্তাহাবও বোঝা যায়। যেমন, আমাদের দেওবন্দি মাশায়েখ আলেমদের তাআমুলও এর ওপর রয়েছে।-সংকলক।

[১৬৬৬] এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এটা হলো, যখন সূর্যাস্ত বাস্তবে হয়ে যায় দর্শনের মাধ্যমে অথবা দুইজন মতো পরায়ণ লোকে সংবাদের ভিত্তিতে কিংবা প্রধানতম বক্তব্য মুতাবেক একজন সেকাহ দীনদার ব্যক্তির সংবাদ ব্যতীত ইফতার করা হালাল নয়।-মা'আরিফ ৬/৩৮ ইষৎ পরিবর্তন সহকারে।-সংকলক।

قال [١٦٦٧] كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا و أبطأه سحورا-

তথা সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করতেন ও সবচেয়ে দেরিতে সেহরি খেতেন।

তাছাড়া আবু উমর রহ. বলেন, তাড়াতাড়ি ইফতার করা ও দেরিতে সেহরি খাওয়ার হাদিসগুলো সহিহ এবং মুতাওয়াতির।[১৬৬৮] ইফতার তাড়াতাড়ি করার কারণ, ইহুদি এবং খৃষ্টানদের বিরোধিতা।[১৬৬৯]

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে,

عن [١٦٧٠] النبى صلى عليه وسلم قال لا يزال الذين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত লোকজন ইফতার তাড়াতাড়ি করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রকাশ্য থাকবে। কারণ, ইহুদি ও খৃষ্টানরা দেরিতে করে।

যেনো তাড়াতাড়ি ইফতার দ্বারা সুন্নতে নববীর অনুরসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ইহুদি খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السَّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : বিলম্বে সেহরি খাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫০)

٧٠٣ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً.

৭০৩। **অর্থ :** হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেছেন, আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সেহরি খেয়ে তারপর নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। রাবি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর পরিমাণ কতো ছিলো? উত্তরে তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াতের সমান।

٧٠٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ : بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ آيَةً.

৭০৪। **অর্থ :** 'হান্নাদ ওয়াকি' সূত্রে হিশাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, '৫০ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হুজায়ফা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহক রহ. এমতই পোষণ করেন। তাঁরা সেহরি বিলম্বে খাওয়া মুস্তাহাব বলেছেন।

[১৬৬৭] মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/২৬৬ নং ৭৫৯১, باب تاجيل الإفطار সংকলক।

[১৬৬৮] উমদাতুল কারি : ১১/৬৬, باب تاجيل الإفطار -সংকলক।

[১৬৬৯] এর হিকমত হলো, যাতে দিনে রাতের অংশ না বাড়ানোর হয়। তাছাড়া এটি রোজাদারের জন্য অধিক উপকারি এবং তার ইবাদতের জন্য অধিক শক্তির কারণ। মা'আরিফ : ৬/৩৮-সংকলক।

[১৬৭০] সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২১, باب ما يستحب من تعجيل الفطر -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيَانِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : ফজরের আলোচনা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫০)

৭০৫– حَدَّثَنِىْ أَبِىْ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوْ وَاشْرَبُوْا وَلَا وَلَايَهِيدَنَّكُم[১৬৭১]، السَّاطِعَ[১৬৭২] الْمُصْعَدُ[১৬৭৩] وَكُلُو وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْاَحْمَرُ–

৭০৫। **অর্থ :** হজরত তালক ইবনে আলি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খাও এবং পান করো। তোমাদেরকে যেনো ওপরের উজ্জ্বল আলো খানাপিনা হতে বারণ না করে। তোমরা খাও এবং পান করো যতোক্ষণ তোমাদের সামনে লাল অংশ প্রকাশ না পায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আদি ইবনে হাতিম আবু জর ও সামুরা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, তালক ইবনে আলি রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, রোজাদারের জন্য খানাপিনা ততোক্ষণ পর্যন্ত হারাম হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রস্থে লাল ফজর (সুবহে সাদেক) না হয়। এ মতই পোষণ করেন অধিকাংশ আলেম।

৭০৬ – عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِّنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلُ وَلٰكِنَّ الْفَجْرِ الْمُسْتَطِيْرَ فِي الْأُفُقِ.

৭০৬। **অর্থ :** হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, তোমাদেরকে তোমাদের সেহরি হতে বিলালের আজান ও লম্বা ফজর যেনো বিরত না রাখে। তবে দিগন্তে ছড়ানো ফজর হলে বিরত থাকবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেলেন, এই হাদিসটি حسن

অর্থাৎ, ওপরদিকে বিস্তৃতিশীল আলো তোমাদেরকে যেনো ভীত না করে এবং খানাপিনা হতে বিরত না রাখে খাওয়া দাওয়া করো লালিমা প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত।

কতোটুকু সময় পর্যন্ত রোজাদারের জন্য খেতে থাকার অবকাশ আছে? এ সম্পর্কে দুটি বক্তব্য রয়েছে- প্রথম বক্তব্য হলো, লাল সকাল প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া বৈধ আছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এই বক্তব্যটি সমর্থন করে। তবে এই বক্তব্যটি পরিত্যাজ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে।[১৬৭৪]

২য় বক্তব্য হলো, শুভ্র সুবহে সাদেক পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ। গরিষ্ঠের মতে এ মতটি পছন্দনীয়।

[১৬৭১]। هاده يهيده هيدا وهادا ভয়ে ফেরা, সন্ত্রস্ত করা, নাড়া দেওয়া, দূর করা, বিরত রাখা, ডাটা। অনেকে বলেছেন, يهيد শব্দটির ব্যবহার নফির হরফের সঙ্গে বিশ্লেষিত।-সংকলক।

[১৬৭২] سطع، يسطع سطعا سطوعا، وسطيعا النور রশ্মি বুলন্দ হওয়া, ছড়িয়ে পড়া। সংকলক।

[১৬৭৩] اصعد يصعد اصعادا فى الأرض উঁচু জমিনের দিকে আরোহণ করা। اصعده অর্থ আরোহণ করানো।

[১৬৭৪] বরং তাহাবি ,আবু বকর রাজি, ইবনে কুদামা ও নববী রহ. এটাকে ইজমার পরিপন্থি সাব্যস্ত করেছেন। যদিও এর ওপর হাফেজ রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ও ইবনে রুশদ রহ. এটাকে বক্তব্য সাব্যস্থ করেছেন।-মা'আরিফ : ৬/৪২ সংকলক।

তারপর তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে যে, শুভ্র সুবহে সাদেক দ্বারা কী উদ্দেশ্য? বাস্তবে সুবহে সাদেকে স্তিত্ব, না রোজাদারের দৃষ্টিতে তা স্পষ্ট হওয়ার?

প্রথম বক্তব্যটি এ দুটির মধ্য হতে অধিক সতর্কপূর্ণ, আর দ্বিতীয়টি অধিক উদারতাপূর্ণ।[১৬৭৫] সাহাবায়ে কেরামের একটি দল এবং তাবেয়িদের মধ্য হতে ইমাম আ'ইয়াশ এর প্রবক্তা যে, সুবহে সাদেক ভালোরূপে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়া যায়।[১৬৭৬] তাই হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

تسحرنا[١٦٧٧] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير ان الشمس لم تطلع

'কসম আল্লাহর! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর সঙ্গে দিনে সেহরি খেয়েছি। শুধুমাত্র এতোটুকু সূর্যোদয় ঘটেনি।'

আবু কিলাবা বর্ণনা করেন,

قال[١٦٧٨] ابو بكر الصديق رضى الله عنه وهو يستحر ياغلام ! اخف الباب لا يفجأنا الصبح

'আবু বকর সিদ্দিক রা. সেহরি খাওয়ার সময় বলেছেন, হে বালক ! দরজা লাগিয়ে রাখা, যাতে হঠাৎ করে আমাদের কাছে সকাল না এসে যায়।'

[১৬৭৫] এই বক্তব্য করেছেন, শামছুল আয়িম্মা হুলওয়ানি রহ.।-মা'রিফ : ৬/৪১ সংকলক।

[১৬৭৬] ফাতহুল বারি : ৪/১১৭-.باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لايمنعكم الخ বরং আইনি রহ. তো এতোটুকু পর্যন্ত লিখেছেন, মা'মার, সুলায়মান আল আ'মাশ আবু মিজলায, হাকাম ইবনে ইতায়বা রহ. এর মাজহাব হলো, সূযোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেহরি খাওয়া জায়েজ। এই ব্যাপারে তারা হজরত হুজায়ফা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। ইমাম তাহাবি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন জির ইবনে হুবাইশ এর রেওয়াত হতে। (শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৭৬, كتاب الصيام باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام على الصيائم) তিনি বলেন, আমি সেহরি খেয়ে তারপর মসজিদের দিকে গেলাম। আমি হজরত হুজায়ফা রহ. এর ঘরের দিক দিয়ে অতিক্রম করলাম। ফলে তার কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন, একটি প্রবল দুগ্ধবতী উটনির দুধ দোহনের জন্য। তারপর তা হতে দোহন করা হলো। তারপর একটি পেয়ালা আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। এটি গরম হলো, তারপর বললেন, খাও। আমি বললাম, আমি তো রোজা রাখার নিয়ত করছি। তিনি বললেন, আমি রোজা রাখতে চাইছি। বললেন, তারপর আমরা খেলাম ও পান করলাম। তারপর মসজিদে আসলাম। তারপর নামাজের ইকামত দেওয়া হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অনুরূপ করেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সকালের পরে? তিনি বললেন, সকালের পরে। তবে এতোটুকু যে সূর্যোদয় হয়নি।- উমদাতুল কারি : ২১০/৯৭.باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم الخ -সংকলক।

[১৬৭৭] এটি বর্ণনা করেছেন, সাইদ ইবনে মনসুর রহ.। দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/ ১১৭।-সংকলক।

[১৬৭৮]. ৩/১৬৯, ১৭০, كتاب الصيام و مسئلة والإختيار تاخير السحور وتاجيل والإفكار

তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন, সাইদ ইবনে মানসুর ইবনে আবু শায়বা, ইবনুল মুসজির, আবু বকর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ফজর দেখা না যায়। ফাতহুল বারি : ৪/১১৭, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم الخ.। তাছাড়া সালেম ইবনে উবাইদ আশজায়ি বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আবু বকর রা. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, দাঁড়াও। ফজর হতে আমাকে আড়াল করো। তারপর তিনি খেলেন। মুসান্নেফ ইবনে আবু শায়বা : ৩/১০, كن كان يستحب تاخير السحور। তাছাড়া ইবনুল মুনজির রহ. সালেম ইবনে উবাইদ আল আশজাঈ হতেই সহিহ সনদে বর্ণনা করেন, হজরত আবু বকর রা. তাকে বলেছেন, বের হও। দেখো, ফজর উদয় হয়েছে কি না? তিনি বললেন, তারপর আমি দেখে এলাম। বললাম, উজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং আলো ওপর দিকে উঠেছে। তারপর তিনি বললেন, যাও বেরিয়ে দেখো, সূর্যোদয় ঘটেছে কি না? তখন আমি দেখে এসে বললাম, প্রান্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, এবার আমার পানি আমার কাছে পৌঁছাও। -ফাতহুল বারী : ৪/১১৭, উমদাতুল কারি : ১০/২৯৭-সংকলক।

তাছাড়া ইবনুল মুনজির রহ. সহিহ সনদে আলি (রা,) হতে বর্ণনা করেন, انه صلى الصبح ثم قال الان حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود[১৬৭৯]

'তিনি ফজরের নামাজ পড়ার পর বলেন, এটিই হলো, সে সময় যখন সাদা সুতা কালো সুতা হতে স্পষ্ট হয়ে যায়।'

ইবনুল মুরজির রহ. বলেন,

وذهب بعضهم[١٦٨٠] الى ان المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل ان ينتشر البياض فى الطرق والسكك والبيوت

অনেকের মত হলো, تبين দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের অন্ধকার হতে দিনের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়া তথা পথঘাট অলিগলি ও ঘরে শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়া।'

এ সম্পর্কে ইমাম ইসহাক রহ. বলেন,

وبالقول[١٦٨١] الأول (اى بأن العبرة لأول طلوع الفجر الثانى) اقول لكن لا اطعن من تأول الرخصة كالقول الثانى (اى ان العبرة لا تضاح الفجر وانتشاره) ولا ارى عليه قضاء ولا كفارة.

'আমি প্রথম মতটির (অর্থাৎ, দ্বিতীয় ফজরের প্রথম ধর্তব্য।) ধারক। তবে দ্বিতীয় বক্তব্যের (অর্থাৎ, ফজর স্পষ্ট হওয়া ও ছড়িয়ে পড়া ধর্তব্য।) মত যে, অবকাশের ব্যাখ্যা দেয় তার প্রতি আমি ভর্ৎসনা করি না এবং তার ওপর কাজার মত পোষণ করি না এবং কাফ্‌ফারার পক্ষেও না।'

সারকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মাজহাব এটাই যে, বাস্তবে সুবহে সাদেক প্রকাশিত হওয়ার ফলে রোজাদারের জন্য খাওয়া ও পান করা নাজায়েজ হয়ে যায়। এ বক্তব্যটি অধিক সতর্কতাপূর্ণ ও প্রধান। অধিকাংশ উম্মতের আমলও এর ওপর। এ কারণে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا[١٦٨٢] حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

এ যুগের ফকিহ মুফতি আজম রহ. লিখেন আয়াতটির তাফসিরের আওতায়, 'এই আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো সুতা আর সকালের আলোকে শুভ্র সুতার উদাহরণ দিয়ে রোজা শুরু হওয়া এবং খানা-পিনাহারাম হওয়ার যথার্থ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এবং এতে চরমপন্থা ও শিথিল পন্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা খতম করার জন্য। حتى يتبين শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, না তো কল্পনা স্বভাব লোকদের মত সুবহে সাদেকের কিছু পূর্বেই খানা-পিনা ইত্যাদিকে হারাম মনে করে, আর না এতো বেফিকিরি অবলম্বণ করো যে, সকালের আলো একিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খাওয়া-দাওয়া করতে থাক। বরং খানা-পিনা এবং রোজার মাঝে ব্যবধানকারি সীমা হলো, সুবহে সাদেকের একিন। এই একিনের পূর্বে খাওয়া-দাওয়া হারাম মনে কারা দুরুস্ত নেই। আর একিন হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনায় রত থাকাও হারাম ও রোজা ভঙ্গের কারণ। যদিও এক মিনিটের জন্যই হোক না কেনো। সেহরি খাওয়ার অবকাশ ও সুযোগ শুধু ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদেকের একিন আসবে না।'

[১৬৭৯] ফাতহুল বারি : ৪/১১৭, উমদাতুল কারি : ১০/২৯৭- সংকলক।

[১৬৮০] ফাতহুল বারি : ৪/১১৭ -সংকলক।

[১৬৮১] ফাতহুল বরী : ৪/১১৭ -সংকলক।

[১৬৮২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭, পারা : ২ - সংকলক।

তারপর সামনে যেয়ে বলেন,

'স্বয়ং কোরআনে করিম (খানা-পিনার) যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা হলো, সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার একিন। এরপর এক মিনিটের জন্যও খানা-পিনার অনুমতি প্রদান কোরআনের সুস্পষ্ট বিবরণের বিরোধিতা। সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের হতে সেহরি খাওয়ার ব্যাপারে নম্রতার বর্ণনাগুলো বর্ণিত আছে,[১৬৮৩] এসবের প্রয়োগ ক্ষেত্রে কোরআনের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী এটাই হতে পারে যে, সুবহে সাদেকের হওয়ার আগে আগে অধিক সতর্কতা এবং সংকীর্ণতা অবলম্বন যেনো না করা হয়। ইবনে কাসির রহ. ও এসব বর্ণনাকে এর ওপরই প্রয়োগ করেছেন। অন্যথায় কোরআনের স্পষ্ট বিবরণের সুস্পষ্ট বিরোধিতা কোনো মুসলমান বরদাশত করতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম হতে তো এর কল্পনা করা যায় না। বিশেষত যখন কোরআনে করিম এই আয়াতের শেষ تلك حدود الله فلا تقربوها এর সঙ্গে বলে বিশেষভাবে সতর্কতার প্রতি জোর দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, 'এসব আলোচনা সেসব লোকের সম্পর্কে যারা এমন স্থানে থাকবেন, যেখান হতে সুবহে সাদেক স্বচক্ষে দেখে একিন অর্জন করতে পারেন, আর উদয়স্থল পরিষ্কার এবং তিনি সুবহে সাদেকের প্রাথমিক আলোর পরিচয়ও লাভ করতে পারেন, তো তাদের জন্য আবশ্যক হলো, সরাসরি দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে আমল করা, আর যেখানে এই সুরত থাকবে না যেমন, খোলা দিগন্ত সামনে নিয়ে অথবা উদয়স্থল পরিষ্কার নয় অথবা তিনি সুবহে সাদেক চিনেন না, তাই অন্যান্য নিদর্শন ও আলামত অথবা অঙ্কের হিসেবের মাধ্যমে ওয়াক্ত নির্ধারণ করেন, স্পষ্ট বিষয় যে, তাদের জন্য এমন কিছু সময় আসবে যে, সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়া সন্দেহজনক থাকবে, একিনি হবে না। এমন লোকদের জন্য সন্দেহজনক অবস্থায় কি করা উচিত তার সম্পর্কে ইমাম জাস্‌সাস রহ. আহকামুল কোরআনে বলেছেন যে, এমতাবস্থায় আসল (হুকুম) তো হলো, খানা-পিনার প্রস্তুতি না নেওয়া। তবে সন্দেহজনক অবস্থায় সুবহে সাদেক একিন হওয়ার আগে আগে যদি কিছু খেয়ে-দেয়ে নেয় তবে গুনাহগার হবে না। তবে যদি পরবর্তীতে তাহকিক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তখন সকাল হয়ে গিয়েছিলো তবে তার দায়িত্বে[১৬৮৪] কাজা করা আবশ্যক।[১৬৮৫]

[১৬৮৩] কোনো কোনো সাহাবির সেহরি খাওয়ার সময় সকাল হয়ে গেছে তারপরও তিনি প্রশান্তির সঙ্গে খেতে থাকেন। যেমন, আমরা পেছনে এই ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করেছি।-সংকলক।

[১৬৮৪] মা'আরিফুল কোরআন : ১/৪৫৪, ৪৫৫। মা'আরিফুল কোরআন ব্যতীত এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে নিম্নোযুক্ত কিতাবাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। ১. মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/১৬৯, ১৭০, مسئلة والإختيار تاخير السحور تاجيل الفطر, ফাতহুল বারি : ৪/১১৭, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لايمنعكم من سحوركم اذان بلال উমদাতুল কারি : ১০/২৯৭, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الخ. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৪১-৪৩-সংকলক।

[১৬৮৫] প্রকাশ থাকে যে, আমাদের এখানে (করাচিতে) সাধারণ মসজিদগুলোতে হাজি ওয়াজিহুদ্দিন সাহেব মুহাজিরে মাদানি র. কর্তৃক প্রচারিত নামাজ, সেহরি ও ইফতারের সময়ের নকশা প্রচলিত আছে। এই চিত্রে সুবহে সাদেকের যে অর্থ লেখা হয়েছে কয়েক বছর পূর্বে কোনো কোনো আলেম নতুনভাবে গবেষণা করে এর সঙ্গে মতপার্থক্য করেছেন। এবং দলিল করার চেষ্টা করেছেন, যে বর্তমান প্রচলিত চিত্রগুলোতে সুবহে সাদেকের যে অর্থ বলা হয়েছে সেটি ঠিক নয়। বস্তুত সেটি হলো, সুবহে কাজিব এই ওয়াক্ত হতে কমপক্ষে ১৪ মিনিট, আর সর্বোচ্চ ১৯ মিনিট পরে হয়। তবে যুগের ফকিহ হজরত মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান মাওলানা মুফতি আহমদ শফি এবং বিন্নৌরি রহ. এর নিজস্ব তাহকিক ও সর্বশেষ নিশ্চিত চূড়ান্ত রায় এটিই ছিলো যে, হাজি ওয়াজিহুদ্দিন সাহেব রহ. কর্তৃক প্রচারিত পুরোনো চিত্রটিই সঠিক। অন্যান্য সমস্ত বড় বড় ওলামায়ে কেরামের মতও তাদের দুজনের মতের অনুকূল ছিলো। উভয় পক্ষের মতের বিস্তারিত বিবরণ ও দলিলাদির জন্য দ্র. ১. আহসানুল ফাতাওয়া : ২/১৫৭-২৭৪, সুবহে সাদেক ও প্রায় গোটা দুনিয়ার নামাজের ওয়াক্তের চিত্র।' লেখক : মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি। প্রতিষ্ঠাতা দারুল ইফতা ওয়াল এরশাদ। ২. সুবহে সাদেক ও সুবহে কাজেব। লেখক লতীফ ইবনে আবদুল আজিজ সারসাবি। ভূগোল বিভাগীয় প্রধান, গভর্নমেন্ট কলেজ, করাচি। এসব বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার উদ্দেশ্য এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, ওলামায়ে কেরামের মাঝে ওপরযুক্ত মতপার্থক্য সুবহে

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِي الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ– ১৬ : রোজাদারের জন্য গিবতের ব্যাপারে কঠোরতা প্রয়োগ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫০)

٧٠٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.[١٦٨٦]

৭০৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মিথ্যা কথা ও এর ওপর আমল বর্জন করবে না। তার খানা-পিনা বর্জনের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে এ ব্যাপারে যে, গিবত, চোগলখোরি তথা পরনিন্দা এবং মিথ্যার মতো কবিরা গুনাহ দ্বারা রোজা ভেঙে যায় কি না? অধিকাংশ ইমাম রোজা না ভাঙার প্রবক্তা। তারা বলেন, এসব বিষয় যদিও রোজা পূর্ণাঙ্গতার পরিপন্থি তবে রোজা ভেঙে যায় না।

সুফিয়ান সাওরি রহ. সম্পর্কে অবশ্য বর্ণিত আছে, তিনি গিবত দ্বারা রোজা ভঙ্গের প্রবল ধারণা, সুফিয়ান সাওরি রহ. এর দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের এবং কিয়াস দ্বারাও বাহ্যত রোজার সময় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ, গিবত সত্তাগতভাবেই হারাম এবং রোজাতে এর মন্দ দিক আরো বেড়ে যায়। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বা খারাপ কথা ও বদ কাজ বর্জন না করে আল্লাহর তা'আলার তার কোনো পরওয়া নেই যে, সে নিজ খানা-পিনা ছেড়ে দেয়। এর দাবি হলো, যখন খাওয়া-দাওয়া দ্বারা রোজা ভেঙে যাওয়া উচিত। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এরই প্রবক্তা যে, গিবত ইত্যাদি দ্বারা

সাদেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোজাদারের জন্য খানা-পিনা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং ফজরের স্পষ্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়ার অনুমতি থাকবে না।

[১৬৮৬] ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদিসের ওপর যে শিরোনাম কায়েম করেছেন, এ সম্পর্কে আল্লামা আইনি রহ. লেখেন, 'আমাদের শায়খ অর্থাৎ, ইরাকি রহ. বলেছেন, তাতে প্রশ্ন রয়েছে। কেনোনা, হাদিসে মিথ্যা কথা ও এর ওপর আমলের বিষয় রয়েছে। অথচ গিবত না মিথ্যা কথা, না তার ওপর আমল। কেনোনা, গিবতের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যেটা তার কাছে অপছন্দনীয়। আর মিথ্যা কথা হলো মিথ্যাচার ও অপবাদ। প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিসের ওপর অন্যান্য সুনান গ্রন্থাকারও এ ধরণের শিরোনাম কায়েম করেছন। এই প্রশ্নের জবাব এমনর বর্ণনা করা হয়েছে।

তারা যেনো হাদিস দ্বারা বুঝেছেন; হারাম হতে নিজের কথার হেফাজত। আর এক একটি হলো, গিবত। এজন্য ইবনে হাব্বান রহ. এর ওপর তার সহিহতে শিরোনাম কায়েম করেছেন, ذكر الخبر الدال على ان الصيام انما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام و الشراب و الجمع فقط আর হাদিসের কোনো কোনো শব্দে আছে, ومن لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم সুতরাং এখাবেন جهل শব্দ দ্বারা সমস্ত গুনাহ উদ্দেশ্য হতে পারে। এ শব্দটি বোখারির কিতাবুল আদাবে আছে। -উমদাতুল কারি-আইনি : ১০/২৭৬, باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم-সংকলক।

রোজা ভাঙে না।[১৬৮৭] যদিও এতে পূর্ণতাও আসেনা। তাদের মতে এই অর্থেই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসও।

তারপর হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত থানবি রহ. ওপরযুক্ত কিয়াস ও সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে লিখেন যে, 'রোজা[১৬৮৮] যেসব বৈশিষ্টের কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এর একটি বিশেষ ব্যক্তিগত হাকিকত আছে। امساك عن المفطرات بالنية অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে রোজা ভঙ্গকারি জিনিস হতে নিজে বিরত থাকা।) সুতরাং খানা-পিনা ইত্যাদি যদিও সহজ কিন্তু হাকিকতের পরিপন্থি নয়। যদিও এই হাকিকতের উদ্দেশের পরিপন্থি। বেশির চেয়ে বেশি এসব গুনাহ দ্বারা সেসব উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে। সেটা আমরাও মানি। এ কারণে ওপরে বলা হয়েছে[১৬৮৯] যে, এই রোজার কোনো সেকাহ ফায়দা নেই। আর আসল হাকিকত রোজার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এই আসর হবে যে কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, রোজা কেন রাখনি। বরং জিজ্ঞেস করা হবে যে, রোজা নষ্ট করেছ কেনো? এই দুটির মাঝে বিরাট ব্যবধান আছে যে, শাসকের হুকুমের পর প্রতি বছর কাগজই তৈরি করলে না এবং কাগজ বানিয়েছে তবে কোথাও কোথাও ভুল রয়ে গেছে। আর বলা হয়েছে যে, এমন রোজা দ্বারা সেকাহ কোনো ফায়দা নেই- এই শর্ত তাই আরোপ করা হয়েছে যে, বিলকুল বে-ফায়দা নয়। আর সে ফায়দা একতো স্পষ্ট যে, কোনো এক প্রকার হুকুম আদায় তো করা হলো, আর দ্বিতীয়ত প্রতিটি আমলে একটি বিশেষ বরকত আছে। যখন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের নফসকে সুনির্দিষ্ট ভোগ -বিলাস হতে বিরত রেখেছে, ফলে এর কারণে নফস অবশ্যই কিছুটা প্রভাবিত হবে। যার আসর হয়তো ভবিষ্যত প্রকাশিত হবে, কোনো গুনাহ হতে বিরত থাকার তাওফিক হবে। অথবা ওই দিনই এই আসর হবে যে, যদি এই রোজার সুরত না হতো তাহলে বিশেষ কোনো গুনাহ হয়ে যেতো। আর রোজার বরকতে গুনাহটি হলো না। কাজেই এ কারণে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলা যায় না।

[১৬৮৭] যে গিবত করলো, তারপর মনে করলো, এর ফলে তার রোজা ভেঙে ফেলেছে। তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে ফেললো, তারওপর কাজা আবশ্যক। বাকি তার ওপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে? হিদায়া(১/২২৭, كتاب الصوم قبيل فيما فصل فيما يوجب) গ্রন্থাকর বলেছেন, তার ওপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। এমনভাবে যে ঢুস লাগিয়েছে এবং মনে করেছে, এর দ্বারা তার রোজা ভেঙে ফেলেছে। তারপর ইচ্ছাকৃত খেয়ে নিলো তার ওপর কাজা ও কাফ্ফারা উভয়টি আসবে। তবে যদি কোনো ফকিহ তাকে রোজা নষ্ট হওয়ার ফতওয়া দেয় তবে ভিন্ন ব্যাপার। কেনোনা, ফতওয়া তার জন্য একটি শরয়ি দলিল। আর অনেকে বলেছেন, উভয় সুরতে কাফফারা লাগবে না। আর অনেকে বলেছেন, প্রথম সুরতে কাফ্ফারা লাগবে না, দ্বিতীয় সুরতে কাফ্ফরা লাগবে। অথৎপর হিদায়া,বাদায়ি, ফাতহুল কাদির আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে এক সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফাতওয়া শামি, বাহরুর রায়েক, ফাতহুল কাদির।

আনোয়ার রহ. বলেছেন, এই দুটির মাঝে পার্থক্যের কারণের মাঝে বলা যায় যে, গিবত বাস্তবে বেশি হয়ে থাকে। এ হতে পরহেজ করা কঠিন। তবে ঢুস এবং গিবত সংক্রান্ত দুটি হাদিসই সহিহ। ঢুসের কারণে রোজা নষ্ট হওয়ার মত পোষণ করেছেন, ইমাম আওজায়ি ও আহমদ রহ.। নির্ধারিত অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত আলোচনা হবে।-মা'আরিফুস সুনান : -সংকলক।

[১৬৮৮] ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত : ১/১৩৪, রোজা সম্পর্কীয় ত্রুটি। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব।-সংকলক।

[১৬৮৯]. ১/১৩৩, রোজা শুধু নামের।-সংকলত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ– ১৭ : সেহরির[১৬৯০] ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫০)

٧٠٨ – عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

৭০৮। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সেহরি খাও। কেনোনা, সেহরিতে বরকত আছে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, ইরবাজ ইবনে সারিয়া, উতবা ইবনে আবদ এবং আবুদ্ দারদা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আমাদের রোজা ও আহলে কিতাবের রোজার মাঝে পার্থক্য হলো, সেহরি খাওয়া।

٧٠٩ – حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : بِذٰلِكَ.

৭০৯। **অর্থ :** 'কুতায়বা ... আমর ইবনে আস রহ. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। মিসরবাসী বলেন, মুসা ইবনে আলি' আর ইরাকবাসী বলেন, 'মুসা ইবনে উলাই ইবনে রাবাহ আল-লাখমি'।

[১৬৯০] السحور অর্থ যা দ্বারা সেহরি খাওয়া হয়। চাই খাদ্য হোক বা পানীয় হোক। السحور ক্রিয়ামূলক। ইরাকি ও জাজরি প্রমুখ এই বক্তব্য করেছেন-মা'আরিফ : ৬/৪৬, ৪৭-সংকলক।

দরসে তিরমিযী

تسحروا فان فی السحور برکة[১৬৯১] وروی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال فصل ما بین صیامنا وصیام اهل الکتاب اکلة السحر[১৬৯২]

সেহরি খাওয়া ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত। তারপর সেহরি মুস্তাহাব হওয়ার বিভিন্ন হিকমতের সঙ্গে একটি বড় হিকমত হলো, আহলে কিতাবের বিরোধিতা। কেনোনা, আহলে কিতাবের জন্য রমজানে রাত্রে শোয়ার পর খানা-পিনার অনুমতি ছিলো না। এটা ছিলো তাদের জন্য হুকুম। ইসলামের শুরুর দিকে স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও এই হুকুম ছিলো। তাই আবু দাউদের বর্ণনায় [১৬৯৩] বর্ণিত আছে,

وکان الرجل اذا افطر فنام قبل ان یأکل لم یأکل حتی یصبح

'ইফতার করে খাওয়ার আগে যে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত খেতে পারতো না। তবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য সহজ এবং আহলে কিতাবের বিরোধিতার জন্য উদ্দেশ্যে এই হুকুম সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াত নাজিল হয়েছে, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ। [১৬৯৪] সুতরাং এই আয়াতেই সামনে যেয়ে বলা হয়েছে, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ-

---

[১৬৯১] হাফজ রহ. বলেছেন, কয়েক দিক দিয়ে সেহরিতে বরকত অর্জিত হয়। সেগুলো হলো, ১. সুন্নতের অনুসরণ, ২. আহলে কিতাবের বিরোধিতা, ৩. ইবাদাতের শক্তি অর্জন, ৪. স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি, ৫. ক্ষুধার্ত থাকার কারণে যে বদ স্বভাব আরো উসকে উঠে সে বদ স্বভাব প্রতিহত করণ, ৬. সেহরির সময় যে কিছু চায় এবং তার সঙ্গে খানায় একত্রিত হয় তা দানের কারণ হয়, ৭. জিকিরের কারণ হয়, ৮. দোয়া কবুলের সময় দোয়া করা হয়, ৯. যারা ঘুমের পূর্বে রোজার নিয়ত সম্পর্কে উদাসীন থাকে তারা নিয়ত করতে পারে।

আল্লামা ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. বলেছেন, এই বরকত পরকালীন বিষয়াবলিও হতে পারে। কারণ সুন্নত কায়েম সওয়াব ও তা বৃদ্ধির কারণ হয় এবং এই বরকত পার্থিব বিষয়াবলিতে পারে। যেমন, রোজা রাখার দৈহিক শক্তি এবং রোজাদারের কোনো ক্ষতি করা ব্যতিত রোজা রাখা সহজ হয়। -ফাতহুল বারি : ৪/১২০, باب برکة السحور من غیر ایجاب -সংকলক।

[১৬৯২] ইমাম নববী রহ. বলেছেন, اکلة السحر মানে সেহরি। আমরা এরূপই হরকত দিয়ে তা সংরক্ষণ করেছি। জুমহুর আলেমও অনুরূপই হরকত দিয়েছেন। এটাই আমাদের দেশের বর্ণনাগুলোতে প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো, একবার খাওয়া। الغدو ও والعشوة (সকালের নাস্তা ও বিকালের নাস্তা এর মত। যদিও খাদ্য তাতে প্রচুরই হোক না কেনো। তবে اکلة শব্দের অর্থ হলো, لقمة। কাজি ইয়াজ রহ. দাবি করেছেন যে, শব্দটির হামজাতে পেশ সহকারে আছে। তিনি বলেন, অথচ সঠিক হলো, যবর সহকারে। কেনোনা, এটাই হলো এখানে আসল উদ্দেশ্য। শরহে মুসলিম-নববী : ১/৩৫০, باب فضل السحوروتاکید استحبابه واستحباب تاخیره وتعجیل الفطر-সংকলক।

[১৬৯৩]. ১/৭৪, باب کیف الاذان-সংকলক।

[১৬৯৪] সূরা. বাকারা, আয়াত : ১৮৭, পারা : ২। তাছাড়া দ্র. সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৪, ৭৫ ইবনে আবু লায়লার হাদিস, باب کیف الاذان -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ–১৮ : সফরে রোজা রাখা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫১)

٧١٠– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ [١٦٩٥] وَصَامَ النَّاسُ مَعَهٗ فَقِيْلَ لَهٗ : اِنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَاَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَاَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهٗ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ–

৭১০। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা অভিমুখে বের হলেন। তারপর রোজা রাখলেন। এমনকি কুরাউল গামিম পর্যন্ত পৌঁছলেন। লোকজনও তার সঙ্গে রোজা রাখলো। তখন তাঁকে বলা হলো, লোকজনের পক্ষে রোজা রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকজন দেখছে আপনি কী করেন। তারপর তিনি আসর নামাজের পর এক পেয়ালা পানি আনলেন। তারপর তা পান করলেন। আর লোকজন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। তারপর অনেকে রোজা ভঙ্গ করলো, আর অনেকে রোজা রাখলো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, কিছু সংখ্যক লোক রোজা রেখেছে। তখন তিনি বললেন, অবাধ্য তারাই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযি রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত কাব ইবনে আসেম, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, সফরে রোজা রাখা নেক কাজ নয়।

সফরে রোজা রাখা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম মত পোষণ করেছেন যে, সফরে রোজা না রাখা উত্তম। এমনি যদি সফরে রোজা রাখো। অনেকে এই রোজা দোহরানোর মত পোষণ করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. সফরে রোজা না রাখা পছন্দ করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, যদি শক্তি পায় আর রোজা রাখে তবে তা ভালো। এটা উত্তম। আর যদি রোজা না রাখে তবেও ভালো। এটা সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মাজহাব।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ليس من البر الصيام فى السفر এবং যখন তার কাছে কিছু সংখ্যক লোকের রোজা রাখার সংবাদ পৌঁছলো, তখন তাঁর বাণী اولئك العصاة এর অর্থ হলো, যখন তার মন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবকাশ গ্রহণে অসমর্থ হয় (তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। তবে যে রোজা না রাখা বৈধ মনে করে এবং রোজা রাখে, তার ওপর সামর্থ্যও রাখে, তবে সেটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

[১৬৯৫] الكراع গরু এবং বকরির পা, আর মানুষের হলো পায়ের গোছা। الغميم শব্দের অর্থ হলো, গরম গাঢ় দুধ। كراء الغميم একটি স্থানের নাম। যেটি বীরে উসমানের কাছে মক্কা হতে দুই মঞ্জিল (প্রায় ৩২ মাইল) দূরে অবস্থিত। আসলে كراع হলো, একটি দীর্ঘ প্রস্তরময় ময়দানের নাম। বস্তুত غميم হলো, হিজাজের একটি উপত্যকার নাম। দ্র. মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ৪/৩৯২, লুগাতুল হাদিস, কিতাব ك, পৃষ্ঠা : ৪৩।-সংকলক কর্তৃক পরিবর্ধিত।

দরসে তিরমিযী

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সফর অবস্থায় রোজা না রাখা বৈধ। তবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, উত্তম কোনটি? ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মতে রোজা রাখা উত্তম। তবে ভীষণ কষ্টের আশংকা হলে রোজা না রাখা উত্তম।[১৬৯৬] ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতে অবকাশের ওপর আমল করার লক্ষ্যে সফরে ব্যাপক আকারে রোজা না রাখা উত্তম। আওজায়ি রহ. এর মাজহাবও এটিই।[১৬৯৭] শাফেয়ি রহ. এরও এক বর্ণনা এটি। অনেক আহলে জাহেরের মাজহাব হলো, সফরে রোজা রাখা ব্যাপক আকারে অবৈধ।[১৬৯৮] তাদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত, اولئك العصاة বাক্য।

আহমদ রহ. এর দলিল সহিহ বোখারির[১৬৯৯] একটি হাদিস। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ليس من البر الصوم فى السفر সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম সেসব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেগুলোতে রোজা রাখা প্রমাণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম হতে।[১৭০০]

[১৬৯৬] ইসবিজাবি রহ. মুখতাসারুত তাহাবির ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, উত্তম হলো, সফর অবস্থায় রোজা রাখা, যদি তাকে রোজা দুবল না করে দেয়। যদি তাকে জয়িফ করে দেয় এবং রোজা রাখলে তার কষ্ট হয়, তবে রোজা না রাখা উত্তম। যদি কষ্ট ব্যতীত রোজা না রাখে তবে গোনাহগার হব না। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. এ মতই পোষণ করেন। নববী (রহ.) বলেছেন, এটিই হলো, প্রকৃত মাজহাব। উমদাতুল কারি : ১১/৪৩, باب الصوم فى السفر والافطار - সংকলক।

[১৬৯৭] অন্যরা বলেছেন, সাধারণ আকারে তার ইখতিয়ার রয়েছে। আর অন্যরা বলেছেন, এ দুটির মধ্যে যেটি সবচেয়ে সহজ সেটিই উত্তম। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, يريد الله بكم اليسر 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ চান।' সুতরাং যদি রোজা না রাখা তার জন্য সহজ হয়, তবে এটা তার ক্ষেত্রে উত্তম। আর যদি রোজা রাখা সহজ হয় যেমন, এক ব্যক্তির ওপর তখন রোজা সহজ তবে পরবর্তীতে তার জন্য কষ্টকর হয়, তবে তার ক্ষেত্রে রোজা রাখা উত্তম। এটা হলো, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর মত। এটাই ইবনুল মুনজির রহ. পছন্দ করেছেন। তবে দলিল হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের বক্তব্য। তবে কোনো সময় রোজা না রাখা উত্তম হয়, যার জন্য রোজা রাখা কষ্টকর এবং রোজার ফলে তার জন্য ক্ষতি হয়, অনুরূপভাবে যে এর দ্বারা অবকাশ গ্রহণ করা হতে বিমুখ হওয়ার ধারণা করে। যেমন, এর দৃষ্টান্ত মোজার ওপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। - ফাতহুল বারি : ৪/১৬০, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام فى السفر- সাইফি।

[১৬৯৮] ফাতহুল বারি : ৪/১৫৯। এ বিষয়টি হজরত উমর, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা রা., জুহরি, ইবরাহিম নাখয়ি প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে। তারা দলিল পেশ করেন, فمن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام اخر আয়াত দ্বারা।

[১৬৯৯] তাঁরা বলেছেন, এই আয়াতের স্পষ্ট অর্থ হলো, সে অন্য সময় তা হিসেব করে রোজা রাখবে। সুতরাং তার ওপর ওয়াজিব হলো, গুণে রেখে পরে রোজা রাখা। জমহুর এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এখানে উহ্য ইবারত হলো فافطر فعدة অর্থাৎ, সে রোজা ভঙ্গ করেছে তবে তার জন্য তাকে সে পরিমাণ রোজা পরে রাখতে হবে।-সংকলক।

[১৭০০] ১/২৬১, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر الخ সুনানে আবু দাউদে : ১/২৩৭, باب من اختار الفطر এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, ليس من البر الصيام فى السفر।

হাফেজ জায়লায়ি রহ. বলেন, বর্ণনায় বর্ণিত আছে, ليس من امبر امصيام فى امسفر এটা কোনো কোনো আরবের ভাষা। আবদুর রাজ্জাক রহ. এটি তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন-

اخبرنا معمر عن الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن اميه المحى عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم.

তারপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আবদুর রাজ্জাক হতে বর্ণিত আছে যে, এটি আহমদ রহ. তার মুসনাদে বর্ণনা

গরিষ্ঠের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং ليس من البر الصوم فى السفر উভয়টি তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ভীষণ কষ্টের আশংকা হয়। এ কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ان الناس شق عليهم الصيام তথা লোকজনের পক্ষে রোজা রাখা ভারি কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সহিহ বোখারির যে বর্ণনা- এ সম্পর্কে আমরা বলব, এটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কিত যিনি সফরে রোজা রেখে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন।[১৭০১] আর অসহনীয় কষ্টের সুরতে সফরে রোজা না রাখা উত্তম। আমরাও এটাই বলি।[১৭০২]

করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. সূত্রে ইমাম তাবারানিও মু'জামে তাবারানিতে এটি বর্ণনা করেছেন।-নসবুর রায়াহ : ২/৪৬১, باب ما يوجب القضاء و الكفارة। আল্লামা হায়ছামী রহ. ও কাব আশআরি রহ. ليس من امبر الخ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন, এটি আহমদ ও তারাবানি (কবিরে) বর্ণনা করেছেন। আহমদ-এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিদের বর্ণনাকারি।-মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/১৬১, باب الصيام فى السفر

পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء فى الرخصة فى الصوم فى السفر) এ বিষয়টি কয়েকটি হাদিস বর্ণিত আছ। যেমন, হজরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তিনি (অর্থাৎ, হামাজা ইবনে আমর রা. সর্বদা রোজা রাখতেন।) যেমন, মুসলিমের (১/৩৫৭, باب جواز الصوم والفدر فى شهر رمضان للمسافر) বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এ ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার ইচ্ছে হলে রোজা রাখা। আর ইচ্ছে হলে রোজা মওকুফ করো।

আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফর করতাম। তিনি রোজাদারকে রোজার ব্যাপারে দোষারোপ করতেন না। আবার রোজা মওকুফকারিকেও দোষারোপ করতেন না রোজা মওকুফ করার কারণে।-তিরমিযী : ১/১১৮, ১১৯

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রোজা রাখতেন এবং রোজা মওকুফ করতেন...।

হায়ছামি রহ. বলেন, এ হাদিসটি আহমদ, আবু ইয়ালা ও বাজ্জার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহমদের বর্ণনাকারিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের রাবি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/১৫৮, ১৫৯

আবুদ্ দারদা রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোনো কোনো সফরে তার সঙ্গে আমাদেরকে দেখেছি এমনকি অনেকে হাত তার মাথায় রাখতেন প্রচণ্ড গরমের কারণে। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. ব্যতীত আর কেউ রোজাদার ছিলেন না। -তাহাবি : ১/২৮০, ২৮১, باب الصيام فى السفر। এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২৬১, باب بلاترجمة بعد باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه الخ.) ইষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৭০১] যেমন, বর্ণনার প্রথম দিকের শব্দগুলো তা দলিল করছে। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি ভিড় দেখলেন এবং দেখলেন এক ব্যক্তির ওপর ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকজন বললেন, একজন রোজাদার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, (তার কাজটি) কোনো নেকের কাজ নয়...। -বোখারি : ১/২৬১, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه الخ.-সংকলক।

[১৭০২] যেমন, হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, আমরা এক সফরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের এক দিনে অবতরণ করলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন রোজাদার, আবার কেউ বে-রোজাদার। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে অবতরণ করলাম। আমাদের অধিকাংশ লোক ছায়াদার দিলেন। চাদরের অধিকারি ছিলেন। আর আমাদের মধ্যে অনেকে সূর্য হতে নিজেকে আড়াল করতেন হাত দ্বারা। ফলে রোজাদারগণ পড়ে গেলেন। আর বে-রোজাদারগণ স্থির থাকলেন। তারা তাবু তৈরি করলেন এবং সওয়ারীগুলোকে পানি পান করালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তারপর দ্বিতীয় মাসআলাটি এখানে এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি রোজা রেখে সফর শুরু করে তাহলে মাঝখানে তার জন্য রোজা ভেঙে দেওয়া বৈধ কি না? হানাফিদের মতে সফরের অবস্থায়ও বাধ্য ও অপারগ হওয়া ব্যতীত রোজা ভেঙে দেওয়া বৈধ নয়।[১৭০৩] ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রমুখ ব্যাপক আকারে এটা বৈধ বলেন এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আসরের পর রোজা ভাঙার উল্লেখ রয়েছে।[১৭০৪]

জবাব দিতে গিয়ে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন,[১৭০৫] ফাতাওয়া তাতারখানিয়াতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে, মুজাহিদদের জন্য হানাফিদের মতেও রোজা রেখে ভেঙে ফেলা বৈধ আছে। চাই অপারগতা নাই হোক না কেনো। সুতরাং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা হানাফিদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা যায় না। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এ স্থানে তাশরিফ নিচ্ছিলেন জিহাদের জন্যই।[১৭০৬]

এরশাদ করলেন, বে-রোজাদাররা আজকে সওয়াব নিয়ে নিল। -তাহাবি : ১/২৮১, باب الصيام فى السفر। এই বর্ণনা দ্বারা ভীষণ কষ্ট হলে যেখানে রোজা না রাখার ফজিলত প্রমাণিত হচ্ছে, সেখানে এদিকেও ইঙ্গিত হচ্ছে যে, কষ্ট না হলে সফরে রোজাদারদের ওপর গাইরে রোজাদারদের কোনো ফজিলত অর্জিত হবে না। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দরাজি ذهب المفطرون بالأجر اليوم দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে। والله اعلم-সংকলক।

[১৭০৩] বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, রোজার নিয়ত করার পর দিনের মাঝে মুসাফিরের জন্য রোজা ভঙ্গ করার অবৈধতা ইমাম আবু হানিফা রহ. সহ অধিকাংশের মাজহাব। হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে বৈধতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাবরূপে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ শাফেয়ি মতাবলম্বী এটাকে নিশ্চিত মনে করেন। তিনি বলেন, এক সুরতে তার জন্য রোজা ভঙ্গের অনুমতি নেই। তবে এতে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। -মা'আরিফ : ৬/৫০ -সংকলক।

[১৭০৪] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে বাধ্যতা-অপারগতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও বাহ্যত জটিল মনে হচ্ছে। কেনোনা, বহু সাহাবি রোজা রাখার পর তা পরিপূর্ণ করেছেন অথচ তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। -উস্তাদে মুহতারাম।

[১৭০৫] বিন্নৌরি রহ. বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব রদ করে দিচ্ছে। এমনকি দিনের মাঝে রোজাদারের জন্য রোজা ভঙ্গ করা প্রমাণিত হলো। হানাফিদের মধ্য হতে কেউ এই প্রশ্নটির জবাব দেননি। আমাদের শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেছেন, ফাতাওয়া তাতারখানিয়াতে এমনভাবে অন্যান্য কিতাবেও স্পষ্ট ভাষায় আমাদের মাজহাবে যোদ্ধা রোজাদারদের জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ বলে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আমি বলব (শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেন,) তাতারখানিয়ার বিবরণ আমার কাছে যেসব উৎস গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোতে আমি পাইনি। তবে ফাতাওয়া আলমগিরিতে (১/২০৮, الباب الخامس فى الأعذار التى تبيح الإفطار-সংকলক।) মুহিতে সারাখসি হতে বর্ণিত আছে, যোদ্ধা যখন নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে রমজান মাসে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং রোজা ভঙ্গ না করলে সে দুর্বলতার আশংকা করে, তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। ফাতহুল কাদিরে আছে, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যোদ্ধা যখন নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে রমজান মাসে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যদি রোজা ভঙ্গ না করে তবে দুর্বলতার আশংকা করে তবে সে যুদ্ধের পূর্বে রোজা ভঙ্গ করবে। চাই মুসাফির হোক অথবা মুকিম। -২/৭৯, فى اول فصل العوارض। সুতরাং তাদের জন্য আমাদের মাজহাব মতে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ ছিলো। কেনোনা, তারাতো ছিলেন, যোদ্ধা-মুজাহিদ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৫০ -সংকলক।

[১৭০৬] তিরমিযীতেই হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর হাদিস বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর যখন মার্‌রুজ্ জাহরান নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি আমাদেরকে রোজা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা সবাই রোজা ভঙ্গ করলাম। তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। -১/২৩৮, ابواب الجهاد باب فى الفطر عند القتال।

আবু সাইদ খুদরি রা. হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কা বিজয়ের বছর রমজানে বেরিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখছিলেন। আমরাও রোজা রাখছিলাম। তিনি একটি

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : সফরে রোজা রাখার অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١١ -عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضـ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

৭১১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, হামজা ইবনে আমর আসলামি রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরে রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আর তিনি লাগাতার রোজা রাখতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে রোজা রাখ, আর ইচ্ছে করলে রোজা মওকুফ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক, আবু সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবুদ্ দারদা ও হামজা ইবনে আমর আসলামি রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর এ হাদিস যে, হামজা ইবনে আমর আসলামি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন -حسن صحيح।

٧١٢ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ.

৭১২। হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, আমরা রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফর করতাম। তিনি রোজাদারের রোজার ফলে তাকে দোষারোপ করতেন না। তাকে দোষারোপ করতেন না রোজা মওকুফকারির রোজা না রাখার ফলেও।

٧١٣ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضـ : قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ فَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضُعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ.

মনজিলে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকটবর্তী হয়েছ। রোজা ভঙ্গ করাই তোমাদের জন্য অধিক শক্তির কারণ হবে। সুতরাং আমাদের অনেকে সকালে রোজাদার থাকলো আর অনেকে থাকলো বে রোজাদার। তারপর আমরা সফর করতে করতে এক মনজিলে অবতরণ করলাম। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ওপর সকালে আক্রমণ করবে। রোজা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য অধিক শক্তির কারণ। সুতরাং তোমরা রোজা ভঙ্গ করো। ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে এটা ছিলো আজিমত। তারপর আমি আমাকে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এর পূর্বে ও পরে। -১/২৭৯, باب الصيام فى السفر-এই বর্ণনাটি হানাফিদের মাজহাবের ব্যাপারে স্পষ্ট। তাছাড়া তিরমিযীতে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমজানে দুটি যুদ্ধ করেছি। বদরের দিনে ও মক্কা বিজয়ের দিবসে। ফলে এ দুটোতেই আমরা রোজা ভঙ্গ করেছি। -১/১১৯, باب ما جاء فى الرخصة للمحارب فى الإفطار। প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জিহাদি সফর কয়েক দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, সিরাত গ্রন্থকারগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, তিনি রমজানের দশ তারিখে বেরিয়েছিলেন, আর মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, ১৯ তারিখে। -উমদাতুল কারি : ১১/৪৬, باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر। -সংকলক।

৭১৩। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে রোজাদারও থাকতেন, বে-রোজাদারও থাকতেন। সুতরাং বে-রোজাদার রোজাদারের ব্যাপারে কিছু মনে করতেন না। এবং রোজাদারও রোজাদারের ব্যাপারে কিছু মনে করতেন না। তারা মনে করতেন, যিনি শক্তি অনুভব করে রোজা রাখেন তার কাজটি ভালো হলো। আর যিনি দুর্বলতা অনুভব করে রোজা রাখলেন না তার কাজটিও উত্তম।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ-২০ : যোদ্ধার জন্য রোজা ভঙ্গের অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١٤ - عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ فَأَفْطَرْنَا فِيْهِمَا.

৭১৪। **অর্থ :** হজরত ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণিত, তাকে সফরে রোজা সম্পর্কে মা'মার জিজ্ঞেস করলে তিনি হাদিস বর্ণনা করলেন যে, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর ও মক্কা বিজয় এ দুটি যুদ্ধ করেছি। আমরা রোজাদার ছিলাম দুটি যুদ্ধেই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু সাইদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উমর রা. এর হাদিসটি শুধু এই সূত্রেই আমরা জানি। আবু সাইদ রা. এর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক যুদ্ধে- যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন- তাতে রোজা না রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। তবে তিনি শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময় রোজা ভঙ্গের অবকাশ দিয়েছেন। অনেক আলেম এমতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

অনুচ্ছেদ-২১ : গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণীর জন্য রোজা ভঙ্গের অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١٥ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ) : قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدْتُّهُ يَتَغَدّٰى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَاللهِ ! لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيَالَهْفَ نَفْسِيْ ! أَنْ لَّا أَكُوْنَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

৭১৫। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, বনি আবদুল্লাহ ইবনে কাবের এক ব্যক্তি বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়া আমাদের ওপর আক্রমণ করলো। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমি তাকে পেলাম সকালের নাস্তা করতে। তিনি বললেন, কাছে এসো, খাও। আমি বললাম, আমি রোজাদার। তখন তিনি বললেন, কাছে এসো, আমি তোমাকে রোজা সম্পর্কে হাদিস বলবো। আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হতে রোজা এবং নামাজের অর্ধেক মাফ করে দিয়েছেন। এমনভাবে অন্তঃসত্ত্বা কিংবা দুগ্ধদানকারিণীদেরও রোজা (এখানে সওম অথবা সিয়াম শব্দ ব্যবহার করেছেন।) মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুটি শব্দ অথবা একটি শব্দ বলেছেন। আমার নফসের ওপর আক্ষেপ! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা হতে আমি খেলাম না কেনো!

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু উমাইয়া রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস ইবনে মালেক কাবির হাদিসটি حسن। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই আনাস ইবনে মালেকের এই একটি হাদিস ব্যতীত আর কোনো হাদিস আমরা জানি না। এর ওপর অনেক আলেমের আমল অব্যাহত। অনেক আলেম বলেছেন, অন্তঃসত্ত্বা ও দুগ্ধদানকারিণী রোজা ভঙ্গ করবে এবং কাজা করবে ও মিসকিনদেরকে খানা খাওয়াবে।, সুফিয়ান, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এমতই পোষণ করেন। আর অনেকে বলেছেন, রোজা ভঙ্গ করবে এবং খানা খাওয়াবে। তাদের ওপর কাজা নেই। ইচ্ছে করলে তারা কাজা করবে, তাদের ওপর খানা খাওয়ানোর দায়িত্ব নেই। এ মতই পোষণ করেন ইসহাক রহ.।

দরসে তিরমিযী

عن انس بن مالك رضى الله عنه খাজরাজি আনসারি সাহাবি নন। যিনি দশ বছর পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন। বরং ইনি অন্য একজন সাহাবি। আনাস ইবনে মালেক কুশায়রি রা.। তিনি বনু আবদুল্লাহ ইবনে কাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[১৭০৭] তাঁর উপনাম আবু উমাইয়া, আর অনেকে তার উপনাম আবু উমায়মা এবং অনেকে আবু মাইয়াহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বসরায় তাশরিফ আনয়ন করেছিলেন। তাঁর হতে আবু কিলাবা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়াদা কুশাইরি রহ. হাদিস বর্ণনা করেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত তাঁর হাদিসটি তিরমিযী রহ. ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারও[১৭০৮] বর্ণনা করেছেন।[১৭০৯]

أغارت علينا[১৭১০] خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم

[১৭০৭] সুনানে ইবনে মাজাহতে (১২০, باب ماجاء فى الإفطار الحامل و المرضع) তার যে পরিচয় 'বনু আবদুল আশহালের এক ব্যক্তি' দ্বারা করানো হয়েছে এটা ইসাবার বিবরণ অনুযায়ী বিশুদ্ধ নয়। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৫৯ -সংকলক।

[১৭০৮] দ্র. সুনানে নাসায়ি : ১/৩১৮, وضع الصيام عن الحبلى و المرضع সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২৭, باب من اختار الفطرة

সুনানে ইবনে মাজাহ : ১২০ باب ماجاء فى الإفكار الحامل و المرضع-সংকলক।

[১৭০৯] আনাস ইবনে মালেক কাবি রা. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওপরযুক্ত তাফসিলের জন্য দ্র. তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/৮৫, নং ৬৪৫, মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৫৯ -সংকলক।

[১৭১০] অর্থাৎ, আমাদের কওমের ওপর। কেনোনা, তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৫৯ -সংকলক।

فوجدته يتغدى فقال ادن[১৯১১] فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله ! لقد قالهما النبي صلى الله عليه و سلم كلتيهما أو إحداهما فيالهف[১৯১২] نفسي ! أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه و سلم[১৯১৩].

সবাই গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী সম্পর্কে একমত যে, তাদের জানের ব্যাপারে কোনো প্রকার আশংকা হলে তাদের জন্য রোজা না রাখা বৈধ আছে। এমতাবস্থায় তারা পরবর্তীতে রোজা কাজা করবে। নিজের জানের ওপর আশংকাকারি রোগীর মতো তাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে না। এতোটুকু পর্যন্ত তো ঐকমত্য রয়েছে। তারপর যদি রোজা রাখার ফলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটের বাচ্চার এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্বীয় দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার ব্যাপারে কোনো আশংকা হয় তবে এমতাবস্থায়ও তাদের জন্য রোজা না রাখা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তারপর তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা রহ. ও তাঁর সঙ্গীদের মতে এমতাবস্থায় তাদের দায়িত্বে শুধু কাজা আবশ্যক হবে। আওজায়ি, সুফিয়ান সাওরি, আবু উবায়দ, আবু সাওর, আতা, হাসান বসরি, জুহরি, রবি'আহ, নাখয়ি, জাহ্হাক এবং সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. এর মাজহাবও এটাই। তাঁদের দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস- যাতে খাদ্য ফিদিয়া দেওয়ার কোনো হুকুমই দেওয়া হয়নি।

ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মতে তখন তারা উভয়ে কাজাও করবে এবং ফিদিয়াও দিবে। হজরত ইবনে উমর রা. ও মুজাহিদ রহ. হতে এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক রহ. এরও এক বর্ণনা এটাই। অথচ ইমাম মালেক রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা ও লাইছ রহ. এর মাজহাব হলো, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কাজা তো করবে, তবে তার দায়িত্বে ফিদিয়া নেই। তবে দুগ্ধদানকারিণীর দায়িত্বে কাজা এবং ফিদিয়া আছে উভয়টিই।

ইসহাক রহ. এর মতে তাদের দায়িত্বে খাদ্য ফিদিয়া তো আছে তবে কাজা নেই। হজরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. এবং ইবনে জুবাইর রহ. হতেও এটিই বর্ণিত আছে।[১৯১৪]

[১৯১১] دنا يدنو دنوا হতে নির্দেশসূচক শব্দ। নিকটবর্তী হওয়া। -সংকলক।

[১৯১২] لهف يلهف لهفا (سمع) على ما فات উদ্বিগ্ন হওয়া, চিন্তিত হওয়া, আফসোস করা। يا لهف فلان শব্দ দ্বারা কোনো হারানো জিনিসের ওপর আফসোস করা হয়। অর্থাৎ, অমুকের ব্যাপারে কতোটা আফসোস হয়! সুতরাং يا لهف نفسي এর অর্থ হবে, হায়! আমার ওপর আক্ষেপ! -সংকলক

[১৯১৩] ফলে আনাস ইবনে মালেক কা'বি রা. আফসোস করতেন, বরকত ছুটে যাওয়ার কারণে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর প্রতি তার সঙ্গে খানা খাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে হুকুম পালন করতে না পারার কারণে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো, শুরু হতে রোজা না রাখার বৈধতার ব্যাপারে অবকাশের বিবরণ দেওয়া, রোজার নিয়ত করার পর ভঙ্গ করার প্রতি উৎসাহিত করার বিবরণ নয়। -মা'আরিফ : ৬/৫৯।

[১৯১৪] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, এ হলো মুগনি শরহুল মুহাজ্জাব ও কাওয়াইদে ইবনে রুশদ ইত্যাদির সার সংক্ষেপ। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৬০। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–২২ : মৃতের পক্ষ হতে রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

৭১৬। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জনৈক মহিলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার বোন মারা গেছে। তার ওপর লাগাতার দুমাসের রোজার দায়িত্ব ছিলো। জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাকে বল, যদি তোমার বোনের ওপর ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি ঋণ আদায় করতে? জবাবে মহিলা বললো, হ্যাঁ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুতরাং এর অধিক যোগ্য আল্লাহর হক

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত বুরাইদা, ইবনে উমর ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٧١٧ – عَنِ الْأَعْمَشِ : بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : جَوَّدَ أَبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِيْ خَالِدٍ.

৭১৭। **অর্থ :** হজরত এই সনদে আ'মাশ সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ রহ. কে বলতে শুনেছি, আবু খালেদ আহমার এই হাদিসটি আ'মাশ হতে সুন্দর বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বলেছেন, আবু খালেদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি আ'মাশ হতে আবু খালেদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু মু'আবিয়া প্রমুখ এ হাদিসটি আ'মাশ- মুসলিম আল-বাতিন-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তাঁরা 'সালামা ইবনে কুহাইল হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি। আর না 'আতা হতে', না 'মুজাহিদ হতে' উল্লেখ করেছেন।

আবু খালেদের নাম হলো, سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْكَفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ–২৩ : কাফফারা[১৯১৫] প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١٨ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مكان كل يوم مسكينا.

৭১৮। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নিজের ওপর এক মাসের রোজার দায়িত্ব রেখে মারা গেলো তার পক্ষ হতে যেনো প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে আহার করায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে মারফু' আকারে আমরা জানি না। সহিহ হলো, ইবনে উমর রা. হতে এটি মওকুফ, এটি তার বক্তব্য। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, মৃতের পক্ষ হতে রোজা রাখা হবে। তাঁরা বলেছেন, যখন মাইয়েতের দায়িত্বে রোজার মানত থাকে তবে তার পক্ষ হতে রোজা রাখবে। আর যখন তার ওপর রমজানের কাজা থাকে তখন সে তার পক্ষ হতে খানা খাওয়াবে।

ইমাম মালেক, সুফিয়ান, শাফেয়ি রহ. বলেছেন, কেউ কারো পক্ষ হতে রোজা রাখবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আশআস হলেন, ইবনে সাওয়ার। আর মুহাম্মদ হলেন, মুহাম্মদ ইবনে অব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস[১৯১৬] من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. এই মাসআলাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের (ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর) দলিল যে, মৃতের পক্ষ হতে রোজার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ততা দুরুস্ত নেই। দলিলের কারণ ফিদিয়াকে রোজার বদল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তার বদল হতে পারে না অন্য কোনো ব্যক্তির রোজা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

অনুচ্ছেদ–২৪ : রোজাদারের বমি করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫২)

٧١٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ اَلْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ.

৭১৯। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস রোজাদারের রোজা ভঙ্গ করে না। সিঙ্গা লাগানো, বমি এবং স্বপ্নদোষ।

[১৯১৫] এর পূর্বে তিরমিযীতে باب ماجاء فى الصوم عن الميت রয়েছে। তবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়গুলো ابواب الزكاة، باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته এর অধীনে এসে গেছে। -সংকলক।

[১৯১৬] দ্র. মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬২ ৬৩ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদ খুদরি রা. এর হাদিসটি অসংরক্ষিত। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আসলাম ও আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ এ হাদিসটি জায়িদ ইবনে আসলাম রা. হতে মুরসাল আকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাতে 'আবু সাইদ রা. হতে' উল্লেখ করেননি। আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলামকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। আবু দাউদ রহ. বলেছেন, আমি আবু দাউদ সিজ্জিকে বলতে শুনেছি, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জায়দের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, মুহাম্মদকে আমি আলি ইবনুল মাদীনি রহ. হতে উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম সেকাহ। আর আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম জয়িফ।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আমি তার হতে কোনো হাদিস বর্ণনা করি না।

দরসে তিরমিযী

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة[১৭১৭] والقيء والاحتلام.

এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত যে, নিজে নিজে বমি এলে রোজা ভঙ্গ হয় না। আর যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।[১৭১৮] অবশ্য হানাফিদের মতে এখানে তাফসিল রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আল বাহরুর রায়েকে[১৭১৯] বমির বারটি সুরত বর্ণনা করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, বমি হয়ত নিজে নিজে আসবে অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করা হবে। উভয় সুরতে মুখ ভর্তি বমি হবে বা হবে না। তারপর এগুলো হতে প্রত্যেকটির সুরতে হয়ত বমি বের হবে, কিংবা নিজে নিজে ভেতর দিকে চলে যাবে, বা ইচ্ছাকৃত ভেতরে নিয়ে নেওয়া হবে। এই মোট বারটি[১৭২০] সুরত হলো। বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার বলেন, এই সুরতগুলোর মধ্য হতে শুধু দুই সুরত রোজা ভঙ্গকারি হবে- ১. মুখ ভর্তি বমি হবে এবং রোজাদার তা পুনরায় গিলে ফেলবে। ২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভর্তি বমি করবে। অন্য কোনো সুরত রোজা ভঙ্গের[১৭২১] কারণ নয়।

[১৭১৭] এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী অনুচ্ছেদে باب ما جاء فى كراهية الحجامة الصائم এর অধীনে স্বতন্ত্রভাবে আসবে। -সংকলক।

[১৭১৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৬৪ -সংকলক।

[১৭১৯] ২/২৭৪,باب مايفسد الصوم ومالا يفسده-সংকলক

[১৭২০] তারপর এসব সুরত হয়ত রোজা স্মরণ করার সঙ্গে হবে, অথবা রোজা স্মরণ করার সঙ্গে হবে না। সুতরাং ২৪টি শাখা বের হবে। দুই সুরতে ফাসেদ হবে। ১. বমি ফিরিয়ে নেওয়া, ২. আর রোজা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও মুখভর্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। -আদ্ দুর্‌রুল মুনতাকা। এ বিষয়টি আল-মিনহা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মা'আরিফ : ৬/৬৪। -সংকলক।

[১৭২১] সবগুলো সুরতে তার ওজু ভেঙে যাবে। শুধুমাত্র একটি সুরত ব্যতিক্রম, সেটি হলো যখন মুখভর্তি বমি না হয়। আর নামাজ সম্পর্কে ফাতাওয়া জহিরিয়াতে আছে, যদি মুখ ভর্তি বমির চেয়ে কম হয় তবে তার নামাজ ফাসেদ হবে না। আর যদি তার পেটের দিকে বমি ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব অনুসারে রোজার ওপর কিয়াস করে নামাজ ফাসেদ না হওয়ার কথা। ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়াসের ভিত্তিতে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। -বাহরুর্ রায়েক : ২/২৭৪। আর যদি নামাজের মধ্যে নিজে ইচ্ছা করে বমি করে যদি তা মুখ ভর্তির চেয়ে কম হয় তবে তার নামাজ ফাসেদ হবে না। যদি মুখ ভর্তি বমি হয় তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। বিস্তারিত অতিরিক্ত বিবরণের জন্য দ্র. বাহরুর্ রায়েক : ২/২৭৫ -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

অনুচ্ছেদ–২৫ প্রসংগ : ইচ্ছাকৃত যে বমি করে (মতন পৃ. ১৫৩)

٧٢٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

৭২০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ওপর বমি প্রবল হয়ে যায় তার ওপর কাজা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে সে যেনো তা কাজা করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবুদ্ দারদা, সাওবান ও ফাজালা ইবনে উবায়দ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن غريب। এটি আমরা হিশাম-ইবনে সিরিন-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইসা ইবনে ইউনুস সূত্রেই জানি। মুহাম্মদ রহ. বলেন, আমরা সংরক্ষিত মনে করি না এটাকে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এর সনদ সহিহ নয়। হজরত আবুদ্ দারদা, সাওবান ও ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে রোজা ভঙ্গ করেছেন। এই হাদিসের অর্থ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোজা রাখছিলেন। তারপর বমি করে জয়িফ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এমন ব্যাখ্যা সহকারে।

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ওপর আমল ওলামায়ে কেরামের মতে অব্যাহত যে, রোজাদারের ওপর যখন বমি প্রবল হয়ে উঠবে, তখন তার ওপর কাজা নেই। আর যখন ইচ্ছাকৃত বমি করবে তখন সে অবশ্যই কাজা করবে। শাফেয়ি, সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ[১৯২২]–২৬ প্রসংগ : যে রোজাদার ভুলক্রমে খানা-পিনা করলো (মতন পৃ. ১৫৩)

٧٢١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ.

[১৯২২] সংকলক কর্তৃক।

৭২১। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ভুলক্রমে খেলো অথবা পান করলো সে যেনো রোজা ভঙ্গ না করে। এটা তো রিজিক। তাকে এ রিজিক দান করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَ خَلَّاسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

৭২২। আবু সাইদ ... আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ এবং উম্মে ইসহাক আল-গানাবিয়্যা হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এমতই পোষণ করেন। মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, কেউ যখন রমজানে ভুলক্রমে খেয়ে ফেলবে তখন তার দায়িত্ব শুধু কাজা করা। তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ।

আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এ ব্যাপারে একমত যে, রোজাদার যদি ভুলে খেয়ে অথবা পান করে নেয় তবে তার রোজা ভাঙে না। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস তা দলিল করছে। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. এর মতে তার দায়িত্বে কাজা ওয়াজিব।[১৭২৩] যদিও নফল রোজায় তিনিও রোজা না ভাঙার পক্ষে।

তারপর আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি রোজাদারকে ভুলে খেতে দেখে, যদি তার এই ধারণা হয় যে, এই রোজাদার দুর্বলতা ব্যতীত এই রোজা পূর্ণ করার সামর্থ্য রাখে, তবে তখন তার জন্য রোজাদারকে অবহিত করে দেওয়া উচিত। অবহিত না করা তার জন্য মাকরূহ। তবে যদি সে রোজাদার এমন হয় যে, রোজা রাখলে তার মধ্যে দুর্বলতা আসার আশংকা আছে এবং পানাহারের ফলে অন্য ইবাদতে শক্তি অর্জিত হওয়ার আশা হয়, তাহলে তখন তাকে অবহিত না করারও অবকাশ আছে।[১৭২৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا

অনুচ্ছেদ–২৭ : ইচ্ছাকৃত রোজা না রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৩)

٧٢٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.

[১৭২৩] মালেক রহ. এই মাসআলার দিকে ভালো করে নজর দিয়েছেন। গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন যে, তাকে কাজা করতে হবে। কেনোনা, রোজার অর্থ হলো, খাওয়া হতে বিরত থাকা। সুতরাং খাওয়া সত্ত্বেও রোজা হবে না। কেনোনা, আহার এর বিপরীত। আর যেহেতু এর রোকন ও হাকিকত বাকি নেই কাজেই রোজা বাকি থাকবে না। সুতরাং সে হুকুম পালনকারি হবে না, হবে না দায়িত্ব আদায়কারি। -আরিজাতুল আহওয়াজি : ৩/২৪৭ -সংকলক।

[১৭২৪] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফাতহুল কাদির : ২/৬৩, اوائل باب يوجب القضاء و الكفارة

৭২৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো অবকাশ ও রোগ-বিমারি ব্যতীত, রমজানের কোনো দিনে রোজা ভঙ্গ করবে সর্বদার রোজাও তার সে দিনের কাজা আদায় করতে পারবে না, যদিও সে সর্বদা রোজা রাখুক না কেনো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি কেবল এই সূত্রেই আমরা জানি। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আবুল মুতাওয়িসের নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনুল মুতাওয়িস। এই হাদিস ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো হাদিস আমি জানি না।

অনেকে এই হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃত রমজানের রোজা ছেড়ে দেয় তবে তার কাজা নেই। কেনোনা, সারা জীবনের রোজাও এর ক্ষতি পূরণ করতে পারে না।[১৭২৫] ইমাম বোখারি রহ. এর আচরণ[১৭২৬] দ্বারাও এমন মনে হয় যে, তিনিও এই মাজহাবের পক্ষে।[১৭২৭]

গরিষ্ঠের মতে রমজানের রোজা কাজা করা ওয়াজিব। এর ফলে দায়িত্ব আদায় হয়। যদিও আদায়ের সওয়াব ও ফজিলত অর্জিত হয় না। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের অর্থও গরিষ্ঠের মতে এটাই যে, সওয়াব ও ফজিলতের দিক দিয়ে সারা জীবনের রোজাও রমজানের রোজার সমান হতে পারে না।

এই তাফসিল হবে তখন যখন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয়। অন্যথায় এর সনদ সম্পর্কেও কালাম রয়েছে। কেনোনা, এর রাবি আবুল মুতাওয়িস অজ্ঞাত।[১৭২৮] তাছাড়া এই হাদিসের সনদে কিছুটা ইজতিরাব রয়েছে। কেনোনা, অনেক সূত্রে [১৭২৯] আবুল মুতাওয়িস হতে হাদিস বর্ণিত, আবার কোনোটিতে[১৭৩০] ইবনুল মুতাওয়িস হতে। আর অনেক বর্ণনায় হাবিব ইবনে আবু সাবিত ও আবুল মুতাওয়িসের

[১৭২৫] আলি, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করা হয় যে, তার ওপর কাজা নেই। কেনোনা, এর দ্বারা তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয়ে যায়। -মা'আরিফ : ৬/৬৯ -সংকলক।

[১৭২৬] দ্র. সহিহ বোখারি : ১/২৫৯, باب اذا جامع فى رمضان -সংকলক।

[১৭২৭] তারপর দাউদে জাহেরি এর প্রবক্তা যে, ইচ্ছাকৃত রোজা তরককারির মতো ইচ্ছাকৃত নামাজ তরককারির ওপরও কাজা ওয়াজিব নয়। কাজাতো শুধুমাত্র সে ব্যক্তির ওপর যে নামাজ ভুল করে ছেড়ে দেয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এরও এ মতই। তবে ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো একজনও এ মত পোষণ করেন না। দাউদ জাহেরি এবং তাঁর অনুসারীগণের দলিল, বোখারিতে (باب من نسى صلاة فليصل الخ,.১/৮৪) বর্ণিত হজরত আনাস রা. এর হাদিসের বিপরীত অর্থ। অর্থাৎ, من نسى عن صلاة فليصل اذا ذكر। যার বিপরীত অর্থ হলো, যে নামাজ ভুলবে না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করবে, সে যেনো নামাজ না পড়ে।

তবে বিপরীত অর্থ দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল জয়িফ। শাফেয়িদের মতেও বিপরীত অর্থ দ্বারা দলিল পেশ করা কয়েকটি শর্ত অনুযায়ী বৈধ। যেগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এজন্য এখানে তারা এ কথার প্রবক্তা নন। -মা'আরিফ : ৬/৭১ -সংকলক।

[১৭২৮] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৬৯। তবে ইবনে হাজার রহ. তাদের সম্পর্কে লিখেন, আবুল মুতাওয়িস হলেন ইয়াজিদ। আর অনেকে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুতাওয়িস। তবে তিনি হাদিসের ব্যাপারে জয়িফ। ষষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসটি চার সুনানের লেখকগণ বর্ণনা করেছেন। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ২/৪৭৩, নং ৮৪, باب الكنى، حرف الميم। প্রকাশ থাকে যে, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ. ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারও বর্ণনা করেছেন। দ্র. সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২৬, باب التغليظ فيمن افطر عمدا সুনানে ইবনে মাজাহ : ১২০, باب ما جاء فى الكفارة من افطر يوما من رمضان -সংকলক।

[১৭২৯] সুনানে দারাকুতনি : ২/২১১, নং ২৯ -সংকলক।

[১৭৩০] সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২৬ -সংকলক

মাঝে অন্য সূত্র[১৭৩১] রয়েছে। আবার কোনোটিতে নেই।[১৭৩২] অনেক বর্ণনায় আবুল মুতাওয়িস সরাসরি হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণনা করেন।[১৭৩৩] আর কোনোটিতে তাঁর পিতার সূত্র রয়েছে।[১৭৩৪]

এর বিপরীত পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان) বেদুইনের ঘটনা আসছে। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা ভাঙ্গার কারণে তার ওপর দুই মাস রোজা ওয়াজিব করেছেন। আর এই হাদিসটিও গরিষ্ঠের মাজহাবের সমর্থক ও সহিহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِيْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-২৮ : রমজানের রোজা ভাঙ্গার কাফ্ফারা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ : قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِي فِيْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنِ ؟ قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَأُتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

৭২৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? লোকটি বললো, রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে? লোকটি বললো, না। বললেন, তাহলে কি তুমি একাধারে দুমাস রোজা রাখতে পারবে? বললো, না। বললেন, তাহলে কি তুমি ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে? বললো, না। তিনি বললেন, বসো। তারপর লোকটি বসলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের একটি থলে আনা হলো। عرق শব্দের অর্থ হলো, বড় থলে। তিনি বললেন, এটি সদকা করো। লোকটি বললো, মদিনার দুই প্রস্তরময় ভূমির মাঝখানে আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী আর কেউ নেই। রাবি বলেন, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর পাশের দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখা গেলো। তিনি বললেন, নাও। এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

[১৭৩১] এজন্য ইবনে মাজার (১২০, باب ما جاء فى كفارة يوما من رمضان) বর্ণনায় হাবিব ইবনে আবু সাবেত এবং আবুল মুতাওয়িসের মাঝে ইবনুল মুতাওয়িসের সূত্র রয়েছে। তাছাড়া সুনানে আবু দঊদের (১/৩২৬, باب ما جاء فى كفارة يوما من رمضان افطر عمدا) বর্ণনায় হাবিব ইবনে আবু সাবেত ও আবুল মুতাওয়িসের মাঝে দুটি সূত্র রয়েছে। প্রথমটি উমারা ইবনে উমাইরের। দ্বিতীয়টি ইবনুল মুতাওয়িসের। -সংকলক।

[১৭৩২] সুনানে দারাকুতনির বর্ণনায় হাবিব ইবনে আবু সাবেত ও আবুল মুতাওয়িসের মাঝে কোনো মাধ্যম নেই। দ্র. ২/২১১, নং ২৯, باب طلوع الشمس بعد الإفكار -সংকলক।

[১৭৩৩] দ্র. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১২০, باب ما جاء فى كفارة يوم من رمضان -সংকলক।

[১৭৩৪] দ্র. সুনানে দারাকুতনি : ২/২১১, নং ২৯, باب طلوع الشمس بعد الإفطار -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে যে রমজানে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাসের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ করবে তার ব্যাপারে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তবে যে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে, ওলামায়ে কেরাম তার সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ বলেছেন, তার ওপর কাজা এবং কাফ্ফারা উভয়টি। তারা পানাহারকে সহবাসের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। এটা সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, তার ওপর কাজা। কাফ্ফারা নেই। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহবাসের ক্ষেত্রে কেবল কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর হতে পানাহারের ব্যাপারে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাঁরা বলেছেন, পানাহার সহবাসের মত নয়। শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব এটাই।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, রোজা ভঙ্গকারি ব্যক্তির জন্য সদকা করে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এটা তুমি গ্রহণ করো। তারপর তোমার পরিবারকে খাওয়াও-' এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। হতে পারে, যে কাফ্ফারা দিতে সক্ষম তার জন্য কাফ্ফারা। আর এ ব্যক্তি কাফ্ফারা দিতে সক্ষম ছিলো না। যখন তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দান করলেন, আর সে এর মালেক হলো, তখন লোকটি বললো, আমাদের চেয়ে আর কেউ এর বেশি মুখাপেক্ষী নয়, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা গ্রহণ করে তোমার পরিবারকে খাওয়াও। কেনোনা, কাফ্ফারা হয় নিজের খাবার হতে বেঁচে থাকার পর। শাফেয়ি রহ. এমন অবস্থা বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য খাওয়ার বিষয়টি পছন্দ করেছেন। আর কাফ্ফারা হবে তার ওপর ঋণ। যখনই কোনো দিন এর মালিক হবে সে কাফ্ফারা আদায় করবে।

দরসে তিরমিযী

عن ابى هريرة رض الله عنه قال اتاه رجل الخ. অনেকে তার নাম সালামা ইবনে সখ্র আল বায়াজি বলেছেন।[১৭৩৫] তবে এটা বিশুদ্ধ নয়।[১৭৩৬] বস্তুত সালামা ইবনে সখ্র তাঁর নাম, যিনি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে জিহার করার

[১৭৩৫] ফাতহুল বারি : ৪/১৪০, باب اذا جامع فى رمضان , উমদাতুল কারি : ১১/২৫, باب اذا جامع فى رمضان। আর অনেকে তার নাম সালমান ইবনে সখর আল-বায়াজি উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, তার নামের ব্যাপারে আমি অবহিত হতে পারলাম না। তবে 'মুবহামাতে' 'আবদুল গনী' এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন, ইবনে বাশকওয়াল, তাঁরা সুনিশচিতরূপে বলেছেন, তিনি হলেন, 'সালমান' অথবা 'সালামা ইবনে সখর আল-বায়াজি'। -ফাতহুল বারি : ৪/১৪১। তাছাড়া তিরমিযী রহ. বলেন- তাকে সালমান ইবনে সখর বলা হয়। আবার সালামা ইবনে সখর আল-বায়াজিও বলা হয়। -তিরমিযী : ১/১৭৮, باب ما جاء فى كفارة الظهار। আবার অনেকে তার নাম আওস ইবনে সামিত বলেছেন। যার সম্পর্কে সুনানে আবু দাউদে (১/৩০২ كتاب الطلاق، باب فى الظهار) বর্ণিত আছে, খুয়াইলা বিনতে মালেক ইবনে ছা'লাবা বলেন, আমার স্বামী আওস ইবনে সামেত আমার সঙ্গে জিহার করেছিলেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করতে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে তখন আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করছিলেন এবং বলছিলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেনোনা, সে তো তোমার চাচাতো ভাই। তারপর বেশি দেরি হয়নি, এ অবস্থায়ই কোরআনের আয়াত নাজিল হলো, قد سمع الله قول التى تجادلك الخএর দায়িত্ব পর্যন্ত। তখন তিনি বললেন, সে একটি গোলাম আজাদ করবে। মহিলা বললেন, তিনি তো গোলাম পাবেন না। শুনে তিনি বললেন, তাহলে সে একাধারে দু'মাস রোজা রাখবে...।

পর মিলিত হয়েছিলেন।[১৭৩৭] তাঁর ঘটনাও এ ধরণেরই।[১৭৩৮] তবে দুটি ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন।[১৭৩৯]

فقال يا رسول الله! هلكت قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا-

ইবনে হাজার রহ. লেখেন,[১৭৪০] এর দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি নিজের ভুলের ওপর অনুসোচনা করে লজ্জিত হয়ে আসে তাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে উচিত তা হতে মুক্তির পদ্ধতি বাতলে দেওয়া।

قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا

فهل تستطيع বাক্যে ف শব্দটি 'পরবর্তী' বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উৎসারিত হয় যে, দুমাস রোজা রাখার ওপর আমল তখনই বৈধ, যখন একটি গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য না থাকবে। এ কারণে ইমামত্রয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাবও এটাই যে, এই তিনটি কাজে তারতিব আবশ্যক। তবে মালেক রহ. এর মাজহাব হলো, রমজানের কাফ্ফারায় প্রথম হতেই তিনটি জিনিসের ব্যাপারে এখতিয়ার রয়েছে।[১৭৪১] তারা এটাকে কসমের কাফ্ফারার ওপর কিয়াস করেন।[১৭৪২] সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেম বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে

[১৭৩৬] ফাতহুল বারি : ৪/১৪০ -সংকলক।

[১৭৩৭] হজরত ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, সালমান ইবনে ইয়াসার সালামা ইবনে সখর সূত্রে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রমজানে জিহার করেছিলেন এবং তার সঙ্গে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, একটি গোলাম আজাদ করে দাও। তখন আমি বললাম, এই গর্দান ব্যতীত অন্য কোনো গর্দানের মালেক আমি নই। এ কথাটি তিনি নিজের গর্দানের ওপর হাত মেরে বললেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একাধারে দুমাস রোজা রাখো। তখন তিনি বললেন, আমি যে বিপদে আপতিত হয়েছি তাতো এই রোজার কারণেই! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ষাট জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। তখন তিনি বললেন, যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সত্য সহকারে নিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমাদের কোনো খাদ্য নেই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বনি যুরাইকের কোনো সদকা দাতা ব্যক্তির কাছে যাও। সে তোমাকে তা দিবে। -ফাতহুল বারি : ৪/১৪১, باب اذا جامع فى رمضان

[১৭৩৮] যেমন, পেছনের টীকার বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে। -সংকলক।

[১৭৩৯] যার দলিল হলো, সালামা ইবনে সখর যিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে জিহার করেছিলেন তার সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনা সমূহ। রমজানের রাতে স্ত্রী মিলনের উল্লেখ রয়েছে। তিরমিযীর (১/১৭৭, باب ما جاء فى كفارة الظهار) বর্ণনায় বর্ণিত আছে, 'যখন রমজানের অর্ধেক অতিক্রান্ত হলো, তখন তিনি এক রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনা রমজানের দিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে বোখারিতে (১/২৫৯, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ فتصدق عليه فليكفر) আবু হুরায়রা রা. হতে এ বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, রোজা রাখা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। এ কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার ও আল্লামা আইনি রহ. দুটি ঘটনা আলাদা আলাদা হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/১৪১, باب اذا جامع فى رمضان উমদাতুল কারি : ১১/২৫ -সংকলক।

[১৭৪০] ফাতহুল বারি ৪/১৪২, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ فتصدق عليه فليكفر-সংকলক।

[১৭৪১] মাজহাবগুলো সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৭৩ -সংকলক।

[১৭৪২] যেমন, মুগনি ইবনে কুদামাতে (৩/১২৭, كتاب الصيام. مسئلة قال والكفارة عتق رقبة فان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين) আছে এবং কসমের কাফ্ফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে-

لا يؤاخذكم باللغو فى ايما نكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

এশারাতুন্ নস[১৭৪৩] দ্বারা আমাদের মাজহাব প্রমাণিত হচ্ছে। আর এশারাতুন্ নস কিয়াসের ওপর প্রধান হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কিয়াস করতেই হয় তাহলে এটাকে জিহারের কাফ্‌ফারার ওপর কিয়াস করা উচিত।[১৭৪৪] কেনোনা, দুটি কাফ্‌ফারা প্রায় সম্পূর্ণ একই রকম।[১৭৪৫] অথচ কসমের কাফ্‌ফারা বিভিন্ন রকম।

اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم-سورة مائدة، الأية : ٨٩پــ٧

'তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না; তবে যদি তোমরা কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করো। তাহলে তার কাফ্‌ফারা হিসাবে দশজন মিসকিনকে তোমাদের পরিবারকে যে ধরণের খানা খাইয়ে থাকো সেরূপ মধ্যম মানের খানা খাওয়াবে। অথবা গোলাম আজাদ করবে। আর এতেও যদি কেউ সক্ষম না হয় তাহলে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা। আর যদি তোমরা শপথ করো, তাহলে তা সংরক্ষণ করো।'

মিসকিনদের খানা খাওয়ানো, তাদের পোশাক পরানো এবং গর্দান আজাদ করার মাঝে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে। যদিও তিনদিন রোজা রাখার ব্যাপারে ইখতিয়ার নেই। আর এটা তখনই অবলম্বন করা যাবে যখন শুরুর তিনটি সুরত হতে কোনো সুরত সম্ভব না হবে। অবশ্য ইমাম মালেক আবু হুরায়রা রা. এর সে বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করতে পারেন, যাতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে গর্দান আজাদ করা অথবা দুমাস রোজা রাখা কিংবা ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিনি রমজানে রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। -সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৫, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم و اللفظ له এই হাদিসটি ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তায় ৩৩৬, ৩৩৭, (كفارة من افطر فى رمضان) ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে كفارة من اتى اهله فى رمضان দারাকুতনি (২/১৯১, নং ৫৩ باب القبله للصائم) তার সুনানে বর্ণনা করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেম অন্যান্য বর্ণনার আলোকে এই বর্ণনায় او শব্দটিকে ইখতিয়ারের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। যেমন, ইলাউস্ সুনান (৯/১২৩, باب وجوب الكفارة والقضاء اذا افطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر) গ্রন্থকার বলেছেন। -সংকলক।

[১৭৪৩] الدال بالأشارة: এমন শব্দ যেটি এমন কোনো অর্থ বুঝায় যার জন্য শব্দটিকে নেওয়া হয়নি। কোনো রকম চিন্তা-ফিকির ব্যতীত প্রথম শ্রবণের সঙ্গেই বাক্য দ্বারা তা বোঝা যায় না। -তাসহীল : ১০১, مبحث الدال بالأ شارة -সংকলক।

[১৭৪৪] জিহারের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী আছে,

والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلك توعظون به-والله بما تعملون خبير-فمن لم يجد فصيام شهرين متتا بعين من قبل ان يتماسا- فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا- سورة المجادلة، الأية : ٣، ٤، پ ٢٨-

'নিজ স্ত্রীগণের সঙ্গে যারা জিহার করে, তারপর পুনরায় তা হতে ফিরে আসে, তারা যেনো সহবাসের পূর্বে গোলাম আজাদ করে। আর এই গোলাম আজাদ নসিহত অর্জনের জন্য। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত। যে গোলাম আজাদে অক্ষম সে যেনো সহবাসের পূর্বে দু'মাস লাগাতার রোজা রাখে। আর এতে যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেনো ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়ায়।'

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, জিহারের কাফ্‌ফারায় তিন সুরতের মাঝে ইখতিয়ার নয়; বরং তারতিব রয়েছে। যার দাবি হলো, রোজার কাফ্‌ফারায়ও তারতিব থাকা, এখতিয়ার নয়। -সংকলক।

[১৭৪৫] এ জন্য জিহারের কাফ্‌ফারা ও রোজার কাফ্‌ফারা উভয়টিতে প্রথম হলো, গোলাম আজাদ করা। যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে একাধারে ষাট রোজা আদায় করা। এটাও সম্ভব না হলে ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়ানো। অথচ কসমের কাফ্‌ফারায় ইখতিয়ারের সঙ্গে দশ মিসকিনকে খানা খাওয়ানো বা তাদেরকে পোশাক পরানো অথবা গর্দান আজাদের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির সামর্থ না থাকলে তিনদিনের রোজা জরুরি। এই তাফসিল দ্বারা রোজার কাফ্‌ফারার সঙ্গে কসমের কাফ্‌ফারার সঙ্গে অসামঞ্জস্য, আর জিহারের কাফ্‌ফারার সঙ্গে এর মজবুত সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন জিহারের আয়াত এবং রোজার কাফ্‌ফারায় হাদিসের শব্দগুলো তারতিব প্রমাণ করছে। আর কসমের আয়াতগুলো এখতিয়ার দলিল করছে। -সংকলক।

আপত্তি : ইবনে হাজার[১৭৪৬] ও আল্লামা আইনি[১৭৪৭] রহ. এর আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবনে জুরাইজ, ফুলাইহ ইবনে সুলায়মান ও আমর ইবনে উসমান মাখজুমি রহ.ও রোজার কাফ্‌ফারায় এখতিয়ারের প্রবক্তা।

জবাব : হাফেজ ইবনে হাজার আইনি রহ.[১৭৪৮] এর বিবরণ মুতাবেক জুহরি রহ. হতে তারতিব বর্ণনাকারিদের সংখ্যা ৩০ বা এর উর্ধ্বে। সুতরাং তাদের বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।[১৭৪৯]

তারপর شهرين متتابعين এর অধীনে মুসনাদে বাজ্জারের[১৭৫০] একটি বর্ণনায় এই তাফসির বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি রোজা না রাখতে পারার কারণ, এই বর্ণনা করেছিলেন যে, هل اقيت ما لقيت الا من الصيام؟ যার সারনির্যাস হলো, তিনি প্রচণ্ড যৌন উত্তেজনাকে রোজা রাখার সামর্থ্য না থাকা সাব্যস্ত করেছেন। এজন্যই শাফেয়ি রহ. প্রচণ্ড যৌন উত্তেজনাকে রোজা তরকের ওজর সাব্যস্ত করেন।[১৭৫১] তবে হানাফিগণ এটাকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।[১৭৫২] এটাকে সাধারণ লোকদের জন্য ওজর সাব্যস্ত করেন না।

قال اجلس فجلس فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق[১৭৫৩] فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال

[১৭৪৬] ফাতহুল বারি : ৪/১৪৫, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ الخ.-সংকলক।

[১৭৪৭] উমদাতুল কারি : ১১/৩৪, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ الخ.-সংকলক।

[১৭৪৮] সূত্র ঐ।

[১৭৪৯] আল্লামা আইনি রহ. বলেছেন, তারতিবের প্রাধান্যও রয়েছে। কেনোনা, এর রাবি ঘটনার শব্দ যথার্থরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ঘটনার ব্যাপারে অতিরিক্ত জ্ঞানের কথা রয়েছে। আর এখতিয়ারের রাবি হাদিসের শব্দ বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এতে কোনো বর্ণনাকারির তাসার্‌রুফ হয়েছে। হয়ত সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। আবার এই তারতিব প্রধান হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। মুহাল্লাব ও কুরতুবি রহ. এ হুকুমটিকে বিভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এটা অযৌক্তিক। কেনোনা, ঘটনা একটিই। আসল হলো ঘটনা একাধিক না হওয়া। আর অনেকে তারতিবকে উত্তমতার ক্ষেত্রে আর ইখতিয়ারকে বৈধতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। -উমদাতুল কারি : ১১/৩৪, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ الخ -সংকলক।

[১৭৫০] বাজ্জার মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-জুহরি-হুমাইদ-আবু হুরায়রা সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে, (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, একাধারে দুমাস রোজা রাখ। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যে কষ্টে পতিত হয়েছি তাতো কেবল রোজার কারণেই! -আত্ তালখীসুল হাবীর : ২/২০৭, নং ৯২১, كتاب الصيام قبل باب الصوم التطوع-সংকলক।

[১৭৫১] ফাতহুল বারি -হাফেজ ইবনে হাজার : ৪/১৪৩, باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ الخ উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/৩১। -সংকলক।

[১৭৫২] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৭৫ -সংকলক।

[১৭৫৩] এমন থলে অথবা টুকরি যেটি খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। তাছাড়া বুননকৃত সবকিছুকেও عرق বলে। -মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ৩/৫৭৪।

অনেক বর্ণনায় এখানে বর্ণিত আছে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি থলে আনা হলো। তাতে ছিলো পনের সা' খেজুর। -সুনানে দারাকুতনি : ২/২১০, নং ২৫, ২৬ باب طلوع الشمس بعد الإفطار আল্লামা আইনি রহ. লেখেন, আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি স্পষ্টত দলিল করছে যে, পনের সা' পরিমাণ এক ব্যক্তির পক্ষ হতে কাফ্‌ফারার জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি মিসকিনের জন্য এক মুদ। ইমাম শাফেয়ি রহ. এটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর মাজহাবের মূলনীতি বানিয়েছেন, যেসব ক্ষেত্রে খানা খাওয়ানো ওয়াজিব। আমাদের হানাফিদের মতে প্রতিটি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর যেমন,

تصدق به فقال ما بين لابتيها[১৯৫৪] أحد أفقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه[১৯৫৫] قال فخذه فأطعمه أهلك.

এ ব্যাপারে একমত রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের পরিবারের লোকজনকে খানা খাওয়ায় তাহলে কাফ্ফারা আদায় হয় না। সুতরাং হয়তো এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো।[১৯৫৬] অথবা এর অর্থ এই ছিলো যে, তাৎক্ষণিক তা দিয়ে নিজের পরিবারের লোকজনের খোরপোষের কাজ চালাও। কেনোনা, যখন পরিবারের লোকজন ক্ষুধার্ত থাকবে তখন মানুষের প্রথম ফরজ ও প্রথম কাজ হয় তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা। সুতরাং এসব খেজুর প্রথমে নিজে ব্যবহার করো। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতা দিবেন তখন কাফ্ফারা আদায় করে দিও। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদিসে বৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষত্ব মানার প্রয়োজন হয় না। তাই এই ব্যাখ্যাটিই মূল।

জিহারের কাফ্ফারার মধ্যে হয়ে থাকে। -উমদাতুল কারি : ১১/৩৭, باب اذا جامع فی رمضان

যদি এই عرق অথবা مکتل কে পনের সা' সমান সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এটি হানাফি মাজহাবের বিপরীত হবে। কেনোনা, তাদের মতে পনের সা' দ্বারা কোনো অবস্থাতেই কাফ্ফারা আদায় হবে না। হজরত আয়েশা রা. হতে এই ঘটনায় বর্ণিত আছে, 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের একটি থলে আনা হলো, তাতে ছিলো ২০ সা'। দ্র. বায়হাকি : ৪/২২৩, باب كفارة من اتى اهله فى رمضان আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে ১৫ সা' হতে ২০ সা পর্যন্ত। -উমদাতুল কারি : ১১/২৭।

এসব সুরতের মধ্য হতে কোনো সুরতও বাহ্যত হানাফি মাজহাবের সঙ্গে খাপ খায় না। অবশ্য যদি বলা হয় যে, এ পরিমাণ কাফ্ফারা হিসেবে ছিলো না; বরং ছিলো পরিবারের খোরপোষের জন্য, (যেমন, উস্তাদে মুহতারামের বক্তব্যে পরবর্তীতে বিষয়টি আসছে।) তাহলে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। হজরত শায়খুল হিন্দ রহ. বলেন, এক বর্ণনায় ষাট সা' এর কথাও বর্ণিত আছে। -তাকরিরে তিরমিযী -শায়খুল হিন্দ (রহ.) পৃষ্ঠা : ২৪, ছাপা- কুতুবখানা ই'জাজিয়া, দেওবন্দ।

এখন একদম কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না। তবে এই বর্ণনাটি সংকলক তালাশ করেও পেলো না। অবশ্য সহিহ মুসলিমে (১/৩৫৫, باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم الخ) হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হাদিসে আছে- 'তখন তিনি তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। তারপর দুটি থলে এল। সেগুলোতে ছিলো খাদ্য। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা সদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, গমের দুটি থলে উপস্থিত করা হয়েছিলো। আল্লামা আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে (১১/২৭) লিখেন, 'সুতরাং যখন এক থলে পনের সা' হবে তাহলে দুই থলেতে হবে ৩০ সা'। এগুলো ষাট মিসকিনকে দিবে। প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা'। এমতাবস্থায় হানাফিদের ওপর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। প্রকাশ থাকে যে, মুসলিমের বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার ওপর প্রাধান্য পাবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/২৬, ২৭, باب اذا جامع فى رمضانআওজাজুল মাসালিক : ৩/৪২ كفارة من افطر فى رمضان جامع فى رمضان -রশিদ আশরাফ সাইফি।

[১৯৫৪] اللابة কালো প্রস্তরময় ভূমি। পাথরের প্রাচুর্যের কারণে একটি অপরটিকে ঢেকে ফেলেছে। এর বহুবচন لابات আর যখন প্রচুর পাথর থাকে তখন বলে, اللاب، واللوب এখানে الف টি واو হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। মদিনা মুনাওয়ারা বিশাল দুটি কালো প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। -আল-মাজমা' -আল্লামা পাটনি : ৪/৫১২ -সংকলক।

[১৯৫৫] انياب শব্দটি ناب এর বহুবচন। انابيب، نيوب ও বহুবচন আসে। انياب দ্বারা উদ্দেশ্য সামনের চার দাঁতের ডানে বামের চারটি দাঁত। দুটি ডান দিকে আর দুটি বাম দিকে। -সংকলক।

[১৯৫৬] যেমন, সুনানে দারাকুতনির (২/২০৮, নং ২১, باب طلوع الشمس بعد الإفكار) একটি বর্ণনায় শব্দরাজি এদিকে ইঙ্গিত করছে। তিনি বলেন, যে সত্তা আপনাকে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন, মদিনাতে আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী কোনো পরিবার নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যাও তুমি ও তোমার পরিবার মিলে খাও। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমার কাফ্ফারা আদায় করে দিয়েছেন। -সংকলক।

পানাহারের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ ও কাফ্ফারা আবশ্যক প্রসংগে

হানাফিদের মতে রোজা চাই যে কোনো পন্থায় (ইচ্ছাকৃত) ভঙ্গ করা হোক, সর্বাবস্থায় তা কাফ্ফারার কারণ।[১৭৫৭] তবে শাফেয়ি রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে এই কাফ্ফারা শুধু এমন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব, যে সহবাসের মাধ্যমে রোজা ভেঙেছে। ভক্ষণকারি অথবা পানকারির ওপর নয়। তারা বলেন, কাফ্ফারার হুকুম কিয়াস এর বিপরীত।[১৭৫৮] সুতরাং এটি সুনির্দিষ্ট স্থানে সীমিত থাকবে। আর এর নির্দিষ্ট স্থান হলো সহবাস। অথচ পানাহারে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোনো হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত নয়। আর এটা দলিল করা যায় না কিয়াস দ্বারা।

ওলামায়ে হানাফিয়াগণ বলেন, পানাহার দ্বারা কাফ্ফারার হুকুম আমরা কিয়াস দ্বারা দলিল করি না। বরং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে দালালাতুন নস[১৭৫৯] দ্বারা দলিল করি।[১৭৬০] কেনোনা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির সব শ্রোতাই এই ফলে উপনীত হবে যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ, রোজা ভঙ্গ করা। বস্তুত এই কারণটি পানাহারেও পাওয়া যায়। আর এই কারণটি উৎসারণ করার জন্য যেহেতু ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই; বরং এর জন্য শুধু অভিধানের জ্ঞানই যথেষ্ট, সুতরাং এটি কিয়াস[১৭৬১] নয় বরং دلائل النص। সুনানে দারাকুতনির[১৭৬২] একটি বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। যাতে বর্ণিত আছে-

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال افكرت يوما من شهر رمضان متعمدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة الخ.

'এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি রমজান মাসের একদিন ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি গোলাম আজাদ করে দাও ...।'

এই বর্ণনার শব্দাবলি দলিল করছে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গের ওপর। চাই তা যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন[১৭৬৩]

[১৭৫৭] মালেক, সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এরও এই মাজহাবই। দ্র. টীকা আল-কাওকাবুদ্ দুররী -শায়খুল হাদিস রহ. : ১/২৫৩, আওজায -শায়খুল হাদিস রহ. : ৩/৩৫, كفارة من افطر فى رمضان। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এ দুটি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[১৭৫৮] হিদায়া : ১/২১৯, باب ما بو جب القضاء والكفارة -সংকলক।

[১৭৫৯] الدال بدلالة النص এমন শব্দ যেটি এ কথা দলিল করে যে, আলোচিত বিষয়ের হুকুম অনালোচিত বিষয়ের জন্য প্রমাণিত। এই হুকুমটির কারণ শুধু অভিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে বোঝা যায়। -তাসহীলুল উসুল ইলা ইলমিল উসুল : ১০২, مبحث الدال بدلالته -সংকলক।

[১৭৬০] ফাতহুল কাদির : ২/৭১, باب ما يوجب القضاء والكفارة -সংকলক।

[১৭৬১] কিয়াস এর অর্থ হলো, মূল হতে শাখার দিকে হুকুমটিকে স্থানান্তরিত করা। (মূল জিনিসের মধ্যে হুকুম অবশিষ্ট রেখে) উভয়ের মাঝে এমন যৌথ কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে যেটি শুধু লুগাতের ভিত্তিতে অনুভব করা যায় না। -আহসানুল হাওয়াশী আলা উসূলিশ শাশী : ৮৩, আল্ বাহসুর রাবি' ফিল কিয়াস -সংকলক।

[১৭৬২] ২/২০৯, নং ২২, باب طلوع الشمس بعد الإفطار এতে মুহাম্মদ ইবনে উমর ওয়াকিদী যদিও জয়িফ, তবে আবু উয়াইস তার মুতাবা'আত করেছেন। দ্র. আত্ তা'লিকুল মুগনি আলা সুনানিদ দারাকুতনি -সংকলক।

[১৭৬৩] তারপর এ সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য আছে যে, যেসব সুরতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় সেগুলোতে

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ–২৯ : রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করাস প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٢٥ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

৭২৫। **অর্থ :** হজরত আমের ইবনে রবি'আ বলেন, আমি অসংখ্যবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমের ইবনে রবি'আর হাদিসটি حسن। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। রোজাদারের জন্য মিসওয়াকে তাঁরা কোনো অসুবিধা মনে করেন না। তবে অনেক আলেম রোজাদারের জন্য তরতাজা মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করা মাকরূহ মনে করেছেন এবং তার জন্য দিনের শেষভাগে মিসওয়াক করা মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

শাফেয়ি রহ. দিনের শুরু ও শেষভাগে মিসওয়াকে কোনো দোষ মনে করেননি। আহমদ ও ইসহাক রহ. মনে করেছেন দিনের শেষভাগে মিসওয়াক করা মাকরূহ।

দরসে তিরমিযী

رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা ব্যাপক আকারে বৈধ বরং মুস্তাহাব বোঝা যায়। এটাই হানাফিদের মাজহাব।[১৭৬৪]

শুধু কাফ্ফারা আদায়ের ফলে একজন মানুষ দায়মুক্ত হয়ে যায়? না সেদিনের কাজা আলাদা ওয়াজিব হয়? ইমাম মালেক, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, সুফিয়ান সাওরি, আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের মাজহাব হলো, এমন ব্যক্তির দায়িত্বে কাফ্ফারার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের রোজার কাজাও স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব। এ সম্পর্কে আওজায়ি রহ. এর মাজহাব হলো, যদি কাফ্ফারা গোলাম আজাদ অথবা মিসকিনদের খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে আদায় করা হয়, তাহলে সেদিনের রোজার কাজা আলাদা ওয়াজিব হবে। আর যদি কাফ্ফারা দু'মাস রোজার মাধ্যমে আদায় করা হয়, তাহলে সেদিনের রোজার কাজা স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব হবে না। বরং সে রোজা দু'মাসের রোজার অধীনে আদায় হয়ে যাবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, কাফ্ফারা আদায় করার সুরতে সেদিনের কাজা ওয়াজিব হয় না। চাই কাফ্ফারা যে কোনো সুরতেই আদায় করা হোক না কেন। এজন্য আবু উমর বলেন, আয়েশা রা. এর হাদিসে এবং হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসে কোনো হাফেজে হাদিস হতে বর্ণিত ত্রুটিমুক্ত কোনো হাদিসে কাজার কথা উল্লেখ নেই। সেখানে শুধু কাফ্ফারার উল্লেখ রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, সুনানে ইবনে মাজাহতে (১২০, باب ما جاء فى كفارة من افطر يوما من رمضان) আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় এই একটি রোজা কাজারও সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তাতে বর্ণিত হয়েছে- 'তুমি এর স্থলে একদিন রোজা রেখে নাও।' এর দ্বারাও সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাবের সমর্থন হয়। তাছাড়া মুয়াত্তা ইমাম মালেকে (৩৩৮, كفارة من افطر فى رمضان) হজরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর একটি মুরসাল বর্ণনায় আছে, তুমি নিজে খাও। আর যেদিনে তুমি এই বিপদগ্রস্থ হয়েছ, সেদিনের স্থলে অন্য একদিন রোজা রেখে নাও। যা দ্বারা বোঝা যায়, কাফ্ফারার সঙ্গে এদিনের কাজাও আবশ্যক। والله اعلم এসব উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/২৮,باب اذا جامع فى رمضان হতে গৃহীত। -সংকলক কর্তৃক পরিবর্ধিত।

[১৭৬৪] হজরত সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওজায়ি, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, ইবরাহিম নাখয়ি, আতা, সাইদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ, হজরত আলি ও হজরত ইবনে উমর রা. হতেও এ মাজহাব বর্ণিত আছে। ইবনে উলাইয়া রহ. বলেন, মিসওয়াক রোজাদারও বে-

অনেক ফকিহ রোজাতে মিসওয়াক করা মাকরূহ বলেছেন। অনেকে সূর্য হেলার পর,[১৭৬৫] অনেকে আসরের পর[১৭৬৬] আর অনেকে তাজা মিসওয়াক ব্যবহার মাকরূহ এবং শুকনা মিসওয়াক ব্যবহার বৈধ বলেছেন।[১৭৬৭] তবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি এ সবগুলোর বিরুদ্ধে দলিল। তাদের যৌথ দলিল হলো,[১৭৬৮] لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 'রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ অপেক্ষা বেশি সুঘ্রাণযুক্ত। দলিলের কারণ হলো, মিসওয়াক করলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় যা হাদিসের উদ্দেশের বিপরীত। তবে বাস্তবতা হলো, হাদিসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই দুর্গন্ধ বাকি রাখার ও তা সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, লোকজন রোজাদারের সঙ্গে কথোপকথনে তার দুর্গন্ধের কারণে যেনো ফিরে না যায়[১৭৬৯] এবং তাকে মন্দ মনে না করে।[১৭৭০]

রোজাদারের জন্য সুন্নত। ভেজা শুকনা মিসওয়াক সবই সমান। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১৪,باب اغتسال الصائم-সংকলক।

[১৭৬৫] উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১৪,باب اغتسال الصائم-সংকলক। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় বক্তব্যটি হলো, সূর্য হেলার পর এটা রোজাদারের জন্য মাকরূহ। আর এর পূর্বে মুস্তাহাব। চাই শুকনা মিসওয়াক দিয়ে হোক অথবা তরতাজা। এটা হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর দুটি বক্তব্যের মধ্য হতে বিশুদ্ধতম। আর তার দ্বিতীয় বক্তব্যটি হানাফিদের অনুকূল। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। -সংকলক। এটা আবু সাওর রহ. এরও মাজহাব। আলি রা. হতে সূর্য হেলার পর মিসওয়াক মাকরূহ হওয়ার একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। -তাবারানি।

বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৬/৭৭) বলেন, কোনো সহিহ হাদিস সূর্য হেলার পর মিসওয়াক করা মাকরূহ দলিল করে না। এ সম্পর্কে জয়িফ কতোগুলো হাদিস বর্ণিত আছে। যেগুলো আল্লামা জায়লায়ি ও আইনি রহ. প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৭৬৬] উমদাতুল কারি : ১১/১৪। তিনি বলেছেন, তৃতীয় বক্তব্যটি হলো, এটা শুধু আসরের পর রোজাদারের জন্য মাকরূহ। এ বিষয়টি আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[১৭৬৭] আল্লামা আইনি রহ. বলেন, পঞ্চম বক্তব্যটি হলো, রোজাদারের জন্য তরতাজা মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ। অন্য মিসওয়াক দিয়ে নয়। চাই দিনের শুরুভাগে হোক কিংবা শেষ ভাগে। এটা ইমাম মালেক ও তার ছাত্রদের মাজহাব। এমনিভাবে তরতাজা মিসওয়াক দিয়ে রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা মাকরূহ বলে বর্ণনা করেছেন ইমাম শা'বি, জিয়াদ ইবনে হুদাইর, আবু মাইসারা, হাকাম ইবনে উতাইবা ও কাতাদা রহ.।

এই মাসাআলাতে পঞ্চম বক্তব্য হলো, ফরজ রোজা ও নফল রোজার মাঝে ব্যবধান। সুতরাং ফরজ রোজার মধ্যে সূর্য হেলার পর তা মাকরূহ। আর নফল রোজার মধ্যে মাকরূহ নয়। কেনোনা, এটি রিয়া হতে অনেক দূরবর্তী। আল্লামা মাসউদি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হতে এটি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ি মতাবলম্বী মু'তামাদ গ্রন্থকার কাজি হুসাইন রহ. হতে এর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ বক্তব্য হলো, ব্যাপক আকারে সূর্য হেলার পর রোজাদারের জন্য এটা মাকরূহ। আর রোজাদারের জন্য সাধারণভাবে তরতাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা মাকরূহ। এটা ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহের মাজহাব। দ্র. উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১৪ باب اغتسال الصائم -সংকলক।

[১৭৬৮] দ্র. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২৫৪, جامع الصيام সহিহ বোখারি : ১/২৫৪,باب ما يذكر فى المسك ،كتاب اللباس باب২৫৫ باب فضل الصيام, সহিহ মুসলিম : ১/৩৬৩, كتاب اللباس، باب مايذكر فى المسك ও ২/৮৭৮ هل يقول انى صائم اذا شتم সুনানে নাসায়ি : ১/৩০৯, فضل الصيام, জামে' তিরমিযী : ১/১২৫ باب فضل الصيام, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১২৮, باب فضل الصيام, সুনানে দারেমি : ১/৩৫৬, باب فضل الصيام , নং ১৭৭৬ -সংকলক।

[১৭৬৯] উমদাতুল কারি : ১১/১৩, باب اغتسال الصائم।

[১৭৭০] শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, হানাফিদের মতে মিসওয়াক সর্বদা মুস্তাহাব। কেনোনা, মিসওয়াকের ফলে দাঁতের দুর্গন্ধ দূর হয়। আর لخلوف فم الالم الخ হাদিসে যে দুর্গন্ধের উল্লেখ রয়েছে সেটা হলো, পেট খালি থাকার কারণে যেটি হয় সেটি। দাঁতের দুর্গন্ধ নয়। -তাবলিগি নিসাব, ফাযায়িলে রামাজান, প্রথম অনুচ্ছেদ। এই ব্যাখ্যাটি হলো, আল্লামা বাজী রহ. এর। যেমন, শায়খ রহ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ[১৭৭১]-৩০ : রোজাদারের জন্য সুরমা ব্যবহার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض : قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِشْتَكَتْ عَيْنِيْ أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ.

৭২৬। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার চোখে রোগ হয়েছে। আমি কি রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতে পারবো? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু রাফে রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই অনুচ্ছেদে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই। আবু আতিকাকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়।

রোজাদারের জন্য ওলামায়ে কেরাম সুরমা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে মাকরূহ মনে করেছেন।

এটা সুফিয়ান, ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আবার অনেকে রোজাদারের জন্য সুরমা ব্যবহার করার অবকাশ দিয়েছেন। এটা শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

চোখে সুরমা লাগালে রোজা ভঙ্গ হয় না। যদিও সুরমার কালো রং থুথুতেও দেখা যাক না কেনো। এমনভাবে চোখে ঔষধ দিলেও রোজা ভাঙ্গে না। যদিও গলদেশে এর স্বাদ অনুভূত হতে আরম্ভ করুক না কেনো।[১৭৭২] কেনোনা,[১৭৭৩] তার গলদেশে অন্য ছিদ্র দিয়ে তা প্রবেশ করে আছর করেছে। আর রোজা ভঙ্গকারি হলো, স্বাভাবিক ছিদ্র মুখ দিয়ে কোনো কিছু প্রবেশ করা।

সুফিয়ান সাওরি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মতে ইমাম তিরমিযী রহ. এর বিবরণ অনুযায়ী রোজাদারের জন্য সুরমা লাগানো মাকরূহ।[১৭৭৪] রোজাদারের জন্য সুরমা লাগানো সংক্রান্ত সবগুলো বর্ণনা জয়িফ।

আওজাজে (৩/৮৯, جامع الصيام) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৭৭১] সংকলক কর্তৃক।

[১৭৭২] দ্র. ফাতাওয়া আলমগিরি (১/২০৩, الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد) হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৭৭৩] ৬/৭৯। -সংকলক।

[১৭৭৪] তাদের দলিল সুনানে আবু দাউদের (১/৩২৩, باب في الكحل عند النوم) একটি বর্ণনা। নুফাইলি-আলি ইবনে ছাবিত-আবদুর রহমান ইবনে নু'মান ইবনে মা'বাদ ইবনে হাওযা-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, তিনি ইছমিদ সুরমা ঘুমের সময় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেটি মিশক দ্বারা সুঘ্রাণকৃত। তিনি আরো বলেছেন, রোজাদার তা হতে পরহেজ করবে। তবে এই বর্ণনাটি দলিল পেশ করার মতো নয়। স্বয়ং আবু দাউদ রহ. বলেন, 'আবু দাউদ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন আমাকে বলেছেন, এই হাদিসটি তথা সুরমা সংক্রান্ত হাদিসটি মুনকার। রাবিদের সম্পর্কে কালামের জন্য দ্র. নসবুর রায়াহ : ২/২৫৭, باب ما يوجب القضاء والكفارة، احاديث الخصوم সংকলক।

তিরমিযী রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছুই সহিহরূপে প্রমাণিত নয়। এ কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিও আবু আতিকার[১৭৭৫] কারণে জয়িফ। তবে যেহেতু এ বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা বর্ণিত আছে[১৭৭৬] সেহেতু এগুলোর সমষ্টি দালিলিক।[১৭৭৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ[১৭৭৮]–৩১ : রোজাদারের চুম্বন প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٢٧ – عَنْ عَائِشَةَ رض : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

৭২৭। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজার মাসে চুম্বন করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হাফসা, আবু সাইদ, উম্মে সালামা, ইবনে আব্বাস, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ আলেম রোজাদারের জন্য চুম্বনের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। অনেক সাহাবি বৃদ্ধ লোকের জন্য চুম্বনের অবকাশ দিয়েছেন। আর যুবকের জন্য অবকাশ দেননি। কেনোনা, তার রোজা নিরাপদ না থাকার আশংকা আছে। চামড়ার সঙ্গে চামড়া মিলানো তাদের মতে আরো কঠোরতর। অনেক আলেম বলেছেন, চুম্বন সওয়াব হ্রাস করে। তবে রোজাদারের রোজা ভঙ্গ করে না। তাঁরা মনে করেছেন, রোজাদার যখন নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তখন তার জন্য চুম্বনের অনুমতি আছে। আর যখন নিজের ওপর নিশ্চিন্ত থাকবে না তখন চুম্বন তরক করবে। যাতে তার রোজা নিরাপদ থাকে। এটাই সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

রোজাদারের জন্য চুম্বনের কি হুকুম? এ সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদগনের পাঁচটি বক্তব্য রয়েছে- ১. বিনা মাকরূহ বৈধ তবে শর্ত হলো, রোজাদারের জন্য নিজের ওপর এই ভরসা থাকতে হবে যে, তার এই কাজ সহবাস পর্যন্ত পৌঁছে দিবে না। আর এমন আশংকার সুরতে মাকরূহ। আবু হানিফা, শাফেয়ি, সুফিয়ান সাওরি ও

[১৭৭৫] জায়লায়ি রহ. তানকিহ গ্রন্থকারের বক্তব্য বর্ণনা করেন। আবু আতিকার দুর্বলতা সম্পর্কে সবাই একমত। তার নাম হলো, তুরাইফ ইবনে সুলায়মান। তাকে সুলায়মান ইবনে তুরাইফও বলা হয়। বোখারি রহ. বলেছেন, 'তিনি মুনকারুল হাদিস।' নাসায়ি রহ. বলেছেন, 'তিনি সেকাহ নন।' রাজি রহ. বলেছেন, 'তিনি জাহিবুল হাদিস'-হাদিস সংরক্ষণকারি নন। -নসবুর রায়াহ : ২/৪৫৬, باب ما يوجب القضاء و الكفارة -সংকলক।

[১৭৭৬] দ্র. জায়লায়ি আলাল হিদায়া : ২/৪৫৫-৪৫৭, باب ما يوجب الخ।

[১৭৭৭] ইবনে হুমাম রহ. এ বিষয়ক অনেকগুলো বর্ণনা বর্ণনা করে লেখেন, এ হলো, কতগুলো সূত্র। এগুলোর একটি দ্বারা যদি দলিল পেশ করা না যায় তবুও সমষ্টি দ্বারা দলিল পেশ করা যায়। কেনোনা, সূত্র একাধিক। ফাতুহল কাদির : ২/৭৬, باب ما يوجب القضاء و الكفارة।

[১৭৭৮] সংকলক কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

আওজায়ি রহ. এর মাজহাব এটাই। খাত্তাবি রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবও এটাই বর্ণনা করেছেন। ২. ব্যাপক আকারে মাকরূহ। চাই কোনো প্রকারের আশংকা হোক বা না হোক। ইমাম মালেক রহ. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা এটি। ৩. ব্যাপক আকারে বৈধ। ইমাম আহমদ, ইসহাক ও দাউদ জাহেরির মাজহাবও এটাই। ৪. নফল রোজায় এই কাজ বৈধ, ফরজ রোজাতে নিষিদ্ধ। ৫. রোজাতে এ কাজটি ব্যাপক আকারে নিষিদ্ধ। অনেক তাবেয়ির মাজহাব এটাই।[১৭৭৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ–৩২ : রোজাদারের স্ত্রীর সঙ্গে আলিঙ্গন করা প্রসংগে[১৭৮০] (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ رض : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَاشِرُنِيْ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِه.[১৭৮১]

৭২৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় আমার শরীরের সঙ্গে শরীর মিলাতেন। এবং তিনি তার সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারি ছিলেন নিজের হাজতের ওপর।

٧٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِه.

৭২৯। **অর্থ :** 'হান্নাদ ...আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করতেন। শরীরের সঙ্গে শরীর জড়াতেন রোজা অবস্থায় এবং তিনি নিজের প্রয়োজনের ওপর সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারি ছিলেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। পক্ষান্তরে আবু মায়সারার নাম হলো, আমর ইবনে শুরাহবিল। لاربه এর অর্থ হলো, নিজের নফসের ওপর।

মুবাশারাত দ্বারা এখানে স্ত্রীসংগম উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ স্পর্শ এবং চুম্বনের মতো স্পর্শও তার জন্য বৈধ, যার নিজের ওপর ভরসা হয় যে, এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হবে না। যেমন, আয়েশা রা. এর বাণী وكان أملككم لاربه দ্বারা বোঝা যায়।

[১৭৭৯] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৮০ এবং উমদাতুল কারি : ১১/৯, باب القبلة الصائم হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৭৮০] المباشرة মানে পারস্পরিক স্পর্শ। ملامسة এর মূল হলো, দুটি চামড়া তথা পুরুষের চামড়া মহিলার চামড়ার সঙ্গে স্পর্শ করা। এটি যৌনাঙ্গে সহবাস ও যৌনাঙ্গের বাইরে মিলনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই অনুচ্ছেদের শিরোনামে সহবাস উদ্দেশ্য নয়। -ফাতহুল বারি : ৪/১২৯, باب المباشرة الصائم, উমদাতুল কারি : ১১/৭ -সংকলক।

[১৭৮১] এ শব্দটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দ্র. মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ১/৪৩, باب الهمزة مع الراء। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

প্রকাশ থাকে যে, ارب **শব্দটির অর্থ হাজত। তখন এর অর্থ হবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** নিজের প্রয়োজনগুলোকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণে রাখার অধিকারি ছিলেন। আর ارب এর অর্থ আসে,[১৭৮২] পুরুষলিঙ্গ। এই হাদিসের দু'ধরণের বিবরণই আছে। তবে প্রথম বর্ণনাটিই প্রধান[১৭৮৩] ও শিষ্টাচারের সর্বাধিক নিকটে।[১৭৮৪]

بَابُ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ—৩৩ প্রসংগ : রাত হতে যে রোজাদার নিয়ত করেনি তার রোজা হয় না (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٣٠ – عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

৭৩০। **অর্থ :** হজরত হাফসা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যে ফজরের পূর্বে রোজার সুদৃঢ় নিয়ত করলো না, তার রোজা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাফসা রা. এর হাদিসটি মারফূ' আকারে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা জানি না। নাফে' সূত্রে ইবনে উমর রা. হতে এটি তার বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এটা বিশুদ্ধতম। অনেক আলেমের মতে এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তির রোজাই হলো না, যে রোজার সুদৃঢ় নিয়ত করলো না ফজর উদয়ের আগে রমজানে অথবা রমজানের কাজায়, অথবা মানতের রোজায়। যখন সে রাত্র হতে নিয়ত করবে না তখন তার জন্য এটা যথেষ্ট হবে না। তবে নফল রোজায় সকাল হওয়ার পরে নিয়ত করলেও তা তার জন্য বৈধ হবে। এটা শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

[১৭৮২] ارب এর অর্থ হলো প্রয়োজন। পাটনী রহ. লেখেন, কেউ এটিকে ارب ও বর্ণনা করেন। এটিতে হাজত ও পুরুষাঙ্গের অর্থেরও সম্ভাবনা আছে। -মাজমা' : ১/৪৩। তাছাড়া আল্লামা বিন্নৌরি রহ. লেখেন, ارب হাজতের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। -মা'আরিফ : ৬/৮২ -সংকলক।

[১৭৮৩] মাজমাউল বিহার গ্রন্থকার وكان املككم لاربه এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, اى لحاجته অর্থাৎ, তিনি খাহেশাতে নফসানির ওপর সর্বাধিক নিয়ন্ত্রনকারি ছিলেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ارب বর্ণনা করেন। ১/৪৩ -সংকলক।

[১৭৮৪] তূরপশতী রহ. বলেন, এবং শায়খ আনওয়ার কাশ্মীরি রহ.ও এটি পছন্দ করেছেন। আল্লামা তীবি রহ. বিশেষ অঙ্গের অর্থে গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। -মা'আরিফ : ৬/৮২ -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

রোজার নিয়ত[১৭৮৫] কোন্ সময় হতে করা জরুরি?

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ইজমা' শব্দের অর্থ হলো, পরিপক্ক নিয়ত করা। এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক রহ. বলেন, রোজা চাই ফরজ হোক বা নফল কিংবা ওয়াজিব সর্বাবস্থায় সুবহে সাদেকের আগে আগেই নিয়ত করা আবশ্যক। রোজা হবে না সুবহে সাদেকের পর নিয়ত করলে।

শাফেয়ি রহ. বলেন, ফরজ ও ওয়াজিবগুলোতে এটাই হুকুম, তবে নফল সমূহে অর্ধ দিনের আগে আগে নিয়ত করা যায়। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ.ও ফরজ রোজাতে রাত্রে নিয়ত করার পক্ষে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা এবং তার সঙ্গীগণ অনুরূপভাবে সুফিয়ান সাওরি, ইবরাহিম নাখয়ি প্রমুখের মাজহাব হলো, রমজানের রোজা, সুনির্দিষ্ট মানত ও নফল রোজার কোনোটিতেই রাত্রে নিয়ত করা জরুরি নয়। এসবগুলোতে অর্ধ দিনের আগে আগে নিয়ত করা যায়। অবশ্য শুধু কাজা রোজা এবং অনির্দিষ্ট মানতের ক্ষেত্রে রাত হতে নিয়ত করা ওয়াজিব।[১৭৮৬] বস্তুত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফিদের মতে এই দুটি সুরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথচ নফল রোজাগুলোর ক্ষেত্রে হানাফিদের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১৭৮৭] বর্ণিত আয়েশা রা. এর বর্ণনা

قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عند كم شيئ؟ قالت قلت لا قال فانى صائم.

এই বর্ণনার স্পষ্ট অর্থ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর রোজার নিয়ত করেছেন। আর ফরজ সমূহের ব্যাপারে হানাফিদের দলিল সালামা ইবনে আকওয়া' রা. এর বর্ণনা।[১৭৮৮]

قال امر النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن فى الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لا يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء.

'তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তুমি লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দাও, যে খানা খেয়েছে সে যেনো দিনের অবশিষ্ট অংশে রোজা রাখে। আর যে খায়নি সে যেনো রোজা রাখে। কেনোনা, এ দিনটি হলো আশুরা দিবস।'

[১৭৮৫] মনে রাখবেন, কোনো রোজাই নিয়ত ব্যতীত সহিহ হয় না। এটা ইজমায়ি মাসআলা। চাই রোজা ফরজ হোক কিংবা নফল। কেনোনা, এটি খালেস ইবাদত। সুতরাং নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে। যেমন, নামাজ। -মুগনি : ৩/৯১, كتاب الصيام، مسئلة ولايجزئه صيام فرض حتى ينويه। অবশ্য নিয়তের ওয়াক্ত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ মূলপাঠে আসছে। -সংকলক।

[১৭৮৬]. দ্র. মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৬/৮২, ৮৩, মুগনি -ইবনে কুদামা : ৩/৯১, مسئلة ولايجزئه صيام فرض حتى ينويه সংকলক।

[১৭৮৭] باب ماجاء فى افطار الصائم المتطوع -সংকলক।

[১৭৮৮] বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২৬৮, ২৬৯, باب صيام يوم عاشوراء واللفظ له) বর্ণনা করেছেন, এই বর্ণনাটি বোখারি রহ. এর সুলাসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। -মুসলিম : ১/৩৫৯, باب صوم عاشوراء সংকলক।

আর এটা তখনকার ঘটনা যখন আশুরার রোজা ফরজ ছিলো। আবু দাউদের[১৭৮৯] একটি বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার (রোজার) কাজার নির্দেশ দিয়েছিলেন যা ফরজের মর্যাদা রাখে। অবশ্য রমজানের কাজা ও অনির্দিষ্ট মানতে যেহেতু কোনো বিশেষ দিন নির্দিষ্ট হয় না, সেহেতু পূর্ণ দিনকে এই রোজার সঙ্গে খাস করার জন্য রাত হতেই নিয়ত করা আবশ্যক। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এরই বিবরণ রয়েছে। বস্তুত নির্দিষ্ট মানত ও রমজানের আদায়ের রোজা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এতে রাত হতে নিয়ত করা আবশ্যক না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ : নফল রোজাদারের রোজা ভাঙা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৪)

٧٣١ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ : قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ إِنِّيْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِيْ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ ؟ قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ.

৭৩১। **অর্থ :** হজরত উম্মে হানি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তার কাছে পানীয় উপস্থিত করা হলো। তিনি তা হতে পান করলেন। তারপর আমাকে দিলেন। আমি তা হতে পান করলাম। তখন আমি বললাম, আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, সেটা কী? উম্মে হানি রা. বললেন, আমি রোজাদার ছিলাম তারপর তা ভঙ্গ করে ফেলেছি। শুনে তিনি বললেন, তুমি কি এটা কোনো কাজা রোজা রেখেছিলে? তিনি বললেন, না? বললেন, তাহলে এটা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ ও আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে হানি রা. এর সনদে কালাম রয়েছে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, নফল রোজাদার যখন রোজা ভঙ্গ করে ফেলবে তখন তার ওপর এর কাজা নেই। তবে তা কাজা করতে চাইলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এটা সুফিয়ান সাওরি, আহমদ, ইসহাক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

٧٣٢ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ أَحَدُ ابْنَيْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيْتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَكَانَ إِسْمُهُ جَعْدَةَ وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَا إِنِّيْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْنُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[১৭৮৯] ১/৩৩২, باب فى فضل صومه اى عاشوراء। আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা তাঁর চাচা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বনু আসলাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি বললেন, তোমরা কি আজকের দিনে রোজা রেখেছো? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের অবশিষ্ট দিন তোমরা পূর্ণ করো এবং এটা কাজা করে নাও। আবু দাউদ রহ. বলেন, অর্থাৎ, আশুরার দিবসে।

৭৩২। **অর্থ :** হজরত শু'বা বলেন, আমি সিমাক ইবনে হর্‌বকে বলতে শুনেছি, উম্মে হানির কোনো সন্তান আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তারপর আমি তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাঁর নাম ছিলো জা'দা। আর উম্মে হানি রা. ছিলেন তাঁর দাদি। তারপর তিনি তাঁর দাদি হতে আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে প্রবেশ করে পানীয় আনালেন। তারপর তা পান করলেন। তারপর তা তাকে দান করলেন। ফলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো রোজাদার ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নফল রোজাদার নিজের নফসের আমানতদার। সে ইচ্ছে করলে রোজা রাখতে পারে, আর ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে।

শু'বা বলেছেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি এটা উম্মে হানি রা. এর নিকট হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। আমাকে আবু সালেহ ও আমার পরিবার সংবাদ দিয়েছেন উম্মে হানি রা. হতে। আর হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদিসটি সিমাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হারূন ইবনে বিনতে উম্মে হানি-উম্মে হানি রা. সূত্রে।' তবে শু'বার বর্ণনাটি অতি উত্তম। মাহমুদ ইবনে গায়লান আবু দাউদ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, امين نفسه আর মাহমুদ ব্যতীত অন্য রাবি আবু দাউদ হতে বর্ণনা করে বলেছেন, امير نفسه او امين نفسه সন্দেহের ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে একাধিক সূত্রে শু'বা হতে امير نفسه او امين نفسه বর্ণনা করা হয়েছে সংশয়ের ওপর।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসের ভিত্তিতে শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ বলেন যে, নফল রোজা বিনা ওজরে ভঙ্গ করা যায়।[১৭৯০] পরবর্তী বর্ণনায় এই হাদিসের সঙ্গে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজিও বর্ণিত আছে,

الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر–

ওজর ব্যতীত হানাফিদের মতে রোজা ভাঙা নাজায়েজ।[১৭৯১] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, জিয়াফত একটি ওজর।[১৭৯২] যার ভিত্তিতে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। বিশেষত যখন এখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ছিলো। যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ওজর ছিলো। অবশ্য পরিণতিতে ও আমলিভাবে এই মতপার্থক্য শুধু শাব্দিকের মতো। কেনোনা, যদিও হানাফিদের মতে বিনা ওজরে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। তবে ওজরের তালিকা[১৭৯৩] এতো দীর্ঘ যে, সাধারণ সাধারণ ওজরের কারণেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হয়ে যায়।

[১৭৯০] হজরত সুফিয়ান সাওরি ও ইসহাক রহ. এর মাজহাবও এটাই -মুগনি : ৩/১৫২, مسئلة ومن دخل فى صيام التطوع فخرج فلا قضاء عليه

হানাফিদের المنتقى এর বর্ণনা রোজা ভঙ্গের ব্যাপারে শাফেয়িদের অনুকূল। এজন্য শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, মুনতাকার বর্ণনা হলো, বিনা ওজরে তা বৈধ হবে। তারপর সামনে গিয়ে বলেন, আমার বিশ্বাস মুনতাকার বর্ণনাটি অধিক উত্তম ও যুক্তিযুক্ত। -ফাতহুল কাদির : ২/৮৬, فصل ومن كان مريضا فى رمضان الخ-সংকলক।

[১৭৯১] হানাফিদের জাহেরি বর্ণনা এটাই। -ফাতহুল কাদির -ইবনুল হুমাম : ২/৮৬, ইবরাহিম নাখয়ি ও ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাবও এটাই। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেন, নাখয়ি, আবু হানিফা ও মালেক রহ. বলেন, এটা শুরু করার ফলে আবশ্যক হয়ে যায়। ওজর ব্যতীত এ হতে দায়মুক্ত হওয়া যায় না। -আল মুগনি : ৩/১৫২, ومن دخل فى صيام التطوع الخ.-সংকলক।

[১৭৯২] মাশায়েখে কেরাম জাহেরি বর্ণনার ওপর মতপার্থক্য করেছেন যে, জিয়াফত ওজর কি না? কেউ বলেছেন, হ্যাঁ। আবার কেউ বলেছেন, না। আবার কেউ বলেছেন, সূর্য হেলার পূর্বে ওজর, সূর্য হেলার পরে নয়। তবে যদি সূর্য হেলার পর রোজা ভঙ্গ না করলে মাতা-পিতার কোনো একজনের অবাধ্যতা হয়, অন্য কারো নয়। -ফাতহুল কাদির -ইবনে হুমাম : ২/৮৬ -সংকলক।

[১৭৯৩] দ্র. আল-বাহরুর্‌ রায়েক : ২/২৮১, فصل فى العوارض মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা : ১৩৫, فصل فى العوارض -সংকলক।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের আওতায় দ্বিতীয় মাসআলা হলো, নফল রোজা ভঙ্গ করলে এর কাজা ওয়াজিব হয় কি না? শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তা।[১৭৯৪] তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে হানি রা.কে কাজার হুকুম দেননি। বরং বলেছেন,[১৭৯৫] الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء افطر ।

হানাফি এবং মালেকিদের মতে নফল রোজা শুরু করার ফলে আবশ্যক হয়ে যায়।[১৭৯৬] তাদের দলিল, কোরআনের আয়াত- ولا تبطلوا اعمالكم [১৭৯৭]'তোমরা তোমাদের আমল নষ্ট করো না।' তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১৭৯৮] বর্ণিত আয়েশা রা. এর বর্ণনাও তাদের দলিল,

قالت كنت أنا و حفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله ! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه.

উম্মে হানি রা. এর হাদিসের অর্থ হলো, নফল রোজাদারের জন্য ছোট ছোট ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ এবং এর অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাজার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বর্ণনাকারি তার উল্লেখ করেননি। কারণ অনুল্লেখ অনস্তিত্বকে বুঝায়।

٧٣٣ – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رض : قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّيْ صَائِمٌ.

[১৭৯৪] হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. এবং ইমাম ইসহাক রহ. এর মাজহাবও এটাই। -মুগনি : ৩/১৫১, ১৫২ -সংকলক।

[১৭৯৫] তাছাড়া তাদের দলিল সুনানে নাসায়িতে (১/৩১৯, النية فى الصيام) বর্ণিত, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার কাছে প্রবেশ করে বললেন, তোমাদের কাছে কোনো কিছু আছে? বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি রোজাদার। তারপর তিনি এ দিনের পরে আমার কাছে দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন আমার কাছে হায়স (খেজুর, ঘি, পনির ইত্যাদি দ্বারা তৈরি খাবার বিশেষ।) হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। তারপর তা আমি তাঁর জন্য লুকিয়ে রাখলাম। কেনোনা, তিনি হায়স পছন্দ করতেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে হায়স হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তা হতে আমি কিছু আপনার জন্য লুকিয়ে রেখেছি। তিনি বললেন, তা কাছে নিয়ে এসো। আমি আজকে রোজাদার অবস্থায় সকাল করেছি। তারপর তিনি তা হতে খেলেন। তারপর বললেন, নফল রোজাদার ঐ ব্যক্তির মত যে, তার মাল হতে সদকা বের করলো। এবার তার ইচ্ছা চাই তা পূর্ণ করুক, আর ইচ্ছা করলে তা না করুক। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. আল-মুগনিতে : ৩/৫২, হাম্বলিদের মাজহাবের ওপর এর দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন। -সংকলক।

[১৭৯৬] মুগনি : ৩/১৫৩, ইমাম নাখয়ি, আবু হানিফা, মালেক রহ. বলেছেন, তা শুরু করলে আবশ্যক হয়ে যায়। ওজর ব্যতীত তা হতে দায়মুক্ত হওয় যায় না। যদি তা হতে বেরিয়ে পড়ে তবে কাজা করে নিবে। ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, তার ওপর কাজা নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম মালেক রহ. হতে এই মাসআলাতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হানাফিদের মুতাবেক, অপরটি শাফেয়িদের মুতাবেক। অবশ্য আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে (৬/৮৫) লিখেন, 'মালেক রহ. বলেছেন, (আল মুদাওয়ানা : ১/১৮৩, ان من اصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا يكون عليه القضاء) এটা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের নিকটবর্তী। এ দুটিকে ইবনে রুশদ রহ. তাঁর কাওয়াইদে এক বানিয়ে ফেলেছেন। -সংকলক।

[১৭৯৭] সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৩৩, পারা : ২৬।

[১৭৯৮] باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه-সংকলক।

৭৩৩। **অর্থ :** হজরত উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার কাছে প্রবেশ করে বললেন, তোমাদের কাছে কি কোনো কিছু আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি তাহলে রোজাদার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٧٣٤ – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْتِيْنِي فَيَقُوْلُ أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ ؟ فَأَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ إِنِّيْ صَائِمٌ قَالَتْ فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِيَ ؟ قَالَتْ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكَلَ.

৭৩৪। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বলতেন, তোমার কাছে কি সকালের নাস্তা আছে? আমি বলতাম, না। তখন তিনি বলতেন, ঠিক আছে তাহলে আমি রোজাদার। তিনি বলেন, তারপর একদিন তিনি আমার কাছে এলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। বললেন, সেটি কি? আমি বললাম, হায়স (খেজুর, ঘি, পানি দ্বারা তৈরি খাদ্য বিশেষ)। তখন তিনি বললেন, আমি তো রোজা অবস্থায় সকাল করেছি। তিনি বলেন, তারপর তিনি খেলেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ–৩৬ প্রসংগ : নফলের ওপর কাজা ওয়াজিব (মতন পৃ. ১৫৫)

٧٣٥ – عَنْ عَائِشَةَ رض : قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَ حَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتْ اِبْنَةَ أَبِيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ.

৭৩৫। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি ও হাফসা রোজাদার ছিলাম। তখন আমাদের কাছে আকর্ষণীয় খানা পেশ করা হলো। তারপর আমরা তা হতে খেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। তাঁর কাছে আমার আগে হাফসা রা. গেলেন। আর তিনি ছিলেন, তাঁর বাপের যোগ্য মেয়ে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ছিলাম রোজাদার। আমাদের কাছে আকর্ষণীয় খাবার পেশ করা হলে আমরা তা হতে খেলাম। শুনে তিনি বললেন, এদিনের পরিবর্তে তোমরা দুজন আরেকদিন কাজা আদায় করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সালেহ ইবনুল আখজার এবং মুহাম্মদ ইবনে আবু হাফসা এই হাদিসটি জুহরি-উরওয়া-আয়েশা রা. হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর মালেক ইবনে আনাস, মা'মার, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর, জিয়াদ ইবনে সাদ ও একাধিক হাফেজ জুহরি সূত্রে আয়েশা রা. হতে এটি মুরসাল আকারে বর্ণনা করেছেন। তারা এতে 'উরওয়া হতে' উল্লেখ করেননি। আর এটাই বিশুদ্ধতম। কেনোনা, এটি ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি জুহরিকে জিজ্ঞেস করেছি, তাকে বলেছি, আপনাকে কি উরওয়া-

আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি উরওয়া হতে কিছুই শুনিনি। তবে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের খেলাফতকালে আমি শুনেছি কিছু সংখ্যক লোক হতে আয়েশা রা. এর কাছে এ হাদিস সম্পর্কে প্রশ্নকারি কোনো লোক হতে বর্ণনা করতে।

আলি ইবনে ঈসা ইয়াজিদ আল বাগদাদি এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রাওহ ইবনে উবাদা হতে তিনি ইবনে জুরাইজ হতে।

সাহাবা প্রমুখ একদল আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এমন ব্যক্তির ওপর যখন রোজা ভঙ্গ করে কাজা করার মত পোষণ করেছেন। আনাস ইবনে মালেক রা. এর মাজহাব এটিই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ[১৭৯৯]-৩৭ : রমজানের সঙ্গে শা'বানকে মিলানো প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৬)

٧٣٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض : قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

৭৩৬। **অর্থ :** হজরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধুমাত্র শা'বান ও রমজান ব্যতীত দু'মাস একাধারে রোজা রাখতে দেখিনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আয়েশা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে সালামা রা. এর হাদিসটি حسن। এ হাদিসটিও আবু সালামা সূত্রে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শা'বান অপেক্ষা অন্য কোনো মাসে এতো বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। এই মাসে কম সময়ই তিনি রোজা ছাড়তেন, বরং (প্রায়) পূর্ণ মাসই তিনি রোজা রাখতেন।

٧٣٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِذٰلِكَ.

৭৩৭। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবুন্ নজর সালেম প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি এ হাদিসটি আবু সালামা সূত্রে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনার মতো বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনুল মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি এ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, যখন মাসের অধিকাংশ সময় কেউ রোজা রাখে, আরবি ভাষায় তার সম্পর্কে 'পুরো মাস রোজা রেখেছে' একথা বলা জায়েজ। এমনভাবে বলা হয়, 'অমুক ব্যক্তি পুরো রাত কিয়াম করেছে' (তাহাজ্জুদ পড়েছে) অথচ হতে পারে সে রাতের খানা খেয়েছে

[১৭৯৯] সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

এবং তার নিজের কাজে রত হয়েছে। ইবনে মুবারক রহ. এ দুটি হাদিস এক রকম বলে মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদিসটির অর্থ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসের অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন।

দরসে তিরমিযী

বাহ্যত এই বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ব্যতীত শা'বানের সবগুলো দিনেও একাধারে রোজা রাখতেন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,[১৮০০]

ما صام النبى صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان الخ.

'কখনও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোজা রাখেননি।' যা দ্বারা এক ধরনের বৈপরিত্য বা বিরোধ হয়ে যায়। তবে জবাব হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ মা'মূল ছিলো শা'বানের অধিকাংশ দিন রোজা রাখা। এই অধিকাংশকে পূর্ণ মাসের পর্যায়ে রেখে উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেছেন,

ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتا بعين الا شعبان ورمضان.

বাস্তবে যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না শা'বানের পূর্ণ মাসে একাধারে রোজা রাখতেন, না রমজান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে, সেহেতু ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন,

ما صام النبى صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان الخ.

হজরত আয়েশা রা. এর পরবর্তী বর্ণনাটি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত আমাদের ব্যাখ্যার সমর্থন করে। বর্ণনাটি হলো, তিনি বলেন,

ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى شهر اكثر من صيام منه فى شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله والله اعلم.

তিনি রমজান ব্যতীত অন্য সময় বেশি রোজা রাখার জন্য শা'বানকে পছন্দ করার কারণ হলো, এই মাসে বান্দাদের আমল আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হয়। উসামা ইবনে জায়দ রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال : [১৮০১] قلت : يا رسول الله! لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شبعان، قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى رب العلمين، فأحب ان يرفع عملى وانا صائم.[১৮০২]

[১৮০০] বোখারি : ২/২৬৪, باب ما يذكر النبى صلى الله عليه وسلم وافطاره শব্দ বোখারির, মুসলিম : ১/৩৬৫, باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وامي ولفظه وما صام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان الخ নাসায়ি : ১/৩২১ صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وامي ولفظه وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة -সংকলক।

[১৮০১] সুনানে নাসায়ি : ১/৩২২, صوم النبى صلى الله عليه وسلم بابى هو وإمن।

[১৮০২] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ শা'বানে রোজা রাখতেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মাস কি শা'বান, যে তাতে রোজা রাখেন? তিনি বললেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এতে প্রতিটি প্রাণীর এ বছরের মৃত্যু লিখেন। সুতরাং রোজাদার অবস্থায় আমার ওফাত আসুক, এটা আমি পছন্দ করি।

'তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শা'বানে যে পরিমাণে রোজা রাখেন, অন্য কোনো মাসে তো আপনাকে এমন রোজা রাখতে দেখিনি? জবাবে তিনি বললেন, এটি এমন একটি মাস যেটি হতে মানুষ গাফিল থাকে। এটি হলো, রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাসে আমলসমূহ রাব্বুল আলামীনের কাছে উত্থিত হয়। কাজেই পছন্দ করি আমার আমল রোজাদার অবস্থায় উত্থিত হোক।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ–৩৮ : রমজানের জন্য শা'বানের শেষার্ধে রোজা রাখা মাকরূহ (মতন পৃ. ১৫৬)

٧٣٨ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا.

৭৩৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন শা'বানের শেষার্ধ থাকে তখন আর তোমরা রোজা রেখ না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এ শব্দে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটি জানি না। অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের অর্থ হলো, কেউ বে-রোজা অবস্থায় থাকতো, যখন শা'বানের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল তখন রমজান মাসের কারণে সে রোজা রাখতে শুরু করলো।

হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাদের বক্তব্যের মত এরকম বর্ণিত আছে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ রমজান মাসের আগে রোজা রেখ না। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আগেই রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়, আর সেটি এই দিনেই পড়ে যায় তবে তা ভিন্ন আলোচনা।

এর দলিল এই হাদিসে রয়ে গেছে যে, মাকরূহ শুধু সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে রমজানের অবস্থার কারণে রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করে।

প্রকাশ থাকে যে, এই মাকরূহ তখন যখন কেউ শুধু মাসের শেষে রোজা রাখে। আর মাসের শুরু হতে রোজা না রেখেই আসছিলো এবং কাজার রোজাও নয়, তাছাড়া সেদিনগুলোতে তার রোজা রাখার অভ্যাসও নয়। অন্যথায় মাকরূহ হবে না।

এই মাকরূহও প্রবল ধারণা অনুযায়ী বান্দাদের প্রতি স্নেহ প্রবণতার ফল। যাতে শা'বানের শেষার্ধের দিনগুলোর কারণে রমজানের রোজাগুলোতে কোনো প্রকার দুর্বলতার আশংকা অবশিষ্ট না থাকে।[১৮০৩]

মুনজিরি বলেন, এটি আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি গরিব। সনদ হাসান। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ২/১১৭, الترغيب فى صوم شعبان وما جاء فى صيام النبى صلى الله عليه وسلم وفضل ليلة نصفه-সংকলক।

[১৮০৩] দ্র. আল্ কাওকাবুদ্ দুররী : ১/২৫৬ -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : ১৫ই শা'বানের রাত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৬)

٧٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ رضـ : قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ[১৮০৪].

৭৩৯। **অর্থ** : হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম। তাই আমি বেরিয়ে এলাম। তখন তিনি জান্নাতুল বাকি'তে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি জুলুম করবেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারণা করেছিলাম, আপনি আপনার কোনো স্ত্রীর নিকট এসেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ১৫ই শা'বানে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। তখন তিনি বনু কালবের বকরির পশম পরিমাণ লোক অপেক্ষা অধিক লোককে মাফ করে দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি আমরা এ সূত্রে হাজ্জাজের হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আর আমি মুহাম্মদকে হাদিসে হাজ্জাজকে জয়িফ সাব্যস্ত করতে শুনেছি। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির উরওয়া হতে শুনেননি। মুহাম্মদ বলেছেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির হতে বর্ণনা শুনেননি।

দরসে তিরমিযী

লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত

লাইলাতুল বরাত যাকে শবে বরাতও বলা হয়। এর ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে অধিকাংশ বর্ণনা সুয়ুতি রহ. আদ্ দুররুল মানসুরে[১৮০৫] সংকলন করেছেন। এসব বর্ণনা সনদগতভাবে জয়িফ।[১৮০৬] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিও জয়িফ। প্রথমত এ কারণে যে, তাতে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত[১৮০৭] নামক একজন বর্ণনাকারি রয়েছেন। যার দুর্বলতা প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে,

---

[১৮০৪] অর্থাৎ, বনু কালবের বকরির পশমের সংখ্যা অপেক্ষা। বনু কালব আরবের একটি গোত্র। অন্য সব গোত্র অপেক্ষা তাদের বকরি সবচেয়ে বেশি। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৯৮, আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৫৬, ২৫৭ সংকলক।

[১৮০৫]. ৬/২৬-২৮, সূরা হা-মিম আদ্ দুখান, انا انزلنا ه فى ليلة مباركة-এর তাফসিরের অধীনে। আল্লামা সুয়ুতি রহ. এই স্থানে পনেরটির বেশি মারফূ ও মওকুফ হাদিস উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১৮০৬] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেন, এর ফজিলত সংক্রান্ত কোনো মুসনাদ মারফূ' সহিহ হাদিস সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। -মা'আরিফ : ৬/৯৭ -সংকলক।

[১৮০৭] হজরত হাজ্জাদ ইবনে আরতাত ইবনে সাওর ইবনে হুবাইরা আন্ নাখয়ি আবু আরতাত কুফি, কাজি, ফকিহদের একজন। তিনি সত্যবাদী। তবে প্রচুর ভুল ও তাদলিস হয়। সপ্তম স্তরের রাবি। ৪৫ হিজরিতে ওফাত লাভ করেছেন। সংকেত خ، ب। অর্থাৎ, বোখারি আদাবুল মুফরাদে। م অর্থাৎ, মুসলিম সহিহ মুসলিমে। ٤ অর্থাৎ, চার সুনান গ্রন্থকার তাদের সুনানে। -তাকরিবুত্ তাহজিব : ১/১৫২, নং ১৪৫ -সংকলক।

তাতে দুটি ইনকেতা' বা সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। এক. হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের শ্রবণ ইয়াহইয়া ইবনে কাছির[১৮০৮] হতে নেই এবং ইয়াহইয়া ইবনে কাসিরের শ্রবণও উরওয়া হতে নেই। অবশ্য ইয়াহইয়া ইবনে মাইন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি উরওয়া রহ. হতে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসিরের শ্রবণ প্রমাণিত সাব্যস্ত করেছেন।[১৮০৯] তখন এতে শুধু একটি ইনকেতা' বা সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা থাকবে।[১৮১০]

সারকথা, অন্যান্য বর্ণনার মতো এই বর্ণনাটিও জয়িফ। তবে এসব বর্ণনার দুর্বলতা সত্ত্বেও শবে বরাতে ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ বিদ'আত নয়। প্রথমত এ কারণে যে, বর্ণনার আধিক্য এবং এগুলোর সমষ্টি দলিল করছে যে, লাইলাতুল বরাতের ফজিলত ভিত্তিহীন নয়। দ্বিতীয়ত উম্মতের আমল রয়েছে লাইলাতুল বরাতে রাত্রি জাগরণ ও ইবাদতে বিশেষ গুরুত্বারোপের প্রতি। এ বিষয়টি কয়েকবার আলোচিত হয়েছে যে, যে কোনো জয়িফ বর্ণনা আমল দ্বারা সমর্থিত হলে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়।[১৮১১] কাজেই লাইলাতুল বরাতের ফজিলত প্রমাণিত। আমাদের যুগের অনেক জাহেরুপুরস্ত লোক হাদিসগুলোর শুধু সনদগত দুর্বলতা দেখে লাইলাতুল বরাতের ফজিলতকে নিষ্ক্রীয় সাব্যস্ত করার যে চেষ্টা করেছেন, তা ঠিক নয়। অবশ্য ইবনুল জাওজি[১৮১২] প্রমুখের[১৮১৩] সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী এই রাতে একশ রাকাত নামাজ পড়ার ফজিলত মওজু' বা জাল।[১৮১৪] অনেকে কোরআনের আয়াত[১৮১৫] إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ দ্বারা লাইলাতুল বরাতের ফজিলত দলিল করেছেন। তবে সহিহ হলো, এই আয়াতটি লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সির এরই প্রবক্তা।[১৮১৬] তাছাড়া إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ[১৮১৭] দ্বারাও এর সমর্থন হয়।

[১৮০৮] ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির তায়ি তাদের আজাদকৃত দাস, আবু নসর ইয়ামামী সেকাহ খুবই মযবুত। তবে তিনি তাদলীস করেন এবং মুরসালরূপে হাদিস বর্ণনা করেন। পঞ্চম শ্রেণীর রাবি। ৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। অনেকে বলেছেন, এর পূর্বে। সংকেত : ع-তাকরিব : ২/৩৫৬, নং ২৫৮ -সংকলক।

[১৮০৯] এই তাফসিল স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম বোখারি সূত্রে আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৮১০] এই তাফসিল উমতাদুল কারি : ১১/৮২, باب صوم شعبان হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৮১১] যুগের ফকিহ হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. নিজ পুস্তিকা 'শবে বরাতে'র অষ্টম পৃষ্ঠায় লেখেন, সাহাবা তাবেয়িন হতে এই রাত্রি জাগরণ এবং মসনূন আমলের ওপর আমল সেকাহ অনেক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। দ্র. মাওয়াহিবে লাদুনিয়ার শেষাংশ। ইবনে হাজ্জ মক্কি মাদখালে (২৪৮) লিখেন, সলফে সালেহিন এই রাতের তা'জিম করতেন। এর জন্য পূর্ব হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। -সংকলক।

[১৮১২] তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে এটি মওজু। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৮১৩] হজরত আলি রা. এর আরেকটি হাদিস আছে। এটি ইবনুল জাওজি রহ. ও মওজু'আতে উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি ১৫ই শা'বান রাতে ১০০ রাকাত নামাজ পড়ে আল হাদিস। -উমদাতুল কারি : ১১/৮২,باب صوم اشعبان। -সংকলক।

[১৮১৪] তকীউদ্দিন ইবনুস্ সালাহ এবং শায়খ ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম রহ. এর মাঝে এই নামাজ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ছিলো। ইবনুস্ সালাহ মনে করতেন, সুন্নাতে এর মূলভিত্তি আছে। আর ইবনে আবদুস্ সালাম তা অস্বীকার করতেন। সূত্র ওই। -সংকলক।

[১৮১৫] সূরা দুখান, আয়াত নং ৩, ৪, পারা : ২৫ সংকলক।

[১৮১৬] আলূসী রহ. انا انزلناه فی لیلة مبارکة এর অধীনে লেখেন, এটি হলো, ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ, ইবনে জায়দ ও হাসান রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদর। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এর প্রবক্তা। জাহেরি হাদিসগুলো তাদের সমর্থক। ইকরিমা ও এক জামাত বলেছেন, এটি হলো, শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্র। এটাকে লাইলাতুর রহমত বলেও নামকরণ করা হয়। মুবারক রজনী ও চেকের রাত্র এবং মুক্তির রজনীও বলা হয়। শেষ দুটি নাম করণের করণ হলো, সওদাগর যখন হতে ট্যাক্স পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নেন, তখন তাদের জন্য মুক্তি ও চেক লিখে দেন। এমনভাবে আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের জন্য দয়া মুক্তি ও চেক লিখে দেন। -রূহুল মা'আনি, পারা : ২৫, পৃষ্ঠা : ১১০, ১১১।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা লাইলাতুল বরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতুল বাকি'তে যাওয়া বোঝা গেলো। যেটি শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়ার মূল ভিত্তি। তবে যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সর্বদা আমল করেছেন বলে প্রমাণিত নেই, তাই এটাকে দায়েমী সুন্নতের স্থান দান করাও বিশুদ্ধ নয়। তবে কখনও কখনও গেলে কোনো সমস্যা নেই।[১৮১৮]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ–৪০ : মুহাররমের রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৬)

٧٤٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ[১৮১৯].

৭৪০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাসের রোজার পর সর্বোৎকৃষ্ট রোজা হলো, আল্লাহর মাস মুহার্‌রম (এর রোজা)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن।

٧٤١ – عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هٰذَا إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلٰى قَوْمٍ وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلٰى قَوْمٍ آخَرِيْنَ

৭৪১। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো, বললো, রমজান মাসের পর কোনো মাসে আপনি আমাকে রোজা রাখতে নির্দেশ দেন? তখন জবাবে তিনি বললেন, আমি কাউকে এই প্রশ্ন করতে শুনিনি। শুধুমাত্র এক ব্যক্তি ব্যতীত। সে লোকটি কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে আমি শুনেছি। তখন আমি তার পাশে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রমজান মাসের পর কোনো মাসে আপনি আমাকে রোজা রাখার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, যদি তুমি রমজান মাসের পর রোজা রাখতে চাও তাহলে রাখ মুহার্‌রম মাসে। কেনোনা, এটি আল্লাহর মাস। তাতে এমন একটি দিন আছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা একটি কওমের তওবা কবুল করেছেন। অন্যান্য কওমের তিনি তওবা কবুল করেন।

[১৮১৭] সূরাতুল কদর, আয়াত : ১, পারা : ৩০ -সংকলক।

[১৮১৮] দ্র. 'শবে বরাত', পৃষ্ঠা : ৮, 'শবে বরাতের সুন্নত আমল। -সংকলক।

[১৮১৯] স্পষ্ট হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য পুরো মুহার্‌রম মাস অথবা অধিকাংশ অথবা তার মধ্যে রোজা রাখা। মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/৯৯। আল-কাওকাবে (১/২৫৭) আছে, এর ফজিলত আশুরার দিন ব্যতীত অন্য দিনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেনোনা, হয়ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছিলেন, আরাফার দিনের রোজার ফজিলত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পূর্বে। অথবা তার ফজিলত হলো আংশিক। সুতরাং এর ফজিলতের কারণে এ মাস ব্যতীত অন্য মাসের রোজার ফজিলতের বিপরীত হবে না। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

আশুরা ব্যতীত মুহার্‌রমের অন্য দিনগুলোকেও এই ফজিলত অন্তর্ভুক্ত করে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের শিরোনাম দ্বারাও ইমাম তিরমিযী রহ. এর উদ্দেশ্য, সাধারণ মুহাররমের রোজার ফজিলত বর্ণনা করা, আশুরার রোজার ফজিলত নয়। কেনোনা, এর ফজিলতের জন্য সামনে ইমাম তিরমিযী রহ. একটি ভিন্ন অনুচ্ছেদ[১৮২০]।

যেহেতু মুহার্‌রমের রোজার ফজিলত রয়েছে রমজানের পর সমস্ত মাসের রোজার ওপর, সেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুহার্‌রমের পরিবর্তে শা'বান মাসে অধিক রোজা রাখার নিয়ম কেন বানালেন?[১৮২১] নববী রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন[১৮২২], হয়তো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহর্‌রমের রোজার এই পর্যায়ের ফজিলত সম্পর্কে জীবনের শেষপ্রান্তে জানতে পেরেছেন। এটাও সম্ভব যে, বিভিন্ন ওজরের কারণে যেমন, সফর ও অধিক অসুস্থতার কারণে মুহররমে বেশি পরিমাণে রোজা রাখতে পারেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : জুমার দিন রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৭)

٧٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رض : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

৭৪২। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মাসের শুরুর তিন দিন রোজা রাখতেন। আর তিনি শুক্রবারে খুব কমই রোজা ভাঙতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ রা. এর হাদিসটি حسن غريب। আলেমদের একটি সম্প্রদায় জুমআর দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব মনে করেছেন। আর মাকরূহ হলো শুধু শুক্রবারের পূর্বাপরে কোনো রোজা না রেখে শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা। তিনি বলেছেন, শু'বা আসেম হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি।

[১৮২০] باب ماجاء فى الحث على صوم عاشوراء : ১/১২৪ -সংকলক।

[১৮২১] যেমন, আয়েশা রা. এর বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি শা'বান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এতো অধিক রোজা রাখতে দেখিনি। তিনি রোজা ছাড়তেন কম বরং পুরোটাতে রোজা রাখতেন। -তিরমিযী : ১/১২২, باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان। প্রায় এ ধরণের অর্থবোধক বর্ণনা উম্মে সালামা রা. হতেও বর্ণিত আছে। বিস্তারিত বিবরণ পেছনে গেছে।

[১৮২২] দ্র. শরহে সহিহ মুসলিম : ১/৩৬৫, باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير زمضان , পৃষ্ঠা : ৩৬৮, باب فضل صوم المحرم -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

এই মাসআলাতে এই হাদিসটি হানাফিদের দলিল যে, শুক্রবার দিনের রোজা মাকরূহহীন বৈধ।[১৮২৩] যদিও এর পূর্বে বা পরে রোজা না রাখুক না কেনো।

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে শুধু জুমআর দিন রোজা রাখা মাকরূহ। যদি এর পূর্বে বা পরে কোনো রোজা না রাখা হয়।[১৮২৪] তাঁদের দলিল, পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১৮২৫] বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده.

এর জবাবে হানাফিগণ বলেন যে, এই হুকুমটি ইসলামের প্রথম দিকের। তখন আশংকা ছিলো যে, জুমআর দিনকে এমনভাবে ইবাদতের জন্য খাস করে নেওয়া হয় কি না, যেমনভাবে ইহুদিরা সপ্তাহের শুধু শনিবার দিনকে ইবাদতের জন্য খাস করে নিয়েছিলো, আর বাকি দিনগুলোকে ছুটি বানিয়ে রেখেছিলো। তবে পরবর্তীতে যখন ইসলামি আকাইদ ও বিধিবিধান সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন এই হুকুম খতম করে দেওয়া হয়।[১৮২৬] জুমআর দিনেও রোজা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ এমন, যেমন শুরুতে শনিবার দিন রোজা রাখতে তাকিদ সহকারে নিষেধ করা হয়েছে। আসন্ন অনুচ্ছেদের[১৮২৭] হাদিসে যেমনটি আছে।

[১৮২৩] হজরত ইবনে আব্বাস ও মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির হতে এটি বর্ণিত হয়েছে। মালেক, আবু হানিফা ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মাজহাব এটাই। ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি কোনো আলেম ও ফকিহ এবং নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তিকে জুমআর দিন রোজা রাখতে নিষেধ করতে শুনিনি। তিনি বলেন, এর রোজা উত্তম। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১০৪, باب صوم يوم الجمعة فاذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفكر-সংকলক।

[১৮২৪] আল্লামা আইনি রহ. ফুকাহায়ে কেরামের পাঁচটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন- ১. সাধারণত মাকরূহ। এটি ইবরাহিম নাখয়ি, জুহরি ও মুজাহিদের বক্তব্য। আলি রা. হতেও বর্ণিত আছে। তাছাড়া আবু উমর রহ. ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এরও এ মাজহাবই বর্ণনা করেছেন। (তবে আল-মুগনিতে (৩/১৬৫,فصل ويكره افراد يوم الجمعة بالصوم) আহমদ রহ. এর মাজহাব আছরামের বর্ণনা অনুযায়ী তাই বর্ণনা করা হয়েছে যা মূলপাঠে উল্লেখিত হয়েছে।) ২. দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, ব্যাপক আকারে বৈধ। অর্থাৎ, বিনা মাকরূহ বৈধ। এই বক্তব্যটির বিস্তারিত বিবরণ পেছনের টীকায় এসেছে। ৩. তৃতীয় বক্তব্য শুধু এক দিন রোজা রাখার সুরতে মাকরূহ। সুতরাং যদি এর পূর্বে একদিন অথবা এর পরে একদিন রোজা রাখে তবে মাকরূহ নয়। হজরত আবু হুরায়রা, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, তাউস, আবু ইউসুফ এবং মালেকিদের মধ্য হতে ইবনে আরাবি, এমনিভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও এ মাজহাবই। অবশ্য মুজানী রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর একটি বক্তব্য ও আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী বৈধতারও বর্ণনা করেছেন। ৪. চতুর্থ বক্তব্য হলো, হাদিস সমূহে জুমআর রোজার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার উদ্দেশ্য হলো, শুক্রবার দিনকে রোজার জন্য বিশেষিত না করা। সুতরাং যদি সে জুমআর পূর্বে শনিবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অথবা জুমআর পর সপ্তাহের শুরু হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৫ দিন রোজা রেখে নেয়, তাহলে সে এই নিষেধাজ্ঞা হতে খারিজ হয়ে যাবে। কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, কখনও কখনও অন্য হাদিসের এই বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। হাদিসটি হলো, 'তোমরা দিনসমূহের মাঝে শুক্রবারকে রোজার জন্য খাস কর না এবং তাহাজ্জুদের জন্য কোনো রাতকে বিশেষিত করো না। তবে আল্লামা আইনি রহ. এই হাদিস সম্পর্কে বলেন, এটি রেওয়ায়েত জয়িফ। ৫. পঞ্চম বক্তব্যটি ইবনে হাজম রহ. এর যে, তিনি শুক্রবার দিনের রোজা হারাম করে দিয়েছেন। তবে ব্যতিক্রম হলো সে, যে এর পূর্বে একদিন অথবা এর পরে একদিন রোজা রেখেছে। অথবা এটি তার অভ্যাস অনুযায়ী হয়েছে। যেমন, সে একদিন রোজা রাখলো একদিন রোজা মওকুফ রাখল। ফলে শুক্রবার দিনে রোজা পড়ে গেছে। দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/১০৪, ১০৫,فصل ويكره افراد يوم الجمعة بالصوم।

[১৮২৫] باب ماجاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده-সংকলক।

[১৮২৬] ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস قلما كان (النبى صلى الله عليه وسلم) يفطر يوم الجمعة দ্বারা বোঝা যায়।

[১৮২৭] অর্থাৎ, باب ما جاء فى صوم يوم السبت বর্ণনাটি নিম্নরূপ- لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليه فان لم يجد

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৪২ : শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা মাকরূহ প্রসংগে

٧٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ.

৭৪৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো, শুক্রবার দিন রোজা না রাখে। তাহলে এর পূর্বাপরে যদি রেখে থাকে তাহলে ভিন্ন বিষয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, জাবের, জুনাদা আল-আজদি, জুওয়াইরিয়া, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে আমল এর ওপর অব্যাহত। তাঁরা পূর্বাপরে রোজা না রেখে শুক্রবার দিনকে রোজার জন্য বিশেষিত করে নেওয়া মাকরূহ মনে করেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : শনিবারের রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৭)

٧٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ.

৭৪৪। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রা. এর বোন হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শনিবার দিনে রোজা রেখো না। তবে সেদিনটিতে যদি তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয় তবে তা ব্যাতিক্রম। তোমাদের কেউ যদি একটি আঙুরের খোসা অথবা একটি গাছের ডালই পায় তাহলে তাই যেনো সে চিবিয়ে নেয়।

احد كم الا لحاء (ছাল) عنبة او عود شجرة فليمضغه এই নিষিদ্ধতাও ছিলো কাফেরদের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে। যখন ইসলামের আহকাম মজবুত হয়ে গেল এবং আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসগুলো পরিপক্ক হয়ে গেল তখন এই নিষেধ ও মাকরূহ অবশিষ্ট থাকেনি। এ কারণে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শনিবার দিনে প্রচুর পরিমাণ রোজা রাখা প্রমাণিত আছে। সহিহ ইবনে খুযায়মাতে উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন শনিবার ও রবিবার দিনে। তিনি বলতেন, এ দুটি দিন হলো, মুশরিকদের ঈদের। আমি তাদের বিরোধিতা করতে চাই। মুনজিরী রহ. বলেছেন, ইবনে খুযায়মা রহ. এটি তার সহীহে বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ২/১২৮, ১২৯, নং ১৫, الترغيب فى صوم الاربعاء والخميس والجمعة والسبت والاحد

তারপর শনিবার দিন রোজা রাখা নিষেধের অর্থ ইমাম তিরমিযী রহ. এ বর্ণনা করেছেন যে, রোজার জন্য শনিবার দিনকে কেউ খাস করে নিবে। কেনোনা, ইহুদিরা শনিবার দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই অর্থ হিসেবে এ মাকরূহ বাহ্যত এখনও অবশিষ্ট আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। এ ব্যাপারে মাকরূহ হওয়ার অর্থ হলো, শনিবার দিনকে রোজার জন্য খাস করে নেওয়া। কেনোনা, ইহুদিরা শনিবার দিনকে সম্মান করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদঃ-৪৪ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিনের রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৭)

٧٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ رض : قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

৭৪৫। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও মঙ্গলবারের রোজার ইচ্ছা করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাফসা, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা ও উসামা ইবনে জায়দ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

٧٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ رض : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ.

৭৪৬। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসের শনিবার রবিবার ও সোমবারে রোজা রাখতেন। পরবর্তী মাসে মঙ্গলবার বুধবার ও বৃহস্পতিবারে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। আবদুর রহমান ইবনে মাহদি এ হাদিসটি সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। তাহলে তিনি এটিকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি।

٧٤٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

৭৪৭। হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আমলসমূহ (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। সুতরাং রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক- এটা আমি পছন্দ করি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে বিশেষভাবে রোজা রাখার হিকমত তো স্বয়ং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দুদিনে বান্দার আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। সোমবার দিনের গুরুত্ব বিশেষত তাই রয়েছে যে, এই দিবসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যময় জন্ম হয়েছে। এই দিনেই তাঁকে নবুওয়ত দেওয়া হয়েছে। এই দিনেই তিনি হিজরত করে কুবায় পৌছেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্য

দিনগুলোর ওপর সোমবার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়।[১৮২৮] স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন সোমবার দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তখন তিনি এরশাদ করেছিলেন, فيه ولدت وفيه انزل على 'এ দিনেই আমার জন্ম হয়েছে, এদিনেই আমার ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।'[১৮২৯]

আমল পেশ করা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, আমল পেশ করা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদিস বর্ণিত আছে। অনেক বর্ণনায় আছে, রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে সৃষ্টিকর্তার দরবারে পেশ করা হয়।[১৮৩০] অনেকটি দ্বারা বোঝা যায়, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দিন পেশ করা হয়। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। অনেকটি দ্বারা বোঝা যায় যে, শা'বানে আমল পেশ করা হয়।[১৮৩১]

হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, হতে পারে বর্ণনাগুলোর এই বিভিন্নতা আমলের প্রকারের বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। অর্থাৎ, এক ধরণের আমল কোনো বিশেষ সময়ে পেশ করা হয়। আর অন্য ধরণের আমল অন্য কোনো সময়।

অনেকে এই পার্থক্য করেছেন যে, কোনো সময় ইজমালিভাবে আমল পেশ করা হয়। আবার কোনো সময় বিস্তারিতভাবে। এটিই বর্ণনাসমূহের বিভিন্নতার কারণ।

অনেকে বলেছেন, অনেক দিন আমল উঠানো হয়, আর অনেক দিনে সৃষ্টিকর্তার দরবারে পেশ করা হয়। বর্ণনার বিভিন্নতা প্রযোজ্য এরই ক্ষেত্রে।[১৮৩২]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ–৪৫ : বুধবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৭)

٧٤٨ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ سَأَلْتُ (أَوْ سُئِلَ) رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا-صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيْسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ.

[১৮২৮] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০৪ -সংকলক।

[১৮২৯] সহিহ মুসলিম : ১/৩৬৮, باب استحباب ثلاثة ايام من كل شهر الخ-সংকলক।

[১৮৩০] আবু মুসা আশআরি রা. এর বর্ণনায় আছে, তাঁর কাছে রাতের আমল দিনের আমলের পূর্বে উঠানো হয়। আর দিনের আমল উঠানো হয় রাতের আমলের পূর্বে। -সহিহ মুসলিম : ১/৯৯, কিতাবুল ঈমান, باب معنى قول الله عزوجل ولقد راه نزلة اخرى الخ, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮, ابا فيما انكرت الجهمية-সংকলক।

[১৮৩১] যেমন, হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা. এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে শা'বানে যে পরিমাণ রোজা রাখেন, অন্য কোনো মাসে এ পরিমাণ রোজা রাখতে দেখি না?' জবাবে তিনি বললেন, এটি এমন একটি মাস যে, লোকজন তা হতে উদাসীন থাকে। এটি রজব আর রমজানের মধ্যবর্তী মাস। এটি এমন একটি মাস যাতে রাব্বুল আলামীনের কাছে আমলসমূহ উঠানো হয়। -সুনানে নাসায়ি : ১/৩২২,صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وامى-সংকলক।

[১৮৩২] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০৫, ১০৬। -সংকলক।

৭৪৮। **অর্থ :** হজরত উবায়দুল্লাহর পিতা বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি সর্বদা রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। অথবা এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো। ফলে তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। তারপর তিনি বলেন, তুমি রমজানে রোজা রেখো এবং এর সঙ্গে মিলিত (শাওয়ালের) ছয়টি রোজা রেখো। আর রেখো প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবারে। তবে তোমার সর্বদা রোজা রাখা হবে। আবার রোজা ভাঙ্গাও হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুসলিম কুরাশির হাদিসটি غريب। অনেকে বর্ণনা করেছেন, 'হারুন ইবনে সালমান-মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ-তার পিতা সূত্রে'।

দরসে তিরমিযী

পেছনের অনুচ্ছেদের বর্ণনাগুলো দ্বারা সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোজা মুস্তাহাব বোঝা গিয়েছিলো। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুধবারের রোজারও ফজিলত সাব্যস্ত হচ্ছে।

কোনো খাস দিনের রোজা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে সহজ মৌলিক বিষয় হলো, এমন প্রতিটি রোজা, যার সম্পর্কে কোনো হাদিস বর্ণিত আছে এবং তাতে কাফেরদের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই, সেটা মুস্তাহাব।[১৮৩৩]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে والذى يليه দ্বারা উদ্দেশ্য ঈদের পর ছয় রোজা।[১৮৩৪] আর عشر امثالها এর উদ্দেশ্য রমজানের রোজা। সুতরাং[১৮৩৫] من جاء بالحسنة فله عشر امثالها মূলনীতির আলোকে দশ মাসের রোজার সমান। আর ঈদের পর ছয় রোজা এই মূলনীতির আলোকে দুই মাসের রোজার বরাবর। এভাবে বছর পূর্ণ হয়ে যায়। এই আমল যে ব্যক্তি ওপরযুক্ত সব সময় করতে থাকবে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে সর্বদা রোজাদার।[১৮৩৬]

ওপরযুক্ত হিসাবের ভিত্তিতে সব সময় রোজা রাখার ফজিলত বুধ এবং বৃহস্পতিবারের রোজা ব্যতীতও অর্জিত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এসব দিন বাড়িয়ে দেওয়া এবং সমষ্টির ওপর সর্বদা রোজা রাখার হুকুম লাগানো সম্ভবত এই হিসেবে যে, রোজা আদায় ও এগুলোর হকে যেসব ত্রুটি হতে যায় এই বৃদ্ধি দ্বারা এগুলোর ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। অন্যথায় মূলনীতি হিসেবে সর্বদা রোজার ফজিলত অর্জন করা এই দুটি রোজার ওপর নির্ভরশীল

[১৮৩৩] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০৬।

[১৮৩৪] যার নিদর্শন হলো, এখানে হাদিসে রমজানের রোজা والذى يليه তথা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (ছয়) রোজা ও বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোজাকে সিয়ামে দাহর তথা সব সময়ের রোজা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তিরমিযীতে (১/১২৪, باب ما جاء فى صيام ستة ايام من شوال) এর অধীনে আবু আইয়্যুব রা. এর একটি মারফূ' বর্ণনা রয়েছে। যাতে রমজানের রোজা ও শাওয়ালের ছয় রোজাকে সর্বদার রোজা সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা দ্বারা বোঝা যায় আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে والذى يليه দ্বারাও ছয় রোজা উদ্দেশ্য।

[১৮৩৫] সূরা আনআম, আয়াত : ১৬১, পারা : ৮, -সংকলক।

[১৮৩৬] আবু জর রা. এর বর্ণনা হতে এটি গৃহীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মাসে তিন দিন রোজা রাখল সে সর্বদা রোজা রাখল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে সত্য বলেছেন- من جاء بالحسنة فله عشر امثالها তথা যে একটি নেক কাজ করলো তার দশগুণ সওয়াব হলো। -সুনানে নাসায়ি : ১/৩২৭, صوم ثلاثة ايام من الشهر সুনানে তিরমিযী : ১/১২৫ باب ما جاء فى صوم ثلاثة من كل شهر -সংকলক।

নয়। তিরমিযীরই অপর একটি মারফূ' বর্ণনায়[১৮৩৭] তাই এই অতিরিক্তের কোনো উল্লেখ নেই। বরং লক্ষ্য করা হয়েছে আসল হুকুমের দিকে। বলা হয়েছে–

من صام رمضان ثم اتبعها بست من شوال فذلك صيام الدهر.[১৮৩৮]

'যে রমজানের রোজা রেখে তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে তবে তাই সর্বদা রোজা রাখার নামান্তর।'

من صام شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر–

এখানেও মূলনীতিই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা সর্বদা রোজা রাখার সমান। এ হিসেবে যে, প্রতি তিনটি রোজা এক মাসের বরাবর। যখন কোনো মাস তিন রোজা হতে শূন্য হবে না, তখন সর্বদা অর্জিত হবে রোজা রাখার ফজিলত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ–৪৬ : আরাফার দিনের রোজার ফজিলত (মতন পৃ. ১৫৭)

٧٤٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَانِيِّ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

৭৪৯। **অর্থ :** হজরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিবসের রোজা আমি আল্লাহর নিকট মনে করি তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের পাপ তিনি এর দ্বারা মিটিয়ে দিবেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু কাতাদার হাদিসটি حسن।

দরসে তিরমিযী

আরাফার দিনের রোজা মুস্তাহাব মনে করেছেন ওলামায়ে কেরাম। তবে আরাফাতে নয়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা আরাফার দিনের রোজার ফজিলত এবং এটা মুস্তাহাব বলে বোঝা যায়। সুতরাং এই রোজাটি আমাদের মতেও মুস্তাহাব। অবশ্য হাজিদের জন্য আরাফাতে আরাফার দিনের রোজা রাখা মাকরূহ। এর কারণ হলো, রোজা রাখলে জয়িফ হয়ে পড়বে। আর এই মুবারক স্থানে বেশি বেশি দোয়া করা যে উদ্দেশ্য তা অর্জিত হবে না। তাছাড়া সূর্য ডোবার সঙ্গে মুযদালিফায় রওয়ানা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই দিন আরাফাতে রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১৮৩৯] বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসে আছে, ان النبى صلى الله عليه وسلم افطر بعرفة

[১৮৩৭] ১/১২৪, باب ماجاء فى ستة ايام من شوال -সংকলক।

[১৮৩৮] তিরমিযী : ১/১২৫ باب جاء فى صوم ثلاثة من كل شهر -সংকলক।

[১৮৩৯] باب ما جاء فى كراهية صوم عرفة بعرفة -সংকলক।

وارسلت اليه ام الفضل بلبن فشرب 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনে রোজা ভঙ্গ করেছেন। উম্মুল ফজল রা. তাঁর নিকট দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেছেন।'

তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদেই হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم يعنى يوم عرفة ومع ابى بكر رضى الله عنه فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه[১৮৪০] الخ.

এ ব্যাপারে যে হাজির একিন হবে যে, রোজা রাখার ফলে আরাফাতে অবস্থান এবং দোয়া ইত্যাদি করা এবং সূর্যাস্তের পর তৎক্ষণাৎ মুজদালিফায় রওয়ানা হতে কোনো অসুবিধা হবে না, তার জন্য মাকরূহ নয়। বরং রোজা তার জন্য মুস্তাহাব স্বরূপ।[১৮৪১]

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : আরাফাতে আরাফার দিবসের রোজা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৭)

৭৫০ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ.

৭৫০। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। হজরত উম্মুল ফজল রা. তাঁর নিকট দুধ প্রেরণ করলে তিনি তা পান করেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা, ইবনে উমর ও উম্মুল ফজল রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ করেছি, তিনি রোজা রাখেননি। অর্থাৎ, আরাফার দিনে। আবু বকর রা. এর সঙ্গেও হজ করেছি, তিনিও রোজা রাখেননি। উমর রা. এর সঙ্গেও হজ করেছি, তিনিও রোজা রাখেননি। উসমান রা. এর সঙ্গে হজ করেছি, তিনিও রোজা রাখেননি। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

[১৮৪০] বরং আরাফাতে আরাফার দিনে রোজা রাখার প্রতি এক বর্ণনায় তো নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, আবু দাউদ, নাসায়ি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইবনে খুজায়মা ও হাকেম রহ. ইকরামা সূত্রে এটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন যে, আবু হুরায়রা রা. তাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরফাতে আরাফার দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। কোনো কোনো সলফে সালেহিন এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-আনসারি রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আরাফার দিন হাজির জন্য রোজা না রাখা ওয়াজিব। -ফাতহুল বারি : ৪/২০৭, باب صوم يوم عرفة।

[১৮৪১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০৮, ১০৯। স্বয়ং হজরত ইবনে উমর রা. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শেষে বলেন, আমি এই রোজা রাখি না, এর নির্দেশও দেই না। আবার নিষেধও করি না। যা দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে উমর রা. আরাফার দিনে আরাফাতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সাব্যস্ত করতেন না। তাছাড়া হাফেজ রহ. বলেন, ইবনে জুবায়র, উসামা ইবনে জায়দ ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এ দিনে রোজা রাখতেন। হাসান রহ. এটা পছন্দ করতেন এবং উসমান রা. হতে তা বর্ণনা করতেন। -ফাতহুল বারি : ৪/২০৭, باب صوم يوم عرفة।

তাঁরা আরাফাতে রোজা মওকুফ করা মুস্তাহাব মনে করেন। যাতে দোয়া করার ওপর সে ব্যক্তি সক্ষম থাকে। অনেক আলেম দিবসে আরাফাতে রোজা রেখেছেন।

٧٥١ - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُوْمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

৭৫১। **অর্থ :** হজরত আবু নাজিহ বলেন, ইবনে উমর রা. এর কাছে আরাফার দিনে রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হয়ে তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ করেছি, তিনি সেদিন রোজা রাখেননি। হজরত আবু বকর রা. এর সঙ্গে হজ করেছি, তিনি রোজা রাখেননি। উমর রা. এর সঙ্গে হজ করেছি, তিনিও রোজা রাখেননি। উসমান রা. এর সঙ্গে হজ করেছি, তিনিও রোজা রাখেননি। আমি এ রোজা রাখি না, আবার এ ব্যাপারে নির্দেশও দেইনা তবে তা হতে নিষেধও করি না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। আবু নাজিহের নাম হলো ইয়াসার। তিনি ইবনে উমর রা. হতে হাদিস শুনেছেন। ইবনে নাজিহ-তার পিতা-জনৈক ব্যক্তি-ইবনে উমর রা. সূত্রে এ হাদিসটিও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحث عَلٰى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : আশুরা দিন রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান (মতন পৃ. ১৫৮)

٧٥٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

৭৫২। **অর্থ :** হজরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে মনে করি আশুরা দিবসের রোজা পূর্ববর্তী বছরের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি, মুহাম্মদ ইবনে সাইফি, সালামা ইবনুল আকওয়া' হিন্দ ইবনে আসমা, ইবনে আব্বাস, রুবাইয়ি' বিনত মু'আওয়িয্জ ইবনে আফরা ও আবদুর রহমান ইবনে সালামা আল খুজায়ি-তাঁর চাচা ও আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. সূত্রে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে, তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি উৎসাহিত করেছেন আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, কোনো বর্ণনায় আমরা জানি না যে, তিনি বলেছেন, আশুরার দিনের রোজা এক বছরের কাফ্ফারা। তবে আবু কাতাদার হাদিসে তার ব্যতিক্রম আছে। আর আহমদ ও ইসহাক রহ. আবু কাতাদার হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عاشوراء [১৮৪২]শব্দটি عشر হতে গৃহীত। এটি মদ সহকারে فاعولاء [১৮৪৩]এর ওজনে এবং عاشره তথা দশম তারিখের অর্থে ব্যবহৃত। এর মওসূফ উহ্য।

অর্থাৎ, الليلة العاشوراء-এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মুহাররমের দশম তারিখ। কেউ[১৮৪৪] কেউ ৯ তারিখকে আশুরা সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. এর একটি বর্ণনা দ্বারা তাদের বিভ্রান্তি হয়েছে। সে বর্ণনাটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে হাকাম ইবনে আ'রাজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

انتهيت[১৮৪৫] إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه ؟ فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه و سلم؟ قال نعم

এই হাদিসটির অর্থ তারা অনুধাবন করতে পারেননি এবং ইবনে আব্বাস রা.কেও জড়িয়ে ফেলেছেন[১৮৪৬] যে, তিনি মুহাররমের নয় তারিখকে আশুরা সাব্যস্ত করতেন এবং এই দিনে রোজা রাখার প্রবক্তা ছিলেন। অথচ বাস্তবতা হলো, ইবনে আব্বাস রা. এর উদ্দেশ্য ছিলো যেনো, ৯ ও ১০ তারিখ উভয় দিনের রোজা রাখা হয়।[১৮৪৭]

তারপর اهكذا كان يصومه محمد صلى الله غليه وسلم؟ এর জবাবে ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক হ্যাঁ বলার অর্থ এই নয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় কার্যত এমন করেছেন। বরং অর্থ হলো, তিনি এই দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন যে, ভবিষ্যতে শুধু আশুরার রোজা রাখব না। বরং এর সঙ্গে আরেকটি

[১৮৪২] হজরত কুরতুবি রহ. বলেছেন, عاشوراء শব্দটি عاشوراء হতে মা'দুল, আতিশয্য ও তা'জিম বুঝানোর জন্য। মূলত এটি الليلة এর সিফাত। কেনোনা, এটি العشر হতে গৃহীত। যেটি এক দশকের নাম। আর يوم শব্দটি তার দিকে مضاف। যখন يوم عاشوراء বলা হয়, তখন যেনো বলা হয়, يوم الليلة العاشرة। তবে তারা যখন সিফাত হতে ফিরে এসেছে তখন তার ওপর নাম প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এখন আর মওসূফের প্রয়োজন নেই। এজন্য الليلة শব্দটি উহ্য করে রেখেছেন। সুতরাং এই শব্দটি দশম দিনের নাম হয়ে গেছে। (নামকরণ ও শব্দ নিষ্পন্ন করার দাবি এটাই।) আর অনেকে বলেছেন, এটি হলো নয় তারিখ। সুতরাং প্রথমটির ভিত্তিতে يوم শব্দটি الليلة الماضية এর মুজাফ। আর দ্বিতীয় সুরতে الليلة الاتية এর মুজাফ। আর অনেকে বলেছেন, নবম তারিখকে আশুরা করে নামকরণ করা হয়েছে উটের আওরাদ (পানির কাছে পৌঁছা উট) হতে গ্রহণ করে। তারা যখন আট দিন পর্যন্ত উট চরাতো তারপর নবম তারিখে (পানি) পর্যন্ত পৌঁছাতো তখন তারা বলতো, وردنا عشرا অনুরূপভাবে তিন দিন পর্যন্ত। -ফাতহুল বারি : ৪/২১২, باب صيام يوم عاشوراء-সংকলক।

[১৮৪৩] এতে কসর সহকারেও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, العاشورى -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১০৯, ১১০।

[১৮৪৪] যেমন, তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, باب ما جاء فى عاشوراء أى يوم هو؟ দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১১০, ১১১ -সংকলক।

[১৮৪৫] তিরমিযী : ১/১২৪, باب ما جاء فى عاشوراء اى يوم هو সংকলক।

[১৮৪৬] মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১১০, ১১১। -সংকলক।

[১৮৪৭] যেমন, اصبح من يوم التاسع صائما বাক্যে من শব্দটি এর নিদর্শন। যেটি শুরু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেনো, বলা হচ্ছে যে, নয় তারিখ হতে রোজা রাখা শুরু করো। তারপর দশ তারিখেও রাখো। অন্যথায় এমনও বলা যেতো, 'তুমি ৯ তারিখে রোজা রাখো।'

রোজা মিলিয়ে নিবো। যাতে ইহুদিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য খতম হয়ে যায়। কেনোনা, ইহুদিরাও এই দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো ও রোজা রাখতো। (যেমন, বোখারিতে (১/২৬৮, باب صوم يوم عاشوراء) হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।) তাছাড়া মক্কার কাফেররাও বর্বরতার যুগে এ দিনে রোজা রাখতো। (যেমন, মুসলিমে[১৮৪৮] (১/৩৫৭, باب صوم يوم عاشوراء) আয়েশা রা. এর বর্ণনায় আছে। -সংকলক) তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে। এবং তিনি তার এই সংকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তবে যেহেতু তিনি দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন, সেহেতু তার এই দৃঢ় সংকল্প আমলের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সুন্নত হলো, আশুরার সঙ্গে আগে অথবা পরের রোজা মিলিয়ে ইহুদি প্রমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য শেষ করে দেওয়া।[১৮৪৯]

সারকথা, اهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم এর জবাবে ইবনে আব্বাস রা. এর হ্যাঁ বলার অর্থ এটাই যে, তিনি আশুরার সঙ্গে রোজা মিলানোর ইচ্ছা করেছিলেন। এটা নয় যে, তিনি বাস্তবেও রোজা মিলিয়েছিলেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء انى احتسب على الله اى يكفر السنة التى قبله.

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, আশুরার দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব এবং এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম আশুরার রোজা রাখতেন।[১৮৫০]

তারপর আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য হলো, তখন এই রোজা ফরজ ছিলো। পরবর্তীতে এর ফরজিয়ত মানসুখ হয়ে গেছে।[১৮৫১] শুধু মুস্তাহাব হিসেবে অবশিষ্ট রয়ে গেছে।[১৮৫২] তবে শাফেয়িগণ বলেন, এটা পূর্বে সুন্নত

[১৮৪৮] এজন্য সহিহ মুসলিমে (১/৩৫৯, باب صوم عاشوراء) ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনে রোজা রেখেছেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দিনটিকে ইহুদি এবং খৃষ্টানরা সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আগামী বছর এলে ইনশাআল্লাহ আমরা নবম তারিখে রোজা রাখবো। রাবি বলেন, তারপর আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেলো। এই বর্ণনা দ্বারা নবম তারিখ আশুরার দিন না হওয়াও বোঝা যায়। কেনোনা, এক দিকে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনে রোজা রেখেছেন, আর অপর দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রয়েছে, যদি আগামী বছর আসে তাহলে আমরা নবম তারিখে রোজা রাখবো। এই বৈপরিত্য হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবম তারিখ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশুরার দিন ছিলো, না হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে। والله اعلم

[১৮৪৯] তাহাবিতে (১/২৮৬, باب صوم يوم عاشوراء) ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা এদিনে রোজা রাখো। আর এর পূর্বে একদিন রোজা রাখো এবং এর পরেও এক দিন রোজা রাখো। ইহুদিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য অবলম্বন কর না।' -সংকলক।

[১৮৫০] বোখারিতে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা : ১/২৬৮, باب صيام يوم عاشوراء।

[১৮৫১] কাজি ইয়াজ রহ. বলেছেন, অনেক সলফে সালেহিন বলতেন, এটি ফরজ ছিলো এবং এর ফরজিয়তের ওপর বাকি রয়েছে। উমদাতুল কারি : ১১/১১৮ باب صيام يوم عاشوراء -সংকলক।

[১৮৫২] আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের সমর্থন নিম্নেযুক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা হয়- ১. আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরার দিন বর্বরতার যুগে কুরাইশরা রোজা রাখতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াতের যুগে এই রোজা রাখতেন। যখন তিনি মদিনায় আগমন করলেন, তখন এই রোজা তিনি নিজে রাখলেন এবং এই রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন। যখন রমজান (এর রোজা) ফরজ করা হলো, তখন তিনি আশুরার দিনের রোজা বর্জন করলেন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোজা রাখল, যার

ছিলো আর রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর শুধু মুস্তাহাব থেকে যায়।[১৮৫৩]

ইচ্ছা সে বর্জন করলো। সহিহ বোখারি : ১/২৬৮,باب صوم يوم عاشوراء و اللفظ له, সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৭, ৩৫৮, باب صوم يوم عاشوراء।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে : ২৪০, صيام يوم عاشوراء সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৩১,باب في صوم يوم عاشوراء আয়েশা রা. এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দও বর্ণিত আছে- فلما فرض رمضان كان هو الفريضة। তাছাড়া সুনানে তিরমিযীতে (১/১২৪, باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم عاشوراء) এই বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- فلما افترض عليه رمضان كان هو الفريضة

২- হজরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি লোকজনের মাঝে ঘোষণা দাও- যে খানা খেয়েছে সে যেনো, অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে। আর যে খানা খায়নি সে যেনো রোজা রাখে। কেনোনা, এটি হলো, আশুরা দিবস। -সহিহ বোখারি : ১/২৬৮, ২৬৯, باب صيام يوم عاشوراء।

৩. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে দেখলেন, আশুরার দিনে ইহুদিরা রোজা রাখে। ফলে তিনি বললেন, এটা কি? তারা বললো, এটি একটি পুণ্যবান দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের হতে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং এ দিনে মুসা (আ.) রোজা রেখেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের চেয়ে মুসা (আ.) এর সঙ্গে (সাদৃশ্যের) আমি বেশি হকদার। ফলে তিনি রোজা রাখলেন ও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। -বোখারি : ১/২৬৮।

৪. আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আশুরার দিনকে ইহুদিরা ঈদের দিবস মনে করতো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও এদিন রোজা রাখ। -সূত্র ঐ।

৫. হজরত আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কি এ দিন রোজা রেখেছ? তাঁরা বললো, না। ফলে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের অবশিষ্ট দিন পূর্ণ কর এবং এর কাজা করো। আবু দাউদ রহ. বলেছেন, অর্থাৎ, আশুরার দিন। -সুনানে আবু দাউদ : ১/২৩২, باب فضل صومه

৬. হজরত আসমা ইবনে হারেসা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আশুরার দিন পাঠালেন, তুমি তোমার কওমের কাছে যেয়ে এ দিনে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে করি তাদের কাছে আমি পৌছতে পৌছতে তারা খানা খেয়ে ফেলবে। তিনি বললেন, তুমি নির্দেশ দাও তাদের মধ্য হতে যে খানা খেয়ে ফেলেছে, সে যেনো অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে। হায়ছামি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি তাবারানি কবির ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ সহিহ (বোখারির) হাদিসের বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/১৮৫, باب في صيام يوم عاشوراء অতিরিক্ত হাদিসগুলোর জন্য দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/১১৯, ১২০, باب صيام يوم عاشوراء মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/১৮৪, باب في صيام عاشوراء।

সারকথা, বিরাট সংখ্যক হাদিস দলিল করছে যে, আশুরার রোজা রমজানের রোজা বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ফরজ ছিলো। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, হাদিসের সমষ্টি হতে উৎসারণ করা যায় যে, এটি ওয়াজিব ছিলো। কেনোনা, রোজা রাখার নির্দেশ প্রমাণিত। এবং এই নির্দেশ তাকিদপূর্ণ। তারপর গণ ঘোষণার মাধ্যমে অতিরিক্ত তাকিদ হয়েছে। তারপর যারা খানা খেয়েছে তাদেরকেও বিরত থাকার নির্দেশের ফলে এই তাকিদ বেড়েছে। তারপর আরো তাকিদ বেড়েছে বাচ্চাদেরকে দুগ্ধদাতা মাতাদের পক্ষ হতে দুধ পান না করানোর নির্দেশে। তাছাড়া ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হয়, তখন আশুরার রোজা তরক করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ কথা জানা আছে যে এটি যে, মুস্তাহাব তা বর্জিত হয়নি; বরং এটি এখনও বাকি আছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, পরিহার করা হয়েছে তার অপরিহার্যতা বা উজুব। আর যারা বলে তরক করা হয়েছে মুস্তাহাবের তাকিদ, অবশিষ্ট রয়েছে সাধারণ মুস্তাহাব- তাদের এই বক্তব্যটির দুর্বলতা অস্পষ্ট নয়। বরং মুস্তাহাবের তাকিদ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। বিশেষত এর প্রতি সর্বদা গুরুত্বারোপের সঙ্গে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের বছরও। কেনোনা, তিনি বলেন, যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই ৯ তারিখ ও ১০ তারিখে রোজা রাখব এবং তিনি এই রোজা রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আরো বলেছেন, এটি এক বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়। এর চেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকিদ আর কি হতে পারে! -ফাতহুল বারি : ৪/২১৪,باب صيام يوم عاشوراء।

[১৮৫৩] এটা শাফেয়িদের প্রসিদ্ধ বক্তব্য। তাদের দ্বিতীয় বক্তব্য হানাফিদের অনুরূপ। তাদের দলিল- হজরত মু'আবিয়া রা. এর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি এটি আশুরা দিবস। আল্লাহ তা'আলা

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ-৪৯ : আশুরার দিবস রোজা না রাখার অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৮)

٧٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضـ : قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

৭৫৩। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, জাহেলি যুগে আশুরার দিনে কুরাইশ রোজা রাখতো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রোজাটি রাখতেন। তিনি যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন এ রোজাটি রেখেছেন এবং লোকজনকে এটি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন রমজান (এর রোজা) ফরজ করা হয়েছে, তখন এটিই কেবল ফরজ ছিলো এবং আশুরা বর্জন করা হয়েছে। যে ইচ্ছে সে এই রোজা রেখেছে আর যার ইচ্ছে সে এটি বর্জন করেছে।

দরসে তিরমিযী

হজরত ইবনে মাসঊদ কায়স ইবনে সাদ, জাবের ইবনে সামুরা, ইবনে উমর ও মু'আবিয়া রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মতে আয়েশা রা. এর হাদিসটির ওপর আমল অব্যাহত। এ হাদিসটি বিশুদ্ধ। তাঁরা আশুরার রোজা ওয়াজিব মনে করেন না। তবে যে এ রোজাটির প্রতি উৎসাহিত হয় তার সম্পর্কে ফজিলতের আলোচনার কারণে তার ব্যাপারটি আলাদা।

بَابُ مَا جَاءَ عَاشُوْرَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

অনুচ্ছেদ-৫০ প্রসংগ : আশুরা দিন কোন্‌টি? (মতন পৃ. ১৫৮)

٧٥٤ - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ : قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ ؟ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُوْمُهُ ؟ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا قَالَ فَقُلْتُ أَهٰكَذَا كَانَ يَصُوْمُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ .

৭৫৪। **অর্থ :** হজরত হাকাম বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে আমি পৌঁছলাম। তিনি তখন তাঁর চাদরটি কাঁধের ওপর দিয়ে রেখেছেন জমজমের কাছে। আমি বললাম, আশুরার দিন কোন্‌টি? কোনো দিন আমি আশুরার দিবসে রোজা রাখবো। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন মুহররমের নতুন চাঁদ দেখো, তখন তা গুণে রাখো। তারপর ৯ তারিখে রোজা রাখে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ রোজাটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অনুরূপ রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তোমাদের ওপর এর রোজা ফরজ করেননি। তবে আমি রোজাদার। যার ইচ্ছা সে রোজা রাখুক, আর যার ইচ্ছা সে রোজা না রাখুক। বোখারি : ১/২৬৮, باب صيام يوم اعاشوراء। তবে হানাফিদের মতে এই বর্ণনাটি রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

দ্র. -শরহে নববী আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৭, ৩৫৮, باب صوم يوم عاشوراء উমদাতুল কারি : ১১/১১৮ باب صيام يوم عاشوراء-সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٧٥٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض : قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ.

৭৫৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ তারিখে আশুরার দিনের রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আশুরা দিবস সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, নয় তারিখ দিবস, আর অনেকে বলেছেন, দশ তারিখ দিবস। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তোমরা নয় তারিখ ও দশ তারিখে রোজা রেখ এবং ইহুদিদের বিরোধিতা করো। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ হাদিস অনুযায়ীই মত পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

অনুচ্ছেদের মাসআলা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পেছনের অনুচ্ছেদে এসেছে,[১৮৫৪]

عن ابن عباس رضى الله عنه قال صوموا التا سع والعاشر وخالفوا اليهود.

একটি প্রশ্ন এবং এর জবাব[১৮৫৫]

এখানে একটি প্রশ্ন করা হয়, আশুরার দিন ইহুদিদের রোজা রাখার কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, তারা এ দিনে ফিরআউনের ডুবে মরার কথা স্মরণ করে উৎসব করে।[১৮৫৬] আর তারা ব্যাপক আকারে নিজস্ব তারিখগুলোর হিসাব সৌর মাস দ্বারা করতো।[১৮৫৭] সুতরাং যুক্তি দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, তারা ফিরআউনের ডুবে মরার তারিখও সৌর হিসাবেই স্মরণ রেখে থাকবে। সুতরাং ১০ই মুহররমে তাদের রোজা রাখার এবং স্মারক দিবসরূপে উৎসব পালন করার অর্থ কী?

জবাব : ইহুদিদের কাছে আসলে সৌর পঞ্জিকা প্রচলিত ছিলো। তবে যখন ইহুদিরা আরবে আবাদ হলো, তখন তাদের দুটি দল হয়ে যায়। একটি দলম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সৌর পঞ্জিকার ওপর আমল করছিলো। আর দ্বিতীয় দলটি আরবের অনুসরণে চন্দ্রমাসের পঞ্জিকা অবলম্বন করেছিলো।[১৮৫৮] এই দ্বিতীয় দলটি প্রবল ধারণা

[১৮৫৪] দ্র. উমদাতুল কারি : ১/১১৭, باب صيام يوم عاشوراء -সংকলক।

[১৮৫৫] দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/২১৪, ২১৫, উমদাতুল কারি : ১১/১২২, باب صيام يوم عاشوراء মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১১৫-১১৮ -সংকলক।

[১৮৫৬] যেমন, মুসলিমে (১/৩৫৯, باب صوم يوم عاشوراء) বর্ণিত, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় আছে- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে ইহুদিদেরকে আশুরার দিনের রোজাদার পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোনো দিবস, যে দিবসে তোমরা রোজা রাখ? তারা বললো, এটি একটি মহান দিবস। এতে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.) ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরাও রোজা রাখি ...। -সংকলক।

[১৮৫৭] মা'আরিফ : ৬/১১৫, -সংকলক।

[১৮৫৮] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আবু রায়হান আল-বেরুনির কিতাবুল আসারিল কাদিমা সূত্রে বর্ণনা করেন, 'মূর্খ ইহুদিরা তাদের রোজা ও ঈদ উৎসবগুলোতে তারকার হিসাবের ওপর নির্ভর করতো। সুতরাং তাদের কাছে বর্ষ হলো সৌর, চান্দ্র নয়। -ফাতহুল

অনুযায়ী হিসাব করে হয়তো জেনে নিয়েছিলো যে, যেদিন ফিরআউনের ডোবার ঘটনা ঘটেছিলো সেটি চন্দ্র হিসাবের কোনো তারিখে ছিলো। হতে পারে এই হিসাবে এই দলটি জানতে পেরেছিলো যে, সিটি ছিলো আশুরার দিন। এ কারণে, এই দলটি আশুরার রোজা রাখতে আরম্ভ করে।

এখান হতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে যায়। সেটি হলো, সিরাতের বর্ণনাগুলোতে উল্লেখ রয়েছে যে, যেদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন ইহুদিরা আশুরার রোজা রেখেছিলো।[১৮৫৯] অথচ বর্ণনাগুলো এ ব্যাপারেও একমত যে, রবিউল আওয়াল মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা তায়্যিবায় প্রবেশ করেছিলেন।[১৮৬০]

এটাই এই সমস্যার সমাধান বোঝা যায় যে, যেসব ইহুদি সেদিন রোজা রেখেছিলো তারা সৌর পঞ্জিকার হিসাব করেনি। তারা সেদিন চান্দ্র পঞ্জিকার হিসাবে ফিরআউনের নিমজ্জন কথা স্মরণ করে উৎসব করছিলো।[১৮৬১]

বারি : ৪/২১৫, باب صيام يوم عاشوراء।

এই ইবারতে 'মূর্খ ইহুদি' শব্দ দ্বারা ইহুদিদের এমন একটি দলের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সৌর পঞ্জিকার ওপর আমল করতো না। এটা সে দল হবে যারা চান্দ্র পঞ্জিকা অবলম্বন করে থাকবে এবং দশই মহররমে রোজা রেখে থাকবে। এ কারণে বর্ণনাগুলোতে আশুরার দিনে ইহুদিদের রোজা রাখার উল্লেখ সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে। এ ধরণের বিবরণ পেছনের টীকাগুলোতে এসেছে।

[১৮৫৯] মুসলিম সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা পেছনের টীকায় এসেছে। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء الخ. বোখারির বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء الخ : ১/২৬৮, باب صيام يوم عاشوراء তাছাড়া দ্র. আল কামিল -ইবনে আসীর (২/১১৫) ثم دخل السنة الثانية من الهجرة، ذكرسرية عبد الله بن جحش এবং তারিখুল উমামি ওয়াল মুলূক-তাবারি : ২/১২৯, ذكر بقية ما كان فى السنة اثانية من سنى الهجرة - সংকলক।

[১৮৬০] তারিখে তাবারি : ২/১১০, ذكر الوقت الذى عمل فيه التاريخ, সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৫, আর- রওযুল উনুফ : ১/১০- সংকলক।

[১৮৬১] হজরত উস্তাদে মুহতারাম দা.বা. এর বক্তব্যের সারনির্যাস হলো, ইহুদিদের যে সম্প্রদায়টি সৌর ক্যালেণ্ডারের ওপর আমল করছিলো, রবিউল আওয়ালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনকালে তারাই নিজ সৌর ক্যালেণ্ডার হিসাবে আশুরার রোজা রেখেছিলো এবং ফিরআউন হতে মুক্তি পাওয়ার কথা স্মরণ করে উৎসব করছিলো।

ইবনে হাজার রহ. ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রায় এর কাছাকাছি উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, হতে পারে 'এই ইহুদিরা সৌর বছর হিসাবে আশুরার দিন গণনা করছিলো। সুতরাং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের দিন তাদের হিসাবে আশুরার দিন পড়ে যায়। এই ব্যাপারটি দ্বারা মুসলমানদের সঙ্গে মুসা আ. এর অধিক হক দারিত্ব প্রাধান্য পায়। কেনোনা, তারা ওপরযুক্ত দিনটি সম্পর্কে সেদিন বিভ্রান্তিতে পতিত ছিলো। আর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ দিনটির জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তবে হাদিসগুলোর পূর্বাপর এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করছে।'-ফাতহুল বারি : ২১৫ باب صيام يوم عاشوراء আইনি রহ.ও এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করার পর বলেন, এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ্য, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। -উমদাতুল কারি : ১১/১২২, باب صيام يوم عاشوء

স্বয়ং হাফেজ রহ. মূলপাঠে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذى تصومونه؟ الخ (মুসলিম : ১/৩৫৯) ধরণের হাদিসগুলো সম্পর্কে লিখেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জ্ঞা ও এ সম্পর্কে প্রশ্ন হয়েছিলো তাঁর মদিনায় আগমনের পর। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আগে হতেই তা জেনেছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয় হলো, এ বাক্যে কিছু বিষয় উহ্য রয়েছে। সে বিষয়টি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন

করেছেন, তারপর আশুরা দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। তখন ইহুদিদেরকে সেদিনের রোজা পালনকারি পেয়েছেন। -ফাতহুল বারি : ৪/২১৫

অর্থাৎ, এসব হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, যেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা তায়্যিবায় তাশরিফ আনয়ন ঘটেছিলো সেদিনই ইহুদিরা আশুরার রোজা রেখেছিলো; বরং এর অর্থ হলো এই নয় যে, যেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা তায়্যিবায় তাশরিফ আনয়ন ঘটেছিলো সেদিনই ইহুদিরা আশুরার রোজা রেখেছিলো; বরং এর অর্থ হলো যে, রবিউল আউয়াল মাসে মদিনায় আগমনের পর যখন পরবর্তী বছরে আশুরার দিন (১০ই মুহাররম) এল এবং ইহুদিরা রোজা রাখল তখন তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, ইহুদিরাও এই দিবসটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যেনো (قدم المدينة فوجد اليهود صيام يوم عاشوراء এর) অর্থ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে এ বিষয়টি জানতে পারলেন, আগে হতে তা জানতেন না। আল্লামা আইনি এবং মোল্লা আলি কারি রহ. এরও এটাই মত। দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/১২২, باب صياما يوم عاشوراء মিরকাতুল মাফাতিহ : ৪/৩০৩, الفصل الثالث ،باب صيام التطوع।

তারপর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থনে লিখেন, তারপর আমি ওপরযুক্ত সম্ভাবনার সমর্থক পেয়েছি তাবারানির মু'জামে কাবিরে। সেটি হচ্ছে খারিজা ইবনে জায়দ ইবনে সাবেত তার পিতা সূত্রে বর্ণিত রেওয়াত। জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেন, লোকজন যেটিকে আশুরা দিবস বলে আসলে সেটি আশুরা দিবস নয়, এটি ছিলো এমন একটি দিবস যে দিবসে কাবা শরিফে গিলাফ চড়ানো হতো। আর এ দিবসটি বছরে ঘূর্ণায়মান হতো। লোকজন জনৈক ইহুদির কাছে আসতো অর্থাৎ, তাদেরকে হিসাব করে দেওয়ার জন্য। যখন সে লোকটির ইন্তিকাল হলো, তখন তারা এল জায়দ ইবনে সাবিতের কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলো। এর সনদ হাসন। আমাদের শায়খ হায়সামী রহ. জাওয়ায়িদুল মাসানীতে অর্থাৎ, (মাযমাউয্ জাওয়ায়িদ : ৩/১৮৭, باب صياما يوم عاشوراء -সংকলক।) বলেছেন, এর অর্থ কি আমি জানি না। ইম বলব, (অর্থাৎ, হাফেজ রহ. বলেন) এর অর্থ আবু রায়হান আল-বেরুনীর কিতাবুল আছারিল কাদিমাতে। তিনি যা লিখেছে, তার সারমর্ম হলো, মূর্খ ইহুদিরা তাদের রোজা ও ঈদ উৎসবে তারাকার হিসাবের ওপর নির্ভর করতো। কাজেই তাদের কাছে বর্ষ ছিলো সৌর, চান্দ্র নয়, আমি বলব, (অর্থাৎ হাফেজ রহ. বলেন) এ জন্যই তারা হিসাব জানা লোকের মুখাপেক্ষী ছিলো, যাতে এ ব্যাপারে তার ওপর তারা নির্ভর করতে পারে। -ফাতহুল বারি : ৪/২১৫ ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে।

ইবনে হাজার রহ. এর এই ব্যাখ্যা দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইহুদিরা আশুরা তো দশই মুহররমকে মনে করতো এবং সেদিনেই ফিরআউন হতে মুক্তির দিন স্মরণ করতো এবং রোজা রাখত। তবে যেহেতু তারা সৌর ক্যালেণ্ডারের ওপর আমল করতো এবং চান্দ্র তারিখ সম্পর্কে বে-খবর থাকতো, সেহেতু তাদেরকে আশুরা সম্পর্কে স্বীয় ওলামা প্রমুখ থেখকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজত হতো যে, তাদের আশুরা কোনো সৌর তারিখে আসছে। যেমন, হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়। والله اعلم بالصواب

ইবনে হাজার রহ. এর ব্যাখ্যার ওপর বিভ্রান্তি তারপরও হতে যায় যে, ইহুদির? যেহেতু সৌর পঞ্জিকার ওপর আমল করতো এবং রোজা ও ঈদ উৎসবেও সৌর তারিখই গণনা করতো, কাজেই আশুরা সম্পর্কে কেন চান্দ্র তারিখের ওপর আমল করছিলো? তাছাড়া এই ব্যাখ্যার আলোকে হজরত জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর ওপরযুক্ত রেওয়ায়েত লোকজন যেটিকে আশুরা দিবস বলে আসলে সেটি আশুা দিবস নয়। সেটি হলো, এমন একটি দিবস যাতে কাবাতে গিলাফ চড়ানো হতো এবং বছরে ঘূর্ণায়মান হতো...।' এর অর্থ স্পষ্ট হয় না এবং মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদের (৩/১৮৭, ১৮৮, باب صياما يوم عاشوراء) টীকায় এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাদ্বারাও প্রশান্তি আসে না। (সে অর্থটি হলো, জায়দ ইবনে সাবেত রা. মনে করতেন যে, বছরের একটি দিন হলো, আশুরা। মুহাররমের দশম তারিখ নয়। তআর যারা এ ব্যাপারে তার মত পোষণ করতো তারা জনৈক কিতাবের জ্ঞান ছিলো। সে এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করতো। সে লোকটি যখন মারা গেল তখন এই হিসাব জ্ঞান ছিলো জায়দ ইবনে সাবেত রা. এর কাছে। সুতরাং এ বিষয়ে তারা তার কাছে জিজ্ঞেস করতো। এ বিষয়টি অবশ্যই দূর্লভ। (প্রবল ধারণা, অনুসারে এই অর্থটি স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. কর্তৃক বর্ণিত।) মোটকথা, এর দ্বারাও প্রশান্তি আসে না। তাছাড়া যদি এমন কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের দিন আশুরার রোজা রাখার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে তাহলে হাফেজ রহ. এর ব্যাখ্যার বুনিয়াদই খতম হয়ে যাবে এবং উস্তাদে মুহতারামের ব্যাখ্যাই এক পর্যায়ে প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। তবে এ ব্যাপারে সংকলক কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পায়নি। অবশ্য সহিহ বোখারিতে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর বর্ণনা এসেছে, যেটি অন্যান্য বর্ণনার

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ–৫১ : দশ দিন রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৮)

٧٥٦ – عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

৭৫৬। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও (জিলহজ্জের) দশ দিনের রোজা রাখতে দেখিনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, একাধিক রাবি অনুরূপভাবে আ'মাশ-ইবরাহিম-আসওয়াদ-আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন। সাওরি প্রমুখ এ হাদিসটি মানসুর-ইবরাহিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, (যিলহজ্জের দশ দিন) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোজা রাখতে দেখা যায়নি।

হজরত আবুল আহওয়াস, মানসুর-ইবরাহিম-আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'আসওয়াদ হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি। এ হাদিসের ব্যাপারে মনসুর বিষয়ের ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। তবে আ'মাশের বর্ণনাটি বিশুদ্ধতম ও সনদগতভাবে সবচেয়ে মুত্তাসিল।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, 'আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবানকে আমি বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, আমাশ ইবরাহীমের সনদ মানসুর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

তুলনায় আপেক্ষিক স্পষ্ট। তখন কিছু সংখ্যক ইহুদি আশুরার তা'জিম করতো এবং এদিনে রোজা রাখতো... ...। (১/৫৬২, باب اتيان اليهود النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة)

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমিও নিজ গ্রন্থ তাকভিমে তারিখি (কামুসে তারিখি) এর ভূমিকায় 'দাসতানে মাহ ও সাল'-এ এর ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় তাশরিফ আনয়নের দিন ইহুদিরা আশুরার রোজা রেখেছিলেন। এজন্য তিনি লিখেন,

'তিনি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেদিন মদিনা মুনাওয়ারা কুবা নামক স্থানে পৌছেন, সেদিনটি ছিলো সোমবার ৮ই রবিউল আওয়াল ১ম হিজরি। যা বর্তমানে গ্রোগোরি ক্যালেণ্ডারের হিসাবে হয় ২০ সেপ্টেম্বর মুতাবেক ইহুদি প্রথম মাস। তাশরিনে আওয়াল ১০ তারিখ ৮৮৩ সন খলিকা। সেদিন ইহুদিরা সওমে কুবুরের উৎসব পালন করছিলো এবং রোজা রাখছিলো। এ দিনটিকে ইহুদিরা আশুরার দিন সাব্যস্ত করে রেখেছিলো। প্রতি বছর তাশরিনে আওয়ালের ১০ তারিখে তারা কুবুর রোজা রাখতো। এটিকে আশুরা বলতো। তারা বনি ইসরাইলের ফিরআউন হতে নাজাত প্রাপ্তির তারিখ সাব্যস্ত করে উৎসব পালন করতো।'

মোটকথা, উস্তাদে মুহতারামের ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ বিষয় স্ব-স্ব স্থানে ফিট হয়ে যায়। অর্থাৎ, ইহুদিদের একটি সম্প্রদায় চান্দ্র হিসেবে আশুরা পালন করতো। মুসলমানদের মতো ১০ই মুহররমে রোজা রাখতো। অথচ অন্য সম্প্রদায় সৌর ক্যালেণ্ডারের ওপর আমল করতো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের সময় সে সম্প্রদায়টি স্বীয় হিসেবে রাযা রেখেছিলো এবং আশুরার উদযাপন করছিলো।

তবে এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতেও এই বিভ্রান্তি হতে যায় যে, যে সম্প্রদায়টি সৌর ক্যালেন্ডারের ওপর আমল করতো তাদের চান্দ্র তারিখ স্মরণ থাকার কথা। সুতরাং জায়দ ইবনে সাবি রা. এর বর্ণনায় 'লোকজন জনৈক ইহুদির কাছে আসতো অর্থাৎ, তাদের হিসাব করে দেওয়ার জন্য। যখন সে মারা যায় তখন তারা জায়দ ইবনে সাবেতের কাছে এসে তারা তা জিজ্ঞেস করে- এর কি অর্থ। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। والله اعلم بالصواب-রশিদ আশরাফ সাইফি।

দরসে তিরমিযী

عشر দ্বারা জিলহজের দশদিন উদ্দেশ্য। আর এরও প্রথম ৯ দিন উদ্দেশ্য। যেগুলোকে প্রবলতার ভিত্তিতে عشر দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যথায় জিলহজের দশ তারিখের রোজাতো নাজায়েজই।[১৮৬২]

তারপর জিলহজ্বের দশ তারিখ ব্যতীত বাকি নয়দিন রোজা রাখা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ; বরং উত্তম ও মুস্ত াহাব।[১৮৬৩] স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এসব দিনে রোজা রাখা প্রমাণিত।[১৮৬৪] সুতরাং আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যাদান আবশ্যক। সেটা এই হতে পারে যে, আয়েশা রা. এর পালাতে এই দশদিন পড়েনি আর যদি পড়েও থাকে তাহলে সেবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দশদিন রোজা রাখেননি। তাই আয়েশা রা. বলেছেন- ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم صائما فى العشر والله اعلم اقط.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ-৫২ : দশ দিনের আমল প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৮)

৭৫৭ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيْهِنَّ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

৭৫৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই যেদিনের নেক আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দশ দিনের আমল চেয়ে অধিক প্রিয়।

[১৮৬২] দ্র. সহিহ বোখারি : ১/২৬৭, ২৬৮, باب صوم يوم النحر সহিহ মুসলিম : ১/৩৬০, باب تحريم صومى العيدين।-সংকলক।

[১৮৬৩] মা'আরিফ : ৬/১১৯। তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء فى العمل فى ايام العشر) ইবনে আব্বাস রা. এর মারফু' বর্ণনায় রয়েছে। এই দশদিন অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্য কোনো দিনের নেক আমল এর চেয়ে প্রিয় নেই।' এই বর্ণনাটি শাব্দিক কিছু পার্থক্য সহকারে বোখারিতেও (১/১৩২, كتاب العيدين باب فضل العمل فى ايام التشريق) বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, রোজাও শ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই দিনগুলোতে এটাও নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ আমল হবে। তারপর তিরমিযীতে পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বর্ণনায় হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মারফু' বর্ণনায় এ বিষয়টি স্পষ্টাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। 'জিলহজের ১০ তারিখের ইবাদতের চেয়ে আল্লাহর কাছে অন্য কোনো দিনের ইবাদত অধিক প্রিয় নয়। এর প্রতিটি দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমান হবে।'

ইমাম তিরমিযী রহ. যদিও এই বর্ণনাটি গরিব সাব্যস্ত করেছেন, তবে আমাদের ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়ে যায়।

[১৮৬৪] হুনাইদা ইবনে খালেদ-তার স্ত্রী-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রী সূত্রে বর্ণিত বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজের ৯ তারিখে রোজা রাখতেন .....।-সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৩১, باب فى صوم العشر তাছাড়া দ্র. সুনানে নাসায়ি : ১/৩২৮, كيف يصوم ثلاثة ايام من كل।-সংকলক।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহও নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহও নয়? কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল নিয়ে বেরিয়েছে তারপর এর কিছুই নিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও জাবের রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

৭৫৮ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يَّتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

৭৫৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, এমন কোনো দিন নেই যাতে ইবাদত করা জিলহজের (প্রথম) দশ দিন চেয়ে অধিক প্রিয়। এর প্রতিটি দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমান হয় এবং প্রতি রাতের কিয়াম লাইলাতুল কদরের বরাবর হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب। এটি হজরত মাসউদ ইবনে ওয়াসিল-নাহ্হাস সূত্র ব্যতীত আমরা অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আমি মুহাম্মদকে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি এটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে অনুরূপ জানেননি।

তিনি বলেছেন, কাতাদা-সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল আকারে এর কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ, নাহহাস ইবনে কাহ্ম সম্পর্কে তার হিফজের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ-৫৩ : শাওয়াল মাসের ছয় রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৮)

৭৫৯ - عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رض : قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ[১০৬৫]

৭৫৯। **অর্থ :** হজরত আবু আইয়্যুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রমজানের রোজা রাখো তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে এগুলোই সর্বদার রোজা।

[১০৬৫] এ অনুচ্ছেদের হাদিস সংক্রান্ত কিছু ব্যাখ্যা باب ماجاء فى صوم الأربعاء والخميس এ এসেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত জাবের, আবু হুরায়রা ও ছাওবান রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু আইয়ুব রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। একদল আলেম এই হাদিসের কারণে শাওয়ারে ছয়টি রোজাকে মুস্তাহাব মনে করেছেন। ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, প্রতি মাসের তিনটি রোজার মতো এটিও উত্তম। ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, এটি অনেক হাদিসে বর্ণনা করা হয় এবং এই রোজাটি রমজানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হবে। হজরত ইবনে মুবারক রহ. মাসের শুরুতে ছয় রোজা পছন্দ করেছেন।

হজরত ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যদি শাওয়াল মাসে ছয় রোজা বিক্ষিপ্ত আকারে রাখে তবে তাও বৈধ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ-সফওয়ান ইবনে সুলায়মা ও সাদ ইবনে সাইদ -আমর ইবনে ছাবেত-আবু আইয়ুব রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। শু'বা ওয়ারকা ইবনে উমর সূত্রে সাদ ইবনে সাইদ হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে সাদ ইবনে সাইদ হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল আনসারি রহ. এর ভাই। অনেক মুহাদ্দিস সাদ ইবনে সাইদ সূত্রে তার হিফজের ব্যাপারে কালাম করেছেন।

হজরত হান্নাদ-হুসাইন ইবনে আলি আল-জু'ফি, আবু মুসা ইসরাইল-হাসান বসরি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তাঁর কাছে যখন শাওয়ালের ছয় দিনের রোজার কথা আলোচনা করা হতো, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চিত আল্লাহ তা'আলা এ মাসের রোজাগুলোর উসিলায় পুরা বছরের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও দাউদ জাহেরি বলেন যে, ঈদের পর ছয় রোজা মুস্তাহাব।[১৮৬৬]

এর বিপরীত ইমাম মালেক এসব রোজা মাকরূহ হওয়ার প্রবক্তা।[১৮৬৭] আবু হানিফা রহ. এর দিকেও এই বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত।[১৮৬৮]তাছাড়া আবু ইউসুফ রহ. হতেও এই রোজাগুলো একাধারে রাখার শর্তে মাকরূহ বলে বর্ণিত আছে।[১৮৬৯] তবে আল্লামা কাসেম ইবনে কাতলুবাগা রহ. নিজ পুস্তিকা تحرير الأقوال صوم الست من شوال-এ দলিল করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাবও শাফেয়ি ও আহমদ

[১৮৬৬] শরহে নববী আলা মুসলিম : ১/৩৬৯, باب استحباب صوم ستة ايام من شوال إيتباعا لرمضان আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/১৭২, ১৭৩ مسئلة من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال الخ - সংকলক।

[১৮৬৭] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২৫৬. جامع الصيام। ইয়াহইয়া বলেছেন, আমি মালেক রহ. কে রমজানের রোজা ভাঙার পর ৬ রোজা সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি কোনো আলেম ও ফকিহকে এই রোজা রাখতে দেখেননি এবং আমার কাছে সলফে সালেহিনের কারো হতে এ বিষয়টি পৌছেনি। ওলামায়ে কেরাম এটিকে মাকরূহ মনে করেন। এর বিদআতের আশংকা করেন এবং রমজানের সঙ্গে জাহেল ও জ্ঞানী লোক কর্তৃক যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা সংশ্লিষ্ট করার আশংকা করেন। যদি তারা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কাছে অনুমতি দেখতো এবং তাদেরকে দেখতে তাহলে তারা এটার ওপর আমল করতো।

[১৮৬৮] আল-বাহরুর রায়েক : ২/২৫৮, كتاب الصوم শরহে আলা মুসলিম : ১/৩৬৯, بابإستحباب صوم ستة ايام الخ সংকলক।

[১৮৬৯] রায়েক : ২/২৫৮, কিতাবুস সওম।-সংকলক।

রহ. এর মতো। অর্থাৎ, এসব রোজা মুস্তাহাব।[১৮৭০] তারপর ঈদের পর ছয় রোজার ফজিলতের ব্যাপারে একমত হওয়ার পর হানাফিদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। এই রোজাগুলো একাধারে রাখা উত্তম, না বিচ্ছিন্নভাবে? ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বিচ্ছিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ অনেক হানাফি উত্তম বলেছেন লাগাতার রাখা।[১৮৭১]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ–৫৪ : প্রতি মাসে তিন দিন করে রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৯)

٧٦٠ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ عَهِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةً أَنْ لَّا أَنَامَ إِلَّا عَلٰى وِتْرٍ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحٰى.

৭৬০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে জিনিসের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন-বিতর পড়েই যেনো ঘুমাই, তাছাড়া নয়, প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখি এবং চাশতের নামাজ আদায় করি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

٧٦١ – عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ : يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ.

৭৬১। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু জর! তুমি যখন প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখো তখন তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখে রেখো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, কুররা ইবনে ইয়াস আল মুজানি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু আকরাব, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, কাতাদা ইবনে মিলহান, উসমান ইবনে আবুল আস ও জারির রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

[১৮৭০] রদ্দুল মুহতার : ২/১২৫, مطلب فى ست من شوال تحت مطلب فى الكلام على النظر। এ কারণে পরবর্তীগণের মতও হলো, এই রোজাগুলো বৈধ ও মুস্তাহাব।

আল-বাহরুর রাযিক (২/২৫৮, কিতাবুস্ সওম) গ্রন্থকার বলেন, তবে পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এতে কোনো সুবিধা মনে করেন না। আল্লামা শামি রহ. লিখেন, 'হিদায়া গ্রন্থকার তার কিতাব তাজনিসে বলেছেন, রমজানের রোজা ভঙ্গের পর একাধারে ৬ রোজা অনেকে মাকরূহ মনে করেছেন। তবে পছন্দসই বক্তব্য হলো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেনোনা, মাকরূহের কারণ ছিলো শুধুমাত্র এই যে, পরবর্তীতে এটাকে রমজানের অন্তর্ভুক্ত মনে করার আশংকা হতে নিরাপদ নয়। ফলে নাসারাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। বর্তমানে এই কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। কিতাবুন নাওয়াজিল-আবু লাইছ, আল ওয়াকিয়াহ-হুসাম শহিদ, মুহিত, বুরহানি এবং এগুলোর মাঝে পার্থক্যের জন্য ঈদুল ফিতরের দিনই যথেষ্ট।' তাতে আরো আছে, 'পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না।-রদ্দুল মুহতার : ২/১২৫-সংকলক।

[১৮৭১] দ্র. শামি : ২/১২৫, মা'আরিফুস্ সুন্নান : ৬/১২১, ১২২।

একাধারে রোজা রাখাকে উস্তাদে মুহতারাম প্রাধান্য দিয়েছেন। যার নিদর্শন হলো, ইমাম তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদে বলেন, 'ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, কোনো কোনো হাদিসে বর্ণনা করা হয়, 'এই রোজা রমজানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হবে।' ইবনুল মুবারক রহ. এই ছয় রোজা মাসের শুরুতে রাখার বিষয়টি পছন্দ করেছেন। ইবনুল মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যদি শাওয়াল বিচ্ছিন্নভাবে ছয় দিন রোজা রাখে তবে সেটাও বৈধ।-তিরমিযী : ১/১২৪।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু জর রা. এর হাদিসটি حسن। আবার অনেক হাদিসে বর্ণিত আছে, যে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখলো সে ওই ব্যক্তির মতো হয়ে গেলো যে সর্বদা রোজা রাখলো।

٧٦٢ – عَنْ أَبِي ذَرٍّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} اَلْيَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

৭৬২। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখলো তার এই রোজাই হলো পুরো বছরের রোজা। তারপর আল্লাহ তা'আলা এর সত্যায়ন তার কিতাবে অবতীর্ণ করলেন- যে একটি নেক কাজ করলো তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ সওয়াব।' একদিন দশ দিনের বিপরীতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। শু'বা এই হাদিসটি আবু শিমর ও আবুত্ তাইয়্যাহ-আবু উসমান-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٦٣ – عَنْ يَزِيْدِ الرِّشْكِ : قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ ؟ قَالَتْ كَانَ لَا يُبَالِيْ مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

৭৬৩। **অর্থ :** হজরত মু'আজা রহ. বলেন, আমি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোনো দিন রোজা রাখতেন? বললেন, কোনো দিন রোজা রেখেছেন, এর কোনো পরোয়া করতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, পক্ষান্তরে ইয়াজিদ আর রিশ্ক হলেন, ইয়াজিদ আজ্ জুবায়ি। তিনিই হলেন, ইয়াজিদ ইবনুল কাসিম, তিনিই হলেন কাস্সাম। বস্তুত বসরাবাসীর ভাষায় রিশ্ক শব্দের অর্থ হলো বণ্টনকারি।

দরসে তিরমিযী

বিন্নৌরি রহ. এই অনুচ্ছেদের অধীনে লিখেন, এর দশটি সুরত রয়েছে। এগুলো হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি পন্থা কেউ না কেউ মতরূপে গ্রহণ করেছেন।[১৮৭২] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই দশটি সুরত ايام بيض[১৮৭৩] নির্ণয়ের ব্যাপারে লিখেছেন, যেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো,[১৮৭৪]

[১৮৭২] মা'আরিফুস সুনান : ৬/১২৩, ১২৪।-সংকলক।

[১৮৭৩] ইবনুল আছির জাজরি রহ. লেখেন, 'আইয়ামে বীয' প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। কেনোনা, এগুলোকে বিজ করে নামকরণের কারণ হলো, এগুলোর রাতসমূহ উজ্জ্বল শুভ্র। কেনোনা, এগুলোতে রাতের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত চন্দ্র উদিত থাকে। এখানে একটি মুজাফ উহ্য রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ, ايام الليالى البيض- জামিউল উসুল : ৬/৩২৬, النوع الثانى فى ايام البيض নং ৪৪৭৩ এর অধীনে। অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ফাতহুল বারি : ১৯৬, باب صيام البيض الخ সংকলক।

[১৮৭৪] তিনি বলেন, আমাদের শায়খ (সম্ভবত তিনি উমর ইবনে রিসালান আল বলকিনি) শরহে তিরমিযিতে বলেছেন, আইয়ামে

১. এই তিনটি রোজার সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা মাকরূহ। এই বক্তব্যটি মালেক রহ. হতে বর্ণিত।

২. বাস্তবে ايام بيض হলো, মাসের শুরুর তিন দিন। এই বক্তব্যটি করেছেন, হাসান মালেক রহ. হতে বর্ণিত।

৩. ايام بيض দ্বারা উদ্দেশ্য মাসের ১২, ১৩, ১৪ তারিখ।

৪. এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ।

৫. মাসের প্রথম শনিবার, সোমবার এবং পরবর্তী মাসের সর্ব প্রথম মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবারের দিন। এমনভাবে পরবর্তী মাসে তারপর মাসের প্রথম শনি, রবি, সোমবার অনুরূপভাবে ...। এই বক্তব্যটি হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে।

৬. প্রথম বৃহস্পতিবার, এরপর সোমবার, এরপর বৃহস্পতিবার।

৭. প্রথম সোমবার তারপর বৃহস্পতিবার তারপর সোমবার।

৮. প্রথম দশম এবং বিশতম তারিখ। এটি আবুদ্ দারদা রা. হতে বর্ণিত।

৯. প্রতি দশকের প্রথম। অর্থাৎ, ১, ১১ ও ২১ তারিখ। এটি ইবনে শা'বান মালেকি রহ. বর্ণিত।

১০. মাসের শেষ তিনদিন। এটি ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এর বক্তব্য।

এই সবগুলো সুরতে তিনদিন রোজা রাখার ফজিলত অর্জিত হবে। অর্থাৎ, এমন ব্যক্তিকে সর্বদা রোজা পালনকারি মনে করা হবে।

তিনদিন রোজা রাখা সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপকতা ও বাহ্যিক অর্থের আবেদন হলো, এগুলোর ফজিলত শুধু ওপরযুক্ত সুরতগুলোতে সীমাবদ্ধ না হওয়া। বরং এগুলো প্রতিটি সম্ভাব্য সুরতে এই ফজিলত অর্জিত হওয়া। অবশ্য উত্তম এটাই যে, এই তিন রোজা যেনো ايام بيض[১৮৭৫] এ রাখা হয়। যাতে তিন দিন রোজা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর[১৮৭৬] ওপরও আমল হয়ে যায় এবং ايام بيض এর ফজিলত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর ওপরও আমল হয়।[১৮৭৭]

বিজ নির্ধারণে মতবিরোধের নির্যাস হলো, মোট নয়টি বক্তব্য। হাফেজ রহ. এই নয়টি বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন, আমি বলবো, এখানে আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। তারপর তিনি দশম বক্তব্যটিও উল্লেখ করেছেন। দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/১৯৮, باب صيام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة و خمس عشرة -সংকলক।

[১৮৭৫] আইয়ামে বিজ দ্বারা উদ্দেশ্য মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। হাদিসসমূহ দ্বারা এরই সমর্থন হয়। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বোখারি রহ. ও باب صيام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة و خمس عشرة শব্দ দ্বারা অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। দ্র. সহিহ বোখারি : ১/২৬৬। তাছাড়া ইবনুল আছির জাজরি রহ. এর তাহকিকও অনুরূপ। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

[১৮৭৬] এ ধরণের অনেক বর্ণনা তিরমিযীতে এই অনুচ্ছেদেই বর্ণিত আছে। অতিরিক্ত বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র. সুনানে নাসায়ি : ১/৩২৭, ৩২৮, صوم ثلاثة ايام من الشهر আত্ তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/১২০-১২৩ الترغيب فى صوم ثلاثة ايام من كل شهر سيما الايام البيض-সংকলক।

[১৮৭৭] যেমন, হজরত ইবনুল হাওতাকিয়ার বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার আব্বা বলেছেন, একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার সঙ্গে ছিলো ভুনা করা একটি খরগোশ। আরো ছিলো রুটি। সে এটি এনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলো। তারপর বললো, আমি এটিকে রক্তস্রাব যাওয়া অবস্থায় পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন কোনো ক্ষতি নেই, তোমরা খাও এবং বেদুইনকে বললেন, খাও। সে বললো, আমি রোজাদার। তিনি বললেন, কিসের রোজা? সে বললো, প্রতি মাসের তিন রোজা। বললেন, যদি তুমি রোজা

عن ابى ذررضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر فانول الله تبارك وتعالى تصديق ذلك فى كنابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشرة ايام.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোনো হুকুম এরশাদ করেছেন, আর এর সমর্থনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াত নাজিল করেছেন। আবার কখনও এমন হয়েছে যে, তিনি কারো সামনে আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, আর তিনি মনে করেছেন, এই আয়াতটি এখন অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এ দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

সুনানে নাসায়ির[১৮৭৮] বর্ণনা দ্বারা দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির সমর্থন হয়,

عن ابى ذررضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من ثلاثة ايام من الشهر فقد صام الدهر كله ثم قال صدق الله فى كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها–

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ–৫৫ : রোজার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৯)

٧٦٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ والصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فِمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ.

৭৬৪। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রভু বলেন, প্রতিটি নেক কাজ দশগুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত হয়। আর রোজা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দিবো। বস্তুত রোজা হলো, জাহান্নাম হতে ঢাল। রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। তোমাদের সঙ্গে যদি কোনো জাহেল রোজা অবস্থায় বর্বর আচরণ করে তাহলে সে যেনো বলে, 'আমি সায়েম বা রোজাদার'।

দরসে তিরমিযী

হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল, সাহল ইবনে সাদ, কাব ইবনে উজরা, সালামা ইবনে কাইসুর ও বশির ইবনে খাসিয়্যা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। বশিরের নাম হলো, জাহম ইবনে মা'বাদ। খাসাসিয়্যা হলেন তাঁর আম্মা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

রাখতে চাও তাহলে আইয়ামে বিজের রোজা রাখো। অর্থাৎ, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। -সুনানে নাসায়ি : ১/৩২৯, كيف يصوم ثلاثة ايام من كل شهر الخ অতিরিক্ত বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র. জামিউল উসূল : ৬/৩২৫-৩২৯, النوع الثامن فى ايام البيض নং ৪৪৭৩-৪৪৭৭-সংকলক।

[১৮৭৮] ১/৩২৭, صوم ثلاثة ايام من الشهر -সংকলক।

٧٦٥ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لبابا يدعى الرَّيَّان يدعى لَهُ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يظمأ أَبَدًا.

৭৬৫। **অর্থ :** হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন একটি দ্বার রয়েছে যেটিকে বলা হয় রাইয়্যান। রোজাদারদেরকে এই দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে রোজাদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনও পিপাসায় আক্রান্ত হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب।

٧٦٦ - عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يفطر وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يلقى رَبَّهُ.

৭৬৬। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজাদারের আনন্দ হবে যখন সে সাক্ষাত করবে তার প্রভুর সঙ্গে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب ।

দরসে তিরমিযী

এটি হাদিসে কুদসী। এখানে প্রশ্ন হয় যে, الصوم لى এর অর্থ কি? এবং রোজার কি বৈশিষ্ট্য যে, এর সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তা নিজের দিকে করেছেন। অন্যথায় অন্যান্য ইবাদতও তো আল্লাহ তা'আলার জন্যই। তাছাড়া এখানে প্রশ্ন হয় যে, أنا اجزى به কি জন্য বলা হয়েছে? অথচ সর্ব প্রকার ইবাদতের প্রতিদানই তো সৃষ্টিকর্তাই দিবেন। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(১) রোজা এমন একটি ইবাদত যাতে রিয়া বা লৌকিকতার দখল নেই। অথচ এর বিপরীত অন্যসব জাহেরি ইবাদতে রিয়া আশংকা আছে। এ বক্তব্যটি ইমাম মাজরি রহ. বর্ণনা করেছেন। ইয়াজ রহ. এটি বর্ণনা করেছেন আবু উবাইদ রহ. হতে। তাই বিশেষভাবে এর সম্বন্ধ সৃষ্টিকর্তা নিজের দিকে করেছেন।

(২) أنا اجزى به এর অর্থ হলো, এর সওয়াবের পরিমাণ এবং এর ফলে যে নেকি বহুগুণ বাড়বে এগুলো একমাত্র আমিই জানি। অথচ অন্যান্য ইবাদত এমন, যেগুলোর প্রতিদানের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দাও রাখে। যেনো, রোজার প্রতিদানও এর পরিমাণের জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেই বিশেষিত। এটি আবু উবাইদ ইবনে উয়াইনা রহ. হতে বর্ণনা করেছেন।

(৩) الصوم لى এর অর্থ হলো, রোজা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত এবং সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

(৪) الصوم لى শব্দে সম্বন্ধ তাজিমের জন্য। যেমন বলা হয়, বায়তুল্লাহ। যদিও সব ঘর স্রষ্টারই।

(৫) খানা এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির চাহিদা হতে অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ তা'আলার সিফাত। বান্দা যখন রোজা রাখে এবং রোজা ভঙ্গকারি তিনটি জিনিস হতে বেঁচে থাকে, তখন ওই গুণগুলোর কারণে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে

বান্দার বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়। যেহেতু রোজা এই নৈকট্যের কারণ। তাই বলা হয়েছে الصوم لى অর্থাৎ, রোজা আমার নৈকট্য লাভের জন্যে।

(৬) পানাহার হতে অমুখাপেক্ষিতা ফেরেশতাদের গুণ। যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত মাখলুক। মু'মিন যখন রোজা রাখে তখন সে ফেরেশতাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণে প্রাপ্ত হয়ে থাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য।

(৭) রোজা এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস। এতে বান্দার জন্য কোনো প্রকার অংশ নেই। এ বক্তব্য করেছেন আল্লামা খাত্তাবি রহ.। কাজি ইয়াজ প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(৮) রোজা এমন একটি ইবাদত যা কোনো গায়রুল্লাহর জন্য করা হয়নি এবং করা হয়ও না। এর বিপরীত নামাজ, সদকা, তওয়াফ ইত্যাদি।

(৯) রোজা ব্যতীত যতো ইবাদত আছে সেগুলো সব কিয়ামতের দিন কাফ্ফারা হবে। আর এগুলোর কারণে বান্দার যেসব হক আদায় করা ওয়াজিব সেগুলো চুকিয়ে ফেলা হবে। এমনকি এসব এবাদত খতম হয়ে যাবে। আর শুধু রোজা অবশিষ্ট হতে যাবে। তখন রোজাকে অবশ্য আদায়যোগ্য অবশিষ্ট হকের কাফ্ফারা বানান হবে না; বরং সৃষ্টিকর্তা পাওনাদারকে নিজের পক্ষ হতে বদলা দান করবেন। আর তাকে রোজার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে। তাই বলা হয়েছে-الصوم لى و انا اجزى به।

(১০) রোজা এমন একটি গোপন ইবাদত যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ অবহিত হয় না। এমনকি এটা ফেরেশতাদের হতেও গোপন থাকে। কেরামান-কাতিবিনের লেখায়ও আসে না।[১৮৭৯]

তারপর انا اَجْزِى به এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রোজার প্রতিদান প্রত্যক্ষভাবে ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত আমি নিজে দিবো। অথচ অন্যসব ইবাদতে প্রতিদান হবে ফেরেশতাদের মাধ্যম।[১৮৮০]

و الصوم جنة من النار অর্থাৎ, মু'মিনের জন্য ঢাল হবে এবং জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তির কারণ হবে। হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন[১৮৮১], আমি মনে করতাম, রোজা কিয়ামতের দিন প্রকৃত অর্থে ঢাল স্বরূপ হবে এবং রোজাদারের জন্য মুক্তির কারণ হবে। তারপর আমার এই রায়ের সমর্থনে একটি বর্ণনাও পায়ো গেলো, যেটি সহিহ ইবনে হাব্বানে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তাতে কবর জগতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

فاذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه و الزكوة عن يمينه و الصوم عن شماله وفعل المعروف من قبل رجليه فيقال له : اجلس فيجلس الخ[১৮৮২]

[১৮৭৯] ওপরযুক্ত সবগুলো ব্যাখ্যা এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/৯১-৯৪, باب فضل الصوم - সংকলক।

[১৮৮০] এই ব্যাখ্যাটি হাকিমুল উম্মত থানবি রহ. বর্ণনা করেছেন। দ্র. দাওয়াতে আবদিয়াত সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় ওয়াজ, আস-সওম।-সংকলক।

[১৮৮১] মা'আরিফুস সুনান : ৬/১৩০-সংকলক।

[১৮৮২] ফাতহুল বারি : ৩/১৮৮, كتاب الجنائز باب ما جاء فى عذاب القبر। তাছাড়া সহিহ ইবনে খুযায়মাতে হজরত উসমান ইবনে আবুল আস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রোজা জাহান্নাম হতে এমন ঢাল যেমন লড়াইয়ের তোমাদের কারো ঢাল......। -আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ২/৮৩০, নং ১৩, الترغيب

'সে যখন মুমিন হবে তখন নামাজ থাকবে তার মাথার পাশে। জাকাত থাকবে ডান দিকে, রোজা থাকবে বাম দিকে। আর নেক কাজ থাকবে দু'পায়ের দিকে। তখন তাকে বলা হবে বসো। সে উঠে বসবে ....।

ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك[১৮৮৪] [১৮৮৩] এর ব্যাখ্যা পেছনে باب ما جاء فى فضل السواك للصائم এর অধীনে এসেছে।

وإن جهل على احدكم جاهل وهو صائم فليقل إنى صائم : জয়নুদ্দিন ইরাকি রহ. বলেন, এই বাক্যটির অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের তিনটি বক্তব্য আছে।

(১) নিজ জবানে রোজাদার বলবে, আমি রোজাদার। (যাতে যে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে সে জানতে পারে সে রোজার মাধ্যমে অনর্থক ক্রিয়াকলাপ, গুনাহের কাজ ও অসদাচরণ হতে বাঁচতে চায়।

(২) দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, এ কথাটি সে মনে মনে বলবে এবং নিজেকে বুঝাবে যে, অসদাচরণের জবাব মূর্খতাসুলভ আচরণ দ্বারা আমার নিজের রোজা নষ্ট করা অনুচিত।

(৩) তৃতীয় বক্তব্য হলো, ফরজ রোজাতে মুখে বলা উচিত, আর নফল রোজাতে মনে মনে।

শাফেয়ি রহ. এর মতে হাদিসটিকে উভয় অর্থে প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ, রোজাদার কর্তৃক এ কথাটি নিজ মুখেও বলা উচিত, আবার মনে মনেও।[১৮৮৫] والله اعلم-সংকলক কর্তৃক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ–৫৬ : সর্বদা রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৯)

٧٦٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ و أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ : قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ.

৭৬৭। **অর্থ :** হজরত আবু কাতাদা রা. বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সর্বদা রোজা রাখে তার রোজার কি অবস্থা? জবাবে তিনি বললেন, আসলে সে রোজাও রাখেনি তা ভঙ্গও করেনি। অথবা সে রোজাও রাখেনি রোজা মওকুফও করেনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু মুসা রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

فى الصوم مطلقا وما جاء فى فضله-সংকলক।

[১৮৮৩] দ্র. উমদাতুল কারি- আইনি : ১০/২৫৮, باب فضل الصوم -সংকলক।

[১৮৮৪] মুখের দুগন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের ঘ্রাণ অপেক্ষা খুশবুদার হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাস্তবে একটি জিনিস সম্পর্কে সর্ব সুরতে জ্ঞান রাখেন। সবগুলো সুরতের ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/৯০, باب فضل الصوم।

[১৮৮৫] এসব তাফসিল উমদাতুল কারি : ১০/২৫৮, باب فضل الصوم হতে গৃহীত।-সংকলক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু কাতাদা রা. এর হাদিসটি حسن। একদল আলেম সর্বদা রোজা মাকরূহ মনে করেছেন। তারা বলেছেন, সর্বদা রোজা রাখা হবে যখন ঈদুল ফিতর ও কোরবানির ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তাশরিকে রোজা না রাখে। সুতরাং যে এ কয়দিন রোজা মওকুফ করে সে মাকরূহের গণ্ডি হতে বেরিয়ে যায়। সর্বদা তার রোজা রাখা হলো না। মালেক ইবনে আনাস হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। আহমদ ও ইসহাক রহ. অনুরূপ বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ এই পাঁচ দিন তথা ঈদুল ফিতর ও কোরবানির ঈদ ও তাশরিকের দিনগুলো ব্যতীত অন্য দিনে রোজা মওকুফ করা আবশ্যক না।

দরসে তিরমিযী

عن ابى قتادة رضى الله عنه قال قيل يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر

صوم الدهر : এর তিনটি অর্থ :

১ পূর্ণ বছর রোজা রাখা। যাতে নিষিদ্ধ দিনগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে অবৈধ।

২ নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদ দিয়ে বছরের বাকি সব দিনগুলোতে রোজা রাখা। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে বৈধ, তবে উত্তম না।[১৮৮৬]

৩ হজরত দাউদ (আ.) এর রোজা। অর্থাৎ, একদিন রোজা রাখা, একদিন রোজা না রাখা। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে উত্তম[১৮৮৭] ও মুস্তাহাব[১৮৮৮]।

[১৮৮৯] قال لا ام ولا افطر او (قال) لم يصم ولم يفطر : এমন ব্যক্তির[১৮৯০] রোজা ভঙ্গ না করা তো স্পষ্ট। তবে এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, لاصام এর কি অর্থ? এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[১৮৮৬] কাজি প্রমুখ বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে সর্বদা রোজা রাখা বৈধ। যদি নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোজা না রাখে। নিষিদ্ধ দিন হলো, দুই ঈদের দিন আর তাশরিকের দিন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হলো, লাগাতার রোজা রাখা মাকরূহ নয়। বরং এটা মুস্তাহাব। যদি দুই ঈদ ও তাশরিকের দিন রোজা না রাখে তবে শর্ত হলো, তাতে কোনো ক্ষতি না হতে হবে এবং কারো হক ফওত না হতে হবে। যদি এতে ক্ষতি হয় অথবা কারো হক ফওত করে তবে সেটা মাকরূহ। -শরহুন্ নববী আলা মুসলিম : ১/৩৬৫, باب النهى عن الصوم لمن تضرر به الخ। শাফেয়িদের দলিলাদির জন্য শরহে নববী দ্রষ্টব্য।

ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ জাহেরিয়া এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. এর মতে নিষিদ্ধ দিনগুলো ছেড়ে দিলেও সর্বদা রোজা রাখা মাকরূহ। বরং ইবনে হাজম রহ. এর মতে তো হারাম। দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/১৯৩, باب حق الاهل فى الصوم, -আল মুগনি : ৩/১৬৭, بحث صوم الدهر ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হতেও মাকরূহ বলে বর্ণিত আছে। -বাদাইউস্ সানায়ি' : ২/৯৭, كتاب الصوم، فصل واما شرائطها فنوعان-সংকলক।

[১৮৮৭] যেমন, পরবর্তি অনুচ্ছেদে (باب ما جاء فى سرد الصيام) বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শ্রেষ্ঠ রোজা হলো, আমার ভাই দাউদেরটি। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা মওকুফ করতেন। ১/১২৬, -সংকলক।

[১৮৮৮] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৩২ এবং হাদিসের সেসব ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে গৃহীত যেগুলোর বরাত কেবলমাত্র লেখা হলো। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সেসব কিতাব দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[১৮৮৯] মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর ঘটনায় নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত আছে- لاصام من صام الابد' যে সর্বদা রোজা রাখলো আসলে সে রোজাই রাখলো না।' ১/৩৬৬, باب النهى عن صوم الدهر -সংকলক।

[১৮৯০] এখান হতে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক লিখিত।

১ প্রকৃত অর্থে এ হাদিসটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ, শরি'য়াতের পক্ষ হতে সর্বদা রোজা পালনকারির ওপর রোজা না রাখার হুকুম তখন লাগবে যখন সে নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও রোজা রাখে। তবে যদি কেউ এই পাঁচটি দিনে রোজা না রাখে তবে তার ব্যাপারে এই মাকরূহ হবে না। এটি ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম মালেক রহ. হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. অনুরূপ বলেছেন। এই ব্যাখ্যার সার নির্যাস হলো, নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ পাঁচ দিনের জন্যে।[১৮৯১]

২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, لاصام এর হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য, যার লাগাতার রোজা রাখার ফলে দুর্বলতা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে। অথবা তার রোজা রাখার ফলে কারো অধিকারে ঘাটতি হবে।

৩. তৃতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, সর্বদা রোজা রাখার ফলে রোজার লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে সাধনা বিনয় সেটা অর্জিত হবে না। কেনোনা, যখন কোনো কাজের অভ্যাস হয়ে যায়, তখন আর তাতে কষ্ট থাকে না।[১৮৯২]

প্রসংগ : লাগাতার রোজা ও সর্বদা রোজার মাঝে পার্থক্য

অনেকে صوم دهر তথা সর্বদা রোজা ও صوم وصال তথা লাগাতার রোজার মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। উভয়টির এক অর্থ বলেন। অর্থাৎ, বছরের সবদিনে রোজা রাখা, রাতে ইফতার করা।[১৮৯৩] তবে প্রধান হলো, এ দুটির হাকিকত আলাদা আলাদা, তাই আইনি রহ. বলেন,

هما حقيقتان مختلفتان فان من ام يومين ا اكثر و لم يفطر ليلتهما فهو صوم اصل وليس هذا وم الدهر ومن صام عمره وافطر جميع لياليه فهو صائم الدهر وليس بهواصل[১৮৯৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرْدِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ : লাগাতার রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৫৯)

٧٦٨ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ : قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ.

[১৮৯১] তবে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, এটি সহিহ নয়। কেনোনা, নিষিদ্ধ রোজা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস হতে বহির্ভূত। এটা কোনো মতপার্থক্য ব্যতীতই মাকরূহে তাহরিমি। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৩৪ -সংকলক।

[১৮৯২] এসব বিস্তারিত বিবরণ উমদাতুল কারি : ১১/৯২, باب حق الاهل فى الصوم হতে গৃহীত। তাছাড়া দ্র. শরহে নববী আলা সহীহি মুসলিম : ১/১৬৫, باب النهى عن صوم الدهر সংকলক

[১৮৯৩] ফাতাওয়া আলমগিরিতে আছে, সওমে বেসাল মাকরূহ। সওমে বেসাল হলো, নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও রোজা ভঙ্গ না করে সারা বছর রোজা রাখা। : ১/২০১,الباب الثالث فيما يكره الصائم ومالا يكره তাছাড়া দ্র. বাদাইউস্ সানায়ি' : ২/৭৯, كتاب الصوم، فصل واما شرائطها فنوعان, অবশ্য বাদায়িয়ে' প্রধান বক্তব্যটিও (যা মুল পাঠে আসছে।) উল্লেখিত হয়েছে। এজন্য আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বেসালের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, মাঝখানে রোজা ভঙ্গ না করে দুদিন লাগাতার রোজা রাখা। -সংকলক।

[১৮৯৪] উমদাতুল কারি : ১১/৯০, باب صوم الدهر সংকলক।

৭৬৮। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক বলেন, আমি আয়েশা রা.কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তিনি রোজা রাখতেন, এমনকি আমরা বলতাম রোজাই রেখেছেন। আবার রোজা মওকুফ করতেন, এমনকি আমরা বলতাম রোজা মওকুফই করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ব্যতীত অন্য কোনো পূর্ণ মাসে রোজা থাকতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে হজরত আনাস ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি صحيح।

٧٦٩ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَرٰى أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَنْ يُّفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَرٰى أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَّصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتُ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا.

৭৬৯। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, তিনি মাসে রোজা রাখতেন, এমনকি দেখা যেতো, তিনি তাতে রোজা মওকুফ করার ইচ্ছাই করেন না। আবার রোজা মওকুফ করতেন, এমনকি দেখা যেতো যে, তিনি তাতে রোজা রাখারই ইচ্ছা করতেন না। তুমি তাঁকে রাতে নামাজ আদায়কারি দেখতে চাইলেও দেখতে পাবে এ অবস্থায়। আর দেখতে পাবে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

٧٧٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رض : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقٰى.

৭৭০। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম রোজা হলো, আমার ভাই দাউদেরটি। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, আর একদিন রোজা মওকুফ করতেন। আর যখন (শত্রুর) সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আবুল আব্বাস হলেন মক্কী, অন্ধ কবি। তাঁর নাম হলো সাইব ইবনে ফররুখ। আর অনেক আলেম বলেছেন, সর্বোত্তম রোজা হলো একদিন রাখা ও এক দিন মওকুফ করা। বলা হয়, সবচেয়ে কঠোর রোজা এটি।

দরসে তিরমিযী

এখানে ইমাম তিরমিযী রহ. এর উক্ত অনুচ্ছেদ দ্বারা উদ্দেশ্য,[১৮৯৫] صوم دهر ও سرد صوم এ দুটির মাঝে যে ওৎপ্রোত সম্পর্ক নেই তথা একটি অপরটিকে আবশ্যক করে না- তার বিবরণ দেওয়া।

[১৮৯৫] اباب ما جاء في سرد الصوم : سَرْدًا الصوم : سَرَدَ نَصَرَ ضَرَبَ سَرْدًا سِرَادًا لাগাতার রোজা রাখা। - সংকলক।

عن أنس بن مالك : أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه و سلم قال : كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার রোজাও রাখতেন আবার অনেক সময় লাগাতার রোজা মওকুফও করতেন। এমনভাবে রাত্রে তিনি নামাজও পড়তেন আবার ঘুমাতেনও। ফলে দর্শকের জন্য তাঁকে রোজা বে-রোজা, সম্ভব ছিলো দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় ও ঘুম সর্বাবস্থায় দেখা।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.

لا يفر الخ শেষ বাক্যটি অধিক ধারণা মতে অন্যান্য সুরতের বিপরীতে নফল রোজার শ্রেষ্ঠত্বে দাঊদ (আ.) এর রোজার উত্তমতার কারণ বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কেনোনা, সর্বদা রোজা রাখার ফলে দুর্বলতার সম্ভাবনা আছে। আর দুর্বলতার কারণে জিহাদে কমজোরি আসবে। সুতরাং রোজা রাখা চাই সুন্নত অনুযায়ী। যাতে জিহাদের মতো মহা ইবাদত হতে বঞ্চিত হতে না হয় এবং এক দিন বাদ দিয়ে অপর দিন রোজা রাখার ফলে নফসের জিহাদও হয়ে যায়। যেমন, দাঊদ (আ.) এর সুন্নতও ছিলো এটাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ–৫৮ : ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিন রোজা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬০)

٧٧١ – عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ : قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ صَوْمِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحٰى فَكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِكُمْ.

৭৭১। **অর্থ :** হজরত আবু উবাইদ বলেন, আমি কোরবানির ঈদের দিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে নামাজ আরম্ভ করেছেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুদিনে রোজা রাখতে নিষেধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিতরের দিন তো তোমাদের রোজা ভাঙার দিবস এবং মুসলমানদের ঈদ। আর কোরবানির ঈদের দিন তোমরা তোমাদের কোরবানির গোশত খাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আবু উবাইদ হলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এর আজাদকৃত দাস। তার নাম হলো সাদ। তাকে আবদুর রহমান ইবনে আজহারের আজাদকৃত দাসও বলা হয়। পক্ষান্তরে আবদুর রহমান ইবনে আজহার হলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফের চাচাতো ভাই।

٧٧٢ — عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ : قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

৭৭২। **অর্থ :** হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের দুদিনের রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে হজরত উমর, আলি, আয়েশা, আবু হুরায়রা, উতবা ইবনে আমের ও হজরত আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমর ইবনে ইয়াহইয়া হলেন, উমারা ইবনে আবুল হাসান আল মাজিনি আল-মাদানির ছেলে। তিনি সেকাহ। সুফিয়ান সাওরি, শু'বা ও মালেক ইবনে আনাস তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ঈদুল ফিতরের দিন রোজা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এটা মুসলমানদের ঈদ এবং রমজান শেষ হওয়ার ফলে রোজা ভাঙারও দিন।[১৮৯৬] অথচ ঈদুল আজহা এবং অন্যান্য তাশরিকের দিনে রোজা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এ দিনগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নিজ মুমিন বান্দাদের মেহমানদারির দিবস।[১৮৯৭] আর রোজা রাখার ফলে এই জিয়াফত হতে বিমুখ হওয়া আবশ্যক হয়, যেটা সুনিশ্চিতরূপে না-শুকরি এবং মাহরুমির ব্যাপার।[১৮৯৮]

[১৮৯৬] হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর হাদিসে রয়েছে এই অনুচ্ছেদে, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর কাছে কোরবানির দিন উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগে নামাজ শুরু করেছেন। তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুই দিন রোজা রাখতে নিষেধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিতরের দিন হলো, তোমাদের রোজা ভঙ্গের দিবস এবং মুসলমানদের ঈদ। আর কোরবানির দিন তোমরা তোমাদের কোরবানির গোশত খাও। -সংকলক।

[১৮৯৭] নুবাইশা হুজালি রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তাশরিকের দিনগুলো হলো পানাহার দিবস। তাছাড়া কাব ইবনে মালেক রা. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও আওস ইবনুল হাদছানকে তাশরিকের দিবসগুলোতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে। আর মিনার দিবসগুলো হলো, পানাহারের দিন। -সংকলক।

[১৮৯৮] তারপর যদি কেউ ঈদুল ফিতর অথবা কোরবানির ঈদের দিনে রোজার মানত করে অথবা কোনো নির্ধারিত দিনের রোজার মানত মানে, আর ঘটনাক্রমে সে নির্দিষ্ট দিনটি ঈদুল ফিতর অথবা কোরবানির ঈদের দিনে এসে যায়, তবে এর কি হুকুম হবে? তাছাড়া শরয়ি কাজকর্মগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পর ধর্তব্য ও বিধিবদ্ধ থাকে কি না? এগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/২০৮, ২০৯, باب صوم يوم الفطر, উমদাতুল কারি : ১১/১০৯, ১১০, باب صوم يوم الفطر, মা'আরিফুস সুনান : ৬/১৩৯-১৪৮-সংকলক। এগুলোকে বলা হয়, الايام المعدودات وايام منى এগুলো হলো, জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। এগুলোকে আইয়ামে তাশরিক করে নামকরণের কারণ হলো, এসব দিনে কোরবানির গোশত সূর্যের তাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই দিনগুলোকে মিনার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ হলো, হাজি সাহেব সেদিনগুলোতে মিনায় অবস্থান করেন। আর অনেকে বলেছেন, হাদি তথা হাজিদের কোরবানির পশু সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে জবাই করা হয় না। আর অনেকে বলেছেন, এর কারণ হলো, ঈদের নামাজ এ দিনগুলোর প্রথম ভাগের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার সময় হয়। সুতরাং এ দিনগুলো কোরবানির দিনের অধীনস্থ। আর এটা সে প্রবক্তার বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে, যিনি বলেন, কুরবানীর দিনটিও তাশরিক দিবসের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, তাশরিকের অর্থ হলো, নামাজের পর তাকবির বলা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ–৫৯ প্রসংগ : আয়্যামে তাশরিকের দিনগুলোতে রোজা রাখা মাকরূহ (মতন পৃ. ১৬০)

٧٧٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

৭৭৩। **অর্থ :** হজরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন কোরবানির দিন ও তাশরিকের দিনগুলো আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন। এগুলো হলো, পানাহার দিন।[১৮৯৯]

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, সাদ, আবু হুরায়রা, জাবের, নুবাইশা, বিশর ইবনে সুহাইল, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা, আনাস, হামজা ইবনে আমর আসলামী, কাব ইবনে মালেক, আয়েশা, আমর ইবনে আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উকবা ইবনে আমের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা তাশরিকের দিন রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। তবে সাহাবা প্রমুখ কিছু কওম তামাত্তু'কারির জন্য অবকাশ দিয়েছেন, যদি সে কোরবানির জানোয়ার না পায় এবং এই দশ দিনে রোজা না রাখে, সে আইয়ামে তাশরিকে রোজা রাখতে পারবে।, মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইরাকবাসী বলেন, 'মুসা ইবনে আলি'। তিনি আরো বলেছেন, আমি কুতায়বাকে বলতে শুনেছি, আমি লাইছ ইবনে সাদকে বলতে শুনেছি, মুসা ইবনে আলি বলেছেন, আমি কারো জন্য আমার পিতার নাম তাসগীর (ক্ষুদ্রার্থক বিশেষ্য) করে বলা হালাল করি না।

দরসে তিরমিযী

তাশরিকের দিনগুলোতে রোজা রাখা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য আছে।[১৯০০]

ওলামায়ে কেরাম তাশরিকের দিনগুলো নির্ধারণে মতপার্থক্য করেছেন। বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, তাশরিক দিবস কোরবানির ঈদের দিনের পর তিন দিন। আবার অনেকে বলেছেন, কোরবানির দিনগুলো। ইমাম আবু হানিফা মালেক ও আহমদ রহ. এর মতে কোরবানির ঈদের দিনের পর তৃতীয় দিবসটি তাশরিকের দিবসের অন্তর্ভুক্ত নয়। -উমদাতুল কারি : ১১/১১৩, باب صيام ايام التشريق।

[১৮৯৯] হজরত ইবনে আবদুল বার তামহীদে বলেছেন, এ হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিসে আরাফার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইরাকী রহ. বলেছেন, এতে প্রশ্ন রয়েছে। সেটি হলো, তাশরিকের দিনগুলো পানাহারের দিন। আর আরাফার দিনতো অনুরূপ নয়। তিনি বলেন, জবাব দুভাবে দেওয়া হয়। এটির ফজিলত শুধু তাশরিকের দিনগুলোর ওপর হয়, অথবা কোরবানির ঈদের দিনসহ তাশরিকের দিনের ওপর, আরাফা দিবসের ওপর নয়। যা তিনি বলেছেন এটি বিদায় হজের অথবা হাজির ব্যাপারে। কেনোনা, তার জন্য উত্তম হলো, আরাফার দিনে রোজা না রাখা। আর এটিকে ঈদ নামকরণ করার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। -কূতুল মুগতাজি। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৬১, -সংকলক।

[১৯০০] আল্লামা আইনি রহ. এ সম্পর্কে ৯টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত দেখতে হলে দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/১১৩, باب

১. রোজা রাখা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ এ দিনগুলোতে। আবু হানিফা রহ. এর এ মাজহাবই। ইমাম আহমদ রহ. এর একটি বর্ণনাও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর নতুন বক্তব্যেও এটিই। অধিকাংশ শাফেয়ি মতাবলম্বীর মতে ফতওয়াও এই বক্তব্যের ওপরই। হাসান বসরি, আতা ও লাইছ ইবনে সা'দের এটাই মত। হজরত আলি ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতেও এটিই বর্ণিত আছে।

২. দ্বিতীয় বক্তব্য, এই দিবসগুলোতে রোজা রাখা ব্যাপক আকারে বৈধ। শাফেয়ি মতালম্বীদের মধ্য হতে আবু ইসহাক মারওয়াযী রহ. এরই প্রবক্তা। ইবনুল মুনজির হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং আবু তালহা রা. এর মাজহাবও এটাই বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার রহ. অনেক আলেম হতেও এটা বর্ণনা করেছেন।

৩. তৃতীয় বক্তব্য, সে হজে তামাত্তুকারির জন্য এই দিনগুলোতে রোজা রাখা বৈধ, যিনি হাদি বা কোরবানির জানোয়ার জোগাড় করতে পারেননি এবং তাশরিকের দিনগুলোর পূর্বে তিনি যিলহজের দশ দিনের সে তিন দিনও রোজা রাখতে পারেননি, যেগুলো (পরবর্তী সাত রোজার সঙ্গে মিলে) তামাত্তুর দমের বদল হয়। ইমাম মলিক, আওজায়ি ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মাজহাব এটিই। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পুরানো বক্তব্য এটিই। (তবে মুজানী রহ. বলেন যে, ইমাম শাফেয়ি রহ. এই বক্তব্য হতে ফিরে এসেছিলেন। তথা মত প্রত্যাহার করেছেন।) ইমাম আহমদ রহ. এরও একটি বর্ণনা এটিই। এটিই উরওয়া, হজরত ইবনে উমর ও হজরত আয়েশা রা. এর মাজহাব।

সারকথা, অনেক আলেমের মতে এসব দিনে রোজা রাখা ব্যাপক আকারে বৈধ। অনেক আলেমের মতে শুধু তামাত্তুর দমের রোজাগুলো বৈধ। এর বিপরীতে হানাফিগণ এই দিনগুলোতে রোজা রাখা ব্যাপক আকারে অবৈধ। যারা বৈধ বলেন, তাঁদের দলিল হজরত আয়েশা রা. এর আমল।

عن [১৯০১] هشام اخبرنى أبى كانت عائشة (رضــ) تصوم ايام منى وكان ابوه [১৯০২] يصومها

তাছাড়া হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে,

قالا لم يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى[১৯০৩]

হানাফিদের দলিল নিষেধাজ্ঞার হাদিস সমূহ,[১৯০৪] যেগুলো শর্তহীন ও ব্যাপক, যেগুলোতে তামাত্তু হজকারি প্রমুখকে খাস করা হয়নি। আয়েশা রা. প্রমুখের আমলের যে ব্যাপারটি সেটি মারফু, বাচনিক ও হারামকারি হাদিসগুলোর বিপরীতে দলিল হতে পারে না। বিশেষত যখন এটি ইজমালি এবং এর কারণ অজানা।[১৯০৫]

صيام ايام التشر يق -সংকলক।

[১৯০১] আবু হিশাম অর্থাৎ, উরওয়া আর কোনো কোনো কপিতে وكان ابوها يصومها শব্দ এসেছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে হজরত আয়েশা রা. এর পিতা অর্থাৎ, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.ও এসব দিনে রোজা রাখতেন। দ্র. বোখারি : ১/২৬৮ হাশিয়া শায়খ আহমদ আলি সাহারানপূরী রহ., নং ৫ -সংকলক।

[১৯০২] সহিহ বোখারি : ১/২৬৮, باب صيام ايام التشريق -সংকলক।

[১৯০৩] বোখারি : ১/২৬৮। তাছাড়া বোখারিতেই এ স্থানে হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেছেন, রোজা হলো তার জন্য, যে উমরা দ্বারা হজে তামাত্তু' করে আরাফার দিন পর্যন্ত। যদি হাদি বা কোরবানির জানোয়ার না পায় এবং রোজা না রাখে তাহলে মিনার দিনগুলোতে রোজা রাখবে। -সংকলক।

[১৯০৪] দ্র. তাহাবি : ১/৩৬৩-৩৬৫, كتاب مناسك الحج باب المتمتع الذى لايجد هديا ولا يصوم فى العشر-সংকলক।

[১৯০৪] অবশ্য হজরত ইবনে উমর ও আয়েশা রা. এর বক্তব্য 'তাশরিকের দিনগুলোতে শুধুমাত্র যে হাজি কোরবানির জানোয়ার পায়নি তার জন্য ব্যতীত অন্য কারো জন্য রোজা রাখার অবকাশ দেওয়া হয়নি'- [illegible]ও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কেনোনা, যুক্তি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে এই বক্তব্যটি মারফু' পর্যায়ভুক্ত। -সংকলক।

[১৯০৫] উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১১৩, باب صيام ايام التسريق [illegible] -হাফেজ ইবনে হাজার : ৪/২১০, ২১১,

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ–৬০ : রোজাদারের জন্য সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬০)

٧٧٤ - عَنِ الرَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

৭৭৪। **অর্থ :** হজরত রাফে ইবনে খাদিজ রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, যে সিঙ্গা লাগায় আর যাকে সিঙ্গা দেওয়া হয় উভয়েরই রোজা ভেঙে গেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাদ, আলি, শাদ্দাদ ইবনে আউস, ছাওবান, উসামা ইবনে জায়দ, আয়েশা, মা'কিল ইবনে ইয়াসার- তাকে মাকিল ইবনে সিনানও বলা হয়- আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবু মুসা, বিলাল ও সাদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, রাফে ইবনে খাদিজের হাদিসটি حسن صحيح। আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম হলো, রাফে ইবনে খাদিজ রা. এর হাদিস। আলি ইবনে আবদুল্লাহ হতে উল্লেখ করা হয়, তিনি বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম হলো, ছাওবান ও শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. এর হাদিসটি। কেনোনা, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির, আবু কিলাবা হতে দুটি হাদিস তথা ছাওবান ও শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন।

একদল আলেম সাহাবা প্রমুখ রোজাদারের জন্য সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ মনে করেছেন। এমনকি অনেক সাহাবি রাত্রে সিঙ্গা লাগিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন, আবু মুসা আশআরি ও ইবনে উমর রা.। এ মতই পোষণ করেন, ইবনে মুবারক রহ.।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি ইসহাক ইবনে মনসুরকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি রহ. বলেছেন, যে রোজা অবস্থায় সিঙ্গা নেয় তার ওপর কাজা রয়েছে।

হজরত ইসহাক ইবনে মনসুর বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে ইবরাহিম অনুরূপ বলেছেন। জা'ফারানি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রোজা অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে সিঙ্গা দেয় আর যাকে সিঙ্গা দেওয়া হয় উভয়ই রোজা ভেঙে ফেলেছে। আমি এ দুটি হাদিসের কোনো একটিও প্রমাণিত বলে জানি না। যদি কেউ রোজা অবস্থায় সিঙ্গা হতে পরহেজ করে, তবে আমার কাছে সেটা অধিক প্রিয়। আর যদি রোজা অবস্থায় সিঙ্গা নেয়, তাহলে আমি মনে করি না এটা তার রোজা ভাঙবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বাগদাদে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অনুরূপ ছিলো। তবে মিসরে এসে অবকাশের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি সিঙ্গাতে কোনো দোষ মনে করেননি। তিনি দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে রোজা ও ইহরাম অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন।

মুগনি : ৩/১৬৪, ايام التشريق الخ ,

-বিন্নৌরি : ৬/১৫৯-১৬০ হতে সংক্ষেপিত। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

রোজা অবস্থায় সিঙ্গা নেওয়া এবং সিঙ্গা লাগানো সম্পর্কে তিনটি মাজহাব রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. প্রমুখের মতে এটি রোজা ভঙ্গের জন্য। যদিও এমন ব্যক্তির ওপর কাজা ওয়াজিব, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়।[১৯০৬] তাদের দলিল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস।

আওজায়ি, হাসান বসরি, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন এবং মাসরূকের মতে সিঙ্গা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়, তবে মাকরূহ।[১৯০৭]

আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি[১৯০৮] এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সিঙ্গা দ্বারা রোজাও ভঙ্গ হয় না, এই কাজটি মাকরূহ নয়।[১৯০৯]

আওজায়ি রহ. এর মাজহাব সম্পর্কে এতে সুস্পষ্ট ভাষায় মাকরূহ বিবৃত হয়েছে। অথচ অন্যদের সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। আর 'রোজাদারের জন্য তাঁরা সিঙ্গা লাগানোর মত পোষণ করেন না' বাক্য দ্বারা সিঙ্গা লাগান মাকরূহও বোঝা যেতে পারে, আবার সিঙ্গা লাগান অবৈধও। আল্লামা খাত্তাবি রহ. তাদের মাজহাব সিঙ্গা না জায়েজের প্রবক্তাদের মাজহাব হতে আলাদা বর্ণনা করেছেন। যেটি মাকরূহ হওয়ার নিদর্শন। তবে তার মাজহাবের তৎক্ষণাত পর 'ইমাম আওজায়ি রহ. এটাকে মাকরূহ মনে করতেন' -বলা মাকরূহ না হওয়ার আলামত।

আইনি রহ. মাসরূক ও মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.কে নাজায়েজের প্রবক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -উমদাতুল কারি : ১১/৩৯, باب الحجامة و القئ للصائم।

সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء من الرخصة فى ذلك) বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা,

---

[১৯০৬] হজরত আতা রহ. বলেন, যে রমজান মাসে রোজা অবস্থায় সিঙ্গা লাগায় তার ওপর কাজা কাফ্ফারা উভয়টিই রয়েছে। একদল সাহাবি হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা রাত্রে সিঙ্গা লাগাতেন। তার মধ্যে রয়েছেন, হজরত ইবনে উমর, আবু মুসা আশআরি ও আনাস ইবনে মালেক রা.। -মা'আলিমুস্ সুনান -খাত্তাবি ফি জায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরি : ৩/২৪২, باب فى الصائم يحتجم، "تحت رقم ٢٢٦٦।

[১৯০৭] আল্লামা খাত্তাবি রহ. নিম্নোক্ত ভাষায় তাদের মাজহাব বর্ণনা করেছেন- 'মাসরূক, হাসান ও ইবনে সিরিন রহ. রোজাদারের জন্য সিঙ্গা লাগানোর মত পোষণ করতেন না। ইমাম আওজায়ি রহ. এটাকে মাকরূহ মনে করতেন। -সূত্র ঐ।

[১৯০৮] ইবনে রুশদ রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদে (১/২১২, الركن الثانى وهو الامساك) ইমাম মালেক শাফেয়ি ও সুফিয়ান সাওরি রহ. এর মাজহাব এই বর্ণনা করেছেন যে, সিঙ্গা রোজা ভঙ্গের কারণ তো নয়, তবে মাকরূহ। এই বিবরণের ওপর পর্যালোচনার জন্য দ্র. আওজাযুল মাসালিক : ৩/৪৫, حجامة الصائم -সংকলক।

[১৯০৯] দ্র. মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ : ৩/২৪৩, باب فى الصائم يحتجم তাছাড়া হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হুসাইন ইবনে আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালেক, জায়দ ইবনে আরকাম ইবনে জায়দ, আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. হতে এই মাজহাবই বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আতা ইবনে ইয়াসার, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, ইকরামা, জায়দ ইবনে আসলাম, ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান সাওরি, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এরও এটাই মাজহাব। -আইনি ১১/৩৯, باب الحجامة و القئ الصائم -সংকলক।

قال احتجم[১৯১০] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم[১৯১১]

তাছাড়া পেছনে باب ما جاء فى الصائم يذرعه القئ এর অধীনে আবু সাইদ খুদরি রা. এর মারফু' বর্ণনা এসেছে,

ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيئ والاحتلام[১৯১২]

এ অনুচ্ছেদে যে افطر الحاجم والمحجوم রয়েছে- সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ্য হতে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

১. প্রথম জবাব[১৯১৩] افطر এর অর্থ হলো, كاد ان يفطر। এর উদ্দেশ্য হলো, এই কাজটি রোজাদারকে রোজা ভঙ্গের নিকটবর্তী করে দেয়- সিঙ্গা লাগানেওয়ালা ব্যক্তিকে যে সে রক্ত চোষে- যার ফলে রক্ত তার গলায় চলে যাওয়ার আশংকা আছে। আর যাকে সিঙ্গা দেওয়া হয়েছে তাকে তাই যে, এই সিঙ্গার কারণে তার মধ্যে মারাত্মক দুর্বলতা উপস্থিত হয়।

২. দ্বিতীয় জবাব[১৯১৪] ইমাম তাহাবি রহ. দিয়েছেন, যার সারনির্যাস হলো, এখানে الحاجم والمحجوم এর মধ্যে 'আলিফ লাম' আহদ এর জন্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য দুজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যারা রোজায় সিঙ্গা লাগানোর সময় গিবত করছিলো। তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, افطر الحاجم والمحجوم অর্থাৎ, সিঙ্গা গ্রহণকারি এবং সিঙ্গা লাগানে ওয়ালা উভয়ের রোজা ভেঙে গেছে। পক্ষান্তরে রোজা ভাঙ্গা দ্বারা উদ্দেশ্য রোজার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর এই সওয়াব নষ্ট হওয়ার কারণ সিঙ্গা ছিলো না, বরং গিবত। তাহাবি রহ. তাঁর জবাবের সমর্থনে একটি বর্ণনাও পেশ করেছেন,

عن ابى الأشعث الصنعانى قال انما قال النبى صلى الله عليه وسلم : افطر الحاجم والمحجوم لا نهما كانا يغتابان.

তবে এতে ইয়াজিদ ইবনে রবি'আ দিমাশকি জয়িফ।[১৯১৫]

[১৯১০] এই বর্ণনাটি সহিহ বোখারিতে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والقيئ للالم-সংকলক।

[১৯১১] হাম্বলিগণ এই হাদিসের দুটি জবাব দিয়েছেন, দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭০, ১৭১, باب ما جاء من الرخصة فى ذلك-সংকলক।

[১৯১২] সুনানে তিরমিযী : ১/১১৯ -সংকলক।

[১৯১৩] দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/৩৯, باب الحجامة والقئ للصائم মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৬৪ -সংকলক।

[১৯১৪] তাহাবি : ১/২৯৫, ২৯৬, باب الصائم يحتجم -সংকলক।

[১৯১৫] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেন, একাধিক আলেম ইয়াজিদ ইবনে রবি'আকে জয়িফ বলেছেন। বোখারি বলেছেন, 'তার হাদিসগুলো মুনকার'। নাসায়ি রহ. বলেছেন, 'মাতরুক বা পরিত্যাজ্য'। -ফাতহুল বারি। তবে আবু মুসহির বলেছেন, 'ইয়াজিদ ইবনে রবি'আ অনভিযুক্ত ফকিহ ছিলেন। তার ব্যাপারে আমরা এটি এনকার করি না যে, তিনি আবুল আশ'আসকে পেয়েছেন। তবে আমি তার ব্যাপারে বদ হিফজ ও ভুলের আশংকা করি।' ইবনে আদি রহ. বলেছেন, 'আমি আশা করি তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।' -মিজান। -মা'আরিফ : ৬/১৬৫, -সংকলক।

৩. এর তৃতীয় জবাব দিয়েছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রমুখ[১৯১৬]। সেটি হলো, এই হাদিসটি মানসুখ হয়ে গেছে। এর দলিল হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. এর একটি বর্ণনা। যেটি স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম বায়হাকি রহ. সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন,

قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فراى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من شهر رمضان فقال وهو اخذ بيدى الفطر الحاجم والمحجوم[১৯১৭]

'তিনি বলেন, ফাতহে মক্কার সময় আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি রমজানের আঠারো তারিখে এক ব্যক্তিকে সিঙ্গা গ্রহণ করতে দেখলেন। তখন আমার হস্ত ধারণ করে তিনি বললেন, রোজা ভেঙে গেছে সিঙ্গা লাগানেওয়ালা এবং সিঙ্গা গ্রহীতা উভয়েরই।'

এ থেকে বোঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বক্তব্য করেছিলেন মক্কা বিজয়ের সময়। অপর দিকে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم।[১৯১৮] আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহরিম অবস্থায় হজরত ইবনে আব্বাস রা. তার সঙ্গে ছিলেন শুধু বিদায় হজে।[১৯১৯] যার অর্থ হলো, তার হাদিসের ঘটনা অর্থাৎ, احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের দুই বছর পরবর্তী।[১৯২০]

সুতরাং ইবনে আব্বাস রা. এর ওপরযুক্ত হাদিস হজরত রাফে ইবনে খাদিজ রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের জন্য মানসুখকারি হবে।

৪. চতুর্থ জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, افطر الحاجم والمحجوم মূলত একটি পরামর্শ। যেনো, রোজা অবস্থায় সিঙ্গা না লাগানো হয়। কেনোনা, এর ফলে মানুষের মধ্যে নেহায়েত দুর্বলতা এসে যায়। রোজাতে স্বতঃস্ফূর্ততা অবশিষ্ট থাকে না। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাজ সম্পর্কে এরশাদ আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع[১৯২১] الصلاة المراة والحمار والكلب

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা, গাধা ও কুকুর নামাজ ভেঙে দেয়।'

এই ব্যাখ্যার সমর্থন সহিহ বোখারির[১৯২২] একটি বর্ণনা দ্বারাও হয়।

[১৯১৬] দ্র. কিতাবুল উম্ম : ২/১০৮, حجامة الصائم -সংকলক।

[১৯১৭] শব্দ কিতাবুল উম্মে (২/১০৮) বর্ণিত ইমাম শাফেয়ি রহ. এর।

[১৯১৮] তিরমিযী : ১/১২৬, ১২৭, باب ما جاء من الرخصة فى ذلك -সংকলক।

[১৯১৯] আওজাজুল মাসালিক : ৩/৪৬, حجامة الصائم -সংকলক।

[১৯২০] কেনোনা, শাদ্দাদ ইবনে আউসের ওপরযুক্ত বর্ণনায় كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم زمن الفتح বাক্য এর দলিল যে, افطر الحاجم والمحجوم বাক্যটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় বলেছিলেন। আর احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم বাক্যে ইবনে আব্বাস রা. ১০ম হিজরির ঘটনা বর্ণনা করছেন। এজন্য অবশ্যই তার এই দ্বিতীয় আমল প্রথমটির জন্য রহিতকারি হবে। -সংকলক।

[১৯২১] সহিহ মুসলিম : ১/১৯৭, باب سترة المصلى الخ -সংকলক।

[১৯২২] ১/২৬০, باب الحجامة والقئ الصائم -সংকলক।

سئل انس بن مالك رضى الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف[১৯২৩]

'আনাস ইবনে মালেক রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা কি রোজাদারের জন্য সিঙ্গা মাকরূহ মনে করেন? জবাবে তিনি বললেন, না। আমরা তা মনে করি শুধুমাত্র দুর্বলতার কারণেই।[১৯২৪] والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ–৬১ : এ বিষয়ে অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬২)

٧٧٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

৭৭৫। **অর্থ** : হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম, রোজাদার অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে উহাইব আবদুল ওয়ারিসের হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। আর ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন, আইয়্যুব সূত্রে ইকরামা হতে মুরসাল আকারে। তাতে 'ইবনে আব্বাস হতে' উল্লেখ করেননি।

٧٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

৭৭৬। 'আবু মুসা.............ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

٧٧٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ

[১৯২৩] এই জবাবটি ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা সহকারে সুস্পষ্ট আকারে কোনো কিতাবে পাওয়া গেল না। প্রবল ধারণা এটি হজরত শাহ সাহেব রহ. এর বক্তব্য হতে গৃহীত। দ্র. ফাতহুল মুলহিম : ৩/২৩৯, كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৬৬, ১৬৭ -সংকলক।

[১৯২৪] রোজাদারের জন্য সিঙ্গা লাগানোর জন্য বিস্তারিত বাহসগুলোর জন্য দ্র.- ১. তাহাবি : ১/২৯৫-২৯৭, باب الصائم يحتجم ২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২১২, ২১৩,الركن الثانى وهو الإمساك ৩. উমদাতুল কারি : ১১/৩৭-৪১, باب الحجامة والقئ الصائم ৪. ফতহুল মুলহিম : ৩/২৩৭-২৪০, كتاب الحج، باب جوار الحجامة للمحرم ৫. আওজাযুল মাসালিক : ৩/৪৫, ৪৬,حجامة الصائم ৬. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৬২-১৭৪ باب ماجاء فى كراهية الحجامة الصائم وباب ما جاء من الرخصة فى ذلك -সংকলক।

৭৭৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মদিনার মাঝে মুহরিম ও রোজাদার অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ, জাবের ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এই হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তারা রোজাদারের জন্য সিঙ্গাতে কোনো অসুবিধা মনে করেননি। এটা সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ فِى الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ–৬২ : লাগাতার রোজা রাখা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬২)

৭৭৮ – عَنْ أَنَسٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَصُوْمُوْا قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنَّ رَبِّيْ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِيْ.

৭৭৮। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লাগাতার রোজা রেখো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো লাগাতার রোজা রাখেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও আমার তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, আবু হুরায়রা, আয়েশা, ইবনে উমর, জাবের, আবু সাইদ ও বশির ইবনুল খাসাসিয়্যাহ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা লাগাতার রোজা রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি লাগাতার অনেক দিন রোজা রাখতেন, তা মওকুফ করতেন না।

দরসে তিরমিযী

সওমে বেসাল[১৯২৫] বা লাগাতার রোজা রাখা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে।

[১৯২৫] যার অর্থ পেছনে باب ما جاء فى صوم الدهر এর অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ২ অথবা ততোধিক দিন ইফতার ব্যতীত রোজা রাখাকে সওমে বেসাল বলে। যেমন, হাফেজ ইবনে আছির জাজরি, ইবনে কুদামা আল-মুয়াফ্ফাক, বদরুদ্দিন আইনি প্রমুখ এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। -মা'আরিফ : ৬/১৭৫।

তবে সেহরি পর্যন্ত সওমে বেসাল উম্মতের জন্য বিনা মাকরূহ বৈধ। কেনোনা, সহিহাইনে এ ধরনের হাদিস রয়েছে। যেমন পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (অর্থাৎ, আবু সাইদ রা. এর হাদিস। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা সওমে বেসাল করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সওমে বেসাল করতে চায় তবে যেনো সেহরি পর্যন্ত করে........। -বোখারি : ১/২৬৩, باب في الوصال। মুসলিমে আহকার এই বর্ণনাটি পায়নি। অবশ্য সুনানে আবু দাউদেও (১/৩২২, باب فى

১. বেসাল মাকরূহ।[১৯২৬] এটাই ইমাম আবু হানিফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও এক বর্ণনা এটাই। আলি, আবু হুরায়রা, আবু সাইদ ও হজরত আয়েশা রা. এরও মত এটাই।

২. দ্বিতীয় মাজহাব হলো, সওমে বেসাল নিষিদ্ধ ও হারাম। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর আসল মাজহাব এটাই। (ইমাম শাফেয়ি রহ. কিতাবুল উম্মে এটা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।) মালেকিদের মধ্য হতে ইবনে আরাবি এবং আহলে জাহেরও এরই পক্ষে।

৩. তৃতীয় মাজহাব হলো, যে বেসালের সামর্থ্য রাখে তার জন্য সওমে বেসাল বৈধ, অন্যথায় হারাম। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং মালেকিদের মধ্য হতে ইবনে ওয়াজ্জাহ রহ. এরই প্রবক্তা। ইমাম আহমদ রহ. হতেও এ মাজহাবটি বর্ণিত আছে।[১৯২৭]

ان ربى يطعمنى ويسقينى : অধিকাংশ আলেম এই হাদিসের এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্তি দান করতেন এবং পানাহার হতে অমুখাপেক্ষী করে দিতেন। এ কারণে তার জন্য বেসাল বৈধ ছিলো। যেনো يطعمنى ويسقينى এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং রূপক অর্থ অর্থাৎ, শক্তি উদ্দেশ্য।

অনেকে বলেছেন, এই বাক্যের প্রকৃত ও বাহ্যিত অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে সম্মানার্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানাহার করানো হতো।[১৯২৮]

الوصال-সংকলক।) এই বর্ণনাটি এসেছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এটা মুস্তাহাব। এটা ইমাম আহমদ, ইসহাক, ইবনুল মুনজির, ইবনে খুজায়মা ও একদল মালেকির মত। -ফাতহুল বারি -উমদাতুল কারি। কোনো কোনো শাফেয়ি মতাবলম্বী বলেছেন, এটা বেসাল নয়। হানাফিগণ এ ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই বলেন নি। মা'আরিফুস্‌স সুনান : ৬/১৭৬ -সংকলক।

[১৯২৬] এটা মাকরূহ তানজিহি। এখানে এদিকেই মন দ্রুত যায় যে, আমাদের কিতাবাদি ও মালেকিদের কিতাবাদিতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭৫, ১৭৬ -সংকলক।

[১৯২৭] ফাতহুল বারি -হাফেজ ইবনে হাজার : ৪/১৭৭ ও ১৭৮, باب الوصال উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/৭, ৭২, باب الوصال মুগনি -ইবনে কুদামা : ৩/১৭১, ১৭২, الثالث فى بحث الوصال মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৬/১৭৫, ১৭৬ হতে সংক্ষেপিত।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসাল হতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও আমার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। আর নিষেধাজ্ঞার হাদিস ১০টির মত আছে। এর সমষ্টি দ্বারা এর ওপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, বেসাল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭৫, ১৭৬। সংকলক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত।

[১৯২৮] এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, এটা তো রোজাই হয় না, বেসাল হওয়া তো দূরের কথা। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, রোজা ভঙ্গকারি হলো, স্বাভাবিক খাবার, অলৌকিক পদ্ধতিতে আসা খাবার নয়। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেন, প্রথমটি স্পষ্টতর দুই কারণে, ১. যদি তিনি প্রকৃত অর্থে পানাহার করতেন তাহলে বেসালকারি হতেন না। অথচ তিনি তাদেরকে তাদের কথার ওপর স্থির রেখেছেন যে, আপনি বেসাল করেন। ২. বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আমাকে আমার প্রভু খানা খাওয়ান ও আমার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এর দাবি হলো, এটা দিনে হয়েছে। অথচ তার জন্য এবং অন্য কারো জন্যও দিনে খাওয়া বৈধ নয়। -আল মুগনি : ৩/১৭১, الثالث فى الوصال তবে যাঁরা يطعمنى ويسقينى এর প্রকৃত অর্থকে প্রধান্য দিয়েছেন, তাঁরা বলেন, রোজা ভঙ্গকারি হলো, স্বাভাবিক খাবার, অস্বাভাবিক খাবার না রোজা ভঙ্গকারি, না বেসালের জন্য ক্ষতিকর, চাই দিনে হোক বা রাত্রে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু ভিন্ন জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত এবং সেই জগতেই পানাহার হতো এজন্য রোজা না রাখার হুকুম লাগত না। যেমন, রোজাদার যদি স্বপ্নে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে আর বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয় না। অথচ বাহ্যিক হিসাবে রোজা ভেঙে যাওয়া উচিত। সম্পূর্ণ এমন যেখানে খানা রোজা ভঙ্গকারি ছিলো সেখানে তিনি খানা

كيفية مفوضة الى صاحب الشريعة এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ সাহেব রহ. বলেন, يطعمنى ويسقينى فلا نخوض فيها[১৯২৯] তথা শরিয়ত প্রবর্তকের ওপর অর্পিত একটি ধরণ। এ ব্যাপারে আমরা মাথা ঘামাবো না।

وروى عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل لأيام ولا يفطر[১৯৩০] মহিলা সাহাবিগণের মধ্যে হজরত আবু সাইদ রা. এর বোনও বেসালের প্রবক্তা ছিলেন। তাবেয়িনের মধ্য হতে আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'ম, আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, ইবরাহিম ইবনে ইয়াজিদ তাইমি এবং আবু জাওযা রহ.ও সওমে বেসালের ওপর আমল করতেন। সওমে বেসাল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এর ওপর তাদের আমল সম্ভবত এ কারণে ছিলো যে, তারা এই নিষেধাজ্ঞাকে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। শায়খ আনওয়ার রহ. এ বিষয়টি উৎসারণ করে বলেছেন।[১৯৩১]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّوْمَ

অনুচ্ছেদ–৬৩ প্রসংগ : যে জুনবি ব্যক্তির ওপর ফজরের সময় হয়ে যায় আর সে রোজা রাখতে চায় (মতন পৃ. ১৬৩)

৭৭৯ – عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ.

খেতেন না। আর যেখানে খেতেন সেখানে রোজা ভঙ্গকারি নয়। والله اعلم। যেমন, হাকিমুল উম্মত শায়খ থানবি রহ. এর সুনানুত তিরমিযীর কোনো কোনো আমালিতে আছে। -মা'আরিফুস্ সুনান -বিন্নৌরিতেও (৬/১৭৬,) আছে।

[১৯২৯] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ৬/১৭৬ -সংকলক।

[১৯৩০] ইবনে আবু শায়বা সহিহ সনদে তার হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ১৫দিন পর্যন্ত সওমে বেসাল করতেন। -ফাতহুল বারি -হাফেজ ইবনে হাজার : ৪/১৭৭, باب الوصال, হজরত উমর রা. হতেও বর্ণিত আছে যে, তিনিও দুই দিন ও তিন দিন পর্যন্ত বেসাল করতেন। (যেমন, শায়খ আনওয়ার রহ. বলেছেন,) শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, আমার কাছে হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের যেসব কিতাব রয়েছে, সেগুলোতে আমি উমর ফারুক রা. এর সওমে বেসাল পাইনি। والله اعلم -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭৭ -সংকলক।

[১৯৩১] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭৭। তাছাড়া তাঁদের দলিল হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা দ্বারাও। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। তারপর জনৈক মুসলমান বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বেসাল করেন, জবাবে তিনি বলেন, তোমাদের কে আমার মতো? আমি এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করি যে, আমাকে আমার প্রভু পানাহার করান। তারপর যখন তারা বেসাল হতে ক্ষান্ত হলো না, তখন তাদের সঙ্গে তিনি একদিন বেসাল করলেন। তারপর লোকজন প্রথম তারিখের চাঁদ দেখলো। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি চাঁদ আরো দেরিতে উঠতো, তাহলে (তোমাদের সঙ্গে রোজা) আমি আরো বেশি রাখতাম। যেনো, তারা বিরত হতে না চাওয়ার সময় তাদের শাস্তি দেওয়ার মতো (এ বক্তব্যটি করলেন।) সহিহ বোখারি : ১/২৬৩, باب التنكير لمن كثر الوصال। এজন্য হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে (৪/১৭৭, باب الوصال) লেখেন, তাদের একটি দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে শীঘ্রই আসছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞার পরে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বেসাল করেছেন। সুতরাং যদি নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য হতো তবে তাদেরকে এ কাজের ওপর স্থির রাখতেন না। এতে বোঝা গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাদের প্রতি দয়া ও সহজ করতে চেয়েছেন। যেমন, হজরত আয়েশা রা. তাঁর হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সে হাদিসটি হলো, 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়া বশত তাদেরকে বেসাল হতে নিষেধ করেছেন।' উমদাতুল কারি : ১১/৭২, باب الوصال -সংকলক।

৭৭৯। **অর্থ :** হজরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম বলেন, আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও উম্মে সালমা রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম্পত্য কারণে গোসল ফরজ অবস্থায় তাঁর ওপর ফজরের সময় হয়ে যেতো। তারপর তিনি গোসল করে রোজা রাখতেন। (বু-৩০, সওম : ২২, নং ৯৭৯, ৯৮০, মু-১৩, সিয়াম : ১৩, নং ৭৮)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটা সুফিয়ান, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। একদল তাবেয়ি বলেছেন, যখন কেউ অপবিত্র তথা গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করবে সে এ দিনের কাজা করে নিবে। তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এর প্রবক্তা যে, গোসল ফরজ হওয়া রোজার বিপরীত নয়, চাই রোজা ফরজ হোক, বা নফল। ফজর উদয়ের পর তৎক্ষণাত গোসল করুক অথবা দেরি করে এবং এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে, কিংবা ঘুমের কারণে।[১৯৩২]

[১৯৩২] হজরত আলি, ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, আবু জর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এমতই পোষণ করেন। আবু উমর রহ. বলেছেন, এর ওপরই ইরাক ও হিজাজের একদল ফকিহ ও ফতওয়ার ইমাম অধিষ্ঠিত আছেন। যথা, মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি, সাওরি, আওজায়ি, লাইস ও তাদের ছাত্রগণ, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, ইবনে উলাইয়া, আবু উবায়দা, দাউদ, ইবনে জারির তাবারি ও একদল মুহাদ্দিস।

আইনি রহ. এই মাসআলাটিতে মোট সাতটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। একটির তো বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। অবশিষ্ট বক্তব্যগুলোর বিবরণ নিম্নেযুক্ত,

২. যে গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করলো, তার রোজা ব্যাপক আকারে সহিহ হবে না। এ মতই পোষণ করেন ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে জায়দ ও আবু হুরায়রা রা.। অবশ্য পরবর্তীতে এ মত হতে ফিরে এসেছেন আবু হুরায়রা রা.।

৩. জানাবত সম্পর্কে জেনেশুনে গোসল বিলম্ব করা অথবা না জেনে বিলম্ব করার মাঝে পার্থক্য করা। যদি জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে গোসল বিলম্ব করে, তবে রোজা সহিহ হবে না। বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, এটা তাউস, উরওয়া ইবনে জুবায়র ও ইবরাহিম নাখয়ি হতে বর্ণিত হয়েছে। ইকমাল গ্রন্থকার বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪. ফরজ ও নফলের মধ্যে পার্থক্য করা। সুতরাং ফরজের মধ্যে তা চলবে না। নফলের মধ্যে চলবে। এটা ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতেও বর্ণিত আছে। ইকমাল গ্রন্থকার হাসান বসরি রহ. হতে এটি বর্ণনা করেছেন। আবু উমর রহ. হাসান ইবনে হাই হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি রমজানে অপবিত্র তথা গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করলো তার জন্য এটা কাজা করা মুস্তাহাব এবং তিনি বলতেন, সে নফল হিসাবে রোজা রেখে দিবে। যদি অপবিত্র তথা গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করে তবে তার ওপর কাজা নেই।

৫. এ দিনের রোজা পূর্ণ করবে এবং এটা কাজা করে নিবে। এটি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ও হাসান বসরি রহ. হতেও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আতা ইবনে আবু রাবাহ হতেও বর্ণিত হয়েছে।

৬. ফরজের ক্ষেত্রে কাজা মুস্তাহাব। নফলের ক্ষেত্রে নয়। এটি ইসতিজকারে হাসান ইবনে সালেহ ইবনে হাই হতে বর্ণনা করেছেন।

৭. তার রোজা বাতিল হবে না। তবে যদি গোসল করা ও নামাজ পড়ার পূর্বে তার ওপর সূর্যোদয় ঘটে তবে তার রোজা বাতিল হয়ে যাবে। এ বক্তব্য করেছেন, ইবনে হাজম রহ., তাঁর নিজস্ব মাজহাবের ভিত্তিতে যে, ইচ্ছাকৃত গোনাহ রোজাকে বাতিল করে দেয়। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/৬, باب الصائم يصبح جنبا। বিন্নৌরি রহ. বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. যে, রোজা সহিহ না হওয়ার বক্তব্য করেছেন, তা হতে তার বক্তব্য প্রত্যাহার সহিহভাবে প্রমাণিত আছে। যেমন, মুসলিমের বর্ণনায় (১/৩৫৩, ৩৫৪, باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب-সংকলক।) এ বিষয়টি সুস্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে। যে বর্ণনাটি আলোচ্য অনুচ্ছেদে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ, আবু বকরের বর্ণনাটি। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা রা.কে ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর ঘটনার বিবরণে বলেছেন, যে জানাবাত অবস্থায় ফজর পেয়ে যায় সে যেনো রোজা না রাখে। তিনি বলেন, তারপর এটা আমি আবদুর রহমান ইবনুল হারিসের কাছে তার পিতার কারণে আলোচনা করেছি। তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তারপর আবদুর রহমান

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

فَالْئٰنَ [১৯৩৩] بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

এর দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সকাল হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে তবে তার রোজা সহিহ হয়ে যাবে। কেনোনা, রোজা ভঙ্গকারি তিনটি জিনিসের অনুমতি যখন সুবহে সাদেক পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি একদম রাতের শেষভাগে স্ত্রী সহবাস করবে, স্পষ্ট বিষয় যে, সে সুবহে সাদেকের পরই গোসল করতে পারবে। এতে বোঝা গেলো, গোসল ফরজ হওয়া এবং রোজার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে,

ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع : يارسول الله! إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أصبح حنبا وانا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال له الر جل : يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وم اتأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأرجوأن أكون اخشاكم بالله واعلمكم بما أتقى [১৯৩৪] والله أعلم.

ও আমি এক সঙ্গে গিয়ে হজরত আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. এর কাছে প্রবেশ করলাম। তারপর আবদুর রহমান এ সম্পর্কে তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, তারা দুজন বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষ ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় (গোসল ফরজ অবস্থায়) সকাল করতেন। তারপর রোজা রাখতেন। রাবি বলেন, তারপর আমরা গিয়ে মারওয়ানের কাছে প্রবেশ করলাম। তারপর আবদুর রহমান তার সামনে সে বিষয়টি আলোচনা করলেন। ফলে মারওয়ান বললেন, আমি আপনার ব্যাপারে সংকল্প করেছি যে, অবশ্যই আপনি আবু হুরায়রা রা. এর কাছে যাবেন। তারপর আমি তার কাছে তিনি যা বলেছেন তা পুনরায় বলেছি। রাবি বলেন, তারপর আমরা আবু হুরায়রা রা. এর কাছে এলাম। আবু বকর এসবে উপস্থিত ছিলেন। রাবি বলেন, তারপর আবদুর রহমান তার সামনে বিষয়টি উল্লেখ করলেন, ফলে আবু হুরায়রা রা. বললেন, আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. এ কথা আপনাকে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবি বলেন, হ্যাঁ। তাঁরা দু'জন এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী। তারপর আবু হুরায়রা রা. এ ব্যাপারে যা বলতেন তা ফজল ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে পুনরায় বললেন। শুনে আবু হুরায়রা রা. বললেন, এটা আমি ফজল হতে শুনেছি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনিনি। রাবি বলেন, তারপর আবু হুরায়রা রা. এ ব্যাপারে যা বলতেন তার সেই বক্তব্য হতে ফিরে আসেন। আমি আবদুল মালেককে বললাম, আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. কি এ কথা রমজানে বলেছেন? রাবি বলেন, অনুরূপভাবে তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করতেন স্বপ্নদোষ ব্যতীত। তারপর রোজা রাখতেন। কোনো কোনো তাবেয়ি হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কথার ওপর স্থির হতেছেন। যেমন, তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন, (আলোচ্য অনুচ্ছেদে, তারপর তিনি বলেছেন, তাবেয়িনের একটি দল বলেছে, যখন গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করবে তখন সে দিনের রোজাটি কাজা করবে। - সংকলক।) তারপর মতপার্থক্য দূরীভূত হয়েছে এবং এর বিপরীত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, এ ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন (শরহে নববী আলা মুসলিমে : ১/৩৫৪, باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب -সংকলক।)

ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. বলেছেন, এটার ওপর ইজমা হয়ে গেছে অথবা ইজমার মত হয়ে গেছে। মা'আরিফুস্ সুনান। সংকলক কর্তৃক ইষৎ পরিবর্ধন সহকারে। বিস্তারিত বিবরণ চাইলে মা'আরিফ দ্র.।

[১৯৩৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭, পারা : ২

[১৯৩৪] এটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তায় এটি উল্লেখ করেছেন। শব্দ তাঁর। পৃষ্ঠা নং ২২৮, ২২৯, باب ما جاء في الذى يصبح جنبا সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৪, باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২৪, ৩২৫,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, তিনি তখন দরজায় দাঁড়ান। আমি তখন শুনছিলাম। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র হয়ে যাই। (আমার ওপর গোসল ফরজ হয়ে যায়।) এ অবস্থায় আমার ওপর সকাল হয়ে যায়। অথচ আমি রোজা রাখার ইচ্ছা করি। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গোসল ফরজ অবস্থায় আমার ওপরও সকাল হয়ে যায়। অথচ আমি রোজা রাখার ইচ্ছা করি। তারপর আমি গোসল করি ও রোজা রাখি। তখন লোকটি তাকে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাদের মতো নন। আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপরের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আমি আশা করি, তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারি হবো এবং অধিক জ্ঞানের অধিকারি হবো আল্লাহ সম্পর্কে। কেনোনা, আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : রোজাদারের দাওয়াত কবুল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৩)

৭৮০ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ[১৯৩৫] يَعْنِي الدُّعَاءَ.

৭৮০। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাউকে যখন খানার দাওয়াত করা হয় তখন যেনো সে তা কবুল করে। যদি রোজাদার হয় তাহলে যেনো নামাজ আদায় করে। তথা তার জন্য দোয়া করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

৭৮১ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ.

৭৮১। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে রোজাদার অবস্থায় দাওয়াত করা হয় তখন যেনো সে বলে, আমি রোজাদার।

باب من اصبح جنبا فى شهر رمضان। মনে রাখতে হবে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসগুলোতে মতপার্থক্য এবং বৈপরিত্ব রয়েছে। যেমন, সিহাহ এবং সুনানের বর্ণনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৭৯, ১৮০ - সংকলক।

[১৯৩৫] আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, গাইরে নবীদের ওপর স্বতন্ত্রভাবে সালাত ব্যবহার করা যাবে না। তবে অধীনস্থ হিসেবে করা যাবে। আহমদ রহ. এর মতে এবং তার হতে এক বর্ণনায় এটা মাকরূহ। এটি ইমাম মালেক রহ. হতে একটি বর্ণনা। ইয়াজ রহ. বলেন, আমি মালেক ও সুফিয়ান রহ. এর মাজহাবের দিকে আকৃষ্ট হই। এটা মুহাক্কিক মুতাকাল্লিমিন ও ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, গরনবীদের জন্য রেজা ও মাগফিরাতের কথা উল্লেখ করা হবে। আর গরনবীদের ক্ষেত্রে সালাত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার- এটা ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এটি তৈরি করা হয়েছে বনু হাশেমের রাজত্বে। এ হলো, ফাতহুল বারি : ১১/১৪৬, ৩/২৮৬, উমদা : ৪/৪৪৯ এর সারসংক্ষেপ। ফাতহুল বারি গ্রন্থকার এ বিষয়টিতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সুতরাং দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮৩ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দুটি হাদিসই حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিস বুঝা যায় যে, রোজাদারকে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় তবে তার উচিত দাওয়াত কবুল করা। তারপর যদি দাওয়াত দাতার ওপর তার রোজা বোঝা ও কষ্টকর মনে না হয় তবে তার উচিত এই রোজা পূর্ণ করা। অন্যথায় রোজা ভেঙে ফেলা উচিত।[১৯৩৬] কেনোনা, জিয়াফত একটি عذر।[১৯৩৭]

তারপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের فليصل শব্দের ব্যাখ্যা কেউ করেছেন দোয়া দিয়ে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে[১৯৩৮] রয়েছে। বরং মু'জামে তাবারানিতে হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ, وان كان صائما فليدع للبركة 'আর যদি রোজাদার হয়, তবে সে যেনো বরকতের দোয়া করে।'[১৯৩৯]

তীবি রহ. বলেন[১৯৪০], فليصل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ পড়া। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করেছিলেন উম্মে সুলায়ম রা. এর ঘরে।[১৯৪১]

[১৯৩৬] যেমন, সুনানে দারাকুতনির একটি মুরসাল বর্ণনা এর প্রমাণ পেশ করছে। ইবরাহিম ইবনে উবাইদ বলেন, আবু সাইদ খুদরি রা. একবার খানা তৈরি করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন কওমের এক ব্যক্তি বললো, আমি রোজাদার। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য তা তৈরি করেছে তোমার ভাই। কষ্টও করেছে তোমার ভাই। কাজেই তুমি ইফতার করো তথা রোজা ভঙ্গ করো এবং এর স্থলে অন্য একদিন রোজা রেখো (২/১৭৭, নং ২৪,(قبل باب القبلة للصائم) (تبيت النية من الليل وغيره)। এই মুরসালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাফসিলের জন্য দ্র. ই'লাউস্ সুনান : ১১/১৪, باب جواز الوليمة الى ايام ان لم يكن فخرا، تفصيل احكام الوليمة واقسامها-সংকলক।

[১৯৩৭] এর বিস্তারিত বিবরণ باب افطار الصائم المتطوع তে এসেছে। -সংকলক।

[১৯৩৮] সুনানে আবু দাউদে (১/৩৪, في الصائم يدعى الى الوليمة) এই বর্ণনাটি হিশাম ইবনে সিরিন হতে বর্ণিত আছে। সেখানে হিশামও فليصل এর ব্যাখ্যা দোয়া দ্বারা করেছেন। এজন্য আবু দাউদ রহ. বলেছেন, 'হিশাম বলেছেন, সালাত হলো, দোয়া। -সংকলক।

[১৯৩৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮১, বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, সুতরাং তার তাফসির মারফু' আকারে প্রমাণিত হলো। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসেও আছে- فليصل এর পরিবর্তে فليقل انى صائم। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আসল উদ্দেশ্য তার কাছে তার রোজার ওজরখাহি পেশ করা। তারপর তার জন্য খায়ের বরকতের দোয়া করবে। যাতে তাঁর পক্ষ হতে সর্ব দিক দিয়ে তাঁর মানসিক ক্ষতিপূরণ হয়।

[১৯৪০] মিরকাতুল মাফাতিহ : ৪/৩০৯, باب بلا ترجمة قبل باب ليلة القدر-সংকলক।

[১৯৪১] বোখারিতে আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে সুলায়ম রা. এর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন উম্মে সুলায়ম রা. তার কাছে খেজুর ও ঘি নিয়ে আসলেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের ঘি মশকে (চর্ম নির্মিত পাত্রে) রেখে দাও। আর তোমাদের খেজুর রেখে দাও এর পাত্রে। কেনোনা, আমি রোজাদার। তারপর তিনি ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়লেন। তারপর উম্মে সুলায়ম রা. ও তার পরিবারের জন্য দোয়া করলেন। ১/২৬৬, باب من زار قوما فلم يفطر عندهم

বিন্নৌরি রহ. বলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী فليصل এর ব্যাখ্যা দুই রাকাত নামাজ আদায় দ্বারা

اذا دعى احدكم وهو صائم فليقل انى صائم এই অনুচ্ছেদের দুটি হাদিসের সারনির্যাস হলো, নফল রোজা দাওয়াত কবুল না করার জন্য ওজর নয়। অবশ্য এই দাওয়াতের কারণে রোজা খতম করা এবং ভঙ্গ করা কিংবা না করার হুকুম অবস্থাভেদে হবে। তারপর যদিও নফল ইবাদত গোপনে করা উত্তম, তবুও দাওয়াতি মেহমানের উচিত দাওয়াত দাতাকে নিজের রোজা সম্পর্কে বলে দেওয়া। যাতে দাওয়াত দাতার কষ্ট-পেরেশানির মাধ্যম না হয়[১৯৪২]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ—৬৫ : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোজা রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৩)

৭৮২ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِّنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

৭৮২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি রমজান ব্যতীত অন্য কোনো মাসের কোনো দিন কোনো মহিলা অনুমতি ব্যতীত রোজা রাখবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু সাইদ রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এ হাদিসটি আবুজ্ জিনাদ-মুসা ইবনে আবু উসমান-তার পিতা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এই নিষেধও তাহরিমি।[১৯৪৩]তবে তা সত্ত্বেও যদি সে রোজা রেখে ফেলে তবে রোজা দুরুস্ত হয়ে যাবে। যদিও গোনাহগার হবে। অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীর মতে এই মাকরূহ তাহরিমি নয়। মালেকিদের মধ্য হতে মুহাল্লাব রহ.ও এই নিষেধাজ্ঞাকে উত্তম সামাজিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করে মাকরূহ তানজিহি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

তারপর যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত রোজা রেখে ফেলে তবে স্বামী তাকে রোজা ভাঙার জন্য বাধ্য করতে পারে। যদিও এমন করা অনুত্তম এবং রোজার সম্মানের বিপরীত।[১৯৪৪]

করেন, সহিহাইনে বর্ণিত উম্মে সুলায়ম রা. এর ঘটনায় বর্ণিত আনাস রা. এর হাদিস দ্বারা, তাদের এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। আর হতেই পারে বা কিভাবে? এ হাদিসের মধ্যে তো পার্থক্য আছে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আনাস রা. এর হাদিসে দাওয়াতি ছিলেন না। সুতরাং দাওয়াতদাতা খাবারের মালেকের কষ্টের কোনো কারণ নেই। আর যিনি বলেছেন যে, অনেক সূত্রে فليصل ركعتين তথা দু'রাকাত নামাজ পড়ো- বর্ণিত হয়েছে- আমি এই বর্ণনাটির ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নই। যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার শরণাপন্ন হওয়াই নির্ধারিত হয়ে যাবে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮২ -সংকলক।

[১৯৪২] কারি রহ. কোনো কোনো আলেম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/১৮২ -সংকলক।

[১৯৪৩] হারাম হওয়ার কারণ, স্বামীর সর্বদা স্ত্রী দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮৪ -সংকলক।

[১৯৪৪] এসব হলো, নববী এবং হাফেজ ইবনে হাজার ও বদরুদ্দিন আইনি রহ. কর্তৃক আলোচনার সারনির্যাস। (নববী, ফাতহুল

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ–৬৬ : রমজানের কাজা দেরি করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৩)

٧٨٣ – عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَقْضِيْ مَا يَكُوْنُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

৭৮৩। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রমজানের যে রোজার দায়িত্ব আমার ওপর হতো তা আমি শুধু শা'বানেই কাজা করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারি-আবু সালামা-আয়েশা রা. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ইমাম দাউদ জাহেরির মতে রোজা তাড়াতাড়ি কাজা করা ওয়াজিব। এমনকি ঈদের পরদিন হতেই কাজা রোজা পালন করা জরুরি। তবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি তাঁর বিরুদ্ধে দলিল। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে রোজা কাজাতে তাড়াতাড়ি করা ওয়াজিব নয়। যদিও উত্তম ও মুস্তাহাব। অবশ্য পরবর্তী রমজান শুরু হওয়া পর্যন্ত এই রোজাগুলো আদায় করা আবশ্যক। এরচেয়ে বেশি বিলম্ব করা বৈধ নয়। তারপর যদি কোনো ব্যক্তি কাজা রোজাগুলো কোনো ওজর ব্যতীত পরবর্তী রমজান হতেও বিলম্ব করে তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কাজার সঙ্গে ফিদিয়া (প্রতিটি দিনের জন্য এক মিসকিনকে খানা খাওয়ানো) ও ওয়াজিব। তবে আবু হানিফা ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এর মতে শুধু কাজাই ওয়াজিব, ফিদিয়া নয়। এটিই শাফেয়ি রহ. এরও একটি বর্ণনা।[১৯৪৫]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ–৬৭ প্রসংগ : রোজাদারের ফজিলত যখন তার সামনে খাওয়া হয় (মতন পৃ. ১৬৩)

٧٨٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْلٰى عَنْ مَوْلاَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ: اَلصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

৭৮৪। **অর্থ :** হজরত লায়লার আজাদকৃত দাসী হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজাদারের সমানে যখন রোজা ভঙ্গকারি কেউ খানা খায়, তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে।

বারি -উমদাতুল কারি : ৯/৪৮৩ হতে) -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮৪ -সংকলক।

[১৯৪৫] এসব তাফসিল আল মুগনি -ইবনে কুদামা : ৩/১৪৪, ১৪৫, مسئلة قال فان لم تمت المفر طة الخ, নববী শরহে মুসলিম : ১/৩৬১, ৩৬২ .باب جواز تاخير قضاء رمضان الخ ও মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮৪, ১৮৫ হতে গৃহীত। সুতরাং আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য এগুলো দ্র.। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. লিখেছেন, শু'বা এই হাদিসটি হাবিব ইবনে জায়দ- তাঁর দাদি উম্মে উমারা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٨٥ - عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ : قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوْا.

৭৮৫। **অর্থ :** হজরত হাবিব ইবনে জায়দ বলেন, আমি আমাদের একটি আজাদকৃত দাসীকে বলতে শুনেছি, যাকে লায়লা বলা হতো। সে কাব রা. এর আনসারি কন্যা উম্মে উমারা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁর কাছে খানা পেশ করেন। তিনি বললেন, তুমি খাও। তারপর তিনি বললেন, আমি রোজাদার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, রোজাদারের ওপর ফেরেশতারা নেক দোয়া করেন যখন তার সামনে খানা খাওয়া হয় অবসর হওয়া পর্যন্ত। অনেক সময় বলেছেন, তাদের তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটি শরিকের হাদিস অপেক্ষা আসাহ।

٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ حَتَّى يَفْرُغُوْا أَوْ يَشْبَعُوْا.

৭৮৬। **অর্থ :** হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ... উম্মে উমারা বিনতে কাব রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি 'তারা অবসর হওয়া অথবা তৃপ্ত হওয়া' পর্যন্ত বাক্য উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উম্মে উমারা হলেন, হাবিব ইবনে জায়দ আনসারি রা. এর দাদি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُوْنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–৬৮ প্রসংগ : ঋতুবতী মহিলার রোজা কাজা করা, নামাজ নয় (মতন পৃ. ১৬৩)

٧٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

৭৮৭। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

ঋতুবতী হতাম। তারপর পবিত্র হতাম। তারপর তিনি আমাদেরকে রোজা কাজা করার নির্দেশ দিতেন। তবে নামাজ কাজা করার জন্য হুকুম দিতেন না। (বু-৬, হায়য : ২০ নং ২২২, মু-৩, হায়য : ১৫, নং ৬৭, ৬৯)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। মুয়াযা সূত্রে আয়েশা রা. হতেও এটি বর্ণিত আছে। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না যে, ঋতুবতী মহিলা রোজা কাজা করবে, নামাজ কাজা করবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উবায়দা হলেন, ইবনে মু'আত্তিব যব্বি কুফি, আবু আবদুল করিমও তার উপনাম আসে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَّةِ مُبَالَغَةِ الْاِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : রোজাদারের জন্য নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে অধিক মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৩)

٧٨٨ – حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ : قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

৭৮৮। **অর্থ :** হজরত লাকিত ইবনে সাবরা রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ওজু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ওজু পূর্ণাঙ্গ করো। আঙুলগুলোর মাঝে খেলাল করো। আর রোজাদার না হলে ভালো করে নাকে পানি দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। আলেমগণ রোজাদারের জন্য নাকে ঔষধ দেওয়া মাকরূহ মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, এটা তার রোজা ভেঙে দিবে। হাদিসে তাঁদের বক্তব্য শক্তিশালীকারক দলিল রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

বেশি করে নাকে পানি দেওয়া হতে রোজা অবস্থায় তাই বারণ করা হয়েছে যে, এর ফলে পানি দেমাগ অথবা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা হয়। এ হতেই ফুকাহায়ে কেরাম এই মূলনীতি উৎসারণ করেছেন যে, যদি কোনো জিনিস দেমাগের মধ্যে অথবা মুখের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে রোজা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক কিছু মাসআলা এতে রয়েছে। প্রথমটি ধূমপানের মাসআলা। দ্বিতীয়টি হলো, ইনজেকশানের মাসআলা।

১. ধূমপানের মাসআলা : ধূমপান অর্থাৎ, ধোঁয়া দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছার যে বিষয়টি এটি যে রোজা ভঙ্গের কারণ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হুক্কা, সিগারেট ইত্যাদি এ কারণেই রোজা ভঙ্গের কারণ যে, এগুলোর মাধ্যমে ধোঁয়া পেটের অভ্যন্তরে এবং দেমাগের মধ্যে পৌঁছে যায়।[১৯৪৬]

[১৯৪৬] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৮৯। তাতে রয়েছে যে, ধোঁয়া দেমাগে প্রবেশ করা রোজা ফাসেদ হওয়ার কারণ নয়। তবে প্রবেশ করানো ফাসেদ হওয়ার কারণ। যেমন, দুররে মুখতার ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

২. রোজাতে ইনজেকশানের শরয়ি হুকুম : ইনজেকশান সম্পর্কে বর্তমান যুগের আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে যে বক্তব্যটির ওপর ফতওয়া এবং যেটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত সেটি হলো, ইনজেকশান রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। যার কারণ, সংক্ষিপ্তাকারে এই- রোজা তখন ফাসেদ হয় যখন কোনো জিনিস পেটের অভ্যন্তরে কিংবা দেমাগের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়।[১৯৪৭] যেমন, আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

অনেক ইনজেকশান এমন হয়ে থাকে যেগুলো দ্বারা ঔষধ পেটের মধ্যে অথবা দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর অনেকটি দ্বারা পৌঁছে না। যদি না পৌঁছে তবে তা দ্বারা রোজা ফাসেদ না হওয়া স্পষ্ট। আর যদি পৌঁছে তবুও সেটি রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। কেনোনা, রোজা ফাসেদ হওয়ার জন্য জরুরি হলো, পেট পর্যন্ত পৌঁছার দ্রব্য মৌলিক ছিদ্র দিয়ে পৌঁছা। মূল ছিদ্র দিয়ে কোনো জিনিস না পৌঁছে অন্যভাবে পৌঁছলে তা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। মালেকুল ওলামা আল্লামা কাসানি রহ. বাদাইউস্ সানায়েতে এ বিষয়টি স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছেন।[১৯৪৮] প্রকাশ থাকে যে, ইনজেকশান দ্বারা যে ঔষধ পেটে পৌঁছে সেটি আসল ছিদ্র দ্বারা পৌঁছে না। সুতরাং এটি রোজা ভঙ্গের কারণ হলো না। এই কারণটি ব্যাপক। সুতরাং ইনজেকশান চাই শিরার হোক অথবা মাংসের একই হুকুম দুটোই।

[১৯৪৭] এ বিষয়টিকেই পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম রহ., আরো বিশদভাবে এভাবে লিখেছেন, 'ডাক্তারদের কাছে হতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইনজেকশানের মাধ্যমে ঔষধ রগের মধ্যে পৌঁছানো হয়। আর রক্তের সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। দেমাগের অভ্যন্তরে অথবা পেটে সরাসরি ঔষধ পৌঁছে না। আর রোজা ফাসেদ হওয়ার জন্য রোজা ভঙ্গকারি জিনিস দেমাগের মধ্যে অথবা পেটের মধ্যে মূল ছিদ্র দ্বারা পৌঁছা জরুরি। কোনো অঙ্গের মধ্যে অথবা শিরা-উপশিরায় পৌঁছা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। সুতরাং ইনজেকশান দ্বারা যে ঔষধ শরিরে পৌঁছানো হয় তা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতগুলো দু'ভাবে প্রায় বরং প্রকৃত অর্থে এই দাবির সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়। প্রথমত ফুকাহায়ে কেরাম জখমের ওপর ঔষধ দেওয়া ব্যাপক আকারে রোজা ভঙ্গের কারণ নয় বলেছেন। বরং মাথার জখম অথবা পেটের জখমের শর্ত লাগিয়েছেন। কেনোনা, এই দুই প্রকার জখম দ্বারাই ঔষধ সরাসরি দেমাগের অভ্যন্তরে অথবা দেহের অভ্যন্তরে পৌঁছে। অন্যথায় শিরার মধ্যে তো অন্যান্য প্রকার যখম দ্বারাও ঔষধ পৌঁছে যায়। দ্বিতীয়ত বহু ফিকহি শাখাগত এবং সর্বজন স্বীকৃত মাসাইল ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এমন রয়েছে, যেগুলোতে ঔষধ ইত্যাদি সাধারণ আকারে দেহের অভ্যন্তরে তো পৌঁছে গেছে, তবে দেমাগের অভ্যন্তরে বা পেটের অভ্যন্তরে মূল ছিদ্র দ্বারা পৌঁছেনি, তা সত্ত্বেও এজন্য এটাকে রোজা ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেননি। যেমন, পুরুষের পেশাবের রাস্তায় ঔষধ অথবা তেল ইত্যাদি দিলে ইমামত্রয়ের ঐকমত্যে রোজা ফাসেদ হয় না। যেমন, আল্লামা শামি রহ. এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন وأفاد انه لو القى فى قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك فى ذلك -শামি : ২/১০৩, খুলাসা : ১/২৫৩ তে আবু বকর বলখী রহ. হতে বর্ণিত আছে। দ্র. আলাতে জাদীদাহ : ১৫৩, ১৫৪।

[১৯৪৮] ২/৯৩, فصل واما ركنه فلإمساك عن الأكل فى الخ। তিনি লিখেন, আর যা কিছু পেটে অথবা দেমাগে আসল ছিদ্র দ্বারা পৌঁছে, যেমন, নাক, কান, পশ্চাদদেশ- যেমন, নাকে ঔষধ ঢুকালো অথবা পশ্চাদদেশে ঢুস লাগাল, কানে ঔষধ ঢুকালো তারপর তা পেটে কিংবা দেমাগে পৌঁছে গেলো, তবে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি পেটে পৌঁছে তবে রোজা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেনোনা, এখানে সুরতগতভাবে ভক্ষণ পাওয়া গেছে। এমনভাবে যখন দেমাগে পৌঁছে যায় তখনও। কেনোনা, এর একটি ছিদ্র পেট পর্যন্ত আছে। সুতরাং এটি পেটের একটি কোনের পর্যায়ভুক্ত হলো। আর যখন পেট অথবা দেমাগে আসল ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোনো ছিদ্র দিয়ে পৌঁছে যেমন, (পেটের অথবা) মাথার জখমে ঔষধ দিল। তাহলে যদি শুকনা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে তবে রোজা ফাসেদ হবে না। কেনোনা, ঔষধ পেটে পৌঁছেনি, দেমাগেও পৌঁছেনি। যদি নিশ্চিত জানতে পারে যে, ঔষধ পেটে পৌঁছেছে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য অনুসারে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে।

মুফতি সাহেব রহ. আল্লামা কাসানি রহ. এর ওপরযুক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতির পর লিখেন, 'বাদাইয়ে'র ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। ১. কোনো জিনিস শরিরের কোনো অংশে প্রবিষ্ট হলে, সাধারণভাবে তা রোজা ফাসেদ করে না। বরং এর জন্য দুটি শর্ত- ১. সে জিনিস পেটের মধ্যে অথবা দেমাগের মধ্যে পৌঁছতে হবে। ২. তা পৌঁছতে হবে আসল ছিদ্র পথে। আর যদি কোনো জিনিস আসল ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোনো রাসায়নিক পদ্ধতিতে পেটের অভ্যন্তরে কিংবা দেমাগে পৌঁছানো হয়, তবে সেটাও রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। ইনজেকশানের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে ঔষধ বা এর প্রভাব পূর্ণ শরিরের প্রতিটি অংশে পৌঁছে যায়; তবে আসল ছিদ্র পথে পৌঁছে না; বরং শিরার পথে পৌঁছে। এ পথ মূল ছিদ্র নয়। (সুতরাং রোজা ভঙ্গের কারণ নয়।) -আলাতে জাদিদা : ১৫৬

অনেকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেন যে, ইনজেকশান দ্বারা দেহে শক্তি আসে, যা রোজার বিপরীত।

জবাব হলো, সাধারণ শক্তি বা স্বতঃস্ফূর্ততা রোজার বিপরীত নয়। বরং সে শক্তি রোজার বিপরীত যা আসল ছিদ্র দ্বারা কোনো জিনিস পেটের অভ্যন্তরে কিংবা দেমাগের অভ্যন্তরে পৌঁছিয়ে অর্জন করা হয়। তা ব্যতীত অন্য কোনো কাজ দ্বারা যদি শক্তি এসে যায় বা স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি হয় কিংবা পিপাসা মিটে তবে এটা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। এ জন্যই রোজাতে গোসল করার অনুমতি আছে। অথচ গোসল করার কারণে লোমকূপগুলো দ্বারা পানি ভেতরে পৌঁছে এবং পিপাসা হ্রাস পায়। তবে যেহেতু এগুলো মূল ছিদ্র নয়, তাই রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। এমনভাবে রোজা অবস্থায় কোনো ঠাণ্ডা স্থানের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। অথচ এর দ্বারাও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ইনজেকশানের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তা সত্ত্বেও যেহেতু ভারতীয় অনেক আলেম ইনজেকশানকে রোজা ভঙ্গের কারণ বলেন, তাই অপ্রয়োজনে সতর্কতা রয়েছে রোজার সময় ইনজেকশান না লাগানোতেই।

হজরত ওয়ালিদ মাজিদ রহ. এর আলাতে জাদিদা[১৯৪৭] গ্রন্থে এই মাসআলাটির পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُوْمُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ-৭০ : কেউ কোনো সম্প্রদায়ের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত যেনো রোজা না রাখে (মতন পৃ. ১৬৩)

٧٨٩ - عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ نَزَلَ عَلٰى قَوْمٍ فَلَا يَصُوْمَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

৭৮৯। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো কওমের মেহমান হয়, সে যেনো তাদের অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখে।

[১৯৪৭] ইদারাতুল মা'আরিফ দারুল উলুম করাচি হতে এই কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে হজরত মুফতি সাহেব রহ. রোজায় ইনজেকশান সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এর শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে (১৫৩-১৫৭) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুফতি আজম রহ. এর এই ফতওয়ার ওপর হাকেমুল উম্মত হজরত থানবি, শায়খুল ইসলাম হজরত মাদানি, আলেমে রব্বানি মাওলানা শায়খ আসগার হুসাইন এবং শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলি রহ. এর সত্যায়ন রয়েছে।

মুফতি সাহেব রহ. এই ফতওয়াতে ইনজেকশান রোজা ভঙ্গের কারণ না হওয়ার বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাও স্পষ্ট করেছেন। এজন্য তিনি লিখেছেন,

'স্পষ্ট বিষয় যে, ইনজেকশানের পদ্ধতি রিসালত যুগে ছিলো না, না আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের যুগে ছিলো। এজন্য এর কোনো সুস্পষ্ট হুকুম না কোনো হাদিসে পাওয়া যেতে পারে, না আয়িম্মায়ে দীনের বক্তব্যে। অবশ্য ফিকহি উসুল ও মূলনীতি আর নজিরগুলোর ওপর কিয়াস করেই এর শরয়ি হুকুম জানা যেতে পারে। সুতরাং এর স্পষ্ট উদাহরণ হলো, যদি কাউকে বিচ্ছু অথবা সর্প দংশন করে, তবে এটা প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় যে, এর ফলে বিষ দেহের অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়। সাপের বিষ তো অধিকাংশ সময় দেমাগের মধ্যেই আছর করে। আবার কোনো কোনো প্রাণী দংশন করলে শরির ফুলে যায়। ফলে বিষ দেহের অভ্যন্তরে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে বিশ্বের কোনো ফকিহ আলেম এটাকে রোজা ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেন না। এটা ইনজেকশানের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। বরং শোনা গেছে যে, ইনজেকশানের আবিষ্কারও এভাবে হয়েছে যে, বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের পরীক্ষা করতে করতে এই ফল পর্যন্ত পৌঁছা গেছে যে, ঔষধের তাৎক্ষণিক আছর এভাবে শরিরে পৌঁছানো যেতে পারে। সাপ, বিচ্ছু এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীগুলোর দংশনকে দুনিয়ার কেউ রোজা ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেননি। এর কারণ, সেটাই হতে পারে যা বাদায়িয়ের বরাতে কেবলমাত্র গেলো যে, এই বিষ যদিও শরিরের সর্বাংশে পৌঁছেছে; তবে মূল ছিদ্রপথ দিয়ে পৌঁছে নি। এজন্য রোজা ভঙ্গের কারণ নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি منكر। কোনো সেকাহ বর্ণনাকারিকে এ হাদিসটি হিশাম ইবনে উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। মুসা ইবনে দাউদ-আবু বকর মাদীনি-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা রা.- সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটিও জয়িফ। আবু বকর মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। আর আবু বকর মাদিনি যিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তার নাম হলো, ফজল ইবনে মুবাশশির। তিনি এর চেয়ে অধিক সেকাহ ও অধিক প্রাচীন।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক এ হাদিসটি মুনকার। যদি এটি প্রমাণিতও হয়ে যায়, তবুও উত্তম সামাজিকতা ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেনোনা, মেহমানের রোজা মেজবানের কষ্টের কারণ হবে। কেনোনা, এর জন্য সেহরি এবং ইফতারের বিশেষ ব্যবস্থার প্রতি তাকে গুরুত্বারোপ করতে হবে।[১৯৫০]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ–৭১ : ইতেকাফ প্রসংগে[১৯৫১] (মতন পৃ. ১৬৪)

[১৯৫০] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯১। আবু তায়্যিবের ব্যাখ্যায় আছে- তাদের অনুমতি ব্যতীত রোজা রাখবে না। যাতে তার রোজার কারণে তাদের কষ্ট না হয়। কেনোনা, এর ফলে সময়ের শর্তারোপ থাকবে, রোজাদারকে খানা দিতে হবে, তবে রোজাদার না হলে সে তাদের সঙ্গে তাই খাবে যা তারা খায়। সুতরাং তাদের কোনো কষ্ট হবে না। তাছাড়া মেহমানের আদব হলো, মেজবানের আনুগত্য করা। যখন এর বিরোধিতা করবে তখন আদব বর্জন করা হবে। -শুরূহে আরবা'আ : ২/১৩৫ -সংকলক।

[১৯৫১] ইতেকাফের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো জিনিসের কাছে অবস্থান করা এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরা। কোনো জিনিসের ওপর নিজেকে আটকে রাখা। এ হতেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এরশাদ, ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী, يعكفون على اصنام لهم শরিয়তে এর অর্থ হলো, রোজা ও নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করা, তাতে থাকা। -তাবয়িনুল হাকায়িক : ১/৩৪৭, বাবুল ইতেকাফ।

নফল ইতেকাফের ন্যূনতম সময় হলো, আবু হানিফা রহ. এর মতে একদিন। ইমাম মালেক রহ. এর এক বর্ণনা এটিই। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে দিনের অধিকাংশ সময়। অথচ ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও শাফেয়ি রহ. এর মতে এক মুহূর্ত। ইমাম আহমদ রহ. এরও এক বর্ণনা এটিই। -উমদাতুল কারি : ১১/১৪০, কিতাবুল ইতেকাফ।

কাসানী রহ. লিখেন, ইমাম হাসান আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, নফল ইতেকাফ রোজা ব্যতীত সহিহ হবে না। আমাদের মাশায়িখের মধ্যে অনেকে এই বর্ণনাটির ওপর নির্ভর করেছেন। জাহেরি বর্ণনা অনুসারে নফল ইতেকাফ সম্পর্কে আমাদের আসহাব হতে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী এর জন্য এক দিন নির্দিষ্ট। আরেক বর্ণনা অনুসারে সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট। এটা হলো, আসলের বর্ণনা। -বাদায়িউস্ সানায়ে' : ২/১০৯, كتاب الإعتكاف، فصل وأما شرائط الله صحته

প্রধান এটাই যে, নফল ইতেকাফের জন্য সময়ের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং যতোটুকু সময় মসজিদে ইতেকাফের নিয়তে অবস্থান করবে সেটা ইতেকাফ হয়ে যাবে। অবশ্য রমজানুল মুবারকে যে ইতেকাফ সুন্নত তার জন্য দশ দিন সময় নির্ধারিত। এর কমে সুন্নত আদায় হবে না। তাবয়িন নামক গ্রন্থ হতে তাই স্পষ্ট হয়। ১/৩৪৮, باب الا عتكاف وغيره

ইতেকাফ তিন প্রকার- ১. সুন্নত ইতেকাফ। সেটি হলো, যে ইতেকাফ শুধু রমজানুল মুবারকের শেষ দশকে ২১ তারিখ রাত হতে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত করা হয়। যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এ দিনগুলোতে ইতেকাফ করতেন, সেহেতু এটাকে সুন্নত ইতেকাফ বলা হয়। এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। অর্থাৎ, একটি জনপদে বা মহল্লায় কোনো একজনও যদি ইতেকাফ করে তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসীর পক্ষ হতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি পুরো মহল্লার কেউ ইতেকাফ না করে তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসীর ওপর সুন্নত তরকের গুনাহ হবে। -আহকামে ইতেকাফ : ৩০, ৩১, শামি সূত্রে।

٧٩٠ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

৭৯০। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওফাত দানের আগ পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উবাই ইবনে কাব, আবু লায়লা, আবু সাইদ, আনাস ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

٧٩١ - عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكِفِهِ.

৭৯১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতেকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামাজ আদায় করে তারপর ইতেকাফ স্থানে প্রবেশ করতেন।

চলপি রহ. লিখেন,

(قوله لإن النبى صلى الله عليه وسلم واظب عليه فى العشر الأخير من رمضان)

'কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে সর্বদা এই ইতেকাফ করতেন।'

অর্থাৎ, ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁরপর তাঁর স্ত্রীগণ ইতেকাফ করেছেন। সুতরাং একবারও বিনা তরকে সর্বদা এ কাজটি করা এবং যারা করেনি তাদের প্রতি কোনো প্রকার অস্বীকৃতি বা প্রতিবাদ সাহাবায়ে কেরাম হতে না থাকা- এটা সুন্নত হওয়ার দলিল। অন্যথায় এটা হতো ওয়াজিব হওয়ার দলিল। -হাশিয়া চলপী আলাত্ তাবয়িন : ১/৩৪৭, বাবুল ইতেকাফ।

প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রমজানে দুইবার ইতেকাফ ছুটেছিলো। যার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ তা'আলা باب ما جاء فى الأعتكاف اذا خرج منه এর অধীনে আসবে।

২. নফল ইতেকাফ। তথা যেটি যে কোনো সময় করা যায়।

৩. ওয়াজিব ইতেকাফ। অর্থাৎ, যে ইতেকাফ মানত মানার ফলে ওয়াজিব হয়ে গেছে। (প্রকাশ থাকে যে, কোনো ইবাদত সম্পাদন করার জন্য মনে মনে ইচ্ছা করলে মানত হয় না। বরং মানতের শব্দ যবানে উচ্চারণ করা জরুরি। শুধু মনের ইচ্ছা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া জবানেও শুধু প্রকাশ করা যথেষ্ট নয়। বরং এমন কোনো বাক্য ব্যবহার করা জরুরি, যার অর্থ এই হয় যে, আমি ইতেকাফ নিজের জিম্মায় আবশ্যক করে নিয়েছি।) অথবা কোনো সুন্নত ইতেকাফকে নষ্ট করার কারণে এর কাজা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

ইতেকাফের ওপরযুক্ত তিন প্রকারের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. তাবয়িনুল হাকায়িক : ১/৩৪৮, বাবুল ইতেকাফ, মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯১, ১৯২, আহকামে ইতেকাফ -উস্তাদে মুহতারাম (দা.ই.)।

ইতেকাফের জন্য জরুরি হলো, মুসলমান ও জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং কাফের এবং পাগলের ইতেকাফ দুরুস্ত নেই। অবশ্য নাবালেগ বাচ্চা যেমনভাবে নামাজ রোজা আদায় করতে পারে এমনভাবে ইতেকাফও করতে পারে। মহিলাও যদি নিজ ঘরে ইবাদতের বিশিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে সে সেখানে ইতেকাফ করতে পারে। অবশ্য তার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া জরুরি। তাছাড়া হায়জ নেফাস হতেও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। ওয়াজিব ইতেকাফ ও সুন্নত ইতেকাফে রোজাদার হওয়াও শর্ত। অবশ্য নফল ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। দ্র. বাদাইউস্ সানায়ে' : ২/১০৮, ১০৯,كتاب الإعتكاف، فصل واما شرائط صحته আহকামে ইতেকাফ : ২৯। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আমরা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল আকারে বর্ণিত আছে। মালেক প্রমুখ এটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওজায়ি রহ. এটি সুফিয়ান সাওরি-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ- আমরা সূত্রে আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেন, কেউ যখন ইতেকাফ করার ইচ্ছা করবে তখন ফজর পড়ে তারপর তার ইতেকাফ স্থলে প্রবেশ করবে। এটি আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, যখন কেউ ইতেকাফ করার ইচ্ছা করবে তখন আগামী যে দিনের ইতেকাফের ইচ্ছা করছে সে (দিনের পূর্বেকার) রাতের সূর্য যেনো অস্তমিত হয় এবং সে রাতেই তার ইতেকাফ স্থলে বসে যাবে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও মালেক ইবনে আনাস রহ. এর মাজহাব।

দ্বিতীয় হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করে আওজায়ি রহ. বলেন, ইতেকাফ শুরু হয় ২১ তারিখ ফজর হতে। ইমাম যুফার রহ. এর বক্তব্যেও এটাই। ইমাম আহমদ ও লাইছ রহ. এরও একেকটি বর্ণনা অনুরূপ। শাফেয়িদের মধ্য হতে ইবনুল মুনজির রহ.ও পছন্দ করেছেন এটাই।[১৯৫২]

তবে ইমামত্রয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাব হলো, ইতেকাফ শুরু হয় একুশ তারিখ রাত্র হতে। সুতরাং ইতেকাফকারির জন্য সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করা উচিত। মুহাম্মদ রহ. এরও একটি বর্ণনা এটি।[১৯৫৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিল এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত, আয়েশা রা. এর প্রথম হাদিসটি। অর্থাৎ, ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله। বস্তুত শেষ দশক তখনই পূর্ণ হয় যখন একুশ তারিখ রাত্রকেও ইতেকাফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যথায় চাঁদ ত্রিশা গেলে শুধু নয় রাত আর উনত্রিশ শা গেলে শুধু আট রাত হতে যাবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه এর যে বিষয়টি -এর ব্যাখ্যা হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ তো একুশ তারিখ রাতের পূর্বেই করতেন,

---

[১৯৫২] এই মাজহাবটির একটি দলিল ইবনে কুদামা হাম্বলি রহ. এই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, فمن شهد منكم الشهر فليصمه। আর রোজা ফজর উদয়ের পূর্বেই কেবল আবশ্যক হয়। তাছাড়া রোজা ইতেকাফের শর্ত। সুতরাং এর শর্তের পূর্বে তা শুরু করা বৈধ নয়। -আল-মুগনি : ৩/২১১, مسئلة ومن نذر ان يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس

তবে স্পষ্ট বিষয় হলো, এই দলিল সহিহ নয়। কেনোনা, ইতেকাফের জন্য রোজা আপন স্থানে শর্ত। আর রোজার স্থান হলো দিন, রাত নয়। সুতরাং যেমনভাবে পরবর্তী রাতগুলোতে রোজা না থাকা ইতেকাফের বিপরীত নয়, এমনভাবে এই রাতেও নয়। তাছাড়া যেমনভাবে অন্যান্য দিনের ইতেকাফ এগুলোর রাত ব্যতীত ধর্তব্য নয়, এমনভাবে ২১ তারিখের ইতেকাফও এর রাত ব্যতীত ধর্তব্য না হওয়া উচিত। এই অনুচ্ছেদের প্রথম হাদিস- 'তিনি শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন' এর ওপর আমলও ২১ তারিখের রাতে ইতেকাফ ব্যতীত হবে না। যেমন, এর বিস্তারিত বিবরণ অতি শীঘ্রই মূলপাঠে আসছে। -সংকলক।

[১৯৫৩] العشر. ة ছাড়া- রাতগুলোর সংখ্যা। কেনোনা, এটি স্ত্রীলিঙ্গের সংখ্যা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وليال عشر। আর এই দশ দিনের প্রথম রাত্রি হলো, ২১ তারিখের রজনী। এই মন্তব্য করেছেন, আল্লামা মুয়াফ্ফাক রহ. মুগনিতে। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯৩ -সংকলক।

তবে বিশ্রামের পরিবর্তে পূর্ণ রাত নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন।[১৯৫৪] তাই ইতেকাফি স্থলে তাশরিফ নেওয়া হতো একুশ তারিখ ফজরের পর।[১৯৫৫]

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হাদিসে ফজর দ্বারা উদ্দেশ্য ২০ তারিখের ফজর। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হতেই মসজিদে চলে যেতেন ইতেকাফ স্থালের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে।[১৯৫৬]

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ-৭২ : লাইলাতুল কদর প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৪)

৭৯২ - عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৭৯২। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন এবং তিনি বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত উমর, উবাই ইবনে কাব, জাবের ইবনে সামুরা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমর, ফালাতান ইবনে আসেম, আনাস, আবু সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, আবু বকরা, ইবনে আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। তাঁর বক্তব্য يجاور এর অর্থ হলো, ইতেকাফ করতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিকাংশ বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'তোমরা শবে কদর তালাশ করো, শেষ দশকের প্রতিটি বেজোড় (রাতে)।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সেটি হলো, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত এবং রমজানের শেষ রাত্রি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, এটা যেনো আমার মতে আল্লাহ ভালো জানেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা জিজ্ঞেস করা হতো সে অনুপাতে জবাব দিতেন। তাকে বলা হতো আমরা কি তা অমুক রাতে তালাশ করবো? তিনি বলতেন হ্যাঁ, তোমরা তা অমুক রাতে তালাশ করো।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমার মতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা হলো, একুশ তারিখের রাত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি কসম খেয়ে বলতেন, এটা হলো, ২৭ তারিখের রাত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ রজনীর আলামত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তা গণনা করেছি ও স্মরণ রেখেছি। আবু কিলাবা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে স্থানান্তরিত হয়।

[১৯৫৪] বিশেষত এজন্য যে, এটি বেজোড় রাত হতো। -সংকলক।

[১৯৫৫] এ ব্যাখ্যাটির জন্য দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯৫ -সংকলক।

[১৯৫৬] এই ব্যাখ্যাটিও যৌক্তিক। কেনোনা, বর্ণনায় ২১ অথবা ২২ তারিখের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে কিতাব ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এই ব্যাখ্যাটি আহকারের অসম্পূর্ণ তালাশের পর পাওয়া গেলো না। -সংকলক।

আবদ ইবনে হুমাইদ-আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-আইয়্যুব-আবু কিলাবা সূত্রে এ হাদিস বর্ণিত আছে।

٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ : قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنِّي عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ! قَالَ بَلٰى أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيْحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا وَاللهِ ! لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَلٰكِنْ كَرِهَ أَنْ يُّخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا.

৭৯৩। **অর্থ :** হজরত আবু জর বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব রা. কে বললাম, আবুল মুনজির! আপনি কিভাবে জানলেন যে, এটা হলো, সাতাশ তারিখের রাত্রি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, এটি এমন একটি রাত যার সকালে সূর্য এমন অবস্থায় উদিত হবে যে তার মধ্যে আলো থাকবে না। সুতরাং আমরা সেটি গুণে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহর কসম! ইবনে মাসউদ রা. জেনেছেন যে, এই রাতটি রমজানে এবং এটি হলো, সাতাশ তারিখের রাত। তবে তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করা অপছন্দ করেছেন, তাহলে তোমরা এর ওপর ভরসা করে বসবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

٧٩٤ - حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ : قَالَ : ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرَةَ فَقَالَ : مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِلْتَمِسُوْهَا فِيْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِيْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِيْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِيْ ثَلَاثٍ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ قَالَ : وَكَانَ أَبُوْ بَكْرَةَ يُصَلِّيْ فِي الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِيْ سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اِجْتَهَدَ.

৭৯৪। **অর্থ :** হজরত আবদুর রহমান বলেন, আবু বকরা রা. এর কাছে লাইলাতুল কদরের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ হতে শোনার পর শুধুমাত্র শেষ দশক ব্যতীত অন্য কোনো সময় খুঁজবো না। কেনোনা, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা তা অন্বেষণ করো নয় দিন অবশিষ্ট থাকতে, অথবা সাত দিন অবশিষ্ট থাকতে অথবা পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে, বা তিন দিন অবশিষ্ট থাকতে কিংবা শেষ রাতে। তিনি বলেন, আবু বকরা রা. রমজানের বিশ দিনে বছরের অন্য দিন যেমন নামাজ পড়তেন অনুরূপ নামাজ আদায় করতেন। তারপর যখন (শেষ) দশক প্রবেশ করতো তখন প্রচুর কষ্ট করতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

লাইলাতুল কদরকে লাইলাতুল কদর নামকরণের কারণ হলো, হয়তো এই রাতে রিজিক ও মৃত্যুক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। অথবা এর অর্থ হলো, মহান সম্মানিত এই রাত।[১৯৫৭]

[১৯৫৭] মুফতি সাহেব রহ. সূরা আল কদরের তাফসিরে লিখেন,

'কদরের এক অর্থ আজমত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। জুহরি প্রমুখ আলেম এ স্থানে এ অর্থটিই নিয়েছেন এবং এই রাতটিকে লাইলাতুল কদর আখ্যায়িত করার কারণ হলো, এর আজমত ও মর্যাদা। আবু বকর ওয়াররাক রহ. বলেছেন, এই রাতটিকে

শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। হজরত ইবনে কাসির রহ. নিজ তাফসিরে[১৯৫৮] বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে বনি ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যাকে দীর্ঘ হায়াত দান করা হয়েছে। তিনি তা দ্বারা উপকৃত হয়ে খুব ইবাদত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে নিজেদের জীবনকাল কম হওয়ার কারণে সীমাহীন আক্ষেপ করতে লাগলেন। যার ফলে সূরা কদর নাজিল হলো এবং শুভ সংবাদ দেওয়া হলো-[১৯৫৯] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 'লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।'

লাইলাতুল কদর নির্ণয়ে ভীষণ মতপার্থক্য রয়েছে। এমন কি এ বিষয়ে ৫০টির কাছাকাছি বক্তব্য গণনা করা হয়েছে।[১৯৬০] তার মধ্যে একটি বক্তব্য এটিও যে, এটি পূর্ণ বছর ঘুরতে থাকে। এ বক্তব্যটি হজরত আবদুল্লাহ

লাইলাতুল কদর এজন্য বলা হয়েছে, যে লোকের এর পূর্বে স্বীয় বে-আমলির কারণে কোনো কদর ও মূল্য ছিলো না, এই রাতে তওবা-ইসতেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সে মর্যাদা ও কদরের অধিকারি হয়ে যায়।

কদরের দ্বিতীয় অর্থ তাকদির ও হুকুমও আসে। এ অর্থ হিসেবে লাইলাতুল কদর বলার কারণ এই হবে যে, এই রাতে সমস্ত মাখলুকাতের জন্য যা কিছু আদিহীন বা অনাদি তাকদীরে লেখা হয়েছে এর যতোটুকু অংশ এ বছর রমজানের পূর্বে রমজান পর্যন্ত ঘটবে সেগুলো মাখলুকাতের ব্যবস্থাপনাও হুকুম বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট ফেরেশতার কাছে অর্পণ করা হয়। এতে প্রতিটি মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাদেরকে লিখিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি যার এ বছর হজ্জ নসিব হবে তাও লিখে দেওয়া হয়। -মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৭৯১। তাছাড়া দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/২২১, باب فضل القدر উমদাতুল কারি : ১১/১২৮, ১২৯, باب فضل ليلة القدر -সংকলক।

[১৯৫৮] ৪/২৩২, তাফসির সূরা কদর, ছাপা : دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى-সংকলক।

[১৯৫৯] সূরা আল-কদর, আয়াত : ৩, পারা : ৩০। হজরত ইবনে আবু হাতিম মুজাহিদ হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি ইসরাইলের এক মুজাহিদের হাল উল্লেখ করেছেন। যিনি এক হাজার মাস পর্যন্ত লাগাতার জিহাদে রত ছিলেন। কখনও নিরস্ত্র হননি। মুসলমানরা এটি শুনে বিস্ময়াভিভূত হলেন। এর ফলে সূরা কদর নাজিল হলো। যাতে এই উম্মতের জন্য শুধু এক রাতের ইবাদতকে সে মুজাহিদের সারা জীবনের ইবাদত তথা এক হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে জারির মুজাহিদের বর্ণনায় অন্য আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, বনি ইসরাইলের এক আবেদের এই হাল ছিলো যে, তিনি সারা রাত ইবাদতে রত থাকতেন। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। সারাদিন জিহাদে রত থাকতেন। এক হাজার মাস তিনি এই লাগাতার ইবাদতে সময় ব্যয় করেন। এর ওপর আল্লাহ তা'আলা সূরা কদর অবতীর্ণ করে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব সবার ওপর দলিল করলেন। এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বৈশিষ্ট্য। -মাজহারি।

আল্লামা ইবনে কাসির এই বক্তব্যটি (যে শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদির বৈশিষ্ট্য) ইমাম মালেক রহ. এর বলে বর্ণনা করেছেন। আর কোনো কোনো শাফেয়ি মতাবলম্বী ইমাম এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত লিখেছেন। খাত্তাবি এর ওপর ইজমার দাবি করেছেন। তবে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এতে মতপার্থক্য করেছেন। ইবনে কাসির হতে গৃহীত। দ্র. মা'আরিফুল কোরআন : ৮/৭৯১, সূরাতুল কদর।

[১৯৬০] লাইলাতুল কদর সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্যটি শী'আদের। মুতাওয়াল্লি 'তাতিম্মা'তে রাফেজিদের হতে এটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ফাকিহানি শরহুল উমদাতে হানাফিদের হতে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, হানাফিদের হতে এই বিবরণ সহিহ নয়। -উমদাতুল কারি : ১১/১৩২, باب التماس ليلة القدر فى السبع أو الخر ২. এটি সে এক বছরের সঙ্গে খাস যে বছরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সংঘটিত হয়েছিলো। ৩. এই উম্মতের সঙ্গে খাস। এটি পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায়নি। ৪. প্রত্যেক বছর সম্ভব। এর বিস্তারিত বিবরণ মূলপাঠে আসবে। ৫. রমজানের সঙ্গে খাস এবং রমজানের সব রাত্রেই সম্ভব। ৬. রমজানের কোনো অস্পষ্ট রাতে নির্ধারিত। ৭. রমজানের প্রথম রাত। ৮. রমজানের ১৫ তারিখের রাত্র। ৯. শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্র। ১০. রমজানের ২৭ তারিখের রাত্র। ১১. মধ্য দশকের অস্পষ্ট রাত্র। ১২. ১৮ তারিখের রজনী। ১৩. ১৯ তারিখের রজনী। ১৪. শেষ দশকের প্রথম রাত্রি। ১৫. যদি মাস পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে ২০ তারিখের রাত্রি। আর অসম্পূর্ণ হলে ২১ তারিখের রাত্রি। ১৬. ২২ তারিখের রাত্রি। ১৭. ২৩ তারিখ রজনী। ১৮. ২৪ তারিখ রজনী। ১৯. ২৫ তারিখ রজনী। ২০. ২৬ তারিখ রজনী। ২১. ২৭ তারিখ রজনী। এর তাফসিল বিস্তারিত আকারে মূলপাঠে আসবে। ২২. ২৮ তারিখ রজনী।

ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং ইকরামা প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে। কাজি খান ও আবু বকর রাযী রহ. এর বিবরণ অনুযায়ী আবু হানিফা রহ. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা।

শায়খে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি রহ.ও এই বক্তব্যটি অবলম্বন করেছেন। তিনি লিখেছেন,[১৯৬১] আমি স্বয়ং লাইলাতুল কদর দেখেছি কোনো বার রবিতে (রবিউল আউয়াল বা সানিতে) আবার কোনো বার শা'বানে আর বেশির ভাগ রমজানে ও এর শেষ দশকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাব হলো, এটি রমজানের শেষ দশকের বিশেষত বেজোড় রাত্রে ঘূর্ণায়মান থাকে। তারপর এ বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে যে, কোনো রাত্রে এর বেশি আশা করা যায়। অনেকে ২১ তারিখের রাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ তেইশ তারিখের রাতকে। শাফেয়িদের হতে এ দুটি বক্তব্য বর্ণিত আছে। অধিকাংশের মতে ২৭ তারিখ রাত্রে লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনা বেশি। আবু হানিফা রহ. এরও একটি বর্ণনা এমনটি।

সারকথা, লাইলাতুল কদর গোপন[১৯৬২] রাখার মধ্যে হিকমত এটাই যাতে এর তালাশে বিশেষভাবে

---

২৩. ২৯ তারিখ রজনী। ২৪. ৩০ তারিখ রজনী। ২৫. শেষ দশকের বে-জোড় রাতগুলো। ২৬. পূর্বের বক্তব্যের মতো। তবে এতে অতিরিক্ত শেষ রাত্রিও আছে। ২৭. পূর্ণ শেষ দশকে স্থানান্তরিত হয়। ২৮. শেষ দশকে হয়। তবে বেশি আশা করা যায় ২১ তারিখের রাত্রিতে। ২৯. শেষ দশকে। তবে অধিক আশা করা যায় ২৩ তারিখের রজনীতে। ৩০. শেষ দশকে। তবে অধিক আশা করা যায় ২৭ তারিখের রাত্রে। ৩১. শেষ ৭ দিনের রাত্রে স্থানান্তরিত হয়।

ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? -এর বিবরণ ইবনে উমর রা. এর হাদিসে (অর্থাৎ, ১৭ নম্বর বক্তব্যের অধীনে। -সংকলক।) এসেছে। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? মাসের শেষে সাত দিনের রাত্রি, না মাস হতে গণনা করে সাত দিনের শেষ দিন? এ হতে ৩২ নম্বর বক্তব্য বের হয়। ৩৩. শেষ অর্ধাংশে স্থানান্তরিত হয়। ৩৪. ১৬ অথবা ১৭ তারিখ রজনী। ৩৫. ১৭, অথবা ১৯ কিংবা ২১ তারিখ রজনী। ৩৬. রমজানের প্রথম রাত্রি কিংবা শেষ রাত্রি। ৩৭. প্রথম রাত্রি অথবা নবম রাত্রি। অথবা ১৭ তম রাত্রি, অথবা ২১ তারিখের রাত্রি, কিংবা শেষ রাত্রি। ২৮. ১৯ তারিখের রাত্রি অথবা ১১ বা ২৩ তারিখের রাত্রি। ৩৯. ২৩ তারিখের রাত্রি কিংবা ২৭ তারিখের রাত্রি। ৪০. ২১ অথবা ২৩ অথবা ২৫ তারিখের রাত্রি। ৪১. রমজানের শেষ সাত দিনে সীমাবদ্ধ। ৪২. ২২ অথবা ২৩ তারিখের রাত্রি। ৪৩. মধ্যম দশকের এবং শেষ দশকের জোড় রাত্রিগুলোতে। ৪৪. শেষ দশকের তৃতীয় রাত্রি অথবা পঞ্চম রাত্রি। ৪৫. দ্বিতীয় অর্ধাংশের প্রথম দিকে ৭ অথবা ৮ তারিখে। ৪৬. প্রথম রাত্রি অথবা শেষ রাত্রি অথবা বেজোড় রাত্রি। ৪৭. সহিহ হলো, এটা অজানা। ৪৮. ২৪ অথবা ২৭ তারিখের রাত্রি। এ হলো, ইবনে হাজার রহ. এর ফাতহুল বারি (৪/২২৭-২৩১,باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر) এর আলোচনার সারনির্যাস। সুতরাং এসব বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে। অনুরূপভাবে উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১৩১, باب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر

এর অধিকাংশ বক্তব্য একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে প্রায় ২৫টি বক্তব্য হয়। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯৫। ইবনে হাজার রহ. তার বক্তব্য 'وبعضها يمكن رده الى بعض وان كان ظاهرها التغاير' দ্বারা ফাতহুল বারিতে (৪/২৩১) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। -সংকলক

[১৯৬১] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/১৯৭, ১৯৮, ফুতূহাত -ইবনুল আরাবি (১/৬৫৮, ছাপা : দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা আল-কুবরা।) এর উদ্ধৃতিতে। -সংকলক।

[১৯৬২] অনেক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুনির্দিষ্টভাবে শবে কদর সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছিলো। তবে যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এই রজনী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বের হলেন, তখন দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। যার ফলে শবে কদর নির্ণয় তুলে নেওয়া হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। -সহিহ বোখারিতে (১/২৭১, باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس) হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন। তারপর দুই মুসলমান ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তখন তিনি বললেন, আমি বেরিয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। তারপর অমুক অমুক ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হলো। হতে পারে এতে তোমাদের কোনো কল্যাণ হবে। সুতরাং তোমরা তা তালাশ করো........। তাছাড়া সহিহ মুসলিমে (১/৩৭০, باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها الخ)

ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকে।

প্রশ্ন : অধিকাংশের মাজহাব (শবে কদর শেষ দশকে অথবা এর বেজোড় রাত্রিগুলোতে হয়।) এর ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কোরআনে কারিমের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, লাইলাতুল কদর কোরআন নাজিলের রাত এবং বদরের রাত একই তারিখে হয়েছে। কেনোনা, এক দিকে বলা হয়েছে- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ[১৯৬৩]। অপরদিকে বলা হয়েছে- وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ[১৯৬৪]। যা দ্বারা বোঝা গেলো, যে রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে সেটি শবে কদরও ছিলো, আর এই তারিখেই বদরের যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। এদিকে সিরাত গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধ হয়েছে রমজানের ১৭ তারিখে।[১৯৬৫] সুতরাং শবে কদর শুধু শেষ দশকে অথবা এর বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান- এই বক্তব্য করা কিভাবে যথার্থ হতে পারে? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট কোনো জবাব আহকারের নজরে পড়েনি। অবশ্য হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এর আলোচনা হতে জবাব বুঝে আসে। তিনি বলেন[১৯৬৬], বস্তুত লাইলাতুল কদর দুটি। একটিতে রিজিক এবং মৃত্যুর সময়ের কাজ ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়।[১৯৬৭] এই রাতটি সারা বছরে ঘূর্ণায়মান থাকে। সুতরাং এটা রমজানে হওয়া আবশ্যক না। যদিও প্রবল ধারণা এটা সম্পর্কেও রমজানেই হওয়ার। কোরআন মাজিদও পরিপূর্ণরূপে এই রাতে দুনিয়ার আসমানে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে তখনও এই রাত্র রমজানেই ছিলো।

দ্বিতীয় লাইলাতুল কদর হলো, যেটি রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে ঘূর্ণায়মান থাকে।

জবাব : এবার ওপরযুক্ত প্রশ্নের জবাব এই হবে যে, কোরআন নাজিল ও বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো প্রথম প্রকার লাইলাতুল কদরে। যা সে বছর রমজানের ১৭ তারিখে হয়েছিলো। সুতরাং উভয় আয়াতের অর্থে কোনো প্রকার বৈপরিত্য নেই। তবে লাইলাতুল কদর দুটি হওয়ার ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর কোনো দলিল মিলেনি। যদিও অনেক সুফি সাধকের কাশ্‌ফ দ্বারা এর সমর্থন হয়। যেমন, শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রহ. এর কাশফের কথা পেছনে উল্লেখিত হয়েছে। তবে স্পষ্ট হলো যে, এসব কাশফ শরিয়ত মতে দলিল নয়। সুতরাং শুধু এর ভিত্তিতে লাইলাতুল কদর একাধিক মেনে নেওয়া مشكل। অবশ্য প্রমাণগুলোর পারস্পরিক

হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের মধ্যম দশকে ইতেকাফ করলেন লাইলাতুল কদর স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে তা অন্বেষণের উদ্দেশে। রাবি বলেন, যখন আমরা তা খতম করলাম তখন আমাদেরকে তাবু টানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। তারপর তাবু ভেঙে ফেলা হলো। তারপর তার কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে। তারপর আবার ইতেকাফ শুরু করার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফলে তা আবার করা হলো। তারপর তিনি লোকজনের সামনে বেরিয়ে বললেন, হে লোক সকল! লাইলাতুল কদর আমার কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম। তারপর দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে এলো। তাদের দুজনের সঙ্গে ছিলো শয়তান। ফলে আমাকে লাইলাতুল কদর ভুলিয়ে দেওয়া হলো। সুতরাং তোমরা তা রমজানের শেষ দশকে তালাশ করো। -সংকলক।

[১৯৬৩] সূরা কদর, আয়াত : ১, পারা : ৩০ -সংকলক।

[১৯৬৪] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪১, পারা : ১০। এই আয়াতে يوم الفرقان বা 'ফয়সালার দিবস' দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিন উদ্দেশ্য। দ্র. তাফসিরে উসমানি -সংকলক।

[১৯৬৫] আল-কামিল -ইবনে আছির। আর দ্বিতীয় সনে হয়েছে ১৭ই রমজানে বদরের বড় যুদ্ধের ঘটনা। আর অনেকে বলেছেন, ১৯ তারিখে শুক্রবারে হয়েছে। (২/১১৬ ذكر غزوة بدر الكبرى -সংকলক।)

[১৯৬৬] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ২/৫৫, امور تتعلق بالصوم-সংকলক।

[১৯৬৭] এরশাদ রয়েছে, فيها يفرق كل امر حكيم। সূরা দুখান, আয়াত : ৪, পারা : ২৫ -সংকলক।

বিরোধের সময় সাধারণত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বর্ণনাগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার ওপর প্রয়োগ করা হয়। এমনভাবে এখানেও এ কথা বলা যেতে পারে।

এসব আলোচনা তখনকার যখন সিরাত লেখকদের এই বর্ণনা গ্রহণ করা হয় যে, বদরের যুদ্ধ হয়েছে ১৭ তারিখে। অন্যথায় এসব বর্ণনার ভ্রমের সম্ভাবনা রয়েছে।[১৯৬৮]

তারপর যদি وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট আয়াত উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না।[১৯৬৯]

روى عن ابى ان كعب انه كان يحلف انها ليلة سبع و عشر ين ويقول اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا و حفظنا

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. এর পরবর্তী বর্ণনায় এই আলামতটি বর্ণিত আছে,

عن زر قال قلت لابى ابن كعب انى علمت ابا المنذر انها ليلة سبع عشرين قال بلى اخبر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليلة صبيحتها تطلع الشمش ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا[১৯৭০]

٧٩٥ – عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُوْقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

৭৯৫। হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারকে রমজানের শেষ দশকে জাগাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

٧٩٦ – عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.

৭৯৬। হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে এমন কষ্ট করতেন যা অন্য সময় করতেন না।

[১৯৬৮] যেমন, এই যুদ্ধের তারিখ সংক্রান্ত মূল মতপার্থক্য তো তখন হতেই ছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় ১৩ তারিখ, কোনোটিতে ১৬, কোনোটিতে ১৭ আর কোনোটিতে ১৯ তারিখের উল্লেখ রয়েছে। দ্র. আদ্ দুররুল মানসুর ফিত্ তাফসিরি বিল মাছুর : ৩/১৮৮, واعلموا انما غنمتم الخ আয়াতের তাফসির। সূরা আনফাল এবং আল-কামিল -ইবনে আছীর : ২/১১৬। যদিও এমন কোনো বর্ণনা নজরে পড়েনি যা দ্বারা জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধ রমজানের শেষ দশকে হয়েছে। -সংকলক।

[১৯৬৯] আলুসি রহ. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর 'যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য আয়াত, ফেরেশতা এবং সাহায্য ....। -রূহুল মা'আনি : ৬/৫, ৬। পারা : ১০, সূরা আনফাল, আয়াত : ৪১ বরং হাকিমুল উম্মত থানবি রহ. وما انزلنا আয়াতের বাস্তবরূপ শুধু গায়েবি সাহায্য সাব্যস্ত করেছেন। যা হয়েছিলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে। দ্র. বায়ানুল কোরআন : ৪/৭৮ -সংকলক।

দ্র. ফাতহুল বারি : ৪/২২৪, ২২৫, باب تحرى ليلة القدر الخ উমদাতুল কারি : ১১/১৩৪ -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

অনুচ্ছেদ–৭৪ : শীতকালীন রোজা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৪)

٧٩٧ – عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ.

৭৯৭। **অর্থ :** হজরত আমের ইবনে মাসউদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, শীতকালের রোজা শীতল গণিমত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি مرسل। আমের ইবনে মাসউদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাননি। তিনি হলেন, ইবরাহিম ইবনে আমের আল কুরাশির পিতা, যার হতে শু'বা ও সাওরি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ)

অনুচ্ছেদ–৭৫ প্রসংগ : যারা রোজা রাখতে অক্ষম (মতন পৃ. ১৬৪)

٧٩٨ – عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

৭৯৮। **অর্থ :** হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া' রা. বলেন, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত নাজিল হলো, তখন যে আমাদের মধ্যে রোজা ভঙ্গ করতে চাইলো ও ফিদিয়া দিতে মনস্থ করলো (সে তা করলো)। এমনকি পরবর্তী আয়াত নাজিল হলো, তারপর এটি সেটিকে মানসুখ করে ফেলল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب। ইয়াজিদ হলেন, সালামা ইবনে আকওয়া' রা. এর আজাদকৃত দাস আবু উবাইদের ছেলে।

দরসে তিরমিযী

সালামা ইবনুল আকওয়া রা. এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, কোরআনের আয়াত- وعلى الذين يطيقونه[১৯৭১] فدية طعام مسكين[১৯৭২][১৯৭৩]

[১৯৭১] সূরা বাকারা : ১৮৪, পারা : ২ -সংকলক।

[১৯৭২] এই শব্দটিতে কয়েকটি কেরাত রয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. রূহুল মা'আনি : ২/৫৮ -পারা : ২। -সংকলক।

[১৯৭৩] মুফতি সাহেব রহ. লিখেন, এই আয়াতের অকৃত্রিম অর্থ এটাই যে, যারা রুগ্ন অথবা মুসাফিরের মতো রোজা রাখতে

রমজানের রোজা সংক্রান্ত। শুরুতে এই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে তারাও যদি রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করতে চায় তাহলে তা পারে। এরপর এই হুকুম পরবর্তী আয়াত- فمن شهد منكم الشهر فليصمه দ্বারা মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে। এখন রোজা রাখাই ফরজ।

'আল-আরফুশ্ শাজি'তে[১৯৭৪] শাহ সাহেব রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন যে, রোজা ও ফিদিয়ার মাঝে এই এখতিয়ার মূলত রমজানের রোজা সংক্রান্ত ছিলো না; বরং শুরুতে আশুরা এবং আইয়ামে বিজের রোজা ফরজ করা হয়েছিলো। আর كتب عليكم الصيام [১৯৭৫]আয়াতে সে রোজাগুলোই উদ্দেশ্য। আর এসব রোজা সম্পর্কে وعلى الذين يطيقونه الخ. আয়াত নাজিল হয়েছিলো এবং রোজা ও ফিদিয়ার মাঝে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে[১৯৭৬] شهر رمضان الذى انزل فيه القران الخ আয়াত। এসব আহকাম মানসুখ করে এর স্থলে রমজানের রোজা ফরজ করে দিয়েছে।

শাহ সাহেব রহ. এর জন্য আবু দাউদে[১৯৭৭] বর্ণিত মু'আজ রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر و يصوم يوم عاشوراء فانزل الله كتب عليكم الصيام الخ.

'কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখতেন এবং আশুরার রোজা পালন করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, كتب عليكم الصيام الخ।

মাওলানা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস্ সুনানে[১৯৭৮] এটি রদ করতে গিয়ে বলেছেন, বস্তুত সালামা ইবনে আকওয়া' রা. এবং হজরত মু'আজ রা. এর হাদিসগুলোতে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেনোনা, হজরত মু'আজ রা. এর বর্ণনা তাফসিরে ইবনে জারিরে এভাবে আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ان ان الله عز وجل فرض شهر رمضان فانزل الله تعالى ذكره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ

অপারগ নয়; বরং রোজা রাখার সামর্থ্য তো রাখে তবে কোনো কারণে মনে চায় না, তবে তাদের জন্য এই অবকাশ রয়েছে যে, সে রোজার পরিবর্তে রোজার ফিদিয়া সদকা হিসাবে আদায় করতে পারবে। এর সঙ্গে এতোটুকু বলে দিয়েছেন যে, وان تصوموا خير لكم অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রোজা রাখাটাই আফজাল।

এই হুকুমটি ইসলামের শুরুতে ছিলো। যখন লোকজনকে রোজায় অভ্যস্ত বানানো উদ্দেশ্য ছিলো। তারপর আসন্ন আয়াত অর্থাৎ, فمن شهد منكم الشهر فليصمه আয়াত দ্বারা এই হুকুম সাধারণ লোকদের জন্য মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু এমন লোকদের ক্ষেত্রে এখনও উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা বেশি বুড়ো (জাস্‌সাস), অথবা এমন রুগ্ন যে, এখন আর সুস্থতার আশাই নেই। জমহুরে সাহাবা ও তাবেয়িনের এটাই বক্তব্য। (জাস্‌সাস ও মাজহারি।)

দ্র. মা'আরিফুল কোরআন : ১/৪৪৫, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪। সংকলক।

[১৯৭৪] দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২০৬, ২০৭ -সংকলক।

[১৯৭৫] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩, পারা : ২ -সংকলক।

[১৯৭৬] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫, পারা : ২ -সংকলক।

[১৯৭৭] সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৫, كتاب الصلاة باب كيف الأذان -সংকলক।

[১৯৭৮] ৬/২০৭ - ২০৯ -সংকলক।

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام من شاء افطر واطعم مسكينا، ثم ان الله عز وجل اوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام على الكبير الذى لا يستطيع الصوم فانزل الله عزوجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر[১৯৭৯] الخ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে আশুরার দিন ও প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা রমজান মাসের (রোজা) ফরজ করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন,

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام... وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

ফলে যার ইচ্ছা রোজা রেখেছে, যার ইচ্ছা রোজা রাখেনি এবং মিসকিনকে খানা খাইয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা সুস্থ মুকিমের ওপর রোজা আবশ্যক করেছেন। আর খানা খাওয়ানো স্থির রইলো শুধু সেই বয়স্ক ব্যক্তির ওপর যে রোজা রাখতে অক্ষম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر الخ.

এর দ্বারা হুবহু সেই পরিস্থিতি সামনে এসে যায় যা সালামা ইবনুল আকওয়া' রা. এর বর্ণনার সারনির্যাস।

ওপরযুক্ত আয়াত রমজানের রোজা সংক্রান্ত। শুরুতে এর হুকুম সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক ছিলো। পরবর্তীতে এর ব্যাপকতা মানসুখ হয়ে যায়। এখন শুধু বৃদ্ধদের ব্যাপারে বাকি হতে গেছে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে না।[১৯৮০]

بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ سَفَرًا

অনুচ্ছেদ–৭৬ : যে খেয়ে তারপর সফরের ইচ্ছা করেছে প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৪)

৭৯৯ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ.

[১৯৭৯] মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২০৮ -সংকলক।

[১৯৮০] একটি দলের মতে ওপরযুক্ত আয়াত রহিত নয়; বরং মুহকাম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বৃদ্ধ (শায়খে ফানি) সংক্রান্ত। তাঁরা লা-অক্ষরটি উহ্য মেনে يطيقونه অর্থ لا يطيقونه সাব্যস্ত করেন। যেমনভাবে ١٧٦ الاية سورة النساء، يبين الله لكم ان تضلوا উহ্য আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিশদ বিবরণ দেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। তবে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, মুহাক্কিকিনের এই বক্তব্যটি সহিহ নয় যে, এখানে لا অক্ষর উহ্য। কেনোনা, لا উহ্য থাকার যে মূলনীতি আছে সেগুলোর কোনো একটি এখানে পাওয়া যায় না। দ্র. মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২০৫ -২০৬

হাফসা রা. এর কেরাতে وعلى الذين يطيقونه এর স্থলে وعلى الذين لايطيغونه বর্ণিত আছে। দ্র. রূহুল মা'আনি : খণ্ড : ২, পারা : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯। এমতাবস্থায় এই আয়াতটিকে মুহকাম মানা হবে। রহিত মানার কোনো প্রয়োজন হবে না।

وعلى الذين يطيقونه কে যারা মুহকাম মনে করেন, তাদের মধ্য হতে কেউ বাবে ইফআলের হামযাকে সলবে মাখাজের (ক্রিয়ামূল তুলে দেওয়ার) জন্য মেনে وعلى الذين يطيقونه কে وعلى الذين لا يستطيعونه এর অর্থে সাব্যস্ত করেন। والله اعلم দ্র. রূহুল মা'আনি। -সংকলক।

৭৯৯। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন, আমি রমজানে হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. এর কাছে এলাম। তখন তিনি সফরের ইচ্ছা করছিলেন। তার সওয়ারি রওয়ানা করেছিলো এবং তিনি সফরের পোশাক পরিধান করেছিলেন। তারপর খানা আনালেন, তারপর তা খেলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি সুন্নত? তিনি বললেন, সুন্নত। তারপর তিনি চড়লেন।

٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ : قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৮০০। **অর্থ :** হজরত মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন, আমি রমজানে আনাস ইবনে মালেক রা. এর কাছে এলাম। তারপর তিনি অনুরূপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর হলেন, আবু কাছিরের ছেলে। তিনি মাদিনি, সেকাহ। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন তাকে জয়িফ বলতেন।

দরসে তিরমিযী

অনেক আলেম এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুসাফিরের জন্য নিজ বাড়িতে বের হওয়ার পূর্বে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ আছে। তবে নামাজ কসর করা বৈধ নয়। যতোক্ষণ না শহরের প্রাচীর হতে অথবা জনপদ হতে বের হবে। এটা ইসহাক ইবনে ইবরাহিম হুজালির মত।

এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেন, যেদিন সফরের ইচ্ছা হবে সেদিন নিজের ঘরেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ আছে। হানাফি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কোনো ব্যক্তির জন্য সফরের ইচ্ছা করে শহর হতে বের হওয়ার পূর্বে রোজা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। তারপর যদি ঘরে থাকতে সফরের ইচ্ছাকারির ওপর সুবহে সাদেক উদিত হয়, তাহলে তার ওপর রোজা রাখাও ওয়াজিব। আর শহর হতে বের হওয়ার পর ওজর ব্যতীত তার জন্য এই রোজা ভঙ্গ করাও বৈধ নয়। বরং এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব। অবশ্য যদি শহর হতে বের হওয়ার তৎক্ষণাত পরই রোজা শুরু হয় তাহলে রোজা না রাখার অনুমতি আছে। যদি এমতাবস্থায়ও রোজা রাখাই আফজল।[১৯৮১]

অধিকাংশের দলিল হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রমজানে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, তখন রোজা ভঙ্গ করেননি; বরং রোজা রেখেছেন। অথচ পরবর্তী দিনগুলোতে তিনি রোজা ভঙ্গও করেছেন।[১৯৮২]

[১৯৮১] দ্র. باب جاء فى كراهية السفر। -সংকলক।

[১৯৮২] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রমজানে বেরিয়েছেন। তারপর রোজা রেখেছেন কুদাইদে পৌছা পর্যন্ত। তারপর রোজা ভঙ্গ করেছেন। -সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৫, باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর এক বর্ণনায় এসেছে, 'কুরাউল গামিম নামক স্থানে পৌছা পর্যন্ত।' -সুনানে তিরমিযী : ১/১১৮, باب ما جاء فى كراهية الصوم فى السفر

নববী রহ. লিখেন, কোনো কোনো আলেম এ হাদিসের অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, কুদাইদ এবং কুরাউল গামিম মদিনার নিকটবর্তী এবং রাবির বক্তব্য 'তারপর রোজা রেখেছেন, কুদাইদ ও কুরাউল গামিমে পৌছা পর্যন্ত'- এটি

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের যে বিষয়টি সেটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট নয় যে, আনাস রা. নিজ বাড়িতে খানা খেয়েছেন। বরং হতে পারে এটা রাস্তার কোনো মঞ্জিলের ঘটনা।[১৯৮৩]

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ تُحْفَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ : রোজাদারের তোহফা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৫)

٨٠١ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ اَلدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ.

৮০১। **অর্থ :** হজরত হাসান ইবনে আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজাদারের তোহফা হলো, তেল ও খুশবু।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب। এর সনদ তেমন (শক্তিশালী) নয়। এটি আমরা সাদ ইবনে তরিফ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে জানি না। আর সাদ ইবনে তরিফকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। তাকে বলা হয় উমাইর ইবনে মা'মুমও।

ছিলো সেদিনের ঘটনা যেদিন তিনি মদিনা হতে বেরিয়েছেন। ফলে তারা মনে করেছেন যে, তিনি মদিনা হতে রোজা রাখা অবস্থায় বেরিয়েছেন। তারপর যখন সেদিন কুরাউল গামিমে পৌছেছেন সেদিনে রোজা ভঙ্গ করেছেন। এই বক্তব্যকারক এর দ্বারা এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন ফজর উদয়ের পর রোজা রেখে সফর করে তখন তার জন্য সেদিন রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। শাফেয়ি রহ. ও জমহুরের মাজহাব হলো, সেদিন রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। শুধু জায়েজ হলো, সে ব্যক্তির জন্য যার ওপর ফজর উদয় হয়েছে সফরে। এ প্রবক্তার এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা এক আশ্চর্যের বিষয়। কেনোনা, কুদাইদ এবং কুরাউল গামিম মদিনা হতে সাত মঞ্জিল অথবা তার চেয়েও অধিক দূরে। দ্র. শরহে নববী আলা মুসলিম : ১/৩৫৫ -সংকলক।

[১৯৮৩] গাঙ্গুহি রহ. এর এই জবাবই দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠের জবাব হলো, হাদিসে 'তিনি সফরের ইচ্ছা করছেন' বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য সফর শুরু করা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তিনি আগে হতে মুসাফির ছিলেন এবং সেখানে অবতরণ করেছিলেন। এক বা দু'রাত সেখানে যাপন করেছেন। তারপর যে মঞ্জিলে অবতরণ করেছেন সেখান হতে সফরের ইচ্ছা করেছেন। এ কারণেই রাবির বক্তব্য 'আমি তাকে বললাম, এটা কি সুন্নত? তারপর তিনি বললেন, সুন্নত। তারপর আরোহণ করলেন- এটা সহিহ হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কা ও বদরের যুদ্ধের সফর ব্যতীত রমজানে অন্য কোনো সফর করেননি। (তবে শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরি রহ. আবুদ্ দারদা রা. এর বর্ণনা, قال خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره فى يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبى صلى الله عليه وسلم وابن رواحة এর নীচে হাশিয়ায় তাওশীহের বরাতে লিখেন, قوله فى بعض اسفار মুসলিম রহ. এখানে فى شهر رمضان বৃদ্ধি করেছেন। এটি ফাতহে মক্কার সফর ব্যতীত অন্য কোনো সফরে ঘটেছিলো। কেনোনা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. এর পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছেন বিনা মতানৈক্যে মূতার যুদ্ধে। এবং এটি বদরের যুদ্ধের ঘটনাও নয়। কেনোনা, আবুদ্ দারদা রা. তখন ইসলামও গ্রহণ করেননি। দ্র. বোখারি : ১/২৬১, باب بلاترحمة بعد باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر -সংকলক। অথচ বর্ণনা অনুযায়ী রোজা ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে বদরের যুদ্ধে হুবহু যুদ্ধের ভেতর, আর মক্কা বিজয়ের সফরে পথিমধ্যে। সুতরাং কিভাবে এ বিষয়টির সুন্নত হওয়ার হুকুম দেওয়া সহিহ হতে পারে যে, যখন সফরের ইরাদা করে তখন সফর শুরু করার পূর্বে খেয়ে নিবে? সুতরাং উদ্দেশ্য যা আমরা উল্লেখ করেছি তাই। বস্তুত প্রশ্ন করার কারণ হলো, তারা কোনো ব্যক্তির জন্য পথিমধ্যে খাওয়া অযৌক্তিক মনে করতো। অর্থাৎ, যখন রাস্তায় আরোহি অবস্থায় থাকে তখন, যদিও মুসাফির হোক না কেনো। যাতে রোজাদারদের মজলিসে রোজাদারদের বিরোধিতা আবশ্যক না হয়। -আল কাওকাবুদ্ দুররি : ১/২৬৬ -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى مَتٰى يَكُوْنُ

অনুচ্ছেদ–৭৮ প্রসংগ : ফিতর ও কোরবানি হবে কখন? (মতন পৃ. ১৬৫)

٨٠٢ – عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.

৮০২। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিতর সেদিন যেদিন লোকজন রোজা ভঙ্গ করে। আর কোরবানি সেদিন যেদিন লোকজন কুরবানি করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছি, তাকে বলেছি, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির কি আয়েশা রা. হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর হাদিসে বলেন, আমি আয়েশা রা. হতে শুনেছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ–৭৯ : ইতেকাফ হতে বের হওয়ার পর করণীয় প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৫)

٨٠٣ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ.

৮০৩। **অর্থ :** হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন। এক বছর তিনি ইতেকাফ করেননি। ফলে পরবর্তী বছর ২০ দিন ইতেকাফ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. হতে বর্ণিত এই হাদিসটি حسن غريب صحيح।

ওলামায়ে কেরাম ইতেকাফকারি সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন, যখন সে তার ইতেকাফ তার নিয়তের ওপর পূর্ণাঙ্গ না করে ভেঙে ফেলে। অনেক আলেম বলেছেন, যখন সে ইতেকাফ ভঙ্গ করে তার ওপর কাজা ওয়াজিব হয়ে যায়।

তাঁরা এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইতেকাফ হতে বেরিয়ে পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করেছেন। এটা মালেক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, যদি তার ওপর ইতেকাফের মানত অথবা নিজের ওপর ওয়াজিব করেছে এমন কিছু না থাকে এবং সে নফল ইতেকাফকারি হয়, তারপর (ইতেকাফ হতে) বেরিয়ে যায়, তবে তার ওপর কাজা করা আবশ্যক নয়। তবে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি তা করতে চায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার, এটাও তার ওপর ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মত এটাই।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যেসব আমল তোমার শুরু না করার অধিকার আছে, যখন তুমি তা আরম্ভ করবে তারপর তা হতে বেরিয়ে পড়বে, তোমার ওপর সেটি কাজা করা জরুরি নয়। শুধুমাত্র হজ ও উমরা ব্যতিক্রম। এই অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুই বার রমজানে ইতেকাফ ছুটেছিলো। একবার তিনি পরবর্তী বছর এর কাজা করেছেন। যার উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে। এমনভাবে আরেকবার তিনি এ কারণে ইতেকাফ ছেড়েছিলেন যে, অনেক পবিত্র স্ত্রীও মসজিদে নববীতে নিজ নিজ ইতেকাফের জন্য তাবু টানিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে দেখে বলেছিলেন, البر تردن [১৯৮৪]- তোমরা কি নেক কাজ করতে চাও? আহকারের মতে এর অর্থ হলো, মহিলাদের জন্য মসজিদে ইতেকাফ করা শরয়ি মতে ভালো নয়।[১৯৮৫] বস্তুত আয়েশা রা. কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অনুমতি দিয়েছিলেন[১৯৮৬], প্রবল ধারণা অনুসারে এর কারণ এই ছিলো যে, তাঁর হুজরা মসজিদের একদম সঙ্গে লাগা ছিলো।[১৯৮৭] এবং তাঁর নিজ হুজরার দরজার বাইরে তাবু টানানোর ফলে তাঁকে মসজিদ হয়ে যাতায়াত করতে হতো না। তবে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তাঁর মতো অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীও তাবু টানিয়েছেন।[১৯৮৮] অথচ তাঁদের ঘর ছিলো মসজিদ হতে বেশ দূরে এবং তাঁদেরকে যাতায়াতের সময় মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করতে হতো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব তাবু উঠিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা রা. এর তাবুও তাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীর মনে বে-ইনসাফির ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়। তারপর তিনি নিজেও ইতেকাফের ইচ্ছা পরিহার করেছিলেন। যাতে হজরত আয়েশা রা. প্রমুখের মন না ভাঙে। এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়ালে এই দশদিনের কাজা করেছিলেন। যার উল্লেখ তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদে নিম্নেযুক্ত ভাষায় করেছেন,

ان النبی صلی الله علیه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال.

[১৯৮৪] যেমন, বোখারিতে (১/২৭২,باب اعتكاف النساء) হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় এক কপিতে البر ترون অথবা البر ترون শব্দ এসেছে। দ্র. উমদাতুল কারি : ১১/৮১৪৭, ১৪৮, বোখারিতে আয়েশা রা. এর এক বর্ণনায় البر تقولون بهن শব্দ বর্ণিত আছে। (১/২৭২, باب الأخبية فی المسجد-সংকলক।

[১৯৮৫] ইবনে হাজার রহ. এর আরেকটি অর্থও বর্ণনা করেছেন, তিনি লেখেন, যেনো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করলেন যে, স্ত্রীদের মধ্যে এর দ্বারা গর্ব ও প্রতিযোগিতা হবে, যে গর্ব ও প্রতিযোগিতা আত্মমর্যাদা বোধ হতে তৈরি হয়। বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যের লোভে। সুতরাং ইতেকাফ এর আসল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে যাবে। অথবা যখন তিনি আয়েশা ও হাফসা রা.কে প্রথম অনুমতি দিয়েছিলেন, এটা তখন পরবর্তীতে অন্যান্য বাকি স্ত্রীদের আসার কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে- মসজিদে মুসল্লিদের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে পড়বে- তার তুলনায় সহজ ছিলো। অথবা এদিকে লক্ষ্য করে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মহিলাদের ইজতেমা'কে তাঁর ঘরে উপবেশনকারির মতো বানিয়ে ফেলবে। অনেক সময় তাঁরা ইবাদত দ্বারা যে নির্জনতা উদ্দেশ্য করেছিলেন তা হতেই অমনোযোগী করে ফেলবে। ফলে ইতেকাফের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে। -ফাতহুল বারি : ৪/২৩৯, باب اعتكاف النساء।

[১৯৮৬] কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হাফসা রা.ও আয়েশা রা. এর মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইতেকাফের অনুমতি নিয়েছিলেন। এজন্য আওজায়ি রহ. এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে, 'তারপর আয়েশা রা. তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ফলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। আর হাফসা রা. আয়েশা রা. এর কাছে তার জন্য অনুমতি আবেদন করলেন। তখন তিনি তা করলেন।' -ফাতহুল বারি : ৪/২৩৮, বাবু ইতেকাফিন্ নিসা -সংকলক।

[১৯৮৭] এমনভাবে হাফসা রা. এর হুজরাও ছিলো হজরত আয়েশা রা. এর হুজরার সঙ্গে মিলিত। হজরত আয়েশা রা. এর হুজরা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ما يجوز من المشی والعل فی صلاة التطوع এর ব্যাখ্যা ও হাশিয়াগুলোতে এসেছে। -সংকলক।

[১৯৮৮] যেমন, বোখারিতে (১/২৭২, باب اعتكاف النساء، وباب الأخبية فی المسجد হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে। -সংকলক।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনা এবং তিরমিযী রহ. কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা দুটি আলাদা আলাদা। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। প্রথম ঘটনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছরে কাজা করেছিলেন, আর দ্বিতীয়টিতে এই বছরই শাওয়ালে কাজা করেছেন।

তারপর এই মাসআলাটিতে স্বয়ং হানাফি ফকিহদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে যে, সুন্নত ইতেকাফ ভাঙলে কাজা ওয়াজিব হয় কি না? যে বক্তব্যটির ওপর ফতওয়া সেটি হলো, যেদিনের ইতেকাফ ভেঙেছে শুধু সেদিনের কাজা ওয়াজিব হবে, পুরো দশ দিনের নয়। ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব এটিই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মতে সুন্নত ইতেকাফ অথবা নফল ইতেকাফ ভাঙার ফলে কাজা ওয়াজিব হয় না। হ্যাঁ, ওয়াজিব ইতেকাফ ভাঙলে সর্ব সম্মতিক্রমে কাজা ওয়াজিব। আর নফল ইতেকাফ ভাঙলে কারো মতে কাজা করতে হয় না।[১৯৮৯]

وقال بعضهم ان لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيئ اوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شئ ان يقضى

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ইতেকাফের মানত করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়।[১৯৯০] এর মূল উৎস হজরত উমর রা. এর ঘটনা যে, তিনি বর্বরতার যুগে মসজিদে হারামে এক দিনের ইতেকাফের মানত মেনেছিলেন। তিনি তাঁকে মানত পূর্ণ করার হুকুম দিয়েছিলেন। এই ঘটনা মানত অধ্যায়ে আসবে।[১৯৯১]

একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন এবং তার সমাধান

এখানে অনেক দিন হতে আমার একটি প্রশ্ন ছিলো যে, ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মানত শুধু সেই উদ্দিষ্ট ইবাদতে দুরুস্ত হয়, যার সমজাতীয় কোনো ওয়াজিব বিদ্যমান থাকে[১৯৯২] এবং ইতেকাফের সমজাতীয় বিষয়ের কোনো একটি অংশ ওয়াজিব নয়। সুতরাং এই মূলনীতি দ্বারা ইতেকাফের মানত দুরুস্ত না হওয়ার কথা।

ফুকাহায়ে হানাফিয়া এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেননি। অবশ্য বারজানদি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন– ইতেকাফের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, জামাত সহকারে নামাজ। আর রোজা তার জন্য শর্ত। সুতরাং ইতেকাফের মানত বস্তুত নামাজ এবং রোজার মানতের শাখা। এর সমজাতীয় জিনিস হতে ওয়াজিব বিদ্যমান। তাই দুরস্ত হয়ে যায় ইতেকাফের মানত।[১৯৯৩]

[১৯৮৯] ইতেকাফ ফাসেদ হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বাদাউস্ সানায়ি' : ২/১১৭, فصل واما بيان حكمه اذا فسد আল মুগনি : ৩/২০০, فصل وكل موضع فسد اعتكافه আদ্ দুররুল মুখতার আলা হামিশি রদ্দিল মোহতার : ২/১৪২, باب الاعتكاف, হিদায়া : ১/২২৯, باب الاعتكاف। -মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২১৬, ২১৭। দ্র. আহকামে ইতেকাফ -উস্তাদে মুহতারাম। -সংকলক।

[১৯৯০] তিরমিযীর ওপরযুক্ত ইবারত হতে স্পষ্ট। দ্র. আল-মুগনি : ৩/২০০-২০২, মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২১৬, ২১৭।

[১৯৯১] বর্ণনাটি বর্ণিত এভাবে। উমর রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বর্বরতার যুগে মানত মেনেছিলাম-মসজিদে হারামে এক রাত্রি ইতেকাফ করবো। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। -সুনানে তিরমিযী : ১/২২১, ابواب النذور والا يمان، باب في وفاء النذر -সংকলক।

[১৯৯২] দ্র. ইনায়া আলা হামিশি ফাতহিল কাদির : ২/১০০كتاب الصوم، فصل فيما يو جبه على نفسه এবং হিদায়ার টীকা -শায়খ লখনবি : ১/২২৭, নিহায়া সূত্রে। -সংকলক।

[১৯৯৩] উস্তাদে মুহতারাম আহকামে ইতেকাফে (পৃষ্ঠা : ৬৮, বারজানদি রহ. এর ইবারত এভাবে বর্ণনা করেছেন- 'এটা সাব্যস্ত

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ–৮০ প্রসংগ : ইতেকাফকারি তার প্রয়োজনে ঘর হতে বের হতে পারবে কী না? (মতন পৃ. ১৬৫)

٨٠٤ – عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنٰى إِلَىٰ رَأْسِهِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

৮০৪। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতেকাফ করতেন, তখন মাথা আমার নিকটবর্তী করে দিতেন। আমি তাঁর কেশ বিন্যাস করে দিতাম। মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। অনুরূপভাবে এটি বর্ণনা করেছেন একাধিক রাবি মালেক ইবনে আনাস রা. হতে ইবনে শিহাব- উরওয়া-আমরা সূত্রে আয়েশা রা. হতে। তবে সহিহ হলো, উরওয়া-আমরা- আয়েশা রা. হতে। অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, লাইছ ইবনে সাদ-ইবনে শিহাব- উরওয়া ও আমরা-আয়েশা রা. সূত্রে।

٨٠٥ – حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

৮০৫। 'কুতায়বা ... আয়েশা রা. হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। যখন কোনো ব্যক্তি ইতেকাফ করবে সে মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত ইতেকাফ হতে বের হবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, ইতেকাফকারি পেশাব-পায়খানার হাজত পূরণ করার জন্য বের হতে পারবে।

হয়েছে যে, মানতের দাবি হলো যেনো মানতকৃত জিনিসটি ইবাদত হয়। আর শুধু মসজিদে অবস্থান করা কোনো ইবাদত নয়। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে এর কোনো সমজাতীয় জিনিস ওয়াজিব নেই। যেমন, নামাজ রোজা ইত্যাদিতে আছে। তবে যখন এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য জামাত সহকারে নামাজ আদায় করা, আর রোজা হলো, এর শর্ত। সুতরাং তার জামাত অথবা রোজাকে আবশ্যক করে নেওয়া হলো। এ দুটিই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। -বারজানদি শরহুল বিকায়া : ১/২২৫।

অর্থাৎ, যদিও শুধু মসজিদে অবস্থান এমন কোনো ইবাদত নয় যার সমজাতীয় কোনো ওয়াজিব বিদ্যমান আছে। তবে যেহেতু এর আসল উদ্দেশ্য জামাতে নামাজ আদায় করা। আর রোজা এর জন্য শর্ত। সুতরাং ইতেকাফের মানত মানা নামাজ ও রোজার মানতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেটি (মানতযোগ্য) ইবাদত। এজন্য ইতেকাফের মানত দুরস্ত হয়ে যায়। তারপর উস্তাদে মুহতারাম লিখেন, আল্লামা শামি রহ. ও কিতাবুল আইমানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, মসজিদে অবস্থানের সমজাতীয় জিনিস- শেষ বৈঠক ফরজ, তাছাড়া আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ। তবে এসব কারণ বর্ণনার পর লেখেন, 'তারপর বলা হয়, মানতের দ্বারা ইতেকাফ আবশ্যক হওয়ার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়া তার সমজাতীয় জিনিস ওয়াজিব হওয়ার শর্তকে অবশ্যই বাতিল করে দেয়। -শামি : ৩/৬৭।

যার সারমর্ম হলো, ইতেকাফের মানতের বিশুদ্ধতা সাধারণ মূলনীতিতে তো অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে যেহেতু এই মানতের বিশুদ্ধতার ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে, এজন্য এটাকে ধর্তব্য মনে করা হবে। و الله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم সংকলক।

তারপর ইতেকাফকারির জন্য রোগীর শুশ্রূষা, জুমআয় উপস্থিতি এবং জানাজায় হাজির হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, সে রোগীর শুশ্রূষা এবং জানাজার পেছনে গমন ও জুমআয় উপস্থিত হতে পারবে যদি তার শর্ত করে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে মুবারক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, এর কিছুই সে করতে পারবে না। তারা ইতেকাফকারির জন্য এ মত পোষণ করেছেন যে, যখন সে এমন শহরে থাকবে, যেখানে জুমআর নামাজ আদায় করা হয়, সেখানে জুমআর মসজিদেই কেবল ইতেকাফ করবে, অন্যত্র নয়। কেনোনা, তাঁরা তার জন্য ইতেকাফস্থল হতে জুমআর দিকে বেরিয়ে যাওয়া মাকরূহ মনে করেছেন এবং তার জন্য জুমআ তরক করারও মত পোষণ করেন না। তারপর তাঁরা বলেছেন, সে জুমআর মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ইতেকাফ করবে না। যাতে মানবিক প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ইতেকাফস্থল হতে তাঁর বের হওয়ার প্রয়োজন না হয়। কেনোনা, মানবিক হাজত পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ইতিকাফকারির বাইরে গমন তাদের মতে ইতেকাফ বিনষ্টের কারণ। এটা মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসের ভিত্তিতে সে রোগী দেখতেও যাবে না, আবার জানাজার পেছনেও যাবে না। ইসহাক রহ. বলেছেন, যদি সে তার শর্ত লাগায়, তবে তার জন্য জানাজার পেছনে যাওয়া ও রোগীর শুশ্রূষার জন্য যাওয়ায়ও বৈধ।

সাধারণত মানবিক হাজতের ব্যাখ্যা পেশাব-পায়খানা দ্বারা করা হয়।[১৯৯৪] তবে ফুকাহায়ে হানাফিয়ার মধ্য হতে 'মাজমাউল আনহুর' গ্রন্থকার الطهارة ومقدماتها (পবিত্রতা ও এর পূর্বের কাজগুলো) দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ব্যাখ্যাটি অনেক ব্যাপক।[১৯৯৫] সুতরাং এতে ইস্তিঞ্জা, ওজু এবং ফরজ গোসলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য জুমআর গোসল এবং শরীর ঠাণ্ডা করার গোসল এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেনোনা, এটি আবশ্যকীয় জরুরত নয়।[১৯৯৬] তবে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. 'আশি'আতুল লুমআতে' (২/১২০) জুমআর গোসলকেও হাজতের অন্তর্ভুক্ত করে এর জন্য বের হওয়া বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।[১৯৯৭] তবে ফুকাহায়ে কেরামের

[১৯৯৪] বিন্নৌরি রহ. লিখেন, 'ইতেকাফকারি শরয়ি অথবা স্বাভাবিক হাজত ব্যতীত ইতেকাফ স্থল হতে বের হবে না। মা'আরিফ : ৬/২১৭। আর স্বাভাবিক হাজতের ব্যাখ্যা দুররে মুখতার গ্রন্থকার পেশাব পায়খানা ও স্বপ্নদোষের গোসল দ্বারা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, স্বপ্নদোষের গোসল মসজিদ হতে বাইরে বের হওয়ার শরয়ি ওজর তখন মনে করা হবে, যখন মসজিদে গোসল করা সম্ভব না হয়। আর শরয়ি হাজতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঈদের নামাজ, জুমআর নামাজ ও আজান ইত্যাদি দ্বারা। ২/১৪৩, ১৪৪, كتاب الاعتكاف।

ইতেকাফকারির জন্য মসজিদ হতে বের হওয়ার ওজরগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আহকামে ইতেকাফ : ৩৫-৪৩ - সংকলক।

[১৯৯৫] স্বয়ং মাজমা' গ্রন্থকার বলেন, পেশাব-পায়খানার দ্বারা ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা এই ব্যাখ্যা উত্তম। সুতরাং ভেবে দ্র.। (১/২৫৬) তাছাড়া আল্লামা শামি রহ.ও এই ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -শামি : ২/১৩২, كتاب الإعتكاف। দ্র. আহকামে ইতেকাফ : ৬২। -সংকলক।

[১৯৯৬] অথচ الطهارة ومقدماتها তে طهارة দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াজিব পবিত্রতাই হতে পারে। কেনোনা, ওজুর ওপর ওজু করার জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া কারো মতেই বৈধ নয়। তাছাড়া হাদিসে বর্ণিত হাজত শব্দটির প্রতি যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবশ্যক হাজতই হতে পারে। অন্যথায় অনাবশ্যকীয় হাজত তো সীমাহীন রয়েছে। -আহকামে ইতেকাফ : ৬৬ -সংকলক।

[১৯৯৭] মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি রহ. আহকামুল কোরআনে (১/১৯০) ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد এর

আলোচনায় এর কোনো মূল উৎস আমি খুঁজে পাইনি। স্বয়ং 'আশি'আতুল লুম'আত' গ্রন্থকারও কোনো ফিকহি দলিল অথবা ফুকাহায়ে কেরামের বরাত উল্লেখ করেননি। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম শুধু ফরজ গোসলের জন্য বের হওয়া বৈধ বলেন। আর ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনায় বিপরীত অর্থ ধর্তব্য হয়। তাই দ্বিতীয় প্রকার গোসল এতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং ইতেকাফকারির জন্য জুমআর গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ হতে বেরুনো উচিত না।[১৯৯৮]

ثم اختلف [১৯৯৯] اهل العلم فى عيا دة المر يض وشهود الجمعة و الجنازة للمعتكف

বিমারির শুশ্রূষা- তাকে দেখতে যাওয়া এবং জানাজায় হাজির হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য করে বের হওয়া সর্ব সম্মতিক্রমে অবৈধ।[২০০০] অবশ্য হাজত পূরণ করার জন্য যাওয়ার সময় বা আসার সময় অন্য আরেকটির অধীনে রোগীর শুশ্রূষা ও তাকে দেখতে যাওয়া বৈধ। তবে আবু দাউদ ইত্যাদিতে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সুরতে চলতে চলতে রোগীর হাল জিজ্ঞেস করতেন এবং এই উদ্দেশ্য থামতেন না।[২০০১] মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে[২০০২] স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রোগীর শুশ্রূষার জন্য অবস্থান ও বিলম্ব করা উচিত নয়। এই শর্তটি যদিও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনায় পাওয়া যায় না, তবে হাদিস দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে মোল্লা আলি কারি রহ. এর বক্তব্য প্রধান বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণ যেহেতু অবস্থান বা থামা ব্যতীত হতে পারে না, সেহেতু এতে অবস্থান করার অবকাশ আছে। তবে নামাজ খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাত ফিরে আসা আবশ্যক।[২০০৩]

অধীনে আল-ইকলিলের (২/১২০) বরাতে বৈধতা বর্ণনা করেছেন। আর ইকলিলে বৈধতার জন্য খাজানাতুর বর্ণনা ও ফাতাওয়াল হুজ্জার বরাত দেওয়া হয়েছে।

মাখদুম মুহাম্মদ হাশেম ঠাঠ্যবি রহ. এর পাণ্ডুলিপি হতে কানজুল ইবাদের বরাতে বৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে। সূত্র রিসালা ইতেকাফ -সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান করাচি : পৃষ্ঠা : ৮০, মাসআলা : ২৬। এই তাফসিল আহকামে ইতেকাফ পৃষ্ঠা ৬২ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৯৯৮] এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় প্রতিবছর মসজিদে ইতেকাফ করেছেন। (পূর্বে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছি।) এবং প্রতি ইতেকাফে জুমআ অবশ্যই আসতো। তবে কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর গোসলের জন্য ইতেকাফ হতে বাইরে তাশরিফ নিয়েছেন। স্বয়ং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে হজরত আয়েশা রা. এতোটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মাথা মুবারক হুজরার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি ভেতরে বসে কেশ বিন্যাস করে দিতাম। তবে জুমআর গোসলের জন্য বের হওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই। যদি তিনি কখনও এর জন্য বের হতেন, তবে এ বের হওয়ার কথা অবশ্যই বর্ণিত হতো। ইতেকাফে জুমআর গোসল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. আহকামে ইতেকাফ, পৃষ্ঠা : ৬১-৬৫ সংকলক।

[১৯৯৯] এই এখতেলাফের বিস্তারিত বিবরণ ইমাম তিরমিযী রহ. স্বয়ং মূলপাঠে দিয়েছেন। -সংকলক।

[২০০০] যেমন, আত-তাবয়িন (১/৩৫১, باب الاعتكاف) ইত্যাদি। তাছাড়া হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, ইতেকাফকারির জন্য সুন্নত হলো, কোনো রোগী দেখা বা শুশ্রূষার জন্য না যাওয়া এবং জানাজায় উপস্থিত না হওয়া। -আবু দাউদ : ১/৩৩৫, باب المعتكف يقود المريض-সংকলক।

[২০০১] বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত বর্ণিত হয়েছে। 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর কাছ দিয়ে ইতেকাফ অবস্থায় অতিক্রম করতেন। তিনি নিজের মতোই অতিক্রম করতেন। থেমে রোগীকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। ১/৩৩৫, باب المعتكف يعود المريض-সংকলক।

[২০০২] ৪/৩৩০, الفصل الثانى من باب الإعتكاف -সংকলক।

[২০০৩] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বাদায়িউস্ সানায়ি' : ২/১১৪, فصل واما ركن الإعتكاف আহকামে ইতেকাফ : ৪২, ৪৩ ইতেকাফকারি কর্তৃক জানাজা নামাজে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা আহকার পায়নি। অবশ্য সুনানে ইবনে মাজায় (১২৭,

فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة اذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك.

সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মতে ইতেকাফের নিয়ত করার সময় যদি এই শর্ত করে নেয় যে, ইতেকাফের মাঝে রোগীর শুশ্রূষা অথবা জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য চলে যাবে, তাহলে তার জন্য এই উদ্দেশে বের হওয়া বৈধ। হানাফিদের মতে শামি এবং আলমগিরিতেও এই ধরণের সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।[২০০৪] তবে সহিহ হলো, এই ইজাজত মানতকৃত ইতেকাফ অথবা নফল ইতেকাফের জন্য, সুন্নত ইতেকাফের জন্য নয়। যদি সুন্নত ইতেকাফে এমন নিয়ত করে তবে সেই ইতেকাফ সুন্নত থাকবে না, বরং নফল হয়ে যাবে। সুতরাং কাজা তো ওয়াজিব হবে না, তবে সুন্নত ইতেকাফের ফজিলতও হাসিল হবে না।[২০০৫]

(باب فى المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز) আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইতেকাফকারি জানাজার পেছনে যাবে এবং রোগীর শুশ্রূষা করতে যাবে।' তাহলে এই বর্ণনাটি জয়িফ। তাছাড়া এই বর্ণনাটি আয়েশা রা. এর সহিহ বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অর্থাৎ, 'ইতেকাফকারির জন্য সুন্নত হলো, কোনো রোগীর শুশ্রূষা করতে না যাওয়া এবং কোনো জানাজায় হাজির না হওয়া।' -আবু দাউদ : ১/৩৩৫, (باب المعتكف يعود المريض) এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে বের হওয়ার তো অনুমতিই নেই। অবশ্য হাজত পূর্ণ করার ভেতর দিয়ে জানাজায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি আছে। তবে জানাজার পেছনে যাওয়ার অনুমতি তারপরেও নেই। পক্ষান্তরে জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য জরুরি হলো, রাস্তা হতে যেনো সরতে না হয়। তাছাড়া নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর বাইরে একদম দাঁড়াবে না। বরং তৎক্ষণাত মসজিদে চলে আসবে। বিস্তারিত বিবরণ পেছনে দেওয়া হয়েছে।

[২০০৪] দ্র. আদ্-দুররুল মুখতার রদ্দুল মোহতারসহ : ২/১৪৬, باب الإعتكاف ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/২১২ والباب السابع فى الإعتكاف واما مفسداته اى الإعتكاف।

[২০০৫] এই মাসআলাটির তাফসিল আরো বিশদ বিবরণের সঙ্গে উস্তাদে মুহতারাম আহকামে ইতেকাফে (পৃষ্ঠা : ৬৬, ৬৭) এভাবে উল্লেখ করেছেন,

'আজকাল এ বিষয়টি অনেক প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, সুন্নত ইতেকাফের জন্য যদি বসার সময় শুরুতেই এই নিয়ত না করা হয় যে, আমি রোগীর শুশ্রূষা, জানাজায় উপস্থিতি অথবা এলমি মজলিসে অংশ গ্রহণ করার জন্য বাইরে চলে যাবো, তাহলে ইতেকাফের মাঝে এসব উদ্দেশে বাইরে যাওয়া অবৈধ হয়ে যায়। তবে এই মাসআলাতে দুইটি ভুল বোঝাবুঝি সাধারণত পাওয়া যায়। প্রথম কথাটি হলো, এই মাসআলাটি মানতকৃত ইতেকাফ সম্পর্কে তো সঠিক যে, মানতের সময় এসব জিনিসের ব্যতিক্রমভুক্তিই ধর্তব্য হয়। তবে সুন্নত ইতেকাফ সম্পর্কে এই ব্যতিক্রমভুক্তি সঠিক মনে হয় না। আহকারের তালাশে ব্যতিক্রমভুক্তির এই শাখাগত বিষয়টি শুধু ফাতাওয়া আলমগিরিতে পাওয়া যায়। অন্য কোনো প্রসিদ্ধ কিতাবে মওজুদ নেই। আর ফাতাওয়া আলমগিরির এবারত নিম্নেযুক্ত- 'যদি মানত ও এই বিষয়টিকে আবশ্যক করার সময় শর্ত লাগায় যে, রোগী দেখার জন্য ও নামাজে জানাজার জন্য এবং এলমি মজলিসে উপস্থিতির জন্য বের হয়ে যাবে তবে এটা বৈধ আছে। -তাতারখানিয়া হুজ্জতের উদ্ধৃতিতে -আলমগিরি : ১/২১২

এই ইবারতে 'মানতের সময়' শব্দটি বলছে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো, মানতকৃত ইতেকাফ। তাছাড়া পরবর্তীতে দু'তিনটি মাসআলা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, 'এসব হলো, ওয়াজিব ইতেকাফ সংক্রান্ত। তবে নফল ইতেকাফে ওজর ইত্যাদির কারণে বের হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। ওই : ১/২১৩।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ওপরযুক্ত মাসআলা ওয়াজিব ইতেকাফ সংক্রান্ত। আর সুন্নত ইতেকাফের হুকুম এখানে বর্ণনা করা হয়নি।

যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ ধরনের কোনো ব্যতিক্রমভুক্তি প্রমাণিত নয়, সেহেতু সুন্নত ইতেকাফে ব্যতিক্রমভুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োজন, যা এখানে নেই। সুতরাং সুন্নতভাবে ইতেকাফ আদায় করার জন্য ব্যতিক্রমভুক্তির অবকাশ বোঝা যায় না। স্পষ্ট বিষয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি সুন্নত ইতেকাফ শুরু করার সময় এই নিয়ত করে, তবে তার ইতেকাফ সুন্নত থাকবে না; বরং নফল হয়ে যাবে। আর যতোক্ষণ মসজিদ হতে বাইরে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইতেকাফ গণ্য হবে না। তবে যেহেতু শুরুতেই নিয়ত মাসনুনের পরিবর্তে নফল ইতেকাফের হয়ে গেছে এজন্য বের হওয়ার ফলে কাজাও ওয়াজিব

فقالوا : لايعتكف الا فى المسجد الجامع : এটা শাফেয়িদের মাজহাব। হানাফিদের মতে প্রতিটি মসজিদে ইতেকাফ করা বৈধ[২০০৬]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৮১ : রমজান মাসে কেয়ামুল লাইল প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৬)

৮٠٦ - عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ : قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِّنَ الشَّهْرِ وَصَلّٰى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعٰى أَهْلَهُ وَنِسَائَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السَّحُوْرُ.

৮০৬। **অর্থ :** হজরত আবু জর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা রোজা রেখেছি। তিনি মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকতেও আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন না। তারপর আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেলো। তারপর ষষ্ঠ রাতে আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন না, পঞ্চম রাতে আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, এমনকি রাতের অর্ধাংশ শেষ হয়ে গেলো। তখন আমরা

হবে না। তবে পার্থক্য এটা হবে যে, যদি মসজিদে সমস্ত ইতেকাফকারি এই নিয়তে ইতেকাফে বসে তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া আদায় হবে না। গভীরভাবে ভেবে দেখার পর আহকারের বুঝে এই মাসআলাটির হাকিকত এটা এসেছে। আর তদানুযায়ী পুস্তিকার মূলপাঠে মাস'আলা লিখা হয়েছে। এই মাস'আলাটিতে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের শরনাপন্ন হলে ভালো। আর যদি কোনো আলেম সুন্নত ইতেকাফে ব্যতিক্রমভুক্তির দলিল জেনে থাকেন তাহলে আহকারকে অবহিত করলে ইহসান হবে। এই ইহসান স্বীকার করবো। -সংকলক।

[২০০৬] এক দলের মত হলো, যে মসজিদে জুমআ কায়েম করা হয় শুধু সেই মসজিদে ইতেকাফ করা সহিহ হবে। এটি হজরত আলি, ইবনে মাসউদ রা., উরওয়া, আতা, হাসান ও জুহরি রহ. হতে বর্ণিত আছে। মুদাওয়ানাতে আছে, এটি ইমাম মালেক রহ. এরও মাজহাব। তিনি বলেছেন, যার ওপর জুমআ আবশ্যক সে জুমআর মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে ইতেকাফ করবে না। আরেক দল বলেছেন, ইতেকাফ সব মসজিদেই সহিহ হবে। এটি নাখয়ি, আবু সালামা ও শাবি হতে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানিফা, সাওরি, শাফেয়ি রহ. (-এর নতুন বক্তব্য) আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর ও দাউদ রহ. এর মাজহাবও এটি। মুয়াত্তাতে ইমাম মালেক রহ. এর বক্তব্যেও এটি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ইমাম বোখারি রহ. এর মাজহাবও এটিই। কেনোনা, তিনি আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা সমস্ত মসজিদে ইতেকাফ বৈধ বলে দলিল পেশ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, জামাত বিশিষ্ট মসজিদ ব্যতীত ইতেকাফ সহিহ হবে না। আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, যে মসজিদে পাঞ্জেগানা নামাজ পড়া হয় সে মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদ ইতেকাফ সহিহ হবে না। জুহরি, হাকাম ও হাম্মাদ রহ. বলেছেন, এটা শুধু জুমআর মসজিদের সঙ্গে বিশেষিত। মালেকিদের জখিরা গ্রন্থে আছে, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, ইতেকাফ করবে মসজিদে। চাই সেখানে জামাত কায়েম করা হোক বা না হোক। মুনতাকাতে আবু ইউসুফ রহ. হতে বর্ণিত আছে, ওয়াজিব ইতেকাফ জামাত বিশিষ্ট মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র আদায় করা বৈধ নয়। আর নফল ইতেকাফ আদায় করা জামাত বিশিষ্ট মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র বৈধ আছে। ইয়ানাবী' নামক গ্রন্থে আছে, ওয়াজিব ইতেকাফ শুধু এমন মসজিদে বৈধ আছে যেটিতে ইমাম মুয়াজ্জিন নির্ধারিত আছে। তাতে পাঞ্জেগানা নামাজ পড়া হয়। এটি বর্ণনা করেছেন, হাসান রহ. আবু হানিফা রহ. হতে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইতেকাফ হলো যা মসজিদে হারামে করা হয়, তারপর মসজিদে নববীতে, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসে, তারপর জামে মসজিদে, তারপর প্রচুর মুসল্লি বিশিষ্ট মসজিদে। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১১/১৪১, ১৪২, ابواب الإعتكاف، فى العشر الأواخر -সংকলক।

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি এই অবশিষ্ট রাত্রি আমাদের সঙ্গে নফল পড়তেন তাহলে কতোই না ভালো হতো। তখন তিনি বললেন, যে ইমামের সঙ্গে তাঁর (নামাজ হতে) ফেরার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে, তার জন্য এক রাতের কিয়াম লেখা হয়। তারপর তিনি আর আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না। এমনকি মাসের শুধু তিন দিন অবশিষ্ট রইলো এবং তৃতীয় রাত্রে আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। তিনি নিজের পরিবার ও স্ত্রীগণকে ডাকলেন। তারপর আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, এমনকি আমরা ফালাহের আশংকা করলাম। আমি বললাম, ফালাহ কী জিনিস? তিনি বললেন, সেহরি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। কিয়ামে রমজান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বিতরসহ ৪১ রাকাত পড়ার মত পোষণ করেছেন। এটা মদিনাবাসীদের মাজহাব। এর ওপর মদিনায় তাঁদের মতে আমল অব্যাহত। অধিকাংশ আলেম হজরত আলি, উমর প্রমুখ সাহাবি হতে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে ২০ রাকাত পড়ার পক্ষে। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমি আমাদের শহর মক্কায় লোকজনকে ২১ রাকাত নামাজ পড়তে পেয়েছি। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের বিবরণ এসেছে। তিনি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক রহ. বলেছেন, বরং আমরা উবাই ইবনে কাব রা. এর বর্ণনা অনুসারে ৪১ রাকাতই পছন্দ করি। ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ. রমজান মাসে ইমামের সঙ্গে নামাজ পড়া পছন্দ করেছেন। শাফেয়ি রহ. যদি সে কারি হয়ে থাকে তাহলে একাকি নামাজ পড়া উত্তম।

এ অনুচ্ছেদে আয়েশা রা., নু'মান ইবনে বশীর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

তারাবিহ[২০০৭] নামাজ এবং এর রাকাত

কিয়ামে রমজান দ্বারা উদ্দেশ্য তারাবিহ[২০০৮], যা সুন্নতে মুয়াক্কাদা[২০০৯]। ইমাম চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ

[২০০৭] التراويح শব্দটি ترويحة এর বহুবচন। এটি মূলত ক্রিয়ামূল। মানে আরাম করা , বিশ্রাম নেওয়া। বিশেষ চার রাকাতকে তারাবিহ বলার কারণ এটির পরে বিশ্রাম আবশ্যক। যেমন, সুন্নত তাতে এটিই। -আল বাহরুর রায়েক : ২/৬৬, باب الوتر والنوافل تحت قوله وسن في مضان عشرون ركعة -সংকলক।

[২০০৮] ইবনে হাফেজ রহ. বলেছেন, কিয়ামুল লাইল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা দ্বারা সাধারণ কিয়াম অর্জিত হয়। যেমন, এ বিষয়ে তাহাজ্জুদে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামে রমজান দ্বারা উদ্দেশ্য সালাতুত্ তারাবিহ। অর্থাৎ, এর দ্বারা কিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এই অর্থ নয় যে, কিয়ামে রমজান সালাতুত তারাবিহ ব্যতীত হয় না। আল্লামা কিরমানি রহ. দুর্লভ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামে রমজান দ্বারা উদ্দেশ্য সালাতুত্ তারাবিহ। -ফাতহুল বারি : ৪/২১৭, كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان-সংকলক।

[২০০৯] দ্র. আল-বাহরুর্ রায়েক : ২/৬৬,في اخر باب الركر واليو افل মা'আরিফুস্ সুনান : ৬/২২১। তারপর এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবিহ নামাজ মসজিদে জামাত সহকারে পড়া উত্তম। -ফাতহুল বারি : ৪/২১৯, باب فضل من قام رمضان তারপর এ সম্পর্কে হানাফি মাজহাবের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তিনটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন,

১ প্রথম নম্বর হলো, যেটি গ্রন্থকার তথা কানয গ্রন্থকার অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, এটি সুন্নতে আইন। সুতরাং যে একাকি

উম্মতের এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তারাবিহ কমপক্ষে ২০ রাকাত। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. হতে এক বর্ণনায় ৩৬ রাকাত, আরেক বর্ণনায় ৪১ রাকাত বর্ণিত আছে। তাঁর তৃতীয় বর্ণনা সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরূপ। তারপর ৪১ এর বর্ণনাটিতেও বিতরের তিন রাকাত এবং বিতরের পর দুই রাকাত নফল অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই বর্ণনা দুটিই হলো- একটি ২০ রাকাতের, অপরটি ৩৬ রাকাতের।[২০১০] তারপর এই ৩৬ রাকাতের মূলও এটাই যে, মক্কাবাসির মামূল ছিলো ২০ রাকাত তারাবিহ পড়া। তবে তাঁরা প্রতি বিশ্রামের মাঝে এক তাওয়াফ করতেন। মদিনাবাসী যেহেতু তওয়াফ করতে পারতেন না, তাই তাঁরা নিজ নামাজে এক তওয়াফের স্থলে চার রাকাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবে তাঁদের তারাবিহতে মক্কাবাসীদের তুলনায় ষোল রাকাত অধিক হয়ে গেছে।[২০১১] এতে বোঝা গেলো, মূলত তাদের মতেও ইমাম চতুষ্টয়ের ইজমা হয়ে গেছে ২০ রাকাত তারাবিহের ব্যাপারে।[২০১২]

ইবনে তাইমিয়া রহ.[২০১৩] তাঁর অনুসারীগণ এবং বিশেষত আমাদের যুগের গায়রে মুকাল্লিদগণ[২০১৪] এ

তারাবিহ নামাজ পড়লো, সে ভালো করলো না। কেনোনা, সে সুন্নত তরক করলো। যদিও মসজিদেও পড়া হোক না কেনো। জহিরুদ্দিন মারগিনানি রহ. এই ফতওয়াই দিতেন। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজটি জামাতে পড়েছেন এবং এটি তরক করার ক্ষেত্রে ওজরের বিবরণ দিয়েছেন।

২ তাহাবি তার মুখতাসারে যা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, তারাবিহ নামাজ ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে যদি বড় ফকিহ হন যার ইকতেদা মানুষ করে তার উপস্থিতিতে অন্যরা উৎসাহিত হবে, আর সে না গেলে জামাত হ্রাস পাবে, তবে সেটি ব্যতিক্রম। তাঁর দলিল নিম্নেযুক্ত হাদিস, 'ফরজ ব্যতীত ব্যক্তির ঘরের নামাজ হলো সর্বোত্তম।' এটি আবু ইউসুফ রহ. হতে একটি বর্ণনা। যেমন, কাফিতে রয়েছে।

৩ মুহিত ও খানিয়াতে যেটাকে সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন এবং হিদায়াতে এটি অবলম্বন করেছেন। এটি জুখিরার বিবরণ অনুসারে অধিকাংশ মাশায়িখের বক্তব্য। কাফীর বিবরণ অনুযায়ী জমহুরের মাজহাব হলো, এটি জামাত সহকারে আদায় করা সুন্নতে কিফায়া। এমনকি যদি গোটা মসজিদবাসী জামাত তরক করে দেয় তবে তারা খারাপ কাজই করলো এবং গুনাহগার হলো। আর যদি মসজিদে তারাবিহ নামাজ আদায় করা হয় আর কিছু সংখ্যক লোক তা হতে দূরে থাকে এবং সে ঘরে নামাজ পড়ে নেয় তাহলে সে অপরাধী হবে না, অমতো কাজও হবে না। কেনোনা, সাহাবায়ে কেরামের অনেকের হতেই বর্ণিত আছে যে, তাঁরা তা হতে পেছনে সরে হতেছেন। যেমন, তাহাবির বিবরণ অনুযায়ী ইবনে উমর রা. (একাকি পড়েছেন)। -আল-বাহরুর রায়েক : ২/৬৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সেখানে দ্র.। অনুরূপভাবে দ্র. মা'আরিফ -বিন্নৌরি : ৬/২৩৩-২৩৫ -সংকলক।

[২০১০] দ্র. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ : ১/১৫২, الباب الخامس فى صيام رمضان -সংকলক।

[২০১১] আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ২/১৬৭, فصل والمختار عند الى عبد الله فيها عشرون ركعة

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমি রহ. নিজ পুস্তিকায় রাকাতে তারাবিহে (৬০, ৬১) লিখেন, বহু মুহাক্কিক এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন যে, বস্তুত মদিনাতেও ২০ রাকাত মেনে নেওয়া হতো। তবে মক্কাবাসিরা যেহেতু প্রতি চার রাকাত তওয়াফ করতেন, তখন মদিনাবাসীগণ নিজেদের ঘাটতি এভাবে পূর্ণ করেন যে, প্রতি দুই বিশ্রামের মাঝে চার রাকাত বৃদ্ধি করেন। এভাবে তাদের রাকাত হয়ে যায় ৩৬। এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সত্যায়ন এভাবে হয়ে যায় যে, অতিরিক্ত রাকাতগুলো আলাদা আলাদা জামাত ব্যতীত পড়া প্রমাণিত। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত যে, কোনো কোনো জামানায় এই ১৬ রাকাত মদীনাবাসী শেষরাতে আদায় করতেন। এতে বোঝা গেলো, আসলে ইমাম মালেক রহ.ও ২০ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন এবং এর সঙ্গে এই বৃদ্ধি তিনি মানতেন যেটা মদিনাবাসী করেছিলেন। -সংকলক।

[২০১২] ইমাম মালেক রহ. এর এক বর্ণনা ১১ রাকাত (বেতরসহও) বনর্ণা করা হয়েছে এজন্য আল্লামা আইনি রহ. লিখেন, অনেকে বলেছেন, ১১ রাকাত। এটা মালেক রহ. নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। আবু বকর আল-আরাবি রহ. এটা পছন্দ করেছেন। -উমদাতুল কারি : ১১/১২৭, باب فضل من قام رمضان। তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থাকারও এই বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।- দ্র. : ২/৭৩, ৭৬।

মাওলানা হাবিবুর রহমান আ'জমি রহ. 'রাকাতে তারাবিহ' নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ৮৪-৮৮) এর বিস্তারিত দলিল ভিত্তিক দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং দলিল করেছেন যে, ইমাম মালেক রহ. এর দিকে এই বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত করা ঠিক নয়।

[২০১৩] আহকার করেও কোথাও সুস্পষ্ট ভাষায় পেলো না যে, ইবনে তাইমিয়া রহ. শুধু ৮ রাকাত তারাবিহের প্রবক্তা। অবশ্য আল

ফাতওয়াল কুবরাতে (৪./৪২৭.(باب صلاة التطوع طبع دار الكتب الحديثة،مصر) এই ইবারতটি পাওয়া গেলো- 'যদি তারাবিহ আবু হানিফা রহ.ও শাফেয়ি, আহমদ রহ. এর মাজহাব মতো ২০ রাকাত পড়ে তবে সে ভালো করলো।

ফাতওয়া কুবরায়- ইবনে তাইমিয়া : ১/১৭৬,মাস'আলা নং ১৩৮,في من يصلي التراويح بعد المغرب লিখেছেন, সুনানে সুস্পষ্ট ভাষায় এসেছে, যখন তিনি তাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন, তখন এশার পর রমজানে কিয়াম করলেন। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতে কিয়াম হলো তাঁর বিতর। তিনি রমজানের রাতে ও গর রমজানের রাতে ১১ রাকাত অথবা ১৩ রাকাত আদায় করতেন। তবে তা আদায় করতেন দীর্ঘআকারে। যখন এটা লোকজনের জন্য কষ্টকর হলো,তখন উবাই ইবনে কাব রা. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর জমানায় ২০ রাকাত আদায় করতেন। এরপর বিতর আদায় করতেন। তাতে কিয়াম করতেন সংক্ষিপ্ত। সুতরাং তা হিসাবগতভাব দ্বিগুণ হয়ে যেতো লম্বা কিয়ামের পরিবর্তে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর ফাতাওয়ার এক জায়গায় লিখেন, 'প্রমাণিত হয়েছে যে, উবাই ইবনে কাব রহ. কিয়ামে রমজানে লোকজন নিয়ে ২০ রাকাত আদায় করতেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। সুতরাং বহু আলেমের মত হলো, এটাই সুন্নাত। কারণ, তিনি তা কায়েম করেছেন মুহাজির ও আনসারিগণের মাঝে। অথচ কোনো প্রত্যাখ্যানকারি তা করেননি। বস্তুত অন্যরা ৩৯ রাকাতের বেশি আদায় করতেন না।'

এ মূলনীতিটিতে একদল লোক মতপার্থক্য করেছেন। কেনোনা,তারা এটাকে মনে করেছেন সহিহ হাদিসের সঙ্গে সংঘর্ষ, যকন প্রমাণিত হয়েচে সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদিন ও মুসলমানদের আমল। আসলে সঠিক হলো, এর পুরোটাই হাসান বা ভালো।-মাজমুউ' ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৩/১১২, ১১৩,نزاع العلماء في مقدار قيامرمضان الطبعة الأولى من مطابع الرياض।

অন্যত্র এই মাসআলার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, মূল কিয়ামে রমজানের তথা তারাবিহের কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাল্লাম নির্ধারিত করেন। বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে গর রামাজানে তের রাকাতের বেশি পড়তেন না। তবে রাকাতগুলো দীর্ঘ করতেন। যখন উমর রা. তদেরকে উবাই ইবনে কাব রা. এর নেতৃত্বে একত্র করলেন, তখন তিনি তাদের নিয়ে ২০ রাকাত আদায় করতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তিনি রাকাত আদায় করতেন। তারপর তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তিনি রাকাত যে পরিমাণ বেড়েছে সে পরিমাণ কেরাত সহজ করে দেন। কেনোনা, এটা এক রাকাত লম্বা করাঅপেক্ষা মুকতাদিদের জন্য অধিক সহজ ছিলো। তারপর সলফের একটি দল ৪০ রাকাত ও আদায় করতেন। আর বিতর পড়তেন তিন রাকাত। আর অন্যরা আদায় করতেন ৩৬ রাকাত। বিতর পড়তেন পড়তেন তিন রাকাত। এগুলো সবইজায়েজ। এইপদ্ধতিগুলোর যে কোনো অবলম্বান করে রমজানে কিয়ামুল্লাইল করা হোক না কেনো তাই উত্তম।

আর সর্বোত্তম বিষয় মুসল্লিদের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়। যদি তাদের মধ্যে দীর্ঘ কিয়ামের সম্ভাবনা হয় তাহলে ১০ রাকাত ও পরবর্তী তিন রাকাতই উত্তম। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে এমন নামাজ পড়তেন। আর যদি এটা তাদের বরদাশত করার মত বিষয় না হয় তাহলে ২০ রাকাত পড়াই উত্তম। অধিকাংশ মুসলমান এর ওপরই আমল করেন। কেনোনা, এটা দশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী। আর যদি চল্লিশ রাকাত ইত্যাদি পড়ে তবে সেটাও বৈধ। এর মধ্যে কোনো একটি মাকরূহ হবে না। এ বিষয়টি একাধিক ইমাম যেমন, আহমদ প্রমুখ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।- মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২২/২৭২, باب صفة الصلاة، قيام رمضان وصفته وعدد ركعاته

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ওপরযুক্ত ইবারত দ্বারা জানা যায় যে. তাঁর মতে তারাবিহ ৪০, ৩৬. ২০, ১০ এবং ৮ রাকাত সব ধরণের পড়াই জায়েজ আছে। তাছাড়া আরো জানা যায় যে, এতোটুকু বিষয় হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতেও স্বীকৃত যে, ১০- রাকাত তারাবিহ পড়ার ওপর অধিকাংশ মুসলমানের আমল রয়েছে। তারপর ওপরযুক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে হতে কোনো এক পদ্ধতি উত্তম হওয়ার ব্যাপারে তার মত হলো, মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে উত্তমও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যদি মুসল্লিদের শক্তি হয় যে, যেরূপভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ও গর রমজানে রাতের নামাজ পড়তেন এমনভাবে তারাও দীর্ঘ কিয়াম করতে পারবেন, তাহলে উত্তম হলো, ১০ রাকাত তারাবিহ এবং ৩ রাকাত বিতর পড়া। (প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিয়াম এতো দীর্ঘ হতো যে, কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত আবার কখনও অর্ধ রাত কেটে যেত। বরং কোনো কোনো সময় সেহরির ওয়াক্ত খতম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রয়েছে। তাছাড়া মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় হজরত আবু জর রা. রমজানের এক রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ পড়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। এমনকি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামাজের কারণে দেওয়ালের সঙ্গে আমার মাথায় আঘাত লাগছিলো। -মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ : ৩/১৭২, باب قيام رمضان আর যদি তারা আদায়ে

ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের সঙ্গে মতপার্থক্য করে রাকাত তারাবিহের প্রবক্তা।[২০১৫] তাদের পক্ষ হতে তারাবিহের ব্যাপারে জমহুরের মাজহাবের ওপর বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

প্রথম প্রশ্ন এও হয় যে, আবু জর রা. হতে বর্ণিত[২০১৬] আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তিন দিন তারাবিহ পড়েছেন। এতে তারাবি মুস্তাহাব তো বোঝা যায়, তবে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেন বলা হয়?

জবাব হলো, তারাবিহ যে সুন্নত এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ان الله تبارك وتعالى فرض صيام عليكم وسننت لكم قيامه[২০১৭] الخ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করেছেন। আর আমি তোমাদের ওপর সুন্নত বানিয়েছি এ তারাবিহ।'

সমর্থ না হয় তাহলে ২০ রাকাত তারাবিহ পড়াই উত্তম। এর ওপরই অধিকাংশ মুসলমান আমল করেন। কেনোনা, এটি ১০ ও ৪০ এর মধ্যবর্তী' দ্বারা বোঝা যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রহ. 'রাকাতে তারবিহে' (৯৩) লিখেন, স্পষ্ট বিষয় যে, বর্তমানে পক্ষ-বিপক্ষ কার মধ্যে এতো দীর্ঘ কিয়ামের হিম্মত ও সাহস আছে কার? সুতরাং ইবনে তাইমিয়া রা. এর তাহকিক অনুসারেও বর্তমানে ২০ রাকাত পড়াই উত্তম-রশিদ আশরাফ সাইফি।

[২০১৪] দ্র. তুহফাতুল আহওয়াযী : ২/৭২-৭৬। সংকলক।

[২০১৫] প্রকাশ থাকে যে, এই মাসআলাতে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত হতে ভিন্নমত অবলম্বলন করে এককত্ব পছন্দ করেছেন এবং ৮ রাকাত তারাবিহকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। যদিও ২০ রাকাত তারাবিহকেও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেন, এসব দ্বারা বোঝা যায় যে, কিয়ামে রমজান জামাতে বিতর সহকারে ১১ রাকাত সুন্নত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন। তারপর তা বর্জন করেছেন কোনো ওজরের কারণে। তিনি এ কথা বুঝিয়েছেন, যদি এই আশংকা না থাকতো তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদা এ আমল করতাম। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কারণে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এটা সুন্নত হবে এবং ২০ রাকাত হবে খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী তোমরা আমার সুন্নত হওয়াকে আবশ্যক করো না। কেনোনা, তাঁর সুন্নত হলো, সর্বদা নিজে এ কাজটুকু করা। অথবা কোনো ওজরের কারণে যে, তিনি যতোটুকু আদায় করেছেন, তার ওপরই সর্বদা আমল করতেন। অতএব, ২০ রাকাত মুস্তাহাব আর দুই রাকাত সুন্নত।-ফাতহুল কাদির : ১/৩৩৪, فصل فى قيام شهر رمضان

জাফর আহমদ উসমানি রহ. ই'লাউস সুনানে (৭/৬৮-৭২, باب التراويح) ফাতহুল কাদির গ্রন্থাকারের বক্তব্যটিকে বর্ণনা ও যুক্তিগতভাবে গ্রহণযোগ্য ও ইজামার বিপরীত সাব্যস্ত করেছেন এবং ফাতহুল কাদির গ্রন্থাকারের এক একটি কথার দলিল নির্ভর উত্তর দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে দেখা যেতে পারে।-সংকলক।

[২০১৬] তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রোজা রেখেছি। তিনি মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকার আগ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না। সাত দিন অবশিষ্ট থাকার সময় আমাদের নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেলো। তারপর ষষ্ঠ তারিখে (শেষ দিক হতে হিসাব করে) আর নামাজে দাঁড়ালেন না। আবার পঞ্চম তারিখে দাঁড়ালেন। এমনকি রাতের অবশিষ্ট অংশ কেটে গেল। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই রাতের অবশিষ্ট অংশে আমাদেরকে নিয়ে নফল পড়তেন তাহলে কতোই না ভালো হতো! তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে ইমামের নামাজ শেষে ফেরা পর্যন্ত, তার জন্য পূর্ণ রাত কিয়ামের সওয়াব লেখা হবে। তারপর মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকার রাতের শেষ তৃতীয়াংশ সময় আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন এবং তার পরিবার ও স্ত্রীগণকে ডাকালেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন এমনকি আমরা ফালাহের আশংকা করলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ফালাহ কি জিনিস? তিনি বললেন, সেহরি।-তিরমিযী : ১/১৩০, باب ماء فى قيام شهر رمضان -সংকলক।

[২০১৭] সুনানে নাসায়ি : ১/৩০৮, ثواب من قام رمضان وصيامه ايمانا كتاب الصيام،

আবু জর রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, শুরুতে সর্বদা তারাবিহ নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হতো না। তবে এর দ্বারা আলাদাভাবে তারাবিহ না পড়া বোঝা যায় না। বরং অন্যান্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদাভাবে সাধারণ দিনের তুলনায় এসব দিনে নামাজ অধিক পড়তেন।[২০১৮] যা দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয় যে, সেগুলো তারাবিহ নামাজ ছিলো, যেগুলো তিনি ভিন্নভাবে আদায় করতেন।

সাহাবায়ে কেরাম যেমন গুরুত্বের সঙ্গে সর্বদা তারাবিহের ওপর আমল করেছেন,[২০১৯] সেটাও তারাবিহ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হওয়ার দলিল। কেনোনা, সুন্নতে মুয়াক্কাদায় খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতও অন্তর্ভুক্ত। যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের বক্তব্য- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين والراشدين[২০২০] এর দলিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ২০ রাকাত তারাবিহ প্রমাণিত নয়। এর জবাব হলো, মুয়াত্তা মালেকে হজরত ইয়াজিদ ইবনে ইবনে রূমান হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كان [٢٠٢١] الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة

তাছাড়া সুনানে কুবরা বায়হাকিতে সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كانوا [٢٠٢٢] يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة

[২০১৮] রমজানের রাতগুলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের ওপর দলিল হাদিসগুলো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আসবে। সংকলক।

[২০১৯] সাহাবায়ে কেরামের এই আমলের দলিল বর্ণনাগুলো ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আসবে।

[২০২০] সুনানে আবু দাউদে এই বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত আছে- 'যে আমার পর জীবিত থাকবে সে বহু মতপার্থক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নত আঁকড়ে ধরবে, দাঁতে কামড়ে ধরবে। (মজবুত ভাবে এর ওপর আমল করবে।) : ২/৫৩৫, كتاب السنة، باب لزوم السنة।

আবু দাউদের শায়খ মহিউদ্দিনের আবদুল হামিদ কর্তৃক সংশোধিত কপিতে আছে, সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে মাহদিয়্যিন রাশিদিনের সুন্নত মজবুতভাবে ধারণ করো। ৪/২০১, নং ৪৬০৭। সুনানে তিরমিযীতে এই বর্ণনাটি এভাবে এসেছে,

فانه من يعشى منكم يرى اختلافا كثيرا واياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوجذ، ف٦ال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . ج٢صـــ ١٠٨ ، ابواب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة.

শাব্দিক কিছু কিছু পার্থক্য সহকারে এই বর্ণনা সুনানে ইবনে মাজাহ (পৃষ্ঠা : ৫, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ও সুনানে দারেমিতেও (১/৪৩, باب اتباع السنة নং ১৬, হাদিস নং ৯৬) বর্ণিত হয়েছে।-সংকলক।

[২০২১] ما جاء فى قيام رمضان الصلاة فى رمضان পৃষ্ঠা নং ৯৮।

এই বর্ণনার ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, ইয়াজিদ ইবনে রূমান উমর রা. এর জমানা পাননি। এজন্য এর সনদ মুনকাতে' তথা বিচ্ছিন্ন।

আবু হানিফা রহ. এর মতে মুরসাল ব্যাপক আকারে মুনকাতে' গ্রহণযোগ্য। তারপর বিশেষভাবে মুয়াত্তা ইমাম মালেকের তো যে কোনো মুরসাল অথবা মুনকাতি' বর্ণনা এমন নেই যেগুলো অন্য সূত্রে সনদগতভাবে মুত্তাসিল নয়। তাহকিকি এবং বিস্তারিত জবাবের জন্য দ্র. রাকাতে তারাবিহ : ৬৩-৬৮, -সংকলক।

[২০২২] মা'রিফুস সুনান : ৬/৬২০। আজমি রহ. এই বর্ণনা সুনানে কুবরা বায়হাকি (২/৪৯৬) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, আছরটি এই ইমাম বায়হাকি রহ.সুনানে কুবরা বায়হাকি রহ. দ্বিতীয় সূত্রে মা'রিফাতুস্ সুনানেও বর্ণনা করেছেন। এবং আহলে

كانوا يقومون بالمائتين وكانوا يتوكؤون على عصيهم فى عند عثمان من شدة القيام

রমজান মাসে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.- এর জমানায় লোকজন ২০ রাকাত তারাবিহ পড়তেন। তাঁরা ২০০ আয়াত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়তেন। তাঁরা উসমান রা. এর যমানায় তাদের লাঠির ওপর ভর করতেন দাঁড়ানোর কষ্ট হতো বলে।'

এই বিশ রাকাত হজরত উমর রা. নির্ধারিত করেছিলেন।[২০২৩] তখন সাহাবায়ে কেরামের অনেক বড় সংখ্যা বিদ্যমান ছিলো। তাদের কেউ উমর রা. এর এই আমল প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং এর ওপর আমলও করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবা, তাবেয়িন এর ওপরই আমল করে আসছেন। এটা এর দলিল যে, ২০ রাকাতের ওপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। যদি শুধু এই প্রমাণটি গ্রহণ করা হয় তবে এটাই সম্পূর্ণ যথেষ্ট।

যদি ২০ রাকাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত না হতো তাহলে উমর রা. অপেক্ষা বিদ'আতের বড় শত্রু আর কে হতে পারে? যদি মেনে নেই তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ভুল হয়ে গেছে, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের সুন্নতের ওপর জান উৎসর্গকারি সাহাবায়ে কেরাম সেটা কিভাবে বরদাশত করতে পারতেন? নিশ্চই তাঁদের কাছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাণী অথবা কর্ম বিদ্যমান ছিলো।[২০২৪] চাই সেটি আমাদের কাছে পর্যন্ত সহিহ সনদে নাই পৌঁছে থাকুক না কেনো। এর সমর্থন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মারফু' বর্ণনা দ্বারা হয়। যেটি ইবনে হাজার রহ. আল-মাতালিবুল আলিয়াতে[২০২৫] মুসান্নেফে ইবনে আবু শায়বা ও মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر

'রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাত নামাজ পড়তেন আবার বিতরও পড়তেন।'

হাদিসের দ্বিতীয় দাবির আলোচনায় আমরাও বলেছি, উভয়টির সনদ সহিহ। প্রথমটির সনদকে ইমাম নববী ইমাম ইরাকি ও সুয়ূতি রহ. প্রমুখ সহিহ বলেছেন। আর দ্বিতীয়টির সনদকে সহিহ বলেছেন সুবকি ও মোল্লা আলি কারি রহ.।

আহলে হাদিসের যে সব প্রশ্ন এই আছরের ওপর রয়েছে সেসবের জবাব আমরা এই আলোচনাতেই দিয়েছি। -রাকাতে তারাবিহ : ৬৩- সংকলক।

[২০২৩] যেমন, ওপরযুক্ত দুটি বর্ণনা এবং আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারির বর্ণনা সহিহ বোখারিতে নিম্নেযুক্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর সঙ্গে রমজানের এক রাতে মসজিদের দিকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম লোকজন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নিজে নিজে নামাজ পড়ছে। একজন নিজে পড়ছে, আরেকজন নামাজ পড়ছে আর তার সঙ্গে নামাজ আদায় করছে এক জামাত। তখন উমর রা. বললেন, আমি মনে করছি যদি এদেরকে একজন কারির আওতায় জমা করে দিতে পারতাম তবে উত্তম হতো। তারপর তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উবাই ইবনে কাব রা. এর নেতৃত্বে তাদেরকে জমা করলেন। তারপর আমি উমর রা. এর সঙ্গে অন্য আরেক রাত্রে বের হলাম। তখন লোকজন তাদের কারির সঙ্গে জামাতে নামাজ আদায় করছে। (এতদদর্শনে) উমর রা. বললেন, এটি উত্তম নতুনকর্ম। আর যে নামাজ হতে তোমরা ঘুমিয়ে থাকো সেটি উত্তম যেটি তোমরা আদায় করছো তা অপেক্ষা। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, শেষ রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ। আর লোকজন রাতের শুরু ভাগে তারাবিহ পড়তো। ১/২৬৯, باب فضل من قام رمضان -সংকলক।

[২০২৪] আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানিফা রহ.কে তারাবিহ ও উমর রা. এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারাবিহ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি উমর রা. এর নিজের পক্ষ হতে আন্দাজ করে বের করেননি। তাতে তিনি বিদআতিও ছিলেন না। এর নির্দেশ তিনি তার কাছে কোনো ভিত্তিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ব্যতীত দেননি।-মারাকিল ফালাহ : ৮১, فصل فى صلاة التراويح ، نقلاعن الإختيار- সংকলক।

[২০২৫] ২. ১/১৪৬, নং ৫৩৪, باب قيام رمضان - সংকলক।

যদিও এই হাদিসটি সনদগত ভাবে জয়িফ[২০২৬] তবে ইজমা এবং তা'আমুল দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে এতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এর ওপর প্রশ্ন উথাপন করা হয় যে, সহিহ বোখারির[২০২৭] একটি হাদিস এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাতে আয়েশা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ও গর রমজানে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না।'

যা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি রমজানেও বেতর ব্যতীত আট রাকাতের অধিক তারাবিহ আদায় করতেন না।[২০২৮]

জবাব হলো, এ হাদিসটি তারাবিহ সংক্রান্ত নয়। বরং তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত। এর জবাবে গাইরে মুকাল্লিদগণ দাবি করেন, তারাবিহ নামাজ এবং তাহাজ্জুদ নামাজ দুটি একই জিনিস। এটা প্রমাণিত নয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের রমজানে দুই প্রকার নামাজ আলাদা আলাদা আদায় করতেন।

তবে গায়রে মুকাল্লিদদের এ দাবি সম্পূর্ণ গলদ। কেনোনা,তারাবিহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের যুগে এবং উমর রা. এর জামানায়ও সর্বদা রাতের প্রথমভাগে পড়া হয়েছে।[২০২৯] অথচ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া

[২০২৬] বুসিরি রহ. বলেন, এটি নির্ভর করে ইবরাহিম ইবনে ইসমান ইবনে আবু শায়াবার ওপর। তিনি জয়িফ।- তা'লিকুল মাতালিবুল আলিয়া : ১/১৪৬। দ্র. রাকাতে তারাবিহ : ৫৬-৬৩।- সংকলক

[২০২৭] ১/২৬৯. باب فضل من قام رمضان - সংকলক।

[২০২৮] সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রহ. লিখেন, তবে এই প্রশ্নটি সরাসরি গাফিলতিও অজ্ঞতা নির্ভর। কেনোনা, ওপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পক্ষ বিপক্ষ কারো মতেই সহিহাইনের এই হাদিস বাহ্যিক অর্থের ওপর নেই। না তাতে সর্বাদার অভ্যাসের বিবরণ রয়েছে। কেনোনা, রা. এখানে বলেছেন যে, তিনি রমজান গর রমজানে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। অন্যত্র তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ফজরের রাকাতগুলো বাদ দিয়ে তিনি ১৩ রাকাত পড়তেন। সুতরাং কেউ এই বিবরণটিকে প্রথম বিবরণের পরিপন্থি বলে রদ করেননি। বরং উভয়ের বিবরণকে সহিহ সাব্যস্থ করেছেন এবং এগুলোর সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেছি যে, সঠিক বক্তব্য হলো, যা কিছু তিনি উল্লেখ করেছেন- এগুলো বিভিন্ন সময় ও অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। -ফাতহুল বারি : ৩/১৪। মুয়াত্তার ব্যাখ্যাতা বাজী রহ. এর বক্তব্য সুয়ুতি রহ. তা নবীরুল হাওয়ালিক : ১/১৪২ বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আয়শা রা. তিনি বাড়াতেন না'তে প্রিয়নবী (স.) এর দায়েমি নয় বরং অধিকাংশ সময়ের অভ্যাসের বিবরণ রয়েছে। আর ১৩ সংখ্যা বিশিষ্ট হাদিসে এই অতিরিক্ত অংশের উল্লেখ রয়েছে। যেটি কোনো কোনো সময় তিনি পড়তেন। তিনি বলেন, প্রথম হাদিসটিতে তার অধিকাংশ সময়ের অভ্যস্থ নামাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিসটিতে কোনো কোনো সময়, অতিরিক্ত নামাজ পড়েছেন সেটির সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখন সহিহাইনের হাদিসে সর্বদার অভ্যাস বর্ণনা করা হয়নি; বরং তখন যেমনভাবে এই বক্তব্য করা যে, অধিকাংশ সময় ব্যতীত কোনো কোনো সময় তিনি ১৩ রাকাত পড়তেন-এটি সহিহাইনের পড়েছেন এটাও সহিহ বোখারি মুসলিমের হাদিসের পরিপন্থি হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নকারিরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখে শুধুমাত্র সহিহাইনের বাহ্যিক শব্দ দেখেছেন এবং প্রশ্ন করে দিয়েছেন।-রাকাতে তারবিহ : ৬২-সংকলক।

[২০২৯] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় রাত্রের প্রথম অংশে তারাবিহ পড়ার দলিল পরবর্তী মূলপাঠে আসছে। অথচ উমর ফারুক রা. এর জামানায় প্রথম রাতে তারাবিহ পড়ার জ্ঞান আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারির বর্ণনা দ্বারা অর্জিত হয়। যাতে তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর রা. যখন তারাবিহের জামাত দেখলেন, যে জামাতে হজরত উবাই ইবনে কাব রা. ইমামতি করছিলেন। (এবং এই জামাত স্বয়ং হজরত উমর রা. কর্তৃক নির্দিষ্ট করা ছিলো।) তখন তিনি বললেন, উত্তম নতুন কর্ম এটি। তারপর তিনি বললেন, যে নামাজ হতে তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে সেটি তোমাদের সে নামাজ অপেক্ষা উত্তম যা তোমরা আদায় করছো (তারাবিহ) রাবি বলেন, এখানে উমর রা.- এর উদ্দেশ্য শেষ রাত্রে হয়ে থাকে সেটি তোমরা যে নামাজ আদায় করছো তথা তারাবিহ পড়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন না, সেহেতু হজরত উমর রা. এর উদ্দেশ্য তাদেরকে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা যে, উত্তম জিনিস বর্জন না উচিত। সুতরাং প্রথম ওয়াক্তে তারাবিহ এবং শেষ ওয়াক্তে যেনো তাহাজ্জুদ আদায় করে। অন্যথায় এই

হতে রাতের শেষভাগে।[২০৩০] আবু জর রা. হতে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ২৩, ২৫, এবং ২৭ তারিখ রাতে যে তারাবিহ জামাতের উল্লেখ রয়েছে সে তিন রজনীতে রাতের প্রথম অংশে তারাবিহ পড়া হয়েছিলো। ২৭ তারিখ রাতের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে- قام حتى تخوفنا الفلاح 'তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন, এমনকি আমরা সেহরির আশংকা করলাম, এর কারণ এটা নয় যে, তারাবিহ শেষ রাতে পড়া হয়েছে। বরং এর কারণ হলো, সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবিহ দীর্ঘ করেছিলেন। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তারাবিহের জামাত করেননি।[২০৩১] বস্তুত হজরত আবু জর রা. এর হাদিসে তারাবিহের জন্য নিয়মিত জামাত প্রমাণিত।[২০৩২] সুতরাং তাহাজ্জুদ এবং তারাবিহকে এক সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত আয়েশা রা. এর বক্তব্যের অর্থ হলো, রমজান হোক অথবা গর রমজান তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ সর্বদা আট রাকাত পড়তেন। এর ফলে তারাবিহ ২০ রাকাত না পড়া প্রমাণিত হয় না। বরং আয়েশা (রো.) এর অন্যান্য বর্ণনা এর সমর্থন করে। যেমন,

---

তারাবিহই যেনো শেষ ওয়াক্তে পড়ে। যাতে তারাবিহের সঙ্গে তাহাজ্জুদেরও ফজিলত অর্জিত হয়ে যায়। এই ঘটনা দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাহাজ্জুদ এবং তারাবিহ দুটি এক জিনিস নয়। বরং দুটি আলাদা আলাদা ও স্বতন্ত্র নামাজ।-আর রায়ুন্ নাজিহ : ৯, ১০-সংকলক কর্তৃক পরিবর্ধিত।

[২০৩০] বিন্নৌরি রহ. বলেন, তারাবিহ ছিলো মসজিদে জামাত সহকারেও প্রথম রাত্রে। তবে তাহাজ্জুদ ছিলো এর পরিপন্থি- শেষ রাওত্র ঘরে ও জামাত ব্যতীত।-শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি রহ.।-মা'রিফুস্ সুনান : ৬/২২২

তাছাড়া আসওয়াদ বলেন, আমি হজরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজ কিরূপ ছিলো? তিনি বললেন, তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন, শেষভাগে উঠে নামাজ পড়তেন। তারপর বিছানায় ফিরে আসতেন-সহিহ বোখারি : ১/১৫৪, باب من نام اول الليل واحيا اخره ،١٥٤/١ সংকলক।

[২০৩১] ২.সাধারণত তিনি একাকি তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। আবার কোনো কোনো সময় তার সঙ্গে এক দুজন তাহাজ্জুদে শরিক হয়ে গেছেন। যেমন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক তাঁর খালা হজরত মায়মূনা রা. টএর ঘরে রাত্রি যাপনের ঘটনা দ্বারাও বোঝা যায়। মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১০৩, ১০৪, صلوة النبى صلى الله عليه وسلم فى الوتر তাছাড়া মুসনাদে আহমদে হজরত আবু জর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি ইচ্ছে করেছি, আজ রাত আপনার সঙ্গে রাত্রি যাপন করবো এবং আপনার মত নামাজ পড়বো। জবাবে তিনি বললেন, তুমি পারবে না। তারপর রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গোসলেরত হলে হলেন কাপড় দিয়ে পর্দা করে। আমি তার হতে অপর দিকে ফিরে ছিলাম। তারপর গোসল শেষ করলেন। আমিও তার সঙ্গে দাঁড়ালাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামাজের কারণে দেওয়ালের সঙ্গে আমার মাথায় আঘাত লাগছিলো। অতঃপর তার কাছে হজরত বিলাল রা. নামাজের জন্য আসলেন। রাবি বলেন, বিলাল! তুমি কি তা করেছ (আজান দিয়েছ)? জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ। বললেন, বিলাল! তুমি আজান দাও, যখন সকাল (এর আলো) আকাশের দিকে (উর্ধ্বমুখে) ছড়িয়ে থাকে। আসলে এটা সুবহে সাদেক নয়। সুবহে সাদেক হলো, এমন প্রস্থে ছড়ানো। তারপর তিনি সেহরি আনতে বললেন, তারপর সেহরি খেলেন। (হায়ছামি রহ. বলেন, এটি আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সনদে রিশ দিন ইবনে সাদ রয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচুর কালাম রয়েছে। আবার তাকে সেকাহও বলা হয়েছে।-মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/১৭২, باب قيام رمضان সংকলক।

[২০৩২] তাছাড়া ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক কুরাজি রা. হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম রমজানে বের হলেন। দেখলেন, মসজিদে এক পার্শ্বে কিছু সংখ্যক লোক নামাজ পড়ছে। ফলে তিনি বললেন, এরা কি করছে? এক বক্তা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব লোক কোরআন জানে না। উবাই ইবনে কাব রা. কোরআন তিলাওয়াত করছেন, আর তাঁরা ঠিক করেছে। তাদের জন্য এটা তিনি অপছন্দ করেননি। নিমবি রহ. বলেন, ইমাম বায়হাকি রহ. এটি 'মারি'ফতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম। এর একটি শাহেদ রয়েছে হাসানের চেয়ে নিম্নে পর্যায়ের। করেছেন। তথা আবু দাউদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস।-আছারুস সুনান : ২০০-২০১, باب فى جماعة التروبح-সংকলক।

كان رسول الله الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره[২০৩৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে এতো প্রচুর কষ্ট করতেন যতো বেশি কষ্ট অন্য সময়ে করতেন না।'

যদি রমজান ও গর রমজান কোনো পার্থক্যই না থাকতো তবে এই হাদিসের অর্থ কি হবে[২০৩৪]? তাছাড়া অপর একটি বর্ণনায় হজরত আয়েশা রা. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر[২০৩৫]

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম শেষ দশকে প্রবেশ করতেন তখন রাত্রি জাগরণ করতেন ও পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং কষ্ট করতেন ও লুঙ্গি বাঁধতেন।'

যখন আয়েশা রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী রমজান গর রমজানে সব মাসের রাতের নামাজ সমান ছিলো তখন রমজানে বেশি কষ্ট করা বিশেষত শেষ দশকে বিশ্রাম না করার কী অর্থ?[২০৩৬]

[২০৩৩] আহকার এসব শব্দে এই বর্ণনা পেলো না। অবশ্য সহিহ মুসলিম ইত্যাদিতে এই বর্ণনাটি হজরত আয়েশা রা. হতে এমন বর্ণিত আছে, كان رسول الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لايجتهد في غيره،

باب الاجتهاد في العشر الأطخر من شهر رمضان ١/٣٧٢। তবে এই বর্ণনা দ্বারা আমাদের দলিল হতে পারে। হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রমজান মাস আসতো তখন লুঙ্গি বাঁধতেন (মজবুতভাবে ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন)। তারপর রমজান অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তাঁর বিছানায় আসতেন না। দেখুন, আদ্দু দুররুল মানসুর ফি তাফসিরি বিল মা'ছুর : ১/১৮৫, شهر رمضان الذى انزل فيه القران আয়াতের অধীনে, সূরা বাকারা।-সংকলক।

[২০৩৪] আয়েশা রা. এর বর্ণনা ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة-(বোখারি : ১/২৬৯) এর অর্থ এটাই যে, রমজান ও গাইরে রমজানে তাঁর তাহাজ্জুদ নামাজে কোনো পার্থক্য হতো না। অবশ্য অন্য দিবসগুলোর তুলনায় রমজানে তিনি ইবাদতের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করতেন ও চেষ্টা করতেন। যার সুরত এটাই হতো যে, তিনি তারাবিহও স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদও। এমনকি কোনো কোনো সময় পূর্ণ রাত অতিক্রান্ত হয়ে যেতো।-সংকলক।

[২০৩৫] শব্দ মুসলিমের : ১/৩৭২, باب الإجتهاد في العشر الأواخر দ্র. বোখারি : ১/২৭১, باب العمل في العشر الأواخر في رمضان-সংকলক।

[২০৩৬] অথচ এক বর্ণনা আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রাত পরিপূর্ণরূপে শুরু হতে ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েননি।-সুনানে আবু দাউদ : ১/১৯০, باب في صلاة الليل সুনানে দারেমি : ১/২৮৫, باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم নং ১৬৫, হাদিস নং ১৪৮৩,

অবশ্যই হজরত আয়েশা রা. এর এই সীমা নির্ধারণ তাহাজ্জুদের নামাজ সংক্রান্ত। অন্যথায় তারাবিহে সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়া হজরত আবু জর রা. হতে বর্ণিত বর্ণনা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এর দ্বারাও তারাবিহ নামাজ ও তাহাজ্জুদের নামাজের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। তাছাড়া হজরত আয়েশা রা. এর বক্তব্য মূলপাঠে বর্ণিত বর্ণনা اذا دخل العشر احيا الليل الخ. ও উভয়ে নামাজের ভিন্নতা প্রামাণ করছে। কেনোনা, রাত্রি জাগরণ তখনই হবে যখন পূর্ণ রাত্রে জেগে থাকবে। আর এই জাগরণ অবশ্যই হবে তারাবিহের জন্য। কেনোনা, তাহাজ্জুদ সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কোনো রাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েননি।

সারকথা, নিঃসন্দেহে তাহাজ্জুদ ও তারাবিহ বিভিন্নতা প্রমাণিত। তবে এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুটি হতে একটিপ নামাজ অপরটির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন, যদি তাহাজ্জুদের সময় তারাবিহ পড়া হয় তাহলে এর আওতায় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় হয়ে যাবে। যেমন, অন্যান্য নফলে হয়ে থাকে। যথা, যদি চাশতের সময় সূর্যগ্রহণের নামাজ তাহাজ্জুদের সময় আদায় করা হয়, তবে এর অধীনে তাহাজ্জুদ নামাজও আদয় হয়ে যাবে। যেমন, হজরত আবু জর রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের

এর জবাবে অনেক গাইরে মুকাল্লিদ ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলোর এই ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে কিয়াম দীর্ঘ করা উদ্দেশ্য, রাকাতের আধিক্য নয়।

তবে প্রথমত এটা অযৌক্তিক যে, পূর্ণ রাত্রে তিনি রাত্রে শুধু আট রাকাতই পড়তেন। দ্বিতীয়ত মুয়াত্তা ইমাম মালেকে হজরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় كثر صلوته 'অধিক নামাজ পড়তেন' শব্দও এসেছে,[২০৩৭] যা এই ব্যাখ্যার খণ্ডন করে দিচ্ছে। কেনোনা, তাহাজ্জুদে তো আধিক্য হতেই পারে না। কেনোনা, এর সম্পর্কে তো আয়েশা রা. বলেছেন যে, রমজান গর রমজানে তাহাজ্জুদের রাকাত বৃদ্ধি পেতো না। তাহলে অবশ্যই এই আধিক্য ছিলো তারাবিহের জন্যে।

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন এই করা হয় যে, হজরত উমর রা. হতে যেমনভাবে ২০ রাকাত তারাবিহ বর্ণিত আছে এমনভাবে ১১[২০৩৮] ১৩[২০৩৯] এবং ২১[২০৪০] রাকাতও প্রমাণিত।

হাদিসের তৃতীয় দফার ঘটনার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম পূর্ণ রাত তারাবিহ নামাজের ইমামতি করেছেন। এবং এর অধীনে তাহাজ্জুদের ফজিলত অর্জন করেছেন।

[২০৩৭] মুয়াত্তা ইমাম মালেক অথবা অন্য কোনো হাদিসের কিতাবে এই শব্দে এই হাদিসটি পাওয়া গেলো না। অবশ্য আল্লামা সুয়ুতি রহ. বায়হাকি ও ইসপাহানি সূত্রে হজরত আয়েশা রা. কে একটি বর্ণনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهر رمضان تغير لونه وكثر صلاته وابتهل بالدعاء واشفق منه شه আদ দুররুল মানছুর : ১/১৮৫, تحت قوله تعالى شهر رمضان الذى الخ. -সংকলক।

[২০৩৮] মুয়াত্তা ইমাম মালেকে মালেক-মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ -সাইব ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. উবাই ইবনে কাব ও তামিম দারি রা.কে লোকজনকে ১১ রাকাত তারাবিহ নামাজ পড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাবি বলেন, তিলাওয়াতকারি ২০০ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমরা লাঠির উপর ভর করতাম। আমরা সেখান হতে কেবল ফজরের প্রথমাংশ নিকটবর্তী হলেই ফিরে আসতাম। পৃষ্ঠা : باب ما جاء فى قيام رمضان। এই আছর সংক্রান্ত তাফসিলি আলোচনার জন্য দ্র.-রাকাতে তারাবিহ-শায়খ আজমি রহ. : ।৭-১০।-সংকলক।

[২০৩৯] নিমবি রহ. বলেন, মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-মারওয়াজি কিয়ামুল লাইলে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ -তাঁর দাদা সাইব ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা উমর রা. এর জামানায় রমজানে ১৩ রাকাত নামাজ আদায় করতাম।-আত তা'লিকুল হাসান আলা আছারিস্ সুনান : ২০৩, باب التراويح بثمان ركعات -সংকলক।

[২০৪০] আবদুর রাজ্জাক-দাউদ ইবনে কায়স প্রমুখ -মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ -সাইব ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে বর্ণিত যে, উমর রা. লোকজনকে রমজানে উবাই ইবনে কাব ও তামিম দারি রা. এর নেতৃত্বে ১১ রাকাত আদায় করার জন্য জমা করেছেন। তারা ২০০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং ফজরের প্রথমাংশ নিকটবর্তী হলে ফিরতেন। মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক : ৪/২৬০, ২৬১, باب قيام رمضان- সংকলক।

জবাব : এটা প্রথম দিকের ঘটনা। যখন সাহাবায়ে কেরামের মশওয়ারায় ২০ রাকাতের উপর আমল স্থির হয়নি এবং ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার দলিল হলো, যখন হতে ২০ রাকাত শুরু হয়েছে তারার হতে সমস্ত সাহাবা, তাবেয়িনের আমল এর ওপর চালু হয়েছে এবং ইমাম চতুষ্টয়ও এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেছেন।[২০৪১] সুতরাং বিষয়টি স্থির হওয়ার পূর্বের বর্ণনাগুলো দ্বারা দলিল পেশ করা মূলনীতি বহির্ভূত কর্ম[২০৪২]

تمت برحمة الله تعالى

[আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতে দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি এখানে ঘোষণা করলাম।
তৃতীয় খণ্ড শুরু হবে আবওয়াবুল হজ্জ বা হজ্জ পর্ব থেকে।]

[২০৪১] বিস্তারিত বিবরণ পেছনে দেওয়া হয়েছে। তাছড়া দ্র. রাকাতে তারাবি : ১-৬ সংকলক।

[২০৪২] এ হলো, এই মাসআলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মাজহাবের সারনির্যাস। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নেযুক্ত কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। ১. আর রইযুন্ নাজিহ ফি আদাদি রাকাতিত তারাবিহ, উর্দু।-শায়খ আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.। ছাপা, মুজতাবায়ি, দিল্লি। এই পুস্তিকাটি ফাতওয়া রশীদিয়ার (পৃষ্ঠা : ৩০৪-৩২৩) অংশ হিসেবে ছাপা হয়েছে। ২. মাসাবিহুত তারাবিহ, ফার্সী-হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ কাসেম নানাতুবি রহ.। ছাপা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ৩. রাকাতে তারাবিহ, উর্দু, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাবিবুর রহমান আজমি রহ.। ছাপা, মা'রিফে প্রেস আজমগড়। ৪. তাহকিকুত তারাবহীহ উর্দু, শায়খ মুকরি রেওয়ায়াতুল্লাহ। ছাপা, দারুল উলুম করাচি-১৪,

৫. تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة ورد على الالبانى فى تضعيفه (عربى) للشيخ اسماعيل بن محمد الأنصارى، طبع مكتبة رشيدية ساهيوال باكستان،

৬. রিসালাতে তারাবিহ ফার্সি। এইপুস্তিকাটি প্রসিদ্ধ আহলে আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল গুজরানওয়ালা কর্তৃক লিখিত। যাতে তিনি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মুফতি মহাম্মদ হুসাইন বাটালবির সেই ফতওয়ার এলেমি ও তাহকিকু রদ করেছেন যে, ২০ রাকাত তারাবিহের কোনো দলিল নেই। এই পুস্তিকাটি মাওলানা সারফরাজ খান সফদার মু.জি. এর তরজমা ইয়ানাবিয়ের সঙ্গে গুজরানওয়ালা হতে প্রকাশিত হয়েছে।

ইলাউস্ সুনানে : ৭/৫৭-৭৬ باب التراويح ও তারাবিহ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।-রশিদ আশরাফ সাইফি।